শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রং

অর্থাৎ

পরমভাগবত মহামুনি শ্রীনারদ প্রকাশিত

পঞ্চজ্ঞানাত্মকশাস্ত্রং।

শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা অনুবাদিতং।

ভট্টপল্লী-নিবাসী

পণ্ডিতবর-শ্রীকালীপদবিদ্যারত্ন-কর্ত্তৃক সংশোধিতং।

শ্রীযুক্তগোকুলচন্দ্র গোস্বামি

কর্ত্তৃক বিরচিতং।

কলিকাতা.

অপর চিৎপুররোড ২৮৬ সংখ্যক ভবনে বিদ্যারত্নযন্ত্রে

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিতং।

১৩০২

বিজ্ঞাপন।

—:০:—

একণে আমাদের দেশে পুরাণাদি নানাবিধ প্রাচীন গ্রন্থ সকল মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। তাহাতে অনায়াসেই বিদ্বন্মণ্ডলীর নয়নপথে পতিত হইয়া, তাঁহাদিগের মনোমধ্যে অসীম আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে। এবং ঐ সমস্ত গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষা নিবন্ধন যদিও অর্থাববোধ হওয়া দুর্ঘট, তথাপি সর্ব্বসাধারণের বোধ সৌকর্য্যার্থ বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হওয়ায় আর কাহার কিছু মাত্র দর্শন ব্যাঘাত নাই, সুতরাং সাধারণের পক্ষেই পরম উপকার লক্ষিত হইতেছে।

এই নিমিত্ত আমরাও "নারদপঞ্চরাত্র" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উদ্‌যুক্ত হইলাম। যদ্যপি ঐ গ্রন্থ পূর্ব্বে "আসিয়াটিক্" সমাজের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার অনুবাদ বিরহে সর্ব্বসাধারণের তাদৃশ উপকারের অসম্ভব বোধে, আমরা অনুবাদ সহিত পুনর্ব্বার প্রকাশ করি-লাম। যৎকালে, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বারা, এই গ্রন্থ অনুবাদ আরম্ভ হয়, তৎকালে উক্ত মুদ্রিত পুস্তক ইহার আদর্শ স্বরূপে স্বীকার করা হইয়াছিল। কিন্তু উহাতেও স্থানে স্থানে বর্ণের ও পাঠের অন্যথাবোধ হওয়ায়, অপর কএক খানি হস্ত লিখিত গ্রন্থ অন্যান্য স্থান হইতে আনয়ন পূর্ব্বক পরস্পর ঐক্য করতঃ কার্য্য নির্ব্বাহ করা হইয়াছে।

এবং ইহার সংশোধন বিষয়ে মহানুভব পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোকুলচন্দ্র-গোস্বামিকে ভার প্রদান করায়, তিনি আদ্যোপান্ত বিশেষ রূপে দর্শন পূর্ব্বক পরিশোধন করিয়াছেন। তবে তাঁহার ছাত্রগণের অধ্যাপনাদি, ও অন্যান্য কার্য্য বশতঃ সময়ের অল্পতাহেতুক, যদিও কোন স্থানে কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা আপনারা ক্ষমা করিবেন।

একণে কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না, মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক গ্রহণ করিলে, শ্রম সাফল্য বোধ করিব, কিমধিকমিতি।

সন ১৩০৯ সাল।
তারিখ ২১ বৈশাখ।

শ্রীবেণীমাধব দে এণ্ড কোং।

সহৃদয় সজ্জনগণ সমীপে বিজ্ঞাপন।

—:০:০:—

"নারদপঞ্চরাত্রের" সংশোধন বিষয়ে আমি ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং পরিশ্রমপূর্ব্বক যথাসাধ্য, কার্য্যসমাধা করিয়াছি। কিন্তু ছাত্রগণের অধ্যাপনাদি ও অন্যান্য কার্য্য বশতঃ সময়ের অল্পতাহেতুক যদিও কোথায় কিছু অনবধানতা অবলোকন করেন, তাহা আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামী।

সাং শোভাবাজার, নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীট।

সন ১৩০৯ সাল।
তারিখ ২১ শে, বৈশাখ।

গণেশায় নমঃ।

বিদ্বজ্জনগণ-সমীপে সবিনয় নিবেদন যে, "নারদপঞ্চরাত্র" নামক গ্রন্থ দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হইল, যথাসাধ্য ইহার সংশোধন কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি, বলিতে পারি না, কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি। অতএব মহাশয়গণ, ভ্রম বা প্রমাদ বশতঃ যদি কোন স্থানে দোষ ঘটিয়া থাকে, দেখিতে পান তাহা নিজগুণে মার্জ্জনা করিলে পরিশ্রম সাফল্য জ্ঞান করিব কিমধিকমিতি।

সন ১৩০৯ সাল।
তারিখ ২১ শে, বৈশাখ। } শ্রীকালীপদবিদ্যারত্ন।

নির্ঘণ্টপত্র।

প্রথমরাত্র নির্ঘণ্ট।

দ্বিতীয়রাত্র নির্ঘণ্ট।

তৃতীয়রাত্র নির্ঘণ্ট ।

চতুর্থরাত্র নির্ঘণ্ট।

পঞ্চমরাত্র নির্ঘণ্ট।

শ্রীনারদ পঞ্চরাত্র।

প্রথমাধ্যায়ঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

নারায়ণ ও নরশ্রেষ্ঠ নর এবং সরস্বতী দেবীকে নমস্কার করিয়া তদনন্তর জয় উচ্চারণ করিবে।

গণেশশেষব্রহ্মেশদিনেশপ্রমুখাঃ সুরাঃ!
কুমারাদ্যাশ্চ মুনয়ঃসিদ্ধাশ্চ কপিলাদয়ঃ॥ ১॥ ৴

গণেশ, শেষ, ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও আদিত্যাদি দেবগণ, কুমারাদি মুনিগণ এবং কপিলাদি সিদ্ধগণ॥ ১॥

লক্ষ্মী সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রাধিকা * পরা।
ভক্ত্যা নমন্তি যং শশ্বত্তং নমামি পরাৎপরং॥ ২॥

তথা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী ও শ্রীরাধিকা প্রভৃতি যে (শ্রীকৃষ্ণ) পরাৎপরকে নিরন্তর ভক্তিভাবে নমস্কার করেন॥ ২॥

---

* ইহাতে শ্রীরাধিকার প্রাধান্যতা ব্যক্ত আছে যেহেতুক পরা শব্দের অর্থ এস্থলে শ্রেষ্ঠা......পরান্তে শ্রেষ্ঠ বাচকেতি বিশ্বঃ।

ধ্যায়ন্তে সন্ততং সন্তো যোগিনো বৈষ্ণবাঃ সদা।
জ্যোতিরভ্যন্তরে রূপমতুলং শ্যামসুন্দরং ॥ ৩ ॥

অপিচ সাধুগণ, যোগিগণ এবং বৈষ্ণববৃন্দ যে শ্রীকৃষ্ণের অতুল শ্যামসুন্দর রূপ-জ্যোতিরভ্যন্তরে ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

ধ্যায়েৎ তং পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরং।
নিরীহমতিনির্লিপ্তং নির্গুণং প্রকৃতেঃ পরং ॥ ৪ ॥

সেই পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর, নিরীহ, নির্গুণ ও নিতান্ত নির্লিপ্ত এবং প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ হয়েন ॥ ৪ ॥

সর্ব্বেশং সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বকারণকারণং।
সত্যং নিত্যঞ্চ পুরুষং পুরাণং পরমব্যয়ং ॥ ৫ ॥

তিনিই সকলের ঈশ্বর, সর্ব্বরূপী, সর্ব্বকারণের কারণ, নিত্য সত্য এবং পুরাণ ও অব্যয় প্রধান পুরুষ হইয়াছেন ॥ ৫ ॥

মঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ মঙ্গলং মঙ্গলালয়ং।
স্বেচ্ছাময়ং পরং ধাম ভগবন্তং সনাতনং ॥ ৬ ॥

তিনিই মাঙ্গল্য, মঙ্গলার্হ, মঙ্গল এবং মঙ্গলালয় ও স্বেচ্ছাময়, সনাতন, পরমধাম ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) হইয়া ধ্যান গোচর হইতেছেন ॥ ৬ ॥

স্তুবন্তি বেদা যং শশ্বন্নান্তং জানন্তি যস্য তে।
তং স্তৌমি পরমানন্দং সানন্দং নন্দনন্দনং ॥ ৭ ॥

বেদ সকল নিরন্তর তাঁহাকে স্তব করিয়া তাঁহার অন্ত পায় না; অতএব সেই পরমানন্দ সানন্দ শ্রীনন্দনন্দনের স্তব করিতেছি ॥ ৭ ॥

ভক্তপ্রিয়ঞ্চ ভক্তেশং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং *।
শ্রীদং শ্রীশং শ্রীনিবাসং শ্রীকৃষ্ণং রাধিকেশ্বরং ॥ ৮ ॥

---

* শরীরং বর্ষ্ম বিগ্রহ; অমরকোষের মনুষ্যবর্গ দেখ; কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের "লীলা মানুষ বিগ্রহঃ" হইতে ইহার যে বিভিন্নতা আছে তাহা শ্রীসনাতন গোস্বামি কৃত শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকটিত আছে।

তিনি ভক্তপ্রিয়, ভক্তের প্রভু এবং ভক্তানুগ্রহে অবতীর্ণ ও শ্রীশ, শ্রীনিবাস, শ্রীরাধিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণরূপে সকলের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতেছেন ॥ ৮ ॥

জ্ঞানামৃতং জ্ঞানসিন্ধোঃ সংপ্রাপ্য শঙ্করাদ্গুরোঃ।
পরাবরাচ্চ পরমাদ্যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরোঃ ॥ ৯ ॥

যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু পরম পরাবর জ্ঞান-সাগর শ্রীগুরু শঙ্কর হইতে জ্ঞানামৃত লাভ করিয়া ॥ ৯ ॥

বেদেভ্যো দধিসিন্ধুভ্যশ্চতুর্ভ্যঃ সুমনোহরং।
তজ্জ্ঞানমন্থদণ্ডেন সংনির্ম্মথ্য নবং নবং ॥ ১০ ॥

জ্ঞান স্বরূপ মন্থন-দণ্ড দ্বারা দধিসাগরের তুল্য চারিবেদ হইতে সেই সুমনোহর নূতন নূতন * জ্ঞান মন্থন করিয়া ॥ ১০ ॥

নবনীতং সমুদ্ধৃত্য নত্বা শম্ভোঃ পদাম্বুজং।
বিধিপুত্রো নারদোঽহং পঞ্চরাত্রং সমারভে ॥ ১১ ॥

তাহা নবনীত স্বরূপে উদ্ধার পূর্ব্বক মহেশ্বরের পদাম্বুজে প্রণতি পুরঃসর আমি বিধিপুত্র নারদ ঋষি এই পঞ্চরাত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলাম ॥ ১১ ॥

ওঁ নারায়ণাশ্রমে পুণ্যে পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
সিদ্ধে নারায়ণক্ষেত্রে বটমূলে সুপুণ্যদে ॥ ১২ ॥

নারায়ণাশ্রমে এবং পবিত্র ও পুণ্যক্ষেত্র স্বরূপ ভারতবর্ষে, সিদ্ধ ও সুপুণ্যদ নারায়ণক্ষেত্রে বটবৃক্ষের মূলদেশে ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণাংশং কৃষ্ণভক্তঞ্চ পরং কৃষ্ণপরায়ণং।
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজধ্যানৈকতানমানসং ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণভক্ত ও নিতান্ত কৃষ্ণপরায়ণ তথা শ্রীকৃষ্ণ-চরণারবিন্দ ধ্যানে একান্ত মানস ॥ ১৩ ॥

---

* সাধারণলোকের অনবগতসাধনপ্রণালী।

জপন্তং পরমং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যক্ষর * দ্বয়ং।
সুখাসনে সুখাসীনং কৃষ্ণদ্বৈপায়নং মুনিং ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন (মহর্ষি ব্যাসদেব) সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া পরম ব্রহ্ম তুল্য কৃষ্ণ এই দুই অক্ষর (মহামন্ত্র) জপ করিতেছিলেন ॥ ১৪ ॥

পপ্রচ্ছ শুকদেবশ্চ সর্ব্বজ্ঞং পিতরং মুনিঃ।
কারণঞ্চ পুরাণানাং পুরাণং পরমব্যয়ং ॥ ১৫ ॥

তিনি চিরন্তন, শ্রেষ্ঠ, অব্যয় এবং সকল পুরাণের কারণ হইয়াছিলেন; এ জন্য মননশীল শুকদেব সেই সর্ব্বজ্ঞ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৫ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ বেদবেদাঙ্গপারগ।
যদ্যৎপ্রকারং জ্ঞানঞ্চ নিগূঢ়ং শ্রুতিসম্মতং ॥ ১৬ ॥

শ্রীশুকদেব কহিতেছেন যে, হে ভগবন্! আপনি বেদ ও বেদাঙ্গ সকলের পারদর্শী অপিচ সকল তত্ত্বই অবগত আছেন, অতএব শ্রুতি সম্মত নিগূঢ় জ্ঞান, এবং তাহা যত প্রকার ॥ ১৬ ॥

তেষু যৎ সারভূতঞ্চাপ্যজ্ঞানান্ধপ্রদীপকং।
তত্তৎ সর্ব্বং সমালোচ্য মাং বোধয়িতুমর্হসি ॥ ১৭ ॥

ও তন্মধ্যে যাহা সারভাগ এবং অজ্ঞানান্ধের প্রদীপ স্বরূপ হয় তৎসমুদয় সমালোচনা পূর্ব্বক আমার বোধগম্য করাইতে আপনিই সমর্থ হইতেছেন ॥ ১৭ ॥

স পিতা জ্ঞানদাতা যোজ্ঞানং তৎ কৃষ্ণভক্তিদং।
সা ভক্তিঃ পরমা শুদ্ধা কৃষ্ণদাস্যপ্রদা চ যা ॥ ১৮ ॥

---

* মর্ম্মার্থ......জপন্তং "কৃষ্ণ ইত্যক্ষরদ্বয়ং" ইহাতে তান্ত্রিক মন্ত্র জপের অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণের......জপের মাহাত্ম্য অধিক ব্যক্ত হইতেছে। প্রভৃতি দীক্ষা মন্ত্র সম্বন্ধে অগ্নি পুরাণের ৯২ অধ্যায়ে "কাষ্টৈস্তৈঃ সম্বরাস্তৈঃ কান্তৈর্মন্ত্রাস্তথাখিলাঃ" ইত্যাদি শ্লোক দেখ।

যিনি জ্ঞান দেন তিনিই পিতা, আর যদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণচরণে ভক্তি জন্মে তাহাই জ্ঞান এবং যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ চরণে দাসত্ব পাওয়া যায় তাহাই পরম পবিত্র ভক্তি॥ ১৮ ॥.

তদেব দাস্যং শস্তং যৎ সাক্ষাচ্চরণসেবনং।
নিত্যং গোলোকবাসঞ্চ পুরতঃ স্তবনং হরেঃ॥ ১৯ ॥

এবং সেই দাস্য ভক্তিই প্রশস্ত যাহাতে সাক্ষাৎ বিগ্রহের চরণ সেবা সম্পূর্ণ হয় ও শ্রীহরির অগ্রে স্তব পাঠ করিলে তাহা নিত্য গোলোক বাসের তুল্য হয়॥ ১৯ ॥

শশ্বন্নিমেষরহিতং তৎ পাদপদ্মদর্শনং!
শশ্বত্তস্যার্দ্ধমালাপসেবাকর্ম্মনিযোজনং॥ ২০ ॥

আর অনিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম দর্শন, নিরন্তর তৎকথালাপ, তাঁহার সেবা কর্ম্মে নিয়োজন॥ ২০ ॥

তেন সার্দ্ধমবিচ্ছেদস্থানং পরমশোভনং।
ভক্তানাং বাঞ্ছিতং বস্তু সারমূলং শ্রুতৌ শ্রুতং॥ ২১ ॥

এবং তাঁহার সহিত অবিচ্ছেদে অবস্থান ভক্তবৃন্দের অভিলষিত পরম রমণীয় বস্তু হয়, ইহা আমি বেদ মধ্যে শ্রবণ করিয়াছি॥ ২১ ॥

পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা ব্যাসদেবো জহাস সঃ।
বিজ্ঞায় জ্ঞানিনং পুত্রং পরমাহ্লাদমাপ হ॥ ২২ ॥

সেই শ্রীব্যাসদেব আপন পুত্রের এই কথা শুনিবামাত্র হাস্য করিলেন এবং পুত্রকে জ্ঞানী জানিয়া পরমাহ্লাদ প্রাপ্ত হইলেন॥ ২২ ॥

পুত্রং শুভাশিষং কৃত্বা সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বভাবনঃ।
যথা প্রাপ্তং গুরুমুখাৎ প্রবক্তুমুপচক্রমে॥ ২৩ ॥

অনন্তর সেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বভাবন মহামুনি, পুত্রকে শুভাশীর্ব্বাদ করিয়া, গুরু মুখে যেরূপ শুনিয়াছিলেন সেই রূপ বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ২৩ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ।

শুক ধন্যোঽসি মান্যোঽসি পুণ্যরূপোঽসি ভারতে।
পুত্রেণ ভবতাঽস্মাকং কুলং মুক্তঞ্চ পাবনং ॥ ২৪ ॥

শ্রীব্যাসদেব কহিতেছেন যে, হে শুক! ভারতবর্ষে তুমিই ধন্য, মান্য এবং পুণ্যরূপ হইতেছ; হে পুত্র! তোমার কারণে আমাদিগের কুল মুক্ত এবং পবিত্র হইল ॥ ২৪ ॥

স পুত্রঃ কৃষ্ণভক্তো যো ভারতে সুযশস্করঃ।
পুনাতি পুংসাং শতকং জন্মমাত্রেণ লীলয়া ॥ ২৫ ॥

যে পুত্র কৃষ্ণভক্ত সেই (যথার্থ) পুত্র এবং ভারতে সুযশস্কর হয় ও জন্মমাত্র অনায়াসে শত পুরুষকে পবিত্র করে ॥ ২৫ ॥

মাতামহানাং শতকং মাতরং মাতৃমাতরং।
সোদরান্ বান্ধবাংশ্চৈব ভৃত্যান্ পত্নীং সহাত্মজাং ॥ ২৬ ॥

তথা মাতা, মাতামহী ও মাতামহ প্রভৃতি শত শত লোক ও সহোদর ও বন্ধু এবং ভৃত্য, পত্নী ও কন্যারাও উদ্ধার হইয়া যায় ॥ ২৬ ॥

যৎ কন্যাং প্রতিগৃহ্লাতি তদাদিপুরুষত্রয়ং।
কন্যাপ্রদাতা শ্বশুরো জীবন্মুক্তঃ সভার্য্যকঃ ॥ ২৭ ॥

তাহার শ্বশুর কুলের তিন পুরুষ এবং কন্যা-প্রদাতা শ্বশুর ভার্য্যার সহিত জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

স্বয়ং বিধাতা ভগবান্ পরং কৃষ্ণপরায়ণঃ।
কৃষ্ণভক্তো বশিষ্ঠস্তু তৎসুতো বৈষ্ণবঃ স্বয়ং ॥ ২৮ ॥

ভগবান্ ব্রহ্মা ও স্বয়ং অতিশয় কৃষ্ণপরায়ণ এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণভক্ত বশিষ্ঠও স্বয়ং বৈষ্ণব ছিলেন ॥ ২৮ ॥

বৈষ্ণবস্তৎসুতঃ শক্তিঃ কৃষ্ণধ্যানৈকমানসঃ।
পরাশরশ্চ তৎ পুত্রঃ কৃষ্ণপাদাব্জসেবয়া ॥ ২৯ ॥

---

* ভাবার্থ—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলা শ্রীবৃন্দাবন ধামে অনাদি কাল হইতে অপ্রকট থাকিয়া পরিশেষে দ্বাপরযুগে সপ্রকট হইয়াছেন।

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য তাঁহার পুত্র শক্তি মুনি কৃষ্ণধ্যানে একাগ্রচিত্ত ছিলেন, আর তাঁহার পুত্র পরাশর ঋষিও শ্রীকৃষ্ণ চরণ সেবা দ্বারা ॥ ২৯ ॥

জীবন্মুক্তো মহাজ্ঞানী যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ।
অহং বেদবিভক্তা চ শ্রীকৃষ্ণপাদসেবয়া ॥ ৩০ ।

যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু জীবন্মুক্ত এবং মহাজ্ঞানী হইয়াছিলেন, আমিও শ্রীকৃষ্ণ পদ সেবাদ্বারা তাহার বিভাগ কর্ত্তা হইয়াছি ॥ ৩০ ॥

গুরুর্মে ভগবান্ সাক্ষাদ্যোগীন্দ্রো নারদো মুনিঃ। *
গুরোর্গুরুর্মে শম্ভুশ্চ যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরুঃ ॥ ৩১ ॥

আমার গুরু সাক্ষাৎ যোগীন্দ্র স্বরূপ ভগবান্ নারদ মুনি ও তাঁহার গুরু মহাদেব যোগীন্দ্রগণের গুরুর গুরু হয়েন ॥ ৩১ ॥

তেষাং পুণ্যেন পুত্রস্ত্বং পুণ্যরাশিশ্চ মূর্ত্তিমান্।
পদ্মানাং মম পুংসাঞ্চ প্রকাশো ভাস্করঃ স্বয়ং ॥ ৩২ ॥

তাঁহাদিগের পুণ্য হেতুক, পদ্ম সমূহের ভাস্কর তুল্য আমার বংশ প্রকাশক এবং মূর্ত্তিমান্ পুণ্যরাশি স্বরূপ তুমি স্বয়ং পুত্র রূপে জন্মিয়াছ ॥ ৩২ ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজং পাদাব্জং নারদেশয়োঃ।
সরস্বতীং নমস্কৃত্য জ্ঞানং বক্ষ্যে সনাতনং ॥ ৩৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে এবং নারদ ও শম্ভুর পাদপদ্মে ও সরস্বতীদেবীকে নমস্কার করিয়া সনাতন জ্ঞান বর্ণনা করিব ॥ ৩৩ ॥

শ্রূয়তাং পঞ্চরাত্রঞ্চ বেদসারমভীপ্সিতং।
পঞ্চসংবাদমিষ্টঞ্চ ভক্তানামভিবাঞ্ছিতং ॥ ৩৪ ॥

বেদের অভিমত সারভাগ এই পঞ্চরাত্র এবং ভক্তগণের অভিলষিত ও ইষ্ট (এই) পঞ্চ সম্বাদ শ্রবণ কর ॥ ৩৪ ॥

---

* মুনির লক্ষণ এবং ধর্ম্ম কি?—এই বিষয় শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৫৬ শ্লোকে এবং গরুড় পুরাণের ২২৭ অধ্যায়ে দৃষ্টি কর।

প্রাণাধিক প্রিয়ং শুদ্ধং পরং জ্ঞানামৃতং শুভং।
পুরা কৃষ্ণো হি গোলোকে শতশৃঙ্গে চ পর্ব্বতে ॥ ৩৫ ॥

ইহা প্রাণাধিক প্রিয় এবং শুভময় ও পরম জ্ঞানামৃত স্বরূপ হয়; পূর্ব্ব-কালে শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে ॥ ৩৫ ॥

সুপুণ্যে বিরজাতীরে বটমূলে মনোহরে।
পুরতো রাধিকায়াশ্চ ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবং ॥ ৩৬ ॥

সুপবিত্র বিরজাতীরে মনোহর বটমূলে শ্রীরাধিকার সম্মুখে কমল-যোনি ব্রহ্মাকে ॥ ৩৬ ॥

তমুবাচ মহাভক্তং * স্তুবন্তং প্রণতং সুত।
পঞ্চরাত্রমিদং পুণ্যং শ্রুত্বা চ জগতাং বিধিঃ ॥ ৩৭ ॥

তাহা বলিয়াছিলেন; হে পুত্র! তিনি শ্রীকৃষ্ণকে যথেষ্ট ভক্তি ও স্তব এবং প্রণাম করিয়াছিলেন; পরে সেই জগদ্বিধাতা এই পবিত্র পঞ্চরাত্র শ্রবণ করিয়া ॥ ৩৭ ॥

প্রণম্য রাধিকাং কৃষ্ণং প্রযযৌ শিবমন্দিরং।
ভক্ত্যা তং পূজয়ামাস শঙ্করঃ পরমাদরং ॥ ৩৮ ॥

শ্রীরাধিকাকে ও শ্রীকৃষ্ণকে প্রণতিপূর্ব্বক শিবমন্দিরে গমন করিলেন, তাহাতে ভক্তি ও পরমাদরে মহাদেব তাঁহার পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

সুখাসনে সমাসীনং স্বস্থং ভক্তঞ্চ পূজিতং।
পপ্রচ্ছ বার্ত্তাং বিনয়ো বিনয়েন সুখাবহং ॥ ৩৯ ॥

অনন্তর বিনয়ান্বিত মহাদেব সুখাসনে উপবিষ্ট, স্বস্থ, ভক্ত এবং পূজিত ব্রহ্মাকে সবিনয়ে সেই সুখাবহ বার্ত্তা জিজ্ঞাসাকরিলেন ॥ ৩৯ ॥

---

* মহাভক্তের লক্ষণ কি!—যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণে রতি এবং অশ্রু ও পুলক হয় ও অন্তঃকরণ তাহাতেই নিমগ্ন থাকে; যিনি কায়মনোবাক্যে পুত্র, দারাদি সকলই শ্রীহরির বলিয়া জানেন, যিনি সকল প্রাণিতে দয়া রাখিতে সকলই শ্রীকৃষ্ণময় জ্ঞান করেন, তিনিই শ্রীবৈষ্ণবদিগের মধ্যে মহা-ভক্ত শব্দে পরিচিত হয়েন। ইত্যাদি বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বং তং কথয়ামাস পঞ্চরাত্রাদিকং শুভং ।
বসন্তং বটমূলে চ স্বর্গে মন্দাকিনী—তটে ॥ ৪০ ॥

তাহাতে তিনি স্বর্গ গঙ্গার তটস্থিত বটমূলবাসী শ্রীশঙ্করকে পঞ্চরাত্রাদির সেই সকল শুভকরী কথা কহিলেন ॥ ৪০ ॥

যোগীন্দ্রৈরপি সিদ্ধেন্দ্রৈর্মুনীন্দ্রৈশ্চ স্তুতং প্রভুং ।
জ্ঞানামৃতং তমুক্ত্বা স ব্রহ্মলোকং জগাম হ ॥ ৪১ ॥

যোগীন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র এবং মুনীন্দ্রবর্গের স্তবপাত্র সেই মহাদেবকে উক্ত জ্ঞানামৃত কহিয়া (বিধাতা) ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥

শম্ভুশ্চ কথয়ামাস স্বশিষ্যং নারদং মুনিং ।
নারদঃ কথয়ামাস পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি ॥ ৪২ ॥

মহাদেব স্বশিষ্য নারদমুনিকে তাহা কহেন ; নারদমুনি সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে পুষ্কর তীর্থে কহিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ পুণ্যাহে মুনিসংসদি ।
পঞ্চরাত্রমিদং শুদ্ধং ভ্রমান্ধধ্বংসদীপকং ॥ ৪৩ ॥

সেই পুণ্যদিনে উক্ত মুনি সমীপে ভক্ত এবং অনুরক্ত হইয়া শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলাম । যে হেতুক এই পবিত্র পঞ্চরাত্র ভ্রমান্ধকার নাশক দীপ স্বরূপ হয় ॥ ৪৩ ॥

রাত্রঞ্চ জ্ঞানবচনং জ্ঞানং পঞ্চবিধং স্মৃতং ।
তেনেদং পঞ্চরাত্রঞ্চ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪৪ ॥

রাত্র শব্দের অর্থ জ্ঞান বাক্য ; এবং সেই জ্ঞান পাঁচ প্রকার হয় তজ্জন্য মনীষীরা উহাকে পঞ্চরাত্র কহেন ॥ ৪৪ ॥

জ্ঞানং পরমতত্ত্বঞ্চ জন্মমৃত্যুজরাপহং ।
ততো মৃত্যুঞ্জয়ঃ শম্ভুঃ সংপ্রাপ কৃষ্ণবক্ত্রতঃ ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব শ্রীকৃষ্ণ মুখ হইতে বিনির্গত জন্ম মৃত্যু ও জরা-নাশক পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

জ্ঞানং দ্বিতীয়ং পরমং মুমুক্ষূণাঞ্চ বাঞ্ছিতং।
পরং মুক্তিপ্রদং শুদ্ধং যতো লীনং হরেঃ পদে ॥ ৪৬ ॥

মুমুক্ষুদিগের বাঞ্ছিত উৎকৃষ্ট দ্বিতীয় জ্ঞান শ্রেষ্ঠ এবং শুদ্ধ মুক্তিপ্রদ হয় ও তাহাতে হরিচরণে লীন হওয়া যায় ॥ ৪৬ ॥

জ্ঞানং শুদ্ধং তৃতীয়ঞ্চ মঙ্গলং কৃষ্ণভক্তিদং।
তদ্দাস্যদমভীষ্টঞ্চ যতো দাস্যং লভেদ্ধরেঃ ॥ ৪৭ ॥

পরিশুদ্ধ মঙ্গলময় কৃষ্ণভক্তিদায়ক তৃতীয় জ্ঞানে অভীষ্ট লাভ ও শ্রীহরির প্রতি দাস্য ভক্তিপ্রদ হয় ॥ ৪৭ ॥

চতুর্থং যৌগিকং জ্ঞানং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং পরং।
সর্ব্বস্বং যোগিনাং পুত্র সিদ্ধানাঞ্চ সুখপ্রদং ॥

হে পুত্র! যোগীদিগের সর্ব্বস্ব এবং সিদ্ধদিগের সুখপ্রদ ও সর্ব্ব সিদ্ধি-প্রদায়ক যৌগিক জ্ঞান চতুর্থ হয় ॥ ৪৮ ॥

অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথাকামাবশায়িতা ॥ ৪৯ ॥

অনিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামা-বশায়িতা * ॥ ৪৯ ॥

সর্ব্বজ্ঞং দূরশ্রবণং পরকায়প্রবেশনং।
কায়ব্যূহং জীবদানং পরজীবহরং পরং ॥ ৫০ ॥

সর্ব্বজ্ঞত্ব, দূরশ্রবণ, পরকায় প্রবেশন, কায় ব্যূহ, জীবদান, পর জীব হরণ ॥ ৫০ ॥

সর্গকর্ত্তৃত্বশিল্পঞ্চ সর্গসংহারকারণং।
সিদ্ধিঞ্চ ষোড়শবিধং জ্ঞানিনাঞ্চ যতো ভবেৎ ॥ ৫১ ॥

সৃষ্টি কর্ত্তৃত্ব, শিল্পিত্ব, সর্গ সংহার কারণ এই ষোড়শবিধ সিদ্ধি যাহাতে জ্ঞানীদিগের আয়ত্ত হয় (তাহা পঞ্চম জ্ঞান) ॥ ৫১ ॥

জ্ঞানঞ্চ পরমং প্রোক্তং তদ্বৈ বৈষয়িকং নৃণাং।
যদিষ্টদেবী মায়া সা পরং সম্মোহকারণং ॥ ৫২ ॥

---

* ইহাকেই সাধারণে অষ্টমহাসিদ্ধি বলিয়া থাকেন।

আর যাহাতে ইষ্টদেবী সেই মায়া নিতান্ত সম্মোহের কারণ হয়েন, তাহা বিষয়িলোকদিগের পরম জ্ঞান কথিত হয়॥ ৫২॥

বিষয়ে বদ্ধচিত্তঞ্চ সর্ব্বমিন্দ্রিয়সেবনং।
পোষণং স্বকুটুম্বানাং স্বাত্মনশ্চ নিরন্তরং॥ ৫৩॥

ইহাতে বিষয় ভোগ এবং সকল ইন্দ্রিয়ের সেবাতে অন্তঃকরণ আবদ্ধ থাকিয়া আপনার ও স্বকুটুম্বদিগের পোষণে জীবগণ নিরন্তর রত থাকে॥৫৩॥

প্রথমং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং দ্বিতীয়ঞ্চ তদেব চ।
নৈর্গুণ্যঞ্চ তৃতীয়ঞ্চ জ্ঞানঞ্চ সর্ব্বতঃ পরং॥ ৫৪॥

প্রথম এবং দ্বিতীয়কে সাত্ত্বিক জ্ঞান ও তৃতীয়কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈর্গুণ্য জ্ঞান কহা যায়॥ ৫৪॥

চতুর্থঞ্চ রাজসিকং ভক্তস্তন্নাভিবাঞ্ছতি।
পঞ্চমং তামসং জ্ঞানং বিদ্বাংস্তন্নাভিবাঞ্ছতি॥ ৫৫॥

চতুর্থ জ্ঞান রাজসিক হয়, ভক্তেরা তাহা বাঞ্ছা করেন না, পঞ্চম জ্ঞান তামসিক হয় তাহা বিজ্ঞ জনের বাঞ্ছনীয় নহে॥ ৫৫॥

জ্ঞানং পঞ্চবিধং প্রোক্তং পঞ্চরাত্রং বিদুর্ব্বুধাঃ।
পঞ্চরাত্রং সপ্তবিধং জ্ঞানিনাং জ্ঞানদং পরং॥ ৫৬॥

পঞ্চ প্রকার কথিত এই জ্ঞানকে পণ্ডিতেরা পঞ্চরাত্র কহেন; অপিচ জ্ঞানিদিগের জ্ঞানবর্দ্ধক এই পঞ্চরাত্র সপ্ত প্রকার হয়॥ ৫৬॥

ব্রাহ্মং শৈবঞ্চ কৌমারং বাশিষ্ঠং কাপিলং পরং।
গৌতমীয়ং নারদীয়মিদং সপ্তবিধং স্মৃতং॥ ৫৭॥

ব্রাহ্ম, শৈব, কৌমার, বাশিষ্ঠ, কাপিল, গৌতমীয় এবং নারদীয় নামে ঐ সপ্ত প্রকার প্রসিদ্ধ আছে॥ ৫৭॥

যট্ পঞ্চরাত্রং বেদাংশ্চ পুরাণানি চ সর্ব্বশঃ।
ইতিহাসং ধর্ম্মশাস্ত্রং শাস্ত্রঞ্চ সিদ্ধিযোগজং॥ ৫৮॥

(ইহার অবশিষ্ট) ঐ ছয় প্রকার পঞ্চরাত্র বেদ সকল, পুরাণ সকল এবং ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র তথা সিদ্ধি ও যোগশাস্ত্র॥ ৫৮॥

দৃষ্ট্বা সর্ব্বং সমালোক্য জ্ঞানং সংপ্রাপ্য শঙ্করাৎ।
জ্ঞানামৃতং পঞ্চরাত্রং চকার নারদো মুনিঃ ॥ ৫৯ ॥

সমুদয় পর্য্যালোচনা এবং মহাদেব হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া নারদ মুনি এই জ্ঞানামৃত পঞ্চরাত্র রচনা করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥

পুণ্যঞ্চ পাপবিঘ্নঘ্নং ভক্তিদাস্যপ্রদং হরেঃ।
সর্ব্বস্বং বৈষ্ণবানাঞ্চ প্রিয়ং প্রাণাধিকং সুত ॥ ৬০ ॥

হে পুত্র! ইহাতে পাপ ও বিঘ্ন যায় ও পুণ্য এবং শ্রীহরির প্রতি দাস্য ভক্তি জন্মে; এজন্য ইহা শ্রীবৈষ্ণবদিগের প্রাণাধিক প্রিয় এবং সর্ব্বসাধন সর্ব্বস্ব ধন হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

সারভূতঞ্চ সর্ব্বেষাং বেদানাং পরমাদ্ভুতং।
নারদীয়ং পঞ্চরাত্রং পুরাণেষু সুদুর্লভং ॥ ৬১ ॥

এই নারদীয় পঞ্চরাত্র সকল বেদের সারাংশযুক্ত ও অতি চমৎকার গুণ-বিশিষ্ট এবং পুরাণ মধ্যে সুদুর্ল্লভ হয় ॥ ৬১ ॥

সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ।
পরিপূর্ণতমঃ শ্রীমান্ যথা কৃষ্ণঃ সুরেষু চ ॥ ৬২ ॥ ৮১

যেমন দেবতা মধ্যে সর্ব্বান্তরাত্মা সনাতন ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বরূপ পরিপূর্ণ-তম, শ্রীমান্ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ॥ ৬২ ॥

যথা দেবীষু পূজ্যা সা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
বৈষ্ণবানাঞ্চ সিদ্ধানাং জ্ঞানিনাং যোগিনাং শিবঃ ॥ ৬৩ ॥

দেবীগণের মধ্যে যেমন সেই পূজ্যা ঈশ্বরী মূলপ্রকৃতি, বৈষ্ণব, সিদ্ধ জ্ঞানী এবং যোগিগণের মধ্যে যেমন মহাদেব ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বস্তানামিন্দ্রিয়াণাং মনশ্চ শীঘ্রগামিনাং।
ব্রহ্মা চ বেদবিদুষাং পূজ্যানাঞ্চ গণেশ্বরঃ ॥ ৬৪ ॥

বিশ্বস্ত ইন্দ্রিয়গণের এবং শীঘ্রগামী বস্তুগণের মধ্যে যেমন মন, বেদবেত্তাদিগের মধ্যে যেমন ব্রহ্মা, পূজ্যাদিগের মধ্যে যেমন গণপতি ॥ ৬৪ ॥

সনৎকুমারো ভগবান্ মুনীনাং প্রবরো যথা।
বৃহস্পতির্বুদ্ধিমতাং সিদ্ধানাং কপিলো যথা॥ ৬৫॥

মুনিগণের মধ্যে যেমন ভগবান্ সনৎকুমার, প্রবল বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে যেমন বৃহস্পতি, সিদ্ধদিগের মধ্যে যেমন কপিলদেব॥ ৬৫॥

যোগীন্দ্রাণাং সতাং শুদ্ধ ঋষির্নারায়ণো যথা।
কবীনাঞ্চ যথা শুক্রঃ পণ্ডিতানাং বৃহস্পতিঃ॥ ৬৬॥

যোগীন্দ্রদিগের মধ্যে যেমন বিশুদ্ধ নারায়ণ ঋষি, কবিদিগের মধ্যে যেমন শুক্র, পণ্ডিতগণের মধ্যে যেমন বৃহস্পতি॥ ৬৬॥

সরিতাঞ্চ যথা গঙ্গা সমুদ্রাণাং যথার্ণবঃ।
বৃন্দাবনং বনানাঞ্চ বর্ষাণাং ভারতং যথা॥ ৬৭॥

সরিৎ সকলের মধ্যে যেমন গঙ্গা, সমুদ্র মধ্যে যে রূপ অর্ণব, বন মধ্যে যেরূপ বৃন্দাবন, বর্ষমধ্যে যেরূপ ভারতবর্ষ॥ ৬৭॥

পুষ্করং তত্র তীর্থানাং পূজ্যানাং বৈষ্ণবো যথা।
আত্মাকাশো যথাত্মানাং যথা কাশী পুরীষু চ॥ ৬৮॥

তীর্থমধ্যে যেমন পুষ্কর, পূজ্য মধ্যে যেমন বৈষ্ণব, আত্ম মধ্যে যেমন আত্মপ্রকাশ, পুরীমধ্যে যেমন কাশী ধাম॥ ৬৮॥

বৃক্ষাণাং কল্পবৃক্ষশ্চ সুরভী কামধেনুষু।
পুষ্পাণাং পারিজাতশ্চ পত্রাণাং তুলসী যথা॥ ৬৯॥

বৃক্ষমধ্যে যেমন কল্পবৃক্ষ, কামধেনু মধ্যে যেমন সুরভী, পুষ্প মধ্যে যেমন পারিজাত, পত্রমধ্যে যেমন তুলসী॥ ৬৯॥

মন্ত্রাণাং কৃষ্ণমন্ত্রশ্চ যথা বিদ্যাধনেষ্বপি।
যথা তেজস্বিনাং সূর্য্যো মিষ্টানামমৃতং যথা॥ ৭০॥

মন্ত্র মধ্যে যেমন কৃষ্ণমন্ত্র, ধনমধ্যে যেমন বিদ্যা, তেজস্বী মধ্যে যেমন সূর্য্য, মিষ্টবস্তু মধ্যে যেমন অমৃত॥ ৭০॥

আধারাণাঞ্চ স্থূলানাং মহাবিষ্ণু র্যথা সুত।
সূক্ষ্মাণাং পরমাণুশ্চ গুরূণাং মন্ত্রতন্ত্রদঃ॥ ৭১॥

স্থূল আধার মধ্যে যেমন মহাবিষ্ণু, সূক্ষ্মমধ্যে যেমন পরমাণু, গুরু মধ্যে যেমন মন্ত্রতন্ত্রদাতা ॥ ৭১ ॥

পুত্রশ্চ স্নেহপাত্রাণাং নক্ষত্রাণাং যথা শশী।
যথা ঘৃতঞ্চ গব্যানাং শস্যানাং ধান্যমীপ্সিতং ॥ ৭২ ॥

স্নেহপাত্র মধ্যে যেমন পুত্র, নক্ষত্রমধ্যে যেমন শশী, গব্য মধ্যে যেমন ঘৃত, শস্যমধ্যে যেমন ধান্য ॥ ৭২ ॥

শাস্ত্রাণাঞ্চ যথা বেদাঃ সাশ্রমাণাং যথা দ্বিজঃ।
তৈজসানাং যথা রত্নং মুক্তামাণিক্যহীরকং ॥ ৭৩ ॥

শাস্ত্রমধ্যে যেমন বেদ, আশ্রমীর মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ, তৈজস মধ্যে যেমন রত্ন, মুক্তা মাণিক্য ও হীরক ॥ ৭৩ ॥

যথা ছন্দসি গায়ত্রী দুর্গা শক্তিমতীষ্বপি।
পতিব্রতাসু লক্ষ্মীশ্চ ক্ষমাশীলাসু মেদিনী ॥ ৭৪ ॥

ছন্দমধ্যে যেমন গায়ত্রী, শক্তিমতী মধ্যে যেমন দুর্গা, পতিব্রতা মধ্যে যেমন লক্ষ্মী, ক্ষমাশীলা মধ্যে যেমন মেদিনী ॥ ৭৪ ॥

সৌভাগ্যাসু সুন্দরীষু রাধা কৃষ্ণপ্রিয়াসু চ।
হনুমান্ বানরাণাঞ্চ পক্ষিণাং গরুড়ো যথা ॥ ৭৫ ॥

সৌভাগ্যবতী সুন্দরী মধ্যে যেমন কৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীরাধিকা, বানর মধ্যে যেমন হনুমান, পক্ষী মধ্যে যেমন গরুড় ॥ ৭৫ ॥

বাহনানাং বলবতাং শঙ্করস্য যথা বৃষঃ।
শালগ্রামশ্চ যন্ত্রাণাং পূজাসু কৃষ্ণপূজনং ॥ ৭৬ ॥

বলবান বাহনের মধ্যে যেমন মহাদেবের বৃষভ, যন্ত্রমধ্যে যেমন শালগ্রাম, পূজামধ্যে যেমন শ্রীকৃষ্ণপূজা ॥ ৭৬ ॥

একাদশী ব্রতানাঞ্চ তপঃস্বনশনং যথা।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞশ্চ সত্যং ধর্ম্মেষু পুত্রক ॥ ৭৭ ॥

হে পুত্র! ব্রত মধ্যে যেমন একাদশী, তপস্যামধ্যে যেমন উপবাস, যজ্ঞ মধ্যে যেমন জপ যজ্ঞ, ধর্ম্মমধ্যে যেমন সত্য ॥ ৭৭ ॥

সুশীলঞ্চ গুণানাঞ্চ পুণ্যেষু কৃষ্ণকীর্ত্তনং।
শোভা সুসুখদৃশ্যেষু প্রভা তেজঃসু সর্ব্বতঃ ॥ ৭৮ ॥

গুণমধ্যে যেমন সুশীলতা, পুণ্যমধ্যে যেমন শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্ত্তন সুখদৃশ্য মধ্যে যেমন শোভা এবং তেজোমধ্যে যেমন প্রভা ॥৭৮॥

পোষ্ট্রীণামুপকর্তৄণাং মিত্রাণাং জননী যথা।
লোকানামপি লোকেশঃ শেষো নাগেষু পূজিতঃ ॥ ৭৯ ॥

পোষণকর্ত্রী উপকর্ত্রী এবং মিত্র মধ্যে যেমন জননী, লোকমধ্যে যেমন লোকেশ বিষ্ণু, নাগমধ্যে যেমন শেষ ॥ ৭৯ ॥

সুদর্শনঞ্চ শস্ত্রাণাং বিশ্বকর্ম্মা চ শিল্পিনাং।
ধর্ম্মিষ্ঠেষু দয়াবন্তো দেবর্ষিষু মহৎসু চ ॥ ৮০ ॥
বিষ্ণুভক্তেষু বিজ্ঞেষু যথৈব নারদো মুনিঃ।
এবঞ্চ সর্ব্বশাস্ত্রেষু পঞ্চরাত্রঞ্চ পূজিতং ॥ ৮১ ॥

শস্ত্রমধ্যে যেমন সুদর্শন, শিল্পি মধ্যে যেমন বিশ্বকর্ম্মা; ধর্ম্মিষ্ঠ মধ্যে যেমন দয়াবান, দেবর্ষি মধ্যে যেমন মহৎ বিষ্ণুভক্ত এবং বিজ্ঞ মধ্যে যেমন নারদ মুনি, সেইরূপ সর্ব্বশাস্ত্র মধ্যে পঞ্চরাত্র পূজিত হয় ॥৮০॥ ৮১ ॥

যথা নিপীয় পীযূষং ন স্পৃহা চান্যবস্তুষু।
পঞ্চরাত্রমভিজ্ঞায় নান্যেষু চ স্পৃহা সতাং ॥ ৮২ ॥

যেমন অমৃতপান করিয়া অন্য বস্তুতে স্পৃহা হয় না, সেইরূপ পঞ্চরাত্র জ্ঞাত হইলে সাধুগণের অন্য বস্তুতে আকাঙ্ক্ষা থাকে না ॥ ৮২ ॥

সর্ব্বার্থজ্ঞানবীজঞ্চাপ্যজ্ঞানান্ধপ্রদীপকং।
বেদসারোদ্ধৃতং তত্ত্বং সর্ব্বেষাং সমভীপ্সিতং ॥ ৮৩ ॥

ইহা সর্ব্বার্থ জ্ঞানের বীজস্বরূপ এবং অজ্ঞানান্ধকারের প্রদীপ স্বরূপ ও বেদের সারোদ্ধৃত তত্ত্ব এবং সকলের বাঞ্ছিত বিষয় অনুভব করিবে ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে শ্রীশ্রীব্যাসদেব শুকদেবসংবাদে গ্রন্থপ্রশংসনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

———

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অথ শ্রীকৃষ্ণ নৈবেদ্য প্রশংসা।

শ্রীশুক উবাচ।

কুত্র বা পঞ্চরাত্রঞ্চ নারদায় চ ধীমতে।
প্রদত্তং শম্ভুনা তাত তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ১ ॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন। হে পিতঃ! মহাদেব ধীমান্ নারদকে কোথায় পঞ্চরাত্র প্রদান করেন, তাহা আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ।

অধীত্য সর্ব্বান্ বেদাংশ্চ বেদাঙ্গান্* পিতুরন্তিকে।
জগাম তীর্থং কেদারং সুপ্রশস্তঞ্চ ভারতে ॥ ২ ॥

শ্রীব্যাসদেব বলিলেন। সেই নারদমুনি পিতার নিকট সকল বেদ এবং বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া ভারতে সুপ্রশস্ত কেদার নামক তীর্থে গমন করেন ॥ ২ ॥

হিমালয়স্য পূর্ব্বে চ গঙ্গাতীরে মনোহরে।
সিদ্ধে নারায়ণক্ষেত্রে সর্ব্বেষামভিবাঞ্ছিতে ॥ ৩ ॥

হিমালয়ের পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে অতি মনোহর সিদ্ধ সর্ব্ব প্রার্থিত নারায়ণক্ষেত্রে ॥ ৩ ॥

তপশ্চকার স মুনির্দ্দিব্যং বর্ষসহস্রকং।
পিত্রোক্তেনৈব বিধিনা সততং সংযতঃ শুচিঃ ॥ ৪ ॥

পিতার কথিত নিয়মানুসারে সতত সংযুক্ত ও পবিত্র হইয়া দিব্যবর্ষসহস্র ব্যাপিয়া তপস্যা করেন * ॥ ৪ ॥

---

* শিক্ষাকল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ এবং জ্যোতিষ এই ছয় শাস্ত্রের নাম বেদাঙ্গ। মণ্ডুকোপনিষৎ দেখ।

* "মাসেন স্যাদহোরাত্র পৈত্রোবর্ষেণ দৈবতঃ" ইত্যাদি অমরকোষের স্বর্গবর্গে দ্রষ্টব্য।

শুশ্রাবাকাশবাণীঞ্চ তপসোঽন্তে মহামুনিঃ।
স্বল্পাক্ষরাঞ্চ বহ্বর্থাং পরিণামসুখাবহাং॥ ৫ ॥

সেই মহামুনি তপস্যার শেষে স্বল্পাক্ষরে বহ্বর্থযুক্তা ও পরিণামে সুখবিধায়িনী আকাশবাণী শ্রবণ করিলেন॥ ৫ ॥

অশরীরিণ্যুবাচ।

আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥ ৬ ॥

আকাশবাণী বলিলেন। যদি হরি আরাধিত হয়েন তবে তপস্যায় ফল কি? আর যদি হরি আরাধিত না হন তবে তপস্যায় ফল কি? যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান থাকেন তবে তপস্যায় কি ফল; আর যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান না থাকেন তবে তপস্যায় কি ফল॥ ৬ ॥

বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাসু বৎস
ব্রজ ব্রজ দ্বিজ শীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুং।
লভ লভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবোক্তাং সুপক্কাং
ভবনিগড়নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্তনীঞ্চ॥ ৭ ॥

হে ব্রহ্মন্! বিরত হও, বিরত হও, হে বৎস! তপস্যায় ফল কি? হে দ্বিজ! জ্ঞানসিন্ধু শঙ্করের নিকটে শীঘ্র গমন কর, শ্রীবৈষ্ণবোক্ত, সুপক্ক এবং সংসাররূপ নিগড় বন্ধনের ছেদনকারিণী কর্ত্তনীস্বরূপ হরিভক্তি লাভ কর॥ ৭ ॥

ইতি শ্রুত্বা চ স মুনির্বিমনাঃ স্বর্ণদীতটে।
চকারার্থানুসন্ধানং ন প্রসন্নঞ্চ তন্মনঃ॥ ৮ ॥

সেই মুনি মন্দাকিনী তটে এই কথা শ্রবণ করিয়া উন্মনা হইয়া অর্থানুসন্ধান করিলেন কিন্তু তাঁহার মন প্রসন্ন হইল না॥ ৮ ॥

রুরোদ স্বর্ণদীতীরে স্মারং স্মারং হরেঃ পদং।
দদর্শ পুরতস্তাতং ব্রহ্মাণং সকুমারকং ॥ ৯ ॥

মন্দাকিনীতটে হরিপদ স্মরণ করিয়া রোদন করিলেন এবং অগ্রে সপুত্র পিতা ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৯ ॥

ননাম সহসা মূর্দ্ধ্না পিতরং তং সহোদরং।
পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ প্রদদৌ জবেন সাদরং মুনিঃ ॥ ১০ ॥

নারদমুনি সেই সহোদর এবং পিতাকে মস্তক অবনত করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রণাম করিলেন, অতি ত্বরায় সাদরে পাদ্য এবং অর্ঘ্য প্রদান করিলেন ॥ ১০ ॥

শ্লোকদ্বয়ার্থং পপ্রচ্ছ কুমারং জগতাং বিধিং।
সুখাসীনং সুস্থিরঞ্চ সস্মিতঞ্চ গতশ্রমং ॥ ১১ ॥
স্বাত্মারামং পূর্ণকামং জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুং।
সাশ্রুনেত্রঃ পুলকিতো ভক্ত্যা প্রণতকন্ধরঃ ॥ ১২ ॥

অশ্রুজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুলকিত কলেবর ও ভক্তিতে নতকন্ধর হইয়া সুখাসীন সুস্থির সস্মিত গতশ্রম আত্মারাম পূর্ণকাম জ্ঞানিদিগের পরম গুরু জগতের বিধাতা ধাতাকে এবং কুমারকে সেই শ্লোকদ্বয়ের অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১১ ॥ ১২ ॥

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তং কাতরং বিধিঃ।
পুত্রেণ সার্দ্ধমালিঙ্গ্য ব্যাখ্যাং কর্ত্তুং সমারভে ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মা নারদের বচন শ্রবণ করিয়া সকাতরে তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক শ্লোকার্থ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

হে বৎস পূর্ব্বশ্লোকার্থং নিগূঢ়ং শ্রুতিসম্মতং।
বেদার্থং দ্বিবিধং শুদ্ধং ব্যাখ্যাং কুর্ব্বন্তি বৈদিকাঃ ॥ ১৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন। হে বৎস! বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ পূর্ব্ব শ্লোকের অর্থ অতি নিগূঢ় শ্রুতি সম্মত বেদার্থ শুদ্ধ দ্বিবিধ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥

আরাধিতো যদি হরির্যেন পুংসা স্বভক্তিতঃ।
কিং তস্য তপসা ব্যর্থং তীর্থপূতস্য নারদ ॥ ১৫ ॥

যদি পুরুষের নিজ ভক্তি দ্বারা শ্রীহরি আরাধিত হন তবে হে নারদ! তীর্থপূত সেই ব্যক্তির তপস্যায় প্রয়োজন কি ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকস্য জীবন্মুক্তস্য ভারতে।
তপশ্চোপহাসবীজং যথা চর্ব্বিতচর্ব্বণং ॥ ১৬ ॥

এই ভারতে কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক জীবন্মুক্ত জনের পক্ষে তপস্যা চর্ব্বিত চর্ব্বণের ন্যায় হাস্যাস্পদ হয় ॥ ১৬ ॥

মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ পুরুষাণাং শতং সুত।
পুনাতি স্বস্বভক্তঞ্চ বান্ধবাংশ্চাবলীলয়া ॥ ১৭ ॥

হে পুত্র! মন্ত্র গ্রহণমাত্রেই শত পুরুষকেও স্বস্ব ভক্তকে এবং বান্ধবগণকে অনায়াসে পবিত্র করে ॥ ১৭ ॥

ন হি ধর্ম্মো ন হি তপঃ শ্রীকৃষ্ণসেবনাৎ পরং।
পরিশ্রমঞ্চ বিফলং তপসা বৈষ্ণবস্য চ ॥ ১৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ সেবা হইতে ধর্ম্ম এবং তপ প্রধান নহে, শ্রীবৈষ্ণব জনের তপস্যার পরিশ্রম বৃথা হয় ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকস্য তীর্থপূতস্য পুত্রক।
তীর্থস্নানমনশনং বেদেষু চ বিড়ম্বনং ॥ ১৯ ॥

হে পুত্রক! তীর্থপূত শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রোপাসক ব্যক্তির তীর্থ স্নান অনশন এবং বেদ বিড়ম্বনা মাত্র ॥ ১৯ ॥

পূর্ব্বকর্ম্মানুরোধেন যৎপাপং বৈষ্ণবস্য চ।
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ নষ্টং বহ্নৌ যথা তৃণং ॥ ২০ ॥

শ্রীবৈষ্ণব ব্যক্তির পূর্ব্বকর্ম্মানুরোধে যে পাপ জন্মে তাহা মন্ত্রগ্রহণ মাত্রেই বহ্নিতে তৃণের ন্যায় বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

পবিত্রঃ পরমো বহ্নিঃ পবিত্রং চামলং জলং।
পবিত্রং ভারতং বর্ষং তীর্থং যত্তুলসীদলং ॥ ২১ ॥

পবিত্র পরম বহ্নি, পবিত্র নির্ম্মল জল, পবিত্র ভারতবর্ষ, তীর্থস্বরূপা তুলসীপত্র॥ ২১ ॥

পুনাতি লীলয়ৈতানি শুদ্ধঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ।
উপস্পর্শঞ্চ ভক্তস্যাপ্যেতে বাঞ্ছন্তি সাদরং॥ ২২ ॥

ইত্যাদিকে কৃষ্ণ-পরায়ণ ব্যক্তি অবলীলাক্রমে পবিত্র করেন আর ইহারাও সাদরে ভক্ত ব্যক্তির স্পর্শ বাঞ্ছা করে॥ ২২ ॥

ভক্তস্য পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
ন হি পূতস্ত্রিভুবনে শ্রীকৃষ্ণসেবকাৎ পরঃ॥ ২৩ ॥

বসুন্ধরা ভক্তের পাদধূলিদ্বারা তৎক্ষণাৎ পবিত্র হন। এই জগতের শ্রীকৃষ্ণসেবক অপেক্ষা কোন বস্তু অধিক পবিত্র নহে॥ ২৩ ॥

শালগ্রামশিলাচক্রে করোতি কৃষ্ণপূজনং।
তৎপাদোদকনৈবেদ্যং নিত্যং ভুঙ্‌ক্তে চ যঃ পুমান্ ॥২৪॥

যে পুরুষ প্রত্যহ শালগ্রাম শিলা চক্রে কৃষ্ণপূজা করে এবং তৎপাদোদক ও নৈবেদ্য নিত্য ভক্ষণ করে॥ ২৪ ॥

স বৈষ্ণবো মহাপূতস্তন্মন্ত্রোপাসকঃ শুচিঃ।
পুনাতি পুংসাং শতকং জন্মমাত্রাৎ সবান্ধবং॥ ২৫ ॥

সেই বৈষ্ণব মহা পবিত্র। এবং কৃষ্ণমন্ত্রোপাসক পবিত্র ব্যক্তি জন্ম-মাত্র বন্ধু বান্ধব সহিত শত পুরুষকে পবিত্র করেন॥ ২৫ ॥

বৎস শ্লোকস্যৈকপাদং ব্যাখ্যাতঞ্চ যথাগমং।
ব্যাখ্যাং করোম্যন্যপাদং যথাজ্ঞানং নিশাময়॥ ২৬ ॥

হে বৎস! আগমানুসারে শ্লোকের এক চরণের ব্যাখ্যা করিলাম এবং নিজ জ্ঞানানুসারে অপর চরণের ব্যাখ্যা করি শ্রবণ কর॥ ২৬ ॥

নারাধিতো যদি হরির্যেন পুংসাধমেন চ।
কিং তস্য তপসা ব্যর্থং নিষ্ফলং তৎপরিশ্রমং॥ ২৭ ॥

যে পুরুষাধমের হরি আরাধিত না হন তাহার তপস্যায় ফল কি? তাহার সেই পরিশ্রম বিফল॥ ২৭ ॥

ব্রতান্যেব হি দানানি তপাংস্যনশনানি চ।
বেদোপযুক্তা যজ্ঞাশ্চ কর্ম্মাণি চ শুভানি চ।
ন নিষ্পুনাত্যভক্তঞ্চ সুরাকুম্ভমিবাপগা॥ ২৮ ॥

গঙ্গা যেমন সুরাকুম্ভকে পবিত্র করিতে পারেন না সেইরূপ ব্রত, দান, তপস্যা, অনশন, বেদোপযুক্ত যজ্ঞ, এবং শুভ কর্ম্ম সকল অভক্তকে পবিত্র করিতে সক্ষম নহে॥ ২৮ ॥

অভক্তস্পর্শমাত্রেণ তীর্থানি কম্পিতানি চ।
অভক্তভারদুঃখেন কম্পিতা সা বসুন্ধরা॥ ২৯ ॥

অভক্তের স্পর্শমাত্রে তীর্থ সকল কম্পিত হয়। বসুন্ধরাও অভক্তের ভারে দুঃখে কম্পিত হয়॥ ২৯ ॥

শ্লোকার্দ্ধং কথিতং বৎস কিঞ্চিদেব যথাগমং।
তস্যার্দ্ধস্যাপি ব্যাখ্যানং করোমীতি নিশাময়॥ ৩০ ॥

হে বৎস! আগমানুসারে যথা কথঞ্চিৎ শ্লোকার্দ্ধ বলিলাম অপরার্দ্ধেরও ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৩০ ॥

বেদসারং কৃষ্ণমতং মমাপি নহি কল্পনা।
অন্তর্ব্বহির্যদি হরির্যেষাং পুংসাং মহাত্মনাং॥ ॥ ৩১ ॥
স্বপ্নে জাগরণে শশ্বত্তপস্তেষাঞ্চ নিষ্ফলং।
স এব বিষ্ণুতুল্যো হি তদংশো ভারতে মুনে॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণমত, বেদের সারভূত আমি কেবল কল্পনা করিয়া বলি নাই। যে মহাত্মা পুরুষদিগের স্বপ্নে ও জাগরণ যদি শ্রীহরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান থাকেন তবে তাঁহাদের তপস্যায় ফল কি? হে মুনে! বিষ্ণুর অংশ সে ব্যক্তি বিষ্ণু তুল্য হয়॥ ৩১ ॥ ৩২ ॥

তস্য রক্ষানিবন্ধেন তদভ্যাসে সুদর্শনং।
ধ্যানমাত্রেণ নিষ্পাপঃ পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥ ৩৩ ॥

তাহার রক্ষাস্থলে তাহার নিকট সুদর্শনচক্র সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে এবং কৃষ্ণধ্যানমাত্রে নিষ্পাপ হইয়া সে ত্রিভুবনকে পবিত্র করে॥ ৩৩ ॥

দত্ত্বা চক্রঞ্চ রক্ষার্থং ন নিশ্চিন্তো জনার্দ্দনঃ॥
স্বয়ং তন্নিকটং যাতি তং দ্রষ্টুং রক্ষণায় চ॥ ৩৪॥

জনার্দ্দন তাহার রক্ষার্থে ও তাহাকে দেখিতে স্বয়ং তাহার নিকটে গমন করেন॥ ৩৪॥

তৎপরো হি প্রিয়ো নাস্তি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
ন হি ভক্তাৎ পরশ্চাত্মা প্রাণাশ্চাবয়বাদয়ঃ।
ন লক্ষ্মী রাধিকা বাণী স্বয়ম্ভুঃ শম্ভুরেব চ॥ ৩৫॥

পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের তদপেক্ষা প্রিয় বস্তু আর কিছুই নাই। আত্মা প্রাণ. অবয়বাদি, লক্ষ্মী, রাধিকা, সরস্বতী, স্বয়ম্ভু, ও শম্ভু॥ ৩৫॥

ভক্তপ্রাণো হি কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণপ্রাণা হি বৈষ্ণবাঃ।
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণশ্চ বৈষ্ণবাং স্তথা॥ ৩৬॥

তাঁহার নিকট ভক্ত অপেক্ষা কেহই প্রধান নহেন। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত-প্রাণ এবং শ্রীবৈষ্ণব কৃষ্ণ-প্রাণ যে হন। শ্রীবৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করেন তিনিও শ্রীবৈষ্ণবদিগকে ধ্যান করেন॥ ৩৬॥

ব্যাখ্যাতঞ্চ ত্রিপাদঞ্চ হে মুনীন্দ্র যথাগমং।
শেষপাদস্য ব্যাখ্যারং করোমীতি নিশাময়॥ ৩৭॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আগমানুসারে তৃতীয় চরণের ব্যাখ্যা করিলাম শেষ চরণের ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৩৭॥

নান্তর্ব্বহির্যদি হরির্যেষাং পুংসাঞ্চ নারদ।
তেষামপি তপো ব্যর্থমন্তর্ম্মলিনচেতসাং॥ ৩৮॥

হে নারদ! অন্তরে মলিনচিত্ত যে পুরুষদিগের অন্তরে ও বাহিরে যদি হরি বিদ্যমান না থাকেন তবে তাহাদের তপস্যা ব্যর্থ॥ ৩৮॥

কিং তজ্‌জ্ঞানেন তপসা ব্রতেন নিয়মেন চ।
তীর্থস্নানেন পুণ্যেনাপ্যভক্তমূঢ়চেতসাং॥ ৩৯॥

অভক্ত ও মূঢ়চিত্ত সেই পুরুষদিগের জ্ঞান, তপস্যা, ব্রত, নিয়ম, তীর্থ স্নান, এং পুণ্যের কি ফল॥ ৩৯॥

কৃষ্ণভক্তিবিহীনেভ্যো দ্বিজেভ্যঃ শ্বপচো মহান্।
শূকরো ম্লেচ্ছনিবহঃ স্বধর্ম্মাচরণেন চ ॥ ৪০ ॥

কৃষ্ণভক্তিবিহীন দ্বিজ অপেক্ষা চণ্ডাল, শূকর এবং ম্লেচ্ছ সকল স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা প্রধান হয় ॥৪০ ॥

স্বধর্ম্মহীনা বিপ্রাশ্চাপ্যভক্ষ্যভক্ষণেন চ।
নিত্যং নিত্যং বিধর্ম্মেণ পতিতঃ শ্বপচাধমঃ ॥ ৪১ ॥

স্বধর্ম্মহীন বিপ্র অভক্ষ্য ভক্ষণদ্বারা এবং প্রত্যহ বিধর্ম্মাচরণদ্বারা পতিত হইয়া চণ্ডাল অপেক্ষা অধম হয় ॥ ৪১ ॥

ব্রাহ্মণানাং স্বধর্ম্মশ্চ সন্ততং কৃষ্ণসেবনং।
নিত্যং তে ভুঞ্জতে সন্তস্তন্নৈবেদ্যং পদোদকং ॥ ৪২ ॥

ব্রাহ্মণদিগের নিরন্তর কৃষ্ণ সেবন স্বধর্ম্ম, সেই সাধুরা প্রত্যহ তাঁহার নৈবেদ্য এবং পাদোদক ভক্ষণ করেন ॥ ৪২ ॥

ন দত্ত্বা হরয়ে যস্তু যদি ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজাধমঃ।
অন্নং বিষ্ঠাসমং মূত্রসমং তোয়ং বিদুর্ব্বুধাঃ ॥ ৪৩ ॥

যে দ্বিজাধম শ্রীহরিকে না দিয়া ভক্ষণ করে তবে পণ্ডিতেরা সেই অন্নকে বিষ্ঠাসম এবং পানীয়কে মূত্র সম বলেন ॥ ৪৩ ॥

ভুঙ্‌ক্তে স্বভক্ষ্যং কোলশ্চ ম্লেচ্ছশ্চ শ্বপচাধমঃ।
বিপ্রো নিত্যমভক্ষ্যশ্চ ভুঙ্‌ক্তে চ পতিতস্ততঃ ॥ ৪৪ ॥

কোল, ম্লেচ্ছ এবং চণ্ডালাধমও স্বভক্ষ্য ভক্ষণ করে, কিন্তু বিপ্র প্রত্যহ অভক্ষ্য ভক্ষণদ্বারা পিতত হয় ॥ ৪৪ ॥

শ্লোকমেকঞ্চ ব্যাখ্যাতং যথাজ্ঞানঞ্চ নারদ।
সন্নিবোধ পরস্থার্থং ব্যাখ্যানঞ্চ যথোচিতং ॥ ৪৫ ॥

হে নারদ! আপনার জ্ঞানানুসারে এক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলাম। যথোচিত অপর শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং অর্থ সম্পূর্ণরূপে অবগত হও ॥ ৪৫ ॥

তপসো বিরম ব্রহ্মন্ ব্যর্থং ভক্ততপো ধ্রুবং।
শঙ্করঞ্চ গুরুং কৃত্বা হরিভক্তিং লভাচিরং ॥ ৪৬ ॥

হে ব্রহ্মন্! তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হও, হে ভক্ত! নিশ্চয় তোমার তপস্যা বিফল, শঙ্করকে গুরু করিয়া অচিরে শ্রীহরির দাস্যভক্তি লাভ কর॥ ৪৬॥

সুপক্কা হরিভক্তিশ্চ তরণী ভবতারণে।

গুরুরেব পরং ব্রহ্ম কর্ণধারস্বরূপকঃ॥ ৪৭॥

সুপক্কা শ্রীহরিভক্তি ভবার্ণবতারণে নৌকা স্বরূপ, গুরুই পরব্রহ্ম এবং কর্ণধার স্বরূপ॥ ৪৭॥

ইত্যেবমুক্ত্বা ত্বাং দেবী প্রজগাম সরস্বতী।

ব্যাখ্যাতস্তদভিপ্রায়ঃ কিং ভূয়ঃ কথয়ামি তে॥ ৪৮॥

তোমাকে এই কথা বলিয়া সরস্বতী দেবী প্রস্থান করিয়াছেন তাঁহার অভিপ্রায় ব্যাখ্যাত হইল, তোমাকে আর কি বলিব বল॥ ৪৮॥

ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা জহাস যোগিনাং গুরুঃ।

সনৎকুমারো ভগবানুবাচ পিতরং শুক॥ ৪৯॥

হে শুকদেব! যোগিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ সনৎকুমার ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষদ্ধাস্য করিলেন এবং পিতাকে কহিলেন॥ ৪৯॥

সনৎকুমার উবাচ।

পূর্ব্বশ্লোকস্য ব্যাখ্যানং ন বুদ্ধং শিশুনা ময়া।

পুত্রং শিষ্যমবোধঞ্চ যুক্তং বোধয়িতুং পুনঃ॥ ৫০॥

সনৎকুমার কহিলেন আমি শিশু, সুতরাং পূর্ব্বশ্লোকের অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। পুত্র এবং শিষ্য যদি বুঝিতে না পারে তবে তাহাদিগকে পুনর্ব্বার বুঝাইতে হয়॥ ॥ ৫০॥

আরাধিতো হরির্যেন তস্য ব্যর্থং তপো যদি।

নারাধিতো হরির্যেন তস্য ব্যর্থং তপো যদি॥

তস্মাদ্রহিতৌ তৌ দ্বৌ তপসশ্চ স্থলং কুতঃ॥ ৫১॥

যে শ্রীহরিকে আরাধনা করিয়াছে তাহার-আর তপস্যা করা ব্যর্থ হয় এবং যে শ্রীহরিকে আরাধনা করে নাই তাহারও তপস্যা ব্যর্থ হয়, যদি সেই দুই জন তপস্যায় রহিত হইল, তবে তপস্যার স্থল কি প্রকার লোকের প্রতি নির্দ্দিষ্ট রহিল॥ ৫১॥

তপঃ কুর্ব্বন্তি যে তাত ত্বং মাং বোধয় বালকং ॥ ৫২ ॥

হে পিতঃ! আমি বালক, কে কি রূপ তপস্যা করিবে আমাকে তাহা বলুন॥ ৫২ ॥

পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা সন্দিগ্ধো জগতাং গুরুঃ।

দধ্যৌ কৃষ্ণপদাম্ভোজং পরং কল্পতরুং শুক ॥ ৫৩ ॥

হে শুকদেব! পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া জগদ্‌গুরু ব্রহ্মা সন্দিগ্ধ হইলেন, এবং কল্পতরু স্বরূপ পরম শ্রীকৃষ্ণপাদাম্ভোজকে ধ্যান করিতে লাগিলেন॥ ৫৩ ॥

ক্ষণং সঞ্চিন্ত্য পাদাব্জং প্রাপ রাদ্ধান্তমীপ্সিতং।

ব্যাখ্যাং কর্ত্তুং সমারেভে বিধাতা জগতামপি ॥ ৫৪ ।

শ্রীপাদপদ্ম ক্ষণেক ধ্যান করিয়াই তিনি বাঞ্ছিত সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হইলেন এবং সেই জগদ্বিধাতা নিশ্চিতরূপে ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৫৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ধন্যোঽহং ভবতঃ পুত্রাৎ জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরোঃ।

বিষ্ণুভক্তাচ্চ ধর্ম্মিষ্ঠাৎ সৎপুত্রাচ্চ পিতা সুখী ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন। জ্ঞানি মধ্যে গুরুতম তোমাকে পুত্রলাভ করিয়া আমি ধন্য হইলাম। কারণ বিষ্ণুভক্ত, ধর্ম্মিষ্ঠও সৎপুত্রলাভে পিতা সুখী হয়েন॥ ৫৫ ॥

ধন্যোঽসি পণ্ডিতোঽসি ত্বং হরিভক্তোঽসি পুত্রক।

মমাপি সফলং জন্ম জীবনঞ্চ ত্বয়া বুধ ॥ ৫৬ ॥

হে পুত্র! তুমিই ধন্য, তুমিই পণ্ডিত, তুমিই হরিভক্ত, হে বুধ! তোমাকে পুত্রলাভ করিয়া আমার জন্ম ও জীবন সফল হইল॥ ৫৬ ॥

নিবোধ পূর্ব্বশ্লোকার্থং পুনর্ব্ব্যাখ্যাং করোমি চ।

তথাপি চেন্ন সন্তোষো ভবান্ ব্যাখ্যাং করিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥

পূর্ব্ব শ্লোকের পুনর্ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ কর। যদি তাহাতে তোমার সন্তোষ না জন্মে, তবে তুমিই ব্যাখ্যা করিবে॥ ৫৭ ॥

আশব্দঃ সম্যগর্থে চ রাধিতঃ প্রাপ্তবাচকঃ।
সংপ্রাপ্তশ্চ হরির্যেন ব্যর্থস্তস্য তপঃ শ্রমঃ॥ ৫৮॥

আ শব্দের অর্থ সম্যক অর্থাৎ বিশেষরূপে এবং রাধিত শব্দের অর্থ প্রাপ্ত বাচক হয় অতএব যিনি শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার তপস্যার পরিশ্রম বৃথা হইয়া থাকে॥ ৫৮ ॥

যেন সম্যক্‌প্রকারেণ সংপ্রাপ্তো হরিরীশ্বরঃ।
স্বপ্নে জ্ঞানে নচ জ্ঞাতস্তেষাং ব্যর্থস্তপঃ শ্রমঃ॥ ৫৯॥

যিনি সম্যক্ প্রকারে সকলের ঈশ্বর শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার স্বপ্নে কিম্বা জাগরণে তপস্যার পরিশ্রমের প্রয়োজন নাই॥ ৫৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণবিমুখং মূঢ়ং দ্বিজমেব নরাধমং।
তীর্থং দানং তপঃ পুণ্যং ব্রতং নৈব পুনাতি তং॥ ৬০॥

যে কোন নরাধম দ্বিজাতীয় মূঢ় লোক শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিমুখ থাকে তাহার তীর্থ, দান, তপস্যা, পুণ্য এবং ব্রত তাহাকে পবিত্র করিতে পারে না॥ ৬০ ॥

যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ ভক্তিং পরাং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে তপঃ কুর্ব্বন্তি মধ্যমাঃ॥ ৬১॥

যে কোন মূঢ়তম লোক কিম্বা যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভক্তিলাভ করিয়াছেন তাঁহারা উভয়ে সুখী হইয়াছেন, এই নিমিত্ত মধ্যম লোকেরা তপস্যা করিবার অধিকারী হয়েন॥ ৬১ ॥

দেবানন্যাংশ্চ ভজতে হরিং জানাতি তৎপরঃ।
তপঃ করোতি তৎ প্রাপ্তুমাকাঙ্ক্ষন্মধ্যমো জনঃ॥ ৬২॥

যিনি অন্যান্য দেবতা সকলকে ভজনা করেন এবং তৎপর হইয়া শ্রীহরিকে মানেন অপিচ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে তপস্যা করেন সেই মধ্যম সাধকের আর কি আকাঙ্ক্ষা থাকে॥ ৬২ ॥

প্রাক্তনাদনুরাগী চ গৃহী সংসারসংবৃতঃ।
তপঃ করোতি শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মার্থমীপ্সিতং॥ ৬৩॥

যে কোন গৃহস্থ সংসারে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রাক্তন কর্ম্মের ফল ভোগে অনুরাগী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ পাইবার বাসনায়

তপস্যা করেন। তাঁহাকে মতান্তরে প্রোক্ত বাদাম্বুবাদী কহিয়াছেন॥ ৬৩ ॥

পরং শ্রীকৃষ্ণভজনং ধ্যানং তন্নামকীর্ত্তনং।
তৎপাদোদকনৈবেদ্যভক্ষণং সর্ব্ববাঞ্ছিতং॥ ৬৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের ভজন, ধ্যান, নামকীর্ত্তন ও তাঁহার পাদোদক এবং নৈবেদ্য ভক্ষণ সকলের বাঞ্ছিত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম হয়॥ ৬৪ ॥

অতীব মূঢ়ো বিপ্রশ্চ প্রাক্তনাদ্গুরুদোষতঃ।
তামসো হি ন জানাতি শ্রীকৃষ্ণং ত্রিগুণাৎ পরং॥ ৬৫ ॥

কোন কোন অত্যন্ত মূঢ় বুদ্ধি ব্রাহ্মণেরা ভাগ্যবশে কিম্বা গুরুকরণ দোষে তমোগুণের অধীন থাকিয়া ত্রিগুণাতীত শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্‌কে জানিতে পারে না॥ ৬৫ ॥

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাৎ সৎসঙ্গাদেব প্রাক্তনাৎ।
ভুঙ্‌ক্তে নৈবেদ্যমীশস্য কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৬৬ ॥

অজ্ঞান অথবা জ্ঞান কিম্বা সৎসঙ্গ অথবা ভাগ্য হেতুক শ্রীকৃষ্ণ পরাত্মা পরমেশ্বরের নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে পাওয়া যায়॥ ৬৬ ॥

স চ মুক্তো ভবেৎ পুত্র মুচ্যতে সর্ব্বপাতকাৎ।
স যাতি দিব্যজ্ঞানেন গোলোকং লোকমুত্তমং॥ ৬৭ ॥

হে পুত্র! সেই নৈবেদ্য ভোক্তা ভাগ্য বলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্যরথে গোলোকে কিম্বা উৎকৃষ্ট স্বেচ্ছামত অন্য কোন লোকে গমন করিতে পারেন॥ ৬৭ ॥

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পূর্ব্বাখ্যানং পুরাতনং।
অতীব সুশ্রবং চারু মধুরং মুক্তিদং পরং॥ ৬৮ ॥

হে বৎস! এই বিষয়ে অতি প্রাচীন যে উপাখ্যান আছে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর, যে হেতুক তাহা সুশ্রাব্য, মনোহর, মধুর এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট মুক্তিদায়ক হয়॥ ৬৮ ॥

কান্যকুব্জঃ সুকুব্জশ্চ ব্রাহ্মণো গ্রামযাজকঃ।
দেবলো বৃষবাহশ্চ মহামূঢ়শ্চ পাতকী॥ ৬৯ ॥

কান্যকুব্জদেশীয় সুকুদ্ধ গ্রাম যাজক ও দেব পূজক বৃষবাহক এবং মহামূঢ় ও অতিপাতকী ব্রাহ্মণ ছিলেন॥ ৬৯ ॥

স্বপ্নে জ্ঞানে ন জানাতি পুণ্যং বা কৃষ্ণপূজনং।
কৃষ্ণভক্তসহালাপদর্শনস্পর্শনং শুভং॥ ৭০ ॥

তিনি স্বপ্নে কিম্বা চেতনে কোন পুণ্য কর্ম্ম বা শ্রীকৃষ্ণ পূজন জানিতেন না; অধিকন্তু শ্রীকৃষ্ণভক্তের সহিত শুভ আলাপ, দর্শনও স্পর্শন করিতেন না॥ ৭০ ॥

বভূব প্রাক্তনাত্তস্য ক্ষণমাত্রং সুদুর্লভং।
তেন পুণ্যেন নৈবেদ্যং লেভে কৃষ্ণস্য ব্রাহ্মণঃ॥ ৭১ ॥

এমত অবস্থায় ক্ষণকাল মাত্র তাহার সুদুর্লভ ভাগ্যের উদয় হইয়াছিল যে সেই ব্রাহ্মণ উক্ত ভাগ্যের পুণ্যফলে শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্যের কিঞ্চিন্মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥ ৭১ ॥

পিতুঃ পুণ্যেন পুত্রশ্চ মার্গে পতিতমল্পকং।
স্বয়ং ভুক্তাবশেষঞ্চ পতিতং বৈষ্ণবাজ্জনাৎ॥ ৭২ ॥

পিতার পুণ্য বলে পথিমধ্যে উপরোক্ত স্বল্প নৈবেদ্য পতিত দেখিয়া তাহার পুত্র ও শ্রীবৈষ্ণব ভুক্ত সেই উচ্ছিষ্ট নৈবেদ্যের কিয়দংশ স্বয়ং প্রাপ্ত হইলেন॥ ৭২ ॥

সুস্নিগ্ধাক্ষতজীর্ণঞ্চ রজসা মিশ্রিতং পরং।
গচ্ছতস্তত্র বিপ্রস্য পতিতং ভক্ষ্যবস্তু চ॥ ৭৩ ॥

বহুকাল পর্য্যন্ত সেই সকল তণ্ডুল কণা ধূলি ধূসরিত হইয়া জীর্ণ বস্থা প্রাপ্ত হইলেও উক্ত ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহাই ভোজনীয় উপাদেয় পদার্থ হইল॥ ৭৩ ॥

নৈবেদ্যোপরি কৃষ্ণস্য ত্বরাযুক্তস্য পুত্রক।
তদ্বস্তু ভুক্তং বিপ্রেণ কৃষ্ণনৈবেদ্যমিশ্রিতং॥ ৭৪ ॥

কিন্তু অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্যোপরি সেই ভোজ্যবস্তু উক্ত ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণ নৈবেদ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলেন॥ ৭৪ ॥

সপুত্রেণ ক্ষুধার্ত্তেন ভুক্ত্বা তৌ যযতুর্গৃহং।
বিপ্রোচ্ছিষ্টঞ্চ বুভুজে তস্য পত্নী পতিব্রতা ॥ ৭৫ ॥

অপিচ ক্ষুধায় কাতর তাঁহার সৎপুত্র ও তাহা ভোজন করিলে উভয়ে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; তদনন্তর তাঁহার পতিব্রতা পত্নী ও সেই নৈবেদ্যের অবশিষ্ট কিঞ্চিৎ প্রসাদ সেবন করিলেন ॥ ৭৫ ॥

পরম্পরানুসম্বন্ধাৎ পত্রিবা সা বভুব হ।
জীবন্মুক্তো ব্রাহ্মণশ্চ বভুব চ সপুত্রকঃ ॥ ৭৬ ॥

পরম্পর সম্বন্ধে সেই রমণী শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পত্নী উক্ত ব্রাহ্মণের সহিত পতিভাগ্যোপজীবিনী হইয়া স্বস্থানে জীবন্মুক্ত হইলেন ॥ ৭৬ ॥

কালেন তেন পুণ্যেন ব্যাঘ্রভুক্তশ্চ কাননে।
সার্দ্ধঞ্চ ব্যাঘ্রপুত্রাভ্যাং গোলোকং প্রযযৌ দ্বিজঃ ॥
পতিব্রতা সহমৃতা ভর্ত্রা সার্দ্ধং জগাম সা ॥ ৭৭ ॥

কানন মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-নৈবেদ্যের কিয়দংশ ভোক্তা সেই ব্রাহ্মণকে ব্যাঘ্র আসিয়া ভক্ষণ করিলে সেই পুণ্যফলে ব্যাঘ্র এবং নিজ পুত্রের গোলোকে গমন হইয়াছিল; ইহাতে সেই নারী অতিশয় পতিপ্রাণা ছিলেন এনিমিত্ত সহমরণে নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া ভর্ত্তার সহিত তথায় স্থির যৌবনে নির্ব্বিঘ্নে সানন্দ চিত্তে সুখ ভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৭৭ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে ব্রহ্ম-সনৎকুমারসংবাদে নৈবেদ্যপ্রশংসনং নাম
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অহো তাত কিমাশ্চর্য্যং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
পরং নৈবেদ্যমাহাত্ম্যং বিস্তারাদ্বদ সাম্প্রতং ॥ ১ ॥

সনৎকুমার কহিলেন। হে পিত! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের একি আশ্চর্য্য উৎকৃষ্ট নৈবেদ্য ভক্ষণের মাহাত্ম্য শুনিলাম, সম্প্রতি উহা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করুন ॥ ১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

একদা ব্রাহ্মণো হৃষ্টঃ প্রফুল্লবদনেক্ষণঃ।
পুত্রেণ সার্দ্ধং প্রযযৌ বান্ধবস্য গৃহং মুদা ॥ ২ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন। কোন সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত আহ্লাদিত চিত্তে এবং হর্ষে প্রফুল্ল মানস ও প্রস্ফুটিত নয়ন হইয়া সন্তান সহ মিত্রের আলয়ে গমন করিলেন ॥ ২ ॥

নিমন্ত্রিতো বিবাহেন মহাসংভারসংভৃতঃ।
ভুক্ত্বা পীত্বা চ তদ্গেহে স্বগৃহং প্রযযৌ মুদা ॥ ৩ ॥

সেই স্থলের পরিণয়ের আমন্ত্রণহেতুক বহুবিধ উপাদেয় সামগ্রী পরমানন্দে ভোজন পান করিয়া নিজালয়ে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৩ ॥

সপুত্রো ব্রাহ্মণো মার্গে ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতঃ স্মৃতঃ।
দদর্শ চন্দ্রভাগাং তাং নদীমতিমনোহরাং ॥ ৪ ॥

পথিমধ্যে সেই সপুত্র ব্রাহ্মণ ক্ষুধা এবং পিপাসাতে অত্যন্ত কাতর হইলে তাঁহারা অতিশয় সুদৃশ্য চন্দ্রভাগা নদী দেখিতে পাইলেন ॥ ৪ ॥

উবাচ পুত্রঃ পিতরং স্নাত্বা ভোক্ষ্যামি চেতি ভোঃ।
ক্ষুৎপিপাসা বলবতী বর্দ্ধতে তাত বর্ত্মনি ॥ ৫ ॥

পশ্চাৎ পুত্র নিজ পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে পিতঃ! পথি মধ্যে আমার অতিশয় ক্ষুধা এবং পিপাসা হইয়াছে; অতএব গ্রামান্তে যাহা হয় কিছু ভক্ষণ করি॥ ৫ ॥

পুত্রস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ দ্বিজঃ স্বয়ং।
ভয়ঙ্করং বনমিদং সমীপে সরিতঃ সুত ॥ ৬ ॥

পুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণ তাহাকে কহিলেন হে পুত্র! এ অতি ভয়ানক বন ও ইহার সমীপে নদী দেখিতেছি॥ ৬ ॥

সুশীঘ্রং গচ্ছ গ্রামং পুরো রম্যসরোবরং।
তত্র স্নাত্বা চ ভোক্ষ্যামো গচ্ছ বৎস যথাসুখং ॥ ৭ ॥

অতএব অবিলম্বে গ্রামের নিকট গমন করিয়া, তথায় য মনোহর সরোবর দেখিব তাহাতেই স্নান করিয়া ভোজন ক্রিয়া সম্পাদন করিব; হে বৎস! যেমত যাইতেছ এক্ষণে সেই মত চল॥ ৭ ॥

তাতস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস চ চুকোপ হ।
পিতরং বক্তুমারেভে রক্তপঙ্কজলোচনঃ ॥ ৮ ॥

পিতার এই বাক্য কর্ণগোচর করিয়া ব্রাহ্মণ পুত্র কিঞ্চিৎহাস্য ও কোপ প্রকাশ করিয়া রক্তবর্ণ পদ্ম সদৃশ নয়নে পিতার প্রতি অবলোকন পূর্ব্বক কথারম্ভ করিল॥ ৮ ॥

বালোঽহং দশবর্ষীয়স্ত্বঞ্চ বৃদ্ধশ্চ জ্ঞানদঃ।
পিতা দদাতি পুত্রায় জ্ঞানং সর্ব্বত্র ভূতলে ॥ ৯ ॥

শিশু কহিল। আমি দশমবর্ষীয় বালক এবং আপনি জ্ঞানদাতা এবং বৃদ্ধ অর্থাৎ বহুদর্শী; অপিচ পৃথিবীর সকল স্থানেই পিতাই পুত্রকে জ্ঞান প্রদান করেন॥ ৯ ॥

অহো দূরত্যয়ঃ কালো বৃদ্ধো বদতি বালবৎ।
কথং প্রাক্তনমুল্লঙ্ঘ্য ব্রূহি তাত দূরত্যয়ং ॥ ১০ ॥

কিন্তু কালের কি দুরতিক্রমণীয় মহিমা যে বৃদ্ধ ব্যক্তি বালকের ন্যায় বাক্য বলিতেছেন; হে পিতঃ! কি প্রকারে অদৃষ্টের ফল উল্লঙ্ঘন করিয়া বিপরীত ভাষী হইতেছেন॥ ১০ ॥

প্রাক্তনাৎ সুখদুঃখঞ্চ রোগং শোকং ভয়ং পিতঃ।
সুমৃত্যুরপমৃত্যুর্ব্বা চিরায়ুরল্পজীবনঃ ॥ ১১ ॥

হে পিতঃ! প্রাক্তন অর্থাৎ ভাগ্যানুসারে সুখ, দুঃখ, রোগ, শোক, ভয়, সুমৃত্যু, চিরায়ু এবং জীবনের অল্পতা হইয়া থাকে॥ ১১ ॥

যত্র কালে চ যন্মৃত্যুর্ভবনং শুভকর্ম্ম চ।
ন্যূনাধিকং ক্ষণং নাস্তি নিষেকঃ কেন বার্য্যতে ॥১২॥

যে সময়ে যাহার জন্ম মৃত্যু এ[redacted]ভ কর্ম্ম হইবে কখনও তাহার কিঞ্চিম্মাত্র ন্যূনাধিক হয় না ; এবং [redacted]কেহ অন্যথা করিতে পারে না॥ ১২ ॥

যস্য হস্তে চ যন্মৃত্যুর্ব্বিধাতা লিখিতঃ পুরা।
ন চ তং খণ্ডিতুং শক্তঃ স্বয়ং বিষ্ণুশ্চ শঙ্করঃ ॥১৩॥

পূর্ব্বকালে বিধাতা যাহার হস্তে যাহার মৃত্যু লিখিয়াছেন ; স্বয়ং বিষ্ণু এবং মহাদেব ও তাহা খণ্ডন করিতে সমর্থ নহেন॥ ১৩ ॥

তাত ব্যর্থমধীতং তে দুর্বুদ্ধের্জন্ম নিষ্ফলং।
সুবুদ্ধেঃ সফলং জন্ম তৎক্ষণং জীবনং সুখং॥ ১৪ ॥

হে পিতঃ! দুর্ব্বুদ্ধিহেতুক আপনার জন্ম এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা ও বিফল হইল ; যেহেতুক সুবুদ্ধি জন্ম সফল এবং সুখদায়ক হয়॥ ১৪ ॥

যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ।
ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স মে রক্ষাং করিষ্যতি॥ ১৫ ॥

যিনি হংস সমূহকে শুক্লবর্ণ এবং শুক পক্ষিকে হরিতবর্ণ ও ময়ূরদিগকে চিত্রিত করিয়াছেন তিনি আমাকে রক্ষা করিবেন॥ ১৫ ॥

যেন কৃষ্ণেন বিশ্বানি চাসংখ্যানি কৃতানি চ।
চরাচরঞ্চ যো রক্ষেৎ স মে রক্ষাং করিষ্যতি ॥১৬॥

যে শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করিয়াছেন ; যিনি চরাচরকে রক্ষা করিতেছেন তিনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না॥ ১৬ ॥

ঘোরারণ্যে সুখং শেতে যো হি কৃষ্ণেন রক্ষিতঃ।
নির্বন্ধোঽপি স্থিতো যস্য মরণং তস্য মন্দিরং ॥১৭॥

কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ঘোরতর অরণ্য মধ্যে শয়ন করিয়া আছে, কেহ বা বিধাতার নির্ব্বন্ধ হেতুক নিজ মন্দির মধ্যে কাল-গ্রাসে পতিত হইতেছে॥ ১৭ ॥

যঃ শেতে নাগশয্যাসু প্রাক্তনাম্মঙ্গলাহিতঃ।
যো নাগভক্ষিতো ভোগাৎ স মৃতো গরুড়ান্তিকে ॥ ১৮ ॥

প্রাক্তন মঙ্গলে যদি কেহ নাগ শয্যায় শয়ন করিয়া এবং নাগ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইয়াও কালগ্রাসে পতিত না হয়, তবে সেই ব্যক্তি আবার ভাগ্যবশে গরুড়ের সমীপস্থ হইয়াও প্রাণত্যাগ করে॥ ১৮ ॥

ন সমুদ্রে চ ম্রিয়তে নাগ্নিরাশৌ বিষানলে।
ন শস্ত্রেণ ন চাস্ত্রেণ আয়ুর্ম্মর্ম্মাণি রক্ষতি ॥ ১৯ ॥

সমুদ্রে, অগ্নিরাশিতে, বিষাগ্নিতে, অস্ত্রে এবং শস্ত্রেও কাহারও প্রাণনাশ হয় না, যেহেতুক আয়ুই মর্ম্ম রক্ষা করিয়া থাকে॥ ১৯ ॥

নাপ্রাপ্তকালে ম্রিয়তে বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
তৃণাগ্রেণাপি সংস্পৃষ্টঃ প্রাপ্তকালো ন জীবতি ॥ ২০ ॥

সময় না হইলে সহস্রশরে বিদ্ধ হইলেও মৃত্যু ঘটে না; কিন্তু কাল উপস্থিত হইলে তৃণাগ্রভাগেও স্পৃষ্ট হইয়া মানব-লীলা সংবরণ করে॥ ২০ ॥

কশ্চিদ্গর্ভে চ ম্রিয়তে কশ্চিদ্ভূমিষ্ঠমাত্রতঃ।
কশ্চিৎ যৌবনকালে চ কশ্চিদেব হি বার্দ্ধকে ॥ ২১ ॥

প্রত্যুত কাহারও গর্ভ মধ্যে মৃত্যু ঘটে, কেহ বা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র প্রাণ-ত্যাগ করে, কেহ পূর্ণযৌবনের অবস্থাতেই সংসারলীলা সংবরণ করে, কেহ-বা প্রাচীনাবস্থাতেও সংসারভোগ শেষ করেন॥ ২১ ॥

কশ্চিচ্চিরায়ু রোগী চাপ্যরোগী চাপি কশ্চন।
কশ্চিদ্ধনী দরিদ্রশ্চ কশ্চিদেব হি কর্ম্মণা॥ ২২ ॥

কর্ম্মফলানুসারে কেহ চিরজীবী, কেহ বা রোগযুক্ত, কেহ রোগ-বিহীন, কেহ ধনী, কেহ বা দরিদ্র হইয়া থাকে॥ ২২ ॥

কশ্চিৎ কল্পান্তজীবী চ চিরজীবী চ কশ্চন।
প্রাক্তনাদমরঃ কশ্চিন্নিষেকো বলবত্তরঃ ॥ ২৩ ॥

ভাগ্যানুসারে কেহ কল্পান্ত জীবী, কেহ বা চিরজীবী, কেহ বা অমর পর্য্যন্তও হইয়া থাকেন। অতএব নিষেক, (অর্থাৎ অদৃষ্টের লিখনই) সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী হয়॥ ২৩ ॥

কশ্চিদ্‌যাতি চ রাজেন্দ্রো দিব্যযানেন কর্ম্মণা।
কশ্চিৎ কীটপতঙ্গেষু কশ্চিৎপশ্বাদিযোনিষু॥ ২৪ ॥

স্ব স্ব কার্য্যানুসারে কেহ রাজেন্দ্র হইয়া দিব্যযানে গমন করে, কেহ বা কীট পতঙ্গ রূপী হয়, কেহ বা পশুপক্ষী যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে॥ ২৪ ॥

কশ্চিদেব হি সন্ন্যাসী কশ্চিচ্চ নরঘাতকঃ।
কশ্চিদ্গাজেন্দ্রগামী চ পশুযায়ী চ কশ্চন॥ ২৫ ॥

স্ব স্ব কার্য্যানুসারে কেহ সন্ন্যাসী হয় কেহ নর নাশক হয়, কেহ গজেন্দ্রে গমন করে, কেহ পশু বাহন হইয়া থাকে॥ ২৫ ॥

কশ্চিদ্দদাতি রত্নঞ্চ কশ্চিদ্ভিক্ষাং করোতি চ।
কশ্চিৎসূক্ষ্মাংশুকাধারী কশ্চিজ্জীর্ণপটী জনঃ॥ ২৬ ॥

কেহ উলঙ্গ হয়, কেহ অনশনে থাকে, কেহ বা অসঙ্খ্যরত্ন দান করিতে নিরন্তর প্রবৃত্ত থাকেন, কাহারও বা কেবল ভিক্ষা বৃত্তিদ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, কেহ বা সূক্ষ্মবস্ত্রোপবীত হয়, কেহ বা কৌপীনধারি হইয়া থাকে॥ ২৬ ॥

কশ্চিন্নগ্নোঽপ্যনাহারী সুধাভোজী চ কশ্চন।
কশ্চিচ্চ সুন্দরঃ শ্রীমান্ গলৎকুষ্ঠী চ কশ্চন॥ ২৭ ॥

কেহ বা উলঙ্গ ও অনাহারী, কেহ বা সুধাপায়ী হয়, কেহ বা অতি কমনীয় শ্রীসম্পন্ন হইয়া থাকে, কেহ বা গলৎকুষ্ঠী হইয়া থাকে॥ ২৭ ॥

কশ্চিৎকুব্জশ্চাঙ্গহীনো বধিরঃ কাণ এব চ।
কশ্চিদ্দীর্ঘো মধ্যমশ্চ কশ্চিৎখঞ্জশ্চ বামনঃ॥ ২৮ ॥

কেহ বা কুব্জ, কেহ বা অঙ্গহীন, কেহ বা বধির, কেহ কাণ, কেহ দীর্ঘাকৃতি, কেহ মধ্যমাকৃতি, কেহ বামন ও কেহ বা খঞ্জ হয়॥ ২৮ ॥

কশ্চিৎ কৃষ্ণশ্চ গৌরশ্চ শ্যামলশ্চ স্বকর্ম্মণা।
কশ্চিদ্ভক্ত্যা চ প্রাপ্নোতি কৃষ্ণদাস্যং সুদুর্লভং॥ ২৯ ॥

কেহ কৃষ্ণবর্ণ, কেহ গৌরবর্ণ, কেহ শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে, স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে কেহ ভক্তিগুণে সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণদাস্য প্রাপ্ত হয়॥ ২৯

ব্রহ্মণঃ পরমং স্থানং জন্মমৃত্যুজরাহরং।
কশ্চিৎ প্রাপ্নোতি পরমং ব্রহ্মলোকং নিরাময়ং॥ ৩০॥

কেহ ব্রহ্মার জন্ম মৃত্যু জরা রহিত উৎকৃষ্ট স্থান প্রাপ্ত হয়, কেহ ব্যাধি বিহীন পরম ব্রহ্মলোক লাভ করে॥ ৩০ ॥

কশ্চিৎ স্বর্গমিন্দ্রপদং শিবলোকং স্বকর্ম্মণা।
কশ্চিৎ স্বর্গমিন্দ্রলোকং যমলোকঞ্চ কশ্চন॥ ৩১॥

কেহ স্বর্গলোক এবং ইন্দ্র পদ পায়, কেহ বা শিবলোক লাভ করে; কেহ বা স্বকর্ম্মদ্বারা স্বর্গ, ইন্দ্র বা যমলোক প্রাপ্ত হয়॥ ৩১ ॥

কশ্চিচ্চ নরকে ঘোরে প্রাপ্নোতি ক্লেশমুল্বণং।
তাড়িতো যমদূতেন ক্ষুধিতস্তৃষিতঃ সদা॥ ৩২॥

কেহ ভয়ানক নরকে অসীম কষ্টে নিপতিত হয়; কেহ যমদূতের তাড়-নায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া থাকে॥ ৩২ ॥

ভুঙ্‌ক্তে বিণ্মূত্রকীটং তন্মলং শ্লেষ্মাং গরং বসাং।
ক্ষুরধারে তপ্ততৈলে বহ্নৌ শীতে জলে স্থলে॥ ৩৩॥

বিষ্ঠা ও মূত্রের কীট এবং কীটের বিষ্ঠা, শ্লেষ্মা ও বসা ভক্ষণ করে ক্ষুরের ধারে তপ্ততৈলে অগ্নিতে শীতল জলে ও শীতল স্থানে শয়ন করে॥ ৩৩ ॥

প্রাপ্নোতি দারুণং দুঃখমাকল্পং পাতকী পিতঃ॥
ততো ভোগাবশেষে চ লব্ধা জন্ম স্বকর্ম্মণা॥ ৩৪॥

হে পিতঃ! পাতকীলোক এই রূপে কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত দারুণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, অনন্তর স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভোগের শেষে সেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় জন্ম পরিত্যাগ করে॥ ৩৪ ॥

ব্যাধিযুক্তঃ প্রমুচ্যেত তয়া চেদীশ্বরেচ্ছয়া।
যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ॥ ৩৫॥

সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছাক্রমে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ও মুক্ত হয়। যে ঈশ্বরের ভয়ে বায়ু বহিতেছেন, সূর্য্য তাপ দিতেছেন॥ ৩৫ ॥

বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্ম্মৃত্যুশ্চতির জন্তুষু।
যস্যাজ্ঞয়া সৃষ্টিবিধৌ কূর্ম্মোহনন্তং দধাতি চ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্র জল দান করিতেছেন, অগ্নি দাহন করিতেছেন এবং জন্তু মধ্যে মৃত্যু হইতেছে, এবং যে ঈশ্বরের আজ্ঞাক্রমে সৃষ্টিপ্রক্রিয়াতে কূর্ম্ম অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥

স চ সর্ব্বঞ্চ ব্রহ্মাণ্ডং লীলয়া চেশ্বরেচ্ছয়া।
যস্যাজ্ঞয়া মহাভীতা সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা ॥ ৩৭ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিয়া সকলের রক্ষাবিষয়ে লীলা বিলাস করিতেছেন এবং তাঁহার ইচ্ছায় বসুন্ধরা মহাভীতা ও সকলের আধার হইয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

ধরা সা সর্ব্বশস্যাঢ্যা রত্নবাংশ্চ হিমালয়ঃ।
স্বয়ং বিধাতা ভগবান্ ধ্যায়তে যমহর্নিশং ॥ ৩৮ ॥

এবং সেই পৃথিবী সর্ব্বশস্য সম্পন্ন হইয়াছেন, হিমালয় রত্নবান্ হইয়াছেন, ভগবান্ বিধাতা স্বয়ং অহর্নিশি যাঁহার ধ্যান করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥

যং ধ্যায়তে চ ভজতে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ঃ শিবঃ।
সহস্রবক্ত্রো যং স্তৌতি ধ্যায়তে ভজতে সদা ॥ ৩৯ ॥

মৃত্যুঞ্জয় মহাদেবও স্বয়ং যাঁহার ধ্যান ও ভজনা করিতেছেন, সহস্রবদন অনন্তও সর্ব্বদা যাঁহার ধ্যান ও ভজনা করেন ॥ ৩৯ ॥

স্বয়ং সরস্বতী স্তৌতি যমীশ্বরমভীপ্সিতং।
সেবতে পাদপদ্মঞ্চ স্বয়ং পদ্মালয়া পিতঃ ॥ ৪০ ॥

সরস্বতী দেবীও যে অভীষ্ট দেবের স্তব করেন, হে পিতঃ! পদ্মালয়া লক্ষ্মীও স্বয়ং যাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন ॥ ৪০ ॥

মায়া ভীতা চ যং স্তৌতি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
স্তুবন্তি বেদাঃ সততং সাবিত্রী বেদমাতৃকা ॥ ৪১ ॥

মায়া শক্তি ভীতা হইয়া যাঁহার স্তব করেন এবং দুর্গতিনাশিনী দুর্গা ও চতুর্ব্বেদ বেদমাতা সাবিত্রীও যাঁহার স্তব করেন ॥ ৪১ ॥

সিদ্ধেন্দ্রাশ্চ মুনীন্দ্রাশ্চ যোগীন্দ্রাঃ সনকাদয়ঃ।
রাজেন্দ্রাশ্চাসুরেন্দ্রাশ্চ সুরেন্দ্রা মনবস্তথা ॥ ৪২ ॥

এবং সিদ্ধশ্রেষ্ঠ, মুনিশ্রেষ্ঠ, সনকাদি যোগিশ্রেষ্ঠ, রাজশ্রেষ্ঠ, অসুরশ্রেষ্ঠ, সুরশ্রেষ্ঠ, সকলে এবং চতুর্দ্দশ মনু ॥ ৪২ ॥

ধ্যায়ন্তে চ ভজন্তে চ ভক্তাঃ সন্তো হি সন্তুতং।
কেচিদ্বদন্তি যং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনং ॥ ৪৩ ॥

ইহারা সর্ব্বদা যাঁহাকে স্তব করেন এবং সাধু ভক্তগণ নিরন্তর যাঁহার ধ্যান ও ভজনা করেন এবং যাঁহাকে কেহ সনাতন ভগবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ৪৩ ॥

কেচিৎ প্রধানং সর্ব্বাদ্যং কেচিত্তু জ্যোতিরীশ্বরং।
কেচিত্তু সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বকারণকারণং ॥ ৪৪ ॥

তাঁহাকে কেহ সকলের আদি ও প্রধান কেহ জ্যোতির্ম্ময় কেহ সর্ব্বরূপী ও কেহ সর্ব্ব কারণের কারণ বলিয়া ব্যক্ত করেন ॥ ৪৪ ॥

কেচিৎ স্বেচ্ছাময়ং রূপং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহং।
কেচিৎ সুরুচিরং শ্যামসুন্দরং সুমনোহরং ॥ ৪৫ ॥

কেহ তাঁহাকে ভক্ত জনের অনুগ্রহার্থে স্বেচ্ছাময় রূপধারী বলে ; কেহ সুরুচির শ্যামসুন্দর সুমনোরম ॥ ৪৫ ॥

সানন্দং পরমানন্দং গোবিন্দং নন্দনন্দনং।
ভজ তাত পরং ব্রহ্ম স্মর শশ্বৎ সুরেশ্বরং ॥ ৪৬ ॥

সানন্দ পরমানন্দ গোবিন্দকে নন্দনন্দন কহেন, হে পিতঃ! সেই অমরকুলের অধীশ্বর পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বদা কায়মনো-বাক্যে স্মরণ ও ভজনা করিতে প্রবৃত্ত হও ॥ ৪৬ ॥

ইত্যেবমুক্ত্বা পিতরং চন্দ্রভাগানদীজলে।
স্নাত্বা পপৌ জলং স্বচ্ছং বুভুজে মিষ্টমোদকং ॥ ৪৭ ॥

সেই বালক পিতাকে এই কথা বলিয়া চন্দ্রভাগা নদীতে স্নান করিয়া তাঁহার নির্ম্মল জল পান করিল এবং সুমিষ্ট মোদক ভক্ষণ করিল ॥ ৪৭ ॥

পিতা তদ্বচনং শ্রুত্বা সানন্দাশ্রু মুমোচ সঃ।
চুচুম্ব গণ্ডং পুত্রস্য সমাশ্লেষণপূর্ব্বকং॥ ৪৮॥

পিতাও তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুলকিত হইয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন॥ ৪৮॥

পিতা স্নাত্বা সমারেভে সন্ধ্যাং কর্ত্তুঞ্চ পূজনং।
সুস্নাতং পিতরং দৃষ্ট্বা পুত্রঃ স প্রযযৌ বনং॥ ৪৯॥

অতঃপর তাঁহার পিতা স্নানদানাদি সমাপন পূর্ব্বক সন্ধ্যা (বন্দনা) এবং পূজা করিতে বসিলেন; পুত্র আপন পিতাকে সুস্নাত দেখিয়া বনমধ্যে গমন করিলেন॥ ৪৯

পত্রং ভোজনপাত্রার্থমাহর্ত্তুং চঞ্চলঃ শিশুঃ।
চকার চয়নং তূর্ণং প্রশস্তং পত্রপঞ্চকং॥ ৫০॥

সেই চপলস্বভাব শিশু সন্তান ভোজনপাত্রের নিমিত্ত পত্রানয়ন জন্য (চেষ্টা করিয়া) পাঁচখানি প্রশস্তপত্র চয়ন করিয়া আনিল॥ ৫০॥

সুন্দরং কুসুমং বন্যং পূজনার্থং পিতুস্তথা।
দদর্শ পুরতো বালঃ সুপক্কং বদরীফলং॥ ৫১॥

পিতার পূজার্থ সুন্দর বন্যকুসুম আহরণ করিয়া আনয়ন করিল, পরে সেই বালক সম্মুখে সুপক্ক বদরীফল দেখিতে পাইল॥ ৫১॥

চকার চয়নং তানি ফলানি শোভনানি চ।
ধাত্রীফলং সুপক্কঞ্চ পক্কমাম্রাতকং তথা॥ ৫২॥

এবং সেই সকল মনোহর ফল চয়ন করিল তাহাতে সুপক্ক আমলকী তথা পক্ক আম্রাতক অর্থাৎ আমড়া॥ ৫২॥

সুপক্কঞ্চ কদম্বঞ্চ চকার চয়নং পুনঃ।
সুপক্কং সুন্দরং রম্যং দাড়িম্বং শ্রীফলং তথা॥ ৫৩॥

রম্যং জম্বুফলং চৈব খর্জ্জুরং সুমনোহরং।
করঞ্জকঞ্চ জাম্বীরং সুন্দরং চিকুরং তথা॥ ৫৪॥

এবং বিকশিত কদম্ব চয়ন করিল, অতি কমনীয় সুপক্ব দাড়িম্ব, শ্রীফল ও মনোহর জম্বুফল, সুন্দর খর্জ্জুর, করঞ্জ, জম্বীর, সুন্দর চিবুর ইত্যাদি ফল পুনর্ব্বার চয়ন করিল ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥

তৎসর্ব্বং চয়নং কৃত্বা দদর্শ পুরতঃ সরঃ।
সুনির্ম্মলং জলং স্বচ্ছং শ্বেতপদ্মং মনোহরং ॥ ৫৫ ॥

সেই বহুবিধ ফল চয়ন করিয়া সম্মুখে সরোবর দেখিতে পাইলেন, ও সেই সরোবরের স্বচ্ছ ও নির্ম্মল জলের নিকটে মনোহর শ্বেতাম্বুজ দেখিলেন ॥ ৫৫ ॥

রুচিরং রক্তকহ্লারং প্রস্ফুটঞ্চ জলান্তিকে।
বিহায় তানি সর্ব্বাণিসরঃ শিরসি সুস্থলে ॥ ৫৬ ॥

ও রুচির রক্ত কহ্লার সকল প্রস্ফুটিত আছে ঐ বালক সেই সরোবরের জল সমীপে পবিত্রপ্রদেশে সেই সমস্ত রাখিয়া। ৫৬ ॥

পপৌ সরঃ স্বচ্ছতোয়ং জহার পদ্মমুল্বনং।
কিঞ্চিৎসুরক্তকহ্লারং পক্বং পদ্মফলং তথা ॥ ৫৭ ॥

স্বচ্ছ জল পান করিল; এবং রক্ত কহ্লার এবং পক্ব পদ্ম বীজাদি আহরণ করিল ॥ ৫৭ ॥

সর্ব্বমাহরণং কৃত্বা পিতরং গন্তুমুদ্যতঃ।
প্রফুল্লবদনঃ শ্রীমান্ সস্মিতো দ্বিজবালকঃ ॥ ৫৮ ॥

সমস্ত আহরণ করিয়া পিতৃ সমীপে গমনার্থ উদ্যম করিয়া, প্রফুল্ল বদন ও শ্রীমান্ এবং ঈষৎ হাস্যযুক্ত সেই ব্রাহ্মণবালক ॥ ৫৮ ।

প্রফুল্লচম্পাকতরুং দদর্শ পুরতঃ শিশুঃ।
মল্লিকামালতীকুন্দযুথিকামাধবীলতাঃ ॥ ৫৯ ॥

শিশু (হইয়াও) নির্ভয়ে একটী প্রফুল্ল চম্পাক বৃক্ষ এবং মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, যুথিকা ও মাধবীলতা আপনার সম্মুখভাগে দর্শন করিল ॥ ৫৯ ॥

চকার চয়নং স্ফীতঃ পুষ্পাণি সুন্দরাণি চ।
পুষ্পেণ ফলপাত্রেণ তস্য ভারো বভূব হ ॥ ৬০ ॥

এবং তদ্রূপ বহুবিধ বৃক্ষের অতি মনোহর কুসুমাবলী চয়ন করিল, সেই সমস্ত পুষ্প এবং ফল তাহার একটী ভার হইল ॥ ৬০ ॥

বালো বোঢ়ুমশক্তশ্চ যযৌ গমনমন্থরঃ।
ন ফলং বুভুজে সোঽপি ধর্ম্মাধর্ম্মভয়েন চ ॥ ৬১ ॥

সেই ভার বহনে পরাঙ্মুখ হইয়া ও মন্থর গমনে চলিতে লাগিল এবং এই ফলাহার করিলে ধর্ম্ম হয় কি অধর্ম্ম হয় এই চিন্তা করিয়া সেই সুকুমারমতি বালক একটী ফলও আহার করিল না ॥ ৬১ ॥

পুরো দদর্শ স শিশুর্ঘোরং ব্যাঘ্রালয়ং ভিয়া।
তাত তাতেতি শব্দঞ্চ চকার হ পুনঃ পুনঃ ॥ ৬২ ॥

অনন্তর সেই বালক ব্যাঘ্রের এক ভয়ানক গহ্বর দর্শন করিল। ইহাতে অতিশয় ভীতচিত্ত হইয়া পিতঃ! পিতঃ! বলিয়া পুনঃ২ আহ্বান করিতে লাগিল ॥ ৬২ ॥

ন দদর্শ চ তাতঞ্চ শার্দ্দূলঞ্চ দদর্শ সঃ ॥
ভিয়া সস্মার গোবিন্দপাদারবিন্দমীপ্সিতং ॥ ৬৩ ॥

কিন্তু পিতাকে দেখিতে পাইল না, এক শার্দ্দুল দেখিল; তাহাতে ঐ বালক অতি ভীতচিত্ত হইয়া দৃঢ়ান্তঃকরণে কাতর বাক্যে শ্রীগোবিন্দের পদাম্বুজ স্মরণ করিতে লাগিল ॥ ৬৩ ॥

হরিং নরহরিং রামকৃষ্ণং বিষ্ণুঞ্চ মাধবং।
দামোদরং হৃষীকেশং মুকুন্দং মধুসূদনং ॥ ৬৪ ॥

যিনি শ্রীহরি, নরহরি, রাম, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু মাধব, দামোদর, হৃষীকেশ (অর্থাৎ বিষয়েন্দ্রিয়ের অধিপতি) মুকুন্দ ও শ্রীমধুসূদন ॥ ৬৪ ॥

এতানি দশ নামানি জপন্ বিপ্রশিশুর্ভিয়া।
প্রযযৌ পুরতঃ শীঘ্রং পুনরেব সরোবরং ॥ ৬৫ ॥

যিনিএই দশনাম জপ করেন,তিনি এই বিপ্র শিশুর স্থায় ভয় হইতে রক্ষা পান, এই নিমিত্ত উক্ত শিশু উহার স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার সরোবরে গমন করিলেন ॥ ৬৫ ॥

সরসো নির্ম্মলে তোয়ে পুষ্পাণি চ ফলানি চ।
দদৌ ভক্ত্যা ভগবতে কৃষ্ণায় পরমাত্মনে ॥ ৬৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মাকে (ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ) ভগবান্ জানিয়া তাঁহাকে নির্ম্মল জল এবং ফল ও পুষ্পাদি ভক্তি সহকারে নিবেদন করিয়া দিলেন ॥ ৬৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণপূজাং কুর্ব্বন্তং ধ্যায়মানং পদাম্বুজং।
নিকটং ন যযৌ ব্যাঘ্রো দৃষ্ট্বা বালঞ্চ দূরতঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি মধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়া সেই শিশুকে শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দ ধ্যান করিতে দেখিয়া নিকটস্থ হইতে পারিল না ॥ ৬৭ ॥

ব্যাঘ্রং দদর্শ বালশ্চ প্রকটাস্যং ভয়ানকং।
বিকৃতাকারদশনং বিকটাক্ষং মহোদরং ॥ ৬৮ ॥

কিন্তু উক্ত সেই শিশু ব্যাঘ্রের বিকটাস্য, বিকৃত দন্ত, ভয়ানক চক্ষু এবং উদর অবলোকন করিয়া ॥ ৬৮ ॥

দৃষ্ট্বা চ দূরতো ব্যাঘ্রমুবাস সরসস্তটে।
দধ্যৌ কৃষ্ণপদাম্ভোজং জন্মমৃত্যুজরাহরং ॥ ৬৯ ॥

সরোবর-তীরে তখন জন্ম মৃত্যু জরাপহারি শ্রীকৃষ্ণের যুগল চরণ ধ্যান করা হেতুক সেই ব্যাঘ্রের সেবাপাত্র হইয়া দূরস্থ রহিলেন ॥ ৬৯ ॥

মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপূরমনাহতং।
বিশুদ্ধঞ্চ তথাজ্ঞাখ্যং ষট্চক্রঞ্চ বিভাব্য চ ॥ ৭০ ॥

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞা নামক ষট্-চক্র হৃদয় মধ্যে ভাবনা করিয়া ॥ ৭০ ॥

কুণ্ডলিন্যা স্বশক্ত্যা চ সহিতং পরমেশ্বরং।
সহস্রদলপদ্মস্থং হৃদয়ে স্বাত্মনঃ প্রভুং ॥ ৭১ ॥

স্বশক্তির ও কুণ্ডলিনীর সহিত সহস্রদলপদ্মস্থিত পরমাত্মার প্রভুকে হৃদয়-মধ্যে ধ্যান করিলেন ॥ ৭১ ॥

দদর্শ দ্বিভুজং কৃষ্ণং পীতকৌশেয়বাসসং।
সস্মিতং সুন্দরং শুদ্ধং নবীনজলদপ্রভং ॥ ৭২ ॥

দ্বিভুজ এবং পীত কৌশেয় বস্ত্র পরিহিত, ঈষৎহাস্যযুক্ত, সুন্দর ও বিশুদ্ধ এবং নবীন মেঘের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে হৃদয় মধ্যে দর্শন করিলেন ॥ ৭২ ॥

কোটিকন্দর্পসৌন্দর্য্যলীলাধাম মনোহরং।
কোটিপার্ব্বণপূর্ণেন্দুপ্রভাজুষ্টঞ্চ সুন্দরং ॥ ৭৩ ॥

তিনি কোটিকন্দর্পের সৌন্দর্য্য ভূষিত ও লীলাধাম এবং সুমনোহর এবং কোটি পূর্ণচন্দ্রের প্রভা সম্পন্ন পরমসুন্দর হয়েন ॥ ৭৩ ॥

সুখদৃশ্যং সুরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহকারকং।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং রত্নভূষণভূষিতং ॥ ৭৪ ॥

সুখ দৃশ্য, সুরূপযুক্ত ও ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহকারক চন্দন-চর্চিত এবং সর্ব্বাঙ্গে রত্নাভরণ-বিশিষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৭৪ ॥

প্রফুল্লপদ্মনয়নং রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতং।
মালতীমাল্যসম্বদ্ধচূড়াচারুসুশোভনং ॥ ৭৫ ॥

প্রফুল্ল পদ্মলোচন শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলে অবস্থিত হইয়া মালতী পুষ্পের মাল্যদ্বারা চূড়া বন্ধনে অতি মনোহর রূপ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

ধৃতরত্নং রত্নপদ্মং দক্ষিণেন করেণ চ।
বামেন মণিনির্ম্মাণদীপ্তদর্পণমুজ্জ্বলং ॥ ৭৬ ॥

তাঁহার দক্ষিণ করে পদ্মরত্ন এবং বাম করে মণিখচিত সুদীপ্ত দর্পণ উজ্জ্বল রূপে শোভা প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলবিরাজিতং।
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ চারুবক্ষঃস্থলোজ্জ্বলং ॥ ৭৭ ॥

রত্নময় কুণ্ডলদ্বয়ে তাঁহার গণ্ডস্থল বিরাজিত এবং মণিশ্রেষ্ঠ কৌস্তুভে তাঁহার মনোহর বক্ষঃস্থল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৭৭ ॥

মুক্তারাজিবিনিন্দৈকদন্তরাজিবিরাজিতং।
আজানুমালতীমালাবনমালাবিভূষিতং ॥ ৭৮ ॥

মুক্তাশ্রেণী যাহাতে পরাজিত হয়, এপ্রকার দন্তশ্রেণী, ও মালতী মালার এবং বনমালায় বিভূষিত হইয়া, তাঁহার কণ্ঠদেশ অত্যাশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ৭৮ ॥

বেদাননসরস্বত্যা স্তুতং ব্রহ্মেশবন্দিতং।
পদ্মাপদ্মালয়ামায়াসংসেবিতপদাম্বুজং ॥ ৭৯ ॥

বেদমুখী সরস্বতী কর্ত্তৃক সংস্তুত, ব্রহ্মা ও ঈশ্বরের বন্দিত এবং পদ্মালয়া লক্ষ্মী ও মায়া কর্ত্তৃক সংসেবিত পাদাব্জ ॥ ৭৯ ॥

পরিপূর্ণতমং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরং।
নির্লিপ্তং সাক্ষিভূতঞ্চ ভগবন্তং সনাতনং ॥ ৮০ ॥

পরিপূর্ণতম ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মা ঈশ্বর নির্লিপ্ত সাক্ষীসদৃশ ভগবান্ সনাতন ॥ ৮০ ॥

সর্ব্বেশং সর্ব্বরূপঞ্চ সর্ব্বকারণকারণং।
পুরুষং পরমাত্মৈকং পরেশং প্রকৃতেঃ পরং ॥ ৮১ ॥

সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বরূপী সর্ব্বকারণের কারণ পুরুষ পরেশ প্রকৃতির পর এবং পরমাত্মা বিভুকে দর্শন করিল ॥ ৮১ ॥

এবম্ভূতং বিভুং দৃষ্ট্বা মনসা প্রণনাম তং।
তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা তমীশং সংপুটাঞ্জলিঃ ॥ ৮২ ॥

মনে মনে তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্ব্বক প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া সেই পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিল ॥ ৮২ ॥

শ্রীসুভদ্র উবাচ।

হে নাথ দর্শনং দেহি মাং ভক্তং শরণাগতং।
শ্রীদ শ্রীশ শ্রীনিবাস শ্রীনিধে শ্রীনিকেতন ॥ ৮৩ ॥

হে স্বামিন্! আমি আপনার শরণাগত এবং ভক্ত অতএব আমাকে দর্শন দিউন; হে শ্রীদ, শ্রীশ, শ্রীনিবাস, শ্রীনিধে, শ্রীনিকেতন ॥ ৮৩ ॥

শ্রিয়া সেবিতপাদাব্জ শ্রীসমুৎপত্তিকারণ।
বেদানির্ব্বচনীয়েশ নিরীহ নির্গুণাধিপ ॥ ৮৪ ॥

শ্রীকর্ত্তৃক সেবিত পাদাব্জ, শ্রীর উৎপত্তি কারণ, বেদের অবচনীয়, ঈশ, নিরীহ, নির্গুণ ও অধিপতি ॥ ৮৪ ॥

সর্ব্বাদ্য সর্ব্বনিলয় সর্ব্ববীজ সনাতন।
শান্ত সরস্বতীকান্ত নিতান্ত সর্ব্বকর্ম্মস্থ ॥ ৮৫ ॥

সর্ব্বাদ্য, সর্ব্বনিলয়, সর্ব্ববীজ, সনাতন, শান্ত, সরস্বতীকান্ত ও সর্ব্ব-কর্ম্মের অন্ত ॥ ৮৫ ॥

সর্ব্বাধার নিরাধার কামপূর পরাৎপর।
দুষ্পারাসারসংসারকর্ণধার নমোঽস্তু তে ॥ ৮৬ ॥

সর্ব্বাধার, নিজে আধাররহিত, কামরূপ * পরাৎপর দুষ্পার ও অসার সংসারের কর্ণধার আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৮৬ ॥

ইত্যেবমুক্ত্বা স শিশু রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ।
ধ্যানেন তৎপদাম্ভোজং শরণঞ্চ চকার সঃ ॥ ৮৭ ॥

এই কথা বলিয়া সেই বালক বারম্বার ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং ধ্যান-যোগে তাঁহার শ্রীপদারবিন্দ স্মরণ করিল ॥ ৮৭ ॥

ইতি বিপ্রকৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৮৮ ॥

এবং যে কেহ সেই ব্রাহ্মণ কৃত স্তোত্র ত্রিসন্ধ্যা পাঠ করিবেন তিনি সর্ব্ব-পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন ॥ ৮৮ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে ব্রহ্ম-সনৎকুমারসংবাদে শ্রীকৃষ্ণমহিমোপালম্ভনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

---

* নিজমতে "বাঞ্ছাকল্পতরু" ইতি মতান্তর ভেদঃ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ব্রাহ্মণস্য স্তবং শ্রুত্বা পরিতুষ্টো জনার্দ্দনঃ।
কৃপাঞ্চকার ভগবান্ ভক্তেশো ভক্তবৎসলঃ ॥ ১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন। ভক্ত জনের ঈশ্বর ভক্তবৎসল, ভগবান্ জনার্দ্দন ব্রাহ্মণের স্তব পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কৃপা করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

এতস্মিন্নন্তরে তত্র ভগবান্ নন্দনন্দনঃ।
নারায়ণর্ষিঃ কৃপয়া চাজগাম সরোবরং ॥ ২ ॥

এই রূপ সময়ে তথায় শ্রীনন্দনন্দন মতান্তরে ধর্ম্মনন্দন ভগবান্ নারায়ণ, ঋষি কৃপা করিয়া সেই সরোবরে উপস্থিত হইলেন ॥ ২ ॥

দদর্শ ব্রাহ্মণবটুং তমেব মুনিপুঙ্গবং।
তেজসা সুখদৃশ্যেন সুন্দরং সুমনোহরং ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণ পুত্র সেই মুনিশ্রেষ্ঠকে অবলোকন করিলেন, সুখ দৃশ্য তেজঃপুঞ্জ অতি সুন্দর ও মনোহর ॥ ৩ ॥

পীতবস্ত্রপরীধানং নবীনজলদপ্রভং।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং বনমালাবিভূষিতং ॥ ৪ ॥

পীতবস্ত্র পরিধান, নবীন মেঘ সদৃশ প্রভা সম্পন্ন সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লেপন ও বনমালায় বিভূষিত ॥ ৪ ॥

প্রসন্নবদনং শুদ্ধং সস্মিতং সর্ব্বপূজিতং।
বিভান্তঞ্চ জপন্তঞ্চ শুদ্ধস্ফটিকমালয়া ॥ ৫ ॥

প্রসন্নবদন বিশুদ্ধ হাস্যযুক্ত সর্ব্ব পূজ্য ও দীপ্যমান, পবিত্র স্ফটিকমালায় জপকারী ॥ ৫ ॥

দৃষ্ট্বা ননাম সহসা শিরসা বিপ্রপুঙ্গবঃ।
শুভাশিষং দদৌ তস্মৈ দত্ত্বা শিরসি হস্তকং ॥ ৬ ॥

তমুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠঃ কৃপয়া দীনবৎসলঃ।
হিতং তথ্যং নীতিসারং পরিণামসুখাবহং ॥ ৭ ॥

তাঁহাকে দর্শন করিয়া সেই দ্বিজেন্দ্র সহসা মস্তকাবনতি পুরঃসর যথা বিধানে নমস্কার করিলেন, মস্তকে হস্ত প্রদান করিয়া সেই দীনপালক মুনিবর শুভাশিষ প্রদান করিলেন এবং কৃপাপরতন্ত্র হইয়া হিত ও যথার্থ নীতিসার এবং পরিণামে সুখদায়ক বাক্য বলিলেন ॥ ৬ ॥ ৭ ॥

শ্রীনারায়ণর্ষিরুবাচ।

অয়ে বিপ্র মহাভাগ সফলং জীবনং তব।
যস্মিন্ কুলে চ জাতোঽসি তদ্ধন্যং সুপ্রশংসিতং ॥ ৮ ॥

শ্রীনারায়ণঋষি কহিলেন। অয়ে বিপ্র মহাভাগ! তোমার জন্ম সফল এবং যে কুলে তুমি জন্মিয়াছ সে কুল ধন্য এবং প্রশংসিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

ভজ ত্বং পরমানন্দং সানন্দং নন্দনন্দনং।
ধ্রুবং যাস্যসি গোলোকং পরমানন্দমীপ্সিতং ॥৯ ॥

তুমি পরমানন্দে সানন্দ শ্রীনন্দনন্দনকে ধ্যান কর, তাহাতে পরম আনন্দময় ও সুরগণেরও বাঞ্ছিত গোলোকধামে নিশ্চয় গমন করিবে ॥ ৯ ॥

তৎকুলং পাবনং ধন্যং যশস্যং চ নিরাপদং।
যস্মিন্ স্বয়ং ভবান্ জাতঃ পুণ্যঃ কৃষ্ণপরায়ণঃ ॥ ১০ ॥

অতি পবিত্র শ্রীকৃষ্ণ-পরায়ণ পুণ্যময় আপনি যে কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সেই কুল ধন্য পাবন ও যশস্য এবং নিরাপদ হইয়াছে ॥ ১০ ॥

নৈবেদ্যং পতিতং মার্গে জীর্ণং শ্বাপদভক্ষিতং।
ভুক্ত্বা তবৈষা বুদ্ধিশ্চ কৃষ্ণভক্তির্ব্বভূব চ ॥ ১১ ॥

পথে পতিত ও জীর্ণ শ্বাপদ ভক্ষিত নৈবেদ্য ভোজন করিয়া তোমার এই রূপ জ্ঞানোদয় এবং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে ভক্তি জন্মিয়াছে ॥ ১১ ॥

কৃষ্ণনৈবেদ্যমাহাত্ম্যং কো বৎস কথিতুং ক্ষমঃ।
যদ্বক্তুং ন হি শক্তাশ্চ বেদাশ্চত্বার এব চ ॥ ১২ ॥

হে বৎস! শ্রীকৃষ্ণ নৈবেদ্য মাহাত্ম্য বলিতে কে সক্ষম হইবে, চারিবেদও তাহা বলিতে সমর্থ নহে ॥ ১২ ॥

বরং বৃণুষ্ব ভদ্রন্তে সুভদ্র দ্বিজপুঙ্গব।
সর্ব্বং দাতুমহং শক্তো যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং ॥ ১৩ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ সুভদ্র! বর প্রার্থনা কর তোমার মঙ্গল হইবে, আমি মনোবাঞ্ছিত সকল বস্তু প্রদান করিতে পারি ॥ ১৩ ॥

নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা তমুবাচ শিশুঃ স্বয়ং।
পুনঃ কম্পিতসর্ব্বাঙ্গঃ সাশ্রুনেত্রঃ পুটাঞ্জলিঃ ॥ ১৪ ॥

শিশু নারায়ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া কম্পিত-কলেবর ও সাশ্রুনেত্রে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

সুভদ্র উবাচ।

দেহি মে কৃষ্ণ পাদাব্জে দৃঢ়াং ভক্তিং সুদুর্লভাং।
তদ্দাস্যং ত্বৎপদে বাসং জরামৃত্যুহরং পরং ॥ ১৫ ॥

সুভদ্র কহিলেন। হে শ্রীকৃষ্ণ! আপনার শ্রীপাদপদ্মে সুদুর্লভ দৃঢ়া-ভক্তি ও সৌভাগ্য এবং জন্ম মৃত্যু জরাহর আপনার পদে বাস প্রদান করুন ॥ ১৫ ॥

অন্যং বরং ন গৃহ্লামি ন মে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং।
নাহং বরার্থী কামী চ রাগী বেতনভুগ্‌ যথা ॥ ১৬ ॥

এ দাসের অন্য কোন বর লইবার প্রয়োজন নাই, বেতন ভোগীর ন্যায় আমি বরার্থী ও বিষয় ভোগে অভিলাষী নহি ॥ ১৬ ॥

নারায়ণর্ষিরুবাচ।

শ্রীকৃষ্ণে যস্য ভক্তিশ্চ তস্যাত্র কিং সুদুর্লভং।
অণিমাদিকদ্বাত্রিংশৎ সিদ্ধিঃ করতলে পরা ॥ ১৭ ॥

নারায়ণঋষি কহিলেন। যে ব্যক্তির শ্রীকৃষ্ণে ভক্তি আছে এই সংসারে তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও অপ্রাপ্য নাই; অণিমাদি দ্বাত্রিংশদ্বিধ প্রকৃষ্ট সিদ্ধি তাহার হস্তগত থাকে ॥ ১৭ ॥

নির্ব্বিকল্পো দদাত্যস্মৈ নৈব গৃহ্লাতি বৈষ্ণবঃ।
অনিমিত্তাং হরের্ভক্তিং ভক্তা বাঞ্ছন্তি সন্ততং ॥ ১৮ ॥

উহার পরিবর্ত্তে নির্ব্বিকল্প * (সমাধি) সিদ্ধি দিলেও শ্রীবৈষ্ণব তাহা গ্রহণ করেন না; যে হেতুক ভক্তেরা কেবল অনিমিত্তা (অর্থাৎ অহৈতুকী) শ্রীহরিভক্তিমাত্রই সতত অভিলাষ করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

গৃহাণ মন্ত্রং কৃষ্ণস্য পরং কল্পতরুং বরং।
ভক্তিদং দাস্যদং শুদ্ধং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনং ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণভক্তি এবং দাস্যপ্রদ, পবিত্র ও কর্ম্ম মূলের ছেদনকর্ত্তা কল্পতরু নামক শ্রীকৃষ্ণের পরম মন্ত্র গ্রহণ কর ॥ ১৯ ॥

লক্ষ্মীর্ম্মায়াকামবীজং ঙেঽন্তং কৃষ্ণপদং তথা।
বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রঞ্চ মন্ত্ররাজং মনোহরং ॥ ২০ ॥

উহা লক্ষ্মীবীজ ও মায়াবীজ, এবং কামবীজ, তদন্তে "কৃষ্ণ" এই পদে চতুর্থী বিভক্তির এক বচনান্ত বহ্নি-জায়ান্ত মন্ত্র অতি মনোহর ও শ্রেষ্ঠ মন্ত্র হয় ॥ ২০ ॥

ইত্যেবমুক্ত্বা তৎকর্ণে কথয়ামাস দক্ষিণে।
বারত্রয়ং মুনিশ্রেষ্ঠঃ শুদ্ধভাবেন পুত্রক ॥ ২১ ॥

হে পুত্র! সেই মুনিশ্রেষ্ঠ এই কথা বলিয়া পবিত্রভাবে তাহার দক্ষিণ কর্ণে সেই মন্ত্র তিনবার বলিলেন ॥ ২১ ॥

যেন স্তোত্রেণ তুষ্টাব সুভদ্রঃ পরমেশ্বরং।
আজ্ঞাং চকার স ঋষিস্তদেব পঠিতুং মুদা ॥ ২২ ॥

এবং সেই সুভদ্র নামক শিশু যে স্তোত্রে পরমেশ্বরের স্তুতি করিয়াছিলেন উক্ত ঋষি তাঁহাকে আনন্দিত-চিত্তে সেই স্তব পাঠ করিতে অনুমতি করিলেন ॥ ২২ ॥

---

* সমাধি দুই প্রকার সাবকল্প এবং নির্ব্বিকল্প ইহার বিবরণ বেদান্ত সার এবং পাতঞ্জল দর্শনে দৃষ্টি কর।

কবচঞ্চ দদৌ তস্মৈ জগন্মঙ্গলমঙ্গলং।
ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং সর্ব্বপূজাবিধিক্রমং ॥ ২৩ ॥

অপিচ তিনি তাঁহাকে জগন্মঙ্গলমঙ্গল নামে প্রসিদ্ধ কবচ এবং (শ্রীকৃষ্ণের) ধ্যান মন্ত্র ও সামবেদোক্ত সমস্ত পূজার বিধি ও ক্রম (অর্থাৎ যে রূপে যাহার পরে যাহা করিতে হইবে তদ্বিষয়ক নিয়ম) উপদেশ করিলেন ॥ ২৩ ॥

হরের্দাস্যঞ্চ তদ্ভক্তিং গোলোকবাসমীপ্সিতং।
জন্মদ্বয়ান্তরে চৈব কর্ম্মভোগক্ষয়ে সতি ॥ ২৪ ॥

যেহেতু জন্মদ্বয়ের (অর্থাৎ পূর্ব্বগত এবং আগামি জন্মের) শেষ হইলে যদি কর্ম্ম ভোগের অন্ত হয় তবেই শ্রীহরির প্রতি দাস্যভক্তি এবং গোলোকে (অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবন-ধামে, নতুবা গোলোকেই) বাস, স্বেচ্ছানুসারে হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

সুভদ্র উবাচ।

সত্যং কুরু মহাভাগ বরং মে যদি দাস্যসি।
বরং বৃণোমি তৎপশ্চাৎ যন্মে মনসি বাঞ্ছিতং ॥ ২৫ ॥

সুভদ্র বলিল। হে মহাভাগ! যদি আপনি বর প্রদান করিবেন তবে সত্য করিয়া স্বীকার করুন; পশ্চাৎ আমি আপনার মনোবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা করিব ॥ ২৫ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ওঁ সত্যং বৎস দাস্যামি বরং বৃণু যথেপ্সিতং।
মমাশক্যং নাস্তি কিঞ্চিদ্দাতাহং সর্ব্বসম্পদাং ॥ ২৬ ॥

নারায়ণ কহিলেন, ওঁ সত্যং হে বৎস! তোমার যে বর অভিলষিত হয় তাহাই আমি দিব; আমার অসাধ্য কিছুই নাই, আমি সকল সম্পত্তি প্রদান করিতে পারি ॥ ২৬ ॥

সুভদ্র উবাচ।

কণ্ঠে তে কিঞ্চ কবচং কস্য বা সর্ব্বপূজিতং।
অমূল্যরত্নগুটিকাযুক্তঞ্চ সুমনোহরং ॥ ২৭ ॥

সুভদ্র কহিলেন, আপনার কণ্ঠে যে অমূল্যরত্নের গুটিকাযুক্ত অতি-মনোহর ও সর্ব্ব পূজিত কবচ দেখিতেছি তাহা কি এবং কাহার হয়॥ ২৭॥

কবচং দেহি মে দেব স্বসত্যরক্ষণং কুরু।
বিপ্রস্য বচনং শ্রুত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ॥ ২৮॥

হে দেব! আমাকে ঐ কবচ প্রদান করিয়া নিজ সত্য প্রতিপালন করুন; সেই ব্রাহ্মণের এরূপ বাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র মুনির কণ্ঠ, ওষ্ঠ এবং তালু বিশুষ্ক হইয়া গেল॥ ২৮॥

বক্তুং ন শক্তস্তদ্বাক্যং দধ্যৌ কৃষ্ণপদাম্বুজং।
প্রদদৌ গুটিকাং তস্মৈ নোবাচ কবচং মুনিঃ॥ ২৯॥

এবং তিনি বাক্য বলিতে অক্ষম হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাহাকে গুটিকাপ্রদান করিলেন, কিন্তু কবচের কথা উল্লেখমাত্রও করিলেন না॥ ২৯॥

তমুবাচ মহর্ষিশ্চ বিতুষ্টশ্চোন্মনাঃ সুতং।
বৎস ক্রোধো হি দেবস্য বরং তুল্যঞ্চ বাঞ্ছিতং॥ ৩০॥

হে বৎস! অমরগণের কোপে এবং অভিমত বর তুল্য রূপ হয়, অতএব যদিও মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন তথাপি বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক হইয়া বিপ্রকে কহিলেন॥ ৩০॥

নারায়ণর্ষিরুবাচ।

ত্রিংশৎসহস্রবর্ষঞ্চ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সুদুর্লভং।
লভস্ব দুর্লভাং লক্ষ্মীং মায়য়া মোহিতো ভব॥ ৩১॥

নারায়ণঋষি কহিলেন। হে বিপ্র! ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ কর ও দুর্লভা লক্ষ্মী লাভ কর কিন্তু মায়াতে বিমোহিত হইবে॥ ৩১॥

মদিষ্টদেবকবচং গৃহীতং যেন হেতুনা।
সপ্তকল্পান্তজীবিত্বং পরত্র চ ভবিষ্যতি॥ ৩২॥

হে বিপ্র! যেহেতু তুমি মদীয় ইষ্টদেবের কবচ গ্রহণ করিলে ইহার প্রভাবে ভবিষ্যতে সপ্তকল্পান্তজীবী হইবে ॥ ৩২ ॥

সুচিরেণৈব কালেন গোলোকঞ্চ প্রযাস্যসি।
পরে মৃকণ্ডুপুত্রস্ত্বং মার্কণ্ডেয়ো ভবিষ্যসি ॥ ৩৩ ॥

এবং বহু দিবসান্তে গোলোকধামে গমন করিবে অনন্তর তুমি মৃকণ্ড-মুনির পুত্র হইয়া মার্কণ্ডেয় নামে সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইবে ॥৩৩ ॥

ময়া দত্তঞ্চ কবচং ত্বাঞ্চ রক্ষতি পুত্রক।
তব কণ্ঠে স্থিতিশ্চাস্য প্রতিজন্মনি জন্মনি ॥ ৩৪ ॥

হে বৎস! আমি যে কবচ তোমাকে প্রদান করিলাম উহা তোমাকে রক্ষা করিবে এবং প্রতি জন্মে ঐ কবচ তোমার কণ্ঠদেশে বিলম্বিত থাকিবেক ॥ ৩৪ ॥

পুনশ্চ গুটিকাযুক্তং কৃত্বা চ কবচং মুনিঃ।
গলে দধার ভক্ত্যা চ তদ্ভক্তো ধর্ম্মনন্দনঃ ॥ ৩৫ ॥

অতঃপর সেই শ্রীকৃষ্ণভক্ত ধর্ম্মনন্দন মুনি ঐ কবচ পুনর্ব্বার গুটিকাযুক্ত করিয়া ভক্তিভাবে গলে পরিধান করিলেন ॥ ৩৫ ॥

বরং দত্ত্বা চ স মুনির্যযৌ গেহং স উন্মনাঃ।
বিপ্রায় কবচং দত্ত্বা নষ্টবৎসা চ গৌর্যথা ॥ ৩৬ ॥

মুনি ব্রাহ্মণকে বর ও কবচ প্রদান করিয়া যেমন বৎস বিরহিতা গাভির ন্যায় অতি বিষণ্ণ বদনে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

ভ্রাত্রা নরেণ পিত্রা চ ধর্ম্মেণ চ মহাত্মনা।
মাত্রা মূর্ত্ত্যা চ পত্ন্যা চ শান্ত্যা চ ভৎর্সিতো মুনিঃ ॥ ৩৭ ॥

নর নামক তাঁহার ভ্রাতা ধর্ম্ম নামে মহাত্মা ও তাঁহার জনক ও মূর্ত্তি নামে তাঁহার জননী এবং শান্তি নামে তাঁহার ভার্য্যা তাঁহাকে বারম্বার তিরস্কার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিপ্রঃ সংপ্রাপ্য কবচং মন্ত্রং কল্পতরুং পরং।
সরোবরাৎ সমুত্থায় প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৩৮ ॥

সেই ব্রাহ্মণ উক্ত কবচ এবং কল্পতরু তুল্য মন্ত্রলাভ করিয়া সরোবর হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥

ক্ষণং তস্থৌ সরস্তীরে বটমূলে মনোহরে।
জজাপ পরমং মন্ত্রং সংপূজ্য জগদীশ্বরং ॥ ৩৯ ॥

অতঃপর সেই সরোবরের তীরবর্ত্তি মনোহর বটমূলে ক্ষণকাল অবস্থিতি করিয়া ত্রিজগতের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজন ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক তিনি সেই পরম মন্ত্র জপ করিতেলাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

অথ তত্তাতবিপ্রো হি সমন্বিষ্য সুতং চিরং।
গত্বা চ স্বগৃহং দুঃখ—শোকার্ত্তঃ স রুরোদ হ ॥ ৪০ ॥

তদনন্তর সেই ব্রাহ্মণের জনক স্বসন্তানকে কিয়ৎকাল অনুসন্ধান করণানন্তর তাঁহাকে দর্শনেন্দ্রিয় অগোচর থাকাতে নিতান্ত শোকাভিভূত ও দুঃখিত হইয়া নিজ গৃহে প্রতিগমন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥

সমুদ্যতা তনুং ত্যক্তুং তন্মাতা পুত্রবার্ত্তয়া।
ন তত্যাজ তনুং বিপ্রো দৃষ্ট্বা সুস্বপ্নমুত্তমং ॥ ৪১ ॥

তাঁহার জননী, পুত্রের এই রূপ বিবরণ শ্রবণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবার উদ্যম করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ উক্ত সুস্বপ্ন দেখাহেতুক প্রাণত্যাগ করিলেন না ॥ ৪১ ॥

বিপ্রো বিপ্রা গৃহং ত্যক্ত্বা পুত্রান্বেষণপূর্ব্বকং।
প্রযযৌ কাননং ঘোরং সর্ব্বৈশ্চ বান্ধবৈঃ সহ ॥ ৪২ ॥

অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক হইয়া স্বগৃহ ত্যাগ পূর্ব্বক ও বন্ধু বান্ধব সমভিব্যাহারে করিয়া পুত্রের অনুসন্ধান জন্য নিবিড় বন মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪২ ॥

সর্ব্বং বনং সমন্বিষ্য প্রযযুশ্চ সরোবরং।
দদৃশুস্তে শিশুং গুহ্যং সূর্য্যাভং বটমূলকে ॥ ৪৩ ॥

তাঁহারা সমস্ত অটবী অন্বেষণ করিয়া সরোবর সমীপে উপনীত হইয়া বট বৃক্ষের মূলদেশে সূর্য্য সদৃশ তেজস্বী শিশুকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৪৩ ॥

চুচুম্ব গণ্ডং পুত্রস্য বিপ্রো বিপ্রা চ সাদরং।
আশিশ্লেষ ক্রমেণৈব মাতা তাতঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৪ ॥

সেই ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণী সাদরে স্বকীয় পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহারা উভয়েই বারম্বার তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন ॥ ৪৪ ॥

পুত্রশ্চ সর্ব্ববৃত্তান্তং কথয়ামাস সাদরং।
শ্রুত্বা পুত্রস্য বিপ্রশ্চ বিপ্রা চ বান্ধবাস্তথা ॥ ৪৫ ॥

পুত্রও সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আদর পূর্ব্বক নিবেদন করিলে সেই ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও তাঁহাদিগের বান্ধবগণ উহার ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥

যযুঃ সর্ব্বে স্বদেশঞ্চ পরমাহ্লাদমানসাঃ।
চন্দ্রভাগাং সমুত্তীর্য্য বিবেশ নগরং পরং ॥ ৪৬ ॥

অনন্তর তাঁহারা সকলে অতিশয় হৃষ্টচিত্তে প্রত্যাগমন জন্য চন্দ্রভাগা নদীর পারোত্তীর্ণ হইয়া আপনাদিগের নগরে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

নগরস্থো নৃপেন্দ্রশ্চ দৃষ্ট্বা তেজস্বিনং শিশুং।
দদৌ তস্মৈ স্বকন্যাঞ্চ রত্নালঙ্কারভূষিতাং ॥ ৪৭ ॥

সেই নগরের অধিপতি উক্ত তেজস্বী শিশুকে দর্শন করিয়া তাঁহার সহিত রত্ন এবং অলঙ্কারে ভূষিতা স্বকন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

যুবতীং সুন্দরীং শ্যামাং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভাং।
পতিব্রতাং মহাভাগাং সুংরূপা কমলাকলাং ॥৪৮ ॥

সেই কন্যা যুবতী, সুন্দরী, শ্যামবর্ণা, তপ্তকাঞ্চনপ্রভা, পতিব্রতা ও মহাভাগ্যবতী এবং কমলার অংশরূপিণী হইয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

গজেন্দ্রাণাং সহস্রঞ্চ প্রদদৌ যৌতুকং মুদা।
অশ্বানাং দশলক্ষঞ্চ রথানাঞ্চ সহস্রকং ॥ ৪৯ ॥

অপিচ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া সেই রাজা তাঁহাকে সহস্র গজেন্দ্র, দশলক্ষ অশ্ব, সহস্র রত্ন যৌতুক দান করিয়াছিলেন ॥ ৪৯ ॥

দাসীনাং নিষ্ককণ্ঠীনাং সুন্দরীণাং সহস্রকং।
বস্ত্ররত্নসহস্রঞ্চ বহুমূল্যং সুদুর্লভং ॥ ৫০ ॥

নিষ্ককণ্ঠী দাসীদিগের মধ্যে সহস্র সংখ্যক অতি সুন্দরী দাসী এবং সহস্র২ বহুমূল্য ও সুদুর্লভ বস্ত্ররত্ন দিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

দাসানাঞ্চ সহস্রঞ্চ পদাতীনাং ত্রিলক্ষকং।
দশলক্ষং সুবর্ণঞ্চ রত্নমালাং সুদুর্লভাং ॥ ৫১ ॥

সহস্র সংখ্যক দাস, তিনলক্ষ পদাতিক, দশলক্ষ সুবর্ণ এবং সুদুর্লভা রত্নমালাও যৌতুক দিয়াছিলেম ॥ ৫১ ॥

দত্ত্বা তস্মৈ চ কন্যাঞ্চ রুরোদ চ সভার্য্যকঃ।
রাজা চ কন্যয়া সার্দ্ধং প্রযযৌ বিপ্রমন্দিরং ॥ ৫২ ॥

মহারাজ স্বীয় মহিষীর সহিত সেই ব্রাহ্মণ পুত্রকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া তাহাদের বিয়োগহেতুক কাতর হইয়া অবশেষে নিজ কন্যার সহিত বিপ্র-মন্দিরে গমন করিলেন ॥ ৫২ ॥

গত্বা চাপি কিয়দ্দূরং দদর্শ নগরং নৃপঃ।
অতীব সুন্দরং রম্যং বিজিত্য চামরাবতীং ॥ ৫৩ ॥

নরাধিপতি কিয়দ্দূর গমন করিয়াই অতি সুন্দর ও মনোহর এবং অমরা-বতীর বিজিতকারী একটী নগর দর্শন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং রত্নসারবিনির্ম্মিতং।
ত্রিকোট্যট্টালিকাগেহং নবকোটি সুমন্দিরং ॥ ৫৪ ॥

সেই নগর অতি মনোহর ও নির্ম্মল রত্নপ্রভায় ভূষিত এবং রত্নসারে বিনির্ম্মিত তিনকোটি অট্টালিকার গৃহযুক্ত ও নব কোটি মন্দিরবিশিষ্ট ছিল ॥ ৫৪ ॥

সপ্তপ্রাকারযুক্তঞ্চ পরিখাত্রয়সংযুতং।
দুর্লঙ্ঘ্যমতিদুর্গম্যং রিপূণামপি পুত্রক ॥ ৫৫ ॥

এবং তাহার সাতটি প্রাচীর বেষ্টিত ও তিনটি পরিখা সংযুক্ত থাকাতে হে পুত্র! উক্ত নগর শত্রুগণের দুর্লঙ্ঘ্য ও অতি দুর্গম্য হইয়া ছিল ॥ ৫৫ ॥

শিশোশ্চ স্বাশ্রমং রম্যং সদ্রত্নসারনির্ম্মিতং।
স্ফুরৎবজ্রকপাটঞ্চ রত্নেন্দ্রকলসান্বিতং ॥ ৫৬ ॥

সেই শিশুর উৎকৃষ্ট রত্ননির্ম্মিত ও রমণীয় স্বকীয় আশ্রম স্থান দীপ্তিমান্ বজ্র সদৃশ কপাটযুক্ত ও রত্নকলস সমন্বিত ছিল ॥ ৫৬ ॥

সদ্রত্নদর্পণৈর্দীপ্তং রত্নকুম্ভৈর্ব্বিরাজিতং।
প্রাঙ্গণং রত্নসারাঢ্যং রত্নসোপানশোভিতং ॥ ৫৭ ॥

তাহাতে দর্পণ তুল্য রত্ন সমূহের দীপ্তি, রত্ন নির্ম্মিত কুম্ভশ্রেণীর শোভা অতি সুন্দর হইয়াছিল এবং তাহার প্রাঙ্গণ রত্নসারে সম্পত্তিশালী ও রত্নসোপানে সুশোভিত ছিল ॥ ৫৭ ॥

মনোহরং রাজমার্গে সিন্দূরাদিপরিষ্কৃতং।
প্রাকারং মণিভূষাদ্যমুচ্চৈরাকাশস্পর্শি চ ॥ ৫৮ ॥

তাহার মনোহর রাজপথ সিন্দুরাদির স্থায় পরিষ্কৃত ও তাহার প্রাকার (অর্থাৎ গ্রামের পরিবেষ্টক প্রাচীর) মণিভূষায় সুসম্পন্ন ও আকাশস্পর্শী হইয়াছিল ॥ ৫৮ ॥

জগাম বিস্ময়ং রাজা দৃষ্ট্বা নগরমুত্তমং।
পিত্রা মাত্রা সহ শিশুর্ব্বিস্ময়ঞ্চ যযৌ মুদা ॥ ৫৯ ॥

ইহাতে অবনীপতি সেই উৎকৃষ্ট নগরের শোভা সন্দর্শনে বিস্ময়ান্বিত এবং সেই শিশুর পিতা মাতা ও আত্মাদের সহিত চমৎকৃত হইলেন ॥ ৫৯ ॥

গজেন্দ্রাণাং ত্রিলক্ষঞ্চ অশ্বানাং শতলক্ষকং।
চতুর্গুণং পদাতীনামাযযুস্তেহপ্যনুব্রজং ॥ ৬০ ॥

তিনলক্ষ গজেন্দ্র, শতলক্ষ অশ্ব, চারিকোটি পদাতিক, তাহাদের আগমনের পূর্ব্বেই সমুপস্থিত হইয়াছে ॥ ৬০ ॥

বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য বেশ্যাশ্চ নর্ত্তকীস্তথা।
দ্বিজাংশ্চ পূর্ণকুম্ভাংশ্চ পতিপুত্রবতীং সতীং ॥ ৬১ ॥

কুঞ্জরশ্রেষ্ঠ, বেশ্যা, নৃত্যকারিণী, ব্রাহ্মণ, পূর্ণ-কলস এবং পতি পুত্র বিশিষ্টা সতী নারী সমূহকে পুরঃসর করিয়া ॥ ৬১ ॥

মহাপাত্রঃ শিশুং দৃষ্ট্বা গজেন্দ্রোপরিসংস্থিতং।
মূর্দ্ধ্না ননাম বেগেনাপ্যবরুহ্য গজাদপি ॥ ৬২ ॥

প্রাড় বিবাক, গজেন্দ্রোপরি উপবেশন কারী ব্রাহ্মণ-পুত্রকে অবলোকন করিয়া অতিবেগে হস্তি পৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৬২ ॥

শিশুং প্রবেশয়ামাস রত্ননির্ম্মাণমন্দিরং।
রত্নসিংহাসনং তস্মৈ প্রদদৌ সাদরং মুদা ॥ ৬৩ ॥

তদনন্তর রত্ননির্ম্মিত মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পরম সমাদরে হর্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক উপবেশনার্থ রত্নময় সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

কন্যাদাত্রে চ পিত্রে চ মাত্রে চ সাদরং মুদা।
রত্নসিংহাসনং রম্যং প্রদদৌ পাত্র এব চ ॥ ৬৪ ॥

সেই রূপ সমাদরে পাত্র স্বয়ং সেই কন্যার সম্প্রদাতা ভূপতিকে ও সেই শিশুর পিতা মাতাকে রত্ন সিংহাসন প্রদান করিলেন ॥ ৬৪ ॥

শিশুং সিষেব পাত্রশ্চ স্বয়ঞ্চ শ্বেতচামরৈঃ।
দধার রত্নছত্রঞ্চ হীরাহারপরিষ্কৃতং ॥ ৬৫ ॥

এবং তিনি শ্বেত চামর ব্যজন ও হীরকরাজিবিরাজিত রত্নময় ছত্র ধারণ করতঃ নানা উপায়ে সেই শিশুর সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥

উবাস স সভায়াঞ্চ সুধর্ম্মায়াং মহেন্দ্রবৎ।
শ্বশুরঞ্চ যযৌ গেহং শিশুনা চ পুরস্কৃতঃ ॥ ৬৬ ॥

তন্নিবন্ধন দেব-সভায় অমরকুলেশ্বর ইন্দ্রদেব যেরূপ শোভা পান বিপ্রতনয় ও সেই ধর্ম্ময় সভায় তদ্রূপ শোভমান হইলেন। অনন্তর তাঁহার শ্বশুর তথায় কিছু দিন অবস্থিতি করিয়া সম্মান পুরঃসর স্বগৃহে গমন করিলেন ॥ ৬৬ ॥

ত্রিংশৎসহস্রবর্ষঞ্চ রাজা রাজ্যং চকার সঃ।
কালান্তরে তৎপিতা চ বনে ব্যাঘ্রেণ ভক্ষিতঃ ॥ ৬৭ ॥

সেই ব্রাহ্মণ পুত্র তথায় ত্রিংশৎ সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন ; এবং কালান্তরে তাঁহার পিতা বনগমন করিলে একটা ব্যাঘ্র আসিয়া তাঁহাকে ভক্ষণ করে ॥ ৬৭ ॥

পতিব্রতা মহাভাগা মাতা সহমৃতা সুত।
রত্নযানেন রম্যেণ সস্ত্রীকঃ কৃষ্ণমন্দিরং ॥ ৬৮ ॥

তাঁহার জননী মহাভাগ্যবতী ও পতিব্রতা ছিলেন ; এজন্য সহমৃতা হইলেন ; হে পুত্র ! (পূর্ব্বকর্ম্ম ফলে) তাঁহার রত্নময় রম্যযানে সস্ত্রীক হইয়া শ্রীকৃষ্ণমন্দিরের অধিবাসী হইয়া রহিলেন ॥ ৬৮ ॥

প্রযযৌ সাদরং বিপ্রঃ কৃষ্ণনৈবেদ্যভক্ষণাৎ।
তদস্থি ভুক্ত্বা ব্যাঘ্রশ্চ পূতঃ সদ্যশ্চ সাম্প্রতং ॥ ৬৯ ॥

তিনি যে, পূর্ব্বকালে শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়াছিলেন, সেই কর্ম্মফলে তাঁহার অস্থি ভক্ষণে উক্ত ব্যাঘ্র ও অবিলম্বে পবিত্র দেহ ধারণ করিল ॥ ৬৯ ॥

তাভ্যাং সার্দ্ধঞ্চ প্রযযৌ গোলোকং সুমনোহরং।
শিশুর্দ্দেহং পরিত্যজ্য হিমাদ্রৌ স্বর্ণদীতটে ॥ ৭০ ॥

ও তাঁহাদিগের সহিত সুমনোহর গোলোক ধাম প্রাপ্ত হইল। শিশু হিমালয়ে স্বর্গগঙ্গার তীর সমীপে স্বকীয় দেহ বিসর্জ্জন করিলেন ॥ ৭০ ॥

দত্ত্বা পুত্রায় রাজ্যঞ্চ স্বর্গাদপি সুদুর্লভং
মৃকণ্ডুপত্নীগর্ব্ভে চ লেভে জন্ম স্বকর্ম্মণা ॥ ৭১ ॥

অপিচ স্বপুত্রের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক নিজকর্ম্ম ফলে মৃকণ্ডুনামক মুনিপত্নীর গর্ব্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৭১ ॥

মার্কণ্ডেয়ো মুনিশ্রেষ্ঠো বভূব পরজন্মনি।
সপ্তকল্পান্তজীবী চ নারায়ণবরেণ সঃ ॥ ৭২ ॥

এই হেতুক তিনি পরজন্মে মুনিশ্রেষ্ঠ মার্কণ্ডেয় নামে প্রসিদ্ধ হইয়া শ্রীনারায়ণ-বরে, সপ্তকল্পান্ত-জীবী হইয়াছিলেন ॥ ৭২ ॥

বভূব সাম্প্রতং বিপ্রঃ কৃষ্ণনৈবেদ্যভক্ষণাৎ।
শ্বভক্ষিতঞ্চ নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চেদীদৃশীগিতঃ ॥ ৭৩ ॥

অধুনা সেই বিপ্রের এতাদৃশ অবস্থা ঘটিয়াছে, অতএব শ্রীকৃষ্ণের নৈবেদ্য খণ্ডিত হইয়াও এরূপ মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে ॥ ৭৩ ॥

অকামতশ্চাপ্যজ্ঞাতো জীর্ণং মার্গস্থিতং সুত।
যো ভক্ষেৎ কামতো জ্ঞাতো নিত্যং নৈবেদ্যমীপ্সিতং ॥ ৭৪

অপিচ তাহা জীর্ণ হইয়া পথিমধ্যে নিপতিত ছিল; হে পুত্র! অকামতঃ এবং অজ্ঞাত সেই নৈবেদ্য ভক্ষণের এপ্রকার ফল শ্রবণ করিলে; কিন্তু যদি কেহ কামনা সহকারে অবগত হইয়া ভক্ষণ করে ॥ ৭৪ ॥

ন জানন্তি গতিস্তস্য বেদাশ্চত্বার এব চ।
ইতি তে কথিতং ব্রহ্মন্নিতিহাসং পুরাতনং ॥
আশ্চর্য্যং মধুরং রম্যং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৭৫ ॥

তবে তাহার ফল লাভের বিষয় চতুর্ব্বেদের ও অগোচর জানিবে; হে ব্রহ্মন্! আমি এই প্রাচীন ইতিহাস তোমাকে কহিলাম,তুমি আর কি সুমধুর, সুরম্য ও আশ্চর্য্য বিষয় শুনিতে বাসনা কর ॥ ৭৫ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

শ্রুতং নৈবেদ্যমাহাত্ম্যং অতীব সুমনোহরং ॥
ঈশ্বরস্যাপি হে তাত কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৭৬ ॥

শ্রীনারদঋষি কহিলেন। হে তাত! শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা পরমেশ্বরের নৈবেদ্য মাহাত্ম্য অতিশয় মনোহর, শ্রবণ করিলাম ॥ ৭৬ ॥

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি স্বাত্মসন্দেহভঞ্জনং।
নারায়ণর্ষেঃ কণ্ঠে চ কবচং তস্য তদ্বদ ॥ ৭৭ ॥

অধুনা আমার (নিজ) সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত শ্রীনারায়ণ ঋষির কণ্ঠস্থিত কবচের বিবরণ বলুন, আমি তাহাই শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি ॥ ৭৭ ॥

সনৎকুমার উবাচ।

মমাপ্যস্তীতি সন্দেহো বচনে প্রপিতামহ।
কস্য তৎ কবচং ব্রহ্মন্নিদং বক্তুং ত্বমর্হসি ॥ ৭৮ ॥

সনৎকুমার কহিলেন। হে প্রপিতামহ! আমারও এই বিষয়ে সন্দেহ আছে, অতএব হে ব্রহ্মন্! সেই কবচ কোন্ দেবতার তাহা প্রকাশ করুন ॥ ৭৮ ॥

স পিতা স গুরুঃ স্বচ্ছঃ করোতি ভ্রমভঞ্জনং।
শীঘ্রং ব্রূহি মহাভাগ নারদং মাং সুতপ্রিয় ॥ ৭৯ ॥

যিনি ভ্রম নিবারণ করেন তিনি পিতা এবং বিশুদ্ধ গুরু শব্দের বাচ্য হয়েন; হে পুত্রবৎসল! হে মহাভাগ! আপনি অবিলম্বে উহা নারদ ঋষিকে ও আমাকে বলুন ॥ ৭৯ ॥

পুত্রয়োশ্চ বচঃ শ্রুত্বা শুষ্ককণ্ঠৌষ্ঠতালুকঃ।
উবাচ বচনং ব্রহ্মা স্মরন্ কৃষ্ণপদাম্বুজং ॥ ৮০ ॥

তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া, তাঁহার কণ্ঠ, ওষ্ঠ এবং তালুকা শুষ্ক হইল, শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ স্মরণ করিয়া পশ্চাদুক্ত বিবরণ বলিতে লাগিলেন ॥ ৮০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নারায়ণেন মুনিনা জগন্মঙ্গলমঙ্গলং।
বিপ্রায় কবচং দত্তং ধ্যানঞ্চ পরমাত্মনঃ ॥ ৮১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন; শ্রীনারায়ণ মুনি উক্ত বিপ্রকে "জগন্মঙ্গলমঙ্গল" নামক কবচ এবং (শ্রীকৃষ্ণ) পরমাত্মার ধ্যান মন্ত্র সমস্ত প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৮১ ॥

তদ্ব্রবীমি মহাভাগ ত্বামেব নারদং প্রতি।
কণ্ঠস্থং কবচং বক্তুং নৈব শক্নোমি সাম্প্রতং ॥ ৮২ ॥

হে মহাভাগ! সেই হেতু আমি তোমাকে এবং নারদ মুনির প্রতি বলিতেছি; কিন্তু সম্প্রতি কণ্ঠস্থ কবচের বিবরণ বলিতে সক্ষম হইতেছি না ॥ ৮২ ॥

মৎকণ্ঠে কবচং যস্য গোপনীয়ং সুদুর্লভং।
নারায়ণর্ষিকণ্ঠে চ তদেব পরমাদ্ভুতং ॥ ৮৩ ॥

আমার কণ্ঠে যে দেবতার গোপনীয় ও সুদুর্লভ কবচ আছে তাহাই আশ্চর্য্য ভাবে শ্রীনারায়ণ মুনির কণ্ঠদেশে ছিল ॥ ৮৩ ॥

তদেব ধর্ম্মকণ্ঠে চ নরস্য চ মহাত্মনঃ।
অগস্ত্যস্য চ কণ্ঠে চ লোমশস্য মহামুনেঃ॥ ৮৪॥

তাহাই ধর্ম্মকণ্ঠে এবং মহাত্মা নর—নারায়ণের ও মহামুনি অগস্ত্যের এবং লোমশের কণ্ঠে ছিল॥ ৮৪॥

তুলস্যাশ্চাপি সংজ্ঞায়াঃ সাবিত্র্যাশ্চাপি পুত্রক।
অন্যেষাং চ ভাগ্যবতাং ভারতে চ সুদুর্লভে॥ ৮৫॥

হে পুত্র! সুদুর্লভ ভারতক্ষেত্রে তুলসীর ও সাবিত্রীর এবং অন্যান্য ভাগ্যবান লোকেরও তাহা ছিল॥ ৮৫॥

নারদ উবাচ।

পশ্চাৎ শ্রোষ্যামি কবচং জগন্মঙ্গলমঙ্গলং।
ধ্যানং পূজাং বিধানঞ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ॥ ৮৬॥

শ্রীনারদমুনি কহিলেন। জগন্মঙ্গল কবচ ও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান ও পূজাবিধি পশ্চাৎ শ্রবণ করিব॥ ৮৬॥

আদৌ কথয় ভদ্রন্তে পরং পরমভদ্রকং।
সুভদ্রপ্রাপ্তং কবচং মাহাত্ম্যং যস্য দুর্লভং॥ ৮৭॥

সম্প্রতি সুভদ্রপ্রাপ্ত পরমমঙ্গল দুর্লভ কবচের মাহাত্ম্য অগ্রে বলুন। ৮৭॥

ব্রহ্মোবাচ।

সুভদ্রপ্রাপ্তং কবচং পশ্চাৎ শ্রোষ্যসি পুত্রক।
শঙ্করস্য মুখাদ্বিপ্র স্বগুরোর্জ্ঞানিনস্তথা॥ ৮৮॥

ব্রহ্মা বলিলেন! হে পুত্র! নিজগুরু শ্রীমহাদেবের নিকট তাহা শ্রবণ করিবে; এবং তাহাতে সুভদ্রের উক্ত কবচ পাইবার বিষয় অবগত হইবে॥ ৮৮॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে ব্রহ্মনারদসংবাদে প্রথমৈক-রাত্রে কবচপ্রশ্নোনাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

তবেচ্ছা যত্র কবচে ধ্যানে তদ্বদ সাম্প্রতং।
যচ্ছৃণোমি শুভং তত্র কেন শ্রেয়সি তৃপ্যতে ॥ ১ ॥

যে কোন কবচে কিম্বা ধ্যানে আপনার ইচ্ছা থাকে তাহাই সম্প্রতি বলুন, আমি যাহা শুনিতেছি, তাহাই শুভজনক হইলেও কল্যাণলাভে কাহার কি তৃপ্তি জন্মে ॥ ১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ধ্যানঞ্চ সামবেদোক্তং দত্তং নারায়ণেন বৈ।
কবচং চ সুভদ্রায় ধর্ম্মিষ্ঠায় মহাত্মনে ॥ ২ ॥

শ্রীনারায়ণ ঋষি॥ সেই সুভদ্র ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মিষ্ঠ এবং মহাত্মা জানিয়া সেই কবচ ও সামবেদোক্ত ধ্যান প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

নবীনজলদশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসং।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং সস্মিতং শ্যামসুন্দরং ॥ ৩ ॥

নবীন মেঘতুল্য শ্যামবর্ণ ও পীতবর্ণ-কৌষেযবস্ত্রধারী এবং সর্ব্বাঙ্গে চন্দন লিপ্ত ও ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্যামসুন্দর-রূপধারী ॥ ৩ ॥

মালতীমাল্যভুষাঢ্যং রত্নভুষণভুষিতং।
মুনীন্দ্রেশসুসিদ্ধেশব্রহ্মেশশেষবন্দিতং ॥ ৪ ॥

মালতী পুষ্পের মাল্য ভুষায় সুসম্পন্ন ও রত্ন ভুষণে ভুষিত এবং মুনীন্দ্রেশ সুসিদ্ধেশ ব্রহ্মেশ এবং অনন্ত কর্ত্তৃক বন্দিত ॥ ৪ ॥

সর্ব্বস্বরূপং সর্ব্বেশং সর্ব্ববীজং সনাতনং।
সর্ব্বাদ্যমপি সর্ব্বজ্ঞং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং ॥ ৫ ॥

তিনি সর্ব্বরূপী, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্ববীজ, সনাতন, সকলের আদ্য, সর্ব্বজ্ঞ এবং প্রকৃতির পর পুরুষ হয়েন ॥ ৫ ॥

নির্গুণং চ নিরীহঞ্চ নির্লিপ্তমীশ্বরং ভজে।
ধ্যাত্বা মূলেন তস্মৈ চ দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং মুদা ॥ ৬ ॥

অতএব সেই নির্গুণ, নিরীহ, নির্লিপ্ত শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বরকে ভজনা করি; এই রূপ ধ্যান করিয়া হৃষ্টচিত্তে মূলমন্ত্রে তাঁহাকে পাদ্যাদি দান করিবেক ॥ ৬ ॥

ততঃ স্তোত্রঞ্চ কবচং ভক্ত্যা চ প্রপঠেন্নরঃ।
জপ্ত্বা চ মন্ত্রং ভক্ত্যা চ দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি ॥
ইতি তে কথিতং বৎস কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৭ ॥

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণের স্তব ও কবচ ভক্তি সহকারে পাঠ করিয়া মন্ত্র জপ সমাপন পূর্ব্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেক; হে বৎস! তোমাকে আমি ইহাই কহিলাম; তুমি কি অধিক শুনিতে অভিলাষ কর ॥ ৭ ॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

ব্রূহি মে কবচং ব্রহ্মন্ জগন্মঙ্গলমঙ্গলং ॥
পূজ্যং পুণ্যস্বরূপঞ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীসনৎকুমার কহিলেন। হে ব্রহ্মন্! আপনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের, সেই পূজনীয় পুণ্য স্বরূপ জগন্মঙ্গল মঙ্গল কবচ আমাকে বলুন ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র কবচং পরমাদ্ভুতং।
শ্রীকৃষ্ণেনৈব কথিতং মহ্যঞ্চ কৃপয়া পুরা ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন। হে বিপ্রেন্দ্র! সেই পরমাশ্চর্য্য কবচ কহিতেছি শ্রবণ কর; শ্রীকৃষ্ণ ভগবান পূর্ব্বকালে কৃপা করিয়া তাহা আমাকে কহিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

ময়া দত্তঞ্চ ধর্ম্মায় তেন নারায়ণর্ষয়ে।
ঋষিণা তেন তদ্দত্তং সুভদ্রায় মহাত্মনে ॥ ১০ ॥

আমি তাহা ধর্ম্মকে ও ধর্ম্ম শ্রীনারায়ণ ঋষিকে তাহা দিয়াছিলেন তিনি এই মহাত্মা সুভদ্র ব্রাহ্মণকে দিয়াছেন ॥ ১০ ॥

অতিগুহ্যতমং শুদ্ধং পরং স্নেহাদ্দদাম্যহং।
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎ সিদ্ধাঃ সিদ্ধানি প্রাপ্নুবন্তি চ ॥ ১১ ॥

কিন্তু ইহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও গুহ্যতম হইলেও স্নেহ হেতুক তাহা ব্যক্ত করিতেছি; তাহা পাঠ কিম্বা ধারণ করিলে সিদ্ধগণ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ সাবিত্রী দেবো নারায়ণঃ স্বয়ং ॥ ১২ ॥

এই প্রকারে ইন্দ্রাদি দেবতারা সকলে সমস্ত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন; ইহার ঋষি শ্রীনারায়ণ; ছন্দ গায়ত্রী, দেবতা শ্রীনারায়ণ ॥ ১২ ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ওঁ
রাধেশো মে শিরঃ পাতু কণ্ঠং রাধেশ্বরঃ স্বয়ং ॥ ১৩ ॥

এবং ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ বিষয়ে বিনিয়োগ কথিত হয়, রাধেশ আমার মস্তক ও রাধেশ্বর কণ্ঠ রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

গোপীশশ্চক্ষুষী পাতু তালুঞ্চ ভগবান্ স্বয়ং।
গণ্ডযুগ্মঞ্চ গোবিন্দঃ কর্ণযুগ্মঞ্চ কেশবঃ ॥ ১৪ ॥

গোপীশ আমার উভয় চক্ষু পালন করুন, স্বয়ং ভগবান আমার তালুদেশ রক্ষা করুন; শ্রীগোবিন্দ আমার গণ্ডযুগল ও শ্রীকেশব আমার কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন ॥ ১৪ ॥

গলং গদাধরঃ পাতু স্কন্ধং কৃষ্ণঃ স্বয়ং প্রভুঃ ॥
বক্ষঃস্থলং বাসুদেবশ্চোদরং চাপি সোঽচ্যুতঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীগদাধর গলদেশ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রভু আমার স্কন্ধদেশ, শ্রীবাসুদেব আমার বক্ষঃস্থল এবং শ্রীঅচ্যুত আমার উদর রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥

নাভিং পাতু পদ্মনাভঃ কঙ্কালং কংসসূদনঃ।
পুরুষোত্তমঃ পাতু পৃষ্ঠং নিত্যানন্দো নিতম্বকং ॥ ১৬ ॥

শ্রীপদ্মনাভ নাভি, কংসসূদন কঙ্কাল, পুরুষোত্তম পৃষ্ঠ এবং শ্রীনিত্যানন্দ আমার নিতম্বদেশ রক্ষা করুন ॥ ১৬ ॥

পুণ্ডরীকঃ পাদযুগ্মং হস্তযুগ্মং হরিঃ স্বয়ং।
নাসাঞ্চ নখরং পাতু নরসিংহঃ স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ১৭ ॥

পুণ্ডরীক পাদদ্বয়, শ্রীহরি হস্তদ্বয় এবং প্রভু শ্রীনৃসিংহদেব আমার নাসিকা ও নখর রক্ষা করুন ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বেশ্বরশ্চ সর্ব্বাঙ্গং সন্ততং মধুসূদনঃ।
প্রাচ্যাং পাতু চ রামশ্চ বহ্নৌ বংশীধরঃ স্বয়ং॥ ১৮॥

সর্ব্বেশ্বর শ্রীমধুসূদন আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন, শ্রীরাম আমাকে পূর্ব্বদিকে এবং শ্রীবংশীধর আমাকে অগ্নিকোণে রক্ষা করুন॥ ১৮॥

পাতু দামোদরো দক্ষে নৈঋতে চ নরোত্তমঃ।
পশ্চিমে পুণ্ডরীকাক্ষো বায়ব্যাং বামনঃ স্বয়ং॥১৯॥

শ্রীদামোদর আমাকে দক্ষিণদিকে, শ্রীনরোত্তম আমাকে নৈঋতে, পুণ্ডরীকাক্ষ আমাকে পশ্চিমে এবং শ্রীবামন আমাকে বায়ুকোণে রক্ষা করুন॥১৯॥

অনন্তশ্চোত্তরে পাতু ঐশান্যামীশ্বরঃ স্বয়ং।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে স্বপ্নে জাগরণে তথা॥ ২০॥

শ্রীঅনন্তদেব উত্তরে, শ্রীপরমেশ্বর ঈশান কোণে, তথা জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, স্বপ্নে ও জাগরণে আমাকে রক্ষা করুন॥ ২০॥

পাতু বৃন্দাবনেশশ্চ মাং ভক্তং শরণাগতং।
ইতি তে কথিতং বৎস কবচং পরমাদ্ভুতং॥ ২১॥

শ্রীবৃন্দাবনের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ, ভক্ত এবং শরণাগত হওয়াতে তিনি আমাকে (অবশ্যই সর্ব্বসঙ্কটে) রক্ষা করিতেছেন; হে বৎস! তোমাকে এই পরম আশ্চর্য্য কবচ উপদেশ করিলাম॥ ২১॥

সুখদং মোক্ষদং সারং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং সতাং।
ইদং কবচমিষ্টঞ্চ পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ॥
হরিদাস্যমবাপ্নোতি গোলোকে বাসমুত্তমং।
ইহৈব হরিভক্তিঞ্চ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ ২২॥

ইহাতে সাধুগণের সুখ ও মোক্ষলাভ হওয়াপ্রযুক্ত ইহা সমস্ত সিদ্ধিদায়ক সার পদার্থ হইতেছে; যে কেহ এই অভীষ্ট কবচ পূজা সময়ে পাঠ করেন, তিনি শ্রীহরির দাস্যভক্তি লাভ করিয়া গোলোকো শ্রীবৃন্দাবন বাসী হইতে পারেন, অতএব সেই নর ইহলোকেই শ্রীকৃষ্ণভক্ত (সুতরাং) জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন॥ ২২॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
ব্রহ্মনারদসংবাদে জগন্মঙ্গলং নাম
কবচং সমাপ্তং॥

নারদ উবাচ।

নারায়ণর্ষিণা দত্তং কবচং যৎ সুদুর্লভং।
সুভদ্রায় ব্রাহ্মণায় তন্মে বক্তুমিহার্হসি ॥ ২৩ ॥

শ্রীনারদঋষি কহিলেন। শ্রীনারায়ণঋষি সুভদ্রনামক ব্রাহ্মণকে সুদুর্লভ যে কবচ দিয়াছিলেন, তাহাই আপনি আমাকে কহিতে উপযুক্ত হউন ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

মদিষ্টদেব্যাঃ কবচং কথং তৎ কথয়ামি তে।
মৎকণ্ঠে পশ্য কবচং সদ্রত্নগুটিকান্বিতং ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, আমার ইষ্টদেবতার সেই কবচ কি প্রকারে তোমাকে কহিব; সুন্দর রত্ননির্ম্মিত গুটিকাযুক্ত উক্ত কবচ কি আমার গলদেশে দেখিতেছ না ॥ ২৪ ॥

নারায়ণর্ষিণা দত্তং কবচং গুটিকান্বিতং।
তথাপীদং ন কথিতং নিষিদ্ধং হরিণা স্মৃতং ॥ ২৫ ॥

শ্রীনারায়ণঋষিও তাহা গুটিকা শুদ্ধ প্রদান করিয়াছেন তথাপি শ্রীহরির নিষেধ হেতুক তাহা প্রকাশ করেন নাই ॥ ২৫ ॥

তস্মনর্ষেশ্চেষ্টদেব্যাশ্চ নোক্তং তেনেদমীপ্সিতং।
মহ্যং ন দত্তা গুটিকা বান্ধবৈর্ভৎর্সিতেন চ ॥ ২৬ ॥

সেই ঋষির ইষ্টদেবীর কবচ হওয়াতে অত্যন্ত স্পৃহাবশতঃ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়াও গুটিকা আমাকে দেন নাই ॥ ২৬ ॥

আত্মনঃ কবচং মন্ত্রং স্বয়ং দাতুং ন চার্হতি।
প্রাণা নষ্টাশ্চ দানেন চেতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ২৭ ॥

আপনার মন্ত্র এবং কবচ স্বয়ং সম্প্রদানকরা উপযুক্ত হয় না, তাহা দিলে প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা হয়, ইহাই বেদবেত্তা ঋষিরা কহিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

শঙ্করং গচ্ছ ভগবন্ জন্মান্তরগুরুং তব।
স এব তুভ্যং কবচং দাস্যত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥

হে ভগবন্! তোমার জন্মান্তর গুরু শ্রীশম্ভু সমীপে গমন কর। তিনি নিশ্চয়ই এই কবচ তোমাকে দিবেন ॥ ২৮ ॥

ত্বৎপ্রাক্তনেন বিপ্রেন্দ্র সত্বরেণ শুভেন চ।
ধ্রুবং প্রাপ্স্যসি ত্বং বৎস কবচং তৎ সুদুর্লভং ॥ ২৯ ॥

হে বিপ্রেন্দ্র! হে বৎস! তোমার প্রাক্তন (ভাগ্য) হেতুক অবিলম্বে সেই শুভ ও সুদুর্লভ কবচ প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৯ ॥

কুমার গচ্ছ বৈকুণ্ঠং স্বগুরুং পশ্য সত্বরং।
নারায়ণশ্চ কবচং তুভ্যং দাস্যতি নিশ্চিতং ॥ ৩০ ॥

হে কুমার! বৈকুণ্ঠে শীঘ্র স্বগুরু সমীপে গমন করিয়া তাঁহার দর্শন কর। শ্রীনারায়ণ তোমাকে এই কবচ দিবেন; ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥

সনৎকুমারো ভগবান্ গত্বা বৈকুণ্ঠমীপ্সিতং।
সংপ্রাপ্য কবচং বৎস কবচং তৎ সুদুর্লভং ॥ ৩১ ॥

হে বৎস! ভগবান্ সনৎকুমার ইহা শুনিয়া বৈকুণ্ঠ মধ্যে গমন করিয়া বাঞ্ছনীয় সেই সুদুর্লভ কবচ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥

আজ্ঞয়া ব্রহ্মণশ্চাপি নারদো গন্তুমুদ্যতঃ।
ব্রহ্মা যযৌ ব্রহ্মলোকং জন্মমৃত্যুজরাপহং ॥ ৩২ ॥

অপিচ শ্রীনারদ মুনি ব্রহ্মার আজ্ঞাতে গমন করিবার উদ্যম করিলে ব্রহ্মাও জন্ম মৃত্যু জরাপহারী ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শিব নারদ সংবাদে প্রথমৈকরাত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

সনৎকুমারো বৈকুণ্ঠং ব্রহ্মলোকঞ্চ ব্রহ্মণি।
গতে ব্রহ্মন্ কিং চকার ভগবান্নারদো মুনিঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন। সনৎকুমার বৈকুণ্ঠে এবং ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকে গমন করিলে, হে ব্রহ্মন্! শ্রীনারদ মুনি কি করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ।

মুনিস্তয়োশ্চ গতয়োঃ স রুরোদ সরিত্তটে।
ইতস্ততশ্চ বভ্রাম মদ্বিয়োগশুচাস্পদঃ ॥ ২ ॥

শ্রীব্যাসদেব কহিলেন, তাঁহারা গমন করিলে, সেই মুনি সরিৎ তীরে রোদন করিতে২ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

স্বমানসে সমালোক্য মুনিশ্রেষ্ঠঃ স উন্মনাঃ।
ধ্যায়মানো হরিপদং শিবং দ্রষ্টুং সমুৎসুকঃ ॥ ৩ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ মনে মনে চিন্তা করিয়া উন্মনা হইলেন, তদনন্তর শ্রীহরির চরণারবিন্দ ধ্যান করিয়া শিবকে দেখিতে উৎসুক হইলেন ॥ ৩ ॥

প্রণম্য পিতরং ভক্ত্যা কুমারং ভ্রাতরং ততঃ।
জগাম তপসঃ স্থানাৎ কৈলাসাভিমুখো মুনিঃ ॥ ৪ ॥

অতঃপর তাঁহার পিতা ব্রহ্মাকে ও ভ্রাতা সনৎকুমারকে প্রণাম করিয়া তপোবন হইতে কৈলাসাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪ ॥

স্নাত্বা চ কৃতমালায়াং সম্পূজ্য পরমেশ্বরং।
ভুক্ত্বা ফলং জলং পীত্বা প্রযযৌ গন্ধমাদনং ॥ ৫ ॥

কৃতমালা নদীতে স্নান এবং পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া ফল জলাদি ভোজন পানাদি পূর্ব্বক গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রয়াণ করিলেন ॥ ৫ ।

দদর্শ ব্রাহ্মণং তত্র বটমূলে মনোহরে।
কটমস্তং ধ্যায়মানং শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজং ॥ ৬ ॥

তথায় মনোহর বটমূলে স্থিত শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম-ধ্যান-পরায়ণ ব্রাহ্মণকে দেখিলেন ॥ ৬ ॥

দীর্ঘং নগ্নঞ্চ গৌরাঙ্গং দীর্ঘলোমভিরাবৃতং।
নিমীলিতাক্ষং সানন্দং সানন্দাশ্রুসমন্বিতং ॥ ৭ ॥

তিনি অতি দীর্ঘ ও নগ্নভাবে অবস্থিত, গৌরবর্ণ, এবং লোমাবৃত কলেবর, এবং মুদ্রিতনয়নে আনন্দবারি বর্ষণ করিতেছেন ॥ ৭ ॥

পাদ্মে পদ্মেশশেষাদিসুরপূজিতবন্দিতে।
শ্রীপাদপদ্মে শোভাঢ্যে শশ্বৎসংন্যস্তমানসং ॥৮ ॥

কমলাপতি ও অনন্তাদি দেবগণ কর্তৃক পূজিত এবং বন্দিত ও সুশোভিত পদ্মার শ্রীচরণ-কমলে নিরন্তর অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া রহিয়াছেন ॥ ৮ ॥

বাহ্যজ্ঞানপরিত্যক্তং যোগজ্ঞানবিশারদং।
শিবস্য শিষ্যং সদ্ভক্তং যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরোঃ ॥ ৯ ॥

বাহ্যজ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া যোগ জ্ঞান নিপুণ ও যোগীন্দ্রদিগের গুরুর-গুরু শ্রীমহাদেবের শিষ্য ও সদ্ভক্ত ছিলেন ॥ ৯ ॥

হৃৎপদ্মে পদ্মনাভঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরং।
প্রদীপকলিকাকারং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং ॥ ১০ ॥

তিনি হৃদয়পদ্মে, পদ্মনাভ, পরমাত্মা পরমেশ্বর, প্রদীপ কলিকার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট সনাতন ব্রহ্মজ্যোতি ॥ ১০ ॥

সাক্ষিস্বরূপং পরমং ভগবন্তমধোক্ষজং।
পশ্যন্তং সস্মিতং কৃষ্ণং পুলকাঙ্কিতবিগ্রহং ॥ ১১ ॥

এবং সাক্ষিস্বরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ভগবান অধোক্ষজ ও পুলক চিহ্নিত বিগ্রহধারী এবং ঈষৎ হাস্যযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতেছেন ॥ ১১ ॥

সদ্ভাবোদ্রিক্তচিত্তঞ্চ সদ্ভাবং পুরুষোত্তমে।
দৃষ্ট্বা মহর্ষিপ্রবরং দেবর্ষির্বিস্ময়ং যযৌ ॥ ১২ ॥

সাধুভাবে বিগলিত চিত্ত, সম্ভাবযুক্ত সেই মহর্ষিশ্রেষ্ঠকে শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তমের প্রতি একাগ্রচিত্ত দেখিয়া শ্রীনারদ মুনি বিস্ময়ান্বিত হইলেন ॥১২ ॥

ইতস্ততশ্চ বভ্রাম দদর্শ স্বাশ্রমং মুনেঃ।
অতীব সুরহঃ স্থানং রম্যং রম্যং নবং নবং ॥ ১৩ ॥

এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া সেই মুনির একটী সুন্দর আশ্রম দেখিতে পাইলেন, তাহা অত্যন্ত নিভৃত এবং রমণীয় অভিনব স্থান ছিল ॥ ১৩ ॥

সুস্নিগ্ধং সুন্দরং শুদ্ধং পরং স্বচ্ছং সরোবরং।
শ্বেতরক্তোৎপলদলৈঃ কমলৈঃ কমনীয়কং ॥ ১৪ ॥

এবং তাহা সুস্নিগ্ধ, সুন্দর, শুদ্ধ, এবং নির্ম্মল সরোবরবিশিষ্ট এবং শ্বেতপদ্ম ও কোকনদ প্রভৃতি দ্বারা অতীবকমনীয় ॥ ১৪ ॥

গুঞ্জদিন্দিরবরৈর্ম্মকরন্দোদরৈস্তথা।
ব্যাকুলৈঃ সংকুলৈঃ শশ্বদ্রাজিতৈশ্চ বিরাজিতং ॥ ১৫ ॥

ভ্রমরাবলির মনোহর রবে এবং পূর্ব্বোক্ত পুষ্পাদির সৌরভে আমোদিত ও ব্যাকুল এবং ক্লিষ্ট ও রাজিত ভ্রমরনিকর বিরাজিত ছিল ॥ ১৫ ॥

বন্যৈর্বৃক্ষৈর্বহুবিধৈঃ ফলশাখাসুশোভিতৈঃ।
করঞ্জকৈশ্চ করজৈর্বিল্বৈঃ সাকোটকৈস্তথা ॥ ১৬ ॥

ফল ও শাখাদ্বারা সুশোভিত বহুবিধ বন্যবৃক্ষে ও করজ করঞ্জ, বিল্ব এবং সাকোটক বৃক্ষে আকীর্ণ ॥ ১৬ ॥

তিন্তিড়ীভিঃ কপিত্থৈশ্চ বটশিংশপচন্দনৈঃ।
মন্দারৈশ্চ সিন্ধুবারৈ স্তাড়িপত্রৈঃ সুশোভনৈঃ ॥১৭॥

এবং তিন্তিড়ী, কপিত্থ, বট, শিংশপা ও চন্দন, মন্দার, সিন্ধুবার এবং সুশোভন তাড়িতপত্র বৃক্ষে আচ্ছন্ন ॥ ১৭ ॥

গুবাকৈর্নারিকেলৈশ্চ খর্জ্জুরৈঃ পনসৈস্তথা।
তালৈঃ শালৈঃ পিয়ালৈশ্চ হিন্তালৈর্লকুচৈরপি ॥ ১৮ ॥

এবং গুবাক, নারিকেল, খর্জ্জুর, পনস, তাল, শাল, হিন্তাল পিয়াল এবং লকুচ বৃক্ষে ॥ ১৮ ॥

আম্রৈরাম্রাতকৈশ্চৈব জম্বীরৈর্দ্দাড়িমৈস্তথা।
শ্রীফলৈর্বদরীভিশ্চ জম্বুভির্নাগরঙ্গকৈঃ ॥ ১৯ ॥

আম্র, আম্রাতক, অর্থাৎ আমড়া জম্বীর, দাড়িম্ব, শ্রীফল, বদরী, জম্বু এবং নাগ রঙ্গ বৃক্ষে ॥ ১৯ ॥

সুপক্কফলশোভাঢ্যৈঃ সুস্নিগ্ধৈঃ সুমনোহরৈঃ।
তরুণৈস্তরুরাজৈশ্চ নানাজাতিভিরীপ্সিতং ॥ ২০ ॥

এবং নানা জাতীয় অরুণ বর্ণ তরুরাজির সুপক্ক ফলে সেই স্থান অতিশয় শোভান্বিত হইয়াছিল ॥ ২০ ।

মল্লিকামালতীকুন্দকেতকীকুসুমৈঃ শুভৈঃ।
মাধবীনাং লতাজালৈশ্চর্চ্চিতঞ্চারুচম্পকৈঃ ॥ ২১ ॥

মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, এবং কেতকী পুষ্পদ্বারা ও মাধবীলতা বিশিষ্ট ও মনোহর চম্পক বৃক্ষে ॥ ২১ ॥

কদম্বানাং কদম্বৈশ্চ স্বচ্ছৈশ্চ শ্বেতৈশ্চ পুষ্পিতৈঃ।
নাগেশ্বরাণাং বৃন্দৈশ্চ দীপ্তং মন্দারকৈর্ব্বরৈঃ ॥ ২২ ॥

তথা শ্বেতবর্ণ কদম্ব ও নাগেশ্বর এবং মন্দার পুষ্পের নিরতিশয় শোভাতে সেই স্থান অতি মনোহর রূপে শোভিত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

হংসকারণ্ডবকুলৈঃ পুংস্কোকিলকুলৈস্তথা।
সন্ততং কূজিতং শুদ্ধং সুব্যক্তং সুমনোহরং ॥ ২৩ ॥

এবং হংস, কারণ্ডব এবং পুংস্কোকিল সমূহের সুব্যক্ত ও বিশুদ্ধ রবে নিরন্তর কূজিত হওয়ায় অতিশয় মনোহর ॥ ২৩ ॥

শার্দ্দূলৈঃ শরভৈঃ সিংহৈর্গণ্ডকৈর্ম্মহিষৈঃ পরং।
মনোহরৈঃ কৃষ্ণসারৈশ্চমরীভির্ব্বিভূষিতং ॥ ২৪ ॥

শার্দ্দূল, শরভ, সিংহ, গণ্ডক, মহিষ ও মনোহর কৃষ্ণসারদ্বারা এবং চমরীগণে বিভূষিত ছিল ॥ ২৪ ॥

মহামুনিপ্রভাবেণ হিংসাদোষবিবর্জ্জিতং।
দস্যুচৌরহিংস্রজন্তুভয়শোকবিবর্জ্জিতং ॥ ২৫ ॥

মহামুনির প্রভাবেতে হিংসাদি বৃত্তি রহিত ও দস্যু চৌর অথবা অন্য-প্রকার হিংস্র জন্তুর ভয় ও শোক বর্জ্জিত ছিল ॥ ২৫ ॥

সুপুণ্যদং তীর্থবরং ভারতে সুপ্রশংসিতং।
সিদ্ধস্থলং সিদ্ধিদং তং মন্ত্রসিদ্ধিকরং পরং ॥ ২৬ ॥

সেই সুপুণ্যদ তীর্থ ভারতবর্ষে অতিশয় প্রশংসিত ও সিদ্ধস্থল ও অত্যন্ত সিদ্ধিদায়ক এবং মন্ত্রসিদ্ধিকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল ॥ ২৬ ॥

দৃষ্ট্বাশ্রমং মুনিশ্রেষ্ঠো জগাম মুনিসংসদি।
আসনে চ সমাসীনং ধ্যানহীনং দদর্শ তং ॥ ২৭ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ ঋষি সেই আশ্রম দেখিয়া পূর্ব্বেও মুনি সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে আসনস্থিত অথচ ধ্যানহীন দেখিলেন ॥ ২৭ ॥

সমুত্তস্থৌ স বেগেন দৃষ্ট্বা দেবর্ষিপুঙ্গবং।
দত্ত্বাহমলং ফলং মূলং সম্ভাষাং স চকার হ ॥ ২৮ ॥

দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ শ্রীনারদ মুনিকে দেখিবামাত্র তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সম্ভাষণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ফল মূলাদি প্রদান করিলেন ॥ ২৮ ॥

প্রশ্নঞ্চকার স মুনির্বীণাপাণিঞ্চ নারদং।
সস্মিতঃ সস্মিতং শুদ্ধং শুদ্ধবংশসমুদ্ভবং ॥ ২৯ ॥

তিনি, বীণাপাণি শুদ্ধবংশোদ্ভব, সস্মিতানন নারদকে ঈষৎ হাস্য সহ-কারে প্রশ্ন করিলেন ॥ ২৯ ॥

সদ্ভাগ্যোপস্থিতং দীপ্তং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা।
অতিথিং ব্রাহ্মণবরং ব্রহ্মপুত্রঞ্চ পূজিতং ॥ ৩০ ॥

যে নারদমুনি, ব্রহ্মতেজে প্রজ্জ্বলিত এবং শরীরদীপ্তিতে দেদীপ্যমান, ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, এবং তাঁহার সৌভাগ্য বশতঃ অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি পূজিত হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

মুনিরুবাচ।

কিং নাম ভবতো বিপ্র ক্ক যাসীতি ক্ক চাগতঃ।
ক্ক তে পিতা স কো বাপি ক্ক বাসঃ কুত্র সম্ভবঃ ॥ ৩১ ॥

লোমশমুনি কহিলেন। হে বিপ্র! আপনার নাম কি এবং কোথায় যাইতেছেন কোন স্থান হইতে আসিয়াছেন; আপনার পিতার নাম বা কি ও তিনি কোথায় আছেন, ও আপনার নিবাস এবং জন্মভূমি কোথায় ॥৩১॥

মাং বা মমাশ্রমং বাপি পূতং কর্ত্তু মিহাগতঃ।
মূর্ত্তিমদ্ব্রহ্মতেজো হি মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ ॥ ৩২॥

আপনি কি আমার এই আশ্রমকে কিম্বা আমাকে পবিত্র করিতে এস্থলে আসিয়াছেন, বোধ করি আপনি স্বয়ং মূর্ত্তিমান ব্রহ্মতেজ দ্বারা আমার ভাগ্যহেতুক সমাগত হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন বৈষ্ণবো দর্শনেন চ ॥ ৩৩ ॥

জলময় তীর্থসকল এবং মৃণ্ময় বা শিলাময় দেবতাগণ ইহারা বহু কালেও যাহা পবিত্র করিতে সমর্থ হয়েন না, কিন্তু বৈষ্ণবদর্শনমাত্রেই তাহা পবিত্র করে ॥ ৩৩ ॥

সদ্যঃ পূতানি তীর্থানি সদ্যঃ পূতা সসাগরা।
সশৈলকাননদ্বীপা পাদস্পর্শাদ্বসুন্ধরা ॥ ৩৪ ॥

বৈষ্ণবের পাদস্পর্শ মাত্রেই তীর্থসকল পবিত্র হয় এবং সসাগরা সকাননদ্বীপা বসুন্ধরাও পবিত্র হয় ॥ ৩৪ ॥

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং সফলং মম জীবনং।
সহসোপস্থিতো গেহে ব্রাহ্মণো বৈষ্ণবোঽতিথিঃ ॥ ৩৫ ॥

অকস্মাৎ বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ অতিথি আমার বাটীতে উপস্থিত হইয়াছেন অতএব আমি ধন্য আমার কর্ম্ম সফল এবং আমার জন্মও সফল ॥ ৩৫ ॥

পূজিতো বৈষ্ণবো যেন বিশ্বঞ্চ তেন পূজিতং।
আশ্রমং বস্তুসহিতং সর্ব্বং তুভ্যং নিবেদিতং ॥ ৩৬ ॥

যে বৈষ্ণবের পূজা করে তাহার বিশ্বের পূজা করা হয়, এই সমস্ত বস্তু সহিত আশ্রম তোমাকে নিবেদন করিলাম ॥ ৩৬ ॥

ফলানি চ সুপক্কানি ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগ্যানি সাম্প্রতং।
সুবাসিতং পিব স্বাদু শীতলং নির্ম্মলং জলং ॥ ৩৭ ॥

সম্প্রতি আপনি ভোগ্যসুপক্কফলাদি ভোজন ও সুবাসিত, স্বাদু, শীতল এবং নির্ম্মল জল পান করুন ॥ ৩৭ ॥

দুগ্ধঞ্চ সুরভীদত্তং রম্যং মধুরিতং মধু।
পরিপক্কং ফলরসং পিব স্বাদু মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৩৮ ॥

সুরভীদত্তদুগ্ধ, মনোহর মধুরিত মধু এবং পরিপক্ক ফলের রস বারম্বার পান করুন ॥ ৩৮ ॥

সুখবীজ্যে সুতল্পে চ শয়নং কুরু সুন্দরে।
সুশীতবাতসৌগন্ধ্যপূতেন সুরভীকৃতে ॥ ৩৯ ॥

মন্দির মধ্যে সুখবীজ্য সৌগন্ধ্যপূত ও সুশীতল বায়ুতে সুরভীকৃত সুন্দর শয্যায় শয়ন করুন ॥ ৩৯ ॥

অতিথির্যস্য তুষ্টো হি তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ং।
হরৌ তুষ্টে গুরুস্তুষ্টো গুরৌ তুষ্টে জগৎত্রয়ং ॥ ৪০ ॥

যাহার প্রতি অতিথি পরিতুষ্ট হয়েন, হরি স্বয়ং তাহার প্রতি তুষ্ট থাকেন, হরি তুষ্ট হইলে গুরু সন্তুষ্ট হন, গুরু তুষ্ট হইলে ত্রিজগৎ পরিতুষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

অধিষ্ঠাতাঽতিথির্গেহে সন্ততং সর্ব্বদেবতাঃ।
তীর্থান্যেতানি সর্ব্বাণি পুণ্যানি চ ব্রতানি চ ॥ ৪১ ॥
তপাংসি যজ্ঞাঃ সত্যঞ্চ শীলং ধর্ম্মঃ সুকর্ম্ম চ।
অপূজিতৈরতিথিভিঃ সার্দ্ধং সর্ব্বে প্রযান্তি তে ॥ ৪২ ॥

গৃহে অতিথির অধিষ্ঠান হইলে সকল দেবতার অধিষ্ঠান হয়। অতএব যিনি অতিথির পূজা না করেন তাহার সমস্ত তীর্থ, সকল পুণ্য, অখিলব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, সত্য, সদ্বৃত্ত, ধর্ম্ম, এবং সুকর্ম্ম সকল সেই অপূজিত অতিথির সমভিব্যাহারে গমন করে॥ ৪১॥ ৪২॥

অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
পিতরস্তস্য দেবাশ্চ পুণ্যং ধর্ম্মব্রতাশনাঃ॥ ৪৩॥
যমঃ প্রতিষ্ঠা লক্ষ্মীশ্চাভীষ্টদেবো গুরুস্তথা।
নিরাশাঃ প্রতিগচ্ছন্তি ত্যক্ত্বা পাপঞ্চ পূরুষং॥ ৪৪॥

এবং যাহার গৃহ হইতে অতিথি নিরাশ হইয়া যায়, তাহার পিতৃগণ, দেবতা সকল, পুণ্য, ধর্ম্ম, ব্রত, অশন, সংযমন, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, অভীষ্ট-দেব গুরু, ইঁহারা নিরাশ হইয়া সেই পাপ পুরুষকে পরিত্যাগ করিয়া যান॥ ৪৩॥ ৪৪॥

স্ত্রীঘ্নৈশ্চৈব কৃতঘ্নৈশ্চ ব্রহ্মঘ্নৈর্গুরুতল্পগৈঃ।
বিশ্বাসঘাতিভিদুর্ষ্টৈর্ম্মিত্রদ্রোহিভিরেব চ॥ ৪৫॥

অপর যে ব্যক্তি অতিথির অর্চ্চনা করেন, সে স্ত্রীঘ্ন, কৃতঘ্ন, ব্রহ্মঘ্ন, গুরুপত্নীগামী, বিশ্বাসঘাতী, দুষ্ট, মিত্রদ্রোহিদের তুল্য হয়॥ ৪৫॥

সত্যঘ্নৈশ্চ কৃতঘ্নৈশ্চ পাপিভিঃ স্থাপিভিস্তথা।
দানাপহারিভিশ্চৈব কন্যাবিক্রয়িভিস্তথা॥ ৪৬॥

সত্যঘ্ন, কৃতঘ্ন, পাপী ও দানাপহারী, কন্যা—বিক্রয়কারীদের তুল্য জানিবে॥ ৪৬॥

সীমাপহারিভিশ্চৈব মিথ্যাসাক্ষিপ্রদাতৃভিঃ।
ব্রহ্মস্বহারিভিশ্চৈব তথা স্থাপ্যস্বহারিভিঃ॥ ৪৭॥

সীমাপহারী, মিথ্যাসাক্ষীপ্রদ, ব্রহ্মস্বহারী, স্থাপ্যধনহারীদের তুল্য হয়॥৪৭॥

বৃষবাহৈর্দ্দেবলৈশ্চ তথৈব গ্রামযাজিভিঃ।
শূদ্রান্নভোজিভিশ্চৈব শূদ্রশ্রাদ্ধাহভোজিভিঃ॥ ৪৮॥

বৃষবাহী,] দেবল, গ্রামযাজী, শূদ্রান্নভোজী, শূদ্রশ্রাদ্ধদিবসভোজীদের তুল্য। ৪৮॥

শ্রীকৃষ্ণবিমুখৈর্ব্বিপ্রৈর্হিংস্রৈর্নরবিঘাতিভিঃ।
গুরাবভক্তৈরোগার্ত্তৈঃ শশ্বন্মিথ্যাপ্রবাদিভিঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-বিমুখ ব্রাহ্মণ, নরঘাতী, হিংস্র, গুরুভক্তিহীন, রোগার্ত্ত, ও সতত মিথ্যাবাদীদের তুল্য ॥ ৪৯ ॥

বিপ্রস্ত্রীগামিভিঃ শূদ্রৈর্ম্মাতৃগামিভিরেব চ।
অশ্বত্থঘাতিভিশ্চৈব পত্নীভিঃ পতিঘাতিভিঃ ॥ ৫০ ॥

ব্রাহ্মণপত্নীগামী শূদ্র, মাতৃগামী, অশ্বত্থঘাতী, ও পতিঘাতিনী পত্নীদের তুল্য ॥ ৫০ ॥

পিতৃমাতৃঘাতিভিশ্চ শরণাগতঘাতিভিঃ।
ব্রাহ্মণক্ষত্রবিট্‌শূদ্রৈঃ শিলাস্বর্ণাপহারিভিঃ ॥ ৫১ ॥

পিতৃ মাতৃঘাতী, শরণাগতঘাতী, শিলাও স্বর্ণাপহারী যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ইহাদের সদৃশ হয় ॥ ৫১ ॥

তুল্যো ভবতি বিপ্রেন্দ্রাতিথিরেব ত্বনর্চ্চিতঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা স মুনিঃ পূজয়ামাস নারদং ॥
মিষ্টঞ্চ ভোজয়ামাস শায়য়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৫২ ॥

এই কথা বলিয়া ভক্তিভাবে সেই মুনি নারদকে পুজা করিলেন এবং মিষ্টভক্ষণ করাইয়া শয়ন করাইলেন ॥ ৫২ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

নারদোঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মণঃ সুতঃ।
তপঃস্থলাদাগতোঽহং যামি কৈলাসমীপ্সিতং ॥ ৫৩ ॥

হে মুনিবর! সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার পুত্র, আমার নাম নারদ, তপস্থার স্থান হইতে আসিতেছি, সর্ব্বপ্রার্থিত কৈলাসে যাইব ॥ ৫৩ ॥

আত্মানং পাবনং কর্ত্তুং ত্বাঞ্চ দ্রষ্টুমিহাগতঃ।
পুনন্তি প্রাণিনঃ সর্ব্বে বিষ্ণুভক্তপ্রদর্শনাৎ ॥ ৫৪ ॥

আত্মাকে পবিত্র করিতে এবং আপনাকে দর্শন করিতে এখানে আসিয়াছি, যেহেতু বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তির দর্শনমাত্রে সমস্ত প্রাণিই পবিত্র হয়॥ ৫৪॥

কো ভবান্ ধ্যানপূতশ্চ নগ্নশ্চ কটমস্তকঃ।
ত্বৎকণ্ঠে কবচং কস্য সদ্রত্নগুটিকান্বিতং॥
কিং ধ্যায়সে মহাভাগ শ্রেষ্ঠদেবশ্চ কো গুরুঃ॥৫৫॥

ধ্যানপূত, নগ্ন, ও কটমস্তক আপনি কে? আপনার কণ্ঠে সদ্রত্নগুটিকা-যুক্ত কবচ কার? হে মহাভাগ! আপনি কি ধ্যান করিতেছেন? শ্রেষ্ঠ-দেব এবং গুরু কে এ সমস্ত আমাকে বলুন॥ ৫৫॥

মুনিরুবাচ।

জীবন্মুক্তো ভবানেব পুনাসি ভুবনত্রয়ং।
যস্য যত্র কুলে জন্ম তস্য তত্তদ্বচো মনঃ॥ ৫৬॥

আপনি জীবন্মুক্ত হইয়া ত্রিজগৎ পবিত্র করিতেছেন, যাহার যেমন কুলে জন্ম, তাহার তেমনই বচন ও মন হয়॥ ৫৬॥

পুত্রে যশসি তোয়ে চ কবিত্বেন চ বিদ্যয়া।
প্রতিষ্ঠায়াঞ্চ জ্ঞায়েত সর্ব্বেষাং মানসং নৃণাং॥ ৫৭॥

পুত্রে, যশে ও জলে, কবিত্বে, এবং বিদ্যায় এবং সুপ্রতিষ্ঠায় সকল মনুষ্যের মন জানা যায়॥ ৫৭॥

বিধাতা জগতাং ব্রহ্মা ব্রহ্মৈকতানমানসঃ।
তৎপুত্রোঽসি মহাখ্যাতো দেবর্ষিপ্রবরো মহান্॥ ৫৮॥

জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা ব্রহ্মধ্যানে একান্ত রতচিত্ত, তৎপুত্র আপনিও সুবিখ্যাত দেবর্ষি প্রবর এবং শ্রেষ্ঠ হন॥ ৫৮॥

লোমশোঽহং মহাভাগ জগৎপাবনপাবন্।
নগ্নোঽল্পায়ুর্ব্বিবেকী চ বাসসা কিং প্রয়োজনং॥ ৫৯॥

হে জগৎপাবন মহাভাগ! আমার নাম লোমশ, আমি নগ্ন, যে হেতুক অল্পায়ু এবং বিষয়বিরক্ত মানস সুতরাং আমার বস্ত্রের প্রয়োজন কি॥ ৫৯॥

বৃক্ষমূলে নিবাসো মে ছত্রেণ কিং গৃহেণ চ।
রৌদ্রবৃষ্টিবারণার্থং সাম্প্রতং কটমস্তকঃ ॥ ৬০ ॥

আমার বৃক্ষমূলে বাস ছত্র এবং গৃহে আবশ্যক কি। রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণার্থ সম্প্রতি মস্তকে কটধারণ করিয়াছি॥ ৬০ ॥

জলবুদ্বুদবিদ্যুদ্বৈস্ত্রৈলোক্যং কৃত্রিমং দ্বিজ।
ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব স্বপ্নবৎ ॥ ৬১ ॥

হে দ্বিজ! জলবুদ্বুদ ও বিদ্যুতের প্রায় এই ত্রিজগৎ কল্পিতমাত্র, ব্রহ্মাদি তৃণপর্য্যন্ত স্বপ্নের ন্যায় সমস্তই মিথ্যা॥ ৬১ ॥

কিং কলত্রেণ পুত্রেণ ধনেন সম্পদা শ্রিয়া।
কিং বিত্তেন চ রূপেণ জীবনাল্পায়ুষা মুনে ॥ ৬২ ॥

হে মুনে! অল্পায়ুঃ ব্যক্তির কলত্র, পুত্র, ধন, বিত্ত এবং রূপে প্রয়োজন কি॥ ৬২ ॥

ইন্দ্রস্য পতনেনৈব লোমৈকোৎপাটনং মম।
মনোশ্চ পতনং তত্র মায়য়া কিং প্রয়োজনং ॥ ৬৩ ॥

ইন্দ্রের নিপাত হইলে আমার এক লোমের উৎপাটন হয়। তৎকালে এক মনুরও পতন হয়, অতএব আমার মুগ্ধ হইবার আবশ্যক কি॥ ৬৩ ॥

সর্ব্বলোমোৎপাটনেন কেশৌঘোৎপাটনেন চ।
অল্পায়ুষো মম মুনে মরণং নিশ্চিতং ভবেৎ ॥ ৬৪ ॥

আমি অতি অল্পায়ুঃ, সকল লোমের উৎপাটন হইলে এবং সমস্ত কেশ-গলিত হইলেই নিশ্চয় মরিব॥ ৬৪ ॥

ধ্যায়ে শ্রীপাদপদ্মং তৎ পদ্মপদ্মেশবন্দিতং।
পরস্য প্রকৃতেস্তস্য কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৬৫ ॥

আমি পরমাত্মা অতএব যিনি প্রকৃতির পর সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণ পঙ্কজ ধ্যান করি, যে পাদপদ্ম ব্রহ্মা এবং লক্ষ্মীদেবী ও মহাদেব কর্তৃক বন্দিত হয়॥ ৬৫ ॥

তস্য মেঽভীষ্টদেবস্য সর্ব্বেষাং কারণস্য চ।
গুরুর্মে জগতাং নাথো যোগীন্দ্রাণাং গুরুঃ শিবঃ ॥ ৬৬ ॥

সকলের কারণস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণই আমার অভীষ্টদেব, এবং জগতের নাথ, যোগীন্দ্রগণের গুরু ভগবান শিবই আমার গুরু হয়েন ॥ ৬৬ ॥

মৎকণ্ঠে কবচং যস্য মদ্গুরুঃ কথয়িষ্যতি।
গুরোর্নিষেধো যত্রাস্তে তদ্বক্তুং কঃ ক্ষমো ভুবি ॥৬৭ ॥

আমার কণ্ঠে যাঁহার কবচ দেখিতেছ,আমার গুরুই তাহা বলিবেন, গুরুর যাহাতে নিষেধ আছে, এই সংসারে এমন কেহই নাই যে তাহা বলিতে সক্ষম হয় ॥ ৬৭ ॥

গুরোশ্চ বচনং যো হি পালনং ন করোতি চ।
গুরুবক্ত্রমুক্তা পাপী স ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ ধ্রুবং ॥ ৬৮ ॥

যে ব্যক্তি গুরুর বাক্য প্রতিপালন না করে, সেই মহাপাতকী ব্যক্তি নিশ্চয় ব্রহ্মহত্যার ফলভোগ করে ॥ ৬৮ ॥

স্বগুরুং শিবরূপঞ্চ তদ্ভিন্নং মন্যতে হি যঃ।
ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ সোঽপি বিঘ্নস্তস্য পদে পদে ॥ ৬৯ ॥

যে ব্যক্তি স্বীয়গুরুদেবকে শিবরূপে না ভাবিয়া ভিন্নভাবে দেখে, সেও ব্রহ্মহত্যার ফলভোগ করে, এবং তাহার পদে পদে বিঘ্ন ঘটে ॥ ৬৯ ॥

অকর্ত্তব্যন্তু কর্ত্তব্যং পালনীয়ং গুরোর্ব্বচঃ।
অপালনে সর্ব্ববিঘ্নং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭০ ॥

গুরুর বাক্য অকর্ত্তব্য হইলেও তাহা কর্ত্তব্য এবং পালনীয়। পালন না করিলে নানা বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৭০ ॥

আশিষা পাদরজসা চোচ্ছিষ্টালিঙ্গনেন চ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৭১ ॥

গুরুর আশিষ, পাদরজ, এবং ভুক্তাবশিষ্ট আলিঙ্গনে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয় ॥ ৭১ ॥

স্বগুরুং শঙ্করং পশ্য গচ্ছ কৈলাসমীশ্বরং।
মুচ্যতে বিঘ্নপাপেভ্যো গুরোশ্চরণদর্শনাৎ ॥ ৭২ ॥

অতএব স্বগুরু শঙ্কর দর্শন জন্য কৈলাসপর্ব্বতোপরি গমন কর, যাঁহার দর্শনমাত্র, মনুষ্যেরা বিঘ্ন ও পাপ সকল হইতে মুক্ত হয় ॥ ৭২ ॥

ইতি নারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
লোমশনারদসংবাদে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমরাত্রে লোমশ
নারদ সংবাদে ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্যাস উবাচ।

সম্ভাষ্য লোমশং তস্মাজ্জগাম নারদো মুনিঃ।
পুষ্পভদ্রানদীতীরমতীব সুমনোহরং ॥ ১ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন, নারদমুনি লোমশ মুনিকে সম্ভাষণ করিয়া অতি মনোহর সেই পুষ্পভদ্রানদীতীরে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

যত্রাস্তে শৃঙ্গকূটশ্চ শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভঃ।
নানাবৃক্ষসমাযুক্তৈস্ত্রিভিরন্যৈঃ সরোবরৈঃ ॥ ২ ॥

যে স্থানে বিশুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ শৃঙ্গকূট ও নানাবিধ বৃক্ষসমাযুক্ত অপর তিনটী সরোবর বিরাজিত আছে ॥ ২ ॥

হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈর্ভ্রমরৈর্ধ্বনিসুন্দরৈঃ।
পুংস্কোকিলনিনাদৈশ্চ সন্ততং সুমনোহরৈঃ ॥ ৩ ॥

এবং যে স্থানে হংসকারণ্ডবাদি জলচর পক্ষিদ্বারা সমাকীর্ণ, ভ্রমর ধ্বনিতে অতিশয় মনোহর, ও নিরন্তর পুংস্কোকিলনিনাদে অতি রমণীয় হইয়াছে ॥ ৩ ॥

শৈত্যসৌগন্ধ্যমান্দ্যৈশ্চ বায়ুভিঃ সুরভীকৃতৈঃ।
সমাধিযুক্তো যত্রাস্তে মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ ॥ ৪ ॥

শৈত্য সৌগন্ধ্য মান্দ্যবিশিষ্ট বায়ুতে সুরভীকৃত এবং যথায় মার্কণ্ডেয় মহামুনি সমাধিযুক্ত হইয়া আছেন ॥ ৪ ॥

স মুনির্নারদং দৃষ্ট্বা ভক্ত্যা চ প্রণনাম চ।
পপ্রচ্ছ কুশলং শান্তং শান্তঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ ॥ ৫ ॥

অনন্তর শান্ত ও সত্ত্বগুণান্বিত সেই মুনি সমাগত নারদকে অবলোকন করিয়া ভক্তিযোগসহকারে প্রণাম করিলেন। এবং নম্রভাবে কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৫ ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

অদ্য মে সকলং জন্ম জীবনঞ্চাতিসার্থকং ।
মমাশ্রমে পুণ্যরাশির্ব্রহ্মপুত্রশ্চ নারদঃ ॥ ৬ ॥

অদ্য আমার জন্ম সফল এবং জীবনও সার্থক হইল । যখন আমার আশ্রমে পুণ্যরাশি, ব্রহ্মপুত্র নারদ মুনির ও আগমন হইয়াছে ॥ ৬ ॥

অহো দেবর্ষিপ্রবরো দীপ্তিমান্ ব্রহ্মতেজসা ।
ক্ব যাসি কুত আয়াসি কিন্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৭ ॥

অহো ! ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন দেদীপ্যমান, ও দেবর্ষি শ্রেষ্ঠ নারদ মুনি আপনি কি মানসে ও একাকী কোথা হইতে আসিতেছেন, এবং কোথায় যাইবেন ॥ ৭ ॥

মানসং প্রাণিনামেব সর্ব্বকর্ম্মৈককারণং ।
মনোঽনুরূপং বাক্যঞ্চ বাক্যেন প্রস্ফুটং মনঃ ॥ ৮ ॥

প্রাণিমাত্রের মনই সকল কর্ম্মের একমাত্র কারণ, মনের অনুসারে বাক্য হইলে তাহাতেই মন প্রস্ফুটিত হয় ॥ ৮ ॥

মুনেশ্চ বচনং শ্রুত্বা বীণাপাণিঃ স্বমীপ্সিতং ।
উবাচ সস্মিতং শান্তং বচঃ সত্যং সুধোপমং ॥ ৯ ॥

এইরূপে মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া বীণাপাণি নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া শান্ত, সত্য, অমৃত সদৃশ স্বীয় বাঞ্ছিত বাক্য কহিলেন ॥ ৯ ॥

নারদ উবাচ ।

হে বন্ধো যামি কৈলাসং জ্ঞানার্থং জ্ঞানিনাং বরং ।
দ্রষ্টুং প্রষ্টুং মহাদেবং প্রণামং কর্ত্তুমীশ্বরং ॥ ১০ ॥

হে বন্ধো ! জ্ঞানলাভার্থ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহাদেবকে দর্শন, জিজ্ঞাসা এবং প্রণাম করিতে আমি কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিব ॥ ১০ ॥

পূজাং গৃহীত্বা চেত্যুক্ত্বা প্রযযৌ নারদো মুনিঃ ।
মার্কণ্ডেয়শ্চ শোকার্ত্তঃ সদ্বিচ্ছেদঃ সুদারুণঃ ॥ ১১ ॥

নারদ মুনি এই কথা বলিয়া ভদ্দত্তপূজা গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। মার্কণ্ডেয় মুনিও নারদবিয়োগে শোকার্ত্ত হইলেন, কারণ সাধু ব্যক্তির বিয়োগ অত্যন্ত অসহনীয়॥ ১১ ॥

হিমালয়ঞ্চ দুর্লঙ্ঘ্যং বিলঙ্ঘ্য চাবলীলয়া।
স্বর্গমন্দাকিনীতীরং কৈলাসং প্রযযৌ মুনিঃ॥ ১২ ॥

নারদ মুনি দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়াচল অবলীলাক্রমে অতিক্রম করিয়া স্বর্গে মন্দাকিনীতীরস্থ কৈলাসপর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন॥ ১২ ॥

দদর্শ বটবৃক্ষঞ্চ যোজনায়তমুচ্ছ্রিতং।
শোভিতং শতকৈঃ স্কন্ধৈরক্তপক্কফলান্বিতৈঃ॥ ১৩ ॥

যথায় যোজনায়তন উন্নত ও শতস্কন্ধে সুশোভিত এবং সুপক্ক রক্তবর্ণ ফল-যুক্ত বটবৃক্ষ অবলোকন করিলেন॥ ১৩ ॥

সুস্নিগ্ধৈঃ সুন্দরৈ রম্যৈ রম্যপক্ষীন্দ্রসংকুলৈঃ।
সিদ্ধেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ যোগীন্দ্রৈঃ পরিশোভিতং॥ ১৪ ॥

যাহা সুস্নিগ্ধ এবং সুন্দর, মনোহর পক্ষীন্দ্র সঙ্কীর্ণ এবং সিদ্ধেন্দ্র, যোগীন্দ্র, মুনীন্দ্রগণে পরিশোভিত ছিল॥ ১৪ ॥

প্রণতাংস্তাংশ্চ সম্ভাষ্য পার্ব্বতীকাননং যযৌ।
সুন্দরং বর্ত্তুলাকারং চতুর্যোজনমীপ্সিতং॥ ১৫ ॥

তথায় তাঁহাদিগকে প্রণাম ও আলাপ করণানন্তর অতিসুন্দর ও বাঞ্ছিত চারিযোজনবিস্তার ও বর্ত্তুলাকার পার্ব্বতীকাননে গমন করিলেন॥ ১৫ ॥

শোভিতং সুন্দরৈ রম্যৈঃ সপ্তভিশ্চ সরোবরৈঃ।
শশ্বন্মধুকরাসক্তপদ্মরাজিবিরাজিতৈঃ॥ ১৬ ॥

যে বনে নিরন্তর মধুকরাসক্ত পদ্ম সকল বিরাজিত অতি সুন্দর ও মনোহর সপ্তসরোবরে পরিশোভিত ছিল॥১৬॥

নীলরক্তোৎপলদলপটলৈঃ পরিশোভিতৈঃ।
পুষ্পোদ্যানৈশ্চ শতকৈঃ শ্পিতৈঃ সুমনোহরৈঃ ॥ ১৭ ॥

এবং যাহা নীলোৎপল ও রক্তোৎপলসমূহের শোভায় পরিশোভিত এবং পুষ্পিত শত শত পুষ্পোদ্যানে অতিশয় মনোহর হইয়াছে॥ ১৭ ॥

মল্লিকামালতীকুন্দযূথিকামাধবীলতা।

কেতকীচম্পকাশোকমন্দারবকরাজিকা॥ ১৮ ॥

কোথায় বা মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, যূথিকা, মাধবীলতা, কেতকী, চম্পক, অশোক, মন্দার, বক, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিরাজিত রহিয়াছে॥ ১৮ ॥

নাগপুন্নাগকুটজপাটলাঝিণ্টিঝিঞ্জিকা।

বিষ্ণুক্রান্তা চ তুলসী শেফালী সপ্তলা তথা॥ ১৯ ॥

কোনস্থলে বা নাগ, এবং পুন্নাগ, কুটজ, পাটল, ঝিণ্টি, ঝিঞ্জিক', অপরাজিতা, শেফালী, তুলসী, সপ্তলা আছে॥ ১৯ ॥

এতেষাঞ্চ সমূহৈশ্চ পুষ্পবল্লীবিরাজিতৈঃ।

আম্রৈরাম্রাতকৈস্তালনারিকেলৈঃ পিয়ালকৈঃ॥ ২০ ॥

কোথায় বা এই সকল পুষ্পবৃক্ষ এবং পুষ্পলতা সকল, কোন স্থানে বা আম্র, আম্রাতক, তাল, নারিকেল, পিয়াল বৃক্ষাদিতে অতি রমণীয় শোভা সম্পাদন করিতেছে॥ ২০ ॥

খর্জ্জুরৈশ্চ গুবাকৈশ্চ পলাশৈর্জম্বুভিস্তথা।

দাড়িম্বৈশ্চাপি জম্বীরৈর্নিম্বৈশ্চৈব বটৈস্তথা॥ ২১ ॥

এবং কোথায় বা খর্জ্জুর, গুবাক, পলাশ, জম্বু, দাড়িম্ব, জাম্বীর, নিম্ব, বট বৃক্ষাদিতে আকীর্ণ॥ ২১ ॥

করঞ্জৈর্বদরীভিশ্চ পরিতঃ শ্রীফলোজ্জ্বলৈঃ।

কদম্বানাং কদম্বৈশ্চ তিন্তিড়ীনাং কদম্বকৈঃ॥ ২২ ॥

স্থানে স্থানে করঞ্জ, বদরী, উজ্জ্বল শ্রীফল ও কদম্বসমূহ এবং তিন্তিড়ীশ্রেণী বিদ্যমানআছে॥ ২২ ॥

অশ্বত্থৈঃ সরলৈঃ শালৈঃ শাল্মলীনাং সমূহকৈঃ।

বটশাকোটকৈঃ কুন্দৈঃ শঙ্খুভিঃ সপ্তপর্ণকৈঃ॥ ২৩ ॥

অপর প্রদেশে অশ্বত্থ, দেবদারু, শাল্মলী, বট, শাকোটক, কুন্দ শঙ্কু, সপ্তপর্ণ বৃক্ষ সকলছিল ॥ ২৩ ॥

পিচ্ছিলৈঃ পর্ণশালৈশ্চ গাম্ভারীভিশ্চ বন্ধুকৈঃ।
হিঙ্গুলৈরঞ্জনৈর্বল্কৈর্ভূর্জপত্রৈঃ সপত্রকৈঃ ॥ ২৪ ॥

কোথায় বা পিচ্ছিল, পর্ণশাল, গাম্ভারী, বন্ধুক, হিঙ্গুল, অঞ্জন, বল্ক, সপত্র ভূর্জ্জপত্র রহিয়াছে ॥ ২৪ ॥

অন্যৈশ্চ দুর্লভৈর্বন্যৈঃ পুষ্পপত্রৈর্বিরাজিতং।
কল্পবৃক্ষৈঃ পারিজাতৈশ্চারুচন্দনপল্লবৈঃ ॥ ২৫ ॥

এবং অপরাপর নানাবিধ দুর্লভ বন্যপুষ্পপত্র বিরাজিত রহিয়াছে কোথায় বা কল্পবৃক্ষ, পারিজাত, . এবং সুন্দর চন্দনবৃক্ষগণ বিরাজিত আছে ॥ ২৫ ॥

সুস্নিগ্ধস্থলপদ্মৈশ্চ চিত্রিতৈর্ভূমিচম্পকৈঃ।
অন্যৈশ্চ দুর্লভৈর্বন্যৈঃ পুষ্পপত্রৈর্বিভূষিতং ॥ ২৬ ॥

কোথায় বা সুস্নিগ্ধ স্থলপদ্ম, চিত্র ভূমিচম্পক, এবং অপরাপর দুর্লভ বন্য পুষ্পপত্রে সুশোভিত হইয়াছে ॥ ২৬ ॥

সিংহেন্দ্রৈঃ শরভেন্দ্রৈশ্চ গজেন্দ্রৈর্গণ্ডকেন্দ্রকৈঃ।
শার্দ্দূলেন্দ্রৈশ্চ মহিষৈ রশ্বৈশ্চ বন্যশূকরৈঃ ॥ ২৭ ॥

কোন স্থলে সিংহেন্দ্র, শরভেন্দ্র, গজেন্দ্র, খড়্গীন্দ্র, শার্দ্দূলেন্দ্র, মহিষ, অশ্ব ও বন্যশূকরে আচ্ছন্ন ॥ ২৭ ॥

শল্লকৈর্ভল্লকৈর্মর্কৈঃ কূটকৈঃ শশকৈঃ শকৈঃ।
কৃষ্ণসারৈশ্চ হরিণৈশ্চমরীচামরোজ্জ্বলং ॥ ২৮ ॥

অপর কোন কোন স্থল শল্লক, ভল্লুক, মর্কট, শশক, কূট, শশক, শক, কৃষ্ণসার, হরিণ, এবং চমরী প্রভৃতি জন্তুগণে অতিশয় রমণীয় হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

পুংস্কোকিলকুলানাঞ্চ গানৈশ্চৈব বিরাজিতং।
মত্তানাং পল্লবস্থানাং মাধবেষু মনোহরং ॥ ২৯ ॥

অপর কোথায় বা পুংস্কোকিলকুল বসন্তে উন্মত্ত হইয়া বৃক্ষপল্লবে অধিরোহণ পূর্ব্বক গান করায় অতীব মনোহর হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

শুকানাং রাজহংসানাং ময়ূরাণাং পুত্রকৈঃ।
ক্ষেমঙ্করীখঞ্জনানাং রাজিভিশ্চ মনোহরং॥ ৩০

কোন প্রদেশ শুক রাজহংস ময়ূরাদির শাবক সকল এবং ক্ষেমঙ্করী এবং খঞ্জন রাজিতে অতিশয় স্পৃহনীয় হইয়াছে॥ ৩০ ॥

হরিতপীতরক্তকৃষ্ণসুপক্কফলপত্রকৈঃ।
সুস্নিগ্ধাক্ষতপত্রৈশ্চ নূতনৈরভিভূষিতং॥ ৩১॥

কোন স্থল, হরিত, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ প্রভৃতি নানাবর্ণ সুপক্ক ফল ও পত্রে এবং অভিনব সুস্নিগ্ধ অচ্ছিন্নপত্রে পরিপূর্ণ হইয়া বিভূষিত হইয়াছে॥ ৩১ ॥

হিংসাভয়াদিরহিতং সর্ব্বেষাং পশুপক্ষিণাং।
পরস্পরঞ্চ সুপ্রীতং হিংস্রাণাং ক্ষুদ্রজন্তুভিঃ॥ ৩২॥

তথায় পশুপক্ষী প্রভৃতি সকলেরই হিংসাভয়াদি দোষ নাই এবং ক্ষুদ্রজন্তুর সহিত হিংস্রজন্তুরা পরস্পর প্রণয়ে সময়াতিপাত করে॥ ৩২ ॥

তত্র ক্রীড়াস্থলং রম্যং পার্ব্বতীপরমেশয়োঃ।
মণীন্দ্রৈরিন্দ্রনীলৈশ্চ পদ্মরাগৈঃ পরিষ্কৃতং॥৩৩॥

তথায় ইন্দ্রনীল, পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিরাজসমূহে সাতিশয় পরিষ্কৃত, ও পার্ব্বতীপরমেশ্বরের অতিমনোহরক্রীড়াস্থল বিরাজিত রহিয়াছে॥ ৩৩ ॥

ক্রোশায়তং পরিমিতং বর্ত্তুলং চন্দ্রবিম্ববৎ।
অম্লানরম্ভাস্তম্ভানাং লক্ষলক্ষৈশ্চ বেষ্টিতং॥ ৩৪॥

উহার বিস্তার এক ক্রোশ পরিমিত চন্দ্রবিম্বসদৃশ বর্ত্তুলাকার এবং লক্ষ লক্ষ অম্লানরম্ভাস্তম্ভে পরিবেষ্টিত॥ ৩৪ ॥

চিত্রিতং সূক্ষ্মসূত্রাক্তৈর্নূতনৈরভিভূষিতং।
নূতনাক্ষতপত্রৈশ্চ ললিতৈঃ পরিশোভিতং॥ ৩৫॥

সেই কদলীস্তম্ভ, সূক্ষ্মসূত্র-গ্রথিত ও অভিনবত্ব প্রযুক্ত অতি মনোহর এবং নূতন ললিত অক্ষতপত্রে পরিশোভিত হইয়াছে॥ ৩৫॥

রক্তপীতাসিতৈঃ স্নিগ্ধৈ রত্নাদ্যৈঃ সুমনোহরৈঃ।
পরিতঃ পরিতঃ শশ্বন্মালাজালৈর্বিভূষিতং ॥ ৩৬ ॥

উহা সর্ব্বত্র রক্ত, পীত, ও অসিত স্নিগ্ধ, অভিনব, অতি মনোহর মালা-জালে নিরন্তর বিভূষিত হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥

শয্যাভূতং সুতল্পৈশ্চ স্নিগ্ধচম্পকচন্দনৈঃ।
পুষ্পচন্দনযুক্তেন বায়ুনা সুরভীকৃতং ॥ ৩৭ ॥

স্নিগ্ধচম্পক ও চন্দনের পর্য্যঙ্কশয্যায় সুশোভিত,পুষ্পও চন্দন স্পর্শে বায়ু সর্ব্বত্র সুরভীকৃত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

কস্তূরীকুঙ্কুমাসক্তসুগন্ধি চন্দনৈঃ সিতৈঃ।
মার্জ্জিতং চিত্রিতং চিত্রৈঃ পরিতো রঙ্গবস্তুভিঃ ॥ ৩৮ ॥

কস্তূরী ও কুঙ্কুমমিশ্রিত সুগন্ধি সিতচন্দনে মার্জ্জিত এবং বিচিত্র রঙ্গ বস্তুদ্বারা সর্ব্বত্র বিচিত্র হই াছে ॥ ৩৮ ॥

দৃষ্ট্বা তদদ্ভুতং শীঘ্রং প্রযযৌ স্বর্ণদীং মুনিঃ।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং সর্ব্বপাপবিনাশিনীং ॥ ৩৯ ॥

নারদ এই সমস্ত অদ্ভুতব্যাপার অবলোকন করিয়া, অতি সত্বর, বিশুদ্ধ স্ফটিক-সদৃশী সর্ব্বপাপবিধ্বংসিনী সুরনদীতে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

ভবাব্ধিঘোরতরণে তরণীং নিত্যনূতনাং।
কৃষ্ণপাদপ্রসূতাঞ্চ জগৎপূজ্যাং পতিব্রতাং ॥ ৪০ ॥

যিনি ভবসাগরতরণে তরণী-স্বরূপা, সর্ব্বকালেই অভিনবা, কৃষ্ণপাদোদ্ভবা, স্বর্ণদী জগদ্বন্দ্যা, ও পতিব্রতা হয়েন ॥ ৪০ ॥

স্নাত্বা কৃষ্ণঞ্চ সংপূজ্য পরমাত্মানমীশ্বরং।
প্রকৃতেঃ পরমিষ্টঞ্চ নির্লিপ্তং নির্গুণং পরং ॥ ৪১ ॥

সেই গঙ্গায় স্নান করিয়া পরমাত্মা ঈশ্বর, প্রকৃতির পর, নির্লিপ্ত, নির্গুণ, পরাৎপর ও পরমেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলেন ॥ ৪১ ॥

সাক্ষিণং কর্ম্মণামেব ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং।
প্রযযৌ পুরতো রম্যং রাজমার্গং দদর্শ সঃ ॥ ৪২ ॥

এবং যিনি সকল কর্ম্মের সাক্ষী ও জ্যোতির্ম্ময় সনাতন ব্রহ্ম। তাঁহারই অর্চ্চনানন্তর, নারদ তথা হইতে গমন করিতে করিতে সম্মুখে অতি মনোহর রাজপথ দর্শন করিলেন ॥ ৪২ ॥

মণিভিঃস্ফটিকাকারৈ রমলৈর্ব্বহুমূল্যকৈঃ।
পরিষ্কৃতঞ্চ সর্ব্বত্র নির্ম্মিতং বিশ্বকর্ম্মণা ॥ ৪৩ ॥

যে পথ স্ফটিকাকার অমল বহুমূল্য মণিসমূহে বিশ্বকর্ম্মা কর্তৃক নির্ম্মিত এবং সর্ব্বত্র পরিষ্কৃত ছিল ॥৪৩॥

সতাং পুণ্যবতাং দৃষ্টমদৃষ্টং কৃতপাপিনাং।
ধনুঃশতং পরিমিতং চিত্ররাজিবিরাজিতং ॥ ৪৪ ॥

পুণ্যবান সাধুজন গণের দর্শনক্ষম, পাপীগণের অদৃশ্য, শতধনু পরিমিত ও চিত্রসমূহে বিরাজিত ॥ ৪৪ ॥

দৈর্ঘ্যং সর্ব্বাশ্রমান্তঞ্চ প্রস্থাৎ কোটিগুণোত্তরং।
রথং দদর্শ পুরতো মনোযায়ি মনোহরং ॥ ৪৫ ॥

সকল আশ্রমের শেষভূত এবং প্রস্থ অপেক্ষা কোটিগুণে দীর্ঘ ছিল এবং তাহার কিছু দূরে অতি মনোহর মনোযায়ি রথ দর্শন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

অমূল্যরত্ননির্ম্মাণবিমানসারসুন্দরং।
ধনুর্লক্ষং পরিমিতং পরিতো বর্ত্তুলাকৃতং ॥ ৪৬ ।

যে রথ অমূল্যরত্নে নির্ম্মিত, বিমানের সারভূত, লক্ষধনু পরিমিত, সর্ব্বত্র বর্ত্তুলাকৃতি হয় ॥ ৪৬ ॥

ঊর্দ্ধস্থিতমূর্দ্ধগঞ্চ সহস্রচক্রসংযুতং।
ধনুর্লক্ষেঽপি সূতঞ্চ বহ্নিশুদ্ধাংশুকান্বিতং ॥ ৪৭ ।

এবং যাহা অতিশয় উন্নত, ঊর্দ্ধগামি, সহস্রচক্রযুক্ত, লক্ষধনুর উপরিভাগে সারথি, বহ্নিবৎ বিশুদ্ধবস্ত্রসমাযুক্ত হয় ॥ ৪৭ ॥

হীরাসারবিনির্ম্মাণং সুচারুকলসোজ্জ্বলং।
রত্নপ্রদীপদীপ্তাঢ্যং রত্নদর্পণভূষিতং ॥ ৪৮ ॥

এবং যাহা উৎকৃষ্ট হীরায় নির্ম্মিত, সুচারু কলসে অতিশয় উজ্জ্বল, রত্ন-প্রদীপে দীপ্তিশালি, ও রত্নময় দর্পণে শোভিত আছে। ৪৮॥

মুক্তাশুক্তিনিবদ্ধৈশ্চ শোভিতং শ্বেতচামরৈঃ।
মাণিক্যসারহারেণ মণিরাজৈর্বিরাজিতং ॥৪৯॥

মুক্তা শুক্তি নিবদ্ধ শ্বেতচামরে বিরাজিত এবং মণিশ্রেষ্ঠ মাণিক্যের সার ভূতহারে সুশোভিত। ৪৯॥

পারিজাতপ্রসূনানাং মালাজালৈঃ পরিষ্কৃতং।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডসহস্রসদৃশোজ্জ্বলং ॥ ৫০ ॥

পারিজাতপুষ্পের মালাসমূহে বিভূষিত, গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ে সহস্র সহস্র মার্ত্তণ্ডের সদৃশ উজ্জ্বল। ৫০॥

ঈশ্বরেচ্ছাবিনির্ম্মাণং কামপূরঞ্চ কামিনাং।
সর্ব্বভোগসমাবিষ্টং কল্পবৃক্ষপরং বরং ॥ ৫১ ॥

ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিনির্ম্মিত কামীদিগের আশাপূরক সর্ব্বভোগ সংযুক্ত, কল্পপাদপসদৃশ। ৫১॥

সংসক্তচিত্রৈরত্যন্তরম্যৈ রতিমন্দিরসুন্দরৈঃ।
গোলোকাদাগতং পূর্ব্বং ক্রীড়ার্থং শঙ্করস্য চ ॥ ৫২ ॥

পরস্পর সংসক্ত, অতিমনোহর রতিমন্দিরে সুশোভিত, পার্ব্বতী পরমেশ্বরের পরিণয় সম্পন্ন হইল। ৫২॥

বিবাহে পরিনিষ্পন্নে পার্ব্বতীপরমেশয়োঃ।
রথং দৃষ্ট্বা চ প্রযযৌ কিয়দ্দূরং মহামুনিঃ ॥ ৫৩ ॥

শঙ্করের ক্রীড়ার্থ গোলোক হইতে আগত সর্ব্বজন প্রলোভনীয় তাহার রথদর্শনানন্তর কিয়দ্দূরে গমন করিলেন। ৫৩॥

অতীবরম্যং রুচিরং দদর্শ শঙ্করাশ্রমং।
রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মাণং শিবিরৈঃ শতকোটিভিঃ ॥ ৫৪ ॥

রত্নেন্দ্রসারে বিনির্ম্মিত, শতকোটি—শিবিরযুক্ত, শঙ্করের আশ্রম অবলোকন করিলেন। ৫৪॥

মিতৈস্তন্মাৎ শতগুণৈস্তত্র সুন্দরমন্দিরৈঃ।

যুক্তং রত্নকপাটৈশ্চ রত্নধাতুবিচিত্রিতৈঃ॥ ৫৫॥

শত শত সুন্দরমন্দির নিকর নিরন্তর রত্নধাতু বিচিত্রিত ও রত্নময় কপাটযুক্ত বিরাজিত রহিয়াছে॥ ৫৫॥

পরমস্তম্ভসোপানৈর্বজ্রমিশ্রৈর্বিভূষিতং।

দদর্শ শিবিরং শম্ভোঃ পরিখাভিস্ত্রিভির্যুতং॥ ৫৬॥

বজ্রমিশ্র উৎকৃষ্ট স্তম্ভ এবং মনোহর সোপানে বিভূষিত, তিনটি পরিখায় পরিবেষ্টিত॥ ৫৬॥

দুর্লঙ্ঘ্যাভিরমিত্রাণাং সুগম্যাভিঃ সতাম্‌হো।

প্রাকারৈশ্চ ত্রিভির্যুক্তং ধনুর্লক্ষোচ্ছ্রিতং সুত॥ ৫৭॥

এবং শত্রুর অলঙ্ঘ্য, সাধুজনের সুগম্য, লক্ষধনু উন্নত, তিনটি প্রাকারে পরিবেষ্টিত, দেবদেবের পুরী দর্শন করিলেন॥ ৫৭॥

সম্মিতং সপ্তভির্দ্বারৈঃ নানারক্ষকরক্ষিতৈঃ।

ধনুঃশতসহস্রঞ্চ চতুরস্রঞ্চ সম্মিতং॥ ৫৮॥

নানাবিধ রক্ষকপুরুষে পরিরক্ষিত, সপ্তদ্বারে সুশোভিত ও চতুঃসহস্র ধনুপরিমিত ও চতুষ্কোণবিশিষ্ট॥ ৫৮॥

অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং চতুঃশালাশতৈর্যুতং।

অতীবরম্যং পুরতো পুরদ্বারং দদর্শ সঃ॥ ৫৯॥

অমূল্যরত্ন নির্ম্মিত শত শত চতুঃশালাযুক্ত ও অতিরমণীয় সেই স্থানের পুরদ্বার উক্ত ঋষি নিজসম্মুখে দেখিতে পাইলেন॥ ৫৯॥

পুরতো রত্নভিত্তৌ চ কৃত্রিমঞ্চ সুশোভিতং।

পুণ্যং বৃন্দাবনং রম্যং তন্মধ্যে রাসমণ্ডলং॥ ৬০॥

প্রকৃত তথায় রত্নভিত্তিতে চিত্রিত, সুশোভিত এবং পবিত্র শ্রীবৃন্দাবন-মধ্যে রমণীয় শ্রীরাসমণ্ডল দর্শন করিলেন॥ ৬০॥

সর্ব্বত্র রাধাকৃষ্ণঞ্চ প্রত্যেকং রতিমন্দিরে।

রম্যং কুঞ্জকুটীরাণাং সহস্রং সুমনোহরং॥ ৬১॥

প্রত্যেক রতিমন্দিরের সকলস্থলেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্ত্তি এবং সহস্র সহস্র সুমনোহর কুঞ্জ কুটীর দেখিলেন ॥ ৬১ ॥

সুগন্ধি পুষ্পশয্যানাং সহস্রং চন্দনোক্ষিতং।
দ্বারপালঞ্চ তত্রৈব মণিভদ্রং ভয়ঙ্করং ॥ ৬২ ॥

চন্দনচর্চ্চিত সহস্র সুগন্ধি যুক্ত পুষ্পশয্যায় তথাকার ভয়ঙ্কর মণিভদ্র দ্বার-পালকে দর্শন করিলেন ॥ ৬২॥

ত্রিশূলপট্টিশধরং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরং পরং।
তং সম্ভাষ্য বিলোক্যৈবং দ্বিতীয়দ্বারমীপ্সিতং ॥ ৬৩ ॥

ত্রিশূল, পট্টিশধারী ও ব্যাঘ্রচর্ম্মের পরিধেয়বিশিষ্ট দেখিয়া তাহাকে সম্ভাষণপূর্ব্বক আপন অভিলষিত দ্বিতীয়দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ৬৩।

জগাম চ মুনিশ্রেষ্ঠো দদর্শ চিত্রমুত্তমং।
কদম্বানাং সমূহঞ্চ তন্মূলঞ্চ মনোহরং ॥ ৬৪ ॥

সেই মুনিশ্রেষ্ঠ তন্মধ্যে গমনপূর্ব্বক অত্যুত্তম চিত্র এবং কদম্ববৃক্ষ সমুদয়ের মনোহর মূলদেশ দর্শন করিলেন ॥ ৬৪ ॥

রত্নভিত্তিসমাযুক্তং কালিন্দীকূলমুত্তমং।
স্নাতং গোপীসমূহঞ্চ নগ্নসর্ব্বাঙ্গমদ্ভুতং ॥ ৬৫ ॥

রত্নময়ভিত্তিযুক্তযমুনার উপকূলে শ্রীগোপিকারা সর্ব্বাঙ্গ উলঙ্গ করিয়া উত্তমরূপে স্নান করিতেছেন দেখিলেন ॥ ৬৫ ॥

কদম্বাগ্রে চ শ্রীকৃষ্ণং বস্ত্রপুঞ্জকরং পরং।
তত্রৈব শূলহস্তঞ্চ মহাকালং দদর্শ চ ॥ ৬৬ ॥

কদম্ববৃক্ষের অগ্রপ্রদেশে শ্রীকৃষ্ণ, বস্ত্রহরণ পূর্ব্বক বসিয়াছেন, অপিচ সেই স্থানে ত্রিশূলহস্তমহাকালকে ও দর্শন করিলেন ॥ ৬৬ ॥

কৃপালুং দ্বারপালং তং সম্ভাষ্য নারদো মুনিঃ।
প্রযযৌ শীঘ্রগামী স তৃতীয়দ্বারমুত্তমং ॥ ৬৭ ॥

অনন্তর শ্রীনারদ মুনি কৃপালু দ্বারপালকে সম্ভাষণপূর্ব্বক অবিলম্বে উত্তম তৃতীয়দ্বারে যাইলেন ॥ ৬৭ ॥

দদর্শ তত্র পুরতঃ কৃত্রিমং বটমূলকং।
গোপানাঞ্চ সমূলঞ্চ পীতাম্বরধরং পরং ॥ ৬৮ ॥

তথায় সম্মুখে কৃত্রিমবটবৃক্ষের মূলদেশে তাঁহারে গোপসমূহের মধ্যে পীতাম্বর পরিধান দর্শন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

বালক্রীড়াঞ্চ কুর্ব্বন্তং তন্মধ্যে কৃষ্ণমুত্তমং।
ব্রাহ্মণীভিঃ প্রদত্তঞ্চ ভুক্তবন্তং সুপায়সং ॥ ৬৯ ॥

তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ বাল্যলীলা করিয়া ব্রাহ্মণীগণের প্রদত্ত পায়স ভক্ষণ করিতেছেন ॥ ৬৯ ॥

কুর্ব্বন্তঞ্চ সমাধানং মুনির্বামকরেণ চ।
গৃহীত্বা তদনুজ্ঞাঞ্চ চতুর্থং দ্বারমীপ্সিতং ॥ ৭০ ॥

এবং বামকরে সমাধান করিতেছেন, অতঃপর অনুমতি লইয়া উক্ত-মুনি চতুর্থদ্বারে যাইলেন ॥ ৭০ ॥

প্রযযৌ ব্রহ্মপুত্রশ্চ দদর্শ চিত্রমুত্তমং।
গোবর্দ্ধনং পর্ব্বতঞ্চ তত্র কৃষ্ণকরস্থিতং ॥ ৭১ ॥

সেইস্থানে গমন করিয়া ব্রহ্মার পুত্র সেই মুনি শ্রীকৃষ্ণের করস্থিত গোবর্দ্ধন-পর্ব্বতের চিত্র দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৭১ ॥

গোকুলং গোকুলস্থানাং গোপীনাং চৈব রক্ষণং।
ব্যাকুলং গোকুলং ভীতং শক্রবৃষ্টিভয়েন চ ॥ ৭২ ॥

উহাতে গোকুল সেইস্থানস্থিত শ্রীগোপিকাগণের রক্ষা হইতেছিল, যেহেতুক ইন্দ্রের বৃষ্টিভয়ে গোকুল ভীত ও ব্যাকুল হইয়াছিল ॥ ৭২ ॥

অভয়ং দত্তবন্তঞ্চ কৃষ্ণং দক্ষকরেণ চ।
নন্দিনং দ্বারপালঞ্চ শূলহস্তঞ্চ সস্মিতং ॥ ৭৩ ॥

এমত অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ দক্ষিণহস্তে অভয়দান করিতেছেন, ঈষৎ হাস্য-কারী ও শূলহস্তে নন্দীকে দ্বারপাল দেখিলেন ॥ ৭৩ ॥

বিলোক্য প্রবযৌ বিপ্রঃ পঞ্চমং দ্বারমুত্তমং।
নানাকৃত্রিমচিত্রাঢ্যং বীরভদ্রান্বিতং পরং॥ ৭৪॥

উক্ত বিপ্র উৎকৃষ্টপঞ্চমদ্বারে বীরভদ্রযুক্ত নানাবিধচিত্রপট দর্শন করিলেন। ৭৪।

তত্রৈব নীপমূলঞ্চ যমুনাকূলমেব চ।
কালীয়দমনং তত্র কৃত্রিমং চ দদর্শ হ॥ ৭৫॥

তাহা দেখিয়া সহাস্তে কৃত্রিমবীরভদ্র-সমন্বিতচিত্র নীপমূল যমুনাকূল ও কালীয়দমন প্রভৃতি দর্শন করিলেন॥ ৭৫॥

তদ্দৃষ্ট্বা সস্মিতস্তুষ্টঃ ষষ্ঠদ্বারং জগাম সঃ।
দ্বারে নিযুক্তং বালঞ্চ শূলহস্তং চতুর্ভুজং॥ ৭৬॥

তাহা অবলোকন করিয়া, প্রফুল্লিত হইয়া স্মিতমুখে ষষ্ঠদ্বারে গমন করতঃ শূলহস্ত চতুর্ভুজধারি দ্বার রক্ষক একবালককে দর্শন করিলেন। ৭৬।

রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ সস্মিতং সগণাধিপং।
দদর্শ চিত্রং তত্রৈব মথুরাগমনং হরেঃ॥ ৭৭॥

সিংহাসনে উপবিষ্ট ও স্মিতমুখ গণাধিপকে দর্শন এবং তথায় হরির মথুরার আগমনলীলা দর্শন করিলেন॥ ৭৭॥

গোপিকানাং বিলাপঞ্চ যশোদানন্দয়োস্তথা।
ব্যাকুলং গোকুলং চাপি রথস্থং শরণং হরিং॥ ৭৮॥

যথায় গোপিকাগণের যশোদার ও নন্দের বিলাপ এবং ব্যাকুল গোকুল, ও শরণ্য কৃষ্ণকে রথস্থ দেখিলেন॥ ৭৮।

অক্রূরঞ্চ তথা নন্দং নিরানন্দং শুচাকুলং।
তদ্দৃষ্ট্বা সপ্তমদ্বারং দ্বারপালং দদর্শ সঃ॥ ৭৯॥

শোকাকুল ও নিরানন্দ অক্রূর এবং নন্দ প্রভৃতিকে দর্শন করিয়া সপ্তমদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারপালকে দর্শন করিলেন॥ ৭৯॥

চিত্রকৌতুকযুক্তঞ্চ মথুরায়াঃ প্রবেশনং।
সবলং গোপসহিতং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরং॥ ৮০॥

গোপ এবং বলদেব সহিত প্রকৃতির পর শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ প্রভৃতি ও চিত্রযুক্ত কৌতুক দর্শন করিলেন। ৮০॥

মথুরানাগরীভিশ্চ বালকৈর্ব্বা নিরর্গলৈঃ।
বীক্ষন্তং সাদরং সর্ব্বৈর্নগরস্থৈর্মনোহরং॥ ৮১॥

মথুরানাগরীক অনর্গল বালকবৃন্দ এবং নগরস্থ সমস্তলোক, সাদরে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেছে॥ ৮১॥

ধনুর্ভঙ্গং তথা শম্ভোঃ কংসাদিনিধনাদিকং।
সভার্য্যং বসুদেবঞ্চ নিগড়ান্মুক্তমীপ্সিতং॥ ৮২॥

মহাদেবের ধনুর্ভঙ্গ ও কংস প্রভৃতির নিধনাদি এবং বসুদেব ও দেবকীর নিগড়বন্ধন হইতে মুক্ত দর্শন করিলেন। ৮২॥

দ্বারে নিযুক্তং দেবেশং গণেশং গণসংযুতং।
ধ্যানস্থঞ্চ বিভান্তঞ্চ শুদ্ধস্ফটিকমালয়া॥ ৮৩॥

এবং তথাকার দ্বাররক্ষক, দেবেশ, ধ্যানস্থ, গণেশ বিশুদ্ধ-স্ফটিক মালায় সুশোভিত। ৮৩॥

জপন্তং পরমং শুদ্ধং ব্রহ্ম-জ্যোতিঃ সনাতনং।
নির্লিপ্তং নির্গুণং কৃষ্ণং পরমং প্রকৃতেঃ পরং॥ ৮৪॥

পরম পবিত্র সনাতন প্রকৃতির পর, নির্লিপ্ত, নির্গুণ, ব্রহ্মজ্যোতিবিশিষ্ট ও জপকারী গণেশকে দর্শন করিলেন। ৮৪।

দৃষ্ট্বা তঞ্চ সুরশ্রেষ্ঠং মুনিশ্রেষ্ঠোঽপি নারদঃ।
সামবেদোক্তস্তোত্রেণ তুষ্টাব পরমেশ্বরং॥
সাশ্রুনেত্রঃ পুলকিতো ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ॥ ৮৫॥

মুনীন্দ্র নারদ সেই সুরেন্দ্রকে দর্শন করিয়া পুলকিতকলেবর হইয়া অশ্রুজল পরিত্যাগ করতঃ ভক্তিযোগসহকারে সামবেদোক্ত স্তোত্রে স্তব করিলেন। ৮৫॥

নারদ উবাচ।

ভো গণেশ সুরশ্রেষ্ঠ লম্বোদর পরাৎপর।
হেরম্ব মঙ্গলারম্ভ গজবক্ত্র ত্রিলোচন ॥ ৮৬ ॥

নারদ বলিলেন। ভো গণেশ ! সুরশ্রেষ্ঠ লম্বোদর, পরাৎপর, হেরম্ব, মঙ্গলারম্ভ গজবক্ত্র ও ত্রিলোচন ॥ ৮৬ ॥

মুক্তিদ শুভদ শ্রীদ শ্রীধরস্মরণে রত।
পরমানন্দ পরম পার্ব্বতীনন্দন স্বয়ং ॥ ৮৭ ॥

মুক্তিদাতা, শুভদাতা, শ্রীদাত, শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণে তৎপর, পরমানন্দ-প্রধান স্বয়ং পার্ব্বতীনন্দন ॥ ৮৭ ॥

সর্ব্বত্র পূজ্য সর্ব্বেশ জগৎ-পূজ্য মহামতে।
জগদ্গুরো জগন্নাথ জগদীশ নমোঽস্তু তে ॥ ৮৮ ॥

সর্ব্বপূজ্য, সর্ব্বেশ, জগৎপূজ্য, মহামতে জগদগুরো জগন্নাথ, আমি তোমায় নমস্কার করি ॥ ৮৮ ॥

যৎপূজা সর্ব্বপুরতো যঃ স্তুতঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যঃ পূজিতঃ সুরেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈস্তং নমাম্যহং ॥ ৮৯ ॥

সকলের অগ্রে যাঁহার পূজা হয়, সকলযোগীরাই যাঁহার পূজা করেন এবং সুরেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণ যাঁহার পূজা করেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৮৯ ॥ ৮

পরমারাধনেনৈব কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
পুণ্যকেন ব্রতেনৈব যং প্রাপ পার্ব্বতী সতী ॥ ৯০ ॥

পতিব্রতা সতী পার্ব্বতী, পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের অনবরত আরাধনা করিয়া পুণ্যক ব্রতাচরণ করিয়া যাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ॥ ৯০

তং নমামি সুরশ্রেষ্ঠং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং গরীষ্ঠকং।
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠং বরীষ্ঠঞ্চ তং নমামি গণেশ্বরং ॥ ৯১ ॥

সুরশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, গুরুতম, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ, ও প্রশস্ত সেই গণেশকে নমস্কার করিতেছি ॥ ১১ ॥

ইত্যেবমুক্ত্বা দেবর্ষিস্তত্রৈবান্তর্দধে বিভুঃ।
নারদঃ প্রযযৌ শীঘ্রমীশ্বরাভ্যন্তরং মুদা ॥ ১২ ॥

দেবর্ষি নারদ এইরূপ স্তব করিয়া সত্বর সানন্দে ঈশ্বরের অভ্যন্তরে গমন করিলেন, এবং বিভু গণেশও তথায় অন্তর্ধান হইলেন ॥ ১২ ॥

ইদং লম্বোদরস্তোত্রং নারদেন কৃতং পুরা।
পূজাকালে পঠেন্নিত্যং জয় স্তস্য পদে পদে ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বে নারদকৃত গণেশের এই স্তোত্র পূজার সময় প্রত্যহ যে ব্যক্তি পাঠ করে তাহার সর্ব্বত্র জয় হয় ॥ ১৩ ॥

সঙ্কল্পিতং পঠেদ্যোহি বর্ষমেকং সুসংযতঃ।
বিশিষ্টপুত্রং লভতে পরং কৃষ্ণপরায়ণং ॥ ১৪ ॥

নিরতচিত্ত হইয়া সঙ্কল্প করিয়া একবৎসর ভক্তিভাবে যে পাঠ করে সে অত্যন্ত কৃষ্ণভক্ত ও শ্রেষ্ঠপুত্র লাভ করে ॥ ১৪ ॥

যশস্বিনঞ্চ বিদ্বাংসং ধনিনং চিরজীবিনং।
বিঘ্ননাশো ভবেত্তস্য মহৈশ্বর্য্যং যশোহমলং ॥
ইহৈব চ সুখং ভুক্তে অন্তে যাতি হরেঃ পদং ॥ ১৫ ॥

এবং সেই, যশস্বী, বিদ্বান, ধনী, ও চিরজীবী সৎপুত্র প্রাপ্ত হয়, তাহার সমস্ত বিঘ্ন ধ্বংস হয়, ইহলোকে মহৎ ঐশ্বর্য্য ও নির্ম্মল যশ এবং নিরন্তর সুখলাভ করে এবং পরলোকে হরিপদ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে গণপতিস্তোত্রং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমে একরাত্রে গণপতি স্তোত্র নাম সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্যাস উবাচ।

অথ চাভ্যন্তরং গত্বা নারদো হৃষ্টমানসঃ।
দদর্শ স্বাশ্রমং রম্যমতীব সুমনোহরং ॥ ১ ॥

অনন্তর অতিশয় হৃষ্টমানস নারদ অভ্যন্তরে গমন করিয়া, অতিশয় রমণীয় এবং অত্যন্ত মনোহর আশ্রম অবলোকন করিলেন ॥ ১ ॥

পয়ঃফেননিভাশয্যাসহিতং রত্নমন্দিরং।
সাক্ষাদ্গোরোচনাভৈশ্চ মণিস্তম্ভৈর্বিভূষিতং ॥ ২ ॥

এবং রত্নমন্দির সকল পয়ঃফেনসদৃশ ধবল শয্যায় সুশোভিত গোরোচনা-সদৃশ মণিস্তম্ভে বিভূষিত। ২ ॥

মণীন্দ্রসারসোপানৈঃ কপাটৈশ্চ পরিষ্কৃতং।
মুক্তামাণিক্যহীরাণাং মালারাজিবিরাজিতং ॥ ৩ ॥

এবং মাণিক্য, হীরক, ও মুক্তামালাজালে অলঙ্কৃত, মণীন্দ্রসাররচিতসোপান কপাট সমূহ দর্শন করিলেন। ৩ ॥

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং প্রাঙ্গণং মণিসংস্কৃতং।
সুন্দরং মন্দিরচয়ং সত্রত্নকলসোজ্জ্বলং ॥ ৪ ॥

বিশুদ্ধ স্ফটিক সদৃশ মণিরাজি বিভূষিত প্রাঙ্গণ প্রদেশ ও সুন্দর মন্দির নিচয় সত্রত্নকলসে অতিশয় উজ্জ্বল দর্শন করিলেন ॥ ৪ ॥

রত্নপত্রপটাকীর্ণং বহ্নিশুদ্ধাংশুকান্বিতং।
সুধানাঞ্চ মধূনাঞ্চ পূর্ণকুম্ভং শতং শতং ॥ ৫ ॥

এবং সর্ব্বত্র রত্নপত্র পটে সমাকীর্ণ বহ্নিবৎ কিরণ সদৃশ, সুধা ও মধুতে পরিপূরিত শতশত পূর্ণকুম্ভ বিভূষিত রহিয়াছে দর্শন করিলেন ॥ ৫ ॥

দাসদাসীসমূহৈশ্চ রত্নালঙ্কারভূষিতৈঃ।
পার্ব্বতীপ্রিয়সঙ্ঘৈশ্চ স্বকর্ম্মাকুলসঙ্কুলং ॥ ৬ ॥

পার্ব্বতী মঙ্গলপ্রণয়িনী রত্নময় অলঙ্কার বিভূষিত, স্বকার্য্যতৎপর দাস-দাসীগণে সমাকুল দেবদেবের আশ্রম দর্শন করিলেন ॥ ৬ ॥

তদ্দৃষ্ট্বা চ মুনিশ্রেষ্ঠস্তৎপরাভ্যন্তরং যযৌ।
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ শঙ্করঞ্চ দদর্শ সঃ ॥ ৭ ॥

মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ, উহা অবলোকন করিয়া তৎপরে অভ্যন্তরমধ্যে গমন করিয়া রত্নময় সিংহাসনে উপবিষ্ট শঙ্করকে দর্শন করিলেন ॥ ৭ ॥

ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং সস্মিতং চন্দ্রশেখরং।
প্রসন্নবদনং স্বচ্ছং শান্তং শ্রীমন্তমীশ্বরং ॥ ৮ ॥
বিভূতিভূষিতাঙ্গঞ্চ পরং গঙ্গাজটাধরং।
ভক্তপ্রিয়ঞ্চ ভক্তেশং জ্বলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥ ৯ ॥

ব্যাঘ্রচর্ম্মপরিধান, ঈষৎহাস্যবদন, চন্দ্রশেখর, প্রসন্নবদন, নির্ম্মল, শান্ত, শ্রীমান, ঈশ্বর, বিভূতি ভূষিত সর্ব্বদেহ, প্রধান. গঙ্গা, ও জটাধারী ভক্তপ্রিয় ভক্তজনেশ্বর ব্রহ্মতেজে দীপ্তিমান ॥ ৮ ॥ ৯ ॥

ত্রিনেত্রং পঞ্চবক্ত্রঞ্চ কোটিচন্দ্রসমপ্রভং।
জপন্তং পরমাত্মানং ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং ॥ ১০ ॥

ত্রিনয়ন, পঞ্চানন, কোটিচন্দ্রসদৃশকান্তি, এবং পরমাত্মা, ব্রহ্ম—জ্যোতির্ম্ময়, সনাতন ও জপশীল ॥ ১০ ॥

নির্লিপ্তঞ্চ নিরীহঞ্চ দাতারং সর্ব্বসম্পদাং।
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্ববীজং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরং ॥ ১১ ॥

নির্লিপ্ত, নিরীহ, সর্ব্বসম্পত্তির দাতা, স্বেচ্ছাস্বরূপ, সর্ব্ববীজ, ও প্রকৃতির পর, শ্রীকৃষ্ণজপে রত ॥ ১১ ॥

সিদ্ধেন্দ্রৈশ্চ মুনীন্দ্রৈশ্চ দেবেন্দ্রৈঃ পরিষেবিতং।
পার্ষদপ্রবরশ্রেষ্ঠসেবিতং শ্বেতচামরৈঃ ॥ ১২ ॥

সিদ্ধেন্দ্র, মুনীন্দ্র, এবং দেবেন্দ্রগণে পরিষেবিত, পার্ষদ প্রবরশ্রেষ্ঠ, জনসেবিত, শ্বেতচামরে বীজ্যমান ॥ ১২ ॥

দুর্গাসেবিতপাদাব্জং ভদ্রকালীপরিষ্টুতং।
পুরতো হি বসন্তং তং স্কন্দং গণপতিং তথা॥ ১৩॥

দুর্গাসেবিতপাদপদ্ম, ভদ্রকালী-পরিস্তুত এবং অগ্রভাগে গণপতি ও কার্ত্তিকেয় উপবিষ্ট, এবম্ভূত মহাদেবকে অবলোকন করিলেন॥ ১৩॥

গলে বদ্ধা চ বসনং ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
যোগীন্দ্রং স্বগুরুং শম্ভুং শিরসা প্রণনাম সঃ॥ ১৪॥

নারদ দৃঢ়ভক্তিসহকারে গললগ্নীকৃতবাস হইয়া আত্মমস্তক অবনত করিয়া যোগীশ্রেষ্ঠ, স্বগুরু শম্ভুকে প্রণাম করিলেন॥ ১৪॥

তুষ্টাব পরয়া ভক্ত্যা দেবর্ষির্জগতাং পতিং।
স্বগুরুঞ্চ পশুপতিং বেদোক্তেন স্তবেন চ॥ ১৫॥

এবং দেবর্ষি প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে বেদোক্তস্তোত্রে জগৎপতি স্বগুরু-পশুপতির স্তব করিলেন॥ ১৫॥

নারদ উবাচ।

নমস্তুভ্যং জগন্নাথ মম নাথ মম প্রভো।
ভবরূপতরোর্বীজ ফলরূপ ফলপ্রদ॥ ১৬॥

নারদ কহিলেন। হে জগৎস্বামিন্! আমার নাথ আমার স্বামী! ভবনীর গুরুর বীজসদৃশ, ফলস্বরূপ নিখিল ফলদায়ক তোমাকে নমস্কার করি॥১৬॥

অবীজাজ প্রজ প্রাজ সর্ব্ববীজ নমোঽস্তু তে।
সদ্ভাব পরমাভাব বিভাব ভাবনাশ্রয়॥ ১৭॥

হে অবীজ! অজ, প্রজ, প্রাজ, সর্ব্ববীজ, সদ্ভাব, পরমাভাব, এবং ভাবনাশ্রয় তোমাকে প্রণিপাত করি॥ ১৭॥

ভবেশ ভববন্ধেশ ভবাব্ধিনাবিনাবিক।
সর্ব্বাধার নিরাধার সাধার ধরণীধর॥ ১৮॥

হে জগদীশ! ভববন্ধেশ, ভবার্ণব তরনীর কর্ণধার, সর্ব্বাধার নিরাধার সাধার, ধরণীধর॥ ১৮॥

বেদবিদ্যাধরাধার গঙ্গাধর নমোঽস্তু তে।
জয়েশবিজয়াধার জয়বীজ জয়াত্মক ॥ ১৯ ॥

বেদ, বিদ্যা, এবং ধরার ধারক, গঙ্গাধর, জয়েশ, বিজয়াধার, জয়-বীজ, জয়াত্মক, তোমায় নমস্কার করি ॥ ১৯ ॥

জগদাদি জয়ানন্দ সর্ব্বানন্দ নমোঽস্তু তে।
ইত্যেবমুক্ত্বা দেবর্ষিঃ শম্ভোশ্চ পুরতঃ স্থিতঃ ॥
প্রসন্নবদনঃ শ্রীমান্ ভগবাংস্তমুবাচ সঃ ॥ ২০ ॥

হে জগদাদি! জয়ানন্দ এবং সর্ব্বানন্দ তোমায় নমস্কার, নারদ ইহা কহিয়া মহাদেবের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন, সুপ্রসন্নবদন জগদীশ তাঁহাকে কহিলেন ॥ ২০ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

বরং বৃণু মহাভাগ যত্তে মনসি বর্ত্ততে।
দাস্যামি ত্বাং ধ্রুবং পুত্র দাতাহং সর্ব্বসম্পদাং ॥ ২১ ॥

মহাদেব কহিলেন। হে মহাভাগ! তোমার যাহা মানস আছে সেই বর প্রার্থনা কর। হে সুত! আমি অবশ্যই তোমাকে তাহা অর্পণ করিব কারণ আমি সকলসম্পত্তি প্রদান করিতে পারি ॥ ২১ ॥

সুখং মুক্তিং হরের্ভক্তিং নিশ্চলামবিনাশিনীং।
হরেঃ পাদঞ্চ তদ্দাস্যং সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং ॥ ২২ ॥

সুখ, মুক্তি, স্থিরা অবিনাশি, তাঁহার দাস্য, হরিভক্তি, হরিপদও সালোক্যাদি মুক্তি চতুষ্টয় হয় ॥ ২২ ॥

ইন্দ্রত্বমমরত্বং বা যমত্বমনিলেশ্বরং।
প্রজাপতিত্বং ব্রহ্মত্বং সিদ্ধত্বং সিদ্ধিসাধনং ॥ ২৩ ॥

ইন্দ্রত্ব, অমরত্ব, যমত্ব, অনিলেশ্বরত্ব প্রজাপতিত্ব, ব্রহ্মত্ব, এবং সিদ্ধত্ব সিদ্ধিই সাধন জন্য হয় ॥ ২৩ ॥

সিদ্ধৈশ্বর্য্যং সিদ্ধিবীজং বেদবিদ্যাধিপং পরং।
অনিমাদিকসিদ্ধিঞ্চ মনোবায়িত্বমীপ্সিতং ॥ ২৪ ॥

সিদ্ধেশ্বর সিদ্ধিবীজ বেদ ও বিদ্যার অধিপতিত্ব অনিমাদিসিদ্ধি, ইপ্সিত মনোযায়িত্ব ॥ ২৪ ॥

হরেঃ পদঞ্চ গমনং সশরীরেণ লীলয়া।
এতেষু বাঞ্ছিতার্থেষু কিম্বা তে বাঞ্ছিতং সুত ॥ ২৫ ॥

হে পুত্র! সশরীরে নির্ব্বিঘ্নে হরিপদে গমন এই সকল বাঞ্ছিত বস্তুমধ্যে তোমার অভিলষিত কি? ॥ ২৫ ॥

তন্মে ব্রূহি মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বং দাতুমহং ক্ষমঃ।
শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা তমুবাচ মহামুনিঃ ॥ ২৬ ॥

হে মুনিবর! তাহা আমাকে প্রকাশ করিয়া বল, আমি সকলই দিতে পারি। নারদ ঋষি, মহাদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন ॥ ২৬ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

দেহি মে হরিভক্তিঞ্চ তন্নামসেবনে রুচিঃ।
অতিতৃষ্ণা গুণাখ্যানে নিত্যমস্তু মমেশ্বর ॥ ২৭ ॥

হে প্রভো! আমারপ্রতি শ্রীহরিভক্তি অর্পণ করুন এবং তাঁহার নাম-সেবায় রুচি ও তাঁহার গুণকীর্ত্তনে আমার যেন নিরন্তর মতি হয় ॥ ২৭ ॥

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা জহাস শঙ্করঃ স্বয়ং।
পার্ব্বতী ভদ্রকালী চ কার্ত্তিকেয়ো গণেশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥

নারদের কথা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং মহাদেব, পার্ব্বতী, ভদ্রকালী, কার্ত্তিক এবং গণপতি সকলেই ঈষৎ হাস্য করিলেন ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বং দদৌ মহাদেবো নারদায় চ ধীমতে।
সর্ব্বপ্রদস্তু সর্ব্বেশঃ সর্ব্বকারণকারণঃ ॥ ২৯ ॥

মহাদেব, বুদ্ধিমান নারদকে সমস্ত প্রদান করিলেন, কারণ তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ সর্ব্বকারণের কারণ এবং সর্ব্ববস্তুর দাতা ॥ ২৯ ॥

নারদেন কৃতং স্তোত্রং নিত্যং যঃ প্রপঠেৎ শুচিঃ ॥
হরিভক্তির্ভবেত্তস্য তন্নাম্নি গুণতো রুচিঃ ॥ ৩০ ॥

যে ব্যক্তি পবিত্রমনে নারদকৃতস্তোত্র পাঠ করিবে, তাঁহার শ্রীহরিভক্তি হইবেক, এবং তাঁহার গুণকীর্ত্তনে অনুরাগ জন্মিবে ॥ ৩০ ॥

দশবারজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং।
সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেত্তস্য সিদ্ধস্তোত্রো ভবেদ্যদি ॥ ৩১ ॥

মানবগণ দশবার জপ করিলে স্তোত্র সিদ্ধ হয়,যে জনের স্তোত্র সিদ্ধ হয়, তাহার সকলই সিদ্ধ হয় ॥ ৩১ ॥

ইহ প্রাপ্নোতি লক্ষ্মীঞ্চ নিশ্চলাং লক্ষপৌরুষীং।
পরিপূর্ণমহৈশ্বর্য্যমন্তে যাতি হরেঃ পদং ॥৩২ ॥

ইহলোকে লক্ষপুরুষগামিনী অচলা লক্ষ্মী প্রাপ্ত হয় এবং পরলোকে পরিপূর্ণ মহৈশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীহরিপদ লাভ করে ॥ ৩২ ॥

পুত্রং বিশিষ্টং লভতে হরিভক্তং জিতেন্দ্রিয়ং।
সুসাধ্যাং সুবিনীতাং তাং সুব্রতাঞ্চ পতিব্রতাং ॥ ৩৩ ॥

শ্রীহরিভক্ত, জিতেন্দ্রিয় এবং সুসন্তান লাভ করে। পতিপরায়ণা, ব্রতানুষ্ঠানতৎপরা, এবং নম্রযুক্তা কন্যা লাভ করে ॥৩৩ ॥

প্রজাং ভূমিং যশঃ কীর্ত্তিং বিদ্যাং সকবিতাং লভেৎ।
প্রসূয়তে মহাবন্ধ্যা বর্ষমেকং শৃণোতি চেৎ ॥ ৩৪ ॥

ভূমি, যশ, কীর্ত্তি, বিদ্যা এবং কবিতা এইসকল প্রাপ্ত হয়, এবং প্রকৃষ্ট বন্ধ্যানারীও একবৎসর শ্রবণে সুসন্তানবতী হয় ॥ ৩৪ ॥

গলৎকুষ্ঠী মহারোগী সদ্যো রোগাৎ প্রমুচ্যতে।
ধনী মহাদরিদ্রশ্চ কৃপণঃ সত্যবান্ ভবেৎ ॥
বিপদ্গ্রস্তো রাজবন্ধো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

গলৎকুষ্ঠ ও মহারোগবিশিষ্টব্যক্তি অবিলম্বেই রোগমুক্ত হয়, এবং দরিদ্রব্যক্তি ধনবান্ হয় কৃপণও সত্যবাদী হয়। এবং বিপদগ্রস্ত ও রাজবদ্ধ ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিপদ হইতে মুক্ত হয় ॥৩৫ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্যাস উবাচ।

বরং দত্ত্বা মহাদেবো ভক্ত্যা তং ব্রহ্মণাতিথিং।
পূজাং চকার বেদোক্তাং স্বয়ং বেদবিদাং বরঃ॥ ১॥

শ্রীব্যাসদেব কহিতেছেন। বেদজ্ঞ জনগণশ্রেষ্ঠ পশুপতি নারদকে বর-প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণঅতিথিনারদকে বেদবিধানানুসারে ভক্তিভাবে স্বয়ং পূজা করিলেন॥ ১॥

ভুক্ত্বা পীত্বা মুনিশ্রেষ্ঠো মহাদেবস্য মন্দিরে।
তিষ্ঠন্নুপাসনাং চক্রে পার্ব্বতীপরমেশয়োঃ॥ ২॥

মুনিশ্রেষ্ঠনারদ, মহাদেবের মন্দিরে আহারাদি সমাপন করিয়া পার্ব্বতী ও পরমেশ্বরের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২॥

একদা চিরকালান্তে তমুবাচ মহামুনিং।
মহাদেবঃ সভামধ্যে কৃপয়া চ কৃপানিধিঃ॥ ৩॥

এবম্প্রকারে কিয়দ্দিবসাতীত হইলে, কৃপাসিন্ধু শঙ্কর দয়া করিয়া সভা-মধ্যে মহামুনি নারদকে কহিলেন॥ ৩॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

কিম্বা তে বাঞ্ছিতং বৎস ব্রূহি মাং যদি রোচতে।
বরো দত্তঃ কিমপরং যত্তে মনসি বর্ত্ততে॥ ৪॥

শঙ্কর কহিলেন, হে বৎস! যদি কহিতে বাঞ্ছা থাকে, তবে তোমার অভিলষিত কি তাহা প্রকাশ কর। আমি তোমাকে তোমার অভিমত বরদান করিয়াছি, অন্যঅভিলাষ আর তোমার কি আছে তাহা বল॥৪॥

মহাদেববচঃ শ্রুত্বা তমুবাচ মহামুনিঃ।
কৈলাসে চ সভামধ্যে যত্তন্মনসি বাঞ্ছিতং॥ ৫॥

কৈলাসস্থ সমাজস্থলে দেবাগ্রগণ্য পশুপতির এই কথা শ্রবণ করিয়া নারদ ঋষি মনোবাঞ্ছিত কথা কহিলেন ॥ ৫ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

জ্ঞানমাধ্যাত্মিকং নাম বেদসারং মনোহরং।
হরিভক্তিপ্রদং জ্ঞানং মুক্তিদং জ্ঞানমীপ্সিতং ॥ ৬ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন, বেদের সারভূত রমণীয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাহা শ্রীহরি-ভক্তিপ্রদ ও অভীপ্সিত মুক্তিপ্রদায়ক হয় ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তং চ যজ্জ্ঞানং জ্ঞানং যৎসিদ্ধিদং তথা ॥
সংসারবিষয়জ্ঞানমেব পঞ্চবিধং স্মৃতং ॥ ৭ ॥

যোগসংযুক্তজ্ঞান, যে জ্ঞান সিদ্ধিপ্রদ জ্ঞান আর সংসারবিষয়ক জ্ঞান এই পাঁচপ্রকার জ্ঞান হয় ॥ ৭ ॥

আশ্রমাণাং সমাচারং তেষাং ধর্ম্মং পরিষ্কৃতং।
বিধবানাঞ্চ ভিক্ষুণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং ॥ ৮ ॥

আশ্রমসমূহের ব্যবহার ও তাহাদের পরিমল ধর্ম্ম, আর বিধবা, ভিক্ষুক যতী ও ব্রহ্মচারীদিগের আচার ও অতি বিশুদ্ধ ॥ ৮ ॥

পূজাবিধানং কৃষ্ণস্য তৎস্তোত্রং কবচং মনুং।
পুরশ্চর্য্যাবিধানঞ্চ সর্ব্বাহ্নিকমভীপ্সিতং ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পূজাবিধান, ও তাঁহার প্রাত্যহিক স্তব, মন্ত্র এবং বাঞ্ছিত পুরশ্চরণ বিধান ॥ ৯ ॥

জীবকর্ম্মবিপাকঞ্চ কর্ম্মমূলনিকৃন্তনং।
সংসারবাসনাং কাং বা লক্ষণং প্রকৃতীশয়োঃ ॥ ১০ ॥

জীবের কার্য্য পশ্চাৎ কার্য্যের মূলচ্ছেদন. সংসারবাসনা এবং প্রকৃতি-পুরুষের লক্ষণ ॥ ১০ ॥

তয়োঃ পরং বা কিং বস্তু তত্ত্বাবতারবর্ণনং।
কো বা তদংশঃ কঃ পূর্ণঃ পরিপূর্ণতমশ্চ কঃ ॥ ১১ ॥

তাঁহাদের পর কি বস্তু ? এবং তাহার অবতারবর্ণনা কি? তাহার আত্মার পূর্ণ কে ? এবং কেই বা পূর্ণতম হয়েন ? ॥ ১১ ॥

নারায়ণর্ষিকবচং সুভদ্র প্রবরায় চ।

যদ্দত্তং কিং তদেবেশ তদারাধ্যং প্রযত্নতঃ ॥ ১২ ॥

সুভদ্রব্রাহ্মণকে নারায়ণঋষি যে কবচ দান করিয়াছিলেন,তাহাই বা কি ? এবং তাহার আরাধ্য কে ? ॥ ১২ ॥

ময়া জ্ঞানমনাপৃষ্টং যদ্যদস্তি সুরোত্তম।

তন্মে কথয় তত্ত্বেন মামেবানুগ্রহং কুরু ॥ ১৩ ॥

হে সুরবর ! আমি যাহা তোমায় জিজ্ঞাসা করিলাম, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সকল জ্ঞান আছে তাহা আমায় কৃপা করিয়া বলুন ॥ ১৩ ॥

গুরোশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাৎ জ্ঞানং স্যান্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ ॥

তত্তন্ত্রং স চ মন্ত্রঃ স্যাদ্যতো ভক্তিরধোক্ষজে ॥ ১৪ ॥

গুরুজ্ঞানদ্বারা মন্ত্র ও তন্ত্রের জ্ঞান জন্মে, এবং তন্ত্র শব্দবাচ্য হয় ও তাহাকেই মন্ত্র কহা যায় যাহাতে হরিভক্তি জন্মে ॥ ১৪ ॥

জ্ঞানং স্যাদ্বিদুষাং কিঞ্চিৎ বেদব্যাখ্যানচিন্তয়া।

স্বয়ং ভবান্ বেদকর্ত্তা জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ১৫ ॥

সুধী জনগণের বেদব্যাখ্যা ও বেদচিন্তায় কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানলাভ হয়, আপনি স্বয়ং বেদকর্ত্তা, এবং জ্ঞানের অধিষ্ঠানকর্ত্তা দেবতাস্বরূপ ॥ ১৫ ॥

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা সস্মিতঃ পার্ব্বতীপতিঃ।

নিরীক্ষ্য পার্ব্বতীবক্ত্রং গজবক্ত্রমুবাচ সঃ ॥১৬ ॥

নারদের বাক্য শ্রবণ করিয়া, পঞ্চানন বিস্ময়াপন্ন হইয়া গৌরীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গণপতিকে কহিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অহো অনন্তদাসানাং মাহাত্ম্যং পরমাদ্ভুতং।

কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিং যে চ শঙ্করেঃ পদে ॥ ১৭ ॥

মহাদেব কহিলেন, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা হরিচরণে ভক্তি করে সেই বৈষ্ণবগণের মহিমা অতিশয় আশ্চর্য্য ॥ ১৭ ॥

পদ্মনাভপাদপদ্মং পদ্মাপাদ্মেশ্বরার্চ্চিতং।
দিবানিশং যে ধ্যায়ন্তি শেষাদিসুরবন্দিতং ॥ ১৮ ॥

পদ্মা কমলাসনও মহাদেবের অর্চ্চিত এবং শেষাদি সুরগণ কর্ত্তৃক বন্দিত, পদ্মনাভের পাদপদ্ম যাঁহারা অহোরাত্র ধ্যান করিতেছে, সেই বৈষ্ণবদিগের মহিমা অত্যদ্ভুত হয় ॥ ১৮ ॥

আলাপং গাত্রসংস্পর্শং পাদরেণুমভীপ্সিতং।
বাঞ্ছন্ত্যেব হি তীর্থানি বসুধা চাত্মশুদ্ধয়ে ॥১৯॥

তীর্থসমূহ এবং ভূমণ্ডল নিজ নিজ শুদ্ধির জন্য বৈষ্ণবের সহিত পরিচয়, তাহাদের গাত্রস্পর্শ এবং পদরজ বাঞ্ছা করে ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকানাং শুদ্ধং পাদোদকং সুত।
পুনাতি সর্ব্বতীর্থানি বসুধামপি পার্ব্বতি ॥ ২০ ॥

হে বৎস গণেশ ! অয়ি পার্ব্বতি ! কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকদিগের বিশুদ্ধ পাদোদক তীর্থ সকলকে এবং পৃথিবীকে বিশুদ্ধ করেন ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণমন্ত্রো দ্বিজমুখাদ্যস্য কর্ণং প্রয়াতি চ।
তং বৈষ্ণবং জগৎপূতং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ॥ ২১ ॥

বিপ্রমুখোচ্চারিত কৃষ্ণমন্ত্র যাহার শ্রবণকুহরে প্রবেশ করে তাহাকেই পুরাবিৎসুধীগণেরা জগৎপাবন বৈষ্ণব কহেন ॥২১ ॥

মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণাত্মকঃ।
পুনাতি লীলামাত্রেণ পুরুষাণাং শতং শতং ॥ ২২ ॥

মনুষ্য কৃষ্ণমন্ত্রগ্রহণমাত্র নারায়ণতুল্য হইয়া নির্ব্বিঘ্নে আপনার শতপুরুষদিগকে উদ্ধার করে ॥ ২২ ॥

যজ্জন্মমাত্রাৎ পূতশ্চ তৎপিতৄণাং শতং শতং।
প্রয়াতি সদ্যো গোলোকং কর্ম্মভোগাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ২৩ ॥

যাহার জন্মমাত্রেই শত শত পিতৃপুরুষ পবিত্র হয়, এবং কর্ম্মভোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া সদ্য বৈকুণ্ঠধামে গমন করে ॥ ২৩ ॥

মাতামহাদিকান্ সপ্ত জন্মমাত্রাৎ সমুদ্ধরেৎ।
যৎকন্যাং প্রতিগৃহ্লাতি তস্য সপ্তাবলীলয়া॥ ২৪॥

জন্মমাত্র মাতামহ বংশের সপ্তপুরুষকে উদ্ধার করে এবং সে যাহার কন্যার সহিত পাণিগ্রহণ করিবে, তাহারও সপ্তপুরুষকে অনায়াসে উদ্ধার করিবে॥ ২৪॥

মাতরং তৎপ্রসূং ভার্য্যাং পুত্রাংশ্চ সপ্তপূরুষং।
ভ্রাতরং ভগিনীং কন্যাং কৃষ্ণভক্তঃ সমুদ্ধরেৎ॥ ২৫॥

শ্রীকৃষ্ণভক্ত ব্যক্তি মাতা, মাতামহী, ভার্য্যা, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে সপ্তপুরুষ, ভাই, ভগিনী ও কন্যাকে উদ্ধার করে॥ ২৫॥

স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
ফলং স লেভে পূজানাং ব্রতী সর্ব্বব্রতেষু চ॥ ২৬॥

এবং সেই ব্যক্তি সর্ব্বতীর্থে স্নাত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত, সর্ব্বব্রতে ব্রতী হয় ও সমস্ত পূজার ফল লাভ করে॥ ২৬॥

বিষ্ণুমন্ত্রং যো লভেচ্চ বৈষ্ণবাচ্চা দ্বিজোত্তমাৎ।
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৭॥

যে জন শ্রীবিষ্ণুভক্ত, দ্বিজোত্তমের সমীপ হইতে শ্রীবিষ্ণু মন্ত্র লাভ করে, সে কোটিজন্মার্জ্জিত কলুষরাশি হইতে বিমুক্ত হয়, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ২৭॥

কৃষ্ণমন্ত্রোপাসকানাং সদ্যো দর্শনমাত্রতঃ।
শতজন্মার্জ্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৮॥

শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রোপাসকজনগণের দর্শনমাত্র শতজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে সদ্য-মুক্ত হয় তাহার সন্দেহ নাই॥ ২৮॥

বৈষ্ণবাদ্দর্শনেনৈব স্পর্শনেন চ পার্ব্বতি।
সদ্যঃ পূতং জলং বহ্নির্জগৎ পূতঃ সমীরণঃ॥ ২৯॥

হে পার্ব্বতি! বৈষ্ণবের দর্শনে এবং স্পর্শনে জল, বহ্নি, জগৎ এবং সমীরণ সদ্য পবিত্র হয়॥ ২৯॥

দর্শনং বৈষ্ণবানাঞ্চ দেবা বাঞ্ছন্তি নিত্যশঃ।
ন বৈষ্ণবাৎ পরঃ পূতো বিশ্বেষু নিখিলেষু চ ॥ ৩০ ॥

বৈষ্ণবগণের দর্শন দেবতারা প্রতিক্ষণে বাঞ্ছা করেন, অখিল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বৈষ্ণবাপেক্ষা পবিত্রবস্তু আর কিছুই নাই॥ ৩০ ॥

ইত্যুক্ত্বা শঙ্করঃ শীঘ্রং নারদেন সহাত্মজঃ।
যযৌ মন্দাকিনীতীরং নীরং ক্ষীরোপমং পরং ॥ ৩১

এই কথা কহিয়া স্বয়ম্ভু মহাদেব নারদ সহিত ক্ষীরসদৃশ সলিল—বিশিষ্ট মন্দাকিনীকূলে গমন করিলেন॥ ৩১ ॥

তত্র স্নাতো মহাদেবো নারদশ্চ মহামুনিঃ।
সমাচান্তঃ শুচিস্তত্র ধৃত্বা ধৌতে চ বাসসী ॥ ৩২ ॥

তথায় মহাদেব ও মহামুনি নারদ উভয়ে স্নান করিয়া ধৌতবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক আচমন করিয়া পবিত্র হইলেন॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণমন্ত্রং দদৌ তস্মৈ নারদায় মহেশ্বরঃ।
পরং কল্পতরুবরং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং শুক ॥ ৩৩ ॥

হে শুকদেব! মহেশ্বর নারদকে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র প্রদান করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়ক এবং উত্তম কল্পতরুশ্রেষ্ঠ কবচ প্রদান করিলেন॥ ৩৩ ॥

লক্ষ্মীর্মায়াকামবীজং ঙেন্তং কৃষ্ণপদং ততঃ।
জগৎপতিপ্রিয়ান্তঞ্চ মন্ত্ররাজং প্রকীর্ত্তিতং ॥৩৪ ॥

লক্ষ্মী, মায়া, কামবীজ চতুর্থীবিভক্তিযুক্ত কৃষ্ণপদ জগৎপতি প্রিয়ান্তযুক্ত মন্ত্ররাজ নামে খ্যাত পদবী প্রদান করেন॥ ৩৪ ॥

মন্ত্রং গৃহীত্বা স মুনিঃ শিবং কৃত্বা প্রদক্ষিণং।
সপ্তবারান্ নমস্কৃত্য স্বাত্মানং দক্ষিণাং দদৌ ॥ ৩৫ ॥

নারদঋষি এইমন্ত্র গ্রহণ করিয়া মহাদেবকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক সপ্তবার নমস্কার করিয়া, নিজআত্মাকে দক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিলেন॥৩৫॥

তৎপাদপদ্মে বিক্রীতমাজন্ম মস্তকং পরং।
মুনিনা ভক্তিযুক্তেন স্বর্গমন্দাকিনীতটে ॥ ৩৬ ॥

নারদ ভক্তিযোগসহকারে স্বর্গ-মন্দাকিনীতটে শ্রীমহাদেবের চরণারবিন্দে আপন মস্তক আজন্মপর্য্যন্ত বিক্রয় করিলেন ॥ ৩৬ ॥

এতস্মিন্নন্তরে বৎস পুষ্পবৃষ্টি র্ব্বভুব হ।
নারদোপরি তত্রৈব শুশ্রাব দুন্দুভিং মুনিঃ ॥ ৩৭ ॥

হে বৎস! এমন সময় শ্রীনারদের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল, এবং নিরাময় ব্রহ্মলোকে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল, নারদ তাহা শ্রবণ করিলেন ॥৩৭॥

ননর্ত্ত ব্রহ্মণঃ পুত্রো ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে।
ব্রহ্মা জগাম তত্রৈব সুপ্রসন্নশ্চ সস্মিতঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্রহ্মার পুত্র নারদ ঐরূপ হৃষ্টচিত্তে নৃত্য করিতেছে, ব্রহ্মা দেখিয়া সুপ্রসন্নমনে সস্মিতবদনে তথায় আগমন করিলেন ॥ ৩৮ ॥

পুত্রং শুভাশিষং কৃত্বা তুষ্টাব চন্দ্রশেখরং।
শম্ভুশ্চ পূজয়ামাস ব্রহ্মাণমতিথিং তথা ॥
শম্ভুং শুভাশিষং কৃত্বা ব্রহ্মলোকং যযৌ বিধিঃ ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মা নিজপুত্রকে শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক মহাদেবের প্রতি তুষ্ট হইলেন, এবং তথায় শম্ভুও ব্রহ্মাকে অতিথি সৎকারে পূজা করিলেন, তৎপরে ব্রহ্মা শুভাশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে নারদো-
পদেশগ্রহণং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

নারদো হি মহাজ্ঞানী দেবর্ষিব্র্হ্মণঃ সুতঃ।
সর্ব্ববেদবিদাং শ্রেষ্ঠো গরিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠকঃ॥ ১॥

শ্রীশুকদেব কহিতেছেন। ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ সকল বেদপারগ জনের শ্রেষ্ঠ, গুরুতম ও প্রশস্ত এবং মহাজ্ঞানশালী হয়েন॥ ১॥

কথং স নোপদিষ্টশ্চ জ্ঞানহীনো মহামুনিঃ
এতন্মাং বোধয় বিভো সন্দেহভঞ্জনং কুরু॥ ২॥

হে প্রভো! তিনি কি কারণে অশিক্ষিত ছিলেন এবং মহামুনি হইয়াও জ্ঞানহীন ছিলেন, ইহা আমায় বুঝাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করুন॥ ২॥

শ্রীব্যাস উবাচ।

নারদো ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ পুরাকল্পে বভূব সঃ।
সর্ব্বজ্ঞানং দদৌ তস্মৈ বিধাতা জগতামপি॥ ৩॥

শ্রীব্যাসদেব কহিলেন। পূর্ব্বকল্পে শ্রীনারদ ব্রহ্মার সন্তান হইয়া ছিলেন জগতের কর্ত্তা প্রজাপতি শ্রীনারদকে সমস্ত জ্ঞানপ্রদান করিয়াছিলেন॥৩॥

বেদাংশ্চ পাঠয়ামাস বেদাঙ্গান্যপি সুব্রত।
সিদ্ধবিদ্যাং শিল্পবিদ্যাং যোগশাস্ত্রং পুরাণকং॥ ৪॥

হে সুব্রত! বিধাতা তাঁহাকে সমস্ত বেদ বেদাঙ্গ, সিদ্ধবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা যোগশাস্ত্র এবং পুরাণ সমস্তই অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন॥ ৪॥

ভগবানেকদা পুত্রং কথয়ামাস সংসদি।
সৃষ্টিং কুরু মহাভাগ কৃত্বা দারপরিগ্রহং॥ ৫॥

সভামধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা কৃতবিদ্য বিচক্ষণ সন্তানকে আহ্লাদ করিয়া কহিলেন, হে মহাভাগ। তুমি দারপরিগ্রহ করিয়া প্রজা সৃজন কর॥ ৫॥

ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা কোপরক্তান্তলোচনঃ।
উবাচ পিতরং কোপাৎ পরং কৃষ্ণপরায়ণঃ॥ ৬॥

শ্রীকৃষ্ণভক্ত নারদ পিতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কোপে কম্পান্বিত-কলেবর ও সংরক্তনয়ন হইয়া পিতাকে কহিলেন ॥ ৬ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

সর্ব্বেষামপি বন্দ্যানাং পিতা চৈব মহাগুরুঃ।
জ্ঞানদাতুঃ পরো বন্দ্যো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ৭ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন। ভূমণ্ডলে সমস্ত পূজনীয় ব্যক্তির মধ্যে জনক পরম-গুরু, জ্ঞানদাতা অপেক্ষাও বন্দনীয়, অতএব পিতৃতুল্য বন্দনীয় ব্যক্তি আর নাই ও হইবেক না ॥ ৭ ॥

স্তনদাত্রী গর্ব্বধাত্রী স্নেহকর্ত্রী সদাম্বিকা।
জন্মদাতান্নদাতা স্যাৎ স্নেহকর্ত্তা পিতা সদা ॥ ৮ ॥

সতত স্তনদাত্রী, গর্ব্বধারিণী, স্নেহকর্ত্রী মাতা হয়েন, আর জন্মদাতা অন্ন-দাতা ও স্নেহকর্ত্তা পিতা হয়েন ॥ ৮ ॥

ন ক্ষমৌ তৌ চ পিতরৌ পুত্রস্য কর্ম্ম খণ্ডিতুং।
করোতি সদ্গুরুঃ শিষ্যকর্ম্মমূলনিকৃন্তনং ॥ ৯ ॥

সেই পিতা ও মাতা সন্তানের কর্ম্মমূল চ্ছেদন করিতে পারেন না, সদ্-গুরুই কেবল শিষ্যের কর্ম্মমূল চ্ছেদন করেন ॥৯ ॥

গুরুশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাৎ জ্ঞানং স্যান্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ।
তত্তন্ত্রং স চ মন্ত্রশ্চ কৃষ্ণভক্তির্যতো ভবেৎ ॥ ১০ ॥

জ্ঞানোপদেশদ্বারা গুরু হন, মন্ত্রে এবং তন্ত্রে যে জ্ঞান জন্মে তাহাকেই জ্ঞান কহা যায়, এবং তাহাকেই তন্ত্র ও মন্ত্র বলা যায়, যাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির উদয় হয় ॥ ১০ ॥

শ্রীকৃষ্ণবিমুখো ভূত্বা বিষয়ে যস্য মানসং।
বিষমত্ত্যমৃতং ত্যক্ত্বা স চ মূঢ়ো নরাধমঃ ॥ ১১ ॥

যে শ্রীকৃষ্ণবিমুখ হইয়া যাহার মন বিষয় আকাঙ্ক্ষাভোগে আসক্ত হয় সেই নিতান্ত মূঢ় ও নরাধম, যেমন অমৃত পরিত্যাগ করিয়া বিষভক্ষণ করে ॥ ১১ ॥

স গুরুঃ স পিতা বন্দ্যঃ সা মাতা স পতিঃ সুতঃ।
যো দদাতি হরৌ ভক্তিং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনীং ॥ ১২ ॥

তিনিই গুরু, তিনিই পিতা, তিনিই বরণীয় তিনিই মাতা তিনিই পতি, সেই সন্তান, যিনি কর্ম্মচ্ছেদিনী হরিভক্তি প্রদান করেন॥ ১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণভজনং তাত সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলং।
কর্ম্মোপভোগরোগাণামৌষধং তন্নিকৃন্তনং॥ ১৩॥

হে পিতঃ! সকল মঙ্গলের মঙ্গলকারক শ্রীকৃষ্ণের ভজনই কর্ম্মোপভোগরূপ যে রোগ তাহার বিনাশে ঔষধি স্বরূপ হয়েন॥ ১৩ ॥

অহো জগদ্বিধাতুশ্চ ধর্ম্মশাস্তুরিয়ং মতিঃ।
স্বয়ং মায়ামোহিতশ্চ পরং ভ্রষ্টং করোতি চ॥ ১৪॥

হায়! জগদ্বিধাতা ধর্ম্মশাসনকর্ত্তার এরূপ বুদ্ধি যে আপনি মায়ায় মোহিত হইয়া অপরকেও মোহিত করেন॥ ১৪ ॥

বিষ্ণুস্ত্বাং মোহিতং কৃত্বা যুযোজ স্রষ্টুমীশ্বরঃ।
ন দদৌ স্বাত্মভক্তিং তাং স্বদাস্যং চাতিদুর্লভং॥ ১৫॥

বিষ্ণু, আপনাকে আপনার মায়ায় মোহিত করিয়া সৃজন করিতে নিয়োজিত করিয়াছেন, তথাপি অতিদুর্লভ দাস্যরূপ আত্মভক্তি প্রদান করেন নাই॥ ১৫ ॥

মাতা দদাতি পুত্রায় মোদকং ক্ষুন্নিবারকং।
স চ বালো ন জানাতি কথং ভূতঞ্চ মোদকং॥ ১৬॥

যেমন মাতা ক্ষুধার শান্তিকারক মোদক পুত্রকে প্রদান করেন, কিন্তু সেই বালক সেই মোদক কি প্রকার তাহা জানে না॥ ১৬ ॥

বালকং বঞ্চনং কৃত্বা মিষ্টং দ্রব্যং প্রদায় সঃ।
পিতা প্রয়াতি কার্য্যার্থং বিষ্ণুনা মোহিতস্তথা॥১৭॥

পিতা মিষ্টদ্রব্য প্রদান করত বালককে প্রবঞ্চনা করিয়া নিজ কার্য্যশেষ করণার্থে প্রস্থান করেন শ্রীবিষ্ণু ও সেইরূপ মায়ায় মোহিত করিয়া প্রবঞ্চনা করেন॥ ১৭ ॥

সংসারকূপপতিতো বিষ্ণুনা প্রেরিতো ভবান্।
ন যুক্তং পতনং তত্র তদুদ্ধারমভীপ্সিতং॥ ১৮॥

আপনি শ্রীবিষ্ণুকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া সংসারকূপে নিপতিত হইয়াছেন তথায় পতিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে? তথা হইতে উত্থিত হওয়াই প্রার্থনীয়॥ ১৮ ॥

জ্ঞানী গুরুশ্চ বলবান্ ভবাব্ধেঃ শিষ্যমুদ্ধরেৎ।
গুরুঃ স্বয়মসিদ্ধশ্চ দুর্ব্বলঃ কথমুদ্ধরেৎ ॥ ১৯ ॥

জ্ঞানী গুরু বলবান তিনি সংসারার্ণবে পতিত শিষ্যকে উদ্ধার করেন। যে স্বয়ং অসিদ্ধ দুর্ব্বল গুরু তিনি কি প্রকারে শিষ্যকে উদ্ধার করিবেন॥১৯॥

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ ২০ ॥

গর্ব্বিত ও কার্য্যাকার্য্যানভিজ্ঞ উৎপথগামী গুরুকে পরিত্যাগ করিতে বিধান আছে॥ ২০ ॥

স গুরুঃ পরমো বৈরী যো দদাতি হ্যসম্মতিং।
তং নমস্কৃত্য সৎশিষ্যঃ প্রযাতি জ্ঞানদং গুরুং ॥ ২১ ॥

সেই গুরুকে মহাশত্রুমধ্যে গণনা করিবেক, যিনি কুজ্ঞান প্রদান করেন, অতএব সৎশিষ্য তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জ্ঞানদ গুরুকে সেবা করিবেক॥২১॥

সংসারবিষয়োন্মত্তো গুরুরার্ত্তঃ স্বকর্ম্মণি।
দুর্ব্বলো দুর্ব্বহং ভারং দদাতি জনকায় চ ॥ ২২ ॥

সংসার—বিষয়োন্মত্ত স্বকর্ম্মাক্ষম, দুর্ব্বল গুরু আপন পিতাকেও দুর্ব্বহ ভার প্রদান করেন॥ ২২ ॥

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা ক্রুদ্ধঃ পুত্রমুবাচ সঃ।
কম্পিতঃ তমসা ধাতা কোপরক্তাস্যলোচনঃ ॥ ২৩ ॥

নারদের এইরূপ বাক্য শ্রবণে বিধাতা কোপে কম্পবান এবং চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া পুত্রকে কহিলেন॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

জ্ঞানস্তে ভবতু ভ্রষ্টং স্ত্রীজিতো ভব পামর।
সর্ব্বজাতিষু গন্ধর্ব্বঃ কামী সোঽপি ভবান্ ভব ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন। রে পামর! তোর জ্ঞান ভ্রষ্ট হউক, স্ত্রীর বশীভূত হও, সকল জাতির মধ্যে গন্ধর্ব্ব কামী হয়, তদ্রূপ তুমি হও॥ ২৪॥

পঞ্চাশৎকামিনীনাঞ্চ স্বয়ং ভর্ত্তা ভবাচিরাৎ।
তাসাং বশশ্চ সততং স্ত্রীণাং ক্রীড়ামৃগো যথা॥ ২৫॥

অচিরে পঞ্চাশৎ কামিনীগণের একেশ্বর স্বামী হও, এবং ক্রীড়িত মৃগের ন্যায় সেই সমস্ত কামিনীর বশবর্ত্তী হও॥ ২৫॥

শৃঙ্গারশূরো ভব রে শশ্বৎসুস্থিরযৌবনঃ।
তাসাং নিত্যযৌবনানাং সুন্দরীণাং প্রিয়ো ভব॥ ২৬॥

রে পামর! স্থিরযৌবন হইয়া নিরন্তর শৃঙ্গারতৎপর হও এবং স্থির-যৌবনা সেই রমণীগণের নিত্য প্রিয় হও॥ ২৬॥

কামবাধ্যো ভব চিরং দিব্যবর্ষসহস্রকং।
নির্জ্জনে নির্জ্জনে রম্যে বনে ক্রীড়াং করিষ্যসি॥ ২৭॥

দেবতাদের সহস্রবৎসর ব্যাপিয়া কামের বশতাপন্ন হও, নির্জ্জন স্থানে, রম্য প্রদেশে ও বনভূমিতে ক্রীড়া কর॥ ২৭॥

ততো বর্ষসহস্রান্তে ময়া শপ্তঃ স্বকর্ম্মণা।
বিপ্রদাস্যাস্তু শূদ্রায়াং জনিষ্যসি ন সংশয়ঃ॥ ২৮॥

অনন্তর বর্ষসহস্র পরিসমাপ্ত হইলে নিজ কর্ম্মানুসারে আমার শাপ-প্রভাবে বিপ্রদাসী শূদ্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই॥ ২৮॥

ততো বৈষ্ণবসংসর্গাৎ বিষ্ণোরুচ্ছিষ্টভোজনাৎ।
বিষ্ণুমন্ত্রপ্রসাদেন বিষ্ণুমায়াবিমোহিতঃ॥ ২৯॥

পরে বৈষ্ণব—সংসর্গে, বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট-ভোজনে এবং বিষ্ণুমন্ত্র প্রসাদে বিষ্ণুমায়া হইতে বিমোহিত হইবে॥ ২৯॥

তাতস্য বচনং শ্রুত্বা চুকোপ নারদো মুনিঃ।
শশাপ পিতরং শীঘ্রং দারুণঞ্চ যথোচিতং॥ ৩০॥

নারদ, পিতার এই প্রকার বচন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং ত্বরায় পিতাকে যথোচিত দারুণ অভিশাপ দিলেন॥ ৩০॥

অপূজ্যো ভব দুষ্ট ত্বং ত্বন্মন্ত্রোপাসকঃ কুতঃ।
অগম্যাগমনেচ্ছা তে ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩১॥

হে দুষ্ট! তুমি জগন্মধ্যে অপূজ্য হও, কেহ তোমার মন্ত্রের উপাসক হইবেক না। নিশ্চয় তোমার অগম্যাগমনে অভিলাষ হইবে। ৩১॥

নারদস্য তু শাপেন সোঽপূজ্যো জগতাং বিধিঃ।
দৃষ্ট্বা স্বকন্যারূপঞ্চ পশ্চাদ্ধাবিতবান্ পুরা॥৩২

নারদের শাপে বিধাতা জগতের অপূজ্য হইয়াছেন এবং পূর্ব্বে নিজ তনয়ার রূপে বিমোহিত হইয়া তাহার প্রতি ধাবিত হইয়া ছিলেন॥৩২॥

পুনঃ স্বদেহং তত্যাজ ভর্ৎসিতঃ সনকাদিভিঃ।
লজ্জিতঃ কামযুক্তশ্চপুনর্ব্রহ্মা বভূব সঃ॥ ৩৩॥

সনকাদি ঋষিগণ ভর্ৎসনা করাতে কামুক ব্রহ্মা লজ্জিত হইয়া সেই দেহ রিত্যাগ করিলেন এবং পুনর্ব্বার নূতন ব্রহ্মা হইলেন॥ ৩৩॥

নারদস্তু নমস্কৃত্য পিতরং কমলোদ্ভবং।
বিপ্রদেহং পরিত্যজ্য গন্ধর্ব্বশ্চ বভূব সঃ॥ ৩৪॥

নারদ কমলযোনি পিতাকে প্রণাম করিয়া বিপ্রদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গন্ধর্ব্বদেহ ধারণ করিলেন॥ ৩৪॥

নবযৌবনকালেন বলবান্ মদনোন্মত্তঃ।
জহার কন্যাঃ পঞ্চাশৎ বলাচ্চিত্ররথস্য তু॥ ৩৫॥

নবযৌবন সময়ে অতিশয় বলবান মদনোন্মত্ত হইয়া বলপূর্ব্বক চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব্বের পঞ্চাশৎ কন্যা হরণ করিলেন॥ ৩৫॥

গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন তা উবাহ চ নির্জ্জনে।
মূর্চ্ছাং প্রাপুশ্চ তাঃ কন্যা দৃষ্ট্বা সুন্দরমীশ্বরং॥ ৩৬॥

নিভৃত প্রদেশে গন্ধর্ব্ববিবাহানুসারে তাহাদের পাণিপীড়ন করিলেন সেই কন্যাগণ স্বামীর সৌন্দর্য্য দর্শনে মূর্চ্ছাপন্ন হইল॥ ৩৬॥

বিসস্মরুশ্চ পিতরং মাতরং ভ্রাতরং তথা।
রেমিরে তেন সার্দ্ধঞ্চ কামুক্যঃ কামুকেন চ ॥ ৩৭ ॥

কামুকী কন্যাগণ পিতা, মাতা, ভ্রাতাকে বিস্মৃত হইয়া সেই কামুকী যুবার সহিত সম্ভোগে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

কন্দরে কন্দরে রম্যে রম্যে সুন্দরমন্দিরে।
শৈলে শৈলে সুরহসি কাননে কাননে তথা ॥ ৩৮ ॥

প্রতিকন্দরে, সমস্ত রম্য প্রদেশে, সুন্দর মন্দির মধ্যে, প্রতি পর্ব্বতে, অতি নিভৃত স্থানে এবং সমস্ত কাননে ॥ ৩৮ ॥

পুষ্পোদ্যানে তরূদ্যানে নদ্যাং নদ্যাং নদে নদে।
সরঃশ্রেষ্ঠে সরঃশ্রেষ্ঠে বরে চন্দ্রসরোবরে ॥ ৩৯ ॥

পুষ্পোদ্যানে, তরূদ্যানে, নিখিল নদ নদীতে, সরোবর সমূহে এবং শ্রেষ্ঠ চন্দ্রসরোবরে ॥ ৩৯ ॥

সুরেশস্যাপি নিকটে সুভদ্রস্য তটে তটে।
অগম্যে চ মহাঘোরে গন্ধমাদনগহ্বরে ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্র সন্নিধানে, সুভদ্রতটে, এবং অগম্য ও অতিঘোরতর গন্ধমাদন পর্ব্বতের গহ্বরে ॥ ৪০ ॥

পারিজাততরূণাঞ্চ পুষ্পিতানাং মনোহরে।
তদন্তরে সুন্দরে চামোদিতে পুষ্পবায়ুনা ॥ ৪১ ॥

পুষ্পিত পারিজাত তরুর, পুষ্পগন্ধযুক্ত বায়ুতে ও সুরভিত মধ্য প্রদেশে ॥ ৪১ ॥

মলয়ে নিলয়ে রম্যে সুগন্ধে চন্দনান্বিতে।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গ্যশ্চন্দনাক্তেন কামিনা ॥ ৪২ ॥

সুগন্ধ চন্দন সমন্বিত অতি মনোহর মলয় নিকেতনে,চন্দন-চর্চ্চিত সর্ব্বাঙ্গ সেই কামিনীরা চন্দন বিভূষিত দেহ যুবকের সহিত ॥ ৪২ ॥

রম্যচম্পকশয্যাসু চন্দনাক্তাসু সস্মিতাঃ।
দিবানিশং ন জানন্তি কামিনা সস্মিতেন চ ॥ ৪৩ ॥

চন্দন সিক্ত অতি রমণীয় চম্পক শয্যায় আনন্দনির্ভরে সেই কামুকের সহিত ক্রীড়াযুক্ত হইয়া দিবানিশি জ্ঞানশূন্য হইয়াছিল॥ ৪৩ ॥

বিস্যন্দকে শূরসেনে নন্দনে পুষ্পভদ্রকে।
স্বাহাবনে কাম্যকে চ রম্যকে পারিভদ্রকে॥ ৪৪ ॥

বিস্যন্দকে, শূরসেনে, নন্দনে, পুষ্পভদ্রকে, স্বাহাকাননে, কন্যা-বনে, মনোহর পারিভদ্রকে ॥ ৪৪ ॥

সুরন্ধ্রকে গন্ধকে চ সুরন্ধ্রে পুণ্ড্রকেঽপি চ।
কালঞ্জরে পঞ্জরে চ কাঞ্চীকাঞ্চনকাননে॥ ৪৫ ॥

সুরন্ধ্রকে, গন্ধকে, সুরন্ধ্রে, পুণ্ড্রকে, কালঞ্জরে, পঞ্জরে, কাঞ্চীকাঞ্চন-কাননে॥ ৪৫ ॥

মধুমাধবমাসে চ মধুরে মধুকাননে।
বনে কল্পতরূণাঞ্চ বিশ্বকারুকৃতস্থলে॥ ৪৬ ॥

মধুমাধবমাসে মধুর মধুকাননে, এবং বিশ্বকর্ম্মার বিরচিত কল্পপাদপ যুক্তপ্রদেশে॥ ৪৬॥

রত্নাকরাণাং নিকরে সুন্দরে সুন্দরান্তরে।
সুবেলে চ সুপার্শ্বে চ প্রবালাঙ্কুরকাননে॥ ৪৭ ॥

সুন্দর মধ্যদেশে এবং অতিমনোহর নিখিল রত্নাকর সুবেল সুপার্শ্ব বিশিষ্ট-প্রবালাঙ্কুরকাননে॥ ৭৪॥

মন্দারে মন্দিরে পূরে গান্ধারে চ যুগন্ধরে।
বনে কেলিকদম্বানাং কেতকীনাং মনোহরে॥ ৪৮ ॥

মন্দার মন্দিরেও পূরে, গান্ধারে, যুগন্ধরে কেলিকদম্ব ও কেতকী সমূহের অতি মনোহর কাননে॥ ৪৮॥

মাধবীমালতীনাঞ্চ যূথিকানাং বনে বনে।
চম্পকানাং পলাশানাং কুন্দানাং বিপিনে তথা॥ ৪৯ ॥

মাধবী, মালতী ও যূথিকাবনে চম্পক পলাশ ও কুন্দবিপিনে॥ ৪৯॥

নাগেশ্বরলবঙ্গানামন্তরে ললিতালয়ে।
কুমুদানাং পঙ্কজানাং পঙ্কিলে কোমলস্থলে ॥ ৫০ ॥

নাগেশ্বর ও লবঙ্গলতার অন্তরালে, অতিমনোহরগৃহে, কুমুদ ও পঙ্কজ পুষ্পের পঙ্কিল কোমল স্থলে ॥ ৫০ ॥

স্থলপদ্মপ্রকাশে চ ভূমিচম্পককাননে।
লাঙ্গলীনাং রসালানাং পনসানাং সুখপ্রদে ॥ ৫১ ॥

স্থলপদ্মবনে, ভূমিচম্পকবিপিনে, নারিকেল, রসাল ও পনস বৃক্ষের সুখপ্রদ কাননে ॥ ৫১ ॥

কদলীবদরীণাঞ্চ শ্রীফলানাঞ্চ শ্রীযুতে।
জম্বীরাণাঞ্চ জম্বূনাং করঞ্জানাং তথৈব চ ॥ ৫২ ॥

কদলী, বদরী ও শ্রীফল সমূহে অতিশয় সুশোভিত স্থানে, জম্বীর ও জম্বু ও করঞ্জকাননে ॥ ৫২ ॥

কৃত্বা বিহারং তাভিশ্চ গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ।
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ স্বাশ্রমং পুনরাযযৌ ॥ ৫৩ ॥

উপবর্হণনামক গন্ধর্ব্ব হইয়া সেই সকল কামিনীর সহিত বিহার করতঃ দিব্য বর্ষসহস্র কাল অতিবাহিত করিয়া পুনরায় নিজ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

শ্রুত্বা বিধাতুরাহ্বানং পুষ্করঞ্চ যযৌ পুনঃ।
দদর্শ তত্র ব্রহ্মাণং রত্নসিংহাসনস্থিতং ॥ ৫৪ ॥

তথায় উপস্থিত হওয়ারপর ব্রহ্মাকর্ত্তৃক আহূত হইয়া পুষ্করে গমন করিলেন, সেখানে রত্নসিংহাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকে দর্শন করিলেন ॥ ৫৪ ॥

দেবেন্দ্রৈশ্চাপি সিদ্ধেন্দ্রৈর্মুনীন্দ্রৈঃ সনকাদিভিঃ।
সমাবৃতং সভায়াঞ্চ রক্ষোগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মা, সভামধ্যে দেবেন্দ্র, সিদ্ধেন্দ্র, সনকপ্রভৃতি মুনীন্দ্র এবং রক্ষ গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণে পরিবৃত হইয়া অবস্থিত আছেন ॥ ৫৫ ॥

সুশোভিতং যথা চন্দ্রং গগনে ভগণৈঃ সহ।
প্রণনাম সভামধ্যে তাভিঃ সার্দ্ধং জগদ্বিধিং॥ ৫৬॥

নক্ষত্রমণ্ডলে পরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় শোভাশালী জগদ্বিধাতাকে এবং সেই সমস্ত সভাস্থিত ব্যক্তিদিগকে প্রণাম করিলেন॥ ৫৬॥

মহেশঞ্চ গণেশঞ্চ ধনেশং শেষমীশ্বরং।
ধর্ম্মং ধন্বন্তরিং স্কন্দং সূর্য্যসোমহুতাশনং॥ ৫৭॥

মহেশ, গণেশ, ধনেশ, শেষ, ঈশ্বর, ধর্ম্ম, ধন্বন্তরি, স্কন্দ, সূর্য্য, চন্দ্র, বহ্নি॥ ৫৭॥

উপেন্দ্রেন্দ্রং বিশ্বকারুং বরুণং পবনং স্মরং।
যমমষ্টৌবসূন্ রুদ্রান্ জয়ন্তং নলকুবরং॥ ৫৮॥

উপেন্দ্রেন্দ্র, বিশ্বকর্ম্মা, বরুণ, পবন, স্মর, যম, অষ্টবসু রুদ্রগণ, জয়ন্ত, নলকুবর॥ ৫৮॥

সর্ব্বান্ দেবান্ নমস্কৃত্য ননাম মুনিপুঙ্গবং।
অগস্ত্যঞ্চ পুলস্ত্যঞ্চ পুলহঞ্চ প্রচেতসং॥ ৫৯॥

ইত্যাদি অখিল দেবতাদিগকে নমস্কার করিয়া মুনিবর অগস্ত্য, পুলস্ত্য, পুলহ, প্রচেতারে প্রণাম করিলেন॥ ৫৯॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠং বশিষ্ঠঞ্চ দক্ষঞ্চ কর্দ্দমং তথা।
সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ তৃতীয়ঞ্চ সনাতনং॥ ৬০॥

এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ, দক্ষ, কর্দ্দম, সনক, সনন্দ, তৃতীয়, সনাতন॥ ৬০॥

সনৎকুমারং যোগীশং জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুং।
বোঢ়ুং পঞ্চশিখং শঙ্খং ভৃগুমঙ্গিরসং তথা॥ ৬১॥

যোগীশ্বর এবং জ্ঞানীমধ্যে গুরুতম সনৎকুমার, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, শঙ্খ, ভৃগু, অঙ্গিরা॥ ৬১॥

আসুরিং কপিলং কৌৎসং ক্রতুং নারায়ণং নরং।
মরীচিং কশ্যপং কণ্বং ব্যাসং দুর্ব্বাসসং কবিং॥ ৬২॥

আসুরি, কপিল, কৌৎস, ক্রতু, নারায়ণ, নর, মরীচি, কশ্যপ, কণ্, ব্যাস, দুর্ব্বাসা, এবং কবি ॥ ৬২ ॥

বৃহস্পতিঞ্চ চ্যবনং মার্কণ্ডেয়ঞ্চ লোমশং।
বাল্মীকিং পরশুরামঞ্চ সম্বর্ত্তঞ্চ বিভাণ্ডকং ॥ ৬৩ ॥

বৃহস্পতি, চ্যবন, মার্কণ্ডেয়, লোমশ, বাল্মীকি, পরশুরাম, সম্বর্ত্ত এবং বিভাণ্ডক ॥ ৬৩ ॥

দেবলঞ্চ বামদেবমৃষ্যশৃঙ্গং পরাশরং।
এতান্ সর্ব্বান্ নমস্কৃত্য তস্থৌ স পুরতো বিধেঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবল, বামদেব, ঋষ্যশৃঙ্গ, পরাশর, প্রভৃতি ঋষিদিগকে নমস্কার করিয়া ব্রহ্মার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৬৪ ॥

তুষ্টাব সর্ব্বান্ দেবাংশ্চ মুনীন্দ্রাংশ্চ তথৈব চ।
তমুবাচ সভামধ্যে বিধাতা জগতামপি ॥
সস্মিতং সুপ্রসন্নশ্চ গন্ধর্ব্বমুপবর্হণং ॥ ৬৫ ॥

দেবতাসকলকে এবং মুনীন্দ্রদিগকে স্তব করিলেন। অনন্তর জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে সভামধ্যে উপবর্হণ নামক গন্ধর্ব্বকে বলিলেন ॥ ৬৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শ্রীকৃষ্ণরসসংগীতং বীণাধ্বনিসমন্বিতং।
কুরু বৎসাধুনাত্রৈব শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সুরাঃ ॥ ৬৬ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন। হে বৎস! এখন বীণাধ্বনির সহিত শ্রীকৃষ্ণের রসময় সংগীত কর, দেবতাসকল ও মুনিগণ শ্রবণ করুন ॥ ৬৬ ॥

গোপীনাং বস্ত্রহরণং পরং রাসমহোৎসবং।
তাভিঃ সার্দ্ধং জলক্রীড়াং হরেরুৎকীর্ত্তনং কুরু ॥ ৬৭ ॥

গোপীগণের বস্ত্রহরণ, রাসমহোৎসব ও তাহাদের সহিত জলক্রীড়া ইত্যাদি হরির উৎকীর্ত্তন কর ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণসংকীর্ত্তনং ভুবং পুনাতি শ্রুতিমাত্রতঃ।
শ্রোতারঞ্চ প্রবক্তারং পুরুষৈঃ সপ্তভিঃ সহ ॥ ৬৮ ॥

কৃষ্ণসংকীর্ত্তন শ্রবণমাত্র শ্রোতা এবং বক্তা উভয়কে সপ্তপুরুষের সহিত পবিত্র করে॥ ৬৮॥

যত্রৈব প্রভবেদ্বৎস তন্নামগুণকীর্ত্তনং।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি পুণ্যানি মঙ্গলানি চ॥ ৬৯॥

হে বৎস! যে স্থানে হরির নাম ও গুণ কীর্ত্তন হয় তথায় পবিত্রজনক ও মঙ্গলকর তীর্থ সকল বর্ত্তমান থাকে॥ ৬৯॥

তৎকীর্ত্তনধ্বনিং শ্রুত্বা সর্ব্বাণি পাতকানি চ।
দূরাদেব পলায়ন্তে বৈনতেয়মিবোরগাঃ॥ ৭০॥

ভুজঙ্গগণ গরুড়ের দর্শনে যেরূপ পলায়ন করে, তদ্রূপ পাতক সকল হরিসংকীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সুদূরে প্রস্থান করে॥ ৭০॥

তদ্দিনং সফলং ধন্যং যশস্যং সর্ব্বমঙ্গলং।
শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনং যত্র তত্রৈব নাস্তুযোব্যয়ঃ॥ ৭১॥

সেই দিনই সার্থক, ধন্য, যশস্য, যে দিবসে হরি সংকীর্ত্তন হয় তথায় কৃতান্তেরও অধিকার নাই॥ ৭১॥

সংকীর্ত্তনধ্বনিং শ্রুত্বা যে চ নৃত্যন্তি বৈষ্ণবাঃ।
তেষাং পাদরজঃস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা॥ ৭২॥

সংকীর্ত্তনধ্বনি শ্রবণে যে সকল বৈষ্ণব আনন্দে নৃত্য করে তাহাদের পদরজঃ স্পর্শ করিয়া পৃথিবী তৎক্ষণাৎ পবিত্র হন॥ ৭২॥

তৎকীর্ত্তনং ভবেদ্‌যত্র কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
স্থানং তচ্চ ভবেত্তীর্থং মৃতানাং তত্র মুক্তিদং॥ ৭৩॥

যেস্থানে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের নাম সংকীর্ত্তন হয় সে স্থান তীর্থ হইয়া মৃতব্যক্তিগণে মুক্তি প্রদান করে॥ ৭৩॥

নাত্র পাপানি তিষ্ঠন্তি পুণ্যানি সুস্থিরাণি চ।
তপস্বিনাঞ্চ ব্রতিনাং ব্রতানাং তপসাং স্থলং॥ ৭৪॥

তথায় পাপসকল অবস্থিত করিতে পারে না, যথায় পুণ্যপুঞ্জ সুস্থির হইয়া বিরাজমান হয়, এবং সেইস্থানে তপস্বী ও ব্রতীগণের তপস্যা ও ব্রতের স্থান হইয়া উঠে॥ ৭৪॥

বর্ত্ততে পাপিনাং দেহে পাপানি ত্রিবিধানি চ ।
মহাপাপোপপাপাতি-পাপান্যেব স্মৃতানি চ ॥ ৭৫ ॥

পাপীদিগের দেহে মহাপাপ উপপাপ এবং অতিপাপ এই ত্রিবিধ পাপ অবস্থিতি করে ॥ ৭৫ ॥

হন্তা যো বিপ্রভিক্ষূণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং ।
স্ত্রীণাঞ্চ বৈষ্ণবানাঞ্চ স মহাপাতকী স্মৃতঃ ॥ ৭৬ ॥

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, যতি, ব্রহ্মচারী, স্ত্রী, এবং বৈষ্ণব গণের প্রাণ বিনাশ করে তাহাকে মহাপাতকী বলে ॥ ৭৬ ॥

ভ্রূণঘ্নশ্চাপি গোঘ্নশ্চ শূদ্রঘ্নশ্চ কৃতঘ্নকঃ ।
বিশ্বাসঘাতী বিড্‌ভোজী স এব হ্যপপাতকী ॥ ৭৭ ॥

যে ব্যক্তি ভ্রূণহত্যা, গোবধ ও শূদ্র বধ করে, কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতী হয়, এবং বিষ্ঠাভক্ষণ করে তাহাকে উপপাতকী বলে ॥ ৭৭ ॥

অগম্যাগামিনো যে চ সুরবিপ্রস্বহারিণঃ ।
অতিপাতকিনশ্চৈতে বেদবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৭৮ ॥

যাহারা অগম্যা গমন করে এবং দেবতার ও ব্রাহ্মণের ধন হরণ করে তাহাদিগকে বিদ্বানেরা অতিপাতকী বলেন ॥ ৭৮ ॥

কৃষ্ণসংকীর্ত্তনধ্যানাত্তন্মন্ত্রগ্রহণাদহো ।
মুচ্যন্তে পাতকৈস্তৈস্তে পাপিনস্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৭৯ ॥

কিন্তু কি চমৎকার এই ত্রিবিধ পাতকীই কৃষ্ণসংকীর্ত্তন কৃষ্ণধ্যান এবং কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই সেই সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয় ॥ ৭৯ ॥

তপোযজ্ঞকৃতী পূতস্তীর্থস্নাতব্রতী তথা ।
ভিক্ষুর্যতী ব্রহ্মচারী বাণপ্রস্থশ্চ তাপসঃ ॥ ৮০ ॥

তপস্বী, যাজ্ঞিক, তীর্থস্নায়ী, ব্রতী, ভিক্ষু, যতী, ব্রহ্মচারী, বাণপ্রস্থ তাপস ॥ ৮০ ॥

পবিত্রঃ পরমো বহ্নিঃ সুপবিত্রং জলং তথা ।
এতে সর্ব্বে বৈষ্ণবানাং কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ৮১ ॥

পরম পবিত্র বহ্নি, সুপবিত্র জল ইত্যাদি সমস্ত পাবনদ্রব্য বৈষ্ণবের ষোল কলার একাংশও হয় না ॥ ৮১ ॥

বিষ্ণুপাদোদকোচ্ছিষ্টং ভুঞ্জতে যে চ নিত্যশঃ।
পশ্যন্তি চ শিলাচক্রং পূজাং কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ ॥ ৮২ ॥

এই সংসারে যাহারা প্রত্যহ বিষ্ণুর পাদোদক এবং বিষ্ণুনৈবেদ্য ভোজন করে এবং প্রতিদিন শিলাচক্র দর্শন ও পূজা করে ॥ ৮২ ॥

জীবন্মুক্তাশ্চ তে ধন্যা হরিদাসাশ্চ ভারতে।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য প্রাপ্নুবন্তি ফলং ধ্রুবং ॥ ৮৩॥

তাহারা পদে পদে নিশ্চয় অশ্বমেধের ফলপ্রাপ্ত হয়, অধিক কি ভগবদ্-ভক্তগণই এই ভারতবর্ষে জীবন্মুক্ত হয়েন ॥ ৮৩ ॥

ন হি তেষাং পরাভূতাঃ পুণ্যবন্তো জগৎত্রয়ে।
তেষাঞ্চ পাদরজসা তীর্থং পূতং তথা ধরা ॥ ৮৪ ॥

জগতের মধ্যে তাহাদিগকে অভিভব করে এরূপ পুণ্যবান কেহই নাই, তাহাদের পদধূলি দ্বারা তীর্থ এবং বসুধা পবিত্র হয় ॥ ৮৪ ॥

তেষাঞ্চ দর্শনং স্পর্শং বাঞ্ছন্তি মুনয়ঃ সুরাঃ।
পুরুষাণাং সহস্রঞ্চ পূতং তজ্জন্মমাত্রতঃ ॥ ৮৫ ॥

সুরগণ ও মুনিগণ বৈষ্ণবের দর্শন ও স্পর্শন সর্ব্বদা অভিলাষ করেন। এবং তাহার জন্মমাত্র শতপুরুষ পবিত্র হয় ॥ ৮৫ ॥

ইত্যুক্ত্বা জগতাং ধাতা তত্র তূষ্ণীং বভূব সঃ।
আশ্চর্য্যং মেনিরে শ্রুত্বা দেবাশ্চ মুনয়স্তথা ॥ ৮৬ ॥

এইকথা বলিয়া জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা তূষ্ণীম্ভূত হইলেন, দেবতাগণ ও মুনিগণ শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৮৬ ॥

এতস্মিন্নন্তরে তত্র বিদ্যাধর্য্যঃ সমাগতাঃ।
গন্ধর্ব্বাশ্চাপি বিবিধা ননৃতুঃ কিন্নরা জগুঃ ॥ ৮৭॥

অনন্তর তথায় সমাগত বিদ্যাধরীগণ ও গন্ধর্ব্বসমূহ বহুবিধ বিচিত্র নৃত্য গীত আরম্ভ করিলেন এবং কিন্নরেরা ও গান করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥

রম্ভোর্ব্বশী ঘৃতাচী চ মেনকা চ তিলোত্তমা।

সুধামুখী পূর্ণচিত্তী মোহিনী কলিকা তথা॥ ৮৮॥

উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা, সুধামুখী, পূর্ণচিত্তী, মোহিনী, ও কলিকা॥ ৮৮॥

চম্পাবতী চন্দ্রমুখী পদ্মা পদ্মমুখীতি চ।

এতাশ্চান্যাশ্চ বহ্ব্যশ্চ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাঃ॥ ৮৯॥

চম্পাবতী, চন্দ্রমুখী, পদ্মা, পদ্মমুখী ইত্যাদি সকলে এবং অন্যান্য স্থির যৌবনসম্পন্ন কামিনীগণ॥ ৮৯॥

বৃহন্নিতম্বশ্রোণীকা স্তনভারৈঃ সমানতাঃ।

ঈষদ্ধাস্যাঃ প্রসন্নাস্যাঃ কামার্ত্তাশ্চ সমাযযুঃ॥ ৯০॥

এবং বিস্তৃত নিতম্ব, স্তনভারনতা, সহাস্যবদনা, প্রসন্নবদনা, কামাতুরা কামিনীগণ উপস্থিত হইলেন॥ ৯০॥

বেদজ্ঞা মূর্ত্তিমন্তশ্চ বেদাশ্চত্বার এব চ।

ব্রাহ্মণা ভিক্ষবঃ সিদ্ধা যতয়ো ব্রহ্মচারিণঃ॥ ৯১॥

বৈদিকগণ, মূর্ত্তিমান চারিবেদ, ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু, সিদ্ধ, যতি, ব্রহ্মচারী॥ ৯১॥

সমাযযুস্তথা নন্দা দৈবজ্ঞাঃ স্তুতিপাঠকাঃ।

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী দুর্গা সাবিত্রী রোহিণী রতিঃ॥ ৯২॥

নন্দ, দৈবজ্ঞ, এবং স্তুতিপাঠক অনেক সমাগত হইল। লক্ষ্মী, সরস্বতী, দুর্গা, সাবিত্রী, রোহিণী, রতি॥ ৯২॥

তুলসী পৃথিবী গঙ্গা স্বাহা চ যমুনা তথা।

বারুণী মনসেন্দ্রাণী তাঃ সর্ব্বা দেবযোষিতঃ॥ ৯৩॥

তুলসী, পৃথিবী, গঙ্গা, স্বাহা, যমুনা, বারুণী, মনসা, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি সমস্ত দেবকামিনীগণ॥ ৯৩॥

মুনিপত্ন্যশ্চ গন্ধর্ব্ব্যো হর্ষযুক্তাঃ সমাযযুঃ।

অহো মহোৎসবং দ্রষ্টুং পরমানন্দমানসাঃ॥

বিচিত্রাঞ্চ ব্রহ্মসভাং পুষ্করং তীর্থমাযযুঃ॥ ৯৪॥

এবং মুনিপত্নীগণ গন্ধর্বীগণ সকলে সানন্দমনে আনন্দভরে মহোৎসব, ও ব্রহ্মার বিচিত্র সভা দর্শনার্থ পুষ্করতীর্থে সমাগত হইলেন ॥ ৯৪ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে মহোৎসবারম্ভো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে মহোৎ-সবারম্ভ নামক দশম অধ্যায় ॥ ১০ ॥

———

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্যাস উবাচ।

অথ গন্ধর্ব্বরাজস্তু ভগবানাজ্ঞয়া বিধেঃ।
সঙ্গীতঞ্চ জগৌ অত্র কৃষ্ণরাসমহোৎসবং ॥ ১ ॥

অনন্তর ভগবান্ গন্ধর্ব্বরাজ উপবর্হণ বিধাতার আদেশানুসারে সেই সভাস্থলে কৃষ্ণের রাসমহোৎসব গান আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥

সুষমং তালমানঞ্চ সতানং মধুরং শ্রুতং।
বীণামৃদঙ্গমুরজযুক্তং ধ্বনিসমন্বিতং ॥ ২ ॥

সুশোভন তালমান, সুতান, সুমধুর বীণা, মৃদঙ্গ, মুরজ, ধ্বনি-মিশ্রিত সুস্বর ॥ ২ ॥

রাগিণীযুক্তরাগেণ সময়োক্তেন সুন্দরং।
মাধুর্য্যং মূর্চ্ছনাযুক্তং মনসো হর্ষকারণং ॥ ৩ ॥

রাগিণীযুক্ত সময়োচিত রাগ, মনের উল্লাসকারণ মূর্চ্ছনাযুক্ত মাধুর্য্য ॥ ৩ ॥

বিচিত্রং নৃত্যরুচিরং রূপবেশমনুত্তমং।
লোকানুরাগবীজঞ্চ নাট্যোপযুক্তহস্তকং ॥ ৪ ॥

বিচিত্র রুচির নৃত্য, মনোহররূপ ও উত্তমবেশ, লোকদিগের অনুরাগের বীজস্বরূপ নাট্যোপযুক্ত হস্তাদির চালনা ॥ ৪ ॥

দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়ঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
মূর্চ্ছাং প্রাপুশ্চ সহসা চেতনাঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫ ॥

ইত্যাদি সমস্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া অখিল সুরগণ, সমস্ত মুনিগণ, সকল কামিনীগণ, বারম্বার মূর্চ্ছিত ও চৈতন্যপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

গোপীনাং বস্ত্রহরণং গোপীগণবিলাপনং।
তাভ্যো বস্ত্রপ্রদানঞ্চ সম্মানং বরদানকং ॥ ৬ ॥

গোপীগণের বস্ত্রহরণ, তাহাদের বিলাপ, এবং তাহাদিগকে বস্ত্র- প্রদান, সম্মান এবং বরদান ॥ ৬ ॥

কাত্যায়নীব্রতঞ্চাপি বিপ্রদারান্নভোজনং।
মহেন্দ্রদর্পপূজাদিভঞ্জনং শৈলপূজনং ॥ ৭ ॥

কাত্যায়নীব্রত, বিপ্রপত্নীগণের অন্নভোজন, ইন্দ্রের দর্পচূর্ণ এবং তাঁহার ব্রতাদিকরণ, ও পর্ব্বতের পূজা ॥ ৭ ॥

পুনশ্চ শুশ্রুবুঃ সর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনবর্ণনং।
সম্প্রাপুশ্চ পুনর্ম্মূর্চ্ছাং পুনঃ প্রাপুশ্চ চেতনাং ॥ ৮ ॥

ইত্যাদি শ্রীবৃন্দাবনের বর্ণনা শ্রবণ করিয়া সকলেই পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছাগত এবং চৈতন্যপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

তস্মৈ দদৌ পুরো ব্রহ্মা বহ্নিশুদ্ধাংশুকং পরং।
পরং শুভাশীর্ব্বচনং যত্তন্মানসবাঞ্ছিতং ॥ ৯ ॥

সকলের প্রথমে ব্রহ্মা তাঁহাকে উত্তম বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্র, তাঁহার মনোবাঞ্ছিত শুভ আশীর্ব্বচন ॥ ৯ ॥

অমূল্যরত্ননির্ম্মাণং চারুকুণ্ডলযুগ্মকং।
মণীন্দ্রসারমুকুটং পরং রত্নাঙ্গুরীয়কং ॥১০॥

অমূল্য রত্ন নির্ম্মিত মনোহর কুণ্ডলদ্বয়, মণিশ্রেষ্ঠ মণিনির্ম্মিত মুকুট রত্নময় অঙ্গুরীয়ক ॥ ১০ ॥

সুগন্ধি চন্দনং পুষ্পং স্বপাদরেণুমীপ্সিতং।
অমূল্যরত্নতিলকং রত্নভূষণমুজ্জ্বলং ॥ ১১ ॥

সুগন্ধি চন্দন ও পুষ্প, অভীষ্ট নিজ পদরজ প্রদান করিলেন, তাঁহার কামিনীদিগকেও অমূল্য রত্নতিলক, উজ্জ্বল রত্নভূষণ দিলেন ॥ ১১ ॥

প্রত্যেকং বস্তু রুচিরং তদ্যোষিদ্ভ্যশ্চ সংদদৌ।
বিশ্বকর্ম্মা চ নির্ম্মাণমণিং ভূষণমুত্তমং ॥ ১২ ॥

এবং প্রত্যেককে রুচির বস্ত্রজাত, বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ভূষণশ্রেষ্ঠ মণি ॥ ১২ ॥

প্রত্যেকং শঙ্খসিন্দুরং কস্তূরীযুক্তচন্দনং।
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং রত্নেন্দ্রসারদর্পণং ॥ ১৩ ॥

শঙ্খ, সিন্দুর, কস্তূরীমিশ্রিত চন্দন, সকর্পূর তাম্বূল, রত্নশ্রেষ্ঠ দর্পণ প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥

মণিনির্ম্মাণমঞ্জীরং শ্বেতচামরশোভনং।
মনোযায়ি রথং দিব্যং ঈশ্বরেচ্ছাবিনির্ম্মিতং ॥ ১৪ ॥

শোভন শ্বেত চামর, মণিনির্ম্মিত মঞ্জীর মনোযায়ী ও ঈশ্বরের ইচ্ছায় নির্ম্মিত দিব্যরথ ॥ ১৪ ॥

মুক্তামাণিক্যহীরৈশ্চ শ্রেষ্ঠৈর্মণীন্দ্রৈশ্চ পরিষ্কৃতং।
সদ্রত্নমালাজালৈশ্চ শ্বেতচামরদর্পণৈঃ ॥ ১৫ ॥

মুক্তা মাণিক্য হীরক অলঙ্কৃত শ্রেষ্ঠ সদ্রত্নমালাজালে এবং শ্বেত চামর ও দর্পণে মনোহর ॥ ১৫ ॥

সুশোভিতঞ্চ পরিতো লক্ষৈঃ সুন্দরমন্দিরৈঃ।
মণিমাণিক্যহীরাঢ্যং সদ্রত্নকলসোজ্জ্বলং ॥ ১৬ ॥

সচিত্র লক্ষসংখ্যক সুন্দর মন্দিরে সুশোভিত, রত্ন, মাণিক্য ও হীরক-যুক্ত উৎকৃষ্ট রত্নকলসে অতিশয় উজ্জ্বল ॥ ১৬ ॥

সহস্রচক্রসংসক্তং যোজনায়তসম্মিতং।
ধনুর্লক্ষোচ্ছ্রিতঞ্চৈব সহস্রাশ্বেন যোজিতং ॥ ১৭ ॥

সহস্রচক্রসংযুক্ত, যোজনায়ত, পরিমিত, লক্ষধনু উন্নত এবং সহস্র অশ্বযুক্ত দিব্য রথ ॥ ১৭ ॥

এতদেব দদৌ ব্রহ্মা প্রহৃষ্ট স্তুষ্ট এব চ।
শম্ভুস্তুষ্টো দদৌ হৃষ্টো হরিভক্তিঞ্চ নিশ্চলাং ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা হৃষ্ট এবং সন্তুষ্ট হইয়া এই সকল প্রদান করিলেন। মহাদেবও সন্তুষ্ট হইয়া হৃষ্টমানসে তাঁহাকে অচলা হরিভক্তি প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥

জ্ঞানমাধ্যাত্মিকঞ্চৈব যোগজ্ঞানং সুদুর্লভং।
নানাজন্মস্মৃতিজ্ঞানং নৈপুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিষু॥ ১৯॥

আধ্যাত্মিক জ্ঞান সুদুর্লভ, যোগজ্ঞান, নানা জন্ম স্মৃতিজ্ঞান এবং সর্ব্বসিদ্ধিতে নৈপুণ্য॥ ১৯॥

হরেরর্চ্চাবিধানঞ্চ স্তবনং পূজনং তথা।
মাণিক্যহীরাহারঞ্চ রত্নলক্ষং সুদুর্লভং॥ ২০॥

হরির অর্চ্চনাবিধান, স্তব ও পূজা এবং মণিমাণিক্য ও হীরকের হার, দুর্লভ লক্ষসংখ্যক রত্নপ্রদান করিলেন॥ ২০॥

নাগহারং দদৌ শেষো নাগেন্দ্রমৌলিমণ্ডনং।
নাগকন্যাশতঞ্চৈব বরভূষণভূষিতং॥ ২১॥

শেষও তাঁহাকে নাগেন্দ্রমৌলিমণ্ডন নাগহার, উৎকৃষ্ট ভূষণবিভূষিত শতসংখ্যক নাগকন্যা॥ ২১॥

নাগেভ্যশ্চাভয়ং নিত্যং হিংস্রজন্তুভ্য এব চ।
নৃপালয়গতিজ্ঞানং সর্ব্বলোকবিলোকনং॥ ২২॥

এবং হিংস্রজন্তু ও নাগগণ হইতে নিত্য অভয়, নৃপতিগণের আলয়ে গমনজ্ঞান, সমস্ত লোকের অবলোকন ইত্যাদি প্রদান করিলেন॥ ২২॥

নির্ব্বিঘ্নত্বং দদৌ তস্মৈ বিঘ্নরাজশ্চ সংসদি।
সুদুর্লভং পাদপদ্মযুগ্মরেণুমভীপ্সিতং॥ ২৩॥

গণেশ তাঁহাকে সভাতে নির্ব্বিঘ্নত্ব, অভীষ্ট ও দুর্লভ পাদপদ্মদ্বয়ের রেণু দিলেন॥ ২৩॥

অমূল্যঞ্চ নিরুপমং গ্রীষ্মসূর্য্যপ্রভোপমং।
মণিরাজং সুদীপ্তঞ্চ ত্রিষু লোকেষু দুর্লভং॥ ২৪॥

অমূল্য, নিরুপম, গ্রীষ্মকালীন মার্ত্তণ্ডের জ্যোতির ন্যায় উজ্জ্বল দীপ্যমান, লোকত্রয়ে দুর্লভ মণিরাজ॥ ২৪॥

সর্ব্বত্র বিজয়ঞ্চৈব বাঞ্ছিতং নির্ম্মলং যশঃ।
সঙ্গীতবিদ্যাবিজ্ঞানং তন্নৈপুণ্যং মনোরমং॥ ২৫॥

সর্ব্বত্র বিজয়, বাঞ্ছিত নির্ম্মল যশ, সঙ্গীত-বিদ্যাজ্ঞান এবং তাহাতে অসাধারণনৈপুণ্য প্রদান করিলেন ॥ ২৫ ॥

লক্ষস্বর্ণং ধনেশশ্চ দাসানাঞ্চ শতং শতং।
ধর্ম্মকীর্ত্তিময়ীং মালাং স্কন্দো ধৈর্য্যং দদৌ তথা ॥ ২৬ ॥

কুবের তাঁহাকে লক্ষ স্বুবর্ণ, শত শত দাস প্রদান করিলেন, কার্ত্তিকেয় তাঁহাকে ধর্ম্ম ও কীর্ত্তিময়ী মালা ও ধৈর্য্য প্রদান করিলেন ॥ ২৬ ॥

বিষজীর্ণাপহরণং দদৌ ধন্বন্তরির্ম্মনুং।
সূর্য্যঃ স্যমন্তকমণিং স্বর্ণভারাষ্টকপ্রসূং ॥ ২৭ ॥

ধন্বন্তরি তাঁহাকে বিষজীর্ণকর মন্ত্র প্রদান করিলেন, সূর্য্যদেব স্বর্ণভারাষ্টক প্রদ স্যমন্তকমণি প্রদান করিলেন ॥ ২৭ ॥

চন্দ্রঃ শ্বেতাশ্বরত্নঞ্চ হ্যমূল্যমুত্তমং দদৌ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকযুগং দদৌ বহ্নিশ্চ সংসদি ॥ ২৮ ॥

চন্দ্র অমূল্য উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ শ্বেত অশ্ব প্রদান করিলেন। অগ্নি বহ্নিশুদ্ধ বস্ত্রযুগল প্রদান করিলেন ॥ ২৮ ॥

উপেন্দ্রো রত্নকোটিঞ্চ তদেবেন্দ্রো দদৌ পুরা।
বীণাশিল্পং বিশ্বকর্ম্মা বরুণশ্চ মণিস্রজং ॥ ২৯ ॥

উপেন্দ্র কোটিসংখ্যক রত্ন এবং ইন্দ্রও ঐ পরিমিত রত্নসকল প্রদান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা বীণানৈপুণ্য এবং বরুণ মণিময় মালা প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥

স্মরঃ শৃঙ্গারনৈপুণ্যং বীর্য্যস্তম্ভনমেব চ।
কামসন্দীপনং জ্ঞানং কামিনীপ্রেমমূর্চ্ছনং ॥ ৩০ ॥

কামদেব বীর্য্যস্তম্ভন, শৃঙ্গারপাণ্ডিত্য, কামসন্দীপন এবং কামিনীপ্রেমমূর্চ্ছনজ্ঞান প্রদান করিলেন ॥ ৩০ ॥

কামিনীবশগং শিল্পং রতিতত্ত্বং দদৌ তথা।
পাপদাহনমন্ত্রঞ্চ রত্নছত্রং সমীরণঃ ॥ ৩১ ॥

কামিনীবশীকরণ শিল্প এবং রতিতত্ত্ব ও সমীরণ রত্নময় ছত্র, এবং পাপদাহন মন্ত্র প্রদান করিলেন ॥ ৩১ ॥

যমশ্চ ধর্ম্মতত্ত্বঞ্চ নরকত্রাণকারণং।

বসবশ্চ বসূন্ দিব্যান্ রুদ্রস্তেভ্যোঽভয়ং দদৌ ॥ ৩২ ॥

যমরাজ নরক হইতে ত্রাণকারক ধর্ম্মতত্ত্ব প্রদান করিলেন, বসুগণ, দিব্য ধন প্রদান করিলেন, এবং রুদ্রগণ তাঁহাদের অভয় প্রদান করিলেন ॥ ৩২ ॥

মধুপাত্রং সুধাপাত্রং জয়ন্তো নলকূবরঃ।

শুক্লপুষ্পং শুক্লধান্যং পাদরেণুমভীপ্সিতং ॥ ৩৩ ॥

জয়ন্ত মধুপাত্র ও পুষ্পপাত্র, নলকূবর শুক্লপুষ্প, শুক্লধান্য এবং বাঞ্ছিত-পদরেণু প্রদান করিলেন ॥ ৩৩ ॥

মনোভিরামং মুনয়ো দদৌ তস্মৈ শুভাশিষং।

লক্ষ্মীশ্চ পরমৈশ্বর্য্যং ভারতী হারমুত্তমং ॥ ৩৪ ॥

মুনিগণ মনোরঞ্জন শুভাশিষ প্রদান করিলেন। লক্ষ্মী পরমৈশ্বর্য্য এবং সরস্বতী উত্তম হার প্রদান করিলেন ॥ ৩৪ ॥

রত্নমালাং দদৌ দুর্গা সর্ব্বত্রাভয়মীপ্সিতং।

তৎপত্নীভ্যশ্চ রত্নানি সিন্দূরাভরণানি চ ॥ ৩৫ ॥

দুর্গা তাঁহাকে বাঞ্ছিত সর্ব্বত্র অভয় এবং রত্নমালা ও তৎপত্নীদিগকে রত্ন, সিন্দুর এবং আভরণ প্রদান করিলেন ॥ ৩৫ ॥

ক্রীড়াপদ্মং রোহিণী চ রতিঃ সদ্রত্নদর্পণং।

তুলসী চাতুলং মাল্যং দিব্যং বসু বসুন্ধরা ॥ ৩৬ ॥

রোহিণী ক্রীড়াপদ্ম, রতি রত্নদর্পণ, তুলসী অনুপম দিব্যমালা এবং বসুন্ধরা অনেক ধন প্রদান করিলেন ॥ ৩৬ ॥

গঙ্গা চ বিপুলং পুণ্যং স্বাহা সদ্রত্নপাসকং।

যমুনা জলজংপদ্মমম্লানং সর্ব্বকালিকং ॥ ৩৭ ॥

গঙ্গা অতুল পুণ্য, স্বাহা সদ্রত্নপাস, যমুনা সর্ব্বকালীন অম্লান জলজ পদ্ম প্রদান করিলেন ॥ ৩৭ ॥

বারুণীং বারুণী তুষ্টা রত্নপাত্রং শচী দদৌ।
মনসা প্রদদৌ তস্মৈ নাগানাং মৌলিমণ্ডনং ॥ ৩৮ ॥

বারুণী পরিতুষ্টা হইয়া তাঁহাকে বারুণী প্রদান করিলেন, এবং শচী-দেবী রত্নপাত্র প্রদান করিলেন এবং মনসা তাঁহাকে নাগগণের শিরোভূষণ প্রদান করিলেন॥ ৩৮ ॥

গন্ধর্ব্বাশ্চাপি তৎপত্ন্যঃ স্বশিল্পং প্রদদুস্তথা।
পরমানন্দনযুক্তাশ্চ মুনিপত্ন্যঃ শুভাশিষং॥ ৩৯ ॥

গন্ধর্ব্বগণ ও তাহাদের পত্নী সকল আনন্দভরে নিজ নিজ শিল্প প্রদান করিলেন এবং মুনিপত্নীগণ আহ্লাদে তাঁহাকে শুভ আশীষ প্রদান করিলেন॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
মহোৎসবদর্শনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
মহোৎসব দর্শন নামক একাদশ অধ্যায়॥ ১১ ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

মহোৎসবে সুনিষ্পন্নে দানস্যোত্তরকালতঃ।
কিং বভূব রহস্যঞ্চ তন্মাং ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ১ ॥

শুকদেব কহিলেন॥ হে পিতঃ! মহোৎসব সম্পন্ন হইলে দানক্রিয়ার-পর কি রহস্য হইল তাহা আমাকে বলুন॥ ১ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ।

সংপ্রাপ্য দানং দেবানাং গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ।
তেষাঞ্চ পুরতো ভক্ত্যা বিদয়ামাস বৈ তদা॥ ২ ॥

শ্রীব্যাসদেব কহিলেন। উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব দেবতাদিগের এইরূপ দান-প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের সম্মুখে ভক্তিভাবে বিদায় প্রার্থনা করিলেন॥২॥

শ্রুত্বা তদ্বচনং ব্রহ্মা তমুবাচ চ সংসদি।
শম্ভুনা চ সমালোচ্য বিধাতা জগতামপি॥ ৩ ॥

সেই সভাতে জগদ্বিধাতা ব্রহ্মা তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক কহিলেন॥ ৩ ॥

মথুরাগমনঞ্চৈব কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
বিলাপং গোপগোপীনাং শ্রাবয়াস্মাংশ্চ সাম্প্রতং॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন। সম্প্রতি মহাত্মা কৃষ্ণের মথুরায় আগমন এবং গোপ ও গোপীগণের বিলাপ আমাদিগকে শ্রবণ করাও॥ ৪॥

মহোৎসবং কুরু পুনঃ শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সুরাঃ।
গায়ন্তু তাশ্চ সংগীতং নৃত্যন্ত্বপ্সরসাংগণাঃ॥ ৫ ॥

পুনরায় মহোৎসবকর, সুরগণ ও মুনিগণ সকলে শ্রবণ করুন, এই সমস্ত অপ্সরাগণ সঙ্গীত ও নৃত্য করুক॥ ৫ ॥

ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ।
চক্রুস্তাঃ সরসং গীতং বিদ্যাধর্য্যশ্চ সংসদি ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া অপ্সরাগণ সেই সভায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। এবং বিদ্যাধরীগণ সুমধুরস্বরে গান করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥

মায়িনাঞ্চৈব প্রবরো গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ।
জগৌ সন্ধানভাবেন মথুরাগমনং হরেঃ ॥ ৭ ॥

গায়কশ্রেষ্ঠ উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব সন্ধান ও ভাবসহকারে হরির মথুরায় গমন গান করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥

বিলাপং গোকুলস্থানাং শ্রুত্বা বিপ্রাঃ সুরাদয়ঃ।
মূর্চ্ছাং প্রাপুশ্চ রুরুদু র্মুহুর্দানং পুনঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥

ব্রাহ্মণ ও দেবগণ কৃষ্ণের মথুরাগমনে গোকুল-বাসিদিগের বিলাপ শ্রবণ করিয়া বারম্বার মূর্চ্ছাপন্ন হইতে লাগিলেন, এবং সংজ্ঞালাভ হইলেই রোদন ও মুহুর্মুহু দান করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

গোপীনাং বিরহালাপৈর্মূর্চ্ছিতশ্চোপবর্হণঃ।
বিস্বরেণ বিতানাত্তু তালভঙ্গো বভূব হ ॥ ৯ ॥

গোপীগণের বিরহালাপে মূর্চ্ছিত হওয়াতে উপবর্হণের স্বরের ও তানের বৈপরীত্য প্রযুক্ত তালভঙ্গ হইল ॥ ৯ ॥

তত্তালভঙ্গং বিজ্ঞায় দেবাশ্চ মুনয়স্তথা।
চুকুপুঃ সহসা সর্ব্বে নির্গতাস্তন্মুখাগ্নয়ঃ ॥ ১০ ॥

সেই তালভঙ্গ অবগত হইয়া সমস্ত দেবগণ ও মুনিসকল অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং সহসা তাঁহাদের মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইল ॥ ১০ ॥

তদ্দৃষ্ট্বা সহসা ভীতো গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ।
সস্মার কৃষ্ণং স্বাভীষ্টং পরমাত্মানমীশ্বরং ॥ ১১ ॥

অকস্মাৎ অগ্নিরাশি অবলোকনে অতিশয় ভীত হইয়া উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব স্বাভীষ্ট ঈশ্বর পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিল ॥ ১১ ॥

দদর্শ স্মৃতিমাত্রেণ তত্তেজো নভসি স্থিতং।
স্তম্ভিতা দেবতাঃ সর্ব্বাশ্চিত্রপুত্তলিকা যথা॥ ১২॥

স্মরণমাত্র সেই তেজোময় পদার্থকে আকাশে অবস্থিত দর্শন করিলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ স্তম্ভিত প্রায় হইয়া চিত্র-পুত্তলিকার ন্যায় রহিলেন॥ ১২॥

স্তম্ভিতা বহ্নয়ঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ বিজৃম্ভিতাঃ।
হরিস্মৃতিশ্চাভয়দা শুভদা বিঘ্ননাশিনী॥ ১৩॥

সমস্ত অগ্নি স্তম্ভিত হইল, মুনিগণ উদ্বেজিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য হরি-স্মরণ, অভয়দ, শুভদ এবং বিঘ্ননাশক॥ ১৩॥

দদৃশুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বা মুনয়শ্চাপি যোষিতঃ।
গন্ধর্ব্বাশ্চ তথৈবান্যে তেজো দৃশ্যং সুখপ্রদং॥ ১৪॥

দেবগণ, মুনিগণ, নারীগণ, গন্ধর্ব্বগণ, ও অপরাপর সকলেই সুদৃশ্য সুখ-প্রদ সেই তেজ দর্শন করিলেন॥ ১৪॥

পরং কুজ্ঝটিকাকারং কোটীন্দুকিরণপ্রভং।
যোজনায়তবিস্তীর্ণং সুস্নিগ্ধং সুমনোহরং॥ ১৫॥

উহা নিবিড় কুজ্‌ঝটিকাসদৃশ, কোটিসংখ্যক সুধাংশুকিরণের ন্যায় প্রভা-শালি, সুস্নিগ্ধ, অতি মনোহর এবং যোজনায়ত বিস্তৃত॥ ১৫॥

তত্তেজোঽভ্যন্তরে সর্ব্বে দদৃশূরথমুত্তমং।
গব্যূতিমানং বিস্তীর্ণং ধনুষ্কোটিসমুচ্ছ্রিতং॥ ১৬॥

সেই তেজের মধ্যে অতি উত্তম ক্রোশদ্বয়-পরিমিত, বিস্তীর্ণ ধনুষ্কোটি পরিমিত উচ্চ এক রথ অবলোকন করিলেন॥ ১৬॥

শ্বেতাশ্বানাঞ্চ চক্রাণাং সহস্রেণ সমাবৃতং।
অমূল্যরত্নরচিতমীশ্বরেচ্ছাবিনির্ম্মিতং॥ ১৭॥

উহা সহস্র শ্বেত অশ্ব এবং সহস্র চক্রযুক্ত, ঈশ্বরের ইচ্ছায় বিরচিত ও অমূল্য রত্নে নির্ম্মিত॥ ১৭॥

নানাচিত্রবিচিত্রাঢ্যং মনোযায়ি মনোহরং।
মুক্তামাণিক্যপরমহীরাহারৈর্ব্বিরাজিতং॥ ১৮॥

নানাবিধ চিত্রবিচিত্র সুশোভিত অতিমনোহর, মনোযায়ি, মুক্তামাণিক্য ও উৎকৃষ্ট হীরকহারে বিরাজিত॥ ১৮ ॥

রত্নদর্পণলক্ষৈশ্চ ত্রিলক্ষৈঃ শ্বেতচামরৈঃ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকানাঞ্চ ত্রিলক্ষৈঃ পরিশোভিতং॥ ১৯ ॥

লক্ষ সংখ্যক রত্নদর্পণ, তিনলক্ষ শ্বেতচামর এবং তিনলক্ষ বহ্নিবৎ-বিশদ ধ্বজপটে পরিশোভিত॥ ১৯ ॥

ত্রিকোটিভিশ্চ জ্বলিতং ক্রীড়াসুন্দরমন্দিরৈঃ।
পারিজাতপ্রসূনানাং মন্দারাণাং মনোহরৈঃ॥ ২০ ॥

ক্রীড়ার্থ তিনকোটি বিরচিত সুন্দর মন্দিরে অতিশয় উজ্জ্বল, এবং পারিজাত ও মন্দারকুসুমে অতি সুন্দর॥ ২০ ॥

মালাজালৈস্ত্রিলক্ষৈশ্চ মালতীনাঞ্চ মণ্ডিতং।
এবম্ভূতং রথং দৃষ্ট্বা দদৃশুস্তে তদন্তরে॥ ২১ ॥

তিনলক্ষ মালতী পুষ্পমালায় মণ্ডিত সেই উত্তম রথ সকলেই অবলোকন করিয়া তদন্তরে দেখিলেন॥ ২১ ॥

মধ্যকোষ্ঠাভ্যন্তরে চ কিশোরং শ্যামসুন্দরং।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকেনৈব পীতবর্ণেন শোভিতং॥ ২২ ॥

সেই রথের মধ্যকোষ্ঠের অভ্যন্তরে কিশোর, শ্যামসুন্দর বহ্নিশুদ্ধ পীত-বস্ত্রে পরিশোভিত॥ ২২ ॥

রত্নকেয়ূরবলয়রত্নমঞ্জীররঞ্জিতং।
রত্নকুণ্ডলযুগ্মেন গণ্ডস্থলসমুজ্জ্বলং॥ ২৩ ॥

রত্নময় কেয়ূর, বলয় ও মঞ্জীরে রঞ্জিত, ও রত্নময় কুণ্ডলদ্বয়ে উজ্জ্বল গণ্ডস্থল॥ ২৩ ॥

ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং নিত্যোপাস্যং সুরাসুরৈঃ।
চন্দনোক্ষিতসর্ব্বাঙ্গং মালতীমাল্যমণ্ডিতং॥ ২৪ ॥

হাস্যমুখ, প্রসন্নবদন, সুরাসুরগণের নিত্য উপাস্য, চন্দন-চর্চ্চিতসর্ব্বদেহ মালতীমালায় বিভূষিত॥ ২৪ ॥

মণিনা কৌস্তুভেন্দ্রেণ গণ্ডস্থলবিভূষিতং।
পরং প্রধানং পরমং পরমাত্মানমীশ্বরং ॥ ২৫ ॥

কৌস্তুভমণিদ্বারা বিরাজিতবক্ষ, পরম, পরাৎপর, প্রধান, পরমাত্মা, ঈশ্বর ॥ ২৫ ॥

স্তুতং ব্রহ্মেশশেষৈশ্চ রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতং।
বেদানির্ব্বচনীয়ঞ্চ স্বেচ্ছাময়মনীশ্বরং ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মা, ঈশ, শেষ, প্রভৃতি কর্তৃক সংস্তুত, শ্রীরাধার বক্ষঃস্থলস্থিত, বেদের অগম্য, স্বেচ্ছাময়, ও স্বয়ংই সকলের ঈশ্বর, তাঁহার আর ঈশ্বর কেহ নাই ॥ ২৬ ॥

নিত্যং সত্যং নির্গুণঞ্চ জ্যোতীরূপং সনাতনং।
প্রকৃতেঃ পরমীশানং ভক্তানুগ্রহকাতরং ॥ ২৭ ॥

নিত্য, সত্য, নির্গুণ, জ্যোতিরূপ, সনাতন, প্রকৃতির পর, ঈশান, ভক্তজনানুগ্রহে অতি কাতর ॥ ২৭ ॥

কোটিকন্দর্পলাবণ্যলীলাধামমনোহরং।
ময়ূরপুচ্ছচূড়ঞ্চ বরং বংশীধরং পরং ॥ ২৮ ॥

কোটিকন্দর্প সদৃশ লাবণ্য, লীলাধাম, অতিমনোহর ময়ূরপুচ্ছে কৃতচূড় বংশীধর এবং শ্রেষ্ঠতম ॥ ২৮ ॥

দৃষ্ট্বা তমদ্ভুতং রূপং তুষ্টাব কমলোদ্ভবঃ।
গণেশঃ শেষঃ শম্ভুশ্চ তদন্যে মুনয়ঃ সুরাঃ ॥ ২৯ ॥

অদ্ভুতরূপ দেবকে দর্শন করিয়া কমলোদ্ভব ব্রহ্মা অগ্রে স্তব করিলেন, পরে গণেশ, শেষ, শম্ভু এবং অপর মুনিগণ ও দেবগণ স্তব করিলেন ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরমাত্মানমীশ্বরং।
বন্দে বন্দ্যঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকারণকারণং ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন। পরব্রহ্ম, পরমধাম, পরমাত্মা, ঈশ্বর সকলের বন্দনীয় ও নিখিল কারণের কারণ ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বরূপং সর্ব্বাদ্যং সদ্ভিরীড়িতং ।
বেদাবেদ্যঞ্চ বিদ্বদ্ভি র্ন দৃষ্টং স্বপ্নগোচরে ॥৩১ ॥

এবং সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বাদ্য, সাধুগণের পূজনীয়, বেদের অবেদ্য বিদ্বানজনগণের স্বপ্নেরও অগোচর আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৩১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

সিদ্ধস্বরূপং সিদ্ধাদ্যং সিদ্ধবীজং সনাতনং ।
প্রসিদ্ধং সিদ্ধিদং শান্তং সিদ্ধানাঞ্চ গুরো গুরুং ॥ ৩২॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন ॥ সিদ্ধস্বরূপ, সিদ্ধাদ্য, সিদ্ধের বীজ, সনাতন, প্রসিদ্ধ, সিদ্ধিদ, শান্ত, এবং সিদ্ধ সকলের গুরুতম ॥ ৩২ ॥

বন্দে বন্দ্যঞ্চ মহতাং পরাৎ পরতরং বিভুং ।
স্বাত্মারামং পূর্ণকামং ভক্তানুগ্রহকাতরং ॥ ৩৩ ॥

পরম মহাত্মাগণের বন্দ্য পরাৎপর, বিভু, স্বাত্মারাম, পূর্ণকাম, ভক্তজনানুগ্রহে কাতর ॥ ৩৩ ॥

ভক্তপ্রিয়ঞ্চ ভক্তেশং স্বভক্তিদাস্যদং পরং ।
স্বপদপ্রদমেকঞ্চ দাতারং সর্ব্বসম্পদাং ॥ ৩৪ ॥

ভক্তপ্রিয়, ভক্তেশ, স্বভক্তি ও দাস্যপ্রদ, স্বপদপ্রদ, অদ্বিতীয়, সর্ব্বসম্পত্তির দাতা আপনাকে বন্দনা করি ॥ ৩৪ ॥

অনন্ত উবাচ ।

বক্ত্রাণাঞ্চ সহস্রেণ কিং বা স্তৌমি শ্রুতিশ্রুতং ।
কোটিভিঃ কোটিভির্বক্ত্রৈঃ কোবা স্তোতুং ক্ষমঃ প্রভো ৩৫

অনন্ত কহিলেন। হে প্রভো! বেদাবগত আপনাকে কোটি কোটি মুখেও কেহ স্তব করিতে পারগ নহে। আমি সহস্রমুখে তোমার কি স্তব করিব ॥ ৩৫ ॥

কিম্মু স্তোষ্যতি শম্ভুশ্চ পঞ্চবক্ত্রেণ বাঞ্ছিতং ।
কর্ত্তা চতুর্ণাং বেদানাং কিং স্তোষ্যতি চতুর্ম্মুখঃ ॥ ৩৬ ॥

মহাদেব পঞ্চমুখে, চতুর্ব্বেদকর্ত্তা বিধাতা চতুর্ম্মুখে আপনার কি স্তব করিবেন ॥ ৩৬ ॥

ষড়্‌বক্ত্রো গজবক্ত্রশ্চ দেবাশ্চ মুনয়োঽপি বা ॥
বেদা বা কিং বেদবিদঃ স্তুবন্তি প্রকৃতেঃ পরং ॥ ৩৭ ॥

ষড়ানন, গণেশ, দেবগণ, মুনিগণ, বেদজ্ঞজনগণ, এবং চতুর্ব্বেদ, ইহারা সকলেই প্রকৃতির পর আপনাকে কি স্তব করিবেন ॥ ৩৭ ॥

বেদানির্ব্বচনীয়ঞ্চ বেদা নির্ব্বক্তুমক্ষমাঃ।
বেদবিজ্ঞাতবাক্যেন বিদ্বাংসঃ কিং স্তুবন্তি তং ॥ ৩৮ ॥

বেদের অবেদ্য আপনাকে যখন বেদ সকল নির্দ্ধারণ করিতে অক্ষম, তখন বিদ্বানেরা বেদাবগতবাক্যে আপনকার কি স্তব করিবেন ॥ ৩৮ ॥

শ্রীগণেশ উবাচ।

মূর্খো বদতি বিষ্ণায় বুধো বদতি বিষ্ণবে।
নম ইত্যেবমর্থঞ্চ দ্বয়োরেব সমং ফলং ॥ ৩৯ ॥

শ্রীগণেশ কহিলেন। মূর্খলোকে বিষ্ণায় নমঃ এবং পণ্ডিতগণে বিষ্ণবে নমঃ এই কথা বলিয়া থাকেন, কিন্তু উভয় বাক্যের ফল ও অর্থ এক প্রকার ॥ ৩৯ ॥

যস্মৈ দত্তঞ্চ যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞানদাতা হরিঃ স্বয়ং।
জ্ঞানেন তেন স স্তৌতি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ॥৪০ ॥

স্বয়ং জ্ঞানদাতা হরি যাহাকে যেমন জ্ঞানদান করিয়াছেন, সে ব্যক্তি সেই রূপ জ্ঞান অনুসারে স্তব করে, জনার্দ্দন ভাবগ্রহণ করেন ॥ ৪০ ॥

একবক্ত্রোঽনেকবক্ত্রো মূর্খো বিদ্বান্ স্বকর্ম্মণা।
অধনী চ ধনী বাপি সপুত্রোবাপ্যপুত্রকঃ ॥ ৪১ ॥

নিজ কর্ম্মানুসারে কেহ একমুখ, কেহ বা বহুমুখ, কেহ বিদ্বান, কেহ মূর্খ কেহ ধনী, কেহ নির্ধন, কেহ অপুত্র, কেহ পুত্রবান হয় ॥ ৪১ ॥

কর্ম্মণাং পরমীশঞ্চ স্তোতুং কোবাপ্যনুত্তমং।
যথাশক্তি স্তুতিঃ পূজা বন্দনং স্মরণং হরেঃ ॥ ৪২ ॥

কর্ম্মের পর অতএব সর্ব্বোত্তম ঈশ্বরকে কে স্তব করিতে পারে, তবে কেবল শক্তি অনুসারে হরির স্তুতি, পূজা, বন্দনা এবং স্মরণ করা হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

সংকীর্ত্তনঞ্চ ভজনং জপনং বুদ্ধ্যনুক্রমং।
কুর্ব্বন্তি সন্তোঽসন্তশ্চ সন্ততং পরমাত্মনঃ ॥ ৪৩ ॥

সাধু অসাধু সকলেই স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে পরমাত্মার নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তন ভজন এবং জপ করে ॥ ৪৩ ॥

কার্ত্তিকেয় উবাচ।

সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ জ্ঞানঞ্চ সর্ব্বজীবিনাং।
জ্ঞানানুরূপং স্তবনং সন্তো নৈব হসন্তি তং ॥ ৪৪ ॥

কার্ত্তিকেয় কহিলেন। ভগবান্ সকলের অন্তরাত্মা, ও সর্ব্বপ্রাণির জ্ঞানস্বরূপ, অতএব আপনাকে সকলে স্বীয়জ্ঞানানুসারে স্তব করে, তাহাতে সাধুগণ উপহাস করেন না ॥ ৪৪ ॥

ভবেষু ত্রিবিধো লোকোঽপ্যুত্তমো মধ্যতোঽধমঃ।
সর্ব্বে স্বকর্ম্মবশগা নিষেকঃ কেন বার্য্যতে ॥ ৪৫ ॥

এই সংসারে উত্তম মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার মনুষ্য নিজ নিজ কর্ম্মের আয়ত্ত, অতএব কাহারও কারণ অতিক্রম করিবার ক্ষমতা নাই ॥ ৪৫ ॥

সর্ব্বেশ্বরঞ্চ সংবীক্ষ্য সর্ব্বোবদতি মৎপ্রভুং।
মদীশ্বরস্য মমতা সর্ব্বেষু কিঙ্করেষু চ ॥ ৪৬ ॥

আপনি সর্ব্বেশ্বর, আপনাকে দেখিয়া সকলেই স্বীয় স্বীয় প্রভু বলিয়া থাকে। সকল ভৃত্যের উপরই আপনার মমতা বিদ্যমান আছে ॥ ৪৬ ॥

ভজন্তি কেচিৎ শুদ্ধাত্মং পরমাত্মানমীশ্বরং।
কেচিত্তদংশমংশাংশং প্রাপ্নুবন্তি ক্রমেণ তং ॥ ৪৭ ॥

কেহ শুদ্ধান্ত পরমাত্মা ঈশ্বরের ভজনা করে, কেহ তদংশের ও অংশাংশের আরাধনা করে; কিন্তু সকলেই ক্রমে ক্রমে আপনাকেই প্রাপ্ত হয়॥ ৪৭ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

অহং সাক্ষী চ সর্ব্বেষাং বিধিনা নির্ম্মিতঃ পুরা।
বিধাতুশ্চ বিধাতা ত্বং সর্ব্বেশ্বর নমোঽস্তু তে॥ ৪৮ ॥

ধর্ম্ম কহিলেন। পূর্ব্বে বিধাতা আমাকে সকলের সাক্ষী করিয়া স্জন করিয়াছেন, কিন্তু আপনি সেই বিধাতারও বিধাতা, অতএব হে সর্ব্বেশ্বর! আপনাকে নমস্কার॥ ৪৮ ॥

দেবা উচুঃ।

যং স্তোতুমসমর্থশ্চ সহস্রায়ুঃ স্বয়ং বিধিঃ।
জ্ঞানাধিদেবঃ শম্ভুশ্চ তং স্তোতুং কিং বয়ং ক্ষমাঃ॥ ৪৯ ॥

দেবতারা কহিলেন। যখন সহস্রবৎসরজীবী স্বয়ং বিধাতা, এবং জ্ঞানের অধিদেবতা শম্ভুও আপনার স্তব করিতে অসমর্থ, তখন আমরা কি স্তব করিব॥ ৪৯ ॥

বেদা উচুঃ।

কিং জানীমো বয়ং কে বাপ্যনন্তেশস্য যো গুণঃ।
বয়ং বেদাস্ত্বস্মাকং কারণস্যাপি কারকঃ॥ ৫০॥

বেদ সকল কহিলেন। হে অনন্ত! আপনি সর্ব্বেশ্বর, আপনার কত ও কিরূপ গুণ তাহা আমরা কি প্রকারে অবগত হইব। কারণ আমরা বেদ, যদিও সকলের কারণ, কিন্তু আপনি আমাদেরও কারণ হয়েন॥ ৫০ ॥

মুনয় উচুঃ।

যদি বেদা ন জানন্তি মাহাত্ম্যং পরমাত্মনঃ।
ন জানীমস্তব গুণং বেদানুসারিণো বয়ং॥ ৫১ ॥

মুনিরা কহিলেন। পরমাত্মার মাহাত্ম্য যদি বেদেরও অবিজ্ঞাত তবে বেদানুসারী আমার কি প্রকারে আপনার গুণজ্ঞানে সমর্থ হইব॥ ৫১ ॥

সরস্বত্যুবাচ।

বিদ্যাধিদেবতাহঞ্চ বেদা বিদ্যাধিদেবতাঃ।

বেদাধিদেবো ধাতা চ তদীশং স্তৌমি কিং প্রভো ॥ ৫২ ॥

সরস্বতী কহিলেন। হে প্রভো! আমি বিদ্যার অধিদেবতা বেদ সকল সেই বিদ্যার অধিদেব, ব্রহ্মা সেই বেদের অধিদেব, আপনি সেই ব্রহ্মারও ঈশ্বর, অতএব আপনার কি স্তব করিব ॥ ৫২ ॥

পদ্মোবাচ।

যৎপাদপদ্মং পদ্মেশঃ শেষাশ্চান্যে সুরাস্তথা।

ধ্যায়ন্তে মুনয়ো দেবা ধ্যায়ে তং প্রকৃতেঃ পরং ॥ ৫৩ ॥

পদ্ম কহিলেন। নারায়ণ অনন্তপ্রভৃতি দেবগণ ও মুনিগণ প্রকৃতির পর আপনকার পাদপদ্ম ধ্যান করেন, আমি সেই তোমাকে ধ্যান করি ॥ ৫৩ ॥

সাবিত্র্যুবাচ।

সাবিত্রী বেদমাতাহং বেদানাং জনকো বিধিঃ।

ত্বামেব ধত্তে ধাতারং নমামি ত্রিগুণাৎ পরং ॥ ৫৪ ॥

বেদমাতা সাবিত্রী ও বেদের জনক বিধাতা, আমরা উভয়েই আপনাকে অবলম্বন করি, আমাদের উভয়ের স্রষ্টা আপনি, অতএব প্রকৃতির পর আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৫৪ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।

মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পাদপদ্মার্চ্চনে রতা ॥ ৫৫ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন। আমি বৃন্দাবনে, কাননে, রাসমহোৎসবে তোমার বক্ষস্থলবিহারিণী রাধিকা, এবং বৈকুণ্ঠে তব পাদপদ্ম পরিচর্য্যায় তৎপরা মহালক্ষ্মী ॥ ৫৫ ॥

শ্বেতদ্বীপে সিন্ধুকন্যা বিষ্ণোরুরসি ভূতলে।

ব্রহ্মলোকে চ ব্রহ্মাণী বেদমাতা চ ভারতী ॥৫৬॥

অবনীমণ্ডলে শ্বেতদ্বীপে সমুদ্রসম্ভূতা বিষ্ণুর বক্ষস্থলস্থিতা লক্ষ্মী ও ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণী আর বেদমাতা ভারতী ॥ ৫৬ ॥

তবাজ্ঞয়া চ দেবানামাবির্ভূতা চ তেজসি।
নিহত্য দৈত্যান্ দেবারীন্ দত্ত্বা রাজ্যং সুরায় চ ॥ ৫৭ ॥

আপনার আদেশানুসারে দেবতাদিগের অংশে আবির্ভূতা হইয়া দেবদ্রোহি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়া দেবতাদিগকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া ॥ ৫৭ ॥

তৎপশ্চাদ্দক্ষকন্যাহমধুনা পার্ব্বতী হরে।
তবাজ্ঞয়া হরক্রোড়ে স্বভক্তা প্রতিজন্মনি ॥ ৫৮ ॥

পুনর্ব্বার দক্ষের দুহিতা হইয়াছি, সম্প্রতি আপনার আদেশে শঙ্করের ক্রোড়ে বিহার করিতেছি কিন্তু প্রতি জন্মে আমি তোমারই ভক্ত ॥ ৫৮ ॥

নারায়ণপ্রিয়া শশ্বত্তেন নারায়ণী শ্রুতৌ।
বিষ্ণোরহং পরাশক্তির্ব্বিষ্ণুমায়া চ বৈষ্ণবী ॥ ৫৯ ॥

আমি নিরন্তর নারায়ণের প্রিয়া, এই নিমিত্ত বেদে আমাকে নারায়ণী বলে। আমি বিষ্ণুর প্রধান শক্তি, বিষ্ণুমায়া ও বৈষ্ণবী ॥ ৫৯ ॥

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডং ময়া সম্মোহিতং সদা।
বিদুষাং রসনাগ্রে চ প্রত্যক্ষং হি সরস্বতী ॥ ৬০ ॥

আমি নিত্য অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডকে সম্মোহিত করিতেছি। এবং বিদ্বান ব্যক্তিদিগের রসনাগ্রে প্রত্যক্ষ সরস্বতী ॥ ৬০ ॥

মহাবিষ্ণোশ্চ মাতাহং বিশ্বানি যস্য লোমসু।
রাসেশ্বরী চ সার্ব্বাদ্যা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী ॥ ৬১ ॥

যে মহাবিষ্ণুর লোমে নিখিল বিশ্ব অবস্থিতি করিতেছে, আমি তাঁহার জননী, সকলের আদ্যা, সর্ব্বশক্তিস্বরূপা আমিই রাসেশ্বরী ॥ ৬১ ॥

তদ্রাসে ধারণাদ্রাধা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
পরমানন্দপাদাব্জং বন্দে সানন্দপূর্ব্বকং ॥ ৬২ ॥

তোমার রাসে সন্তোষ জন্মাইয়া থাকি এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ আমাকে রাধা নাম দিয়াছেন। পরমানন্দ-স্বরূপ তোমার সেই পাদপদ্মকে আমি আনন্দ-সহকারে বন্দনা করি॥ ৬২ ॥

যৎপাদপদ্মং ধ্যায়ন্তে পরমানন্দকারণং।
পাদ্মপদ্মেশশেষাদ্যা মুনয়ো মনবঃ সুরাঃ॥ ৬৩ ॥

পরমানন্দদায়ক যে পাদপদ্মকে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শেষ, প্রভৃতি সুরগণ, মুনিগণ, এবং মনুগণ ধ্যান করেন॥ ৬৩ ॥

যোগিনঃ সততং সন্তঃ সিদ্ধাশ্চ বৈষ্ণবাস্তথা।
অনুগ্রহং কুরু বিভো বুদ্ধি শক্তিরহং তব॥ ৬৪ ॥

যোগিগণ, সাধু সন্ত, সিদ্ধবৃন্দ এবং বৈষ্ণবসমূহ যে পাদপদ্ম নিরন্তর ধ্যান করেন, হে বিভো! আমি আপনার বুদ্ধিশক্তি, আমায় অনুগ্রহ করুন॥ ৬৪ ॥

ইতি সর্ব্বকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ সংযতঃ শুচিঃ।
ইহৈব চ সুখং ভুঙ্‌ক্তে যাত্যন্তে শ্রীহরেঃ পদং॥ ৬৫ ॥

যে ব্যক্তি যতাত্মা ও পবিত্র হইয়া সকলের কৃত এই স্তোত্র পাঠ করিবে, ইহকালে সে সুখভোগ করে এবং পরকালে শ্রীহরির পাদপদ্ম প্রাপ্ত হয়॥ ৬৫ ॥

নিবৃত্তেষু চ দেবেষু দেবীষু মুনিপুঙ্গবে।
উপবর্হণগন্ধর্ব্বঃ স্তুতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ॥ ৬৬ ॥

দেব দেবী ও মুনীন্দ্রগণ স্তব করিয়া বিরত হইলে উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব স্তব করিতে আরম্ভ করিল॥ ৬৬ ॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

বন্দে নবঘনশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসং।
সানন্দং সুন্দরং শুদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরং॥ ৬৭ ॥

গন্ধর্ব্ব কহিলেন। নবঘনশ্যাম, পীতকৌষেয়ধারী, সানন্দ, সুন্দর, পবিত্র, প্রকৃতির পর শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি॥ ৬৭ ॥

রাধেশং রাধিকাপ্রাণবল্লভং বল্লবীসুতং।
রাধাসেবিতপাদাব্জংরাধাবক্ষঃস্থলস্থিতং ॥ ৬৮ ॥

যিনি রাধেশ, রাধিকার প্রাণবল্লভ, বল্লবীপুত্র, রাধাকর্ত্তৃক সেবিত পাদপদ্ম ও রাধার বক্ষঃস্থলস্থিত ॥ ৬৮ ॥

রাধানুগং রাধিকেষ্টং রাধাপহৃতমানসং।
রাধাধারং ভবাধারং সর্ব্বাধারং নমামি তং ॥ ৬৯ ॥

এবং রাধার অনুগামী, রাধেষ্ট, রাধাপহৃতচিত্ত, রাধার আধার, এবং ভবের আধার, ও সকলের আধার, সেই আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬৯ ॥

রাধাহৃৎপদ্মমধ্যে চ বসন্তং সততং শুভং।
রাধাসহচরং শশ্বৎ রাধাজ্ঞাপরিপালকং ॥ ৭০ ॥

এবং যিনি রাধার হৃদয়পদ্মমধ্যে নিরন্তর স্থিত, শুভঙ্কর, এবং নিত্যই রাধার সহচর, ও আজ্ঞা পরিপালক ॥ ৭০ ॥

ধ্যায়ন্তে যোগিনো যোগাৎ সিদ্ধাঃ সিদ্ধেশ্বরাশ্চ যং।
তং ধ্যায়ে সততং শুদ্ধং ভগবন্তং সনাতনং ॥ ৭১ ॥

সিদ্ধ, সিদ্ধেশ্বর ও যোগিগণ সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক সতত যাঁহাকে ধ্যান করেন, সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বময় সনাতন ভগবানের ধ্যান করি ॥ ৭১ ॥

সেবন্তে সততং সন্তো ব্রহ্মেশশেষসংজ্ঞকাঃ।
সেবন্তে নির্গুণং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনং ॥ ৭২ ॥

ব্রহ্মা, ঈশ, শেষনামক সাধুগণ যাঁহাকে সর্ব্বদা সেবা করেন, এবং যাঁহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম ও সনাতন ভগবানরূপে সেবা করেন ॥ ৭২ ॥

নির্লিপ্তঞ্চ নিরীহঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরং।
নিত্যং সত্যঞ্চ পরমং ভগবন্তং সনাতনং ॥ ৭৩ ॥

যিনি নির্লিপ্ত, নিরীহ, পরমাত্মা, ও নিত্য, সত্য, পরমেশ্বর, সেই সনাতন ভগবানের সেবা করি ॥ ৭৩ ॥

যং সৃষ্টেরাদিভূতঞ্চ সর্ব্ববীজং পরাৎপরং।
যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনং॥ ৭৪ ॥

যোগিগণ সৃষ্টির আদিভূত, সর্ব্ববীজ, পরাৎপর, যে সনাতন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়॥ ৭৪॥

বীজং নানাবতারাণাং সর্ব্বকারণকারণং।
বেদাবেদ্যং বেদবীজং বেদকারণকারণং॥ ৭৫ ॥

এবং যিনি নানা অবতারের বীজস্বরূপ, সকল কারণের কারণ, বেদের অবেদ্য, বেদের বীজস্বরূপ এবং বেদের কারণেরও কারণ॥ ৭৫॥

যোগিনস্তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনং।
ইত্যেবমুক্ত্বা গন্ধর্ব্বঃ পপাত ধরণীতলে॥ ৭৬ ॥

যোগিগণ যে সনাতন ভগবানকে প্রাপ্ত হয়, আমি তাঁহাকে বন্দনা করি, এই কথা বলিয়া গন্ধর্ব্ব অবনীতলে পতিত হইল॥ ৭৬॥

ননাম দণ্ডবদ্ভূমৌ দেবদেবং পরাৎপরং।
ইতি তেন কৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ॥ ৭৭॥

এইরূপে ভূতলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া পরাৎপর দেবদেবকে প্রণাম করিল। উপবর্হণকৃত স্তোত্র যে ব্যক্তি নিয়তচিত্ত ও পবিত্র হইয়া পাঠ করে॥ ৭৭॥

ইহৈব জীবন্মুক্তশ্চ পরে যাতি পরাঙ্গতিং।
হরিভক্তিং হরের্দ্দাস্যং গোলোকে চ নিরাময়ঃ॥
পার্ষদপ্রবরত্বঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৭৮ ॥

সে ব্যক্তি ইহলোকে জীবন্মুক্ত হয়, অনন্তর নিরাময় গোলোকে উৎকৃষ্ট গতি, হরিভক্তি, হরির দাসত্ব, ও পার্ষদপ্রবরত্ব লাভ করে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ৭৮॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে গন্ধর্ব্বকৃতস্তোত্রং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

স্তোত্রান্তরে চ কালে চ কিং রহস্যং বভূব হ।
তন্মে কথয় ভদ্রন্তে ভগবন্ ভগবদ্বচঃ॥ ১॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন। হে ভগবন্! স্তোত্রান্তরে কি রহস্য হইল, তাহা আমায় অনুগ্রহ করিয়া বলুন, ভগবান্ আপনার শ্রেয় বিধান করিবেন॥ ১॥

শ্রীব্যাস উবাচ।

স্তোত্রান্তরে চ কালে চ গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ।
উবাচ ব্রহ্মসদসি ভগবন্তং সনাতনং॥ ২॥

শ্রীব্যাসদেব কহিলেন। অনন্তর উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব সেই ব্রহ্মার সভায় সনাতন ভগবানকে কহিলেন॥ ২॥

সর্ব্বৈর্দেবৈরহং শপ্তশ্চাধুনা দেবহেতুনা।
দেবানামগ্নিপুঞ্জশ্চ প্রদীপ্তশ্চ সুমেরুবৎ॥ ৩॥

হে দেব! আপনকার নিমিত্তই সমস্ত দেবগণ আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, এই দেখুন দেবতাদের অগ্নিরাশি সুমেরুবৎ প্রদীপ্ত রহিয়াছে॥ ৩॥

অধুনা চ ত্বয়ি গতে ভস্মসাম্মাং করিষ্যতি।
অতো রক্ষ জগন্নাথ মাং সমুদ্ধর্ত্তু মর্হসি॥ ৪॥

আপনি এ স্থান হইতে গমন করিলেই উহারা আমাকে ভস্মসাৎ করিবে, হে জগন্নাথ! এই বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করুন॥ ৪॥

ত্বদংশশূকরেণৈব ধরোদ্ধারঃ কৃতঃ পুরা।
হিরণ্যাখ্যং মহাদৈত্যং নিহত্য চাবলীলয়া॥ ৫॥

পূর্ব্বে আপনার অংশসম্ভূত বরাহ, অবলীলাক্রমে হিরণ্যাখ্য মহা দৈত্যকে নিধন করিয়া ধরার উদ্ধার করিয়াছিল॥ ৫॥

পাদ্মপদ্মার্চ্চিতপদে পদ্মে তে শরণাগতং।
মামনাথং ভয়াক্রান্তং রক্ষ রক্ষ সুরানলাৎ ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মা ও পদ্মার বন্দিত তোমার পাদপদ্মে শরণাগত, ভয়াভিভূত, অনাথ আমাকে দেবতাদিগের অনল হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৬ ॥

গন্ধর্ব্বস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য জগদীশ্বরঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা ব্রহ্মেশো ব্রহ্মসংসদি ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মসভায় জগদীশ্বর ব্রহ্মেশ্বর ভগবান, গন্ধর্ব্বের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎহাস্য সহকারে কোমলবাক্যে কহিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

গন্ধর্ব্বরাজ প্রবর স্থিরো ভব ভয়ং ত্যজ।
শুভাশ্রয়স্য ভক্তস্য ভয়ং কিন্তে ময়ি স্থিতে ॥ ৮ ॥

শ্রীভগবান কহিলেন। হে গন্ধর্ব্বরাজশ্রেষ্ঠ! স্থির হও ভয় পরিত্যাগ কর। আমি বিদ্যমান থাকিতে মঙ্গলাধারভূত ভবদ্বিধ ভক্তের ভয় কি? ॥ ৮ ॥

সর্ব্বেভ্যোঽপি ভয়ং নাস্তি মদ্ভক্তানামকর্ম্মণাং।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ং তেষাং ন বিদ্যতে ॥ ৯ ॥

কর্ম্মবিহীন আমার ভক্তের কুত্রাপি ভয় নাই, তাহাদের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ও ব্যাধিভয়ও নাই ॥ ৯ ॥

মন্মন্ত্রোপাসকশ্চৈব স্বতন্ত্রোনিত্যবিগ্রহঃ।
পুনর্ন বিদ্যতে জন্ম মন্ত্রগ্রহণমাত্রতঃ ॥ ১০ ॥

আমার মন্ত্র গ্রহণমাত্র আমার মন্ত্রোপাসক স্বাধীন ও অবিনশ্বর দেহ ধারণ করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ১০ ॥

নাস্তি কালাদ্ভয়ং তস্য ন নিষেকাদ্বিধেরপি।
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ মুচ্যতে সর্ব্বকর্ম্মণঃ ॥ ১১ ॥

তাহার আর কালের ভয় থাকে না, বিধাতার নিয়মেরও ভয়শূন্য হয় মন্ত্র গ্রহণমাত্র সকল কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হয় ॥ ১১ ॥

মন্মন্ত্রো হি দহেৎপাপং কোটিজন্মকৃতঞ্চ যৎ।
সুদীপ্তো জ্বলদগ্নিশ্চ তৃণপুঞ্জং দহেদ্‌যথা ॥ ১২ ॥

প্রদীপ্ত উজ্জ্বল বহ্নি যেরূপ তৃণরাশিকে ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ আমার মন্ত্র, কোটিজন্মার্জ্জিত পাপপুঞ্জকে দগ্ধ করে ॥ ১২ ॥

মন্মন্ত্রগ্রহণাদ্‌যোগান্মন্নামগ্রহণস্য বা।
তেষাং পাপানি বেপন্তে কোটিজন্মকৃতানি চ ॥ ১৩ ॥

আমার মন্ত্রগ্রহণ এবং নামোচ্চারণে তাহাদের কোটিজন্মকৃত পাপ সকল কম্পিত হইতে থাকে ॥ ১৩ ॥

যমস্তন্নামলিখনং দূরীভূতং করোতি চ।
অন্তে দাস্যঞ্চ লভতে গত্বা গোলোকমুত্তমং ॥ ১৪ ॥

সে ব্যক্তি অন্তকালে সর্ব্বোত্তম গোলোকধামে গমন করিয়া আমার দাসত্ব লাভ করে ॥ ১৪ ॥

যাবদায়ুর্ভ্রমেৎ তাবৎ স্বতন্ত্রো মত্তকুঞ্জরঃ।
ততঃ পাপাঃ পলায়ন্তে বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥ ১৫ ॥

সে ব্যক্তি যাবজ্জীবন উন্মত্ত হস্তির ন্যায় স্বাধীন হইয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে। গরুড় দর্শনে যে রূপ ভুজঙ্গগণ পলায়ন করে, তদ্রূপ পাপ সকল তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করে ॥ ১৫ ॥

তেষাঞ্চ পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
পুনাতি সর্ব্বতীর্থানি দূরতো দর্শনাদপি ॥ ১৬ ॥

তাহাদের পদধূলিস্পর্শে বসুন্ধরা তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়, তাহাদিগকে দূর হইতে দর্শন করিয়া সমস্ত তীর্থ পবিত্র হয় ॥ ১৬ ॥

পূতশ্চ পবনো বহ্নির্জ্জলঞ্চ তুলসীদলং।
পূতান্যেব হি তীর্থানি গঙ্গাদীনি চ গায়ন ॥ ১৭ ॥

হে গায়ক! পবন, অগ্নি, জল, তুলসীপত্র, ইহারা স্বভাবতঃ পবিত্র গঙ্গাদিতীর্থও অত্যন্ত পবিত্র ॥ ১৭ ॥

পূতা সুশীলা ধর্ম্মিষ্ঠা সুব্রতা স্ত্রী পতিব্রতা।
মন্মন্ত্রোপাসকাশ্চৈব তেভ্যঃ পূতোত্তমাঃ সদা ॥ ১৮ ॥

এবং সুশীলা, ধর্ম্মিষ্ঠা, সুব্রতা, পতিব্রতা, কামিনীও অতিমাত্র পবিত্রা, কিন্তু আমার মন্ত্রোপাসকেরা তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষায় নিত্য পবিত্রতম হয়॥ ১৮॥

মন্মন্ত্রোপাসকানাঞ্চ তীর্থস্নানং ব্রতং সুত।
শ্রাদ্ধং দানং পূজনঞ্চ যথা চর্ব্বিতচর্ব্বণং॥ ১৯॥

হে বৎস! আমার মন্ত্রোপাসকদিগের তীর্থস্নান, ব্রত, শ্রাদ্ধ, দান ও পূজা প্রভৃতি চর্ব্বিত—চর্ব্বণমাত্র, কোন কার্য্যকারক অর্থাৎ বিশেষ কোন ফলোপধায়ক নহে॥ ১৯॥

ভক্ত্যা তীর্থানি পূতানি স্বতঃ পূতো হি বৈষ্ণবঃ।
তত্তন্ত্রঞ্চ তথা দানমলং শ্রাদ্ধঞ্চ নিষ্ফলং॥ ২০॥

ভক্তিযোগে তীর্থ সকল পবিত্র হয়, কিন্তু বৈষ্ণব গণ স্বাভাবিক পবিত্র, অতএব তাহার তন্ত্র, দান ও শ্রাদ্ধ সকলি বিফল॥ ২০॥

শ্রাদ্ধস্য সম্প্রদানঞ্চ কর্ত্তুশ্চ পুরুষত্রয়ং।
পুরুষাণাং শতং মুক্তং কো ভুঙ্‌ক্তে শ্রাদ্ধবস্তু চ॥ ২১॥

শ্রাদ্ধের সম্প্রদান ও তৎকর্ত্তা হইতে তিন পুরুষমাত্র পবিত্র হয় কিন্তু বৈষ্ণবের শত পুরুষ মুক্ত হইয়াছে, তবে কে শ্রাদ্ধ ভোজন করিবেক॥ ২১॥

কেচিদেবং বদন্তীতি পিতৃলোকার্থমেব চ।
তদ্বিরুদ্ধঞ্চ তে তুষ্টা মন্ত্রগ্রহণমাত্রতঃ॥ ২২॥

পিতৃলোকের সন্তোষার্থে শ্রাদ্ধ করা আবশ্যক বলিয়া, কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু তাহা অতিশয় বিরুদ্ধ, কারণ তাহারা মন্ত্রগ্রহণমাত্রেই পরিতুষ্ট হন॥ ২২॥

তেষাং শুভাশিষং কর্ম্ম নৈব ভোগায় কল্পতে।
দেবান্নপ্রভবেদ্বৎস সিদ্ধধান্যে যথাঙ্কুরঃ॥ ২৩॥

হে বৎস! তাহাদের শুভাশিষ কর্ম্ম ভোগের নিমিত্ত নহে, সিদ্ধধান্য হইতে কি কখন অঙ্কুর উদয় হয়॥ ২৩॥

সাক্ষাৎকরোতি তেষাঞ্চ কর্ম্মমূলনিকৃন্তনং।
মন্মন্ত্রোপাসকাদন্যে কর্ম্মভোগঞ্চ ভুঞ্জতে ॥ ২৪ ॥

আমি স্বয়ং তাহাদের কর্ম্মফলের মূলচ্ছেদন করি, আমার মন্ত্র যাহারা উপাসনা করে ন', তাহারাই কর্ম্মের ফলভোগ করে ॥ ২৪ ॥

ময়া স্বয়ং প্রদত্তশ্চ স্বমন্ত্রঃ পুরুষায় চ।
পরদ্বারাদ্গ্রাহয়িত্বা ভক্তং মুক্তং করোম্যহং ॥ ২৫ ॥

আমি স্বয়ং পুরুষকে নিজ মন্ত্র প্রদান করিয়াছি, অপরের দ্বারা মন্ত্র গ্রহণ করাইয়া ভক্তকে মুক্ত করি ॥ ২৫ ॥

ময়া প্রদত্তমন্ত্রশ্চ পুরা মৃত্যুঞ্জয়স্তথা।
মৃত্যুঞ্জয়ায় গোলোকে শুদ্ধসত্ত্বগুণায় চ ॥ ২৬ ॥

পুরাকালে আমি মৃত্যুঞ্জয়কে মন্ত্র প্রদান করি, গোলোকে শুদ্ধসত্ত্বগুণ মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র গ্রহণ করেন ॥ ২৬ ॥

পুনঃ সনৎকুমারায় ধর্ম্মায় ব্রহ্মণে তথা।
কপিলায় চ শেষায় গণেশায় মহামতে ॥ ২৭ ॥

অনন্তর সনৎকুমার, ধর্ম্ম ব্রহ্ম', কপিল, শেষ, এবং মহামতি গণেশ, মন্ত্র গ্রহণ করেন ॥ ২৭ ॥

নারায়ণর্ষয়ে চৈব ধর্ম্মপুত্রায় ধীমতে।
পুনর্ম্মহাবিষ্ণবে চ বিশ্বানি যস্য লোমসু ॥ ২৮ ॥

অনন্তর নারায়ণ, ও ধীমান ধর্ম্মপুত্রকে মন্ত্রপ্রদান করিয়াছি। এবং যাঁহার লোমকূপে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান রহিয়াছে, যিনি কালের অধিষ্ঠাতৃ দেবত স্বরূপ এবং সকলের অন্তক সেই মহাবিষ্ণুও মন্ত্র গ্রহণ করেন ॥ ২৮ ॥

কালাধিষ্ঠাতৃদেবায় তস্মৈ সর্ব্বান্তকায় চ।
উপেন্দ্রায় চ কামায় ভৃগবেহঙ্গিরসে তথা ॥ ২৯ ॥

তৎপশ্চাৎ বিরজাতটে উপেন্দ্র ও কাম, ভৃগু এবং অঙ্গিরা ইহাদিগকেও মন্ত্র প্রদান করিয়াছি ॥২৯॥

সরস্বত্যৈ চ পদ্মায়ৈ রাধায়ৈ বিরজাতটে।
সাবিত্র্যৈ বিষ্ণুমায়ায়ৈ পার্ষদেভ্যশ্চ পুত্রক ॥ ৩০ ॥

হে পুত্রক! সরস্বতী, পদ্মা, রাধা, সাবিত্রী, বিষ্ণুমায়া, এবং পার্ষদগণ মন্ত্রগ্রহণ করেন ॥ ৩০ ॥

তুভ্যং ন দত্তো মন্ত্রোঽত্র শ্রূয়তাং তন্নিমিত্তকং।
জনিষ্যসি শূদ্রযোনৌ ব্রহ্মণো বাক্যপালনাৎ ॥ ৩১ ॥

হে বৎস! তোমাকে কি নিমিত্ত মন্ত্র প্রদান করি নাই, তাহার কারণ অবগত হও, তুমি ব্রহ্মার বাক্য প্রতিপালন করিয়া শূদ্রাণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে ॥ ৩১ ॥

ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং গচ্ছ বৎস যথাসুখং।
দ্বাদশাব্দান্তরে শূদ্রযোনৌ দেবাজ্জনিষ্যসি ॥ ৩২ ॥

তোমাকে সমস্ত কথাই বলিলাম, হে বৎস! এখন অভীষ্ট প্রদেশে গমন কর, দ্বাদশ বৎসরের পর দেবাংশে শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে ॥ ৩২ ॥

পঞ্চবর্ষাভ্যন্তরে চ মন্মন্ত্রং প্রাপ্য বিপ্রতঃ।
দশাব্দান্তে বপুস্ত্যক্ত্বা ব্রহ্মপুত্রো ভবিষ্যসি ॥ ৩৩ ॥

পঞ্চবর্ষাভ্যন্তরে, বিপ্রনিকট হইতে আমার মন্ত্র প্রাপ্ত হইবে, এবং দশবৎসরের পর তনুত্যাগ করিয়া পুনরায় ব্রহ্মার পুত্র হইবে ॥ ৩৩ ॥

মন্মন্ত্রং পুনরেবেতি শম্ভুবক্ত্রাল্লভিষ্যসি।
ইত্যেবমুক্ত্বা সর্ব্বাত্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৩৪ ॥

এবং মহাদেবের নিকটে পুনর্ব্বার আমার মন্ত্রলাভ করিবে, ইহা কহিয়া সেই সর্ব্বাত্মা সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥

গন্ধর্ব্বঃ প্রযযৌ তস্মাদ্দেবোবিভিঃ সহ পুত্রক।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং পূর্ব্ববৃত্তান্তমেব চ ॥ ৩৫ ॥

উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব ও যোষিদ্গণ সহিত তথা হইতে প্রস্থান করিল। হে পুত্র! এই সমস্ত পূর্ব্ব বৃত্তান্ত তোমাকে কহিলাম॥ ৩৫॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে গন্ধর্ব্বমোক্ষণং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে গন্ধর্ব্ব-মোক্ষণ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়॥ ১৩॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীশুক উবাচ ।

প্রয়াতে রাধিকানাথে গোলোকঞ্চ নিরাময়ং ।
বভূব কিং রহস্যঞ্চ গতে গন্ধর্ব্বপুঙ্গবে ॥ ১ ॥

শ্রীশুকদেব কহিলেন। রাধিকানাথ, নিরাময় গোলোকধামে গমন করিলে এবং উপবর্হণ গন্ধর্ব তথা হইতে প্রস্থান করিলে, কি রহস্য হইল তাহা শুনিতে অভিলাষ করি ॥ ১ ॥

শ্রীব্যাস উবাচ ।

সর্ব্বে দেবাশ্চ মুনয়ঃ প্রয়াতে পরমাত্মনি ।
সর্ব্বে বভূবুস্তে তূষ্ণীং বয়াংসীব দিনাত্যয়ে ॥ ২ ॥

শ্রীব্যাসদেব কহিলেন। পরমাত্মা প্রস্থান করিলে, দিবাবসানে বিহঙ্গগণের ন্যায় সেই সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ২ ॥

উবাচ শম্ভু ব্র‍হ্মাণং নীতিশাস্ত্রবিশারদং ।
জ্ঞানাধিদেবো ভগবান্ পরিণামসুখং বচঃ ॥ ৩ ॥

অনন্তর জ্ঞানাধিদেব ভগবান শম্ভু, নীতিশাস্ত্র-বিশারদ ব্রহ্মাকে পরিণামসুখাবহ হিতজনকবাক্য কহিলেন ॥ ৩ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

রক্ষিতা যস্য ভগবান্ কল্যাণং তস্য সন্ততং ।
স যস্য বিঘ্নকর্ত্তা চ রক্ষিতুং তঞ্চ কঃ ক্ষমঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। ভগবান যাহার রক্ষক তাহার সর্ব্বত্র বিজয়, এবং তিনি যাহার বিপক্ষ তাহাকে পরিত্রাণ করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥৪॥

স্মৃতিমাত্রেণ নির্ব্বিঘ্না যে চ কৃষ্ণপরায়ণাঃ ।
বিঘ্নং কর্ত্তুং কে সমর্থাস্তেষাঞ্চ মুনয়ঃ সুরাঃ ॥ ৫ ॥

যাহারা কৃষ্ণপরায়ণ ব্যক্তি তাহারা তাঁহার স্মরণমাত্রেই নিরাপদ হয়, সুরগণ ও মুনিগণের মধ্যে কেহই তাহার অনিষ্ট করিতে সমর্থ নহে॥ ৫॥

কোপাগ্নীনাং স্থলং কুত্র স্তম্ভিতানাঞ্চ সাম্প্রতং।
দেবানাঞ্চ মুনীনাঞ্চ ক্ষণেনৈবেশ্বরেচ্ছয়া॥ ৬॥

ঈশ্বরের ইচ্ছায় ক্ষণমধ্যে স্তম্ভিত, সুর মুনিগণের কোপানলের স্থল কোথায়?॥ ৬॥

যদি তিষ্ঠন্তি ভূমৌ চ দগ্ধশস্যা বসুন্ধরা।
জলে যদি ততস্তপ্তং নষ্টাস্তে জলজন্তবঃ॥ ৭॥

যদি ভূমিতে অবস্থিতি করে, তবে সমস্ত শস্য দগ্ধ হইবেক। যদি জলে থাকে, তাহা হইলে জল উষ্ণ হইবেক এবং সমস্ত জলজন্তু ও বিনষ্ট হইবেক॥৭॥

স্থলে দহন্তি লোকাংশ্চ বৃক্ষাংশ্চ প্রলয়াগ্নয়ঃ।
বিধানং কর্ত্তুমুচিতমেষাঞ্চ জগতাং বিধে।

হে জগদ্বিধে! প্রলয়াগ্নিস্বরূপ এই সমস্ত অগ্নি স্থলে থাকিলে জন্তুগণ ও বৃক্ষবৃন্দকে দগ্ধ করিবেক, অতএব ইহাদের সমুচিত স্থান বিধান করা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ৮॥

ত্বমেব ধাতা জগতাং পিতা চ বিষ্ণুরীশ্বরঃ।
কালাগ্নিরুদ্রঃ সংহর্ত্তা নেদানীং প্রলয়ক্ষমঃ॥ ৯॥

তুমি জগতের স্রষ্টা, ঈশ্বর বিষ্ণু তাহার পাতা এবং কালাগ্নি রুদ্র তাহার সংহর্ত্তা অতএব এখনই প্রলয় হওয়া উচিত নহে॥ ৯॥

এতে বিষয়িণঃ সর্ব্বে কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আজ্ঞাবহাশ্চ সততং দিক্‌পালাশ্চ দিগীশ্বরাঃ॥ ১০॥

এই সমস্ত দিক্‌পাল দিগীশ্বর এবং সমস্ত বিষয়ীমাত্রেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সতত আজ্ঞাবহ॥ ১০॥

তস্যৈবাজ্ঞাবহো ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ কর্ম্মণাং নৃণাং।
ভ্রমন্তি বিষয়ে শশ্বন্মোহিতা মায়য়া হরেঃ॥ ১১॥

মনুষ্যগণের সমস্ত কর্ম্মের সাক্ষী ধর্ম্মও তাঁহার আজ্ঞাবহ, হরির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলে নিরন্তর বিষয়াভিলাষে ভ্রমণ করিতেছে॥ ১১॥

অহং ন পাতা ন স্রষ্টা ন সংহর্ত্তা চ জীবিনাং।
নির্লিপ্তোঽহং তপস্বী চ হরেরারাধনোন্মুখঃ॥ ১২॥

আমি জীবগণের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্ত্তা নহি। আমি নির্লিপ্ত ও তপস্বী এবং হরির আরাধনে উদ্যত॥ ১২॥

সংহারবিষয়ং মহ্যং শ্রীকৃষ্ণশ্চ পুরা দদৌ।
দত্ত্বা রুদ্রায় তদহং তপস্যাসু রতো হরেঃ॥ ১৩॥

পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সংহার কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি রুদ্রকে উহা সমর্পণ করিয়া হরির তপস্যায় তৎপর হইয়াছি॥ ১৩॥

তদর্চ্চনেন ধ্যানেন তপসা পূজনেন চ।
স্তবেন কবচেনৈব নামমন্ত্রজপেন চ॥ ১৪॥

তাঁহার অর্চ্চনা, ধ্যান, তপ, পূজা, স্তব, কবচ ও নামমন্ত্র জপ॥ ১৪॥

মৃত্যুঞ্জয়োঽহমধুনা ন চ কালাদ্ভয়ং মম।
কালঃ সংহরতে সর্ব্বং মাং বিনা চ তথেশ্বরং॥ ১৫॥

ইত্যাদি দ্বারা এখন আমি মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছি, আমার কালের নিকট ভয় নাই। কাল, ঈশ্বর ও আমা ব্যতীত সকলকেই সংহার করেন॥ ১৫॥

পুরা সর্ব্বাদিসর্গে চ কস্যচিৎ স্রষ্টুরেব চ।
ভালোদ্ভবাশ্চ তে রুদ্রাস্তেষেকোঽহঞ্চ শঙ্করঃ॥ ১৬॥

পুরাকালে সকলের আদি সৃষ্টিতে কোন স্রষ্টার ললাটসম্ভূত রুদ্রগণের মধ্যে আমি একজন, আমার নাম শঙ্কর॥ ১৬॥

কল্পেশ্চ ব্রহ্মণঃ পাতে লয়ে প্রাকৃতিকে তথা।
সর্ব্বে নষ্টা বিষয়িণো ন ভক্তাশ্চ যথেশ্বরঃ॥ ১৭॥

প্রাকৃতিক প্রলয় উপস্থিত হইলে এক ব্রহ্মার পতন হয়, এবং তাহাকে কল্প বলে। তাহাতে ঈশ্বর এবং তদ্ভক্তগণ ব্যতিরেকে সমস্ত বিষয়া বিনষ্ট হয়॥ ১৭॥

অসংখ্যব্রহ্মণঃ পাতঃ কল্পশ্চাসংখ্য এব চ।
সমতীতঃ কতিবিধো ভবিতা বা পুনঃ পুনঃ॥ ১৮॥

এইরূপে অসংখ্য ব্রহ্মার পতন ও অসংখ্য কল্প হয়, কত বিধ কল্প গত হইয়াছে এবং আবার কত হইবে॥ ১৮॥

শ্রীকৃষ্ণস্য নিমেষেণ ব্রহ্মণঃ পতনং ভবেৎ।
তত্র প্রাকৃতিকাঃ সর্ব্বে তিরোভূতাঃ পুনঃ পুনঃ॥ ১৯॥

শ্রীকৃষ্ণের এক নিমেষমাত্রে ব্রহ্মার পতন হয়, তাহাতে সকল প্রাকৃতিক পদার্থ পুনঃ পুনঃ তিরোহিত হয়॥ ১৯॥

ন প্রাকৃতো ন বিষয়ী নিত্যদেহী চ বৈষ্ণবঃ।
হরের্ব্বরেণামরোঽহং শিবাধারস্ততস্ততঃ॥ ২০॥

বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত বা বিষয়া নহে, নিত্যদেহা হয়, আমি হরির বরে অমর হইয়াছি এবং ক্রমশঃ মঙ্গলের আধার স্বরূপ হইব॥ ২০॥

জলপ্লুতঞ্চ বিশ্বৌঘং লয়ে প্রাকৃতিকে ধ্রুবং।
আব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং পরং কৃষ্ণালয়ং বিনা॥ ২১॥

প্রাকৃতিক লয় উপস্থিত হইলে, কৃষ্ণের আলয় গোলোক ব্যতিরেকে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড জলপ্লাবিত হয়, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ২১॥

সর্ব্বা দেব্যো বিলীনাশ্চ কৃষ্ণঃ সত্যং সুনিশ্চিতং।
সর্ব্বে পুমাংসো লীনাশ্চ সত্যে নিত্যে সনাতনে॥ ২২॥

কৃষ্ণই সত্য, সমস্ত দেবীগণ ও সকল পুরুষগণ সেই নিত্য সনাতন সত্যে বিলীন হয়॥ ২২॥

অহং কৃষ্ণশ্চ প্রকৃতিঃ পার্ষদপ্রবরো হরেঃ।
নিত্যং নিত্যা বিদ্যমানা গোলোকে চ নিরাময়ে॥ ২৩॥

নিরাময় গোলোকে আমি ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও প্রকৃতি এবং হরির পার্শ্বদগণ নিত্য বিদ্যমান থাকে ॥ ২৩ ॥

এক ঈশো ন দ্বিতীয় ইতি সর্ব্বাদিসর্গতঃ ।

ন হি নশ্যন্তি তদ্ভক্তাঃ প্রকৃতিঃপ্রাকৃতে লয়ে ॥ ২৪ ॥

সকলের প্রথম সৃষ্টিকালে অদ্বিতীয় একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন, প্রাকৃত প্রলয়ে তাঁহার ভক্তগণ ও প্রকৃতি বিনষ্ট হয় না ॥ ২৪ ॥

তস্য ভক্তোত্তমানাঞ্চ সততং স্মরণেন চ ।

আয়ুর্ব্ব্যয়ো নহি ভবেৎ কথং মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥.

তাঁহার উত্তম ভক্তগণের নিয়ত হরিস্মরণদ্বারা জীবনের হ্রাস হয় না, তবে কি প্রকারে তাহাদের মৃত্যু ঘটিবেক ॥ ২৫ ॥

ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ ।

তেষাং ভক্তোত্তমানাঞ্চ সততং স্মরণেন চ ॥ ২৬ ॥.

বাসুদেবের ভক্ত ও ভক্তোৎকৃষ্টজনগণের অবিরত হরি স্মরণে কুত্রাপি অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই ॥ ২৬ ॥

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিভয়ং নাপ্যুপজায়তে ।

অত্র কল্পে ভবান্ ব্রহ্মা ব্যবস্থাতা চ কর্ম্মসু ॥ ২৭ ॥

এবং জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির ভয় জন্মে না । এই কল্পে তুমি ব্রহ্মা এবং সমস্ত কার্য্যের ব্যবস্থাকর্ত্তা হইয়াছ ॥ ২৭ ॥

স্থলং কোপানলানাঞ্চ বিধানং যদ্বিধে কুরু ।

শম্ভোশ্চ বচনং শ্রুত্বা কম্পিতঃ কমলাসনঃ ॥

স্থলঞ্চকার বহ্নীনামাজ্ঞয়া শঙ্করস্য চ ॥ ২৮ ॥

হে বিধাতঃ! কোপানলের স্থল বিধান কর । কমলাসন ব্রহ্মা মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া কম্পমান হইলেন, এবং মহাদেবের আজ্ঞানুসারে অনলের স্থান বিধান করিলেন ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

জ্বরস্ত্রিপাদস্ত্রিশিরাঃ ষড়্ভুজো নবলোচনঃ ।

ভস্মপ্রহরণো রৌদ্রঃ কালান্তকযমোপমঃ ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন। জ্বর ত্রিপাদ, ত্রিশির, ষড়্‌ভুজ, নবলোচন, ভস্মপ্রহরণ, রৌদ্র, ও কালান্তক যমের সদৃশ ॥ ২৯ ॥

ভবে ভবতু সর্ব্বত্র ভবকোপানলোঽধুনা।
প্রাকৃতেষু চ দেহেষু ব্যাপারোঽস্য ময়া কৃতঃ ॥ ৩০ ॥

এক্ষণে এই সংসারে সর্ব্বত্র আমার আদেশে মহাদেবের কোপানল জ্বরস্বরূপে পরিণত হউক, প্রাকৃতদেহে ইহার ব্যাপার ব্যবস্থা করিলাম॥ ৩০ ॥

মম কোপানলঃ শম্ভো সংস্কৃতাগ্নির্দ্বিজস্য চ।
ভবে ভবতু সর্ব্বত্র ব্যাপারোঽস্য ময়া কৃতঃ ॥ ৩১ ॥

হে শম্ভো! আমার কোপানল দ্বিজগণের সংস্কৃতাগ্নি হউক, এবং এই সংসারে সর্ব্বত্র ইহার ব্যাপার বিধান করিলাম ॥ ৩১ ॥

শেষস্য কোপবহ্নিশ্চ শেষাস্যেঽস্ত্বধুনা শিব।
যতো বিশ্বঞ্চ প্রলয়ে দগ্ধগোময়পিণ্ডবৎ ॥ ৩২ ॥

হে শিব! শেষের কোপানল এখন উহার মুখেই অবস্থিতি করুক প্রলয় সময়ে উহা গোময়পিণ্ডবৎ বিশ্বকে দগ্ধ করিবেক। ৩২ ॥

বহ্নের্মুখালয়ো বিশ্বে ব্যবহারাগ্নিরীশ্বরঃ।
ভবত্বেব হি সর্ব্বত্র সর্ব্বেষামুপকারকঃ ॥ ৩৩ ॥

হে ঈশ্বর! এই সংসারে সর্ব্বপ্রদেশে সকলের উপকারক ব্যবহারাগ্নিই বহ্নির মুখালয় হউক॥ ৩৩ ॥

ধর্ম্মাস্যকোপবহ্নিশ্চ কৃষ্ণাগ্নিশ্চ ভবত্বয়ং।
অধর্ম্মং কুর্ব্বতাং সর্ব্বং দাহনঞ্চ করিষ্যতি ॥ ৩৪ ॥

ধর্ম্মের কোপাগ্নি কৃষ্ণাগ্নি হউক, উহা অধর্ম্মকারিজনগণের সর্ব্বস্ব দাহন করিবেক॥ ৩৪ ॥

সূর্য্যকোপানলশ্চায়ং দাবাগ্নিশ্চ বনেষু চ।
স্থিতিরস্য তরোঃ স্কন্ধে তদ্ভক্ষ্যাঃ পশুপক্ষিণঃ ॥ ৩৫ ॥

সূর্য্যের কোপাগ্নি বনে দাবাগ্নি হউক, উহা তরুর স্কন্ধে অবস্থিতি করুক, এবং পশু পক্ষীগণ উহার ভক্ষ্য হউক॥ ৩৫ ॥

চন্দ্রকোপানলো বিশ্বে কামিনাং বিরহানলঃ।
দম্পত্যোর্ব্বিরহে শশ্বদ্দহ্যতি স্ম দ্বয়োস্তনুং ॥ ৩৬ ॥

এই সংসারে চন্দ্রের কোপানল কামিদিগের বিরহানল হউক, এবং উহা দম্পতীর পরস্পর বিরহে উভয়েরই শরীরদাহ করুক॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্রকোপানলঃ সদ্যো বজ্রাগ্নিশ্চ বভূব হ।
উপেন্দ্রস্যানলশ্চৈব বিদ্যুদেব ভবত্বয়ং ॥ ৩৭ ॥

ইন্দ্রের কোপানল তৎক্ষণাৎ বজ্রাগ্নি হউক, এবং উপেন্দ্রের কোপানল বিদ্যুৎ হউক॥ ৩৭

রুদ্রাণামাস্যবহ্নিশ্চ মহোল্কাগ্নির্ভবত্বয়ং।
গণেশাগ্নিঃ পৃথিব্যাস্তু যথাস্থানে তু তিষ্ঠতি ॥ ৩৮ ॥

রুদ্রগণের মুখাগ্নি মহোল্কাগ্নি হউক। গণেশের কোপাগ্নি পৃথিবীর যে স্থানে থাকিবেক॥ ৩৮ ॥

যত্র তিষ্ঠেত্তদূষরমেবমেবং বিদুর্বুধাঃ।
স্কন্দকোপানলশ্চৈব রণাস্ত্রাগ্নির্বভূব হ ॥ ৩৯ ॥

তাহা ঊষর ক্ষেত্র হইবেক বিজ্ঞগণ এই কথা বলেন। কার্ত্তিকের কোপানল সমরক্ষেত্রে অস্ত্রাগ্নি হউক॥ ৩৯ ॥

কামেতরাণাং দেবানাং মুনীনাঞ্চ মুখানলঃ।
জগ্রাহোর্ব্বমুনিস্তত্র তেজসি ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মার পুত্র ঊর্ব্ব মুনি, নিজ তেজঃ প্রভাবে কামদেব ব্যতিরিক্ত দেবগণের ও মুনিগণের কোপাগ্নি গ্রহণ করিলেন॥ ৪০ ॥

স্বদক্ষিণোরৌ স মুনিঃ সংস্থাপ্য বেদমন্ত্রতঃ।
ব্রহ্মাণঞ্চ নমস্কৃত্য শঙ্করং তপসে যযৌ ॥ ৪১ ॥

সেই মুনি বেদমন্ত্র প্রভাবে নিজ দক্ষিণ উরুদেশে উহা স্থাপন করিয়া মহাদেব ও ব্রহ্মাকে নমস্কার করিয়া তপস্যা করিতে গমন করিলেন॥ ৪১ ॥

কালেন তস্মান্নিঃসৃত্য সমুদ্রে বাড়বানলঃ।
স বভূব পুরা পুত্র পরমৌর্ব্বানলঃ স্বয়ং ॥ ৪২ ॥

হে পুত্র! কালক্রমে ঐ ঔর্ব্বানল ঋষির নিকট হইতে স্বয়ং নিঃসৃত হইয়া সমুদ্রে বাড়বানল হইল ॥ ৪২ ॥

কামাগ্নিমুল্বনং দৃষ্ট্বা বিচিন্ত্য মনসা বিধিঃ।
সমালোচ্য সুরৈঃ সার্দ্ধং মুনীন্দ্রৈঃ সহ সংসদি ॥ ৪৩ ॥

বিধাতা সেই সভায় কামাগ্নিকে অতিশয় প্রবল দেখিয়া মনে মনে বিবেচনাপূর্ব্বক, দেবতা এবং মুনিগণের সহিত আলোচনা করিয়া ॥ ৪৩ ॥

আজুহাব স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ সুব্রতাশ্চ পতিব্রতাঃ।
আযযুর্যোষিতঃ সর্ব্বাস্তা উচুঃ কমলোদ্ভবং ॥ ৪৪ ॥

সুব্রতা পতিব্রতা কামিনীদিগকে আহ্বান করিলেন। সমস্ত নারীগণ তথায় উপস্থিত হইয়া কমলোদ্ভব ব্রহ্মাকে কহিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥

স্ত্রিয় উচুঃ।

কিমস্মান্ ব্রূহি ভগবন্ শাধি নঃ করবাম কিং।
আলোচ্য মনসা সর্ব্বং দেহি ভারং বয়ং স্ত্রিয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

কামিনীগণ কহিলেন। হে ভগবন্! আমরা কি করিব আজ্ঞা করুন, আমরা অবলা কামিনী ইত্যাদি সমস্ত মনে মনে বিবেচনা করিয়া কার্য্যের ভার অর্পণ করিবেন ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

গৃহীত্বা মদনাগ্নিঞ্চ মৈথুনে সুখদায়কং।
বিশ্বে চ যোষিতঃ সর্ব্বাঃ শশ্বৎকামা ভবন্তু চ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন। এই সংসার মৈথুনে সুখদায়ক মদনাগ্নিকে গ্রহণ করিয়া সমস্ত নারীগণ কামাতুরা হও ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মণশ্চ বচঃ শ্রুত্বা কোপরক্তাস্যলোচনাঃ।
তমূচুর্যোষিতঃ সর্ব্বা ভয়ং ত্যক্ত্বা চ সংসদি ॥ ৪৭ ॥

সেই সভায় ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া যোষিদ্গণ কোপরক্তমুখ ও অরুণলোচন হইয়া ভয় পরিহার পূর্ব্বক ব্রহ্মাকে বলিল ॥ ৪৭ ॥

স্ত্রিয় ঊচুঃ।

ধিক্ত্বাং জগদ্বিধিং ব্যর্থং চকার পরমেশ্বরঃ।
অপূজ্যো মোহিনীশাপাৎ পুত্রশাপেন সাম্প্রতং ॥ ৪৮ ॥

কামিনীগণ কহিল। তোমার ধিক্, পরমেশ্বর তোমাকে বৃথা জগদ্বিধাতা করিয়াছেন। পূর্ব্বে মোহিনীশাপে এবং সম্প্রতি পুত্রশাপে সকলের অপূজ্য হইয়াছ ॥ ৪৮ ॥

গৃহীত্বা মদনাগ্নিঞ্চ পুরুষাশ্চ তথা স্ত্রিয়ঃ।
নিত্যং দহন্তি সততং বাস্তবং দুঃসহং পরং ॥ ৪৯ ॥

পুরুষগণ ও নারীগণ সতত জাগরূক অত্যন্ত দুঃসহ মদনানল গ্রহণ করিয়া নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে ॥ ৪৯ ॥

তদেকভাগঃ পুরুষে ত্রিভাগশ্চাপি যোষিতি।
তেন দগ্ধাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাশ্চাস্মাকমপরেণ কিং ॥ ৫০ ॥

সেই কামানলের একভাগ পুরুষে, আর তিন ভাগ স্ত্রীজাতিতে বিদ্যমান আছে, তাহাতেই সমস্ত নারীগণ দগ্ধ হইতেছে, অতএব এ অপেক্ষা অপরে আর কি হইবে ॥ ৫০ ॥

সমর্পণঞ্চেৎ পুরুষে যদ্যস্মাসু স্মরানলঃ।
ভস্মীভূতং করিষ্যামো রক্ষিতা কো ভবেত্তব ॥ ৫১ ॥

যদি পুরুষজাতি ও রমণীদিগকে আবার স্মরানল অর্পণ কর, তবে আমরা তোমাকে ভস্মসাৎ করিব, দেখ কে রক্ষা করে ॥ ৫১ ॥

পতিব্রতাবচঃ শ্রুত্বা তমুবাচ শিবঃ স্বয়ং।
হিতং সত্যং নীতিসারং পরিণামসুখাবহং ॥ ৫২ ॥

পতিব্রতাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বয়ং মহাদেব ব্রহ্মাকে পরিণাম-সুখাবহ, হিতজনক নীতিসার বাক্য কহিলেন ॥ ৫২ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ত্যজ দ্বন্দ্বং মহাভাগ সুব্রতাভিঃ সহাধুনা।
পতিব্রতানাং তেজশ্চ সর্ব্বেভ্যশ্চ পরং ভবেৎ ॥ ৫৩ ॥

মহাদেব কহিলেন। হে মহাভাগ। এক্ষণে সুব্রতা রমণীগণের সহিত বিবাদ পরিত্যাগ কর। পতিব্রতাদিগের তেজ, সকল তেজ অপেক্ষা প্রবল ॥ ৫৩ ॥

নির্ম্মাণং কুরু দেবেন্দ্র কৃত্যাং স্ত্রীজাতিমীশ্বর।
তস্যৈ দেহি দুঃখবীজং কামকোপানলং পরং ॥ ৫৪ ॥

হে দেবশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর! কৃত্যা স্ত্রীজাতির সৃষ্টি কর, এবং দুঃখের বীজ কামকোপানল তাহাকে সমর্পণ কর ॥ ৫৪ ॥

শঙ্করস্য বচঃ শ্রুত্বা সত্বরং জগতাং বিধিঃ।
সসৃজে তৎক্ষণং মূর্ত্তিং স্ত্রীরূপাং সুমনোহরাং ॥ ৫৫ ॥

জগদ্বিধাতা মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর অতিমনোহর স্ত্রীরূপ মূর্ত্তি সৃজন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

অহো রূপমহো বেশমহো অস্যা নবং বয়ঃ।
অহো বক্ষঃ কটাক্ষঞ্চ মুনীনাং মোহকারণং ॥ ৫৬ ॥

কি রূপ, কি বেশ, কেমন নবীন বয়স, কি চক্ষু, কি কটাক্ষ, যোগি-দিগেরও মন হরণ করে ॥ ৫৬ ॥

অহো সুকঠিনং চারু স্তনযুগ্মং সুবর্ত্তুলং।
বিচিত্রং কঠিনং স্থূলং শ্রোণিযুগ্মঞ্চ সুন্দরং ॥ ৫৭ ॥

কি চমৎকার স্তনযুগল, সুকঠিন, মনোহর ও বর্ত্তুল। শ্রোণিযুগলে-রাও কি চমৎকার, বিচিত্র, কঠিন, স্থূল ও সুন্দর ॥ ৫৭ ॥

নিতম্বযুগ্মং বলিতং চক্রাকারং সুকোমলং।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভং সর্ব্বাবয়বমীপ্সিতং ॥ ৫৮ ॥

নিতম্বযুগল বলিত, চক্রাকার ও সুকোমল। শ্বেত চম্পকপুষ্পের ন্যায় বর্ণ, ও সকল অবয়বই বাঞ্ছনীয় ॥ ৫৮ ॥

শরৎপার্ব্বণকোটীন্দুবিনিন্দাস্যং সুশোভনং।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যং বস্ত্রেণাচ্ছাদিতং মুদা ॥ ৫৯ ॥

শরৎকালে কোটি কোটি পূর্ণচন্দ্র সদৃশ সুশোভন ঈষৎহাস্যযুক্ত সুপ্রসন্ন মুখকমল বস্ত্রাবৃত হইয়া কেমন শোভাধারণ করিয়াছে ॥ ৫৯ ॥

বপুঃ সুকোমলং চারু নাতিদীর্ঘং ন বামনং।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকং রত্নভূষণৈ র্ভূষিতং সদা॥ ৬০॥

শরীর অতি সুকোমল, সুন্দর, অতিশয় দীর্ঘ, কিম্বা অতিশয় হ্রস্ব নহে বহ্নিবৎ বিশদবস্ত্রে পরিবৃত এবং রত্ন ভূষণে বিভূষিত॥ ৬০॥

দাড়িম্বকুসুমাকারং সান্দ্রং সিন্দুরসুন্দরং।
কস্তূরীবিন্দুনা সার্দ্ধং স্নিগ্ধচন্দনবিন্দুভিঃ॥ ৬১॥

দাড়িম্ব কুসুমাকার সান্দ্র সিন্দুরে শোভিত এবং কস্তূরীবিন্দু ও স্নিগ্ধ-চন্দন বিন্দুতে পরিশোভিত॥ ৬১॥

পক্কবিম্বফলাকারমধরোষ্ঠপুটং পরং।
দন্তপঙ্‌ক্তিযুগঞ্চৈব দাড়িম্ববীজসন্নিভং॥ ৬২॥

পক্ক বিম্ব ফলাকার অধরোষ্ঠপুট, এবং দন্তপংক্তিদ্বয় দাড়িম্ব বীজ সদৃশ॥ ৬২॥

সুচারু কবরীভারং মালতীমাল্যমণ্ডিতং॥
তস্যৈ দদৌ চ কামাগ্নিং দৃষ্ট্বা তাং কমলোদ্ভবঃ॥ ৬৩॥

মালতীমালায় বিভূষিত সুন্দর কেশ কলাপ। কমলোদ্ভব ব্রহ্মা সেই কামিনীকে অবলোকন করিয়া কামাগ্নি প্রদান করিলেন॥ ৬৩॥

দৃষ্ট্বা সা চন্দ্ররূপঞ্চ কামোন্মত্তা বিচেতনা।
কৃত্বা কটাক্ষং স্মেরাস্যা মাং ভজস্বেত্যুবাচ সা॥ ৬৪॥

সেই কামিনীগণ চন্দ্রের রূপ নয়নগোচর করিয়া কামোন্মত্তা ও বিচেতন প্রায় হইয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে কটাক্ষবিক্ষেপ করিয়া আমাকে ভজ এই কথা চন্দ্রকে কহিল॥ ৬৪॥

সস্মিতঃ প্রযযৌ চন্দ্রো লজ্জয়া চ সভাতলাৎ।
কামং দৃষ্ট্বা চ চকমে কামার্ত্তা সা গতত্রপা॥ ৬৫॥

চন্দ্র ঈষৎ হাস্য করিয়া লজ্জায় সেই সভা স্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কামদেবকে দেখিয়া কামাতুরা, ও গতলজ্জা হইয়া সেই কামিনী কন্দর্পকে কামনা করিল॥ ৬৫॥

দুদ্রাব কামস্তস্মাচ্চ তৎপশ্চাৎ সা দধাব চ।
জহসুর্দ্দেবতাঃ সর্ব্বাঃ মুনয়শ্চাপি সংসদি ॥ ৬৬ ॥

মদন সেই সভা হইতে দ্রুত পলায়ন করিলেন, এবং সেই কামিনীও তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমানা হইল, সেই সভাস্থ দেবতাগণ, ও মুনিগণ তাহা দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥

লজ্জিতা যোষিতঃ সর্ব্বাস্তাং বারয়িতুমক্ষমাঃ।
সর্ব্বে চক্রুঃ পরীহাসং স্ত্রীবর্গং শঙ্করাদয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

তাহাকে নিবারণ করিতে অক্ষম হইয়া সমস্ত নারীগন অতিশয় লজ্জিতা হইল। এবং শঙ্করপ্রভৃতি দেবগণ স্ত্রীদিগকে পরিহাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬৭ ॥

কামং ন লব্ধ্বা সা চ স্ত্রী নির্ব্ব্যাগত্য সংসদি।
তমশ্বিনীকুমারঞ্চাপ্যুবাচ সুরসন্নিধৌ ॥ ৬৮ ॥

সেই কামিনীগণ কামদেবকে না পাইয়া সভায় প্রতিনিবৃত্তা হইল, এবং সকল দেবতাদিগের সমক্ষে অশ্বিনীকুমারকে কহিল ॥ ৬৮ ॥

কৃত্যাকামিন্যুবাচ।

মাং ভজস্ব রবেঃ পুত্র প্রিয়াং রসবতীং মুদা।
শৃঙ্গারে সুখদাং শান্তাং পরাং কামাতুরাং বরাং ॥ ৬৯ ॥

কৃত্যা কামিনী কহিল। হে সূর্য্য পুত্র! রসবতী, শৃঙ্গারসুখদায়িনী, শান্তা, কামাতুরা, উৎকৃষ্টা, প্রিয়া আমাকে আহ্লাদ সহকারে ভজনা কর ॥ ৬৯ ॥

ত্বয়া সার্দ্ধং ভ্রমিষ্যামি সুন্দরে গহনে বনে।
রহসি রহসি ক্রীড়াং করিষ্যামি দিবানিশং ॥ ৭০ ॥

আমি তোমার সহিত সুন্দর গহনবনে ভ্রমণ করিব, এবং দিবানিশি বিজনে ক্রীড়া করিব ॥ ৭০ ॥

মধুপানঞ্চ দাস্যামি বাসিতং চামলং জলং।
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং ভোগ্যবস্তু মনোহরং ॥ ৭১ ॥

মধুপান, সুবাসিত নির্ম্মল জল, কর্পূর-মিশ্রিত, তাম্বূল এবং মনোহর ভোগাবস্তু প্রদান করিব ॥ ৭১ ॥

শয্যাং মনোরমাং কৃত্বা সপুষ্পচন্দনোক্ষিতাং।
ভগবন্তং করিষ্যামি পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতং ॥ ৭২ ॥

পুষ্পচন্দন চর্চ্চিত মনোহর শয্যা প্রস্তুত করিয়া, তোমাকে পুষ্পচন্দন চর্চ্চিত করিব ॥ ৭২ ॥

কুমার উবাচ।

বচনং বদ বামে মামাত্মনো হৃদয়ঙ্গমং।
বিহায় কপটং কান্তে কপটং ধর্ম্মনাশনং ॥ ৭৩ ॥

কুমার কহিলেন। অয়ি বামে কান্তে! ধর্ম্মনাশক কপটভাব পরিত্যাগ করিয়া আমাকে তোমার মনোগত বাক্য বল ॥ ৭৩ ॥

স্ত্রীধর্ম্মং স্ত্রীমনস্কামং স্ত্রীস্বভাবঞ্চ কীদৃশং।
তদাচারং কতিবিধং তন্মাং ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৭৪ ॥

স্ত্রীর ধর্ম্ম কীদৃশ, স্ত্রীর মনস্কাম কি প্রকার, স্ত্রীর স্বভাব কিরূপ, এবং তাহার আচার কয়প্রকার এই সমস্ত আমাকে বলিতে যোগ্য হও ॥ ৭৪ ॥

অশ্বিনীজবচঃ শ্রুত্বা কামার্ত্তা তমুবাচ সা।
কামার্ত্তানাং ক লজ্জা চ ক ভয়ং মানমেব চ ॥ ৭৫ ॥

অশ্বিনীকুমারের বাক্য শ্রবণ করিয়া, কামার্ত্তা সেই কামিনী তাহাকে কহিল। যেহেতু কামার্ত্ত ব্যক্তি লজ্জা, ভয় এবং মানের গৌরব করে না ॥ ৭৫ ॥

কামিন্যুবাচ।

স্থানং নাস্তি ক্ষণং নাস্তি নাস্তি দূতী তদুত্তমা।
তেনৈব যুবতীনাঞ্চ সতীত্বমুপজায়তে ॥ ৭৬ ॥

কামিনী কহিল। স্থান, কাল ও উত্তম দূতী না পাইলেই যুবতীগণের সতীত্ব রক্ষা হয় ॥ ৭৬ ॥

সুবেশং কামুকং দৃষ্ট্বা কামিনী মদনাতুরা।
তদ্গাত্রঞ্চ পুলকিতং যোনৌ কণ্ডূয়নং পরং ॥ ৭৭ ॥

সুবেশ কামুক পুরুষ দর্শনে কামিনীগণ মদনাতুরা হয়, তাহার গাত্র পুলকিত ও যোনি প্রদেশ অতিশয় কণ্ডূয়মান হয় ॥ ৭৭ ॥

বিচেতনা ভবেৎ সা চ কামজ্বরপ্রপীড়িতা।
সর্ব্বং ত্যজতি তদ্ধেতোঃ পুত্রং কান্তং গৃহং ধনং ॥ ৭৮ ॥

কামজ্বরে পীড়িতা হইয়া সে বিচেতনপ্রায় হয়। সেই পুরুষের জন্যে পুত্র, কান্ত, গৃহ, ধন এবং সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করে ॥ ৭৮ ॥

লব্ধ্বা যুবানং পুরুষং দেশত্যাগং করোতি সা।
তদুত্তমং পুনর্লব্ধ্বা তং ত্যজেৎসা ক্ষণেন চ ॥ ৭৯ ॥

সেই যুবা পুরুষ প্রাপ্ত হইয়া দেশত্যাগ করে। কিন্তু পুনর্ব্বার যদি তদপেক্ষা উত্তম পুরুষ পায়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে ও পরিত্যাগ করে ॥ ৭৯ ॥

বিষং দাতুং সমর্থা সা স্বামিনং গুণিনাং বরং।
ম্লেচ্ছং যুবানং সম্প্রাপ্য সর্ব্বস্বং দাতুমুৎসুকা ॥ ৮০ ॥

সে যুবা ম্লেচ্ছপুরুষকেও পাইয়া সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারে, এবং অতিশয় গুণবান্ পণ্ডিত স্বামিকেও বিষপ্রদান করিতে সমর্থ হয় ॥ ৮০ ॥

ত্যজেৎ কুলভয়ং লজ্জাং ধর্ম্মং বন্ধুং যশঃ শ্রিয়ং।
সম্প্রাপ্য রতিশূরঞ্চ যুবানং সুরতোন্মুখং ॥ ৮১ ॥

রতিশূর ও সুরততৎপর যুবাপুরুষ পাইলে কুল ভয়, লজ্জা, ধর্ম্ম, বন্ধু, যশও লক্ষ্মীপ্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করে ॥ ৮১ ॥

সুদৃশ্যং সুন্দরমুখং শশ্বন্মধুরিতং বচঃ।
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং কো বা জানাতি তন্মনঃ ॥ ৮২ ॥

সে অতি সুদৃশ্যা, তাহার আনন অতি মনোহর, বাক্যগুলি নিরন্তর মধুমিশ্রিত, কিন্তু হৃদয় ক্ষুরধার সদৃশ, তাহার মন জানিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥ ৮২ ॥

বিদ্যুচ্ছটা জলে রেখা চাস্থিতা চ যথাম্বরে।
তথাঽস্থিরা চ কুলটাপ্রীতিঃ স্বপ্নঞ্চ তদ্বচঃ ॥ ৮৩ ॥

যেমন আকাশে বিদ্যুচ্ছটা, এবং জলে রেখা অস্থিরা, সেই রূপ কুলটার প্রীতি অস্থির, আর তাহার বাক্য স্বপ্ন সদৃশ ॥ ৮৩ ॥

কুলটানাং ন সত্যঞ্চ ন চ ধর্ম্মো ভয়ং দয়া।
ন লৌকিকং ন লজ্জা স্যাজ্জারচিন্তা নিরন্তরং ॥ ৮৪ ॥

কুলটা স্ত্রীর সত্য, ধর্ম্ম, ভয়, দয়া, লোকাচার, লজ্জা ইত্যাদির লেশ মাত্র নাই, সে কেবল নিরন্তর জার চিন্তায় তৎপরা থাকে ॥ ৮৪ ॥

স্বপ্নে জাগরণে চৈব ভোজনে শয়নে সদা।
নিরন্তরং কামচিন্তা জারে স্নেহো ন চান্যতঃ ॥ ৮৫ ॥

তাহার স্বপ্নে, জাগরণে, ভোজনে, শয়নে, সকল সময়ে কেবল নিরন্তর কামচিন্তা এবং তাহার উপপতিতেই স্নেহ অন্যকুত্রাপি নয় ॥ ৮৫ ॥

কুলটা নরঘাতিভ্যো নির্দ্দয়া দুষ্টমানসা।
জারার্থে চ সুতং হন্তি বান্ধবস্য চ কা কথা ॥ ৮৬ ॥

কুলটা স্ত্রী, নরহত্যাকারী ব্যক্তিগণ অপেক্ষা নির্দ্দয় ও দুষ্টমানস, উপপতির জন্যে নিজ তনয়েরও প্রাণবধ করে, বন্ধুজনের ত কথাই নাই ॥ ৮৬ ॥

ন হি বেদা বিদন্ত্যেবং কুলটাহৃদয়ঙ্গমং।
কথং দেবাশ্চ মুনয়ঃ সন্তো জানন্তি নিশ্চয়ং ॥ ৮৭ ॥

বেদ সকলও কুলটার মনোগত অভিপ্রায় জানিতে পারে না, তখন দেবতা মুনিও সাধুগণ কি রূপে তাহার নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৮৭ ॥

রতিশূরং প্রিয়ং দৃষ্ট্বা ক্ষীরং ঘৃতমিবাচরেৎ।
গতে বয়সি জীর্ণং তং বিষং দৃষ্ট্বা ত্যজেৎ ক্ষণাৎ ॥ ৮৮ ॥

প্রিয়কে রতিশূর দেখিয়া সে ক্ষীরোদ্ভব ঘৃতের ন্যায় ব্যবহার করে, এবং বয়োতীত হইলে জীর্ণ সেই পুরুষকে বিষবৎজ্ঞান করিয়া ক্ষণবিলম্ব না করিয়া পরিত্যাগ করে ॥ ৮৮ ॥

ন বিশ্বসেয়ুস্তাং দুষ্টাং তস্মাৎ সন্তো হি সন্ততং।
ন রিপুঃ পুরুষাণাঞ্চ দুষ্টাস্ত্রীভ্যঃ পরো ভুবি ॥ ৮৯ ॥

এই সংসারে দুষ্টা স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের প্রধান রিপু আর কেহ নাই, অতএব সাধুগণ তাহাকে কখনই বিশ্বাস করিবেন না ॥ ৮৯ ॥

বিষং মন্ত্রাদুপশমং জলাদ্বহ্নিশ্চ নিশ্চিতং।
অগ্নেশ্চ কণ্টকোচ্ছন্নং দুর্জ্জনঃ স্তবনাদ্বশঃ ॥ ৯০ ॥

মন্ত্রদ্বারা বিষের উপশম হয়, জলসেচনদ্বারা নিশ্চয় বহ্নি নিবারণ হয়, অগ্নিদ্বারা কণ্টকাবৃত প্রদেশ সুগম হয়, স্তব করিলে দুর্জ্জন বশী ভূত হয় ॥ ৯০ ॥

লুব্ধো ধনেন রাজা চ সেবয়া সততং বশঃ।
মিত্রং স্বচ্ছস্বভাবেন ভয়েন চ রিপুর্ব্বশঃ ॥ ৯১ ॥

ধনদ্বারা লুব্ধব্যক্তি আয়ত্ত হয়, নিরন্তর সেবায় রাজা অনুকূল হন, বিশুদ্ধ ব্যবহারে মিত্র বশীভূত হয়, ভয়ে শত্রু বশতাপন্ন হয় ॥ ৯১ ॥

আদরেণ বশো বিপ্রো যুবতী প্রেমভাবতঃ।
বন্ধুর্ব্বশঃ সমতয়া গুরুঃ প্রণতিভিঃ সদা ॥ ৯২ ॥

আদর পাইলে ব্রাহ্মণ বশ হন, প্রেমভাবে যুবতী বশতাপন্ন হয়, সমভাব অবলম্বন করিলে বন্ধু বশীভূত হয়, প্রণিপাতে গুরুজন বশ হন ॥ ৯২ ॥

মূর্খো বশঃ কথায়াঞ্চ বিদ্বান্ বিদ্যাবিচারতঃ।
ন হি দুষ্টা চ কুলটা পুংসশ্চ বশগা ভবেৎ ॥ ৯৩ ॥

কথা প্রসঙ্গে মূর্খ বশ হয়, বিদ্যা বিচারে বিদ্বান্ বশ হন, কিন্তু দুষ্টা কুলটা রমণী কিছুতেই পুরুষের বশতাপন্ন হয় না ॥ ৯৩ ॥

স্বকার্য্যে তৎপরা শশ্বৎ প্রীতিঃ কার্য্যানুরোধতঃ।
ন সর্ব্বস্য বশীভূতা বিনা শৃঙ্গারমুল্বনং ॥ ৯৪ ॥

সে কেবল নিজ কার্য্যে তৎপরা, কার্য্যানুরোধে সন্তোষ প্রকাশ করে, প্রবল শৃঙ্গার ব্যতীত অপর কিছুতেই বশীভূতা হয় না ॥ ৯৪ ॥

ন প্রীত্যা ন ধনেনৈব ন স্তবান্ন চ সেবয়া।
ন প্রাণদানতো বেশ্যা বশীভূতা ভবেৎ ক্ষণং ॥৯৫॥

প্রীতি উৎপাদন, ধনদান, স্তব, সেবা, অধিক কি প্রাণদান করিলেও বেশ্যা ক্ষণকালমাত্রও বশীভূতা হয় না ॥ ৯৫ ॥

আহারো দ্বিগুণস্ত্রীণং বুদ্ধিস্তাসাং চতুর্গুণা।
ষড়্গুণা মন্ত্রণা তাসাং কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ ॥ ৯৬ ॥

স্ত্রীদের আহার পুরুষ অপেক্ষা দ্বিগুণ, বুদ্ধি চতুর্গুণ, মন্ত্রণাশক্তি ষড়্‌গুণ, এবং কাম আটগুণ অধিক হয় ॥ ৯৬ ॥

শশ্বৎকামা চ কুলটা ন চ তৃপ্তিশ্চ ক্রীড়য়া।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবৰ্দ্ধতে ॥ ৯৭ ॥

কুলটা নিরন্তর কামাতুরা, আমোদে তাহার পরিতৃপ্তি হয় না, বরং ঘৃত প্রদানে যেমন বহ্নি প্রদীপ্ত হয়, তদ্রূপ তাহার কামনা বৃদ্ধিই হইতে থাকে ॥ ৯৭ ॥

দিবানিশঞ্চ শৃঙ্গারং কুরুতে তৎপুমান্ যদি।
ন তৃপ্তিঃ কুলটানাঞ্চ পুমাংসং গ্রস্তুমিচ্ছতি ॥ ৯৮ ॥

যদি পুরুষ দিবানিশি শৃঙ্গার করে তথাপি কুলটার পরিতৃপ্তি হয় না, সে পুরুষকে গ্রাস করিতে ইচ্ছা করে ॥ ৯৮ ॥

নাগ্নিস্তৃপ্যতি কাষ্ঠানাং নাপগানাং মহোদধিঃ।
নান্তকঃ সৰ্ব্বভূতানাং নাশা তৃপ্যতি সম্পদাং ॥ ৯৯ ॥

অগ্নির যেমন কাষ্ঠে তৃপ্তি হয় না, সমুদ্রের যেমন নদীতে তৃপ্তি হয় না, যমের যেমন সকল প্রাণিতেও পরিতৃপ্তি হয় না, আশার ও তদ্রূপ সমস্ত সম্পত্তিতেও সন্তোষ জন্মে না ॥ ৯৯ ॥

ন শ্রেয়সাং মনস্তৃপ্তং বাড়বাগ্নির্ন পাথসাং।
বসুন্ধরা ন রজসাং ন পুংসাং কুলটা তথা ॥ ১০০ ॥

মনের যেমন অখিল শ্রেয়োলাভেও প্রীতি হয় না, বাড়বানলের যেমন সমস্ত উদধিজলে পরিতোষ হয় না, পৃথিবীর যেমন ধূলিরাশিতে পরিতৃপ্তি হয় না, সেই রূপ কুলটার সমস্ত পুরুষে সন্তোষ জন্মে না ॥ ১০০ ॥

ইত্যেবং কথিতং কিঞ্চিৎ সর্ব্বং বক্তুঞ্চ নোচিতং।
লজ্জা বীজং যোষিতাঞ্চ নিবোধ ভাস্করাত্মজ ॥ ১০১ ॥

সূর্য্যতনয়! এই কিঞ্চিৎমাত্র তোমায় বলিলাম, সকল বলা উচিত নয়, যোষিৎগণের লজ্জাই প্রবল, তুমি ইহা অবগত হও ॥ ১০১ ॥

শ্রুত্বা চ কৃত্যাস্ত্রীবাক্যং জহসুর্ম্মুনয়ঃ সুরাঃ।
চুকুপুর্যোষিতঃ সর্ব্বাঃ পদ্মাদ্যা লজ্জিতাঃ সুত ॥ ১০২ ॥

হে বৎস! কৃত্যা—কামিনীর বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিগণও দেবতাগণ, হাসিতে লাগিলেন, পদ্মাপ্রভৃতি রমণীগণ অতিশয় কুপিতা ও লজ্জিতা হই-লেন ॥ ১০২ ॥

লজ্জানতাননা লক্ষ্মীর্নির্যযৌ দেবমণ্ডলাৎ।
তৎপশ্চাৎ পার্ব্বতী সার্দ্ধং সরস্বত্যা নতাননা ॥ ১০৩ ॥

লক্ষ্মী লজ্জায় অবনত-বদনা হইয়া সুরমণ্ডল হইতে প্রস্থান করিলেন এবং পার্ব্বতীও সরস্বতীর সহিত মুখ অবনত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ গমন করিলেন ॥ ১০৩ ॥

সাবিত্রী রোহিণী স্বাহা বারুণী চ রতিঃ শচী।
সর্ব্বা বভূবুরেকত্র প্রচক্রুর্ম্মন্ত্রণাঞ্চ তাঃ ॥ ১০৪ ॥

সাবিত্রী, রোহিণী, স্বাহা, বারুণী, রতি, শচী প্রভৃতি সকলে একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিলেন ॥ ১০৪ ॥

কৃত্যাস্ত্রিয়ং সমাহূয় তা উচুশ্চ ক্রমেণ চ।
রোধয়ামাসুরিষ্টং তাং সুগোপ্যমপি যোষিতঃ ॥ ১০৫ ॥

অনন্তর কৃত্যা-কামিনীকে আহ্বান করিয়া সকলে একে একে কহিলেন, যোষিতের অতি ইষ্টও অতি গোপনীয় করিতে হইবেক, ইহা তাহাকে অনু-রোধ করিলেন ॥ ১০৫ ॥

তস্যা মুখে দদৌ হস্তং সুশীলা কমলালয়া।
সলজ্জিতা ভব সুতে শান্তা চেতি শুভাশিষং ॥ ১০৬ ॥

সুশীলা লক্ষ্মীদেবী তাহার মুখে হস্ত প্রদান করিলেন, এবং হে বৎসে! লজ্জিতা ও শান্তা হও, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ১০৬ ॥

সরস্বতী দদৌ তস্যৈ চাভিমানঞ্চ ধৈর্য্যতাং।
মৌখর্য্যং বাবদূকত্বং মন্ত্রণামাত্মরক্ষণাং ॥ ১০৭ ॥

সরস্বতী দেবী তাহাকে অভিমান, ধৈর্য্য, মুখরতা, বাবদূকত্ব, এবং আত্মরক্ষণ মন্ত্রণা প্রদান করিলেন ॥ ১০৭ ॥

সাবিত্রী চ দদৌ তস্যৈ সৌশীল্যং চাতিদুর্লভং।
আত্মসংগোপনঞ্চৈব গাম্ভীর্য্যং কুলতো ভয়ং ॥ ১০৮ ॥

সাবিত্রী দেবী তাহাকে অতি দুর্লভ সুশীলতা, আত্মসংগোপন, এবং গাম্ভীর্য্য ও কুলভয় প্রদান করিলেন ॥ ১০৮ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

ধিক্ ত্বাং স্বভাবকুলটাং লজ্জিতা ভবসুন্দরি।
স্বমানং গৌরবং রক্ষ হ্যস্মাকঞ্চ স্মরাতুরে ॥ ১০৯ ॥

পার্ব্বতী কহিলেন। হে কামাতুরে! স্বভাব কুলটা তোকে ধিক্, হে সুন্দরি! লজ্জাশীলা হও, আপনার এবং আমাদের মান ও গৌরব রক্ষা কর ॥ ১০৯ ॥

জনিং লভ পৃথিব্যাঞ্চ কায়ব্যূহং বিধায় চ।
পুংসামষ্টগুণং কামং লভস্ব চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১১০ ॥

এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ কর, পুরুষ অপেক্ষা অষ্টগুণ কাম প্রাপ্ত হও ॥ ১১০ ॥

লজ্জাং চতুর্গুণাঞ্চাপি দ্বিগুণাং ধৈর্য্যতাং তথা।
অভোগেচ্ছাধমে গচ্ছ দূরং গচ্ছ মমান্তিকাৎ ॥ ১১১ ॥

চতুর্গুণ লজ্জা ও দ্বিগুণ ধৈর্য্য প্রাপ্ত হও, এবং হে অধমে! আমার নিকট হইতে অতিশয় দূর দেশে গমন কর, আর তোর অভোগে ইচ্ছা হউক ॥ ১১১ ॥

পুংসাঞ্চ দ্বিগুণঃ কামো বান্ধবীনাঞ্চ যোষিতাং।
লজ্জা চাষ্টগুণা চাপি ধৈর্য্যতা চ চতুর্গুণা ॥ ১১২ ॥

আমার আজ্ঞায় প্রকৃতরমণীদিগের পুরুষের অপেক্ষায় দ্বিগুণ কাম, আট গুণ লজ্জা, চতুর্গুণ ধৈর্য্য হউক ॥ ১১২ ॥

কুলধর্ম্মঃ কুলভয়ং সৌশীল্যং মানমূর্জ্জিতং।
শশ্বৎ তিষ্ঠতু পুংস্যেব সতীষু চ মমাজ্ঞয়া ॥ ১১৩ ॥

এবং সতী স্ত্রীলোকে পুরুষের মত কুলধর্ম্ম, কুলভয়, সুশীলতা, এবং প্রবল মান, আমার আজ্ঞায় সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকুক ॥১১৩ ॥

যস্মাৎ সদসি সর্ব্বেভ্যো লজ্জাহীনঃ সুরাধমঃ।
স্ত্রীস্বভাবঞ্চ পপ্রচ্ছ যজ্ঞভাক্ ন ভবেত্ততঃ ॥ ১১৪ ॥

যে হেতু এই সভামধ্যে যে সুরাধম লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া স্ত্রী-স্বভাব জিজ্ঞাসা করিল, এই অপরাধে সে যজ্ঞাংশ পাইবেক না ॥ ১১৪ ॥

অদ্যপ্রভৃতি বিশ্বেষু নাগ্রাহ্যং পাপসংযুতং।
চিকিৎসকানাং বিদুষাং ন ভক্ষ্যঞ্চ মমাজ্ঞয়া ॥ ১১৫ ॥

এবং অদ্য প্রভৃতি আমার আজ্ঞায় চিকিৎসকগণের পাপযুক্ত ভক্ষ্য বস্তু বিদ্বানগণের অগ্রাহ্য হইল ॥ ১১৫ ॥

ইত্যেবমুক্ত্বা প্রযযুর্দ্দেব্যশ্চ সর্ব্বযোষিতঃ।
দেবাশ্চ মুনয়শ্চাপি যে চান্যে চ সমাগতাঃ ॥ ১১৬ ॥

এই কথা বলিয়া দেবীগণ, সমস্ত রমণীগণ, দেবগণ ও মুনিগণ এবং অন্যান্য সমাগত সকলেই প্রস্থান করিলেন ॥ ১১৬ ॥

পৃথিব্যাং কুলটাজাতি র্বভূব সর্ব্বতঃ সুত।
পতিব্রতানাং স্ত্রীণাঞ্চ লজ্জা বীজস্বরূপিণী ॥ ১১৭ ॥

হে বৎস! পৃথিবীর সর্ব্ব প্রদেশে এই রূপে পতিব্রতা রমণীগণের লজ্জার মূলীভূতা কুলটা জাতি উৎপন্না হইল ॥ ১১৭ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
কুলটা উৎপত্তি নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্যাস উবাচ।

গতে নিয়মিতে কালে গন্ধর্ব্বশ্চোপবর্হণঃ।
স্বযোগেন জহৌ দেহং ভারতে প্রাক্তনাদহো॥ ১॥

শ্রীব্যাসদেব কহিলেন। সেই নিয়মিত সময় অতীত হইলে উপবর্হণ গন্ধর্ব্ব ভারতভূমিতে যোগবলে পূর্ব্বাদৃষ্টফলে নিজ দেহ পরিত্যাগ করিলেন॥ ১॥

স জজ্ঞে শূদ্রযোনৌ চ পিতুঃ শাপেন দৈবতঃ।
বিষ্ণুপ্রসাদং ভুক্ত্বা চ বভূব ব্রহ্মণঃ সুতঃ॥ ২॥

সে পিতার শাপে দেবাংশে শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইল, এবং বিষ্ণুপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া পুনর্ব্বার ব্রহ্মার পুত্র হইলেন॥ ২॥

বিমুক্তস্তাতশাপেন সম্প্রাপ্য জ্ঞানমুত্তমং।
প্রতিজন্মস্মৃতিস্তস্য কৃষ্ণমন্ত্রপ্রসাদতঃ॥ ৩॥

কৃষ্ণমন্ত্র প্রভাবে তাহার প্রতি জন্ম স্মরণ ছিল, এক্ষণে পিতার শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং উত্তম জ্ঞান লাভ করিয়া॥ ৩॥

পিতুঃ সকাশাদাগত্য সম্প্রাপ চন্দ্রশেখরাৎ।
শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রমতুলং স্বর্গমন্দাকিনীতটে॥ ৪॥

পিতার নিকটে উপস্থিত হইয়া স্বর্গমন্দাকিনীতীরে মহাদেবের নিকটে অনুপম কৃষ্ণমন্ত্র প্রাপ্ত হইল॥ ৪॥

স্বর্গমন্দাকিনীতীরাদ্গুরুণা শঙ্করেণ চ।
সহিতঃ প্রযযৌ তূর্ণং পার্ব্বতীসন্নিধানতঃ॥ ৫॥

নারদ, স্বীয় গুরু মহাদেবের সহিত স্বর্গমন্দাকিনীতীর হইতে অবিলম্বে পার্ব্বতী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন॥ ৫॥

উবাস তত্র শম্ভুশ্চ নারদশ্চ মহামুনিঃ।
পার্ব্বতী ভদ্রকালী চ স্কন্দো গণপতিঃ স্বয়ং॥ ৬॥

তথায় মহাদেব, মহামুনি নারদ, পার্ব্বতী, ভদ্রকালী, কার্ত্তিকেয়, স্বয়ং গণপতি এই সকলে উপবেশন করিলেন॥ ৬॥

মহাকালশ্চ নন্দী চ বীরভদ্রঃ প্রতাপবান্।
সিদ্ধা মহর্ষয়শ্চৈব মুনয়ঃ সনকাদয়ঃ॥ ৭॥

মহাকাল, নন্দী, প্রতাপবান্ বীরভদ্র, সিদ্ধগণ, মহর্ষি ও সনকাদি মুনিগণ উপবেশন করিলেন॥ ৭॥

যোগীন্দ্রা জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে সমূচুঃ শম্ভুসংসদি।
যৎ স্তোত্রং কবচং ধ্যানং সুভদ্রায় চ কাননে॥ ৮॥
নারায়ণর্ষির্ভগবান্ ব্রাহ্মণায় দদৌ পুরা।
পূজাবিধানং যদ্যচ্চ পুরশ্চরণপূর্ব্বকং॥ ৯॥

অনন্তর মহাদেবের সভায় যোগীন্দ্র জ্ঞানিগণ কহিলেন, পূর্ব্বে কাননে ভগবান্ নারায়ণ ঋষি সুভদ্র ব্রাহ্মণকে যে স্তোত্র, কবচ, এবং যে ধ্যান, যে পূজাবিধান পুরশ্চরণ পূর্ব্বক প্রদান করিয়াছিলেন॥ ৮॥ ৯॥

তদেব ভগবান্ শম্ভুঃ প্রদদৌ নারদায় চ।
উবাচ শম্ভুং দেবর্ষির্যোগিনাঞ্চ গুরোর্গুরুং॥
পার্ব্বতীসন্নিধৌ তত্র নারদশ্চ মহামুনিঃ॥ ১০॥

ভগবান্ শম্ভু নারদকে তাহাই প্রদান করিয়াছেন। তখন দেবর্ষি নারদ যোগীগণের গুরুর গুরু শম্ভুকে পার্ব্বতী সন্নিধানে বলিলেন॥ ১০॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকারণ।
যদ্যৎপৃষ্টং ময়া পূর্ব্বং তন্মাং ব্যাখ্যাতুমর্হসি॥ ১১॥

নারদ কহিলেন। হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বজ্ঞ! সর্ব্বকারণ ভগবন্! পূর্ব্বে আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তাহা আমাকে বলুন॥ ১১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যদ্যৎপৃষ্টং ত্বয়া ব্রহ্মন্ প্রত্যেকঞ্চ ক্রমেণ চ।
পুনঃ প্রশ্নং কুরু মুনে শৃণ্বন্তু মৎসভাসদঃ॥ ১২॥

মহাদেব কহিলেন। হে ব্রহ্মন্, হে মুনে! তুমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই সমস্ত ক্রমে ক্রমে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা কর, আমার সভাসদগণ তাহা শ্রবণ করুক॥ ১২॥

শ্রীনারদ উবাচ।

আধ্যাত্মিকঞ্চ যজ্জ্ঞানং বেদানাং সারমুত্তমং।
জ্ঞানং জ্ঞানিষু সারং যৎ কৃষ্ণভক্তিপ্রদং শুভং॥ ১৩॥
নির্ব্বাণমুক্তিদং জ্ঞানং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনং।
তৎসিদ্ধিযোগান্মুক্তিশ্চ যোগিনামপি বাঞ্ছিতং॥ ১৪॥
সংসারবিষয়ং জ্ঞানং শশ্বৎ সম্মোহবেষ্টিতং।
আশ্রমাণাং সমাচারং তেষাং ধর্ম্মপরিষ্কৃতং॥১৫॥
চতুর্ণামপি বর্ণানাং বিধবানাং মহেশ্বর।
ভিক্ষূণাং বৈষ্ণবানাঞ্চ যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং॥ ১৬॥

নারদ কহিলেন। বেদের সারভূত উত্তম আধ্যাত্মিক জ্ঞান, জ্ঞানিগণের সারভূত, শুভ, কৃষ্ণভক্তিপ্রদজ্ঞান, কর্ম্মফলের মূলচ্ছেদক নির্ব্বাণ মুক্তিদজ্ঞান, তাহা সিদ্ধ হইলেই মুক্তি এবং উহা যোগীদিগেরও বাঞ্ছিত, নিরন্তর মোহাচ্ছন্ন সংসার বিষয়ক জ্ঞান, আশ্রমের এবং তাহাদের পরিষ্কৃত ধর্ম্ম, হে মহেশ্বর! চতুর্ব্বর্ণ, বিধবাগণ, ভিক্ষু, বৈষ্ণব, যতী, ব্রহ্মচারী, ইহাদিগেরও যে ধর্ম্ম॥ ১৩॥ ১৪॥ ১৫॥ ১৬॥

বানপ্রস্থাশ্রমাণাং চ পণ্ডিতানাং তথৈব চ।
পতিব্রতানাং যদ্যচ্চ শ্রীকৃষ্ণপূজনং চ যৎ॥ ১৭॥

বাণপ্রস্থাশ্রমী পণ্ডিত ও পতিব্রতাদিগের আচার এবং শ্রীকৃষ্ণ-পূজন॥১৭॥

যৎ স্তোত্রং কবচং মন্ত্রং পুরশ্চরণমীপ্সিতং।
সর্ব্বাহ্নিকমভীষ্টং চ বিপাকং কর্ম্মজীবিনাং॥ ১৮॥

এবং তাঁহার স্তোত্র, কবচ, মন্ত্র, ইঙ্গিত, সর্ব্বাহ্নিক, পুরশ্চরণ, এবং কর্ম্ম ও জীবের পরিপাক ॥ ১৮ ॥

সংসারবাসনাবদ্ধং লক্ষণং প্রকৃতীশয়োঃ।
তয়োঃ পরং বা যদ্ব্রহ্ম তস্যাবতারবর্ণনং ॥ ১৯ ॥

সংসার বাসনায় আবদ্ধ প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের লক্ষণ, তদুভয়ের পরস্থিত যে ব্রহ্ম, এবং তাঁহার অবতার বিবরণ ॥ ১৯ ॥

কস্তৎকলাবতীর্ণশ্চ কস্তদংশস্তথৈব চ।
পরিপূর্ণতমঃ কশ্চ কঃ পূর্ণঃ কঃ কলাংশকঃ ॥ ২০ ॥

তাঁহার কলাবতার কে, তাঁহার অংশ কে, এবং পরিপূর্ণতমই বা কে, কেইবা পূর্ণ, ও কলাংশ ও অবতার বা কে ॥২০ ॥

কস্য বারাধনে শর্ম্ম কিং ফলং কিং যশস্তথা।
অঙ্গাঙ্গিনোর্ভেদফলং বিস্তীর্ণং নিরপেক্ষকং ॥ ২১ ॥

হে দেব! কাহার আরাধনে কি ফল, কি যশ, এবং অঙ্গাঙ্গিভেদেরই বা কি সুখ ॥ ২১ ॥

নারায়ণর্ষিকবচং সুভদ্রব্রাহ্মণায় চ।
যদ্দত্তং কিং তদেবেশ তদারাধ্যশ্চ কঃ সুরঃ ॥ ২২ ॥

সুভদ্র ব্রাহ্মণকে দত্ত নারায়ণঋষির কবচ কি? তাহার আরাধ্য দেবতাই বা কে ॥ ২২ ॥

অতিসংগোপনীয়ঞ্চ কবচং পরমাদ্ভুতং।
সুদুর্লভঞ্চ বিশ্বেষু নোক্তং মাং ব্রহ্মণা পুরা ॥ ২৩ ॥

অতিশয় গোপনীয় অদ্ভুত বিশ্বমধ্যে সুদুর্ল্ভ এই কবচের বিষয় ব্রহ্মা পূর্ব্বে আমাকে বলেন নাই ॥ ২৩ ॥

সনৎকুমারো জানাতি নোক্তং তেন পুরা চ মাং।
ময়া জ্ঞানমনাপৃষ্টং যদজ্জানাসি মঙ্গলং ॥ ২৪ ॥

সনৎকুমারও জানেন কিন্তু তিনিও পূর্ব্বে আমাকে বলেন নাই, অতএব আমি আপনাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এবং আর যাহা

জিজ্ঞাসা করি নাই তাহার মধ্যে মঙ্গলকর বলিয়া আপনি যাহা জানেন ॥ ২৪ ॥

বেদসারমনুপমং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনং।
তন্মে কথয় ভদ্রেশ মামেবানুগ্রহং কুরু ॥ ২৫ ॥

হে মঙ্গলধাম! সেই সমস্ত বেদের সারভূত অনুপম, কর্ম্ম-জন্ম-ফলের মূলোচ্ছেদক, যে সমস্ত জ্ঞান, তাহা আমাকে বলুন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২৫ ॥

অপূর্ব্বং রাধিকাখ্যানং বেদেষু চ সুদুর্লভং।
পুরাণেষ্বিতিহাসে চ বেদাঙ্গেষু সুদুর্লভং ॥ ২৬ ॥

রাধিকার ইতিহাস অতি অপূর্ব্ব, বেদ পুরাণ ইতিহাস এবং বেদাঙ্গের দুর্ল্লভ ॥ ২৬ ॥

গুরোশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাৎ জ্ঞানং স্যান্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ।
তত্তন্ত্রং স চ মন্ত্রঃ স্যাৎ কৃষ্ণভক্তির্যতো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

গুরু, জ্ঞান দান করিলে মন্ত্রে ও তন্ত্রে জ্ঞান জন্মে। সেই তন্ত্র এবং সেই মন্ত্র যাহা হইতে হরিভক্তি উদয় হয় ॥ ২৭ ॥

জ্ঞানং স্যাদ্বিদুষাং কিঞ্চিদ্বেদব্যাখ্যানতঃ প্রভো।
বেদকারণপূজ্যস্ত্বং জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ২৮ ॥

হে প্রভো! বিদ্বান জনগণের বেদব্যাখ্যায় যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মায়, কিন্তু আপনি বেদের কারণেরও পূজ্য, এবং সমস্ত জ্ঞানের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা ॥ ২৮ ॥

তস্মাদ্ভবান্ পরং জ্ঞানং বদ বেদবিদাং বর।
মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ শরণাগতমীশ্বর ॥ ২৯ ॥

হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! হে ঈশ্বর! অতএব আপনি ভক্ত, শরণাগত, অনুরক্ত আমায় কৃষ্ণজ্ঞান প্রদান করুন ॥ ২৯ ॥

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা যোগিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ।
ভগবত্যা সহালোচ্য জ্ঞানং বক্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ৩০ ॥

যোগীগণের ও গুরুর গুরু মহাদেব, নারদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পার্ব্বতীর সহিত পরামর্শ করিয়া জ্ঞান বলিতে উপক্রম করিলেন ॥ ৩০ ॥

ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং পূর্ব্বাখ্যানং মনোহরং।
হরিভক্তিপ্রদং সর্ব্বং কর্ম্মমূলনিকৃন্তনং ॥ ৩১ ॥

এইরূপে মনোহর হরিভক্তিপ্রদ কর্ম্মজন্ম-ফলের মূলোচ্ছেদক পূর্ব্ব আখ্যান সমস্ত বলিলাম ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈকরাত্রে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথমৈক
রাত্রে পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ ১৫ ॥

সমাপ্তঞ্চেদং নারদপঞ্চরাত্রৈকরাত্রং ॥ ১ ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের একরাত্র সমাপ্ত হইল ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়রাত্রে।

মহাদেব কর্ত্তৃক নারদকে প্রথম জ্ঞানযোগের আধ্যাত্মিক কথন

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য পরমাত্মানমীশ্বরং।
শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পরমং ধর্ম্মমীপ্সিতং॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। হে নারদ! পরমাত্মা, ঈশ্বর, নারায়ণকে নমস্কার করিয়া অভীপ্সিত পরমধর্ম্ম বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১॥

প্রকৃতেঃ পরমিষ্টঞ্চ সর্ব্বেষামভিবাঞ্ছিতং।
স্বেচ্ছাময়ং পরং ব্রহ্ম পঞ্চরাত্রাভিধং স্মৃতং॥ ২॥

যিনি প্রকৃতির পর, ইষ্ট, সকলের বাঞ্ছিত, স্বেচ্ছাময়, পরব্রহ্ম, এবং পঞ্চরাত্র নামেও যিনি বিদিত হয়েন॥ ২॥

কারণং কারণানাঞ্চ কর্ম্মমূলনিকৃন্তনং।
অনন্তবীজরূপঞ্চ স্বাজ্ঞানধ্বান্তদীপকং॥ ৩॥

এবং কারণেরও কারণ, কর্ম্মজন্য ফলের মূলোৎপাটক, অনন্তবীজস্বরূপ, স্বীয়-অজ্ঞানরূপ-অন্ধকারের প্রদীপস্বরূপ॥ ৩॥

সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বধাম পরং বৈরাগ্যকারণং।
পরমং পরমানন্দমায়াবন্ধনিকৃন্তনং॥ ৪॥

সকলের ঈশ্বর, সকলের আশ্রয়, প্রকৃষ্ট বৈরাগ্যের কারণ, এবং পরমানন্দস্বরূপ ও মায়ার বন্ধনচ্ছেদক॥ ৪॥

নির্লিপ্তং নির্গুণং সারং বেদানাং গোপনীয়কং।
কর্ম্মিণাং কর্ম্মণাং শশ্বৎ সাক্ষিরূপং সুনির্ম্মলং॥ ৫॥

নির্লিপ্ত, নির্গুণ, বেদের সারভূত, অতি গোপনীয়, কর্ম্মিদিগের এবং কর্ম্ম সকলের নিরন্তর সাক্ষীস্বরূপ, ও নির্ম্মল ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মেশশেষপ্রমুখদেববন্দ্যং প্রশংসিতং।
বেদজ্ঞানাগোচরং তং যোগিনাং প্রাণতঃ প্রিয়ং ॥ ৬ ॥

ব্রহ্মা শিব, শেষ প্রভৃতি দেবতাগণের বন্দনীয়, প্রশংসিত, বেদজ্ঞানের অগোচর. যোগিগণের প্রাণ অপেক্ষায় প্রিয় ॥ ৬ ॥

সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বাদ্যং সর্ব্বসন্দেহভঞ্জনং।
সর্ব্বাভীষ্টপ্রদাতারং সর্ব্বেষাঞ্চ সুদুর্লভং ॥ ৭ ॥

সকলের আধার, সকলের আদি, সকল সন্দেহ ভঞ্জক, সকলের সকল অভীষ্টদাতা, ও সুদুর্লভ ॥ ৭ ॥

দুরারাধ্যঞ্চ সর্ব্বেষাং ভক্তিসাধ্যঞ্চ মুক্তিদং।
মঙ্গল্যং মঙ্গলার্হঞ্চ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনং ॥ ৮ ॥

সকলের দুরারাধ্য, ভক্তিসাধ্য, মুক্তিদাতা, মঙ্গলা, মঙ্গলার্হ, সকল বিঘ্ননাশক ॥ ৮ ॥

পবিত্রং তীর্থপূতঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলং।
বরং স্বপদদাতারং ভক্তিদাস্যপ্রদং হরেঃ ॥ ৯ ॥

পবিত্র, তীর্থপূত, মঙ্গলবস্তুর মঙ্গলস্বরূপ. শ্রেষ্ঠ, স্বপদদাতা, হরির ভক্তি এবং দাসত্বদায়ী ॥ ৯ ॥

পাপঘ্নং পুণ্যদং শুদ্ধং পাপেন্ধদাহনানলং।
সর্ব্বাবতারবীজং তং সর্ব্বাবতারবর্ণনং ॥ ১০ ॥

পাপনাশক পুণ্যপ্রদী, পবিত্র, পাপরূপ কাষ্ঠের দাহকারী অগ্নিস্বরূপ, এবং সকল অবতারের বীজস্বরূপ, ও সকল অবতারস্বরূপ ॥ ১০ ॥

শ্রুতিজ্ঞং শ্রুতিদুর্ব্বোধং সর্ব্বেষাং শ্রুতিসুন্দরং।
প্রসাদদং চাশুতোষং প্রসাদগুণসংযুতং ॥ ১১ ॥

বেদবেত্ত, বেদের অবিদিত, সকলের শ্রবণশুভগ প্রসাদদাতা আশুতোষ, প্রসাদগুণযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় ॥ ১১ ॥

পঞ্চরাত্রমিদং ব্রহ্মন্ পঞ্চসংবাদমেব চ।

যত্র পঞ্চবিধং জ্ঞানং ত্রিষু লোকেষু দুর্লভং ॥ ১২ ॥

হে ব্রহ্মন্! যাহাতে জগত্রয়ে সুদুর্লভ পঞ্চবিধ জ্ঞান লাভ হয় এই পঞ্চরাত্র এবং পঞ্চ সম্বাদ ॥ ১২ ॥

কৃষ্ণেন ব্রহ্মণে দত্তং গোলোকে বিরজাতটে।

নিরাময়ে ব্রহ্মলোকে মহ্যং দত্তঞ্চ ব্রহ্মণা ॥ ১৩ ॥

পূর্ব্বে গোলোকে বিরজাতটে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে প্রদান করেন, তদনন্তর নিরাময় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা আমাকে প্রদান করেন ॥ ১৩ ॥

পুরা সর্ব্বাদিসর্গে চ সর্ব্বজ্ঞানপ্রদং শুভং।

ময়া তুভ্যং প্রদত্তঞ্চ জ্ঞানামৃতমভীপ্সিতং ॥ ১৪ ॥

পূর্ব্বে প্রথম সৃষ্টিকালে অভীপ্সিত, জ্ঞানামৃত, সর্ব্বজ্ঞানপ্রদ, পবিত্র এই পঞ্চরাত্র আমি তোমাকে প্রদান করি ॥ ১৪ ॥

ত্বমেব বেদব্যাসায় পশ্চাদ্দাস্যসি নিশ্চিতং।

ব্যাসো দাস্যতি পুত্রায় নির্জ্জনেঽপি শুকায় চ ॥ ১৫ ॥

পরে তুমি বেদব্যাসকে ইহা নিশ্চয় প্রদান করিবে। ব্যাসদেব নির্জ্জনে পুত্র শুকদেবকে প্রদান করিবেন ॥ ১৫ ॥

অতঃ পরং ন দাতব্যং যস্মৈ কস্মৈ চ নারদ।

বিনা নারায়ণাংশং তং ব্যাসদেবং সুপুণ্যদং ॥ ১৬ ॥

হে নারদ! পুণ্যপ্রদ, নারায়ণাংশ বেদব্যাস ব্যতীত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া উচিত নহে ॥ ১৬ ॥

সত্যং সত্যস্বরূপঞ্চ সতীসত্যবতীসুতং।

ক্রমেণ বর্ণনং সর্ব্বমেকচিত্তং নিশাময় ॥ ১৭ ॥

এবং পতিব্রতা সত্যবতীর পুত্র সত্যস্বরূপ ব্যাসদেবই ইহা পাইবার যোগ্য পাত্র। এখন অনন্যচিত্ত হইয়া ক্রমে বর্ণিত সমস্ত বিষয় শ্রবণ কর ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বাদ্যাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং বেদসারং মনোহরং।

দুর্গং নানাপ্রকারঞ্চ নানাতন্ত্রেষু পুত্রক ॥ ১৮ ॥

হে বৎস! আধ্যাত্মিক জ্ঞান সকলের আদ্য, বেদের সারভূত, অতি মনোহর, নানা প্রকার এবং নানা তন্ত্রে দুর্গম ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বসারোদ্ধৃতং তত্র শ্রীকৃষ্ণপাদসেবনং।
সর্ব্বেষাং সম্মতং জ্ঞানং নির্লিপ্তং ভববন্ধতঃ ॥ ১৯ ॥

সেই জ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবাই সকল সারাৎসার, এবং সকলের সম্মত ও নির্লিপ্ত, সংসার হইতে নির্ম্মুক্ত হইবার উপায় জ্ঞান কহি ॥ ১৯ ॥

লক্ষশ্লোকমিদং শাস্ত্রং শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং পুরা
কথয়ামি কথং ব্রহ্মন্ স্বল্পং সংক্ষেপতঃ শৃণু ॥ ২০ ॥

হে ব্রহ্মন্! পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ ইহা লক্ষ শ্লোক নির্ম্মিত এক প্রবন্ধ প্রস্তুত করেন, তাহা কিরূপে বলিব, অতএব সংক্ষেপে অল্পমাত্র বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২০ ॥

আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং কৃষ্ণং চরাচরং।
পুনস্তস্মিন্ প্রলীনঞ্চ পুনরেব চ সম্ভবং ॥ ২১ ॥

আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত চরাচর বিশ্ব সমস্তই শ্রীকৃষ্ণময়, তাঁহাতেই সমস্ত লীন হয়, এবং পুনঃ সমস্ত তাঁহাহইতেই উৎপন্ন হয় ॥ ২১ ॥

এক এবেশ্বরঃ শশ্বদ্বিশ্বেষু নিখিলেষু চ।
সর্ব্বে তৎকর্ম্মসিদ্ধাশ্চ মোহিতাস্তস্য মায়য়া ॥ ২২ ॥

নিখিল বিশ্বমধ্যে নিরন্তর এক মাত্র ঈশ্বর বিদ্যমান আছেন, অপর সমস্ত তাঁহার কার্য্যোৎপন্ন এবং তাঁহার মায়ায় মোহিত ॥ ২২ ॥

অনন্তস্য চ কৃষ্ণস্যাপ্যনন্তং গুণকীর্ত্তনং।
অনন্তরূপা কীর্ত্তিশ্চাপ্যনন্তং জ্ঞানমেব চ ॥ ২৩ ॥

এক কৃষ্ণ অনন্তরূপী, তাঁহার অনন্তগুণ, অনন্ত কীর্ত্তি, এবং অনন্ত জ্ঞান ॥ ২৩ ॥

নামান্যস্যাপ্যনন্তানি তীর্থপূতানি নারদ।
অনন্তানি চ বিশ্বানি বিচিত্রকৃত্রিমাণি চ ॥ ২৪ ॥

হে নারদ! তাঁহার তীর্থবৎ পবিত্র অনন্ত নাম, এবং তিনিই নানাবিধ বিচিত্র ও কৃত্রিম অনন্ত বিশ্বস্বরূপ হন॥ ২৪॥

নানাবিধানি সর্ব্বাণি জীবরূপাণি সর্ব্বতঃ।
মধ্যমানি চ ক্ষুদ্রাণি মহান্তি চাপি সর্ব্বতঃ॥ ২৫॥

সর্ব্বত্র নানাবিধ সকল জীবস্বরূপ, এবং মধ্যম, ক্ষুদ্র, ও বৃহৎও হন॥ ২৫॥

পৃথক্ পৃথক্ চ প্রত্যেকং প্রত্যক্ষং সর্ব্বজীবিষু।
সন্ততং সন্তি যে দেবাঃ সন্তো জানন্তি নিশ্চিতং॥ ২৬॥

পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান প্রত্যেক জীবও তিনি, এবং নিরন্তর স্থায়ী দেবতাও তিনি ইহা সাধুগণ স্থিররূপে অবগত আছেন॥ ২৬॥

পরমাত্মস্বরূপশ্চ ভগবান্ রাধিকেশ্বরঃ।
নির্লিপ্তঃ সাক্ষিরূপশ্চ স চ কর্ম্মসু কর্ম্মিণাং॥ ২৭॥

ভগবান্ রাধিকেশ্বরই পরমাত্মাস্বরূপ, এবং কর্ম্মিদিগের কর্ম্মের সাক্ষীস্বরূপ হইয়া স্বয়ং নির্লিপ্ত হয়েন॥ ২৭॥

জীবস্তৎপ্রতিবিম্বশ্চ ভোক্তা চ সুখদুঃখয়োঃ।
কেচিৎ বদন্তি তং নিত্যং কারণস্য গুণেন চ॥ ২৮॥

সুখদুঃখভোগী জীব তাঁহার প্রতিবিম্বস্বরূপ, কেহ কেহ কারণের গুণানুসারে তাহাকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন॥ ২৮॥

বিদ্যমানাত্তিরোধানাৎ তিরোধানাচ্চ সম্ভবঃ।
দেহাদ্দেহান্তরং যাতি ন মৃত্যুস্তস্য কুত্রচিৎ॥ ২৯॥

তাঁহার বিনাশ নাই, তবে কখন প্রত্যক্ষ হইতে তিরোধান, কখন তিরোধান হইতে উদ্ভব, কখন এক দেহ হইতে অপর দেহ ধারণ মাত্র করেন॥ ২৯॥

ততঃ প্রলীনঃ প্রলয়ঃ পরং সর্ব্বালয়ালয়ে।
অতো নিত্যস্বরূপশ্চ জীব এব যথাত্মকঃ॥ ৩০॥

প্রলয়কালে সকল আলয়ের আলয়স্বরূপ তাঁহাতেই সকলের লয় হয়, অতএব নিত্যস্বরূপ জীব অবিকৃতই থাকে॥ ৩০॥

কেচিদ্বদন্ত্যনিত্যঞ্চ মিথ্যৈব কৃত্রিমঃ সদা।
প্রলীয়তে পুনস্তত্র প্রতিবিম্বো যথা রবেঃ ॥ ৩১ ॥

কেহ কেহ তাহাকে অনিত্য কহে তাহা মিথ্যা, কৃত্রিম সমস্ত পদার্থই সূর্য্যের প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহাতেই লীন হয় ॥ ৩১ ॥

যথৈব শাতকুম্ভেষু নির্ম্মলেষু জলেষু চ।
প্রত্যেকং প্রতিবিম্বশ্চ দৃশ্য এব হি জীবিনাং ॥ ৩২ ॥

যেমন সুবর্ণে ও নির্ম্মল জলে জীবগণের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়া প্রত্যেক দৃশ্যমান হয় ॥ ৩২ ॥

পুনঃ প্রলীয়তে সূর্য্যে গতেষু চ ঘটেষু চ।
এবং চন্দ্রস্য বোদ্ধব্যং দর্পণে জীবিনাং যথা ॥ ৩৩ ॥

পুনর্ব্বার সূর্য্য অস্তমিত হইলে, দর্পণে পতিত চন্দ্র প্রতিবিম্ব অপসৃত হইলে যেরূপ অদৃশ্য হয়, সেইরূপ জীবগণ সেই ব্রহ্মেই লীন হয় ॥ ৩৩ ॥

তস্মান্নিত্যং পরং ব্রহ্ম সজীবো নিত্য এব সঃ।
সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ প্রত্যক্ষং প্রতিজীবিষু ॥ ৩৪ ॥

অতএব পরব্রহ্ম নিত্য, এবং জীবও নিত্য, সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ প্রতি জীবে প্রত্যক্ষ হইতেছেন ॥ ৩৪ ॥

অহং জ্ঞানস্বরূপশ্চ জ্ঞানাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
বুদ্ধিরূপা ভগবতী সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী ॥ ৩৫ ॥

আমি জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞানের অধিষ্ঠাতৃদেবতা, এবং ভগবতী বুদ্ধিরূপা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী ॥ ৩৫ ॥

ইয়ং দুর্গা তব পুরো বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
অনয়া মোহিতাঃ সর্ব্বে কৃষ্ণভক্তং বিনা মুনে ॥ ৩৬ ॥

তোমার পুরোবর্ত্তিনী দুর্গা বিষ্ণুমায়া ও নিত্যা, হে মুনে! বিষ্ণুভক্ত ব্যতীত সকলেই ইহার মায়ায় মোহিত ॥ ৩৬ ॥

মনঃস্বরূপো ব্রহ্মা চ মনোধিষ্ঠাতৃদেবতা।
স্বয়ং স বিষয়ী বিষ্ণুঃ প্রাণাঃ পঞ্চস্বরূপিণী ॥ ৩৭ ॥

মনের অধিষ্ঠাতৃদেবতা ব্রহ্মা মনস্বরূপ, এবং স্বয়ং বিষয়ী বিষ্ণু পঞ্চপ্রাণ স্বরূপ এবং তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৩৭ ॥

এতে হৃভ্যন্তরে দেবী চন্দ্রঃ সূর্য্যশ্চ চক্ষুষোঃ।
সর্ব্বে চন্দ্রাদয়ো দেবাশ্চেন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৮ ॥

অভ্যন্তরে প্রাণস্বরূপা এই দেবী, এবং চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষুতে অবস্থিত, ও চন্দ্রাদি সমস্ত দেবতারা ইন্দ্রিয়মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বিদ্যমান আছেন ॥ ৩৮ ॥

ধর্ম্মঃ শিরশ্চ সর্ব্বেষাং জঠরে চ হুতাশনঃ।
প্রাণাদ্ভিন্নশ্চ পবনঃ স নিশ্বাসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৯ ॥

সকলের মস্তক ধর্ম্ম, এবং জঠরে হুতাশন বর্ত্তমান আছেন, প্রাণ হইতে ভিন্ন পবন নিশ্বাস স্বরূপ ॥ ৩৯ ॥

গণেশঃ কণ্ঠদেশস্থো বিঘ্নদো বিঘ্ননাশকৃৎ।
স্কন্দঃ প্রতাপরূপশ্চ কামো মনসি কামদঃ ॥ ৪০ ॥

বিঘ্নপ্রদ গণেশ কণ্ঠদেশস্থ হইয়া বিঘ্ন বিনাশ করেন। কার্ত্তিকের প্রতাপস্বরূপ, কামদেব মনে কাম প্রদান করেন ॥ ৪০ ॥

পাপং পুণ্যং হৃদয়জং লক্ষ্মীঃ সত্ত্বানুসারিণী।
আকণ্ঠদেশাৎ সর্ব্বেষাং রসনাসু সরস্বতী ॥ ৪১ ॥

সত্ত্বানুসারিণী লক্ষ্মী হৃদয়জপাপপুণ্যস্বরূপিণী, এবং সকলের কণ্ঠদেশ হইতে রসনাতে সরস্বতী বিরাজমান আছেন ॥ ৪১ ॥

সা এব মন্ত্রণারূপা পৃথঙ্মূর্ত্ত্যা চ সর্ব্বতঃ।
বুদ্ধিজাঃ শক্তয়ঃ সর্ব্বা বিদ্যন্তে সর্ব্বজন্তুষু ॥ ৪২ ॥

সর্ব্বত্র সেই সরস্বতীই মূর্ত্ত্যন্তর পরিগ্রহ করিয়া মন্ত্রণা স্বরূপিণী হন, এবং সমস্ত জন্তুতে বুদ্ধিজ শক্তি সকল বর্ত্তমান আছেন ॥ ৪২ ॥

নিদ্রা তন্দ্রা দয়া শ্রদ্ধা তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা চ ক্ষুৎ।
লজ্জা তৃষ্ণা তথেচ্ছা চ শান্তিশ্চিন্তা জরা জড়া॥ ৪৩॥

এবং নিদ্রা, তন্দ্রা, দয়া, শ্রদ্ধা, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, ক্ষুধা, লজ্জা, তৃষ্ণা, ইচ্ছা, শান্তি, চিন্তা, জরা, জড়া, প্রভৃতি নাম ধারণ করেন॥ ৪৩॥

যাতে স্বামিনি যান্ত্যেতে নরদেবমিবানুগাঃ।
চিন্তা জ্বরা চ সততং শোভাং পুষ্টিঞ্চ দ্বেষ্টি চ॥ ৪৪॥

অনুচরগণ যেমন রাজার অনুগামী হয়, সেই রূপ এই সমস্ত জীবের অনুগামী হয়। চিন্তা ও জ্বর, সর্ব্বদা শোভা ও পুষ্টির দ্রোহী হয়॥ ৪৪॥

সর্ব্বেষাং জীবিনামেব দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ।
পৃথিবী বায়ুরাকাশস্তেজস্তোয়মিতি স্মৃতঃ॥ ৪৫॥

সকল জীবের দেহ পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, তেজ, জল, এই পঞ্চভূতে নির্ম্মিত বলিয়া পাঞ্চভৌতিক বলে॥ ৪৫॥

স্বদেহে চ প্রপতিতে স্বভাগং প্রাপ্নুবন্তি চ।
পৃথক্ পৃথক্ চ প্রত্যেকমেকমেব ক্রমেণ চ॥ ৪৬॥

স্বদেহ ধ্বংস হইলে উহারা একে একে সকলেই পৃথক্ পৃথক্ রূপে ক্রমে ক্রমে স্ব স্ব ভাগ প্রাপ্ত হয়॥ ৪৬॥

সঙ্কেতপূর্ব্বকং নাম তৎ স্মরন্তি চ বান্ধবাঃ।
রুদন্তি সততং ভ্রান্ত্যা মায়য়া মায়িনস্তথা॥ ৪৭॥

তখন বন্ধুগণ উহার সাঙ্কেতিক নাম স্মরণ করে, এবং মায়ায় মোহিত ও ভ্রমে নিপতিত হইয়া রোদন করে॥ ৪৭॥

তস্মাৎ সন্তো হি সেবন্তে শ্রীকৃষ্ণচরণাম্বুজং।
নিত্যং সত্যমভয়দং জন্মমৃত্যুজরাহরং॥ ৪৮॥

একারণ সাধুগণ নিত্য, সত্য, অভয়দ, এবং জন্ম মৃত্যুজরাপহ শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল সেবা করেন॥ ৪৮॥

প্রভাতস্বপ্নবদ্বিশ্বমনিত্যং কৃত্রিমং মুনে।
পাদ্মপদ্মার্চ্চিতং পাদপদ্মং ভজ হরের্মুদা॥ ৪৯॥

হে মুনে! প্রভাত সময়ের স্বপ্ন সদৃশ এই বিশ্ব কৃত্রিম ও অনিত্য, অতএব আনন্দ সহকারে ব্রহ্মা ও পদ্মার অর্চ্চিত হরির পাদপদ্ম ভজনা কর॥ ৪৯॥

ময়োক্তং প্রথমং জ্ঞানং জ্ঞানং পঞ্চবিধেষু চ।
দ্বিতীয়ং শ্রূয়তাং বৎস যৎসারং কৃষ্ণভক্তিদং॥ ৫০॥

পঞ্চবিধ জ্ঞানের মধ্যে প্রথম জ্ঞানের বিষয় বলিলাম, কৃষ্ণভক্তিপ্রদ সারভূত দ্বিতীয় জ্ঞান এখন শ্রবণ কর॥ ৫০॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে প্রথম-জ্ঞানাধ্যাত্মিকবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্র প্রথম জ্ঞানাধ্যাত্মিকবর্ণন নাম প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ভক্তিজ্ঞান নিরূপণ কথন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

হরিভক্তিপ্রদং জ্ঞানং জ্ঞানং পঞ্চবিধেষু চ।
বিদুষাং বাঞ্ছিতা মুক্তিঃ সততং পরমা সতাং ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। পঞ্চবিধ জ্ঞানের মধ্যে হরিভক্তিপ্রদ জ্ঞানকে দ্বিতীয় জ্ঞান বলা যায়, বিদ্বানগণের ও সাধুদিগের বাঞ্ছিত মুক্তিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় ॥ ১ ॥

সা চ শ্রীকৃষ্ণভক্তেশ্চ কলাং নার্হতি ষোড়শীং।
শ্রীকৃষ্ণভক্তসঙ্গেন ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥ ২ ॥

কিন্তু সেই মুক্তি কৃষ্ণভক্তির ষোলকলার এক কলা সদৃশ নহে। শ্রীকৃষ্ণের ভক্তসংসর্গে ঐ ঐকান্তিকী ভক্তির উদয় হয় ॥ ২ ॥

অনিমিত্তা চ সুখদা হরিদাস্যপ্রদা শুভা।
যথা বৃক্ষলতানাং চ নবীনঃ কোমলাঙ্কুরঃ ॥ ৩ ॥

উহা অকারণ সম্ভবা, সুখদায়িনী, হরির দাস্যপ্রদায়িনী ও পবিত্র, যেমন বৃক্ষলতাদির নবীন কোমল অঙ্কুরের উদয় ॥ ৩ ॥

বর্দ্ধতে মেঘবর্ষেণ শুষ্কঃ সূর্য্যকরেণ চ।
তথৈব ভক্তালাপেন ভক্তিবৃক্ষনবাঙ্কুরঃ ॥ ৪ ॥

সামান্য বৃক্ষাঙ্কুর যেরূপ মেঘবর্ষে পরিবর্দ্ধিত হয় এবং সূর্য্যকরস্পর্শে শুষ্ক হয়, তদ্রূপ ভক্তজনের সহিত আলাপে ভক্তি বৃক্ষের নব অঙ্কুর উদ্রিক্ত হয় ॥ ৪ ॥

বর্দ্ধতে শুষ্কতাং যাতি চাভক্তালাপমাত্রতঃ।
তস্মাদ্ভক্তসহালাপং কুরুতে পণ্ডিতঃ সদা ॥ ৫ ॥

ঐ অঙ্কুর ভক্তসহ আলাপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং অভক্তজনের সহিত সংলাপে শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়, এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ ভক্তজনের সহিত সর্ব্বদা আলাপ করেন ॥ ৫ ॥

যাত্যেবাভক্তসংসর্গাদ্দুষ্টাৎ সর্পাদ্যথা নরঃ।
আলাপাদ্গাত্রসংস্পর্শাৎ শয়নাৎ সহভোজনাৎ ॥ ৬ ॥

মনুষ্যগণ, যেরূপ দুষ্ট সর্পসংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করে, সেই রূপে অভক্ত জনগণের সহিত আলাপ, তাহাদের গাত্রস্পর্শ তাহাদের সহিত একত্র শয়ন, ও একত্র ভোজন করিলে ॥ ৬ ॥

সঞ্চরন্তি চ পাপানি তৈলবিন্দুমিবাম্ভসা।
সংসর্গজা গুণা দোষা ভবন্ত্যেব হি জীবিনাং ॥ ৭ ॥

জল সংযোগে তৈল বিন্দুর ন্যায় পাপ সকল সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, অতএব জীবমাত্রের সংসর্গজন্য দোষও গুণ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

তস্মাৎ সতাং হি সংসর্গং সন্তো বাঞ্ছন্তি সন্ততং।
মুনে সংসর্গজো দোষো বস্তূনাং প্রভবেদিহ ॥ ৮ ॥

এই নিমিত্ত, সাধুগণ, সর্ব্বদা সৎসংসর্গ বাঞ্ছা করেন। হে মুনে! এই সংসারে বস্তুর সংসর্গজন্য দোষ প্রবল হয় ॥ ৮ ॥

হীনধাতুপ্রসঙ্গেন স্বর্ণদোষঃ প্রজায়তে।
তস্মাচ্চ হীনসংসর্গং ন বাঞ্ছন্তি মনীষিণঃ ॥ ৯ ॥

হীন ধাতুর সংযোগে স্বর্ণেরও দোষ জন্মে, অতএব মনীষীরা হীন সংসর্গ বাঞ্ছা করেন না ॥ ৯ ॥

তস্মাদ্বৈষ্ণবসংসর্গং কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ সদা।
কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ শশ্বৎ ষড়্বিধং ভজনং হরেঃ ॥ ১০ ॥

এই নিমিত্ত বৈষ্ণবেরা সর্ব্বদা বৈষ্ণব সংসর্গ করেন। বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা হরির ছয় প্রকার ভজনা করেন ॥ ১০ ॥

স্মরণং কীর্ত্তনঞ্চৈব বন্দনং পাদসেবনং।
পূজনং সততং ভক্ত্যা পরং স্বাত্মনিবেদনং ॥ ১১ ॥

যথা, নিরন্তর ভক্তিপূর্ব্বক স্মরণ, কীর্ত্তন, বন্দন, চরণসেবন, পূজন, এবং নিজ আত্মার নিবেদন ॥ ১১ ॥

গৃহ্লাতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণমন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাৎ।
অবৈষ্ণবাদ্গৃহীত্বা চ হরিভক্তির্ন বর্দ্ধতে ॥ ১২ ॥

ভক্তব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক বৈষ্ণবের নিকট হইতে কৃষ্ণমন্ত্রগ্রহণ করিবেক। অবৈষ্ণব হইতে পরিগৃহীত হইলে হরিভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না ॥ ১২ ॥

চাণ্ডালাদপি পাপী স শ্রীকৃষ্ণবিমুখো নরঃ।
নিষ্ফলং তদ্ধর্ম্মকর্ম্ম নাধিকারী স কর্ম্মণাং ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণবিমুখব্যক্তি চণ্ডাল অপেক্ষায় অধিক পাপী, তাহার ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই নিষ্ফল, সে কর্ম্মের অধিকারী হয় না ॥ ১৩ ॥

শশ্বদশুচিঃ পাপিষ্ঠো নিন্দাং কৃত্বা হসত্যপি।
ভগবন্তং ভাগবতমাত্মানং নৈব মন্যতে ॥ ১৪ ॥

যে অশুচি পাপিষ্ঠ ব্যক্তি নিরন্তর কৃষ্ণ নিন্দা করিয়া হাস্য করে, সে ভগবান, ভাগবত এবং আপনাকে কিছুই জানে না ॥ ১৪ ॥

গুরুমন্ত্রাৎ কৃষ্ণমন্ত্রো যস্য কর্ণে বিশেদহো।
তং বৈষ্ণবং মহাপূতং প্রবদন্তি পুরাবিদঃ ॥ ১৫ ॥

যাহার কর্ণে গুরুমন্ত্রে কৃষ্ণমন্ত্র প্রবেশ করে, পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহাকে বৈষ্ণব বলেন ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণানুজঃ।
পুরুষাণাং শতৈঃ সার্দ্ধং স্বাত্মানঞ্চ সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৬ ॥

মনুষ্য মন্ত্রগ্রহণমাত্র নারায়ণের অনুজতুল্য হইয়া শত পুরুষের সহিত নিজ আত্মাকে উদ্ধার করে ॥ ১৬ ॥

মাতামহানাং শতকং সোদরং মাতরং সুতং।
ভৃত্যং কলত্রং বন্ধুঞ্চ শিষ্যবর্গাংস্তথৈব চ ॥ ১৭ ॥

মাতামহ বংশের শত, এবং সোদর ভ্রাতা, জননী, পুত্র, ভৃত্য, কলত্র, বন্ধু এবং শিষ্যবর্গকে উদ্ধার করে ॥ ১৭ ॥

যদা নারায়ণক্ষেত্রে মন্ত্রং গৃহ্লাতি বৈষ্ণবাৎ।
বিষ্ণুঃ পুংসাং সহস্রঞ্চ লীলয়া চ সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৮ ॥

যদি নারায়ণক্ষেত্রে বৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করে, তাহা হইলে ভগবান্ বিষ্ণু অবলীলাক্রমে তাহার সহস্র পুরুষকে উদ্ধার করেন॥ ১৮॥

ময়া শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রশ্চ কৃষ্ণালয়ে মুনে পুরা।
গোলোকে বিরজাতীরে নীরে ক্ষীরনিভেঽমলে॥ ১৯॥

হে মুনে! পূর্ব্বে কৃষ্ণালয় গোলোকে বিরজাতীরে দুগ্ধফেননিভ অমল জলে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র জপ করিয়াছি॥ ১৯॥

শতলক্ষজপং কৃত্বা পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহেণৈব মন্ত্রঃ সিদ্ধো বভূব মে॥ ২০॥

পবিত্র বৃন্দাবনে শতলক্ষবার জপ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে আমার মন্ত্রসিদ্ধি হইয়াছে॥ ২০॥

ব্রহ্মভালোদ্ভবোঽহঞ্চ সর্ব্বাদিসর্গতো মুনে।
প্রাপ্তং মৃত্যুঞ্জয়ং জ্ঞানং কৃষ্ণাচ্চ পরমাত্মনঃ॥ ২১॥

হে মুনে! সকল সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে হইয়াছি এবং পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণের নিকটে মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান লাভ করিয়াছি॥ ২১॥

সিদ্ধো মৃত্যুঞ্জয়োঽহঞ্চ নিত্যনূতনবিগ্রহঃ।
ব্রহ্মণঃ পতনেনৈব নিমেষো মে যথা হরেঃ॥ ২২॥

আমি সিদ্ধ ও মৃত্যুঞ্জয় হইয়াছি, নিত্যই আমার নূতন দেহ রহিয়াছে, হরির ন্যায় আমারও এক নিমেষে ব্রহ্মার পতন হয়॥ ২২॥

এবং তেষাং পার্ষদানাং নাস্তি মৃত্যুর্যথা হরেঃ।
যস্মিন্দেহে লভেন্মন্ত্রং বৈষ্ণবো বৈষ্ণবাদপি॥ ২৩॥

এই রূপ হরির ন্যায় সেই সকল পার্ষদেরও মৃত্যু হয় না। বৈষ্ণবগণ যে দেহে বৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করে॥ ২৩॥

পূর্ব্বকর্ম্মাশ্রিতং দেহং ত্যক্ত্বা স পার্ষদো ভবেৎ।
পঞ্চবক্ত্রেণ সততং তন্নামগুণকীর্ত্তনং॥ ২৪॥

সে পূর্ব্বকর্ম্মাশ্রিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়। আমি পঞ্চবক্ত্রে সতত তাঁহার নামও গুণকীর্ত্তন করি॥ ২৪॥

করোমি ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পুত্রাভ্যাঞ্চাপি নারদ।
তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনং ॥ ২৫ ॥

হে নারদ! আমার ভার্য্যা ও পুত্রদ্বয় নিরন্তর সেই রূপ করে। মেঘাচ্ছন্নদিনকে আমি দুর্দ্দিন বলি না, আমি সেই দিনকে দুর্দ্দিন বলি ॥ ২৫ ॥

যদ্দিনং কৃষ্ণসংলাপকথাপীযূষবর্জ্জিতং।
তং ক্ষণং নিষ্ফলং মন্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনং বিনা ॥ ২৬ ॥

যে দিন শ্রীকৃষ্ণের সংলাপ ও কথারূপ পীযূষবর্ষণ বিহীন হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তনবিহীন সময়ও নিষ্ফল বলিয়া মানি ॥ ২৬ ॥

আয়ুর্হরতি কালশ্চ পুংসাং তৎকীর্ত্তনেন চ।
তং ক্ষণং মঙ্গলং মন্যে সর্ব্বহর্ষকরং পরং ॥ ২৭ ॥

তাঁহার কীর্ত্তনে পুরুষের আয়ু ও সময় সুখে অতিবাহিত হয়। আনন্দকর সেই সময় অত্যন্ত মঙ্গলময় বোধ হয় ॥ ২৭ ॥

তস্মাৎ পাপাঃ পলায়ন্তে বৈনতেয়াদিবোরগাঃ।
ব্রহ্মণাপি পুরা লব্ধস্তস্মাত্তন্মন্ত্র এব চ ॥ ২৮ ॥

বৈনতেয় দর্শনে যে রূপ ভুজঙ্গগণ পলায়ন করে, সেইরূপ পাপপুঞ্জ তাহার নিকট হইতে প্রস্থান করে। পূর্ব্বে ব্রহ্মা তাঁহার নিকট হইতে তন্মন্ত্র লাভ করেন ॥ ২৮ ॥

পদ্মনাভনাভিপদ্মে শতলক্ষং জজাপ সঃ।
তদাললাপ জ্ঞানঞ্চ নির্ম্মলং সৃষ্টিকারণং ॥ ২৯ ॥

তিনি পদ্মনাভের নাভিপদ্মে উপবেশন করিয়া সেই মন্ত্র শতলক্ষ বার জপ করেন তাহাতে সৃষ্টি কারণ নির্ম্মল জ্ঞান প্রাপ্ত হন ॥ ২৯ ॥

অণিমাদিকসিদ্ধিঞ্চ চকার তৎপ্রভাবতঃ।
সৃষ্টিঞ্চ বিবিধাং কৃত্বা বিধাতা চ বভূব সঃ ॥ ৩০ ॥

তিনি সেই মন্ত্রপ্রভাবে অণিমাদি সিদ্ধি লাভ করেন, এবং বিবিধ সৃষ্টি করিয়া বিধাতা নাম প্রাপ্ত হন ॥ ৩০ ॥

বরং তস্মৈ দদৌ কৃষ্ণো মৎসমস্ত্বং ভবেতি চ।
শেষস্তৎকলয়া পূর্ব্বং বভূব কশ্যপাত্মজঃ ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ তাঁহাকে আমার সমান হও বলিয়া বর প্রদান করেন। পূর্ব্বে শেষও তাঁহার অংশে কশ্যপের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৩১ ॥

তস্মাৎ সম্প্রাপ তন্মন্ত্রং সিদ্ধঃ কোটিজপেন চ।
সহস্রশিরসস্তস্য মস্তকস্যৈকদেশতঃ ॥ ৩২ ॥

এবং শ্রীকৃষ্ণের নিকট মন্ত্রলাভ করিয়া কোটিবার জপ করিয়া মন্ত্রসিদ্ধ হন, তাহাতে তাঁহার সহস্র মস্তক হয়। হে মুনে! সেই মস্তকের একদেশে ॥ ৩২ ॥

বিশ্বং সর্ষপবৎ সর্পস্যৈকদেশে যথা মুনে।
কূর্ম্মস্তৎকলয়া পূর্ব্বং বভূবাযোনিজঃ স্বয়ং ॥ ৩৩ ॥

সমস্ত বিশ্ব, সর্ষপ সদৃশ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। পূর্ব্বে কূর্ম্মও তাঁহার কলাদ্বারা অযোনিজ হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

অনন্তস্তৎপৃষ্ঠদেশে গজেন্দ্রে মশকো যথা।
বায়্বাধারশ্চ কূর্ম্মশ্চ জলাধারঃ সমীরণঃ ॥ ৩৪ ॥

গজেন্দ্র পৃষ্ঠে মশকের ন্যায় অনন্ত অবস্থিতি করে। কূর্ম্মের আধার বায়ু বায়ুর আধার জল ॥ ৩৪ ॥

মহজ্জলং মহাবিষ্ণোঃ প্রত্যেকং লোমকূপতঃ।
মহাবিষ্ণুর্জ্জলাধারঃ সর্ব্বাধারো মহজ্জলং ॥ ৩৫ ॥

মহাবিষ্ণুর প্রত্যেক লোমকূপ হইতে মহৎজল উৎপন্ন হইয়াছে। মহাবিষ্ণুর আধার জল, এবং মহৎজল সকলের আধার ॥ ৩৫ ॥

শূন্যাশ্রয়ং নিরাধারং পরমেতন্মহজ্জলং।
তস্মিন্মহজ্জলে শেতে বভূব কলয়া হরেঃ ॥ ৩৬ ॥

এই মহৎজল শূন্যাশ্রয় ও আধার রহিত এই জলে হরির অংশে মহাবিষ্ণু শয়ন করেন ॥ ৩৬ ।

মহজ্জলং মহাবায়ুর্বভূব কলয়া হরেঃ।
রাধাগর্ভোদ্ভবো ডিম্বঃ স চ ডিম্বোদ্ভবঃ পুরা ॥ ৩৭ ॥

হরির অংশে' মহাজল ও মহাবায়ু উৎপন্ন হয়। এবং পূর্ব্বে রাধিকার গর্ব্ভে এক স্বর্ণময় ডিম্ব উৎপন্ন হয়, মহাবিষ্ণু সেই ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥

বভঞ্জ ডিম্বঃ সহসা গোলোকাৎ প্রেরিতস্তথা।
ভূত্বা দ্বিখণ্ডং পতিতো ডিম্বো মগ্নো জলার্ণবে ॥ ৩৮ ॥

গোলোক হইতে সহসা নিক্ষিপ্ত সেই ডিম্ব ভগ্ন হইল, এবং দ্বিখণ্ড হইয়া মহার্ণবে পতিত ও নিমগ্ন হইল ॥ ৩৮ ॥

বালশ্চ শেতে তোয়ে চ পর্য্যঙ্কে চ যথা নৃপঃ।
মহাবিষ্ণোশ্চ লোমাঞ্চ বিবরেষু পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৯ ॥

পর্য্যঙ্কের উপরি যে রূপ নরপতি শয়ন করেন, সেই রূপ বালক মহাবিষ্ণু সেই মহাজলের উপরি শয়ন করিলেন, এবং সেই মহাবিষ্ণুর লোম বিবরে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ডানি চ প্রত্যেকমসংখ্যানি চ নারদ।
পৃথক্ পৃথক্ জলং ব্যাপ্তং প্রতিলোম্নশ্চ কূপতঃ ॥ ৪০ ॥

অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড, অবস্থিত, হে নারদ! এবং প্রতিলোমকূপ হইতে পৃথক্ পৃথক্ জলরাশি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল ॥ ৪০ ॥

বায়ুস্তদূর্দ্ধ্বং প্রত্যেকং তদূর্দ্ধ্বং কমঠস্তথা।
শেষঃ কমঠপৃষ্ঠে চ সহস্রমিতমস্তকঃ ॥ ৪১ ॥

প্রত্যেক জলের উপরে বায়ু হইল এবং প্রত্যেক বায়ুর উপরে কূর্ম্ম হইল, কূর্ম্মপৃষ্ঠে সহস্র মস্তক শেষ ॥ ৪১ ॥

মস্তকস্যৈকদেশে চ ডিম্বঃ সর্ষপবন্মুনে।
ডিম্বান্তরে চ ব্রহ্মাণ্ডমনিত্যং কৃত্রিমঞ্চ তৎ ॥ ৪২ ॥

হে মুনে! শেষের মস্তকৈকদেশে সর্ষপবৎ ডিম্ব অবস্থিত হয়, সেই ডিম্বান্তরে অনিত্য কৃত্রিম ব্রহ্মাণ্ড ॥ ৪২ ॥

ডিম্বান্তরে চ ব্রহ্মাণ্ডনির্ম্মাণক্রমমীপ্সিতং।
সদ্ভির্জ্ঞাতং শ্রুতিদ্বারা সাক্ষাদ্দৃষ্টং ময়া মুনে॥ ৪৩॥

হে মুনিবর! ডিম্ব মধ্যে ঈপ্সিত ব্রহ্মাণ্ডের নির্ম্মাণক্রম বিদ্বানগণ বেদদ্বারা অবগত হন, কিন্তু আমি উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি॥ ৪৩॥

এবঞ্চ সপ্তপাতালং যথৈবাট্টালিকাগৃহং।
প্রযযুঃ পরিনির্ম্মাণং ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্॥ ৪৪॥

যেমন অট্টালিকা গৃহ নির্ম্মিত হয়, সেইরূপ সপ্তপাতাল ক্রমে ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ নির্ম্মিত হইল॥ ৪৪॥

অতলং বিতলঞ্চৈব সুতলঞ্চ তলাতলং।
রসাতলং মহাতলং পাতালং পরিকীর্ত্তিতং॥ ৪৫॥

অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল, ও পাতাল নামে বিখ্যাত হইল॥ ৪৫॥

বিতলং সুন্দরং শুদ্ধং নির্ম্মাণং স্বর্গবন্মুনে।
সদ্রত্নরচিতং সর্ব্বমীশ্বরেচ্ছাবিনির্ম্মিতং॥ ৪৬॥

হে মুনে! বিতল অতি রমণীয়, পবিত্র, স্বর্গ সদৃশ নির্ম্মাণ, সদ্রত্নে গ্রথিত, এবং ঈশ্বরের ইচ্ছায় নির্ম্মিত॥ ৪৬॥

পাতালাধস্তলং কৃৎস্নং গভীরঞ্চ ভয়ানকং।
ডিম্বাধারং তজ্জলঞ্চ ডিম্বাধঃ শেষ এব চ॥ ৪৭॥

পাতালের অধঃপ্রদেশ সমস্ত গভীর ও ভয়ানক। ডিম্বের আধার সেই জল, এবং ডিম্বের অধঃপ্রদেশে শেষ॥ ৪৭॥

অতলোপরি তোয়ঞ্চ তোয়োপরি বসুন্ধরা।
কাঞ্চনীভূমিসংযুক্তা সপ্তদ্বীপমনোহরা॥ ৪৮॥

অতলের উপরিভাগে জল, জলের উপরে কাঞ্চনময়ী পৃথিবী এবং সপ্তদ্বীপে মনোহর॥ ৪৮॥

সপ্তসাগরসংযুক্তা বনশৈলসরিদ্যুতা।
বর্ত্তুলা চন্দ্রবিম্বাভা জলমধ্যেঽব্জপত্রবৎ॥ ৪৯॥

এবং সপ্তসমুদ্রসংযুক্ত, ও বন, শৈল, সরিৎ উহার সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, উহার আকার গোল, চন্দ্রপ্রতিবিম্বের সদৃশী, এবং জল মধ্যে পদ্মপত্রবৎ প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৪৯ ॥

জম্বুদ্বীপশ্চ তন্মধ্যে লবণোদেন বেষ্টিতঃ।
লবণোদসমুদ্রশ্চ লক্ষযোজনপ্রস্থকঃ ॥ ৫০ ॥

লক্ষ যোজন প্রস্থ লবণসমুদ্রে বেষ্টিত জম্বুদ্বীপ তাহার মধ্যে বিরাজিত ॥ ৫০ ॥

দৈর্ঘে তস্মাদ্দশগুণো গ্রামস্থ পরিখা যথা।
উপদ্বীপৈর্ব্বহুতরৈঃ শোভাযুক্তৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ৫১ ॥

নগরের পরিখা সদৃশ ঐ সমুদ্র দীর্ঘে দশ লক্ষ যোজন পরিমিত, বহুবিধ সুন্দর উপদ্বীপও উহাতে বিদ্যমান আছে ॥ ৫১ ॥

জম্বুদ্বীপে জম্বুবৃক্ষো বিস্তীর্ণোঽতিবিচিত্রকঃ।
শ্যামবর্ণং পক্কফলং গজেন্দ্রনিভমেব চ ॥ ৫২ ॥

সেই জম্বুদ্বীপে অতি বিস্তীর্ণ অতিশয় বিচিত্র এক জম্বু বৃক্ষ আছে, তাহার ফল শ্যামবর্ণ, পক্ক হইলে এক এক গজেন্দ্র সদৃশ হয় ॥ ৫২ ॥

সুমেরুশিখরো যত্র কৈলাসঃ শঙ্করালয়ঃ।
রত্নাকরো হিমগিরির্দ্বীপমধ্যে মনোহরঃ ॥ ৫৩ ॥

যথায় সুমেরু শৃঙ্গ, এবং দ্বীপের মধ্য স্থানে পরম সুন্দর রত্নের আকর হিমালয় বিদ্যমান আছে এবং তাহাতে মহাদেবের নিবাসভূমি কৈলাস রহিয়াছে ॥ ৫৩ ॥

মেরোশ্চাষ্টসু শৃঙ্গেষু বিচিত্রাবিষ্কৃতেষু চ।
যত্রাষ্টলোকপালানামাশ্রমাণি চ নারদ ॥ ৫৪ ॥

হে নারদ! সুমেরুর বিচিত্র প্রকাশ] অষ্টশৃঙ্গে অষ্টলোক পালের আশ্রম ॥ ৫৪ ॥

ইন্দ্রো বহ্নিঃ পিতৃপতির্নৈঋতো বরুণো মরুৎ।
কুবের ঈশঃ পতয়ঃ পূর্ব্বদীনাং দিশাং ক্রমাৎ ॥ ৫৫ ॥

ইন্দ্র, বহ্নি, পিতৃপতি, নৈঋত, বরুণ, মরুৎ, কুবের, ও ঈশ ইঁহারা ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকের অধিপতি হয়েন ॥ ৫৫ ॥

এতেষামালয়ং শুদ্ধং রমণীয়ং মনোহরং।
পূর্ব্বস্মাদেব প্রত্যেকং ক্রমেণ চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৫৬ ॥

ইঁহাদের আলয় পূর্ব্বদিক হইতে ক্রমে ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ অতিশয় বিশুদ্ধ, পরম রমণীয় ও অতিশয় সৌন্দর্য্যশালী ॥ ৫৬ ॥

ঊর্দ্ধশৃঙ্গোঽতিবিস্তীর্ণো ব্রহ্মলোকস্তদগ্রতঃ।
ব্রহ্মলোকোর্দ্ধ্বং ডিম্বশ্চ বিশ্বং ডিম্বান্তরং তথা ॥ ৫৭ ॥

সুমেরুর ঊর্দ্ধশৃঙ্গ অতিশয় বিস্তারবিশিষ্ট, তাহার অগ্রভাগে ব্রহ্মলোক এবং ব্রহ্মলোক হইতেও ঊর্দ্ধে ডিম্ব, ও ডিম্বের মধ্যেই সমস্ত বিশ্ব অবস্থিত ॥ ৫৭ ॥

ঊর্দ্ধ্বশৃঙ্গে ষষ্ঠলোকো ব্রহ্মলোকস্তদূর্দ্ধ্বতঃ।
ভূর্লোকোঽপি ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকশ্চ তথৈব চ ॥৫৮ ॥

সুমেরুর ঊর্দ্ধ শৃঙ্গে ছয়লোক অবস্থিত আছে। সকলের ঊর্দ্ধে ব্রহ্মলোক ভূর্লোক, ভুবর্লোক, ও স্বর্লোক ॥ ৫৮ ॥

জনলোকো মহর্লোকঃ সত্যলোকশ্চ মধ্যতঃ।
চতুর্যুগে সত্যলোকে পূর্ণো ধর্ম্মশ্চ সন্ততং ॥ ৫৯ ॥

জনলোক, মহর্লোক ও সত্যলোক, এই সমস্ত মধ্যদেশে অবস্থিত চতুর্যুগে সত্যলোকে সর্ব্বদা পূর্ণধর্ম্ম বিদ্যমান থাকে ॥ ৫৯ ॥

ব্রহ্মলোকস্য বামে চ ধ্রুবলোকস্তথৈব চ।
বিশ্বঞ্চ ব্রহ্মলোকান্তং স্রষ্ট্রা সৃষ্টঞ্চ কৃত্রিমং ॥ ৬০ ॥

ব্রহ্মলোকের বামপার্শ্বে ধ্রুবলোক। ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত কৃত্রিম বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ৬০ ॥

জম্বুদ্বীপশ্চ কথিতো যথা দৃষ্টো ময়া মুনে।
সরিৎশৈলৈর্ব্বহুবিধৈঃ কাননৈঃ কন্দরৈর্যুতঃ ॥৬১ ॥

হে মুনে! আমি যে রূপ দেখিয়াছি জম্বুদ্বীপের কথা সেই রূপ বলিলাম, উহা বহুবিধ সরিৎ, শৈল, কানন, এবং কন্দরে পরিশোভিত ॥ ৬১ ॥

যত্র ভারতবর্ষঞ্চ সর্ব্বেষামীপ্সিতং বরং।
কর্ম্মক্ষেত্রং সতাং সদ্ভিঃ প্রশস্তং পুণ্যদং পরং ॥ ৬২ ॥

তথায় সকলের ঈপ্সিত সজ্জনগণের কর্ম্মক্ষেত্র সাধুদিগের প্রশংসনীয় পুণ্যপ্রদ, উৎকৃষ্ট ভারতবর্ষ বিদ্যমান আছে ॥ ৬২ ॥

আবির্ভাবোঽত্র কৃষ্ণস্য যত্র বৃন্দাবনং বনং।
অন্যস্থানে সুখং জন্ম নিষ্ফলঞ্চ গতাগতং ॥ ৬৩ ॥

ভারতবর্ষে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়। অন্যত্র সুখেও জন্ম ক্লেশকর এবং নিষ্ফল যাতায়াত মাত্র ॥ ৬৩ ॥

ভারতে চ ক্ষণং জন্ম সার্থকং শুভকর্ম্মজং।
অনেকজন্মপুণ্যেন সাধুনাং জন্ম ভারতে ॥ ৬৪ ॥

ভারতবর্ষে শুভকর্ম্মার্জ্জিত ক্ষণমাত্র জন্মলাভও সার্থক, কারণ অনেক জন্মের পুণ্যফলে সাধুগণের ভারতবর্ষে জন্ম লাভ হয় ॥ ৬৪ ॥

কৃষ্ণানুগ্রহতো বিদ্বান্ লব্ধা চ জন্ম ভারতে।
ন ভজেৎ কৃষ্ণপাদাব্জং তদত্যন্তবিড়ম্বনং ॥ ৬৫ ॥

বিদ্বান ব্যক্তি, কৃষ্ণের অনুগ্রহে ভারতে জন্ম লাভ করিয়া যদি তাঁহার পাদপদ্ম ভজনা না করিল, তবে ইহা অপেক্ষা আর বিড়ম্বনা কি? ॥ ৬৫ ॥

অসার্থকং তস্য জন্ম বৃথা তদ্গার্ভযাতনা।
নিষ্ফলং তচ্ছরীরঞ্চ নশ্বরং ব্যর্থজীবনং ॥ ৬৬ ॥

তাহার জন্ম সার্থশূন্য, তাহার গর্ব্ভযাতনা বৃথা, তাহার নশ্বর শরীর নিষ্ফল এবং তাহার জীবনও ব্যর্থ ॥ ৬৬ ॥

জীবন্মৃতো হি পাপী স চাণ্ডালাদধমোঽশুচিঃ।
ভুংক্তে নিত্যমভক্ষ্যঞ্চাপ্যনিবেদ্যং হরেরহো ॥ ৬৭ ॥

সে জীবন্মৃত, পাপী, চণ্ডাল অপেক্ষা অধম ও অশুচি, হরিকে নিবেদন না করিয়া সে নিত্য অভক্ষ্য ভক্ষণ করে ॥ ৬৭ ॥

বিণ্মূত্রকৃপ্তভক্ষ্যঞ্চ নিত্যং ভুংক্তে চ শূকরঃ।
নহি কৃপ্তমভক্ষ্যঞ্চ ভুংক্তে স শূকরাধমঃ ॥ ৬৮ ॥

শূকর প্রত্যহ বিষ্ঠা ও মূত্র সর্ব্বদা অভক্ষ্য ভক্ষণ করে। সে শূকর অপেক্ষায় ও অধম এবং প্রত্যহ যৎকিঞ্চিৎমাত্র অভক্ষ্য ভক্ষণ করে ॥ ৬৮ ॥

অভক্ষ্যং ব্রাহ্মণানাং তদনিবেদ্যং হরেরহো।
অন্নং বিষ্ঠা জলং মূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতং ॥ ৬৯ ॥

যে বস্তু হরিকে অর্পণ করা না হয়, তাহা ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য, বিষ্ণুকে নিবেদন না করিলে অন্ন বিষ্ঠাসম ও জল মূত্র তুল্য হয় ॥ ৬৯ ॥

নিত্যং পাদোদকং ভুঙ্‌ক্তে নৈবেদ্যঞ্চ হরেৰ্দ্বিজ।
তন্মন্ত্রগ্রহণং কৃত্বা জীবন্মুক্তো হি ভারতে ॥ ৭০ ॥

হে দ্বিজ! এই ভারতে যে ব্যক্তি প্রত্যহ হরি পাদোদক ও নৈবেদ্য ভক্ষণ করে এবং তাঁহার মন্ত্রগ্রহণ করে সে জীবন্মুক্ত হয় ॥ ৭০ ॥

তস্যৈব পাদরজসা সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।
সর্ব্বাণ্যেব হি তীর্থানি পবিত্রাণি চ নারদ ॥ ৭১ ॥

হে নারদ! তাহার পদধূলিদ্বারা পৃথিবী তৎক্ষণাৎ পবিত্রা হয়, এবং তীর্থ সকল পূত হয় ॥ ৭১ ॥

স এব শুদ্ধঃ সর্ব্বেষু সদ্যো মুক্তো মহীতলে।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলং ॥ ৭২ ॥

এই পৃথিবীতে সেই ব্যক্তি শুদ্ধ এবং সদ্যমুক্ত এবং সে পদে পদে অশ্বমেধের ফললাভ করে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৭২ ॥

এবম্ভূতস্য রক্ষার্থং কৃষ্ণো দত্ত্বা সুদর্শনং।
তথাপি সুস্থো ন প্রীতস্তং ত্যক্তুমক্ষমঃ ক্ষণং ॥ ৭৩ ॥

কৃষ্ণ তাহার রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শনকে নিযুক্ত করিয়া সুস্থ ও সন্তুষ্ট হইতে পারেন না কারণ, তাহাকে ক্ষণেক পরিত্যাগেও অসমর্থ ॥ ৭৩ ॥

এবম্ভূতো দয়াসিন্ধুর্ভক্তানুগ্রহকাতরঃ।
অতঃ সন্তো হি তং ত্যক্ত্বা ন সেবন্তে সুরান্তরং ॥ ৭৪ ॥

কৃষ্ণ এই রূপ দয়ার সাগর এবং ভক্তের অনুগ্রহার্থে কাতর এই জন্যই সাধুরা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর দেবতার আরাধনা করেন না ॥ ৭৪ ॥

জম্বুদ্বীপশ্চ কথিতঃ স্বর্গান্মেরুক্রমেণ চ।
অন্যেষামপি দ্বীপানাং শ্রূয়তামনুবর্ত্তনং ॥ ৭৫ ॥

স্বর্গ হইতে মেরুক্রমে জম্বুদ্বীপের কথা কহিলাম, এক্ষণে অপরাপর দ্বীপের অবস্থান শ্রবণ কর ॥ ৭৫ ॥

জম্বুদ্বীপাৎ পরঃ প্লক্ষস্ততোঽপি দ্বিগুণক্রমাৎ।
বৃতশ্চেক্ষুরসোদেন পূর্ব্বস্মাদ্দ্বিগুণেন চ ॥৭৬ ॥

জম্বুদ্বীপের পর প্লক্ষদ্বীপ, উহা জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ ও ইক্ষুরস সমুদ্রে পরিবৃত ॥ ৭৬ ॥

পূর্ব্বস্মাদ্দ্বিগুণৈর্যুক্তঃ সরিচ্ছৈলবনাদিকৈঃ।
নানাবিভবভোগাদিযুক্তঃ শুদ্ধোঽতিসুন্দরঃ ॥ ৭৭ ॥

তথায় সরিৎ, শৈল, বনাদি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ, এবং নানাবিধ বিভব ও ভোগ সম্পন্ন, অতি পবিত্র এবং সুন্দর ॥ ৭৭ ॥

তত্র ক্রীড়ন্তি তত্রস্থা জরারোগাদিবর্জ্জিতাঃ।
ন তত্র কর্ম্মণো জন্ম ভুঙ্ক্তে কর্ম্ম পুরাতনং ॥ ৭৮ ॥

তত্রস্থ জনগণ, জরাব্যাধিশূন্য হইয়া মনের সুখে ক্রীড়া করে। তথায় কর্ম্মনিবন্ধন জন্ম হয় না, কেবল কর্ম্মভোগ করে ॥ ৭৮ ॥

ভুক্ত্বা শুভাশুভং কর্ম্ম স্বর্গং বা নরকং পুনঃ।
ব্রজন্তি তে ক্রমেণৈব মূঢ়াঃ প্রাক্তনতো মুনে ॥৭৯ ॥

হে মুনে! মূঢ়লোকেরা ক্রমে২ শুভাশুভ কর্ম্মভোগ করিয়া অদৃষ্ট অনুসারে কেহ স্বর্গে কেহ বা নরকে গমন করে ॥ ৭৯

প্লক্ষদ্বীপাৎ পরঃ শাকদ্বীপো হি সুন্দরো মুনে।
পূর্ব্বস্মাদ্দ্বিগুণো যুক্তঃ সুরোদদ্বিগুণেন চ ॥ ৮০ ।

হে মুনে! প্লক্ষদ্বীপের পর অতি মনোহর শাকদ্বীপ আছে, সেও প্লক্ষদ্বীপ অপেক্ষায় দ্বিগুণ বড় এবং ইক্ষুরস সমুদ্র অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত সুরাসমুদ্রে পরিবৃত ॥ ৮০ ॥

শাকদ্বীপাৎ কুশদ্বীপো দ্বিগুণঃ সুমনোহরঃ।
পূর্ব্বস্মাদ্দ্বিগুণেনৈব ঘৃতোদেন সমাবৃতঃ ॥ ৮১ ॥

শাকদ্বীপের পর তদপেক্ষা দ্বিগুণ অতি মনোহর কুশদ্বীপ, উহা সুরাসমুদ্র অপেক্ষা দ্বিগুণবিস্তৃত ঘৃতসমুদ্রে পরিবৃত ॥ ৮১ ॥

কুশদ্বীপাচ্চ দ্বিগুণাদ্বকদ্বীপো মহামুনে।
বৃতো দধিসমুদ্রেণ ক্রমাত্তদ্দ্বিগুণেন চ ॥ ৮২ ॥

হে মহামুনে। কুশদ্বীপের পর তদপেক্ষা দ্বিগুণ বকদ্বীপ, উহাও ঘৃতসমুদ্রের দ্বিগুণ দধিসমুদ্রে পরিবৃত ॥ ৮২ ॥

বকদ্বীপাচ্চ দ্বিগুণঃ শাল্মলিদ্বীপ এব চ।
পূর্ব্বস্মাদ্দ্বিগুণেনৈব ক্ষীরোদেন সমাবৃতঃ ॥ ৮৩ ॥

বকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ শাল্মলিদ্বীপ, উহাও দধিসমুদ্র অপেক্ষায় দ্বিগুণ ক্ষীরসমুদ্রে পরিবৃত ॥ ৮৩ ॥

শ্বেতদ্বীপশ্চ ক্ষীরোদে চোপদ্বীপো মনোহরঃ।
তত্রৈব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সেবিতঃ সিন্ধুকন্যয়া ॥ ৮৪ ॥

ক্ষীরোদ সমুদ্রে শ্বেতদ্বীপ নামে এক মনোহর উপদ্বীপ আছে, তথায় ভগবান্ বিষ্ণু সিন্ধুকন্যা লক্ষ্মী কর্তৃক সেবিত হয়েন ॥ ৮৪ ॥

নারায়ণাংশো বৈকুণ্ঠঃ শুদ্ধঃ সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ।
শ্যামশ্চতুর্ভুজঃ শান্তো বনমালাবিভূষিতঃ ॥ ৮৫ ॥

তিনি নারায়ণের অংশ তাঁহার অপর নাম বৈকুণ্ঠ. পবিত্র ও সত্ত্বগুণের আশ্রয়, মূর্ত্তি চতুর্ভুজ, ও বনমালায় বিভূষিত ॥ ৮৫ ॥

চতুর্ভুজৈঃ শ্যামবর্ণৈঃ পার্শ্বদৈঃ পরিবারিতঃ।
ব্রহ্মাদিভিস্তূয়মানো মুনিভিঃ সনকাদিভিঃ ॥ ৮৬ ॥

শ্যামবর্ণ চতুর্ভুজ পার্শ্বদগণে পরিসেবিত, সনকাদি মুনিগণ এবং ব্রহ্মাদি কর্তৃক স্তূয়মান ॥ ৮৬ ॥

সুখদো মোক্ষদঃ শ্রীমান্ প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাং।
দ্বীপশ্চ বর্ত্তুলাকারো বিশুদ্ধশ্চন্দ্রবিম্ববৎ ॥ ৮৭ ॥

তিনি সুখ ও মোক্ষদাতা, শোভাসম্পন্ন, সর্ব্বসম্পত্তিদাতা, এবং ঐ দ্বীপও চন্দ্র বিম্ব সদৃশ বিশুদ্ধ এবং বর্তুলাকার ॥ ৮৭ ॥

যোজনাযুতবিস্তীর্ণো দৈর্ঘ্যে চ তৎসমঃ সদা।
অমূল্যরত্ননির্ম্মাণো বভূব স্বেচ্ছয়া হরেঃ ॥ ৮৮ ॥

দীর্ঘে ও প্রস্থে সমান অযুতযোজনবিস্তৃত, হরির ইচ্ছায় অমূল্যরত্নে নির্ম্মিত ॥ ৮৮ ॥

আত্মানং মন্যতে তুচ্ছং বিশ্বকর্ম্মা নিরীক্ষ্য যং।
সমাবৃতং পার্শ্বদানাং শিবিরৈর্লক্ষকোটিভিঃ ॥ ৮৯ ॥

এবং পার্শ্বদবৃন্দের শতকোটি শিবিরে পরিবৃত, ঐ দ্বীপকে অবলোকন করিয়া বিশ্বকর্ম্মা আপনাকে সামান্য জ্ঞান করেন ॥ ৮৯ ॥

উদ্যানৈঃ কল্পবৃক্ষাণাং সংসক্তং শতকোটিভিঃ।
শতকোটিভিরষ্টাভিঃ কামধেনুভিরাবৃতং ॥ ৯০ ॥

তথায় শতকোটি কল্পপাদপের উদ্যান বিদ্যমান আছে, এবং আটশত কোটি কামধেনু সতত দুগ্ধ প্রদান করিতেছে ॥ ৯০ ॥

পুষ্পোদ্যানৈরাবৃতৈশ্চ সরোভিঃ শতকোটিভিঃ।
গন্ধর্ব্বৈর্নর্ত্তকৈঃ সিদ্ধৈ র্যোগেন্দ্রৈরপ্সরোগণৈঃ ॥ ৯১ ॥

পুষ্পোদ্যানে আবৃত শতকোটি সরোবর এবং গন্ধর্ব্ব, নর্ত্তক, সিদ্ধ, যোগেন্দ্র, এবং অপ্সরাগণে সর্ব্বত্র অতিশয় রমণীয় হইয়াছে ॥ ৯১ ॥

তস্মাৎ দ্বীপাচ্চ দ্বিগুণঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো মনোহরঃ।
পূর্ব্বস্মাদ্দ্বিগুণেনৈব জলোদেন সমাবৃতঃ ॥ ৯২ ॥

শ্বেতদ্বীপের পর ক্রৌঞ্চদ্বীপ, উহা, শ্বেত দ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ পরিমিত ও অতি রমণীয় এবং ক্ষীরোদ সমুদ্র অপেক্ষা দ্বিগুণিত জলময় সমুদ্রে আবৃত ॥ ৯২ ॥

সপ্ত দ্বীপাশ্চ কথিতাঃ সরিৎসাগরকাননাঃ।
শৈলৈর্বহুবিধৈর্যুক্তাঃ সুন্দরৈঃ কন্দরোদরৈঃ ॥ ৯৩ ॥

সরিৎ, সাগর ও কাননাবৃত বহুবিধ শৈলযুক্ত এবং অতি মনোহর কন্দরোদরভূষিত, এই সপ্তবিধ দ্বীপ তোমায় কহিলাম ॥ ৯৩ ॥

তৎপরা কাঞ্চনী ভূমিঃ সর্ব্বসত্ত্ববিবর্জ্জিতা।

তেজঃস্বরূপা পরমা প্রজ্বলন্তী দিবানিশং ॥ ৯৪ ॥

ইহার পর সকল জন্তুবিহীন, তেজোময়, দিবানিশ দীপ্তশীল কাঞ্চনময় ভূমিভাগ ॥ ৯৪ ॥

এবং ডিম্বোদরস্থঞ্চ বিশ্বং বিশ্বস্রজা কৃতং।

ডিম্বস্তল্লোমকূপে চ মহাবিষ্ণুশ্চ নারদ ॥ ৯৫ ॥

হে নারদ! সেই ডিম্বস্থ মহাবিষ্ণু, ব্রহ্মা তাঁহার লোমকূপে ডিম্বোদরস্থিত নিখিল বিশ্ব সৃজন করিলেন ॥ ৯৫ ॥

যাবন্তি রোমকূপানি বিস্তৃতানি হরেরহো।

তাবন্ত্যেব হি বিশ্বানি চাসংখ্যানি চ নারদ ॥ ৯৬ ॥

হে নারদ! হরির যত সংখ্যক লোমকূপ প্রকাশিত হইল, তাবৎ প্রমাণ অসংখ্য বিশ্ব সৃষ্ট হইল ॥ ৯৬ ॥

জলে শেতে মহাবিষ্ণু র্জলং তৎপ্রতিলোমসু।

জলোপরি মহাবায়ুর্ব্বায়োরুপরি কচ্ছপঃ ॥ ৯৭ ॥

মহাবিষ্ণু জলশায়ী এবং তাঁহার প্রত্যেক লোমেই জল, জলের উপরে যেরূপ মহাবায়ু, বায়ুর উপর সেইরূপে কচ্ছপ ॥৯৭ ॥

কচ্ছপোপরি শেষশ্চ গজেন্দ্রে মশকো যথা।

সহস্রমূর্দ্ধ্নঃ শেষস্য মস্তকৈস্যেকদেশতঃ ॥ ৯৮ ॥

গজেন্দ্রের উপরে যেরূপ ভাবে মশক অবস্থিতি করে, সেইরূপ শেষ কচ্ছপের উপরে রহিয়াছে। এবং সহস্র মস্তক-শেষের মস্তকৈকদেশে ॥ ৯৮ ॥

বিশ্বাধারশ্চ ডিম্বশ্চ সূর্পে চ সর্ষপো যথা।

স এব চ মহাবিষ্ণুঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৯৯ ॥

সূর্পে সর্ষপবৎ বিশ্বের আধার, ডিম্ব অবস্থিতি করিতেছে। এবং সেই মহাবিষ্ণু, পরমাত্মা কৃষ্ণের ॥ ৯৯ ॥

ষোড়শাংশো ভগবতঃ পরস্য প্রকৃতেঃ পরঃ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব নারদ॥
ভজ সত্যং পরং ব্রহ্ম রাধেশং ত্রিগুণাৎ পরং॥ ১০০॥

এবং যিনি প্রকৃতির পর সেই ভগবানের ষোড়শ অংশমাত্র। হে নারদ ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু মিথ্যা ইহা তুমি অবগত হও ত্রিগুণের পর সত্ত্বপ্রধান, পরব্রহ্ম, রাধেশকে ভজনা কর॥ ১০০॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে ভক্তি জ্ঞাননিরূপণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে ভক্তিজ্ঞান-নিরূপণ নামক দ্বিতীয় অধ্যায়॥ ২॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

হরিভক্তিজ্ঞান নিরূপণ কথন

শ্রীনারদ উবাচ।

শ্রুতং নাথ কিমমৃতমপূর্ব্বং পরমাদ্ভুতং।
ভক্তিজ্ঞানং পরং শুদ্ধমমলং কোমলং বিভো॥ ১॥

শ্রীনারদ কহিলেন। হে বিভো! কি অপূর্ব্ব পরমাদ্ভুত, অতিপবিত্র, নির্ম্মল, কোমল অমৃতময় ভক্তিজ্ঞান শ্রবণ করিলাম॥ ১॥

অতঃ পরং যমপরং তীর্থকীর্ত্তে গুণান্তরং।
জ্ঞানামৃতং রসং শুদ্ধং কথ্যতাং শ্রবণামৃতং॥ ২॥

অতঃপর পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের জ্ঞানামৃত ও অতিশুদ্ধ পবিত্র রসাত্মক গুণান্তর বর্ণন করুন॥২॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

গুণান্তরং তীর্থকীর্ত্তেঃ কো বা বক্তুং ক্ষমো মুনে।
নাহং ব্রহ্মা চ শেষশ্চ ধর্ম্মঃ সূর্য্যস্তথৈব চ॥ ৩॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। হে মুনে। পবিত্রকীর্ত্তি ভগবানের গুণান্তর বলিতে আমি, এবং ব্রহ্মা, শেষ, ধর্ম্ম, সূর্য্য কেহই সমর্থ নহে॥ ৩॥

নারায়ণর্ষির্ভগবান্ নরর্ষিঃ কপিলস্তথা;
সনৎকুমারো বেদাশ্চাপ্যন্যঃ কো বা ন ভারতী॥ ৪॥

ভগবান্ নারায়ণর্ষি, এবং নরর্ষি কপিল, সনৎকুমার, বেদচতুষ্টয়, অধিক কি ভারতীও সমর্থ নহেন॥ ৪॥

পরমাত্মা যথা দৃষ্টঃ সীমা চ নভসস্তথা।
যথা দৃষ্টং মনশ্চাপি বুদ্ধির্জ্ঞানং বিবেচনং॥ ৫॥

পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে, আকাশের সীমা হইলে, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান বিবেচনা দৃষ্ট হইলেও॥ ৫॥

তথা গুণশ্চ কৃষ্ণস্য সর্ব্বাজ্ঞাতশ্চ নারদ।
তথাপি বক্তি তজ্‌জ্ঞানং পণ্ডিতশ্চ যথাগমং ॥ ৬ ॥

হে নারদ! সেই কৃষ্ণের সমস্তগুণ জ্ঞাত হওয়া সম্ভব নহে, তবে পণ্ডিতগণ আগম অনুসারে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র ব্যাখ্যা করেন ॥ ৬ ॥

কলাঃ কলাংশাস্তস্যাপি যে যে সন্তশ্চ যোগিনঃ।
তে মহান্তশ্চ পূজ্যাশ্চাপ্যংশং বক্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ ॥ ৭ ॥

তাঁহার কলা ও কলাংশস্বরূপ যে যে সাধুগণ ও যোগীগণ মহৎ ও পূজ্য হন, তাঁহারাও তাঁহার গুণের অংশমাত্র বর্ণনে সক্ষম হন না ॥ ৭ ॥

নৈব কৃষ্ণাৎপরো দেবো নৈব কৃষ্ণাৎপরঃ পুমান্।
নৈব কৃষ্ণাৎপরো জ্ঞানী ন যোগী চ ততঃ পরঃ ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণ অপেক্ষা প্রধান দেবতা বা প্রধান পুরুষ নাই। তাঁহা অপেক্ষা জ্ঞানী কিম্বা যোগীও কেহ নাই ॥ ৮ ॥

নৈব কৃষ্ণাৎপরঃ সিদ্ধস্তৎপরোঽপি ন ঈশ্বরঃ।
ন তৎপরশ্চ জনকো বিশ্বেষাং পরিপালকঃ ॥ ৯ ॥

কৃষ্ণ অপেক্ষা সিদ্ধ বা ঈশ্বর কেহ নাই, তদপেক্ষা সকলের পরিপালক জনক ও আর কেহ নাই ॥ ৯ ॥

ন তৎপরশ্চ বলবান্ বুদ্ধিমান্ কীর্ত্তিমাংস্তথা।
ন তৎপরঃ সত্যবাদী দয়াবান্ ভক্তবৎসলঃ ॥ ১০ ॥

তদপেক্ষা বলবান্, শক্তিমান্ ও কীর্ত্তিমান্ কেহ নাই, তাঁহার তুল্য সত্যবাদী, দয়ালু ও ভক্তবৎসলও কেহ নাই ॥ ১০ ॥

ন তৎপরশ্চ গুণবান্ সুশীলশ্চ জিতেন্দ্রিয়ঃ।
শুদ্ধাশয়শ্চ শুদ্ধশ্চ ন তস্মাদ্ভক্তবৎসলঃ ॥ ১১ ॥

তৎসদৃশ গুণবান্, সুশীল, জিতেন্দ্রিয়, শুদ্ধাশয়, পবিত্র ও ভক্তপ্রিয় কেহই নাই ॥ ১১ ॥

ন হি তস্মাৎ পরোধর্ম্মী প্রদাতা সর্ব্বসম্পদাং।
ন হি তস্মাৎপরঃ শান্তো লক্ষ্মীকান্তাৎপরশ্চ কঃ ॥ ১২ ॥

তদপেক্ষা সমস্তসম্পত্তিদাতা, ও ধর্ম্মী কেহ নাই। তদপেক্ষা শান্ত ও কেহ নাই, কেইবা লক্ষ্মীকান্ত অপেক্ষা প্রধান হইবে ॥ ১২ ॥

অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডো মোহিতো মায়য়া যয়া।
সা চাতিভীতা পুরতো যমেব স্তোতুমক্ষমা ॥ ১৩ ॥

যে মায়া কর্ত্তৃক অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড মুগ্ধ হইয়াছে, তিনিও অতিভীতা হইয়া ইঁহার সমক্ষে স্তব করিতে অক্ষম ॥ ১৩ ॥

সরস্বতী জড়ীভূতা যমেব স্তোতুমক্ষমা।
মহালক্ষ্মীশ্চাতিভীতা পাদপদ্মং নিসেবতে ॥ ১৪ ॥

সরস্বতী জড়প্রায় হইয়া উঁহাকে স্তব করিতে সমর্থ হন না, মহালক্ষ্মীও অতিভীতা হইয়া উঁহার পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

প্রত্যেকং প্রতিবিশ্বেষু মহাবিষ্ণুশ্চ লোমসু।
কোটিশঃ কোটিশঃ সন্তি দেবা ব্রহ্মাদয়ো মুনে ॥ ১৫ ॥

প্রত্যেক বিশ্বে উঁহার লোমকূপে প্রত্যেক মহাবিষ্ণু বিদ্যমান আছেন, হে মুনে! কোটি কোটি ব্রহ্মাদি দেবতারাও অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

যথা রেণুরসংখ্যশ্চ তথা বিশ্বানি নারদ।
এতেষামীশ্বরশ্চৈকো রাধেশঃ প্রকৃতেঃ পরঃ ॥ ১৬ ॥

হে নারদ! যেমন পৃথিবীর রেণু অসংখ্য, সেইরূপ বিশ্বও অনন্ত, এই সমস্ত বিশ্বের একমাত্র ঈশ্বর প্রকৃতির পর রাধিকেশ্বরই হয়েন ॥ ১৬ ॥

ইত্যেবং কথিতং কিঞ্চিৎ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি।
অনিরূপ্যঃ কৃষ্ণগুণো যথা বিশ্বং যথা রজঃ ॥ ১৭ ॥

যেমন বিশ্ব ও পৃথিবীর রজঃ অসংখ্য সেইরূপ কৃষ্ণের গুণ অনন্ত, এইত তোমাকে সামান্যতঃ যৎকিঞ্চিৎ বলিলাম আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ॥ ১৭ ॥

নারদ উবাচ।

রাধোদ্ভবং বদ বিভো শ্রোতুং কৌতূহলং মম।
কা বা সা কুত উৎপন্না তৎপ্রভাবশ্চ কঃ শিব ॥ ১৮ ॥

নারদ কহিলেন। হে প্রভো। রাধার উৎপত্তি বর্ণন করুন, আমার শুনিতে অত্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে। হে মহাদেব। তিনি কে, কোথা হইতেই বা উৎপন্না হইয়াছেন তাঁহার প্রভাবই বা কি ॥ ১৮ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সর্ব্বাদিসর্গপর্য্যন্তং শৃণু নারদ মন্মুখাৎ।
একোঽহয়ং ন দ্বিতীয়শ্চ দেহো মে তেজসোঽন্তরে ॥ ১৯ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। হে নারদ! সকলের প্রথম সৃষ্টি হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত আমার মুখে শ্রবণ কর। তেজের মধ্যে আমার এই অদ্বিতীয় একমাত্র দেহ ছিল ॥ ১৯ ॥

গোলোকো নিত্যবৈকুণ্ঠো যথাকাশো যথা দিশঃ।
যথা স পরমাত্মা চ সর্ব্বেষাং জগতামপি ॥ ২০ ॥

সমস্ত জগৎমধ্যে যেমন আকাশ ও দিক্, এবং যেরূপ পরমাত্মা নিত্য সেই রূপ গোলোক নিত্য যেখানে ভগবান্ নিত্য বিরাজমান ॥ ২০ ॥

দ্বিভুজঃ সোঽপি গোলোকে বভ্রাম রাসমণ্ডলে।
গোপবেশশ্চ তরুণো জলদশ্যামসুন্দরঃ ॥ ২১ ॥

সেই পরমাত্মা গোলোকে রাসমণ্ডলে গোপবেশ ধারণ করিয় তরুণ নবজলধর সদৃশ শ্যামবপু ও দ্বিভুজ পরিগ্রহ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥

কোটীন্দুসদৃশঃ শ্রীমাংস্তেজসা প্রজ্বলান্নব।
অতীবসুখদৃশ্যশ্চ কোটিকন্দর্পনিন্দিতঃ ॥ ২২ ॥

তিন কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর, শ্রীমান্, তেজোদ্বারা দেদীপ্যমান, অত্যন্ত সুখদৃশ্য এবং কোটি কন্দর্পের দর্পহারক ও বিগ্রহ বিশিষ্ট ॥ ২২ ॥

দৃষ্ট্বা শূন্যং সর্ব্ববিশ্বং ঊর্দ্ধ্বঞ্চাধসি তুল্যকং।
সৃষ্ট্যুন্মুখশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ সৃষ্টিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥২৩॥

ঊর্দ্ধ এবং অধঃ সর্ব্বত্র নিখিল বিশ্ব শূন্যময় অবলোকন করিয়া সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২৩ ॥

এক ঈশঃ প্রথমতো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
একা স্ত্রী বিষ্ণুমায়া যা পুমানেকঃ স্বয়ং বিভুঃ ॥ ২৪ ॥

প্রথমে একমাত্র সেই ঈশ্বর দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। তাঁহার এক ভাগে স্ত্রী হইল, ইঁহাকে বিষ্ণুমায়া বলে, এবং অপরভাগে তিনি স্বয়ং পুরুষ হইলেন ॥ ২৪ ॥

স চ স্বেচ্ছাময়ঃ শ্যামঃ সগুণো নির্গুণঃ স্বয়ং।
তাং দৃষ্ট্বা সুন্দরীং লোলাং রতিং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ২৫ ॥

স্বেচ্ছাময়, শ্যাম, স্বয়ং সগুণ ও নির্গুণ সেই সুন্দরী ললনাকে অবলোকন করিয়া রতিক্রীড়া করিতে উৎসুক হইলেন ॥ ২৫ ॥

সা দধাব ন চোবাচ ভীতা মনসি কম্পিতা।
তাং ধৃত্বোরসি সংস্থাপ্য স উবাচাতিলজ্জিতাং ॥ ২৬ ॥

সেই কামিনী মনে অতিশয় ভয় পাইয়া কম্পমানকলেবরা হইয়া মৌনাবলম্বন পুরঃসর পলায়মানা হইলেন। এবং স্বয়ং বিষ্ণু, অতি লজ্জিতা সেই কামিনীকে ধারণ পূর্ব্বক হৃদয়ে স্থাপন করিয়া কহিলেন ॥ ২৬ ॥

স্ত্রীজাত্যধিষ্ঠাতৃদেবীং মূলপ্রকৃতিমীশ্বরীং।
তৎপ্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবীং তদ্বামাঙ্গসমুদ্ভবাং ॥ ২৭ ॥

সেই স্ত্রী অবলাজাতির অধিষ্ঠাতৃদেবতা, মূলপ্রকৃতি ও ঈশ্বরী এবং বিষ্ণুর প্রাণেরও অধিষ্ঠাতৃদেবতা, এবং তাঁহার বামাঙ্গসম্ভূতা ॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

মম প্রাণাধিদেবী ত্বং স্থিরা ভব মনোরসি।
অত্র স্থানং ময়া দত্তং তুভ্যং প্রাণেশ্বরি প্রিয়ে॥ ২৮॥

শ্রীভগবান কহিলেন। হে প্রিয়ে প্রাণেশ্বরি! তুমি আমার প্রাণের অধিদেবতা আমি তোমায় হৃদয়ে স্থান প্রদান করিলাম, তুমি আমার বক্ষঃস্থলে স্থির হইয় থাক॥ ২৮॥

প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তমে পরমাদ্যা সনাতনি।
ত্যজ লজ্জাং ক্ষমাশীলে নবসঙ্গমলজ্জিতে॥ ২৯॥

হে মদীয় প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তমে! সনাতনি! ক্ষমাশীলে! নবসঙ্গমলজ্জিতে! তুমি পরমাদ্য-স্বরূপিণী. অতএব; লজ্জা পরিত্যাগ কর॥ ২৯॥

ইত্যেবমুক্ত্বা তাং দেবীং প্রিয়াং কৃত্বা স্ববক্ষসি।
চুচুম্ব গণ্ডং কোটিনমাশিশ্লেষ স্তনং মুদা॥ ৩০॥

সেই দেবীকে এইকথা কহিয়া, প্রিয়াকে নিজ বক্ষঃস্থলে রাখিয়া. পরমানন্দে গণ্ডস্থল চুম্বন করিলেন এবং অতি গাঢ়রূপে স্তনযুগল আলিঙ্গন করিলেন॥ ৩০॥

শয্যাং রতিকরীং কৃত্বা পয়ঃফেণনিভাং শুভাং।
সুগন্ধিবায়ুসংযুক্তাং পুষ্পচন্দনচর্চ্চিতাং॥ ৩১॥

পয়ঃফেনবিভ, নির্ম্মল, সুগন্ধিবায়ুসংযুক্ত, পুষ্পচন্দনচর্চ্চিত রতিকর শয্যা প্রস্তুত করিয়া॥ ৩১॥

স রেমে রাময়া সার্দ্ধং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ।
বিদগ্ধয়া বিদগ্ধেন বভূব সঙ্গমঃ শুভঃ॥ ৩২॥

সেই কামিনীর সহিত কৃষ্ণ ব্রহ্মার বয়ঃপরিমিত কাল ব্যাপিয়া রমণ করিলেন বিদগ্ধার সহিত বিদগ্ধের সঙ্গম অতি শুভদায়ক হইল॥ ৩২॥

এতদন্তে তদুদরে বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
গর্ভং দধার সা দেবী যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ॥ ৩৩॥

অনন্তর কৃষ্ণ সেই কামিনী উদরে বীর্য্যাধান করিলেন। সেইকালে ব্রহ্মার বয়ঃপরিমিত কাল ব্যাপিয়া গর্ব্ভধারণ করিলেন॥ ৩৩॥

ভূরিশ্রমেণ কৃষ্ণস্য গাত্রে ঘর্ম্মো বভূব হ।
অধঃ পপাত তদ্বিন্দু কর্ণমেব চ নারদ॥ ৩৪॥

অত্যন্ত পরিশ্রমে কৃষ্ণের দেহে ঘর্ম্মের উদয় হয়, হে নারদ! সেই ঘর্ম্মবিন্দু অধঃপতিত হইয়াছিল॥ ৩৭॥

দধার তজ্জলং শূন্যে নিত্যবায়ুশ্চ যোগতঃ।
তদেব প্লাবয়ামাস বিশ্বে চাধসি সর্ব্বতঃ॥ ৩৫॥

নিত্য বায়ু যোগবলে সেই ঘর্ম্মজল শূন্যে ধারণ করিল। উহা অধঃস্থিত হইয়া সমস্ত প্লাবিত করিল॥ ৩৫॥

রাসে সংভূয় তরুণীমাদধার হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্ভিশ্চ নারদ॥ ৩৬॥

হে নারদ! রাসে তরুণী হইয় হরির অগ্রে অবস্থিতি করেন, এ কারণ বুধগণ তাঁহার নাম রাধা রাখিলেন॥ ৩৬॥

কৃষ্ণবামাংশসম্ভূতা বভূব সুন্দরী পুরা।
যস্যাশ্চাংশাংশকলয়া বভূবুর্দ্দেবযোষিতঃ॥ ৩৭॥

পূর্ব্বে সেই সুন্দরী কৃষ্ণের বাম অঙ্গ হইতে উৎপন্না হন। তাঁহারই অংশ অংশান্তর হইতে সমস্ত দেবযোষিৎ উৎপন্ন হন॥ ৩৭॥

রাশব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো ভক্তিং মুক্তিঞ্চ রাতি সঃ।
ধাশব্দোচ্চারণেনৈব ধাবত্যেব হরেঃ পদং॥ ৩৮॥

ভক্তগণ রাশব্দ উচ্চারণমাত্রে ভক্তি ও মুক্তি প্রাপ্ত হন, এবং ধাশব্দ উচ্চারণ করিলে হরিপদ প্রাপ্ত হয়॥ ৩৮॥

সুসাব ডিম্বং সা দেবী রাসে বৃন্দাবনে বনে।
দৃষ্ট্বা ডিম্বং ক্রুধা রাধা প্রেরয়ামাস পাদতঃ॥ ৩৯॥

বৃন্দাবনে রাসে সেই দেবী ডিম্বপ্রসব করেন, রাধা ডিম্বদর্শনে ক্রোধে অন্ধ হইয়া পদাঘাতে উহা নিক্ষেপ করিলেন॥ ৩৯॥

পপাত ডিম্বস্তোয়ে চ দ্বিখণ্ডশ্চ বভূব সঃ।
ডিম্বান্তরে চ যো বালো মহাবিষ্ণুঃ স এব হি। ৪০ ॥

সেই ডিম্ব সলিলে পতিত এবং দ্বিখণ্ড হয়। ডিম্বমধ্যে যে বালক উৎপন্ন হন, তিনিই মহাবিষ্ণু ॥ ৪০ ॥

তল্লোমবিবরেম্বেব ব্রহ্মাণ্ডানি পৃথক্ পৃথক্।
প্রত্যেকং মায়য়াসংখ্যডিম্বাশ্চাপ্যভবন্ পুরা ॥ ৪১ ॥

তাঁহার লোমকূপে পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাণ্ড হয়, এবং পূর্ব্বে মায়াদ্বারা অসংখ্য ডিম্বও উৎপন্ন হয় ॥ ৪১ ॥

বিশ্বান্যেবং হি ভূরীণি তেষামভ্যন্তরং মুনে।
বভূবুরেবং ক্রমতঃ প্রত্যেকঞ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৪২ ॥

হে মুনে! এইরূপে অসংখ্য বিশ্ব এবং তাহার অভ্যন্তর ক্রমে পৃথক্ পৃথক্ উৎপন্ন হয় ॥ ৪২ ॥

ইত্যেবং কথিতং বিপ্র রাধিকাখ্যানমেব চ।
গোপনীয়ং পুরাণেষু স্বাদু স্বাদু পদে পদে ॥ ৪৩ ॥

হে বিপ্র! এইরূপ পুরাণে গোপনীয় পদে পদে স্বাদু রাধিকার আখ্যান বর্ণন করিলাম ॥ ৪৩ ॥

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহরং মোক্ষকরং পরং।
হরিদাস্যপ্রদং তস্য ভক্তিদং শুভদং শুভং ॥ ৪৪ ॥

উহা জন্ম মৃত্যু জরা ও ব্যাধিহর, মোক্ষদ, হরিদাস্যপ্রদ, এবং হরিভক্তিপ্রদ, এবং পরম শুভদ ॥ ৪৪ ॥

সর্ব্বং তে কথিতং বৎস যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং।
যথা শ্রুতং কৃষ্ণমুখাৎ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৫ ॥

হে বৎস! কৃষ্ণের মুখহইতে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, সেইরূপ তোমার মনোবাঞ্ছিত সমস্ত বর্ণন করিলাম, আর কি শুনিতে তোমার অভিলাষ হয় বল ॥ ৪৫ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

কিমপূর্ব্বং শ্রুতং শম্ভো যোগীন্দ্রাণাং গুরোর্গুরো।
সমাসেন সর্ব্বমুক্তং ব্যাসেন বক্তুমর্হসি ॥ ৪৬ ॥

নারদ কহিলেন। হে যোগীন্দ্রগণের পরমগুরো দেবদেব! কি অপূর্ব্ব কথাই শ্রবণ করিলাম, কিন্তু আপনি সমস্ত কথা সংক্ষেপে বলিলেন, বিস্তারিত করিয়া বলুন ॥ ৪৬ ॥

পুরা ত্বয়োক্তং দেবীনাং দেবানাঞ্চরিতং শিব।
জগৎপ্রসূঞ্চ পৃচ্ছন্তীং পার্ব্বতীং পুষ্করাশ্রমে ॥ ৪৭ ॥

হে দেব! পূর্ব্বে পুষ্করাশ্রমে জগৎসবিত্রী পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলে আপনি দেব ও দেবীগণের চরিত্র বর্ণন করেন ॥ ৪৭ ॥

রাধাখ্যানং তত্র নোক্তং কথং বা বিদুষাং গুরো।
সর্ব্বজীবেশ্বরঃ সর্ব্ববেদকারণকারণঃ ॥ ৪৮ ॥

হে বুধগণের গুরু, হে সর্ব্বজীবেশ্বর! হে সর্ব্ববেদের কারণের কারণ! সেই সময় কি নিমিত্ত রাধিকার উপাখ্যান বর্ণন করেন নাই ॥ ৪৮ ॥

মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ বদ বেদাবদাং বর।
কৃপাং কুরু কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো পরাৎপর ॥ ৪৯ ॥

হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ, কৃপাসিন্ধো, দীনবন্ধো! পরাৎপর! ভগবন্! ভক্ত ও অনুরক্ত আমার প্রতি সদয় হইয়া আজ্ঞা করুন ॥ ৪৯ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অপূর্ব্বং রাধিকাখ্যানং গোপনীয়ং সুদুর্লভং।
সদ্যো মুক্তিপ্রদং শুদ্ধং বেদসারং সুপুণ্যদং ॥ ৫০ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। রাধিকার উপাখ্যান অপূর্ব্ব, গোপনীয়, সুদুর্লভ, তৎক্ষণে মুক্তিপ্রদ, পবিত্র, বেদের সারভূত, ও পুণ্যপ্রদ হয় ॥ ৫০ ॥

যথা ব্রহ্মস্বরূপশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
তথা ব্রহ্মস্বরূপা চ নির্লিপ্তা প্রকৃতেঃ পরা ॥ ৫১ ॥

যে রূপ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতির পর, সেইরূপ রাধিকাও ব্রহ্মস্বরূপা নির্লিপ্তা ও প্রকৃতির পরস্থিতা ॥ ৫১ ॥

যথা স এব সগুণঃ কালে কর্ম্মানুরোধতঃ।
তথৈব কর্ম্মণা কালে প্রকৃতিস্ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৫২ ॥

যেরূপ কর্ম্মানুরোধে কালবশে ভগবান্ সগুণ হন, সেইরূপ কর্ম্মদ্বারা কালে তিনিও ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিস্বরূপা হন ॥ ৫২ ॥

তস্যৈব পরমেশস্য প্রাণেষু রসনাসু চ।
বুদ্ধৌ মনসি যোগেন প্রকৃতেঃ স্থিতিরেব চ ॥ ৫৩ ॥

সেই পরমেশ্বর প্রাণ, রসনা, বুদ্ধি এবং মনে প্রকৃতির অবস্থিতি সম্পর্ক হয় ॥ ৫৩ ॥

আবির্ভাবস্তিরোভাবস্তস্যাঃ কালেন নারদ।
ন কৃত্রিমা চ সা নিত্যা সত্যরূপা যথা হরিঃ ॥ ৫৪ ॥

হে নারদ! কালে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। হরির ন্যায় তিনিও অকৃত্রিমা নিত্যা ও সত্যস্বরূপা ॥ ৫৪ ॥

প্রাণাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী রাধারূপা চ সা মুনে।
রসনাধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়মেব সরস্বতী ॥ ৫৫ ॥

হে মুনে! প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই রাধা কহে। রসনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বয়ং সরস্বতী ॥ ৫৫ ॥

বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী যা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা নাম্না চ পার্ব্বতী ॥ ৫৬ ॥

দুর্গতিনাশিনী দুর্গা বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এক্ষণে হিমালয়ের কন্যা হইয়া ইহার নাম পার্ব্বতী হইয়াছে ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বেষামপি দেবানাং তেজঃসু সমধিষ্ঠিতা।
সংহর্ত্রী সর্ব্বদৈত্যানাং দেববৈরিবিমর্দ্দিনী ॥ ৫৭ ॥

সকল দেবতাগণের তেজে অধিষ্ঠান করেন, সকল দৈত্যগণের সংহার-কারিণী, এবং দেবতাদিগের বৈরিনাশিনী ॥ ৫৭ ॥

স্থানদাত্রী চ তেষাঞ্চ ধাত্রী ত্রিজগতামপি।
ক্ষুৎ পিপাসা দয়া নিদ্রা তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা তথা ॥ ৫৮ ॥

এবং সকল দেবতাদিগকে স্থান প্রদান করেন। এবং ত্রিজগতের ধাত্রীস্বরূপা, ক্ষুৎ, পিপাসা, দয়া, নিদ্রা, তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষমা রূপা ॥ ৫৮ ॥

লজ্জা ভ্রান্তিশ্চ সর্ব্বেষামধিদেবী প্রকীর্ত্তিতা।
মনোঽধিষ্ঠাত্রী দেবী সা সাবিত্রী বিপ্রজাতিষু ॥ ৫৯ ॥

লজ্জা, ও ভ্রান্তিস্বরূপা এবং সকলের অধিদেবী, মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ব্রাহ্মণদিগের সাবিত্রী ॥ ৫৯ ॥

রাধাবামাংশসম্ভূতা মহালক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা।
ঐশ্বর্য্যাধিষ্ঠাত্রীদেবীশ্বরস্যৈব হি নারদ ॥ ৬০ ॥

রাধার বামাংশসম্ভূতা হইয়া মহালক্ষ্মী নাম গ্রহণ করেন, হে নারদ! ঈশ্বরের ন্যায় ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হন ॥ ৬০ ॥

তদংশা সিন্ধুকন্যা চ ক্ষীরোদমথনোদ্ভবা।
মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ সা দেবী পত্নী ক্ষীরোদশায়িনঃ ॥ ৬১ ॥

তদংশভূতা কন্যা ক্ষীরোদমথনোদ্ভূত হইয়া লক্ষ্মীনাম গ্রহণ পূর্ব্বক ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের পত্নী হইয়াছেন ॥ ৬১ ॥

তদংশা স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ শক্রাদীনাং গৃহে গৃহে।
স্বয়ং দেবী মহালক্ষ্মীঃ পত্নী বৈকুণ্ঠশায়িনঃ ॥ ৬২ ॥

তাঁহার অংশসম্ভূতা হইয়া শক্রাদির গৃহে২ অবস্থিতি করিয়া স্বর্গলক্ষ্মী হইয়াছেন। এবং স্বয়ং মহালক্ষ্মী নাম গ্রহণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠশায়ী ভগবানের পত্নী হইয়াছেন ॥ ৬২ ॥

সাবিত্রী ব্রহ্মণঃ পত্নী ব্রহ্মলোকে নিরাময়ে।
সরস্বতী দ্বিধাভূতা পুরৈব সাজ্ঞয়া হরেঃ ॥ ৬৩ ॥

নিরাময় ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার পত্নী হইয়া সাবিত্রী নাম গ্রহণ করিয়াছেন। পূর্ব্বে হরির আদেশে সরস্বতী দ্বিবিধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন॥ ৬৩॥

সরস্বতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধযোগিনী।
ভারতী ব্রহ্মণঃ পত্নী বিষ্ণোঃ পত্নী সরস্বতী ॥ ৬৪ ॥

সিদ্ধযোগিনী যোগবলে সরস্বতী ও ভারতী নাম গ্রহণ করিয়া, ভারতী ব্রহ্মার পত্নী ও সরস্বতী বিষ্ণুর পত্নী হন॥ ৬৪॥

রাসাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা।
বৃন্দাবনে চ সা দেবী পরিপূর্ণতমা সতী ॥ ৬৫ ॥

পূর্ব্বে রাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং স্বয়ং রাসের ঈশ্বরী সেই সতী বৃন্দাবনে পরিপূর্ণতমা হন॥ ৬৫॥

রাসমণ্ডলমধ্যে চ রাসক্রীড়াং চকার স।
কৃষ্ণচর্ব্বিততাম্বূলং চখাদ রাধিকা সতী ॥৬৬।

রাসমণ্ডলমধ্যে রাসক্রীড়া করেন এবং রাধিকা নাম গ্রহণ করিয়া সেই সতী কৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূল ও ভক্ষণ করেন॥ ৬৬॥

রাধা চর্ব্বিততাম্বূলং চখাদ মধুসূদনঃ।
একাঙ্গো হি তনোর্ভেদো দুগ্ধধারণ্যযোর্যথা॥ ৬৭॥

মধুসূদনও রাধার চর্ব্বিত তাম্বূল ভক্ষণ করেন, দুগ্ধাধার স্তনের ন্যায় উভয়ের একই অঙ্গ কেবল শরীরমাত্র প্রভেদ॥ ৬৭॥

ভেদকা নরকং যান্তি যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ।
তয়োর্ভেদং করিষ্যন্তি যে চ নিন্দন্তি রাধিকাং॥
কুম্ভীপাকেন পচ্যন্তে যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ॥ ৬৮॥

যাহারা তাঁহাদের ভেদ স্বীকার করে, চন্দ্রসূর্য্য যতদিন থাকিবেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাহারা নরকে গমন করিবেক। যাঁহারা তাঁহাদের প্রভেদ করেন এবং রাধিকার নিন্দা করেন তাহারা যাবৎ ব্রহ্মার জীবনকাল ততদিন কুম্ভীপাক নামক নরকে থাকেন॥ ৬৮॥

নারদ উবাচ।

রাধামন্ত্রেষু যো মন্ত্রঃ প্রধানঃ পূজিতঃ সতাং।
তন্মে ব্রূহি জগন্নাথ তদ্ধ্যানং কবচং স্তবং ॥ ৬৯ ॥

নারদ কহিলেন। হে জগন্নাথ! রাধার মন্ত্রমধ্যে যে মন্ত্র সর্ব্ব প্রধান এবং সাধুদিগের পূজিত, তাহা এবং তাঁহার ধ্যান, কবচ ও স্তব আমাকে বলুন ॥ ৬৯ ॥

পূজাবিধানং তন্মন্ত্রং যদ্‌যৎ পূজাফলং শিব।
সমাসেন কৃপাসিন্ধো মাং ভক্তমপি কথ্যতাং ॥ ৭০ ॥

হে কৃপাসিন্ধো শিব! পূজাবিধান এবং পূজার ফল সমস্ত সংক্ষেপে এই ভক্তকে বলুন ॥ ৭০ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নারায়ণর্ষিণা দত্তং সুভদ্রব্রাহ্মণায় চ।
কবচং যন্মুনিশ্রেষ্ঠ তদেব কবচং পরং ॥ ৭১ ॥

মহাদেব কহিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! নারায়ণর্ষি সুভদ্র ব্রাহ্মণকে যে যে কবচ প্রদান করিয়াছেন সেই কবচই পরম শ্রেষ্ঠ ॥ ৭১ ॥

ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা শ্রীকৃষ্ণেনৈব সেবিতা।
সারভূতা চ মন্ত্রেষু দাস্যভক্তিপ্রদা হরেঃ ॥ ৭২ ॥

ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিষেবিতা, সমস্ত তন্ত্রের সারভূতা এবং হরির দাসত্বপ্রদায়িনী ॥ ৭২ ॥

ধ্যানং স্তোত্রং সর্ব্বপূজ্যং সামবেদোক্তমেব চ।
কার্ত্তিকীপূর্ণিমাপ্রাপ্তং নরাণাং জন্মখণ্ডনং ॥ ৭৩ ॥

যাহার ধ্যান ও স্তোত্র সকলের পূজ্য এবং সামবেদে প্রকাশিত, কার্ত্তিকীর পূর্ণিমায় প্রাপ্ত হইলে নরগণ জন্ম হইতে রহিত হয় ॥ ৭৩ ॥

পরমানন্দসন্দোহকবচং তৎসুদুর্লভং।
বদ্ধং তং কণ্ঠদেশে চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥ ৭৪ ॥

পরমানন্দ সন্দোহ স্বরূপ সেই কবচ অতি সুদুর্লভ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যাহা কণ্ঠদেশে, ধারণ করিয়াছেন ॥ ৭৪ ॥

নারদ উবাচ।

ষড়ক্ষরীং মহাবিদ্যাং বদ বেদবিদাং বর।
কেন কেনোপাসিতা সা কিং বা তৎফলমীশ্বর ॥ ৭৫ ॥

নারদ কহিলেন। হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর! ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা-বিষয় বর্ণন করুন। কে কে উঁহার উপাসক এবং তাহার ফলই বা কি প্রকার ॥ ৭৫ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা বেদেষু চ সুদুর্লভা।
নিষিদ্ধা হরিণা পূর্ব্বং বক্তুমেব হি নারদ ॥ ৭৬ ॥

মহাদেব কহিলেন। হে নারদ! ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা বেদের অতি দুর্লভ, উঁহা বলিতে হরি পূর্ব্বেই নিষেধ করিয়াছেন ॥ ৭৬ ॥

পার্ব্বত্যা পরিপৃষ্টেন ময়া নোক্তা পুরা মুনে।
অস্মাকং প্রাণতুল্যা চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৭৭ ॥

হে মুনে! পূর্ব্বে পার্ব্বতী জিজ্ঞাসা করিলেও, আমাদের ও পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রাণতুল্য উঁহার কথা বলি নাই ॥ ৭৭ ॥

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা বিদ্যা ভক্তিমুক্তিপ্রদা হরেঃ।
বহ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং মৃদাঞ্চ মনসস্তথা ॥ ৭৮ ॥

ঐ বিদ্যা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা, এবং হরির প্রতি ভক্তি ও মুক্তি প্রদা, বহ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, মৃত্তিকাস্তম্ভ, এবং মনের স্তম্ভ ॥ ৭৮ ॥

সর্ব্বং জানাতি ভক্তশ্চ বিদ্যাসিদ্ধির্ভবেদ্যদি।
যদা নারায়ণক্ষেত্রে দশলক্ষং জপেচ্ছুচিঃ ॥ ৭৯ ॥

ইত্যাদি সমস্ত সেই ভক্ত জানিতে পারে। যাহার মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে। যদি নারায়ণক্ষেত্রে পবিত্র হইয়া দশ লক্ষ বার জপ করে ॥ ৭৯ ॥

মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেত্তস্য বিষ্ণুতুল্যো ভবেন্নরঃ।
ইত্যেবং কথিতং বৎস মন্ত্রতন্ত্রপরাক্রমং ॥ ৮০ ॥

তবে তাহার মন্ত্র সিদ্ধ হয়, এবং সে বিষ্ণু সদৃশ হয়। হে বৎস! এই সমস্ত মন্ত্রতন্ত্রের পরাক্রম তোমায় অবগত করাইলাম ॥ ৮০ ॥

রাজ্যং দেয়ং শিরো দেয়ং প্রাণা দেয়াশ্চ নারদ।
পুত্রো দেয়ঃ প্রিয়া দেয়া ধর্ম্মং দেয়ং সুদুর্লভং ॥ ৮১ ॥

হে নারদ! যদি রাজ্য, এবং নিজমস্তক, প্রাণ, পুত্র, কলত্র, এবং সুদুর্লভ ধর্ম্ম ও দেয় হয় ॥ ৮১ ॥

জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ং নাম যদি দেয়ং মহামুনে।
তথাপি গোপনীয়া চ ন দেয়া সা ষড়ক্ষরী ॥ ৮২ ॥

এবং যদি মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানও দেয় হয়, হে মুনে! তথাপি ষড়ক্ষরীবিদ্যা গোপনীয়া, দেয় নহে ॥ ৮২ ॥

ব্রহ্মশাপভয়াদ্বিপ্র তথাপি কথয়াম্যহং।
স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরো যতী সংযত এব চ ॥ ৮৩ ॥

হে ব্রাহ্মণ! তথাপি ব্রহ্মশাপ ভয়ে আমি তোমায় উহা বলিতেছি শ্রবণ কর, স্নাত, ও পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া সংযত এবং নিয়তচিত্ত হইয়া ॥ ৮৩ ॥

গৃহ্নীয়াচ্চ মহাবিদ্যাং কামধেনুস্বরূপিণীং।
প্রদাত্রীং কবিতাং বিদ্যাং সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ সম্পদাং ॥ ৮৪ ॥

কামধেনুস্বরূপিণী, কবিতা, বিদ্যা, সর্ব্বসিদ্ধি এবং সমস্ত সম্পত্তি প্রদায়িনী মহাবিদ্যা গ্রহণ করিবেক ॥ ৮৪ ॥

বলং পুত্রং মহালক্ষ্মীং নিশ্চলাং শতপৌরুষীং।
ভক্তিং দাস্যপ্রদামন্তে গোলোকে বাসমীপ্সিতং ॥ ৮৫ ॥

উহা বল, শতপুরুষপর্য্যন্ত অচলা লক্ষ্মী, ভক্তি এবং পরিশেষে গোলোকে বাস এবং হরির দাসত্ব প্রদান করে ॥ ৮৫ ॥

মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।

কোটিজন্মার্জিতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮৬ ॥

মনুষ্যগণ মন্ত্র গ্রহণ মাত্র নারায়ণ স্বরূপ হয়, এবং কোটি জন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৮৬ ॥

পুরুষাণাং শতঞ্চৈব লীলয়া চ সমুদ্ধরেৎ।

মাতরং ভ্রাতরং পুত্রং পত্নীঞ্চ বান্ধবাংস্তথা ॥ ৮৭ ॥

সে ব্যক্তি অনায়াসে শত পুরুষ, মাতা, এবং ভ্রাতা, পুত্র, কলত্র, এবং বন্ধুগণকে উদ্ধার করে ॥ ৮৭ ॥

মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ সদ্যঃ পূতো ভবেন্নরঃ ॥

যথা সুবর্ণং বহ্নৌ চ গঙ্গাতোয়ে যথা নরঃ ॥ ৮৮ ॥

যেরূপ অগ্নিতে সুবর্ণ এবং গঙ্গাজলে মনুষ্য পবিত্র হয়, সেইরূপ মনুষ্য-মন্ত্রগ্রহণমাত্র অবিলম্বে পবিত্র হয় ॥ ৮৮ ॥

তস্যৈব পাদরজসো সদ্যঃ পূতা বসুন্ধরা।

পবিত্রাণি চ তীর্থানি তুলসী চাপি জাহ্নবী ॥ ৮৯ ॥

তাহার পদরেণুস্পর্শে বসুন্ধরা সদ্য পবিত্রা হন, এবং সমস্ত তীর্থ, তুলসী এবং গঙ্গাও পবিত্রা হন ॥৮৯॥

পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলং।

ষড়ক্ষরীং মহাবিদ্যাং যো গৃহ্লীয়াচ্চ পুণ্যদঃ ॥ ৯০ ॥

যে ব্যক্তি পুণ্যপ্রদ ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা গ্রহণ করে, সে পদে পদে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ৯০ ॥

ভূতবর্গাৎ পরোবর্ণোদ্বিতীয়ো দীর্ঘবান্মুনে।

চতুর্ব্বর্গতুরীয়শ্চ দীর্ঘবাংশ্চ ফলপ্রদঃ ॥ ৯১ ॥

হে মুনে! ভূতবর্গের পর বর্ণের দ্বিতীয়, দীর্ঘযুক্ত এবং চতুর্ব্বর্গের তুরীয় ইহাও দীর্ঘযুক্ত)ও ফলপ্রদ ॥ ৯১ ॥

ভূতবর্গাৎপরো বর্ণো বাণীবান্ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ।

সর্ব্বশুদ্ধপ্রিয়ান্তা চ তস্যা বীজাদিকা স্মৃতা ॥ ৯২ ॥

ভূতবর্গের পর যে বর্ণ বাণীযুক্ত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ ও সর্ব্বশুদ্ধপ্রিয়াস্ত তাহার বীজাদি ॥ ৯২ ॥

ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা কথিতা সর্ব্বসিদ্ধিদা।
প্রণবাদ্যা মহামায়া রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥ ৯৩ ॥

ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা প্রণবাদ্যা মহামায়া রাধা, লক্ষ্মী, ও সরস্বতী ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণপ্রাণাধিকা ঙেন্তাহনলজায়াস্ত এব চ।
কল্পবৃক্ষস্বরূপশ্চ মন্ত্রোহয়ং ভুবনাক্ষরঃ ॥ ৯৪ ॥

কৃষ্ণপ্রণাধিকা ঙেন্তা স্বাহান্তা। চতুর্দ্দশ অক্ষর এই মন্ত্র কল্পবৃক্ষ স্বরূপ ॥ ৯৪ ॥

কুমারপদবীদাতা সিদ্ধো যদি ভবেন্নরঃ।
কুমারেণার্চ্চিতো মন্ত্রঃ পাদ্মে পাদ্মসুতেন চ ॥ ৯৫ ॥

মনুষ্য যদি মন্ত্রসিদ্ধ হয় তবে কুমারপদ প্রদানে সমর্থ হয়। ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মপুত্র এই মন্ত্র অর্চ্চনা করিয়াছিলেন ॥ ৯৫ ॥

পাদ্মেন দত্তঃ পুত্রায় পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি।
সপ্তলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং ॥ ৯৬ ॥

সূর্য্যগ্রহণে পুষ্করক্ষেত্রে ব্রহ্মা স্বপুত্রকে এই মন্ত্র প্রদান করেন, সপ্তলক্ষ-বার জপ করিলে মনুষ্য মন্ত্রসিদ্ধ হয ॥ ৯৬ ॥

সর্ব্বস্তম্ভং সর্ব্বসিদ্ধিং লভতে সাধকঃ সদা।
কৃষ্ণেন দত্তো গোলোকে ব্রহ্মণে বিরজাতটে ॥ ৯৭ ॥

সাধক সর্ব্বদা সর্ব্বস্তম্ভ ও সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। গোলোকে বিরজাতটে শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে এই মন্ত্রপ্রদান করেন ॥ ৯৭ ॥

তেন দত্তশ্চ মহ্যঞ্চ তুভ্যং দত্তো মহামুনে।
প্রণবাদ্যা চ সর্ব্বাদ্যা মহামায়া সরস্বতী ॥ ৯৮ ॥

হে মহামুনে! ব্রহ্মা আমাকে দেন, আমি তোমাকে দিব। প্রণবাদ্যা সর্ব্বাদ্যা মহামায়া ও সরস্বতী ॥৯৮॥

কৃষ্ণপ্রিয়া চতুর্থ্যন্তা চিত্রভানুপ্রিয়ান্তকা।
একাদশাক্ষরো মন্ত্রো গঙ্গয়োপাসিতস্তথা ॥ ৯৯ ॥

চতুর্থ্যন্ত কৃষ্ণপ্রিয়া স্বাহান্তা, একাদশ অক্ষর এই মন্ত্র গঙ্গাকর্ত্তৃক আরাধিত হইয়াছিল ॥ ৯৯ ॥

মুক্তিপ্রদশ্চ মন্ত্রোঽয়ং তীর্থপূতশ্চ সিদ্ধিদঃ।
মনোযায়ী ভবেদত্র চান্তে যাতি পরাং গতিং ॥ ১০০ ॥

এই মন্ত্র মুক্তিপ্রদ, তীর্থপূত এবং সিদ্ধিদাতা, এই মন্ত্র প্রভাবে মনের, ন্যায় সর্ব্বত্র গতায়াত করিতে পারে, পরিণামে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১০০ ॥

দশলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং।
প্রণবাদ্যা চ সর্ব্বাদ্যা মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥ ১০১ ॥

দশলক্ষবার জপ করিলে মনুষ্য মন্ত্রসিদ্ধ হয়। প্রণবাদ্যা, সর্ব্বাদ্যা-মহালক্ষ্মী, ও সরস্বতী ॥১০১ ॥

সর্ব্বাদ্যা চ চতুর্থ্যন্তা বীতিহোত্রপ্রিয়ান্তকা।
দশাক্ষরো মহামন্ত্রো দাস্যভক্তিপ্রদো হরেঃ ॥ ১০২ ॥

সর্ব্বাদ্যা চতুর্থ্যন্তা স্বাহান্তা, এই দশাক্ষর মহামন্ত্র হরির দাসত্ব প্রদান করে ॥ ১০২ ॥

যোগীন্দ্রশ্চ ভবেদত্র মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্যদি।
নবলক্ষজপেনৈব মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং ॥ ১০৩ ॥

যদি এই মন্ত্র সিদ্ধ হয়, সে যোগীন্দ্র হয়। নব লক্ষ জপে এই মন্ত্রসিদ্ধ হয় ॥ ১০৩ ॥

সর্ব্বমন্ত্রেষু সারশ্চ মন্ত্ররাজঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তুলস্যোপাসিতো মন্ত্রশ্চতুর্বর্গফলপ্রদঃ ॥ ১০৪ ॥

ইহা সকল মন্ত্রের সারভূত, ইহার নাম মন্ত্ররাজ, তুলসী দেবী ইহার উপাসনা করেন, ইহা চতুর্ব্বর্গফলদা ॥ ১০৪ ॥

ব্যাসেনোপাসিতোঽয়ঞ্চ তথা নারায়ণর্ষিণা।
সারভূতং ময়োক্তস্তে পরং মন্ত্রচতুষ্টয়ং ॥
সুখদং মুক্তিদং শুদ্ধং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১০৫ ॥

ব্যাসদেব, এবং নারায়ণর্ষি, এই মন্ত্রের উপাসক। আমি তোমায় সারভূত, সুখমোক্ষপ্রদ, অতিপবিত্র, মন্ত্রচতুষ্টয় বলিলাম, আর কি শুনিতে ইচ্ছা কর ॥ ১০৫ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে হরি-ভক্তিজ্ঞাননিরূপণং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে হরিভক্তি জ্ঞান নিরূপণ নাম তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩ ।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

হরিভক্তি জ্ঞান কথনে রাধামাহাত্ম্যবর্ণন

শ্রীনারদ উবাচ।

মন্ত্রোপযুক্তং ধ্যানঞ্চ তথা পূজাবিধানকং।
স্তবনং কবচঞ্চৈব বদ বেদবিদাং বর ॥ ১ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন। হে বেদবিৎশ্রেষ্ঠ! মন্ত্রোপযুক্ত ধ্যান, পূজাবিধান, স্তবন ও কবচের বিষয় বর্ণন করুন ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ধ্যানঞ্চ শ্রূয়তাং বৎস সামবেদোক্তমেব চ।
শ্রীকৃষ্ণেন কৃতং পূর্ব্বং সর্ব্বেষামভিবাঞ্ছিতং ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণবিহিত, সামবেদোক্ত, সকলের বাঞ্ছিত, ধ্যান শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোটিসমপ্রভাং।
বিভ্রতীং কবরীভারং মালতীমাল্যভূষিতাং ॥ ৩ ॥

শ্বেত চম্পকবর্ণ সদৃশ কান্তি, চন্দ্ররেখাগ্রসমবিকাশা, মালতীমালাসুশোভিতকবরীভারধারিণী ॥ ৩ ॥

বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং রত্নভূষণভূষিতাং।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং ভক্তানুগ্রহকারিকাং ॥ ৪ ॥

রত্নভূষণভূষিতদেহা, ঈষৎহাস্যযুক্ত সুপ্রসন্নমুখী, ভক্তজনানুগ্রহকারিণী ॥৪॥

ব্রহ্মস্বরূপাং পরমাং কৃষ্ণরামাং মনোহরাং।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকাং দেবীং কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতাং ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মস্বরূপা, পরমা, কৃষ্ণকামিনী, অতিমনোহারিণী, কৃষ্ণের প্রাণাধিকা, কৃষ্ণের বক্ষঃস্থল নিবাসিনী দেবী ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণস্তুতাং কৃষ্ণকান্তাং শান্তাং সর্ব্বপ্রদাং সতীং।
নির্লিপ্তাং নির্গুণাং নিত্যাং সত্যাং শুদ্ধাং সনাতনীং ॥৬॥

কৃষ্ণকান্তা, শান্তা, সর্ব্বপ্রদা, পতিব্রতা, নির্লিপ্তা, নিত্যা, সত্যা শুদ্ধা, ও সনাতনী ॥ ৬ ॥

গোলোকবাসিনীং গোপস্ত্রীং বিধাত্রীং ধাতুরেব তাং।
বৃন্দাং বৃন্দাবনচরীং বৃন্দাবনবিনোদিনীং ॥ ৭ ॥

গোলোকবাসিনী, গোপস্ত্রী, বিধাতারও ধাত্রীস্বরূপা, বৃন্দা, বৃন্দাবনচারিণী, বৃন্দাবনবিনোদিনী ॥ ৭ ॥

তুলস্যধিষ্ঠাতৃদেবীং গঙ্গার্চ্চিতপদাম্বুজাং।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাং সিদ্ধাং সিদ্ধেশীং সিদ্ধযোগিনীং ॥ ৮ ॥

তুলসীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গঙ্গাকর্তৃক অর্চ্চিতপাদাম্বুজা, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী, সিদ্ধা, সিদ্ধেশী, ও সিদ্ধযোগিনী ॥ ৮ ॥

সুযজ্ঞযজ্ঞাধিষ্ঠাত্রীং সুযজ্ঞায় মহাত্মনে।
বরদাত্রীঞ্চ বরদাং সর্ব্বসম্পৎপ্রদাং সতাং ॥ ৯ ॥

সুযজ্ঞযজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী, মহাত্মা সুযজ্ঞের বরদাত্রী, বরদা এবং সাধুদিগের সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী ॥ ৯ ॥

গোপীভিঃ সুপ্রিয়াভিশ্চ সেবিতাং শ্বেতচামরৈঃ।
রত্নসিংহাসনস্থাঞ্চ রত্নদর্পণধারিণীং ॥ ১০ ॥

অতিবল্লভা গোপীগণকর্তৃক শ্বেতচামরদ্বারা সেব্যমানা, রত্নময়সিংহাসনে উপবিষ্টা ও রত্নদর্পণধারিণী ॥ ১০ ॥

ক্রীড়াপঙ্কজহস্তাভ্যাং পরাং কৃষ্ণপ্রিয়াং ভজে।
ধ্যাত্বা শিরসি পুষ্পঞ্চ দত্ত্বা প্রক্ষাল্য হস্তকং ॥ ১১ ॥

উভয় হস্তে ক্রীড়াপদ্মধারিণী, প্রধানা কৃষ্ণপ্রিয়াকে ভজনা করি। ধ্যানানন্তর মস্তকে পুষ্পপ্রদান করিয়া হস্ত প্রক্ষালন করিবে ॥ ১১ ॥

পুনর্ধ্যাত্বা চ ভক্ত্যা চ দদ্যাত্তস্মৈ প্রসূনকং।
তাং ষোড়শোপচারেণ সংপূজ্য পরমেশ্বরীং ॥ ১২ ॥

পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে ধ্যান করিয়া তাঁহাকে পুষ্পপ্রদান করিবে এবং সেই পরমেশ্বরীকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিয়া ॥ ১২ ॥

পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা স্তুত্বা চ কবচং পঠেৎ।
পূজাক্রমং পরীহারং বৎস মত্তো নিশাময় ॥ ১৩ ॥

তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক স্তব করিয়া কবচ পাঠ করিবেক। হে বৎস! পূজাক্রম পরীহার আমার নিকট শ্রবণ কর॥ ১৩॥

মন্ত্রং সমুপচারাণাং শৃণ্বনুক্রমণেন চ।

পুনর্ধ্যাত্বা যথা দেবীং পুষ্পাঞ্জলিযুতো ভবেৎ॥ ১৪॥

সমুপচারের মন্ত্র ক্রমানুসারে শ্রবণ কর। পুনর্ব্বার দেবীকে ধ্যান করিয়া পুষ্পাঞ্জলিযুক্ত হইবেক॥ ১৪॥

ইমং মন্ত্রং পরীহারং কুরুতে ভক্তিপূর্ব্বকং।

নারায়ণি মহামায়ে বিষ্ণুমায়ে সনাতনি॥ ১৫॥

ভক্তিপূর্ব্বক এই মন্ত্র পরিহার করিবেক। হে নারায়ণি মহামায়ে বিষ্ণুমায়ে সনাতনি॥ ১৫॥

প্রাণাধিদেবি কৃষ্ণস্য মামুদ্ধর ভবার্ণবাৎ।

সংসারসাগরে ঘোরে ভীতং মাং শরণাগতং॥ ১৬॥

হে কৃষ্ণের প্রাণাধিদেবি! এই ঘোর সংসার রূপ সাগরে অতি ভীত, অতএব আপনার শরণাগত আমাকে ভবার্ণব হইতে উদ্ধার করুন॥ ১৬॥

প্রপন্নং পতিতং মাতর্ম্মামুদ্ধর হরিপ্রিয়ে।

অসংখ্যযোনিভ্রমণাদজ্ঞানান্ধতমোহন্বিতং॥ ১৭॥

হে হরিপ্রিয়ে মাতঃ! অসংখ্য যোনিতে ভ্রমণবশতঃ অজ্ঞানরূপ অন্ধতমোযুক্ত প্রপন্ন পতিত আমাকে উদ্ধার করুন॥ ১৭॥

জ্বলদ্ভির্জ্ঞানদীপৈশ্চ মাং সুবর্ত্ম প্রদর্শয়।

সর্ব্বেভ্যোঽপি বিনির্ম্মুক্তং কুরু রাধে সুরেশ্বরি॥ ১৮॥

আমাকে দেদীপ্যমান জ্ঞানদীপালোকে সুপথ প্রদর্শন কর। হে সুরেশ্বরি রাধে! সমস্ত বিপদ্ হইতে বিমুক্ত কর॥ ১৮॥

মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ কাতরং যমতাড়নাৎ।

ত্বৎপাদপদ্মযুগলে পাদপদ্মালয়ার্চ্চিতে॥ ১৯॥

আমি যমতাড়নে অতিভীত, ও কাতর হওতঃ আপনার অনুরক্ত হইতেছি অতএব ব্রহ্মা ও লক্ষ্মীর অর্চ্চিত আপনার পাদপদ্মযুগলে ॥ ১৯ ॥

দেহি মহ্যং পরাং ভক্তিং কৃষ্ণেন পরিষেবিতে।
স্নিগ্ধদূর্ব্বাঙ্কুরৈঃ শুক্লপুষ্পৈঃ কুসুমচন্দনৈঃ ॥ ২০ ॥

যে পাদপদ্ম কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরিষেবিত ঐ তোমার চরণদ্বয়ে আমায় প্রকৃষ্টভক্তি প্রদান কর। স্নিগ্ধ দূর্ব্বাঙ্কুর, শুক্লকুসুম এবং পুষ্প চন্দন দ্বারা ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণদত্তার্ঘ্যশোভাঢ্যে ভক্তিমাধ্বীকসংকুলে।
আসনং ভাস্বদুত্তুঙ্গমমূল্যং রত্ননির্ম্মিতং ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণদত্ত অর্ঘ্যদ্বারা শোভাযুক্ত, ভক্তিরূপ পুষ্পরসে সঙ্কুল চরণদ্বয়ে আমায় ভক্তিপ্রদান কর। রত্ননির্ম্মিত, অমূল্য, জাজ্জ্বল্যমান যে আসন ॥ ২১ ॥

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি।
নানাতীর্থোদ্ভবং পুণ্যং শীতলঞ্চ সুনির্ম্মলং ॥ ২২ ॥

হে পরমেশ্বরি! ইহা ভক্তিভাবে আমি নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর। নানাতীর্থসম্ভূত, পবিত্র, সুশীতল ও নির্ম্মল ॥২২ ॥

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পাদ্যঞ্চ প্রতি গৃহ্যতাং।
স্নিগ্ধদূর্ব্বাক্ষতং শুক্লপুষ্পকুঙ্কুমচন্দনং ॥ ২৩ ॥

পাদ্য ভক্তিভাবে নিবেদন করিতেছি প্রতিগ্রহ করুন। স্নিগ্ধ দূর্ব্বা ও তণ্ডুল, শুক্লপুষ্প, কুঙ্কুম ও চন্দন ॥ ২৩ ॥

তীর্থতোয়ান্বিতং দেবি গৃহাণার্ঘ্যং সুরেশ্বরি।
বহ্নিশুদ্ধং বস্ত্রযুগ্মমমূল্যমতুলং পরং ॥ ২৪ ॥

হে সুরেশ্বরি! তীর্থজল সমাযুক্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর। বহ্নিশুদ্ধ অমূল্য, অনুপম, ও প্রধান বস্ত্রযুগল ॥২৪ ॥

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ জগদম্বিকে।
গ্রথিতং সূক্ষ্মসূত্রেণ পারিজাতবিনির্ম্মিতং ॥ ২৫ ॥

হে জগদম্বিকে! ভক্তিভাবে নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর। পারিজাত সম্ভূত, ইহাও অতিসূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত ॥ ২৫ ॥

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহরে মাল্যং গৃহাণ মে।
কস্তূরীকুঙ্কুমাক্তঞ্চ সুগন্ধি স্নিগ্ধচন্দনং ॥ ২৬ ॥

হেজন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধি, নাশিনি! মাল্য গ্রহণ কর। কস্তূরী ও কুঙ্কুম-সংযুক্ত, সুগন্ধি, স্নিগ্ধ, চন্দন ॥ ২৬ ॥

রাধে মাতর্নিরাবাধে মদ্গৃহাণানুলেপনং।
শুক্লপুষ্পসমূহঞ্চ সুগন্ধি চন্দনান্বিতং ॥ ২৭ ॥

হে নিরাবাধে মাতঃ রাধে! অনুলেপন গ্রহণ কর। এবং চন্দনসম্পৃক্ত, সুগন্ধি, শুক্লপুষ্প সমূহ ॥২৭ ॥

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পং দেবি প্রগৃহ্যতাং।
বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধবস্তুভিরন্বিতঃ ॥ ২৮ ॥

হে দেবি আমি ভক্তিভাবে নিবেদন করিতেছি পুষ্পগ্রহণ কর এবং গন্ধ-বস্তুসংযুক্ত অপূর্ব্ব বৃক্ষনির্য্যাস গ্রহণ কর ॥ ২৮ ॥

ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং।
অন্ধকারভয়ধ্বংসী মাঙ্গল্যো বিশ্বপাবনঃ ॥ ২৯ ॥

আমি ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি, এই ধূপ গ্রহণ কর। অন্ধকার ভয়বিনাশী, মাঙ্গল্য ও জগৎপবিত্রকারক ॥ ২৯ ॥

ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং।
সুধাপূর্ণং রত্নকুম্ভং শতকঞ্চ সুদুর্লভং ॥ ৩০ ॥

ভক্তিভাবে প্রদান করিতেছি এই দীপ গ্রহণ কর। সুদুর্লভ, শতসংখ্যক, সুধাপূণ রত্নকুম্ভ ইহাও গ্রহণ করুন ॥ ৩০ ॥

মাধ্বীককুম্ভলক্ষঞ্চ নৈবেদ্যং দেবি গৃহ্যতাং।
মিষ্টান্নংস্বস্তিকানাঞ্চ লক্ষপুঞ্জং মনোহরং ॥ ৩১ ॥

হে দেবি! পুষ্পরসপূর্ণ লক্ষকুম্ভ ও নৈবেদ্য গ্রহণ কর। মনোহর মিষ্টান্ন ও স্বস্তিকাদির লক্ষপুঞ্জ প্রদান করিতেছি ইহাও গ্রহণকর ॥ ৩১ ॥

শর্করারাশিলক্ষঞ্চ নৈবেদ্যং দেবি গৃহ্যতাং।
সংস্কৃতং পায়সং পিষ্টং শাল্যন্নং ব্যঞ্জনান্বিতং ॥ ৩২ ॥

হে দেবি! লক্ষশর্করারাশির নৈবেদ্য গ্রহণ কর। সংস্কৃত পায়স ও পিষ্টক, ব্যঞ্জন সহিত শাল্যন্ন ॥ ৩২ ॥

শর্করাদধিদুগ্ধাক্তং নৈবেদ্যং দেবি গৃহ্যতাং।
ফলানাঞ্চ সুপক্কানামাম্রাদীনাং ত্রিলক্ষকং ॥ ৩৩ ॥

হে দেবি! চিনিপাতা দধি এবং শর্করাসংযুক্ত দুগ্ধের নৈবেদ্য গ্রহণ কর। সুপক্ক তিন লক্ষ আম্রাদিফল ইহাও নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর ॥ ৩৩ ॥

রাশীনাঞ্চ ময়া দত্তং ভক্ত্যা চ দেবি গৃহ্যতাং।
দধিকুল্যাশতঞ্চৈব মধুকুল্যাশতস্তথা ॥ ৩৪ ॥

হে দেবি! রাশীকৃত রহিয়াছে, আমি ভক্তিভাবে প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর। শতদধিকুল্যা এবং শতসংখ্যক মধুকুল্যা নিবেদন করিতেছি ॥ ৩৪ ॥

ঘৃতকুল্যাশতঞ্চৈব গৃহাণ পরমেশ্বরি।
দুগ্ধকুল্যাশতং রম্যং গুড়কুল্যাশতং শতং ॥ ৩৫ ॥

হে পরমেশ্বরি! এবং শত সংখ্যক ঘৃতকুল্যা গ্রহণ কর। অতি মনোহর দুগ্ধকুল্যাশত ও গুড়কুল্যাশত ইহাও গ্রহণ কর ॥ ৩৫ ॥

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি।
নানাতীর্থোদ্ভবং রম্যং সুগন্ধিবস্তুবাসিতং ॥ ৩৬ ॥

হে পরমেশ্বরি! আমি ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর। নানাতীর্থসম্ভূত, অতি মনোহর, সুবাসিত সুগন্ধিদ্রব্য ॥ ৩৬ ॥

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা শীততোয়ং গৃহাণ মে।
পয়ঃফেননিভা শয্যা রত্নেন্দ্রসারনির্ম্মিতা ॥ ৩৭ ॥

শীতল জল ভক্তি পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর। পয়ঃফেন সদৃশ রত্নেন্দ্রশ্রেষ্ঠনির্ম্মিতশয্যা ॥ ৩৭ ॥

ময়া নিবেদিতা ভক্ত্যা তাং গৃহাণ সুরেশ্বরি।
ভূষণানি চ রম্যাণি সদ্রত্ননির্ম্মিতানি চ ॥ ৩৮ ॥

হে সুরেশ্বরি ! আমি ভক্তি পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর। সদ্রত্ন নির্ম্মিত অতি রমণীয় ভূষণ সমস্ত ॥ ৩৮ ॥

ময়া নিবেদিতান্যেব গৃহাণ পরমেশ্বরি।
তাম্বুলঞ্চ পরং রম্যং কর্পূরাদিসুবাসিতং ॥ ৩৯ ॥

হে পরমেশ্বরি ! আমি নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর। এবং কর্পূরাদি সুবাসিত রম্য তাম্বূল ॥ ৩৯ ॥

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি।
সিন্দূরং শোভনং রাধে যোষিতাং সুপ্রিয়ং সদা ॥ ৪০ ॥

হে পরমেশ্বরি ! আমি ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর। হে রাধে ! কামিনীগণের অতি প্রিয়, শোভন সিন্দূর ॥ ৪০ ॥

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাং।
পরং সুপক্কতৈলঞ্চ সুগন্ধিবস্তুসংস্কৃতং ॥ ৪১ ॥

উহা আমি ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর। সুগন্ধি বস্তুদ্বারা সংস্কৃত সুপক্ক তৈল ॥ ৪১ ॥

ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তৈলঞ্চ প্রতিগৃহ্যতাং।
পুষ্পাঞ্জলিত্রয়ং দত্ত্বা দাসীবর্গং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪২ ॥

আমি ভক্তিভাবে নিবেদন করিতেছি গ্রহণ কর। ইত্যাদি নিবেদনানন্তর তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া দাসীবর্গের পূজা করিবেক ॥ ৪২ ॥

পাদ্যাদিকং পৃথগ্‌দত্ত্বা প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি।
মালতীং মাধবীং রক্তাং রত্নমালাবতীং সতীং ॥ ৪৩ ॥

পৃথক্ পৃথক্ পাদ্যাদি প্রদান করিয়া দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণাম করিবে। অনুরক্তা, মালতী ও মাধবী, উৎকৃষ্ট রত্নমালাবতী ॥ ৪৩ ॥

চম্পাবতীং মধুমতীং সুশীলাং বনমালিকাং।

চন্দ্রাবলীং চন্দ্রমুখীং পদ্মাং পদ্মমুখীং শুভাং ॥ ৪৪ ॥

চম্পাবতী, মধুমতী ও সুশীলা বনমালিকা, চন্দ্রাবলী, চন্দ্রমুখী, পদ্মা, ও কল্যাণী ও পদ্মমুখী ॥ ৪৪ ॥

কমলাং কালিকাং কৃষ্ণপ্রিয়াং বিদ্যাধরীং তথা।

সম্পূজ্য ভক্ত্যা সর্ব্বাস্তা বটুবর্গং প্রপূজয়েৎ ॥ ৪৫ ॥

কমলা, কালিকা, কৃষ্ণপ্রিয়া বিদ্যাধরী, এই সকলকে ভক্তিভাবে পূজা করিয়া, বটুবর্গের পূজা করিবেক ॥ ৪৫ ॥

সানন্দং পরমানন্দং সুমিত্রং সন্তনুং তথা।

এতান্ প্রসম্পূজ্য প্রত্যেকং স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ ॥ ৪৬ ॥

সানন্দ, পরমানন্দ, সুমিত্র ও সন্তনু, ইহাদের প্রত্যেকের পূজা করিয়া স্তোত্র পাঠ এবং কবচ পাঠ করিবেক ॥ ৪৬ ॥

জপেৎ ষড়ক্ষরীং বিদ্যাং শ্রীকৃষ্ণেনৈব সেবিতাং।

যথাশক্তি ভক্তিযুক্তো দণ্ডবৎ প্রণমেৎ সদা ॥ ৪৭ ॥

যথাশক্তি ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণ সেবিত ষড়ক্ষরী বিদ্যার জপ করিবেক এবং দণ্ডবৎ সর্ব্বদা প্রণাম করিবেক ॥ ৪৭ ॥

স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং প্রপঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ।

রাধা রাসেশ্বরী রম্যা রামা চ পরমাত্মনঃ ॥ ৪৮ ॥

ভক্তিভাবে সামবেদোক্ত স্তোত্র পাঠ করিবেক। রাধা রাসেশ্বরী, রম্যা, ও পরমাত্মার কামিনা ॥ ৪৮ ॥

রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।

কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী চ মহাবিষ্ণোঃ প্রসূরপি ॥ ৪৯ ॥

রাসোদ্ভবা, কৃষ্ণকান্তা, কৃষ্ণবক্ষস্থলস্থিতা, কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী, মহাবিষ্ণুর প্রসবকর্ত্রী ॥ ৪৯ ॥

সর্ব্বাদ্যা বিষ্ণুমায়া চ সত্যা নিত্যা সনাতনী।

ব্রহ্মস্বরূপা পরমা নির্লিপ্তা নির্গুণা পরা ॥ ৫০ ॥

সর্ব্বাদ্যা, বিষ্ণুমায়া, সত্যা, নিত্যা, সনাতনী, ব্রহ্মস্বরূপা, পরমা, নির্লিপ্তা, নির্গুণা এবং পরা ॥ ৫০ ॥

বৃন্দা বৃন্দাবনে সা চ বিরজাতটবাসিনী।
গোলোকবাসিনী গোপী গোপীশা গোপমাতৃকা ॥ ৫১ ॥

বৃন্দাবনে বৃন্দা, বিরজাতটবাসিনী, গোলোকবাসিনী, গোপী, গোপীশা ও গোপমাতৃকা ॥ ৫১ ॥

সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দনকামিনী।
বৃকভানুসুতা শান্তা কান্তা পূর্ণতমা চ সা ॥ ৫২ ॥

সানন্দা, পরমানন্দা, নন্দনন্দনকামিনা, বৃকভানুসুতা, শান্তা, অতিরমণীয়া ও পূর্ণতমা ॥ ৫২ ॥

কাম্যা কলাবতী কন্যা তীর্থপূতা সতী শুভা।
সপ্তত্রিংশচ্চ নামানি বেদোক্তানি শুভানি চ ॥ ৫৩ ॥

কাম্যা, কলাবতী, কন্যা, তীর্থপূতা, সতী, শুভা, ইত্যাদি সপ্তত্রিংশৎ অতিপবিত্র নাম ॥ ৫৩ ॥

সারভূতানি পুণ্যানি সর্ব্বনামসু নারদ।
যঃ পঠেৎ সংযতঃ শুদ্ধো বিষ্ণুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

হে নারদ! সমস্ত নাম অপেক্ষা অতিপুণ্য এবং সারভূত এই নামসকল, বিষ্ণুভক্ত জিতেন্দ্রিয়, যে ব্যক্তি নিয়তচিত্ত হইয়া পাঠ করিবে ॥৫৪॥

ইহৈব নিশ্চলাং লক্ষ্মীং লব্ধা যাতি হরেঃ পদং।
হরিভক্তিং হরের্দাস্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

ইহলোকে অচলা লক্ষ্মী লাভ করিয়া অন্তকালে হরিপদ প্রাপ্ত হয়। হরিভক্তি ও হরির দাসত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৫৫ ॥

ভক্তো লক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবং।
সিদ্ধস্তোত্রো যদি ভবেৎ সর্ব্বসিদ্ধেশ্বরো ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥

ভক্ত ব্যক্তির লক্ষজপে নিশ্চয় স্তোত্র সিদ্ধ হয়। যদি স্তোত্রসিদ্ধ হইল, তবে সে সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর হয়॥ ৫৬॥

বহ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং মনস্তম্ভং হৃদস্তথা।
মনোযায়িত্বমিষ্টঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৭॥

বহ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, হৃৎস্তম্ভ, মনস্তম্ভ, মনোযায়িত্ব, এবং সমস্ত বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই॥ ৫৭॥

স্তোত্রস্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলং॥ ৫৮॥

মনুষ্যগণ স্তোত্র স্মরণমাত্র জীবন্মুক্ত হয়। সে নিশ্চয় পদে পদে অশ্বমেধের ফল লাভ করে॥ ৫৮॥

কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপাৎ ব্রহ্মহত্যাশতাদপি।
স্তোত্রস্মরণমাত্রেণ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৯॥

সে এবং নিঃসন্দেহ স্তোত্র স্মরণমাত্রে কোটি জন্মার্জ্জিত ব্রহ্মহত্যাশত পাপ হইতেও মুক্ত হয়॥ ৫৯॥

মৃতবৎসা কাকবন্ধ্যা মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে।
শৃণোতি বর্ষমেকং যা শুদ্ধা স্বিন্নান্নভোজিনী॥ ৬০॥

মৃতবৎসা, কাকবন্ধ্যা ও অস্বিন্নঅন্নভোজিনী হইয়া যদি এক বৎসর স্তোত্র শ্রবণ করে, তাহা হইলে সন্তান প্রসব করে॥ ৬০॥

শৃণোতি মাসমেকং যঃ সর্ব্বাভীষ্টং লভেন্নরঃ।
সামবেদকুমারং তমিত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥ ৬১॥

যে মনুষ্য একমাস শ্রবণ করে, সে সকল অভীষ্ট লাভ করে। ব্রহ্মা ইহাকে সামবেদ কুমার বলেন॥ ৬১॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে শিব-
নারদসংবাদে ভক্তিজ্ঞানকথনে রাধাপ্রশ্নকথনং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে শিবনারদ-
সম্বাদে ভক্তিজ্ঞান কথনে রাধাপ্রশ্ন কথন নামক
চতুর্থ অধ্যায়॥ ৪

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

রাধা কবচ প্রকাশ করন।

শ্রীনারদ উবাচ।

সর্ব্বং শ্রুতং জগন্নাথ যদ্‌যন্মনসি বাঞ্ছিতং।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি রাধিকাকবচং পরং॥ ১॥

শ্রীনারদ কহিলেন। হে জগন্নাথ! মনোবাঞ্ছিত সমস্তই শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে উৎকৃষ্ট রাধিকা কবচ শুনিতে অভিলাষ করি॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ক্ষমস্ব ব্রহ্মণঃ পুত্র দেবর্ষে মুনিপুঙ্গব।
যন্নিষিদ্ধং ভগবতা কৃষ্ণেন পরমাত্মনা॥ ২॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। হে ব্রহ্মপুত্র, দেবর্ষে, মুনিশ্রেষ্ঠ! আমার ক্ষমা কর। পরমাত্মা কৃষ্ণ যাহা নিষেধ করিয়াছেন॥ ২॥

কথং বক্ষ্যামি হে বৎস সুগুপ্তং কবচং মুনে।
কণ্ঠে দধার ভগবান্ ভক্ত্যা রত্নপুটেন যৎ॥ ৩॥

হে বৎস মুনে! সেই সুগুপ্ত কবচ কি প্রকারে বলিব। ভগবান নিজ কণ্ঠদেশে ভক্তিপূর্ব্বক রত্নপুটে যাহা ধারণ করিয়াছেন॥ ৩॥

পরমানন্দসন্দোহকবচঞ্চ সুদুর্লভং।
ষড়ক্ষরীং মহাবিদ্যাং নিত্যং ভক্ত্যা জপেদ্ধরিঃ॥ ৪॥

সেই পরমানন্দ সন্দোহ কবচ, অতি দুর্লভ। হরি প্রত্যহ ভক্তিপূর্ব্বক ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যা জপ করেন॥ ৪॥

নিত্যং প্রপূজয়েন্নিত্যং নিত্যঃ সত্যঃ পরাৎপরঃ।
সা পূজয়েৎ প্রভুং নিত্যং জপেদেকাদশাক্ষরং॥ ৫॥

যিনি প্রত্যহ নিত্য, সত্য, পরাৎপর প্রভুর পূজা করেন, তিনিই নিত্য পূজা করণানন্তর একাদশ অক্ষর জপ করেন॥ ৫॥

মহ্যঞ্চ কবচং দত্ত্বা নিষিদ্ধং পরমাত্মনা।
ইদমেবেতি কবচং দত্তং তেনৈব ব্রহ্মণে ॥ ৬ ॥

পরমাত্মা আমাকে কবচ প্রদান করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তিনিই এই কবচ ব্রহ্মাকে প্রদান করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

ধর্ম্মায় ব্রহ্মণা দত্তং তেন নারায়ণায় চ।
নারায়ণেন কণ্ঠস্থং সুভদ্রায় দদৌ পুরা ॥ ৭ ॥

ব্রহ্মা ধর্ম্মকে দিয়াছেন। ধর্ম্ম নারায়ণকে দেন। নারায়ণ কণ্ঠস্থ কবচ পূর্ব্বে সুভদ্র ব্রাহ্মণকে দেন ॥ ৭ ॥

ক্ষমস্ব কথিতুং নালং ক্ষমস্ব ভগবন্মুনে।
গুরুণা চ নিষিদ্ধঞ্চ ন বক্তব্যং কদাচন ॥ ৮ ॥

হে ভগবন্ মুনে! আমায় ক্ষমা কর আমি বলিতে পারিবনা, গুরু যাহা বলিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা কথন বলা উচিত নয় ॥ ৮ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ নাথ মা কুরু বঞ্চনাং।
ত্বমেব কৃষ্ণস্ত্বং শম্ভুর্দ্বয়োর্ভেদো ন সাম্নি চ ॥ ৯ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন। হে নাথ! ভক্ত অনুরক্ত আমাকে বঞ্চনা করিবেন না, আপনিই কৃষ্ণ, ও আপনিই শম্ভু, সামবেদে আপনাদের ভেদ নাই ॥ ৯ ॥

পরতন্ত্রো নিষিদ্ধঞ্চ বাক্যং কথিতুমক্ষমঃ।
শৃণোতি কস্য বা বাক্যং যঃ স্বতন্ত্রঃ স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ১০ ॥

পরাধীন ব্যক্তিই নিষিদ্ধ কথা বলিতে অক্ষম, যে স্বাধীন ও স্বয়ং ঈশ্বর সে আবার কাহার বাক্য শ্রবণ করিবেক ॥ ১০ ॥

যদি মাং কবচং নাথ ন বক্ষ্যসি সুদুর্লভং।
দেহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মহত্যাং দাস্যামি তুভ্যমীশ্বর ॥ ১১ ॥

হে নাথ ঈশ্বর! যদি আপনি সুদুর্ল্লভ কবচের কথা না বলেন তবে আমি দেহ পরিত্যাগ করিয়া তোমায়,ব্রহ্মহত্যার,পাপ প্রদান করিব ॥ ১১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সদ্বংশজাতঃ শিষ্যশ্চ শুদ্ধঃ সুব্রাহ্মণঃ সুধীঃ।
মন্যতে কৃষ্ণতুল্যঞ্চ গুরুং পরমধার্ম্মিকঃ॥ ১২॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। সদ্বংশসম্ভূত, শুদ্ধ, সুব্রাহ্মণ, সুধী, পরমধার্ম্মিক, শিষ্য, গুরুকে কৃষ্ণতুল্য মনে করেন॥ ১২॥

দেবমন্যং কৃষ্ণতুল্যং যো ব্রবীতি নরাধমঃ।
ব্রহ্মহত্যাঞ্চ লভতে মহামূর্খো ন সংশয়ঃ॥ ১৩॥

যে নরাধম অন্য দেবতাকে কৃষ্ণতুল্য বলে, সে নিতান্ত মূর্খ, ও নিঃসন্দেহ ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়॥ ১৩॥

পরমাত্মা স্বয়ং কৃষ্ণো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
ততো দেবাস্তদংশাশ্চ সগুণাঃ প্রাকৃতাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৪॥

কৃষ্ণ স্বয়ং পরমাত্মা, নির্গুণ ও প্রকৃতির পর। তাঁহা হইতেই তদংশে দেবতা সকল সগুণ এবং প্রাকৃত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছেন॥ ১৪॥

সর্ব্বে জন্যাঃ কৃত্রিমাশ্চ পুরা ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
সর্ব্বেষাং জনকঃ কৃষ্ণঃ পরমাদ্যঃ পরাৎপরঃ॥ ১৫॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মাদি সুরগণ জন্য এবং কৃত্রিম হন। কৃষ্ণই সকলের জনক, পরমাদ্য ও পরাৎপর হয়েন॥ ১৫॥

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র রাধিকাকবচং শুভং।
পরমানন্দসন্দোহাভিধমিষ্টং সুদুর্লভং॥ ১৬॥

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! পরমানন্দ সন্দোহ নামক সুদুর্লভ, সর্ব্ববাঞ্ছিত শুভদ রাধিকা কবচ বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১৬॥

কৃষ্ণেন দত্তং মহ্যঞ্চ শতশৃঙ্গে চ পর্ব্বতে।
নিরাময়ে চ গোলোকে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে॥ ১৭॥

শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে, নিরাময় গোলোকে, পুণ্য বৃন্দাবন বনে কৃষ্ণ আমাকে প্রদান করেন॥ ১৭॥

রাধিকাসন্নিধানে চ শোভনে রাসমণ্ডলে।
গোপগোপীকদম্বৈশ্চ বেষ্টিতে সমভীপ্সিতে ॥ ১৮ ॥

রাধিকার সন্নিধানে, গোপগোপী সমূহে বেষ্টিত, অভীপ্সিত ও শোভন রাসমণ্ডলে ॥ ১৮ ॥

অহং তুভ্যং প্রদাস্যামি প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ।
যদ্ধৃত্বা পাঠনাদ্ভক্তো জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধ্রুবং ॥ ১৯ ॥

আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি, ইহা কাহার নিকট বলিও না। যাহা ধারণ করিয়া পাঠ করিলে ভক্ত নিশ্চয় জীবন্মুক্ত হয় ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মহত্যালক্ষপাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপাদুপদেশাৎ প্রমুচ্যতে ॥২০ ॥

উপদিষ্ট হইলে লক্ষ ব্রহ্মহত্যাপাতক এবং কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ২০ ॥

অশ্বমেধসহস্রঞ্চ রাজসূয়শতং তথা।
বিপ্রেন্দ্র কবচস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং ॥ ২১ ॥

হে দ্বিজবর! সহস্র অশ্বমেধ ও শত রাজসূয় যজ্ঞ ইহার ষোড়শী কলার এককলারও যোগ্য নহে ॥ ২১ ॥

শিষ্যায় বিষ্ণুভক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ।
শঠায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যুং লভেন্নরঃ ॥ ২২ ॥

বিষ্ণুভক্ত সাধক শিষ্যের নিকট প্রকাশ করিবে। শঠ ও পরশিষ্যকে প্রদান করিলে প্রাণহানি হয় ॥ ২২ ॥

বিপ্রেন্দ্র কবচস্যাস্য ঋষির্নারায়ণঃ স্বয়ং।
কৃষ্ণস্য ভক্তিদাস্যে চ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৩ ॥

হে বিপ্রেন্দ্র! এই কবচের ঋষি স্বয়ং নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি দাসত্বে নিয়োগ বিধান করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বাদ্যা মে শিরঃ পাতু কেশং কেশবকামিনী।
ভালং ভগবতী পাতু লোলা লোচনযুগ্মকং ॥ ২৪ ॥

সর্ব্বাদ্যা আমার মস্তক রক্ষা করুন। কেশবকামিনী আমার কেশকলাপ রক্ষা করুন। ভগবতী আমার ভালদেশ রক্ষা করুন লোলা আমার লোচনযুগল রক্ষা করুন ॥ ২৪ ॥

নাসাং নারায়ণী পাতু সানন্দা চাধরৌষ্ঠকং।
জিহ্বাং পাতু জগন্মাতা দন্তং দামোদরপ্রিয়া ॥ ২৫ ॥

নারায়ণী আমার নাসা রক্ষা করুন, সানন্দা আমার অধরোষ্ঠ রক্ষা করুন, জগন্মাতা আমার জিহ্বা রক্ষা করুন, দামোদরপ্রিয়া আমার দন্ত রক্ষা করুন ॥ ২৫ ॥

কপোলযুগ্মং কৃষ্ণেশা কণ্ঠং কৃষ্ণপ্রিয়াঽবতু।
কর্ণযুগ্মং সদা পাতু কালিন্দীকুলবাসিনী ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণেশা আমার কপোলদ্বয় রক্ষা করুন কৃষ্ণপ্রিয়া আমার কণ্ঠদেশ রক্ষা করুন, কালিন্দীকুলবাসিনী আমার কর্ণযুগল সর্ব্বদা রক্ষা করুন ॥ ২৬ ॥

বসুন্ধরেশা বক্ষো মে পরমা সা পয়োধরং।
পদ্মনাভপ্রিয়া নাভিং জঠরং জাহ্নবীশ্বরী ॥ ২৭ ॥

বসুন্ধরেশা আমার বক্ষঃস্থল রক্ষা করুন, পরমা আমার পয়োধর রক্ষা করুন, পদ্মনাভপ্রিয়া আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন, জাহ্নবীশ্বরী আমার জঠরদেশ রক্ষা করুন ॥ ২৭ ॥

নিত্যা নিতম্বযুগ্মং মে কঙ্কালং কৃষ্ণসেবিতা।
পরাৎপরা পাতু পৃষ্ঠং সুশ্রোণী শ্রোণিকাযুগং ॥ ২৮ ॥

নিত্যা আমার নিতম্বযুগল রক্ষা করুন, কৃষ্ণসেবিতা আমার কঙ্কালদেশ রক্ষা করুন, পরাৎপরা আমার পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন, সুশ্রোণী আমার শ্রোণিযুগল রক্ষা করুন ॥ ২৮ ॥

পরমাদ্যা পাদযুগ্মং নখরাংশ্চ নরোত্তমা।
সর্ব্বাঙ্গং মে সদা পাতু সর্ব্বেশা সর্ব্বমঙ্গলা ॥ ২৯ ॥

পরমাদ্যা আমার পাদযুগল রক্ষা করুন, নরোত্তমা আমার নখর সকল রক্ষা করুন, সর্ব্বেশা সর্ব্বমঙ্গলা সর্ব্বদা আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন ॥ ২৯ ॥

পাতু রাসেশ্বরী রাধা স্বপ্নে জাগরণে চ মাং।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে সেবিতা জলশায়িনী ॥ ৩০ ॥

রাসেশ্বরী রাধা আমাকে স্বপ্নে ও জাগ্রতে রক্ষা করুন, জলশায়িনী আমাকে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে রক্ষা করুন ॥ ৩০ ॥

প্রাচ্যাং মে সততং পাতু পরিপূর্ণতমপ্রিয়া।
বহ্নীশ্বরী বহ্নিকোণে দক্ষিণে দুঃখনাশিনী ॥ ৩১ ॥

পরিপূর্ণতমের প্রিয়া আমায় সর্ব্বদা পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে রক্ষা করুন, বহ্নির ঈশ্বরী আমায় বহ্নিকোণে রক্ষা করুন, দুঃখনাশিনী আমায় দক্ষিণ-দেশে রক্ষা করুন ॥ ৩১ ॥

নৈঋ্ঋতে সততং পাতু নরকার্ণবতারিণী।
বারুণে বনমালীশা বায়ব্যাং বায়ুপূজিতা ॥ ৩২ ॥

নরকার্ণবতারিণী আমায় সর্ব্বদা নৈঋতকোণে রক্ষা করুন, বনমালীশা আমায় বরুণদিগ্‌ভাগে রক্ষা করুন, বায়ুপূজিতা আমায় বায়ুকোণে রক্ষা করুন। ৩২ ॥

কৌবেরে মাং সদা পাতু কূর্ম্মেণ পরিষেবিতা।
ঐশান্যামীশ্বরী পাতু শতশৃঙ্গনিবাসিনী ॥ ৩৩ ॥

কূর্ম্মপরিষেবিতা আমায় কৌবের দিগ্‌ভাগে রক্ষা করুন, শতশৃঙ্গনিবা-সিনী ঈশ্বরী আমায় ঈশান দিগ্‌ভাগে রক্ষা করুন ॥ ৩৩ ॥

বনে বনচরী পাতু বৃন্দাবনবিনোদিনী।
সর্ব্বত্র সততং পাতু সর্ব্বেশা বিরজেশ্বরী ॥ ৩৪ ॥

বৃন্দাবনবিনোদিনী বনচারিণী আমায় বনে রক্ষা করুন, সর্ব্বেশা বিরজে-শ্বরী আমায় সর্ব্বদা নিরন্তর রক্ষা করুন ॥ ৩৪ ॥

প্রথমে পূজিতা যা চ কৃষ্ণেন পরমাত্মনা।
ষড়ক্ষর্য্যা বিদ্যয়া চ সা মাং রক্ষতু কাতরং ॥ ৩৫ ॥

প্রথমে পরমাত্মা কৃষ্ণ, ষড়ক্ষরী বিদ্যায় যাহাকে পূজা করেন, তিনি অতি কাতর আমায় রক্ষা করুন ॥ ৩৫ ॥

দ্বিতীয়ে পূজিতা দেবী শম্ভুনা রাসমণ্ডলে।
নানাসম্ভূতসম্ভারৈর্ম্মায়া প্রকৃতিরীশ্বরী ॥ ৩৬ ॥

দ্বিতীয়ে মহাদেব নানাবিধ উপচার সহকারে রাসমণ্ডলে মায়া প্রকৃতি দেবী যে ঈশ্বরীকে পূজা করেন ॥ ৩৬ ॥

সপ্তাক্ষর্য্যা বিদ্যয়া চ পূজ্যয়া প্রণবাদ্যয়া।
তৃতীয়ে পূজিতা দেবী ব্রহ্মণা পরমাদরং ॥ ৩৭ ॥

প্রণবাদ্যা, পূজ্যা, সপ্তাক্ষরী বিদ্যা দ্বারা তৃতীয়ে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সাদরে সেই দেবী পূজিতা হন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবীজযুক্তয়া ভক্ত্যা চাষ্টাক্ষর্য্যা চ বিদ্যয়া।
চতুর্থে পূজিতা দেবী শেষেণ বিঘ্ননাশিনী ॥ ৩৮ ॥

ভক্তিসহকারে অষ্টাক্ষরী বিদ্যাদ্বারা চতুর্থে বিঘ্ননাশিনী সেই দেবী শেষ কর্ত্তৃক সেবিতা হন ॥ ৩৮ ॥

তেনৈব সেবিতা বিদ্যা মায়াযুক্তা নবাক্ষরী।
বিদ্যা সা চাপি ধর্ম্মেণ সেবিতা পরমেশ্বরী ॥ ৩৯ ॥

শেষসেবিত বিদ্যা মায়াযুক্তা নবাক্ষরী, সেই বিদ্যা পরমেশ্বরী ধর্ম্ম কর্ত্তৃক সেবিতা হন ॥ ৩৯ ॥

ধর্ম্মেণ দত্তা সা বিদ্যা পুত্র নারায়ণর্ষয়ে।
নরায় শুদ্ধভক্তায় সা চ বিদ্যা মনোহরা ॥ ৪০ ॥

হে বৎস! ধর্ম্ম সেই বিদ্যা নারায়ণর্ষিকে প্রদান করেন। শুদ্ধভক্ত নর তাহাকে প্রাপ্ত হন, সেই মনোহরা বিদ্যা ॥ ৪০ ॥

নবাক্ষরী মহাবিদ্যা কামদেবেন সেবিতা।
তদধীনং সর্ব্ববিশ্বং পূজ্যয়া বিদ্যয়া যয়া ॥ ৪১ ॥

নবাক্ষরী মহাবিদ্যা কামদেব কর্ত্তৃক সেবিতা হন, যে পূজ্যবিদ্যা-প্রভাবে সমস্ত বিশ্ব তাহার অধীন হইয়াছে ॥ ৪১ ॥

সংপ্রাপ দাহিকাং শক্তিং বহ্নিশ্চ বিদ্যয়া যয়া।
নবাক্ষরী মহাবিদ্যা বায়ুনা পরিষেবিতা ॥ ৪২ ॥

যে বিদ্যা প্রভাবে বহ্নি দাহিকা শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। বায়ু কর্তৃক নবাক্ষরা বিদ্যা সেবিতা হন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বেষাং প্রাণরূপশ্চ পূজ্যয়া বিদ্যয়া যয়া।
সর্ব্বাধারশ্চ পূজ্যশ্চ বলবান্ সর্ব্বতোঽভবৎ ॥ ৪৩ ॥

এবং বায়ু যে বিদ্যা প্রভাবে বিশ্বের প্রাণস্বরূপ সর্ব্বাধার সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য ও বলবান হইয়াছেন ॥৪৩ ॥

শেষাধারশ্চ কূর্ম্মশ্চ পূজ্যয়া বিদ্যয়া যয়া।
বিশ্বাধারশ্চ শেষশ্চ তয়া চ বিদ্যয়া মুনে ॥ ৪৪ ॥

হে মুনে! যে পূজ্য বিদ্যার প্রভাবে কূর্ম্ম শেষের আধার হইয়াছেন। এবং শেষও বিশ্বের আধার হইয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

ধরাধারা চ সর্ব্বেষাং তয়া চ বিদ্যয়া সদা।
তয়ৈব বিদ্যয়া শুদ্ধা গঙ্গা ভুবনপাবনী ॥ ৪৫ ॥

যে বিদ্যা বলে ধরা সকলের আধার স্বরূপ হইয়াছেন। এবং সেই বিদ্যা বলে বিশুদ্ধা গঙ্গাও ভুবনপাবনী হইয়াছেন ॥৪৫॥

তয়ৈব তুলসী শুদ্ধা তীর্থপূতা বভূব সা।
তয়া স্বাহা বহ্নিজায়া পিতৃণাং কামিনী স্বধা ॥ ৪৬ ॥

সেই বিদ্যাপ্রভাবে তুলসী শুদ্ধা ও তীর্থবৎ পবিত্রা হইয়াছেন। সেই বিদ্যা বলে স্বাহা বহ্নিপত্নী ও স্বধা পিতৃগণের কামিনী হইয়াছেন ॥৪৬ ॥

লক্ষ্মীর্ম্মায়া কামবাণী সর্ব্বাদ্যা প্রণবাদিকা।
রাসেশ্বরী রাধিকা সা ভেত্তা বহ্নিপ্রিয়াত্মকা ॥ ৪৭ ॥

লক্ষ্মী, মায়া, কামবাণী, সর্ব্বাদ্যা, প্রণবাদিকা, রাসেশ্বরী, রাধিকা তিনিই রাধিকা ভেত্তা এবং স্বাহাত্মা ॥ ৪৭ ॥

তৎষোড়শী মহাবিদ্যা পরিপূর্ণতমা শ্রুতৌ।
কামধেনুস্বরূপা সা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৪৮।

সেই ষোড়শাক্ষরী মহাবিদ্যাকে শ্রুতিশাস্ত্রে পরিপূর্ণতমা বলে। তিনি কামধেনুস্বরূপা ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ৪৮ ॥

পুরা সনৎকুমারেণ ষোড়শী পরিষেবিতা।
সনকেন সনন্দেন তথা সনাতনেন চ ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্বে সনৎকুমার, সনক, সনন্দ এবং সনাতন, ষোড়শী বিদ্যার সেবা করেন ॥ ৪৯ ॥

শুক্রেণ গুরুণা পূজ্যা সিদ্ধা ব্যাসেন সেবিতা।
পপৌ সমুদ্রং সোঽগস্ত্যঃ পূজ্যয়া বিদ্যয়া যয়া ॥ ৫০ ॥

দৈত্যগুরু শুক্র যে পূজ্য বিদ্যায় সিদ্ধ হন, এবং ব্যাসদেব যাহার সেবা করেন, অগস্ত্য যে বিদ্যা প্রভাবে সমুদ্র শোষণ করেন ॥ ৫০ ॥

রাসেশ্বরী ঙেন্তহীনা ষোড়শ্যা মুনিপুঙ্গব।
দধীচিনা সেবিতা সা বিদ্যা চ দ্বাদশাক্ষরী ॥ ৫১ ॥

হে মুনিপুঙ্গব! ষোড়শী বিদ্যায় রাসেশ্বরী ঙেন্তহীনা হন, দধীচি, দ্বাদশ অক্ষরী যে বিদ্যা তাঁহার সেবা করেন ॥ ৫১ ॥

তয়া তদস্থি চাব্যর্থমন্ত্রমেব বভূব হ।
চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নং মুনিরাসীন্নিরাপদঃ ॥ ৫২ ॥

সেই বিদ্যাপ্রভাবে তাঁহার অস্থি অব্যর্থ মন্ত্রস্বরূপ হয়, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র গত হইলেও যে মুনি নিরাপদ হইয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

স্বেচ্ছামৃত্যুর্ম্মুনিশ্চৈব জাতঃ কালোঽপি বিদ্যয়া।
দেবানাং প্রার্থনেনৈব তত্যাজ স কলেবরং ॥ ৫৩ ॥

যে বিদ্যাপ্রভাবে স্বেচ্ছামৃত্যু সেই মুনি কালকেও পরাজয় করেন, তিনি কেবল দেবতাগণের প্রার্থনায় নিজ দেহ পরিত্যাগ করেন ॥ ৫৩ ॥

মত্তো মন্ত্রং গৃহীত্বা চ জজাপ পুষ্করে মুনিঃ।
শতবর্ষং তপস্তপ্ত্বা দদর্শ পরমেশ্বরীং ॥ ৫৪ ॥

সেই মুনি আমার নিকট মন্ত্রলাভ করিয়া পুষ্করে জপ করেন, শত বর্ষ তপস্যা করিয়া পরমেশ্বরীর দর্শন প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥

দত্ত্বা সা স্বপদং তস্মৈ গোলোকঞ্চ জগাম সা।
দেহং ত্যক্ত্বা চ স মুনির্গোলোকং প্রযযৌ পুরা ॥৫৫ ॥

পূর্ব্বে দেবী তাহাকে নিজ পদ প্রদান করিয়া গোলোকে গমন করেন। সেই মুনিও দেহ পরিত্যাগ করিয়া গোলোকে গমন করেন ॥ ৫৫ ॥

ইত্যেবং কথিতং বৎস কবচং পরমাদ্ভুতং।
পরমানন্দসন্দোহং বেদেষু চ সুদুর্লভং ॥ ৫৬ ॥

হে বৎস! পরমাদ্ভুত, পরমানন্দ সন্দোহ, বেদে দুর্ল্লভ কবচের কথা তোমায় বলিলাম ॥ ৫৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণেনৈব কথিতং মহ্যং ভক্তায় ভক্তিতঃ।
ময়া তুভ্যং প্রদত্তঞ্চ প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অতিভক্ত আমায় বলিয়াছিলেন আমিও তোমায় বলিলাম, ইহা আর কাহাকেও বলা উচিত নহে ॥ ৫৭ ॥

গুরুমভ্যর্চ্য বিধিনা বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
নমস্কৃত্য পরং ভক্ত্যা কবচং ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ৫৮ ॥

বিধিবৎ বস্ত্র অলঙ্কার দ্বারা গুরুকে নমস্কারকরিয়া সুধী ব্যক্তি অতিভক্তি ভাবে নমস্কার পূর্ব্বক কবচ ধারণ করিবেক ॥ ৫৮ ॥

পঠিত্বা কবচং দিব্যং পরং সাদরপূর্ব্বকং।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা লভেত্তস্য শুভাশিষং ॥ ৫৯ ॥

অতিশয় আদরপূর্ব্বক দিব্য কবচ পাঠ করিয়া গুরুকে দক্ষিণা প্রদান করিয়া তাঁহার শুভ আশীষ লাভ করিবেক ॥ ৫৯ ॥

মহামূঢ়ো নোপদিষ্টঃ কবচং ধারয়েৎ পঠেৎ।
নিষ্ফলং তদ্ভবেৎ সর্ব্বং শতলক্ষং জপেদ্যদি ॥ ৬০ ॥

অনুপদিষ্ট মহামূঢ় ব্যক্তি, যদি কবচ ধারণ ও পাঠ করে, তবে শত লক্ষ জপে ও তাহার ক্রিয়াকলাপ নিষ্ফল হয়॥ ৬০॥

উপদিষ্টো যদি পঠেৎ ধারয়েৎ কণ্ঠদেশতঃ।
জলে বহ্নৌ চ শস্ত্রাস্ত্রে মরণং নো ভবেদ্ধ্রুবং॥ ৬১॥

উপদিষ্ট হইয়া যদি কবচ পাঠ করে, বা কণ্ঠদেশে ধারণ করে, তবে জলে, অগ্নিতে, অস্ত্রশস্ত্রে, তাহার কদাচ মৃত্যু হয় না॥ ৬১॥

কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
অনেন কবচেনৈব শঙ্খচূড়ঃ প্রতাপবান্॥ ৬২॥

কবচের প্রসাদে মনুষ্য জীবন্মুক্ত হয়। শঙ্খচূড় এই কবচ বলে প্রতাপবান্ হইয়াছিল॥ ৬২॥

যুযুধে স ময়া সার্দ্ধং বর্ষঞ্চ নর্ম্মদাতটে।
ন বিদ্ধো মম শূলেন দত্ত্বা চ কবচং মৃতঃ॥ ৬৩॥

নর্ম্মদাতীরে এক বৎসর পর্য্যন্ত আমার সহিত সংগ্রাম করে, এবং আমার শূলেও বিদ্ধ হইল না, কবচ প্রদান করিয়া সে দেহ পরিত্যাগ করে॥ ৬৩॥

সর্ব্বাণ্যেব হি দানানি ব্রতানি নিয়মানি চ।
তপাংসি যজ্ঞাঃ পুণ্যানি তীর্থান্যনশনানি চ॥ ৬৪॥

নিখিল দান, ব্রত, নিয়ম, তপস্যা, যজ্ঞ, পুণ্য, তীর্থ ও অনশন॥৬৪॥

সর্ব্বাণি কবচস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা ভজেদ্যঃ পরমেশ্বরীং॥ ৬৫॥

এই সমস্ত, এই কবচের ষোড়শ কলারও সদৃশ নহে। এই কবচ কি, তাহা না জানিয়া যে পরমেশ্বরীর উপাসনা করে॥ ৬৫॥

শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং রাধিকাকবচং মুনে॥ ৬৬॥

সেই ব্যক্তির শত লক্ষবার জপ করিলেও মন্ত্র সিদ্ধ হয় না। হে মুনে! এইরূপে তোমায় রাধিকা কবচ বলিলাম ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শিবনারদসংবাদে
দ্বিতীয়রাত্রে ভক্তিজ্ঞানকথনে কবচপ্রকাশনং
নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শিবনারদসংবাদে
দ্বিতীয়রাত্রে ভক্তিজ্ঞানকথনে কবচ প্রকাশন
নামক পঞ্চম অধ্যায় ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

রাধিকাপ্রশংসা।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

জগন্মাতুরুপাখ্যানং তুভ্যঞ্চ কথিতং ময়া।
সুদুর্লভং সুগুপ্তঞ্চ বেদেষু চ চতুর্ষু চ॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। চতুর্ব্বেদে সুদুর্লভ, সুগুপ্ত জগন্মাতার উপাখ্যান তোমায় বলিলাম॥ ১॥

পুরাণেষ্বিতিহাসেষু পঞ্চরাত্রেষু পঞ্চসু।
অতীব পুণ্যদং শুদ্ধং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং॥ ২॥

পুরাণ, ইতিহাস, এবং অপর পঞ্চবিধ পঞ্চরাত্রে ও সুদুর্লভ অতিশয় পুণ্যপ্রদ, পবিত্র, সর্ব্বপাপপ্রণাশক॥ ২॥

সংক্ষেপেণৈব কথিতং রাধাখ্যানং মনোহরং।
কাপিলেয়ে পঞ্চরাত্রে বিস্তীর্ণমতিসুন্দরং॥ ৩॥

ঃ মনোহর রাধার আখ্যান অতি সংক্ষেপেই বলিলাম, কাপিলের পঞ্চ-
ও বিদ্ধ অতিশয় বিস্তীর্ণ, ও অতিশয় সুন্দর॥ ৩॥

সর্ব্বাণেয়ণেন কথিতং মুনয়ে কপিলায় চ।
তপাংসি যত্রে পুণ্যতমে প্রত্যক্ষং মম সন্নিধৌ॥ ৪॥

নিখিল দান, ব্রহ্মক্ষেত্রে ও আমার সমক্ষে নারায়ণ কপিল মুনিকে

সর্ব্বাণি কবচস্য [illegible]ণা সার্দ্ধং শুশ্রাব কমলোদ্ভবঃ।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা [illegible]র্ব্বে চেদমেব পরং বচঃ॥ ৫॥

এই সমস্ত, এই কবচের মন্ত্র শ্রবণ করেন এবং সমস্ত মুনিগণ ও এই পরম তাহা না জানিয়া যে পরমেশ্বরীঃ

শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন [illegible] পশ্চাৎ কৃষ্ণঞ্চ মাধবং।
ইত্যেবং কথিতং স[illegible]ঠৎ ব্রহ্মহত্যাং লভেদ্ধ্রুবং॥ ৬॥

প্রথমে রাধা শব্দ উচ্চারণ করিবেক, তৎপরে কৃষ্ণ অথবা মাধব শব্দ উচ্চারণ করিবেক, যদি ইহার বিপরীত পাঠ করে, তবে সে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হয় ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণো জগতাং তাতো জগন্মাতা চ রাধিকা।
পিতুঃ শতগুণে মাতা বন্দ্যা পূজ্যা গরীয়সী ॥ ৭॥

শ্রীকৃষ্ণ জগতের পিতা, রাধিকা জগন্মাতা, পিতা অপেক্ষা মাতা শত গুণে মান্যা, পূজ্যা, ও গুরুতমা হয়েন ॥ ৭ ॥

দৈবদোষেণ মহতা যে চ নিন্দন্তি রাধিকাং।
বামাচারাশ্চ মূর্খাশ্চ পাপিনশ্চ হরিদ্বিষঃ ॥ ৮ ॥

যাহারা মহৎদুরদৃষ্টবশতঃ রাধিকার নিন্দা করে, তাহারা বামশীল, মূর্খ অতিপাপী হরিদ্বেষী হইয়া থাকে ॥৮ ॥

কুম্ভীপাকে তপ্ততৈলে তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মণঃ শতং।
ইহৈব তদ্বংশহানিঃ সর্ব্বনাশায় কল্পতে ॥ ৯ ॥

তাহারা, কুম্ভীপাকে, তপ্ততৈলে, ব্রহ্মার বয়ঃক্রম কাল ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে এবং ইহলোকেই তাহাদের বংশহানি ও সর্ব্বনাশ হয় ॥ ৯ ॥

ভবেদ্রোগী চ পতিতো বিঘ্ন স্তস্য পদে পদে।
হরিণোক্তং ব্রহ্মক্ষেত্রে ময়া চ ব্রহ্মণা শ্রুতং ॥ ১০ ॥

সে ব্যক্তি রোগী ও পতিত হয় এবং তাহার এই সর্ব্ব বিঘ্ন উপস্থিত হয়। ব্রহ্মক্ষেত্রে ইহা হরি বলিয়াছেন, আমি ব্রহ্মার নিকট শ্রবণ করিয়াছি ॥১০॥

ত্রৈলোক্যপাবনীং রাধাং সন্তোঽসেবন্ত নিত্যশঃ।
যৎপাদপদ্মে ভক্ত্যাঽর্ঘ্যং নিত্যং কৃষ্ণো দদাতি চ ॥ ১১ ॥

সাধুগণ নিরন্তর ত্রৈলোক্যতারিণী রাধার উপাসনা করেন। কৃষ্ণও প্রত্যহ ভক্তিভাবে তাঁহার পাদপদ্মে অর্ঘ্য প্রদান করেন ॥ ১১ ॥

যৎপাদপদ্মনখরে পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে।
সুস্নিগ্ধালক্তকরসং প্রেম্না ভক্ত্যা দদৌ পুরা ॥ ১২ ॥

পূর্ব্বে পবিত্র বৃন্দাবন বনে কৃষ্ণ, ভক্তিভাবে ও প্রেমপরতন্ত্র হইয়া পাদ-পদ্মনখরে সুস্নিগ্ধ অলক্তকরস প্রদান করেন ॥ ১২ ॥

রাধাচর্ব্বিততাম্বূলং চখাদ মধুসূদনঃ।
দ্বয়োশ্চৈকো ন ভেদশ্চ দুগ্ধধাবল্যয়োর্যথা ॥ ১৩ ॥

মধুসূদন রাধাচর্ব্বিত তাম্বুল ভক্ষণ করেন, দুই এক, দুগ্ধধাবল্যের ন্যায় তাঁহাদের কোন প্রভেদ নাই ॥ ১৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণোরসি যা রাধা যদ্বামাংশেন সম্ভবা।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে সা চ নারায়ণোরসি ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলবাসিনী রাধা তাঁহার বামাংশসম্ভবা, তিনিই বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী নাম গ্রহণ করিয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থল-নিবাসিনী হইয়াছেন ॥১৪ ॥

সরস্বতী সা চ দেবী বিদুষাং জননী পরা।
ক্ষীরোদসিন্ধুকন্যা সা বিষ্ণুরসি চ মায়য়া ॥ ১৫ ॥

তিনিই সরস্বতী এবং বিদ্বৎগণের জননী, তিনিই মায়ায় ক্ষীরোদসিন্ধুর তনয়া হইয়া বিষ্ণুর উরঃস্থলশায়িনী হইয়াছেন ॥ ১৫ ॥

সাবিত্রী ব্রহ্মণো লোকে ব্রহ্মবক্ষঃস্থলস্থিতা।
পুরা সুরাণাং তেজঃসু সাবির্ভূতা দয়া হরেঃ ॥ ১৬ ॥

ব্রহ্মলোকে তিনিই সাবিত্রী হইয়া ব্রহ্মার বক্ষঃস্থলশায়িনী হইয়াছেন। পুরাকালে দেবতাদিগের তেজে আবির্ভূতা হরির দয়া রূপিণী ॥ ১৬ ॥

স্বয়ং মূর্ত্তিমতী ভূত্বা জঘান দৈত্যসঞ্জকান্।
দদৌ রাজ্যং মহেন্দ্রায় কৃত্বা নিষ্কণ্টকং পদং ॥ ১৭ ॥

স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া দৈত্যকুল নিধন করেন, এবং ইন্দ্রকে অকণ্টক রাজ্যপদ প্রদান করেন ॥ ১৭ ॥

কালেন সা ভগবতী বিষ্ণুমায়া সনাতনী।
বভূব দক্ষকন্যা চ পরং কৃষ্ণাজ্ঞয়া মুনে ॥ ১৮ ॥

হে মুনে! কৃষ্ণের আদেশে সেই সনাতনী ভগবতী বিষ্ণুমায়া কালক্রমে দক্ষ প্রজাপতির দুহিতা হন॥ ১৮॥

ত্যক্ত্বা দেহং পিতুর্যজ্ঞে মমৈব নিন্দয়া মুনে।
পিতৄণাং মানসী কন্যা মেনাকন্যা বভুব সা॥ ১৯॥

হে মুনে! পিতার যজ্ঞক্ষেত্রে আমার নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ করতঃ পিতৃগণের মনঃসংকল্পসম্ভবা মেনকার তনয়া হন॥ ১৯॥

আবির্ভূতা পর্ব্বতে সা তেনেয়ং পার্ব্বতী সতী।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী॥ ২০॥

পর্ব্বতে আবির্ভূতা হইয়াছেন বলিয়া সেই সতীর নাম পার্ব্বতী হইয়াছে, তিনি সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী তাঁহার অপর নাম দুর্গতিনাশিনী দুর্গা॥ ২০॥

বুদ্ধিস্বরূপা পরমা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
সম্পদ্রূপেন্দ্রগেহে সা স্বর্গলক্ষ্মীস্বরূপিণী॥ ২১॥

তিনি পরমাত্মা কৃষ্ণের প্রধান বুদ্ধিস্বরূপিণী সম্পত্তিরূপা, তিনিই ইন্দ্রভবনে স্বর্গলক্ষ্মীস্বরূপিণী॥ ২১॥

মর্ত্ত্যে লক্ষ্মী রাজগেহে গৃহলক্ষ্মীর্গৃহে গৃহে।
পৃথক্ পৃথক্ চ সর্ব্বত্র গ্রামেষু গ্রাম্যদেবতা॥ ২২॥

মর্ত্ত্যলোকে, রাজভবনে তিনিই লক্ষ্মী, এবং প্রতি গৃহে গৃহলক্ষ্মী ও তিনি ইহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে সমস্ত গ্রামে গ্রাম্যদেবতা॥ ২২॥

জলে সত্যস্বরূপা সা গন্ধরূপা চ ভূমিষু।
শব্দরূপা চ নভসি শোভারূপা নিশাকরে॥ ২৩॥

তিনি জলে সত্যস্বরূপা, ভূমিতে গন্ধস্বরূপা, আকাশে শব্দস্বরূপা, চন্দ্রে শোভাস্বরূপা হয়েন॥ ২৩॥

প্রভারূপা ভাস্করে সা নৃপেন্দ্রেষু চ সর্ব্বতঃ।
বহ্নৌ সা দাহিকা শক্তিঃ সর্ব্বশক্তিশ্চ জন্তুষু॥ ২৪॥

সূর্য্যে এবং অখিল নৃপেন্দ্রসমীপে তিনিই প্রভাস্বরূপা, তিনিই বহ্নির দাহিকা শক্তি এবং জন্তুদিগের ও সর্ব্বশক্তিস্বরূপা॥ ২৪॥

স্বষ্টিকালে চ সা দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
মাতা ভবেন্মহাবিষ্ণোঃ স এব চ মহান্ বিরাট্ ॥ ২৫ ॥

স্বষ্টিসময়ে সেই দেবীকেই মূলপ্রকৃতি ও ঈশ্বরী কহে। তিনিই মহাবিষ্ণুর জননী, সেই মহাবিষ্ণুই মহান্ ও বিরাট্ নামে বিখ্যাত ॥২৫ ॥

যস্য লোমস্থু বিশ্বানি তেন বাস্থঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তস্য দেবোঽপি শ্রীকৃষ্ণো বাস্থদেব ইতীরিতঃ ॥ ২৬ ॥

যাঁহার লোমকূপে বিশ্ব সকল আছে বলিয়া তাঁহার নাম বাস্থ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারও দেব এই নিমিত্ত তাঁহাকে বাস্থদেব বলে ॥ ২৬ ॥

মহতো বৈ স্বষ্টিবিধৌ চাহঙ্কারোঽভবন্মুনে।
ততো হি রূপতন্মাত্রং শব্দতন্মাত্র ইত্যতঃ ॥ ২৭ ॥

হে মুনে! স্বষ্টির আরম্ভে মহৎ হইতে অহঙ্কার জন্মে। তাহা হইতে রূপ তন্মাত্র, এবং রূপতন্মাত্র হইতে শব্দতন্মাত্র হয় ॥ ২৭ ॥

ততো হি স্পর্শতন্মাত্রমেবং স্বষ্টিক্রমং মুনে।
স্বষ্টিবীজস্বরূপা সা ন হি স্বষ্টিস্তয়া বিনা ॥ ২৮ ॥

হে মুনে! শব্দতন্মাত্র হইতে স্পর্শতন্মাত্র হয়, এই রূপে স্বষ্টির ক্রম অবগত হও। সেই দেবীই স্বষ্টির বীজস্বরূপা, তাঁহা ব্যতিরেকে স্বষ্টি হইতে পারে না ॥ ২৮ ॥

বিনা মৃদং ঘটং কর্ত্তুং কুলালশ্চ ন চ ক্ষমঃ।
বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥ ২৯ ॥

কুম্ভকার মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট নির্ম্মাণে সমর্থ হয় না, স্বর্ণকার ও স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডল নির্ম্মাণে সমর্থ হয় না ॥ ২৯ ॥

এবং তে কথিতং সর্ব্বমাখ্যানমতিদুর্লভং।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিশোকদুঃখহরং পরং ॥ ৩০ ॥

এই রূপে তোমায় সুদুর্লভ, জন্ম, মৃত্যু, জরা, রূপ ব্যাধিবিনাশক, সমস্ত আখ্যান বর্ণন করিলাম ॥৩০ ॥

আরাধ্য সুচিরং কৃষ্ণং যদ্‌যৎকার্য্যং ভবেন্নৃণাং।
রাধোপাসনয়া তচ্চ ভবেৎ স্বল্পেন কালতঃ॥ ৩১॥

নরগণ কৃষ্ণের চির কাল আরাধনা করিয়া যে যে ফল লাভ করে, তাহা শ্রীরাধিকার স্বল্পকাল মাত্র আরাধনা করিলে প্রাপ্ত হয়॥ ৩১॥

তস্যাপি মায়য়া সার্দ্ধং সর্ব্বং বিশ্বং মহামুনে।
বিষ্ণুমায়া ভগবতী কৃপাং যং যং করোতি চ॥ ৩২॥

হে মহামুনে! এই চরাচর নিখিল বিশ্বই তাঁহার মায়া-সম্বলিত হয়। বিষ্ণুমায়া ভগবতী যে যে ব্যক্তিকে কৃপা করেন॥ ৩২॥

স চ প্রাপ্নোতি কৃষ্ণঞ্চ তদ্ভক্তিদাস্যমীপ্সিতং।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং পরঞ্চ সুখমোক্ষদং॥
নীতিসারঞ্চ শুভদং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৩৩॥

সে ব্যক্তি, কৃষ্ণ ও তাঁহার প্রতি ভক্তি ও অভীষ্ট এবং তাঁহার দাসত্ব প্রাপ্ত হয়, এইরূপে উৎকৃষ্ট সুখ ও মোক্ষপ্রদ নীতিসার, এবং শুভপ্রদ সমস্ত বিষয় বলিলাম, আর কি শুনিতে অভিলাষ কর॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে শিব-
নারদসংবাদে ভক্তিজ্ঞানকথনে রাধাপ্রশংসা
নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে শিব-
নারদসম্বাদে ভক্তিজ্ঞান কথনে রাধাপ্রশংসা নাম
ষষ্ঠ অধ্যায়॥ ৬॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

মুক্তিজ্ঞান কথন।

শ্রীনারদ উবাচ।

ভক্তিজ্ঞানং শ্রুতং নাথ পরমাদ্ভুতমীপ্সিতং।
মুক্তিজ্ঞানবিধানঞ্চ বিস্তীর্ণং বক্তুমর্হসি ॥ ১ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন। হে প্রভো! অভীপ্সিত অদ্ভুত ভক্তিকথা শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে মুক্তিজ্ঞান বিধান বিস্তার রূপে বর্ণনা করুন ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

লীনতা হরিপাদাব্জে মুক্তিরিত্যভিধীয়তে।
ইদমেব হি নির্ব্বাণং বৈষ্ণবানামসম্মতং ॥ ২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। হরিপাদপদ্মে লয়প্রাপ্তিকেই মুক্তি কহে। ইত্যাকার মোক্ষ বৈষ্ণবের অসম্মত ॥ ২ ॥

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যমিত্যতঃ ক্রমাৎ।
ভোগরূপঞ্চ সুখদমিতি মুক্তিচতুষ্টয়ং ॥ ৩ ॥

সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য এই ক্রমে ভোগরূপ, সুখদ এই চারি প্রকার মুক্তি হয় ॥ ৩ ॥

শ্রীহরের্ভক্তিদাস্যঞ্চ সর্ব্বমুক্তেঃ পরং মুনে।
বৈষ্ণবানামভিমতং সারাৎসারং পরাৎ পরং ॥ ৪ ॥

হে মুনে! শ্রীহরিপ্রতি ভক্তি ও তাঁহার দাসত্ব, ইহা সর্ব্বমুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও বৈষ্ণবগণের অভিমত, ইহা পরাৎপর ও সারাৎসার ॥ ৪ ॥

কাশ্যাঞ্চ মরণং পুত্র পরং নির্ব্বাণকারণং।
দক্ষকর্ণে মৃত্যুকালে ময়োক্তং মন্ত্রমেব চ ॥ ৫ ॥

হে পুত্র! মনুষ্যের কাশীধামে মৃত্যু অত্যন্ত নির্ব্বাণের কারণ। মরণ সময়ে দক্ষিণকর্ণে আমি মন্ত্রদান করি ঐ মদ্দত্ত মন্ত্র ॥ ৫ ॥

নির্ব্বাণমোক্ষদং বৎস কর্ম্মমূলনিকৃন্তনং।
নির্ব্বাণমোক্ষমেবেদং মোক্ষবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতং॥ ৬॥

হে বৎস! নির্ব্বাণ মোক্ষপ্রদ এবং কর্ম্মের মূলনাশক হয়। মোক্ষবিদ্ জনগণ ইহাকেই নির্ব্বাণ মোক্ষ কহে॥ ৬॥

গঙ্গায়াঞ্চ জলে মুক্তিঃ ক্ষেত্রে নারায়ণে মুনে।
জ্ঞানতশ্চেৎ ত্যজেৎ প্রাণান্ কৃষ্ণস্মরণপূর্ব্বকং॥
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে॥ ৭॥

হে মুনে! যদি জ্ঞানপূর্ব্বক কৃষ্ণস্মরণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে, তবে গঙ্গার জলে ও মুক্তি হয়, এবং নারায়ণক্ষেত্রে ও মুক্তি হয়, এবং গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে কি জল, কি স্থল কি অন্তরীক্ষ সর্ব্বত্রই মুক্তি হয়॥ ৭॥

শ্রীনারদ উবাচ।

প্রাণিনাং যেন মন্ত্রেণ মুক্তির্ভবতি শাশ্বতী।
বারাণস্যাং ত্বয়োক্তঞ্চ তন্মাং কথিতুমর্হসি॥ ৮॥

নারদ কহিলেন। বারাণসীক্ষেত্রে আপনি যে মন্ত্র বলিলেন, প্রাণিদিগের তাহাই নিত্যা মুক্তি হয়, সেই মন্ত্র আপনাকে আমায় বলিতে হইবে॥ ৮॥

অন্যথাঽহং কৃপাসিন্ধো সদ্যস্ত্যক্ষ্যে কলেবরং।
মাং ভক্তমনুরক্তঞ্চ নাথ মা কুরু বঞ্চনাং॥ ৯॥

হে কৃপাসিন্ধো! তাহা না বলিলে আমি এইক্ষণেই আপনার সমক্ষে কলেবর ত্যাগ করিব। হে নাথ! অনুরক্ত ভক্ত এই দাসকে বঞ্চনা করিবেন না॥ ৯॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

গুপ্তং বেদপুরাণেষু চেতিহাসেষু নারদ।
পঞ্চরাত্রেষু সর্ব্বেষু কথং বক্ষ্যামি মাং বদ॥ ১০॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। হে নারদ! ইতিহাসে, বেদে, পুরাণে, এবং সকল পঞ্চরাত্রেও গুপ্তকথা তোমায় কি প্রকারে বলি তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য॥ ১০॥

অহং হত্যাভয়েনৈব বক্ষ্যামি গোপনং পরং।
শ্রুয়তাং দক্ষকর্ণে চ ন বক্তব্যং কদাচন ॥ ১১ ॥

যাহা হউক আমি হত্যা ভয়ে অতি গুপ্ত কথা বলিতেছি, তাহা দক্ষিণ কর্ণে শ্রবণ কর, ইহা কদাচ প্রকাশ করিও না।

মন্ত্রোঽয়ং মন্ত্রসারাদ্যঃ সর্ব্বাদ্যবীজমধ্যমঃ।
পঞ্চবর্গাদ্বিতীয়শ্চ বর্ণশ্চ গুরুমান্ ভবেৎ ॥ ১২ ॥

এই মন্ত্র মন্ত্রসারের প্রথম, সর্ব্বাদ্যবীজের মধ্যম, পঞ্চবর্গের দ্বিতীয় বর্ণ ও দীর্ঘবান হইবে ॥ ১২ ॥

পঞ্চমে পঞ্চমো বর্ণো বিষ্ণুমান্ ঙেন্ত এব সঃ।
জগৎপূতপ্রিয়ান্তশ্চ মন্ত্রঃ সপ্তাক্ষরো মুনে ॥ ১৩ ॥

হে মুনে! পঞ্চমে পঞ্চম বর্ণ বিষ্ণুমান্ ঙেন্ত স্বাহান্ত সেই মন্ত্র সপ্তাক্ষর হয় ॥ ১৩ ॥

প্রয়াগে মুণ্ডনঞ্চৈব পরং নির্ব্বাণকারণং।
দোলায়মানং গোবিন্দং পুণ্যে বৃন্দাবনে বনে ॥ ১৪ ॥

প্রয়াগে মুণ্ডন, নির্ব্বাণের কারণ, পুণ্য বৃন্দাবন বনে দোলায়মান গোবিন্দের দর্শন মুক্তির কারণ ॥ ১৪ ॥

দৃষ্টিমাত্রেণ বিপ্রেন্দ্র পরং নির্ব্বাণকারণং।
নির্ব্বাণং দৃষ্টিমাত্রেণ মঞ্চস্থং মধুসূদনং ॥ ১৫ ॥

হে দ্বিজবর! দর্শনমাত্রেই মুক্তির কারণ হয়, এবং মঞ্চস্থ মধুসূদনের দর্শনমাত্র মোক্ষ লাভ হয় ॥ ১৫ ॥

রথস্থং বামনঞ্চৈব নির্ব্বাণং দৃষ্টিমাত্রতঃ।
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায়াঞ্চ রাধার্চ্চাদৃষ্টিপূজনং ॥ ১৬ ॥

রথস্থ বামনের দর্শনমাত্র মোক্ষ হয়, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় রাধার অর্চ্চন, দর্শন ও পূজন ॥ ১৬ ॥

যত্র তত্র ন নিয়মঃ পরং নির্ব্বাণকারণং।
পরং শিবচতুর্দ্দশ্যাং শিবং সংস্থাপ্য পূজনং ॥ ১৭ ॥

যে কোন স্থানে হউক না কেন ইহা নির্ব্বাণের কারণ হয়। শিবচতুর্দ্দশীতে শিবস্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা করিবে॥ ১৭॥

তদ্দিনেঽনশনং বিপ্র পরং নির্ব্বাণকারণং।
শুভাশুভঞ্চ যৎকর্ম্ম তত্তৎকর্ম্মনিকৃন্তনং॥ ১৮॥

হে বিপ্র! সেই দিনে অনশন করিলে মোক্ষ লাভ হয়। এবং শুভ অশুভ কর্ম্মের নাশ হয়॥ ১৮॥

স্মরণং শ্রীহরেঃ পাদপদ্মং নির্ব্বাণকারণং।
বৈশাখ্যাং পুষ্করস্নানং পরং নির্ব্বাণকারণং॥ ১৯॥

শ্রীহরির স্মরণ নির্ব্বাণের কারণ, এবং বৈশাখীপূর্ণিমাতে পুষ্করতীর্থে স্নান করিলে মোক্ষ লাভ হয়॥ ১৯॥

গঙ্গাসাগরতোয়ে চ মৃত্যুর্নির্ব্বাণকারণং।
কার্ত্তিক্যাঞ্চ শিলাদানং পৃথ্বীবিপুলদানকং॥ ২০॥

গঙ্গাসাগর-সলিলে মৃত্যু হইলে নির্ব্বাণ হয়, কার্ত্তিকেতে শিলাদান ও বহু ভূমিদান॥ ২০॥

কার্ত্তিকে তুলসীদানং পরং নির্ব্বাণকারণং।
ব্রহ্মসংস্থাপনঞ্চৈব পরং নির্ব্বাণকারণং॥ ২১॥

এবং কার্ত্তিকে তুলসীদান মোক্ষকারণ হয়, ব্রহ্ম সংস্থাপন ও নির্ব্বাণ কারণ হয়॥ ২১॥

কন্যাদানং বৈষ্ণবে চ পরং নির্ব্বাণকারণং।
পরং নির্ব্বাণবীজঞ্চ বৈষ্ণবোচ্ছিষ্টভক্ষণং॥ ২২॥

বৈষ্ণবকে কন্যাদান করিলে মুক্তি হয়, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন নির্ব্বাণের কারণ॥ ২২॥

বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকানাং দ্বিজানাঞ্চ দ্বিজর্ষভ।
তৎপাদোদকভক্ষ্যঞ্চ পরং নির্ব্বাণকারণং॥ ২৩॥

হে দ্বিজবর! বিষ্ণুমন্ত্রোপাসক ব্রাহ্মণগণের পাদোদক ভক্ষণ মুক্তির কারণ॥ ২৩।

স্বর্ণশৃঙ্গনিবদ্ধানাং গবাং লক্ষপ্রদানকং।
পৃথ্বীদানঞ্চ বিপ্রেন্দ্র পরং নির্ব্বাণকারণং ॥ ২৪ ॥

হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! স্বর্ণের শৃঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া তৎসহ লক্ষ গাভীদান, এবং পৃথিবীদান নির্ব্বাণের কারণ ॥ ২৪ ॥

পরে নারায়ণক্ষেত্রে লক্ষনাম হরের্জপেৎ।
নাশনং সর্ব্বপাপানাং পরং নির্ব্বাণকারণং ॥ ২৫ ॥

প্রধান নারায়ণক্ষেত্রে যদি লক্ষবার হরির নাম জপ করে, তাহা হইলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়, এবং মোক্ষ প্রাপ্তি হয় ॥ ২৫ ॥

শিবলক্ষার্চ্চনং ভক্ত্যা ক্ষেত্রে নারায়ণে মুনে।
বিধিবদ্দক্ষিণাদানং পরং নির্ব্বাণকারণং ॥ ২৬ ॥

হে মুনে! নারায়ণক্ষেত্রে মহাদেবের লক্ষবার ভক্তিভাবে পূজা করিলে বিধি অনুসারে দক্ষিণা প্রদান করিলে মোক্ষ হয় ॥ ২৬ ॥

পরং রাধেশয়োর্ম্মন্ত্রগ্রহণং বৈষ্ণবাদ্দ্বিজাৎ।
শুদ্ধে নারায়ণক্ষেত্রে পরং নির্ব্বাণকারণং ॥ ২৭ ॥

বিশুদ্ধ নারায়ণক্ষেত্রে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণের নিকট হইতে রাধা ও কৃষ্ণের মন্ত্রগ্রহণ করিলে মুক্তি লাভ হয় ॥ ২৭ ॥

গ্রন্থাষ্টাদশসাহস্রং দ্বাদশস্কন্ধসম্মিতং।
শুকপ্রোক্তং ভাগবতং শ্রুত্বা নির্ব্বাণতাং ব্রজেৎ ॥ ২৮ ॥

অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকপরিমিত দ্বাদশস্কন্ধসংযুক্ত শুকপ্রোক্ত ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ করিলে মোক্ষপ্রাপ্তি হয় ॥ ২৮ ॥

পুরা ভগবতা প্রোক্তং কৃষ্ণেন ব্রহ্মণে মুনে।
পুরাণসারং শুদ্ধং তত্তেন ভাগবতং বিদুঃ ॥ ২৯ ॥

হে মুনে! পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে পুরাণের সারভূত বিশুদ্ধ বিষয় কহিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত উহার নাম ভাগবত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তশ্রবণং পরং নির্ব্বাণকারণং।
যত্রৈব বিবৃতং ব্রহ্ম শুদ্ধনির্গুণমীপ্সিতং ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রবণ মোক্ষের কারণ, যাহাতে শুদ্ধ, নির্গুণ, অভি-লষিত ব্রহ্মের স্বরূপ বিবৃত হইয়াছে ॥ ৩০ ॥

ব্রাহ্মপ্রকৃতিগাণেশকৃষ্ণাবির্ভাববর্ণনং।
চতুঃখণ্ডপরিমিতং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমীপ্সিতং ॥ ৩১ ॥

যাহা ব্রাহ্ম, প্রকৃতি, গণেশ, ও কৃষ্ণের আবির্ভাব বর্ণন হেতুক চারিখণ্ডে বিভক্ত, উহাকেই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত কহে, এবং উহা অত্যন্ত অভীপ্সিত ॥ ৩১ ॥

পরাশরকৃতং পুণ্যং ধন্যং বিষ্ণুপুরাণকং।
ভক্ত্যা তচ্ছ্রবণং বৎস পরং নির্ব্বাণকারণং ॥ ৩২ ॥

পরাশরকৃত পবিত্র, শ্লাঘনীয়, বিষ্ণুপুরাণ ভক্তিভাবে শ্রবণ করিলে মুক্তি লাভ হয় ॥ ৩২ ॥

যত্র তত্র দিনে বৎস হরের্নামানুকীর্ত্তনং।
পরং নির্ব্বাণবীজঞ্চ শ্রীকৃষ্ণব্রতপূজনং ॥ ৩৩ ॥

হে বৎস! যে কোন দিনে হরির নাম কীর্ত্তন এবং শ্রীকৃষ্ণের ব্রত ও তাঁহার পূজা মোক্ষের বীজস্বরূপ হয় ॥ ৩৩ ॥

যদ্যৎকৃতং সতাং কর্ম্ম কৃষ্ণে ভক্ত্যা তদর্পণং।
কর্ম্মনির্ম্মূলনং তচ্চ স্মরণং মুক্তিকারণং ॥ ৩৪ ॥

সাধুগণ, যে কোন কর্ম্ম ভক্তিদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করেন, উহা এবং শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ, কর্ম্মনাশক ও মুক্তির কারণ হয় ॥ ৩৪ ॥

যদেকশব্দশ্রবণং পঞ্চরাত্রেষু পঞ্চসু।
উপদিষ্টং ব্রাহ্মণাচ্চ পরং নির্ব্বাণকারণং ॥ ৩৫ ॥

পঞ্চপ্রকার পঞ্চরাত্রমধ্যে যে এক শব্দ শ্রবণমাত্র, এবং ব্রাহ্মণ হইতে উপদিষ্ট হওয়া মোক্ষের কারণ ॥ ৩৫ ॥

পতিব্রতানাং ভক্ত্যা চ ভর্ত্তুশ্চরণসেবনং।
দ্বিজার্চ্চনঞ্চ শূদ্রাণাং পরং নির্ব্বাণকারণং ॥ ৩৬ ॥

পতিব্রতা নারীগণ ভক্তিভাবে স্বামির চরণসেবা করিলে মুক্তি লাভ হয়। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের অর্চনা করিলে মুক্তি প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৬ ॥

চতুর্ণামপি বর্ণানাং গুরুকৃষ্ণার্চ্চনং পরং।
দ্বিজানাং বৈষ্ণবানাঞ্চ সেবনং মুক্তিকারণং ॥ ৩৭ ॥

চতুর্ব্বর্ণেরই গুরু ও কৃষ্ণের অর্চ্চনায় মুক্তি হয়, এবং দ্বিজ ও বৈষ্ণবের সেবাতেও মোক্ষ লাভ হয় ॥ ৩৭ ॥

আষাঢ়ীকার্ত্তিকীমাঘীবৈশাখীপূর্ণিমাসু চ।
তীর্থস্নানং প্রদানঞ্চ পরং নির্ব্বাণকারণং ॥ ৩৮ ॥

আষাঢ়, কার্ত্তিক, মাঘ এবং বৈশাখমাসের পূর্ণিমায় তীর্থস্নান ও দান করিলে মোক্ষ লাভ হয় ॥ ৩৮ ॥

পিতৃমাতৃগুরূণাঞ্চ সেবনং মুক্তিকারণং।
নিগ্রহশ্চ হৃষীকাণাং কেবলং মুক্তিকারণং ॥ ৩৯ ॥

পিতা, মাতা, ও গুরুজনের সেবা করিলে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিতে পারিলেও নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয় ॥ ৩৯ ॥

স্বধর্ম্মাচরণং শুদ্ধং বিধর্ম্মাচ্চ নিবর্ত্তনং।
বেদোক্তাচরণং বিপ্র পরং নির্ব্বাণকারণং ॥ ৪০ ॥

হে দ্বিজ! বিশুদ্ধ স্বধর্ম্মের আচরণ, বিধর্ম্ম হইতে নিবর্ত্তন, এবং বেদ-বিহিত আচরণ মোক্ষের কারণ হয় ॥ ৪০ ॥

দানং হিংসাবিহীনঞ্চ কৃতঞ্চানশনং মুনে।
নির্লিপ্তং শোভনং কর্ম্ম পরং নির্ব্বাণকারণং ॥ ৪১ ॥

হে মুনে! দান, হিংসারাহিত্য, অনশন, নির্দ্দোষিতা, বিশুদ্ধ কর্ম্মাচরণ মোক্ষের কারণ হয় ॥ ৪১ ।

দেবানাং সাত্ত্বিকী পূজা শুভদা মুক্তিদা মুনে।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ পরং নির্ব্বাণকারণং ॥ ৪২ ॥

হে মুনে! দেবতাদিগের সাত্ত্বিকী পূজা শুভপ্রদ ও মোক্ষপ্রদ হয় অহিংসা প্রধান ধর্ম্ম ও নির্ব্বাণের কারণ ॥ ৪২ ॥

সত্যত্রেতাদ্বাপরেষু সংন্যাসগ্রহণং সতাং।
দণ্ডগ্রহণমাত্রেণ পরং নির্ব্বাণকারণং ॥ ৪৩ ॥

সত্য, ত্রেতা, ও দ্বাপরযুগে সাধুগণ সংন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক দণ্ডগ্রহণ করিলে মোক্ষভাগী হয় ॥ ৪৩ ॥

কলৌ দণ্ডগ্রহেণৈব পরং নির্ব্বাণকারণং।
পরং বেদবিরুদ্ধঞ্চ বিপরীতায় কল্পতে ॥ ৪৪ ॥

কলিতে কেবল দণ্ডগ্রহণেই মোক্ষ লাভ হয়, কিন্তু বেদবিরুদ্ধ আচরণে বিপরীত ফল হয় ॥ ৪৪ ॥

পুত্রবন্ধুবিহীনানাং পালনঞ্চ স্বযোষিতাং।
পরস্ত্রীবর্জ্জনঞ্চৈব পরং নির্ব্বাণকারণং ॥ ৪৫ ॥

পুত্র ও বন্ধু বিহীনা স্বীয় যোষিদ্গণের পালনে, এবং পরস্ত্রী বর্জ্জন করিলে মোক্ষ লাভ হয় ॥ ৪৫ ॥

তৎপালনে লভেন্মোক্ষং ব্রহ্মহত্যাঞ্চ বর্জ্জনং।
অনাথাভগিনীকন্যাবধূনাং পরিপালকং ॥ ৪৬ ॥

ব্রাহ্মণের প্রতিপালন, এবং ব্রহ্মহত্যা পরিত্যাগ করিলে মোক্ষ লাভ হয়, অনাথা ভগিনী, কন্যা ও বধূ পরিপালনেও তাহাই হয় ॥ ৪৬ ॥

কেবলং মোক্ষবীজঞ্চ তত্ত্যাগে নরকং ধ্রুবং।
শিশূনামপি পুত্রাণাং ভ্রাতৃণাঞ্চ তথৈব চ ॥ ৪৭ ॥

কেবল মোক্ষের কারণ, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলে নিশ্চয় নরক হয়। শিশু পুত্র ও ভ্রাতৃগণের ॥ ৪৭ ॥

পরিত্যাগে চ নরকং পালনং মোক্ষকাবণং।
মন্ত্রং কন্যাপ্রদানঞ্চ সুবিপ্রে মোক্ষকারণং ॥ ৪৮ ॥

পরিত্যাগ নরকের কারণ হয়। পালন করিলে মোক্ষ হয়, সুব্রাহ্মণে মন্ত্রপ্রদান এবং কন্যাদান করিলেও মোক্ষ হয় ॥ ৪৮ ॥

জীবাভয়প্রদানঞ্চ শরণাগতরক্ষণং।
অজ্ঞানায় জ্ঞানদানং পরং নির্ব্বাণকারণং ॥ ৪৯ ॥

জন্তুকে অভয়দান, শরণাগতরক্ষণ এবং অজ্ঞানীকে জ্ঞানদান মোক্ষের হয় ॥ ৪৯ ॥

মুক্তিজ্ঞানঞ্চ কথিতং সংক্ষেপেণ যথাগমং।
কাপিলে পঞ্চরাত্রেষু কৃষ্ণেনোক্তং সুবিস্তরং ॥ ৫০ ॥

অতিসংক্ষেপে আগম অনুসারে মুক্তিজ্ঞানের কথা বলিলাম, কাপিল-পঞ্চরাত্রে অতি বিস্তাররূপে শ্রীকৃষ্ণ কহিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

আধ্যাত্মিকঞ্চ কথিতং প্রথমং জ্ঞানমীপ্সিতং।
ভক্তিজ্ঞানং দ্বিতীয়ঞ্চ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৫১ ॥

প্রথমে অভীষ্ট আধ্যাত্মিক জ্ঞান, দ্বিতীয়ে পরমাত্মা কৃষ্ণের ভক্তিজ্ঞানের কথা বলিয়াছি ॥ ৫১ ॥

মুক্তিজ্ঞানং তৃতীয়ং চ কথিতং তদ্যথাক্রমং।
জ্ঞানদ্বয়ঞ্চাবশিষ্টং যৌগিকং মায়িকং মুনে ॥ ৫২ ॥

হে মুনে! তৃতীয়ে মুক্তিজ্ঞানও যথাক্রমে বলিলাম, এক্ষণে যৌগিক ও মায়িক এই দুই জ্ঞানের কথা বলিতে হইবেক ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শিবনারদসংবাদে
দ্বিতীয়রাত্রে মুক্তিজ্ঞানকথনে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শিবনারদসংবাদে
দ্বিতীয়রাত্রে মুক্তিজ্ঞানকথনে
সপ্তম অধ্যায় ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

যোগকথন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যোগজ্ঞানঞ্চ দুর্ব্বোধমসতাং বিষমং পরং।
শ্রূয়তামিদমেবেতি বক্ষ্যামি চ যথাগমং ॥ ১ ॥

মহাদেব কহিলেন। অসাধু ব্যক্তির বিষম দুর্ব্বোধ, যোগজ্ঞান আগমানুসারে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥

অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা ॥ ২ ॥

অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, তথা কামাবসায়িতা ॥ ২ ॥

দূরশ্রবণমিষ্টার্থসাধনং সৃষ্টিপত্তনং।
মনোযায়িত্বমেবেদং পরকায়প্রবেশনং ॥ ৩ ॥

দূরশ্রবণ, ইষ্টার্থসাধনহেতু সৃষ্টিপত্তন, মনোযায়িত্ব, পরদেহে প্রবেশ হওন ॥ ৩ ॥

প্রাণিনাং প্রাণদানঞ্চ তেষাং প্রাণাপহারকং।
কায়ব্যূহঞ্চ বাক্‌সিদ্ধং সিদ্ধং সপ্তদশ স্মৃতং ॥ ৪ ॥

প্রাণিদিগকে প্রাণদান, প্রাণিদিগের প্রাণাপহরণ, কায়ব্যূহ, বাক্যসিদ্ধ এই সপ্তদশকে সিদ্ধি বলে ॥ ৪ ॥

কৃষ্ণভক্তিব্যবহিতং ভক্তানাং নাভিবাঞ্ছিতং।
কৃষ্ণবেতনভুগ্‌ভোক্তুং করোতি বাসনাং মুনে ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণভক্তির ব্যবধান ভক্তজনের অভিলষিত নহে, হে মুনে! কৃষ্ণের দাস্যভাব অবলম্বন করিতে তাহার নিতান্ত বাসনা ॥ ৫ ॥

মূলাধারং স্বাধিষ্ঠানং মণিপূরমনাহতং।
বিশুদ্ধমপি চাজ্ঞাখ্যং ষট্‌চক্রং পরিকীর্ত্তিতং ॥ ৬ ॥

মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা, ইহাদিগকে ষট্ চক্র কহে ॥ ৬ ॥

শক্তিকুণ্ডলিনীযুক্তং স্বে স্বে স্থানে স্থিতং মুনে।
যোগোপযুক্তং নিয়তং যোগবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতং ॥ ৭ ॥

শক্তি কুণ্ডলিনীযুক্ত স্ব স্ব স্থানে স্থিত সেই ষট্ চক্রকে যোগজ্ঞজনগণ নিয়ত যোগোপযুক্ত কহেন ॥ ৭ ॥

মেধ্যা সা মনসা যুক্তা সুনিদ্রাজননী নৃণাং।
ইড়া সা মনসা যুক্তা প্রাণিনাং ক্ষুদ্বিবর্দ্ধিনী ॥ ৮ ॥

মনের সহিত যুক্ত হইলে নরগণের সুনিদ্রার প্রসূতি হইয়া উহা মেধ্যা নামে বিখ্যাত হয়। মনোযুক্ত হইয়া প্রাণিদিগের ক্ষুধাবিবর্দ্ধিনী হইয়া ইড়া নাম গ্রহণ করে ॥ ৮ ॥

পিঙ্গলা মনসা যুক্তা তৃষ্ণা মাতা চ প্রাণিনাং।
সুষুম্না মনসা যুক্তা নিদ্রাভঙ্গায় কল্পতে ॥ ৯ ॥

মনসংযুক্তা প্রাণিদিগের তৃষ্ণা জননী হইলে উহার নাম পিঙ্গলা, মনোযুক্তা সুষুম্না নাম ধারণপূর্ব্বক জনগণের নিদ্রাভঙ্গ করে ॥ ৯ ॥

চঞ্চলা মনসা যুক্তা সম্ভোগেচ্ছাবিবর্দ্ধিনী।
সুস্থিরা মনসা যুক্তা নৃণামেব বিচেতনী ॥ ১০ ॥

মনোযুক্তা চঞ্চলা নাম ধারণপূর্ব্বক জন্তুগণের সম্ভোগেচ্ছা বর্দ্ধন করে, মনোযুক্তা সুস্থিরা নাম গ্রহণ পুরঃসর জনগণকে বিচেতন করে ॥ ১০ ॥

মনশ্চ নাড়ীষট্কেষু ক্রমেণৈব ভ্রমেদহো।
অত্র নাস্তি যথাসঙ্খ্যং স্বেচ্ছাধীনঞ্চ চঞ্চলং ॥ ১১ ॥

নাড়ীষট্ চক্রে মন ক্রমশঃ ভ্রমণ করে, কিন্তু তাহাতে সংখ্যার পরিপাটী নাই, তাহা স্বেচ্ছাধীন এবং অস্থির ॥ ১১ ॥

যোনিশিশ্নোপরিস্থানং মূলাধারস্তু নারদ।
স্বাধিষ্ঠানং নাভিদেশে মণিপূরঞ্চ বক্ষসি ॥ ১২ ॥

হে নারদ ! যোনি ও শিশ্নের উপরিস্থান মূলাধার, নাভিদেশ স্বাধিষ্ঠান, ও বক্ষঃস্থল মণিপূর ॥ ১২ ॥

অনাহতং তদূর্দ্ধ্বে চ বিশুদ্ধং কণ্ঠদেশতঃ।

আজ্ঞাখ্যং চক্ষুষোর্মধ্যে চক্রস্থানং প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১৩ ॥

অনাহত তাহার ঊর্দ্ধ প্রদেশে, এবং বিশুদ্ধ কণ্ঠদেশে চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যে আজ্ঞাখ্য এই সমস্ত চক্র স্থান ॥ ১৩ ॥

মূলাধারেঽকসীড়া সা স্বাধিষ্ঠানে চ পিঙ্গলা।

সুষুম্না মণিপূরে সা সুস্থিরা সাপ্যনাহতে ॥ ১৪ ॥

মূলাধারে ইড়া নাড়ী অবস্থিতি করে, স্বাধিষ্ঠানে পিঙ্গলা, মণিপুরে সুষুম্না, অনাহতে সুস্থিরা ॥ ১৪ ॥

চঞ্চলা সা বিশুদ্ধে চ মেধ্যাখ্যা পরিকীর্ত্তিতা।

নাড়ীস্থানঞ্চ কথিতং যোগবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১৫ ॥

বিশুদ্ধে অবস্থিতা হইলে চঞ্চলা ও মেধ্যা নামে কথিত হয়, যোগবিদ্‌জনগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট এই নাড়ীস্থান বলিলাম ॥ ১৫ ॥

নাড়ীযুক্তেষু চক্রেষু শশ্বদ্বায়ুশ্চরেদহো।

বদ্ধো ভবতি স্বাজ্ঞাখ্যে ততো মৃত্যুশ্চ প্রাণিনাং ॥ ১৬ ॥

কি আশ্চর্য্য বায়ু নিরন্তরই নাড়ীযুক্ত চক্রে ভ্রমণ করিতেছে, স্বাজ্ঞাখ্যা নাড়ীতে গমন করিলে বদ্ধ হয়, অমনি প্রাণিদিগের মৃত্যু হয় ॥ ১৬ ॥

যোগী চ বদ্ধনিশ্বাসো বায়ুধারণয়া মুনে।

তস্য মৃত্যুশ্চ ন ভবেৎ সাধ্যবায়ুর্মহান্ বশী ॥ ১৭ ॥

হে মুনে ! বায়ুধারণ করিয়া যোগীগণ নিশ্বাস বদ্ধ করে, সুতরাং সাধ্যবায়ু বশী সেই মহান যোগির মৃত্যু হয় না ॥ ১৭ ॥

বহ্নিস্তম্ভং জলস্তম্ভং মৃদাঞ্চ মনসস্তথা।

বায়ুস্তম্ভং বহুবিধং যোগী জানাতি নারদ ॥ ১৮ ॥

হে নারদ ! যোগী ব্যক্তি, বহ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, মনঃস্তম্ভ, বহুবিধ বায়ুস্তম্ভ অবগত আছেন ॥১৮॥

সহস্রদলপদ্মঞ্চ সর্ব্বেষাং মস্তকে মুনে ।
তত্রৈব তিষ্ঠতি গুরুঃ সূক্ষ্মরূপেণ সন্ততং ॥ ১৯ ॥

হে মুনে! সকলের মস্তকে সহস্রদল পদ্ম বিদ্যমান আছে, তথায় গুরু সূক্ষ্মরূপে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৯ ॥

তদ্গুরোঃ প্রতিবিম্বশ্চ সর্ব্বত্র নররূপকঃ ।
গুরুরূপী স্বয়ং কৃষ্ণঃ শিষ্যাণাং হিতকাম্যয়া ॥ ২০ ॥

সেই গুরুর নররূপ প্রতিবিম্ব সর্ব্বত্র পতিত হইয়াছে, স্বয়ং কৃষ্ণ শিষ্যগণের হিতকামনায় গুরুরূপ ধরিয়াছেন ॥ ২০ ॥

গুরৌ তুষ্টে হরিস্তুষ্টো হরৌ তুষ্টে জগত্রয়ং ।
গুরু র্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু র্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ॥ ২১ ॥

গুরুদেব তুষ্ট হইলে নারায়ণ তুষ্ট হন, তিনি সন্তুষ্ট হইলে ত্রিজগৎ তুষ্ট হয়, গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু ও গুরুই মহাদেব ॥ ২১ ॥

গুরুদেবঃ পরং ব্রহ্ম গুরুঃ পূজ্যঃ পরাৎপরঃ ।
হরৌ রুষ্টে গুরৌ তুষ্টে গুরুরক্ষিতুমীশ্বরঃ ॥ ২২ ॥

গুরুদেব পরব্রহ্মস্বরূপ, গুরুই পূজ্য ও পরাৎপর, হরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব সন্তুষ্ট হইয়া রক্ষা করিতে সমর্থ হন ॥ ২২ ॥

সর্ব্বে তুষ্টা গুরৌ রুষ্টে ন কোঽপি রক্ষিতুং ক্ষমঃ ।
গুরুশ্চ জ্ঞানোদ্গিরণাজ্জ্ঞানং তন্মন্ত্রতন্ত্রয়োঃ ॥ ২৩ ॥

কিন্তু গুরুদেব রুষ্ট হইলে সকল দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। গুরুদেব জ্ঞানোপদেশ দিলে পর মন্ত্রে ও তন্ত্রে জ্ঞান জন্মে ॥ ২৩ ॥

তত্তন্ত্রং স চ মন্ত্রঃ স্যাৎ কৃষ্ণভক্তির্যতো ভবেৎ ।
স এব বন্ধুঃ স পিতা স মৈত্রী জননী চ সা ॥ ২৪ ॥

তাহাকেই মন্ত্র ও তন্ত্র বলা যাইতে পারে, যাহা হইতে হরির প্রতি ভক্তি জন্মে। তিনিই বন্ধু, তিনিই পিতা, সেই মৈত্রী, তিনিই জননী ॥ ২৪ ॥

স চ ভ্রাতা পতিঃ পুত্রো যঃ কৃষ্ণবর্ত্ম দর্শয়েৎ।
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং বিশ্বঞ্চ সচরাচরং ॥ ২৫ ॥

সেই ভ্রাতা, সেই পতি ও সেই পুত্র, যিনি কৃষ্ণের পথপ্রদর্শন করান! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব, জলবুদ্বুদবৎ নশ্বর ॥ ২৫ ॥

ভজ রাসেশ্বরং বিপ্র শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরং।
স গুরুঃ পরমো বৈরী ভ্রষ্টং বর্ত্ম প্রদর্শয়েৎ ॥ ২৬ ॥

হে বিপ্র! অতএব তুমি প্রকৃতির পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা কর। যিনি ভ্রষ্টপথ প্রদর্শক তিনি গুরু নহেন, পরম বৈরী ॥ ২৬ ॥

তজ্জন্মনাশং কুরুতে শিষ্যহত্যাং ভবেদ্ধ্রুবং।
সহস্রদলপদ্মে চ হৃদয়স্থো হরিঃ স্বয়ং ॥ ২৭ ॥

তাহা জন্মনাশ করিয়া সে নিশ্চয় শিষ্যহত্যাফল লাভ করে। সহস্রদল পদ্মমধ্যে স্বয়ং হরি হৃদয়স্থ আছেন ॥ ২৭ ॥

সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং বিপ্র পরমাত্মা নিরঞ্জনঃ।
ইতি তে কথিতং সর্ব্বং যোগজ্ঞানঞ্চতুর্থকং।
যথাগমঞ্চ সংক্ষেপং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২৮ ॥

নিরঞ্জনও সকল প্রাণির পরমাত্মা রূপে বিরাজ করিতেছেন। হে বিপ্র! আগম অনুসারে সংক্ষেপে চতুর্থক যোগজ্ঞান বর্ণন করিলাম, আর কি শুনিতে অভিলাষ কর ॥ ২৮ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ভক্তিজ্ঞানঞ্চ ভক্তানাং যোগজ্ঞানঞ্চ যোগিনাং।
কেষাং বর্ত্ম প্রশস্তঞ্চ তন্মাং কথিতুমর্হসি ॥ ২৯ ॥

নারদ কহিলেন। ভক্তগণের ভক্তিজ্ঞান, যোগিগণের যোগজ্ঞান, এই উভয়ের মধ্যে কোন পথ প্রশস্ত তাহা আমায় বলুন ॥ ২৯ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সর্ব্বে জ্যোতীরূপং সনাতনং।
নির্গুণস্য শরীরঞ্চ ন মন্যন্তে চ যোগিনঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। অখিল যোগিগণ জ্যোতীরূপ সনাতনকে ধ্যান করে। তাহারা নিগুর্ণের শরীর স্বীকার করে না ॥ ৩০ ॥

শরীরং প্রাকৃতং সর্ব্বং নিগুর্ণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
গুণেন সজ্জতে দেহো নিগুর্ণস্য কুতো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥

সমস্ত শরীরমাত্রেই প্রাকৃত, নিগুর্ণ ব্রহ্মপদার্থ, প্রকৃতির পর, দেহ মাত্রেই গুণেতে আসক্ত, অতএব নিগুর্ণের কিরূপে দেহের সম্ভাবনা ॥ ৩১ ॥

ইতি সর্ব্বং যোগশাস্ত্রং যোগবিদ্ভিঃ প্রকীর্ত্তিতং।
বৈষ্ণবাস্তং ন মন্যন্তে কুমারাদ্যা বয়ং দ্বিজ ॥ ৩২ ॥

যোগবিদ্ জনগণ এইরূপে যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করেন, কিন্তু হে দ্বিজ! কুমারপ্রভৃতি বৈষ্ণব ও আমরা তাহা স্বীকার করি না ॥ ৩২ ॥

বদন্তি বৈষ্ণবাঃ সর্ব্বে তেজস্তেজস্বিনাং বরং।
ক্ব সম্ভবেদ্বা ক্ব ভবেদিতি দুর্ণয়মেব চ। ৩৩ ॥

সকল বৈষ্ণবেরা তেজস্বিদিগের তেজই প্রধান বলিয়া স্বীকার করে। কোথায় সমুদ্ভুত হইবে, কিম্বা কোথায় জন্মিবে তাহা নির্ণয় করা দুষ্কর ॥৩৩॥

কৃষ্ণোনিত্যঃ শরীরী চ তস্য তেজো হি বর্ত্ততে।
তেজোঽভ্যন্তর এবাহ কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ সনাতনঃ ॥ ৩৪ ॥

কৃষ্ণ নিত্য ও শরীরী এবং তাঁহার তেজ আছে, সেই তেজের মধ্যে সনাতন কৃষ্ণ মূর্ত্তি বিদ্যমান, ইহা বৈষ্ণবের মত ॥ ৩৪ ॥

ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সর্ব্বে তত্তেজো ভক্তিপূর্ব্বকং।
সুপক্বভক্ত্যা কালেন যোগী চ বৈষ্ণবো ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥

সকল যোগিগণ ভক্তিপূর্ব্বক সেই তেজের ধ্যান করেন, দৃঢ়তরভক্তিসহযোগে কালান্তরে যোগীও বৈষ্ণব হয় ॥ ৩৫ ॥

তেজোঽভ্যন্তররূপঞ্চ ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ সদা।
দাসানাঞ্চ কুতো দাস্যং বিনা দেহেন নারদ ॥ ৩৬ ॥

বৈষ্ণবেরা সেই তেজের অভ্যন্তররূপ ধ্যান করে, হে নারদ! দেহ না থাকিলে কিরূপে দাসের দাস্য সম্ভাবনা হয়॥ ৩৬॥

বৈষ্ণবানাং মতং শস্তং সর্ব্বেভ্যোঽপি চ নারদ।
ন বৈষ্ণবাৎ পরো জ্ঞানী ব্রহ্মাণ্ডেষু চ ব্রহ্মণঃ॥ ৩৭॥

হে নারদ! সর্ব্বাপেক্ষায় বৈষ্ণবের মত প্রশস্ত। ব্রহ্মার ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে বৈষ্ণবের অপেক্ষায় প্রধান জ্ঞানী আর নাই॥ ৩৭॥

ইতি তে কথিতং বৎস সংক্ষেপেণ যথাগমং।
কো বা জানাতি কাৎস্ন্যেন কৃষ্ণমাহাত্ম্যমীপ্সিতং॥ ৩৮॥

হে বৎস! সংক্ষেপে আগমানুসারে অভীষ্ট কৃষ্ণমাহাত্ম্য বর্ণন করিলাম, সমস্ত কেহই পরিজ্ঞাত নহে॥ ৩৮॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে শিবনারদ-
সংবাদে দ্বিতীয়রাত্রে যোগজ্ঞানকথনে-
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে দ্বিতীয়রাত্রে শিব-
নারদসম্বাদে যোগজ্ঞানকথনে অষ্টম অধ্যায়॥ ৮॥

ইতি দ্বিতীয়রাত্রং সম্পূর্ণম্।

তৃতীয়রাত্রে।

মহাদেব নারদকে যোগকথন প্রসঙ্গে আদৌ
প্রাতঃকৃত্য এবং স্নান পূজা মন্ত্র ক্রিয়া
প্রভৃতি কথন।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশিব উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি মন্ত্রযন্ত্রক্রিয়াদিকান্।
পুরা ব্যাসেন যে প্রোক্তাঃ শুকং প্রতি মহামতে॥ ১॥

শ্রীশিব কহিতেছেন। হে মহামতি নারদ! পূর্ব্বকালে ব্যাসদেব যে সকল মন্ত্র যন্ত্র ক্রিয়াদি শুকদেবকে কহিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১॥

প্রাতঃকৃত্যবিধির্যোঽত্র তথা স্নানবিধির্ম্মুনে।
তথা পূজাদিকং সর্ব্বং মন্ত্রাক্ষরসমুদ্ভবং॥ ২॥

হে মুনে! এ স্থলে প্রাতঃকৃত্যবিধি তথা স্নানবিধি ও সর্ব্বপ্রকার পূজার প্রকরণ ও মন্ত্রাক্ষর সমস্ত॥ ২॥

মন্ত্রার্থশ্চ যথা যেন জ্ঞায়তে পুরুষেণ হি।
পুরা কৈলাসশিখরে সুখসেব্যে নিরন্তরং॥ ৩॥

মন্ত্রার্থ যে প্রকারে পুরুষের জ্ঞান গোচর হয়, তাহা সুখসেব্য কৈলাস পর্ব্বতের শিখরদেশে॥ ৩॥

পার্ব্বতী মাং পুরা ভক্ত্যা পরিপপ্রচ্ছ যৎ শিবং।
তত্তৎ শৃণু মহাবাহো মমৈকাগ্রমনা মুনে॥ ৪॥

পার্ব্বতী পূর্ব্বে নিরন্তর ভক্তিসহকারে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, হে মহাবাহো মুনে! একাগ্রমনা হইয়া আমার নিকট সেই সকল কল্যাণ কর কথা শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥

পার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব মহাদেব সংসারার্ণবতারক।
বক্তুমর্হসি দেবেশ মন্ত্রতন্ত্রবিধিং গুরো ॥ ৫ ॥

পার্ব্বতী কহিতেছেন। হে দেবদেব মহাদেব, সংসার-সাগরে পরিত্রাণকারি দেবশ্রেষ্ঠ গুরো! মন্ত্র তন্ত্রের বিধি ব্যক্ত করিতে তুমিই সমর্থ হইতেছ ॥ ৫ ॥

শ্রীরাধায়াশ্চ কৃষ্ণস্য তথা পূজাবিধিং মম।
মন্ত্রার্থঞ্চ তথা যোগান্ নাম্নামষ্টোত্তরং শতং ॥ ৬ ॥

শ্রীরাধিকার ও শ্রীকৃষ্ণের এবং আমার পূজাবিধি, তথা মন্ত্রার্থ,এবং যোগ প্রকরণ ও অষ্টোত্তর শত নাম ॥ ৬ ॥

সহস্রঞ্চ তথা নাম্নাং প্রব্রূহি মম সাম্প্রতং।
যদ্যস্তি ময়ি কারুণ্যং যদ্যস্তি ময়ি দোহৃদং ॥ ৭ ॥

তথা সহস্র নাম এক্ষণে আমাকে বলুন, যদি আমার প্রতি আপনার অনুকম্পা থাকে ॥ ৭ ॥

তদা প্রব্রূহি রাধায়া নাম্নামষ্টোত্তরং শতং।
সহস্রঞ্চ তথা দেব মন্ত্রযন্ত্রবিধিং মম ॥ ৮ ॥

তবে* হে দেব! শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর শত এবং সহস্র নাম তথা মন্ত্র যন্ত্রের বিধি আমার নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ৮ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রতন্ত্রবিধিং প্রিয়ে।
শুকং প্রতি পুরা প্রোক্তং বেদব্যাসেন ধীমতা ॥ ৯ ॥

শ্রীমহাদেব কহিতেছেন। হে প্রিয়ে! পুরাকালে ধীমান্ ব্যাসদেবকর্ত্তৃক শুকদেবের প্রতি কথিত যে মন্ত্র তন্ত্রের বিধি তাহাই কহিতেছি শ্রবণ কর ॥৯॥

* পুস্তকান্তরে "তন্ত্রং" পাঠ আছে।

তত্তেঽহং সংপ্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে।
যাবতো মন্ত্রবর্ণাংস্তু শ্রীকৃষ্ণস্য পরাত্মনঃ॥ ১০॥

হে প্রিয়ে! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের যাবতীয় মন্ত্রবর্ণ আছে, তাহার বর্ণনা করিতেছি একচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর॥ ১০॥

শ্রীব্যাস উবাচ।

কলা তু মায়া নরকান্তমূর্ত্তিঃ
কলক্কণদ্বেণুনিনাদরম্যঃ।
শ্রিতো হৃদি ব্যাকুলয়ংস্ত্রিলোকীং
শ্রিয়েঽস্তু গোপীজনবল্লভো বঃ॥ ১১॥

ব্যাসদেব কহিতেছেন। মায়া যাঁহার কলামাত্র, সেই নরকান্ত মূর্ত্তি, মধুরধ্বনিবিশিষ্ট বেণুর শব্দ হেতুক মনোহর, গোপীজনের বল্লভ ত্রিলোকীর ব্যাকুল কর্ত্তা [শ্রীকৃষ্ণ] হৃদয়স্থিত হইয়া তোমাদিগের মঙ্গলার্থে বিদ্যমান থাকুন॥ ১১॥

গুরুচরণসরোরুহদ্বয়োত্থান্
মহিতরজঃ কণকান্ প্রণম্য মূর্দ্ধ্না।
গদিতমিহ বিবেচ্য নারদাদ্যৈ-
র্যজনবিধিং কথয়ামি শার্ঙ্গপাণেঃ॥ ১২॥

গুরুচরণপঙ্কজদ্বয় হইতে উত্থিত পূজিত রজঃকণসমূহকে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া নারদাদি ঋষিগণের কথিত শার্ঙ্গপাণির (শ্রীকৃষ্ণের) পূজাবিধি এ স্থলে ব্যক্ত করিতেছি॥ ১২॥

সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু
নারীষু নানাসু যজন্মখেষু।
দাতা ফলানামভিবাঞ্ছিতানাং
দ্রাগেব গোপালকমন্ত্র এষঃ॥ ১৩॥

সকল বর্ণেতে তথা সকল আশ্রমেতে ও নানাপ্রকার স্ত্রীবিষয়ে এবং দেবার্চ্চনাকারি যজ্ঞেতে এই * গোপাল মন্ত্র শীঘ্রই অভিবাঞ্ছিত ফলের প্রদান কর্ত্তা হন॥ ১৩॥

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি পূজনং শার্ঙ্গধন্বিনঃ।
যন্নারদায় কথিতং ব্রহ্মণা পদ্মযোনিনা॥ ১৪॥

হে বৎস! শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণের যে প্রকার পূজনক্রিয়া পদ্মযোনি ব্রহ্মাকর্ত্তৃক নারদের প্রতি কথিত হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর॥ ১৪॥

প্রাতঃকৃত্যাদিকং বক্ষ্যে তথা পূজাবিধিং সুত।
জগৎকল্পতরোর্ব্বৎস শৃণুষ্ব গদতো মম॥ ১৫॥

হে বৎস! হে সুত! জগৎকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণের প্রাতঃকৃত্যাদি ও পূজাবিধির বর্ণনা করিতেছি আমার কথনে কর্ণপাত কর॥ ১৫॥

নূনমচ্যুতকটাক্ষপাতনে
কারণং ভবতি ভক্তিরঞ্জসা।
তচ্চতুষ্টয়ফলাপ্তয়ে ততো
ভক্তিমানধিকৃতো গুরৌ হরৌ॥ ১৬॥

শ্রীকৃষ্ণের কটাক্ষপাত বিষয়ে ভক্তিই একমাত্র কারণ হয় অতএব চতুর্ব্বর্গফল প্রাপ্তির জন্য গুরু হরিতে ভক্তিমান্ লোক হরিসেবার অধিকারী হয়॥ ১৬

স্নাতো নির্ম্মলসূক্ষ্মশুদ্ধবসনো-
ধৌতাঙ্ঘ্রিপাণ্যাননঃ সাচান্তঃ
সপবিত্রমুদ্রিতকরঃ শ্বেতোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রোজ্জ্বলঃ।
প্রাচীদিগ্বদনো নিবধ্য সুদৃঢ়ং
পদ্মাসনং স্বস্তিকং বাসীনঃ স্বগুরূন্
গণাধিপমথো বন্দেত বদ্ধাঞ্জলিঃ॥ ১৭॥

* শিবসংহিতা ৫৭ পৃষ্ঠায় দেখ।

স্নানাবসানে নির্ম্মল শুদ্ধ, ও সূক্ষ্ম বসন পরিধানপূর্ব্বক, হস্ত ও পদ এবং মুখপ্রক্ষালন করিয়া হস্তদ্বয়ে পবিত্র এবং (ললাটে) শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণান্তে বদ্ধাঞ্জলি এবং পদ্মাসনে কিম্বা স্বস্তিকাসনে উপবিষ্ট হইয়া স্বকীয় গুরুজনের এবং গণাধিপতি দেবতাগণের বন্দনা করিবে ॥ ১৭ ॥

ততোঽস্ত্রমন্ত্রেণ বিশোধ্য পাণী
ত্রিতালদিগ্বন্ধহুতাশশালান্।
বিধায় ভূতাত্মকমেতদঙ্গং
বিশোধয়েচ্ছুদ্ধমতিঃ ক্রমেণ ॥ ১৮ ॥

অনন্তর অস্ত্রমন্ত্রের (ফট্) দ্বারা হস্তদ্বয় সংশোধনপূর্ব্বক ত্রিতাল দিগ্বন্ধনে হুতাশন স্থান সকলেতে এই শরীরকে ভূতাত্মক বিধান করিয়া শুদ্ধমতি (কৃষ্ণ সেবক) যথাক্রমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শুদ্ধতা সম্পাদন করিবেক ॥ ১৮ ॥

ইড়া বক্ত্রে ধূম্রং সততগতি বীজং সলবকং
স্মরেৎপূর্ব্বং মন্ত্রী সকলভুবনোচ্ছোষণকরং।
স্বকং দেহং তেন প্রততবপুষাপূর্য্য সকলং
বিশোধ্য ব্যামুঞ্চেৎ পবনমথ মার্গেণ স্মমণেঃ ॥ ১৯ ॥

আর বামনাসাতে সকলভুবনের উচ্ছোষণকারি ও ধূম্রবর্ণ সলবক বায়ুবীজ প্রথমতঃ স্মরণ করিয়া মন্ত্রানুষ্ঠাতা বায়ু আকর্ষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্বকীয় সমস্ত বিস্তৃত শরীর পরিপূর্ণ করণানন্তর পবিত্র হইয়া (কুম্ভকান্তে) দক্ষিণ নাসিকায় সেই বায়ুর রেচন অর্থাৎ পরিত্যাগ করিবেক ॥ ১৯ ॥

তেনৈব মার্গেণ বিলীনমারুতং
বীজং বিচিন্ত্যারুণমাশুশুক্ষণেঃ।
আপূর্য্য দেহং পরিদহ্য বামতো
মুঞ্চেৎ সমীরং সহ ভস্মনা বহিঃ ॥ ২০ ॥

---

* "গোলোকেন" ইতি পাঠান্তর।

এবং সেই নাসিকা পথে অরুণবর্ণ অগ্নিবীজের ধ্যান করিয়া বায়ুদ্বারা স্বদেহকে পূর্ণ করণে পাপপুরুষ দগ্ধ হইলে ভস্মসহ বায়ুর রেচক করা কর্ত্তব্য হইবে॥ ২০ ॥

ঠপরমতীব শুদ্ধমমৃতাংশুপথেন বিধুং
নয়তু ললাটচন্দ্রমমৃতঃ সকলার্ণময়ীং।
লপরজপাগ্নিপাত্য রচয়েচ্চ তয়া সকলং
বপুরমৃতৌঘবৃষ্টিমথ বক্তু করাদ্যমিদং ॥ ২১ ॥

অমৃতময় (শ্রীকৃষ্ণসেবক) সকল বীজময়ী কুণ্ডলিনীকে বামনাসার উপর বীজের মর্ম্ম অতি শুদ্ধ সুধাময় ললাটচন্দ্রের প্রতি নীয়মান করুন, এবং 'লপর' জপহেতুক তাঁহার অধোগমন হইলে নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বক্তু করাদিবিশিষ্ট এই দেহকে অমৃত ধারায় অভিষিক্ত করিবেন॥ ২১ ॥

শিরোবদনবৃত্তদৃক্শ্রবণঘোণগণ্ডৌষ্ঠক-
দ্বয়েষু সশিরোমুখেষু চ ইতি ক্রমাৎ বিন্যসেৎ।
হলশ্চ করপাদসন্ধিষু তদগ্রকেষ্বাদরাৎ।
সপার্শ্বযুগপৃষ্ঠনাভ্যুদরকেষু যাদ্যানাথ ॥ ২২ ॥
হৃদয়কক্ষককুৎকরমূলদোঃ পদযুগোদরবক্তু গতান্ বুধঃ।
হৃদয়পূর্ব্বমনেন পথান্বহং ন্যসতু শুদ্ধকলেবরসিদ্ধয়ে ॥ ২৩॥

শিরস্থান (বা ললাট) বদন বৃত্ত, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, গণ্ড, ও ওষ্ঠদ্বয় তথা (দন্ত) মস্তক ও মুখে যথাক্রমে (স্বরবর্ণের) ন্যাস করিয়া, হস্ত এবং পদের সন্ধিস্থলের অগ্রভাগে ও পার্শ্বদ্বয়ে, পৃষ্ঠে ও নাভিতে এবং উদরে (ক অবধি ম) পর্য্যন্ত হলবর্ণের ন্যাস করা হইলে অনন্তর যকারাদি বর্ণ অবলম্বন করিয়া হৃদয়, কক্ষ, ককুৎ, করমূল, বাহু, পাদদ্বয়, এবং মুখে এই প্রণালীক্রমে হৃদাদি শব্দ পূর্ব্বক শুদ্ধ দেহের সিদ্ধির নিমিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি প্রতিদিবস ন্যাস করিবেন॥ ২৩ ॥

ইত্যারচয্য বপুরর্ণশতার্দ্ধকেন
সার্দ্ধক্ষপেশসবিসর্গকশোভনৈস্তৈঃ।
বিন্যস্য কেশবপুরঃসরমূর্ত্তিযুক্তৈঃ
কীর্ত্ত্যাদিশক্তিসহিতৈর্ন্ন্যসতু ক্রমেণ ॥ ২৪ ॥

এবম্প্রকারে পঞ্চাশৎ মাতৃকা বীজদ্বারা শরীরের আবরণ (অর্থাৎ ভাগ বিশেষ নিরূপণ) করিয়া চন্দ্রবিন্দু বিসর্গের সহিত শোভমান সেই সকল বীজের বিন্যাসপূর্ব্বক কেশবাদি মূর্ত্তির ও কীর্ত্ত্যাদি শক্তির ন্যাস করিতে হইবেক। (পরবর্ত্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ইহাকেই কেশব কীর্ত্তির ন্যাস কহা যায় ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
প্রাতঃকৃত্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
প্রাতঃকৃত্যে প্রথম অধ্যায় ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সকল ভুবন ময় শক্তি বর্ণের বর্ণন।

শ্রীব্যাস উবাচ।

অথ কথয়াম্যর্ণানাং মূর্ত্তীঃ
শক্তীঃ সকলভুবনময়ীঃ।
কেশবকীর্ত্তীর্নারায়ণ-
কান্তীর্ম্মাধবস্তথা তুষ্টীঃ॥ ১॥

ব্যাসদেব বলিতেছেন। অনন্তর মাতৃকাবর্ণের মূর্ত্তির এবং সকল ভুবনময়ী শক্তিবর্ণের বর্ণনা করিতেছি, কেশব মূর্ত্তির সহিত কীর্ত্তি শক্তি ও নারায়ণের সহিত কান্তি, তথা মাধবের সহিত, তুষ্টি, ও গোবিন্দের সহিত পুষ্টি শক্তির ন্যাস করিবেক॥ ১।

গোবিন্দঃ পুষ্টিযুতো
বিষ্ণুধৃতী সূদনশ্চ মাধবাদ্যঃ।
শান্তিস্ত্রিবিক্রমশ্চ ক্রিয়া
পুনর্ব্বামনো দয়াঽচ্যুতঃ॥ ২॥

বিষ্ণুর শক্তি ধৃতি, মধুসূদনের শান্তি, ত্রিবিক্রমের ক্রিয়া, বামনের দয়া॥ ২॥

শ্রীধরযুতা চ মেধা
হৃষীকনাথশ্চ হর্ষয়া যুক্তঃ।
অম্বুজনাভশ্রদ্ধা
দামোদরসংযুতা পুনর্লজ্জা॥ ৩॥

শ্রীধরের মেধা, হৃষীকেশের হর্ষ, পদ্মনাভের শ্রদ্ধা, তথা দামোদরের সহিত লজ্জা ও শক্তি সংযুতা আছেন॥ ৩॥

লক্ষ্মীঃ সবাসুদেবা
সঙ্কর্ষণযুতা সরস্বতী প্রোক্তা।

প্রদ্যুম্নঃ প্রীতিযুতো-

হনিরুদ্ধকো রতিরিমাঃ স্বরোপেতাঃ ॥ ৪ ॥

বাসুদেবের লক্ষ্মী, সঙ্কর্ষণের সরস্বতী, প্রদ্যুম্নের প্রীতি, অনিরুদ্ধের স্বরবর্ণযুক্তা রতিশক্তি কথিতা হইয়াছে ॥ ৪ ॥

চক্রিজয়ে গদিদুর্গে

শার্ঙ্গী প্রভয়ান্বিতস্তথা খড্গী।

সত্যা শংখী চণ্ডা

হলিবাণ্যৌ মুষলিযুদ্ধবিলাসিনী কা ॥ ৫ ॥

চক্রীর শক্তি জয়া, গদাধরের দুর্গা, শার্ঙ্গীর প্রভা, খড্গীর সতী, শঙ্খীর চণ্ডা, হলীর বাণী, এবং মুষলীর যুদ্ধবিলাসিনী শক্তি কথিত হন ॥ ৫ ॥

শূলী বিজয়া পাশী

বিরজা বিশ্বান্বিতোঽঙ্কুশী ভূয়ঃ।

বিনদা মুকুন্দযুতা নন্দজসুমন্দে ॥ ৬ ॥

শূলীর বিজয়া, বরুণের বিরজা, অঙ্কুশীর বিশ্বা, মুকুন্দের বিনদা, নন্দজের সুমন্দা শক্তি হযেন ॥ ৬ ॥

স্মৃতিশ্চ নন্দিযুতা

নরঋদ্ধিঃ নরকজিতঃসমৃদ্ধিরথ শুদ্ধিযুক্ হরিঃ।

কৃষ্ণো ভক্তিযুতঃ সত্যযুতা

বুদ্ধির্মতিযুক্ চ শাশ্বতঃ ॥ ৭ ॥

নন্দীর স্মৃতি, নরের ঋদ্ধি, নরকজিতের সমৃদ্ধি, হরির শুদ্ধি, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তি, সত্যের বুদ্ধি, এবং শাশ্বতের বুদ্ধি শক্তি কথিতা আছে ॥ ৭ ॥

শৌরিঃ ক্ষময়া শূরো রময়া

জনার্দ্দনোমে চ ভূধরঃ।

ক্লেদিনী বিশ্বাদিমূর্ত্তিযুক্তা ক্লিন্না

বৈকুণ্ঠা পুরুষোত্তমশ্চ তথা
বসুধা বলিনা চ পরায়ণা ॥ ৮ ॥

শৌরীর ক্ষমা, শূরের রমা, জনার্দ্দনের উমা, ভূধরের ক্লেদিনী বিশ্বমূর্ত্তির ক্লিন্ন, পুরুষোত্তমের বৈকুণ্ঠা, বলির বসুধা, পরায়ণা হয়েন॥ ৮ ॥

মৃজোপেতা ভূয়ঃ পরায়ণাখ্যা
বলেঃ সূক্ষ্মা বৃষপ্রবন্ধ্যো চ।
সবৃষা প্রজ্ঞা হংসপ্রভা
বরাহে। নিশা চ বিমলোঽমোঘা ॥ ৯ ॥

বলের মজোপেতা পরায়ণা, বলীর সূক্ষ্মা, বৃষের প্রবন্ধ্যা, সবৃষের প্রজ্ঞা, হংসের প্রভা, বরাহের নিশা, বিমলের অমোঘা শক্তি হন॥ ৯ ॥

নরসিংহবিদ্যুতে চ প্রণিগদিতা
মূর্ত্তয়োঽলং শক্তিযুতাঃ।
বর্ণানুক্ত্বা সার্দ্ধচন্দ্রান্ পুরস্তাৎ
মূর্ত্তিঃ শক্তিঙে ঽবসানা রতিশ্চ ॥ ১০ ॥

নরসিংহের বিদ্যুৎ, এই সকল মূর্ত্তি এবং শক্তি যথাবিধি বর্ণিত হইল, অগ্রে সার্দ্ধচন্দ্র বর্ণ সকলের উচ্চারণ করিয়া মূর্ত্তি ও শক্তি সকলের শেষে চতুর্থীর একবচনে প্রয়োগান্তে নমঃ শব্দের যোগে বাক্য শেষ করিবেক * ॥ ১০ ॥

উক্ত্বা ন্যস্তে আদিভিঃ সপ্ত ধাতূ-
নথ বসুধা প্রাণবীজং ক্রোধমপ্যাত্মনে স্বান্
উদ্যৎপ্রদ্যোতনশয়রুচিং তপ্তহেমাবদাতং।
পার্শ্বদ্বন্দ্বে জলধিসুতয়া বিশ্বধাত্র্যা চ জুষ্যং ॥ ১১ ॥

প্রথমাবধি মূর্ত্তি ও শক্তি সমূহের উল্লেখপূর্ব্বক স্বকীয় সপ্ত ধাতুর † ন্যাস করিবেক অনন্তর তাহাতে আত্মার নিমিত্ত অর্থাৎ

---

* কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ। † ললাটে। ইত্যাদি।

আত্মনে ও বসুধা এবং প্রাণবীজের ও ক্রোধাত্মনে শব্দের প্রয়োগ থাকিবেক। (অথ ধ্যান) নবোদিত শত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ এবং উভয়পার্শ্বে লক্ষ্মী ও বিশ্বধাতা কর্তৃক সেব্যমান॥ ১১ ॥

নানারত্নোল্লসিতবিবিধাকল্পমাপীতবস্ত্রং ॥
বিষ্ণুং বন্দে দরকমলগদাকৌমুদীচক্রপাণিং ॥ ১২ ॥

এবং নানারত্নে শোভিত ও পীতাম্বরধারী এবং শঙ্খ চক্র কৌমোদকীগদা পদ্মহস্ত বিষ্ণুদেবতার বন্দনা করি॥ ১২ ॥

ধ্যাত্বৈবং পরমাক্ষরৈর্যো-
বিন্যসেদ্দিনমনু কেশবাদিযুক্তৈঃ।
মেধায়ুঃস্মৃতিধৃতিকীর্ত্তিকান্তিলক্ষ্মী-
সৌভাগ্যৈশ্চিরমুপবৃংহিতো ভবেৎ সঃ॥ ১৪॥

এই প্রকার ধ্যান করিয়া যে ব্যক্তি কেশবাদি যুক্ত পরমাক্ষরের দ্বারা দিন দিন ন্যাস করিতে থাকে সে ব্যক্তি মেধা, আয়ু, স্মৃতি, ধৃতি, কীর্ত্তি কান্তি, লক্ষ্মী ও সৌভাগ্যবিশিষ্ট হয়॥ ১৪ ॥

অমুমেব রমাপুরঃসরং
প্রভজেদ্যো মনুজো বিধিং বুধঃ।
সমুপেত্য রমাং প্রথীয়সীং
পুনরন্তে হরিতাং ব্রজত্যসৌ॥ ১৫ ॥

যে জ্ঞানী মনুষ্য যথাবিধি রমাবীজ (অর্থাৎ শ্রীং) অগ্রে উচ্চারণ করিয়া ঐ দেবতাকে ভজনা করে, সেই ভক্তিমান্ লোক বহুতর ধনসম্পত্তি লাভ করিয়া অন্তে হরিতুল্য হয়॥ ১৫ ॥

ইত্যচ্যুতীকৃততনুর্বিধিবত্তু তত্ত্ব-
ন্যাসং ন পূর্ব্বমপরাক্ষরমভ্যুপেতং।
ভূয়ঃ পরায় চ তদাহ্বয়মাত্মনে চ
অত্যন্তমুদ্ধরতু তত্ত্বমমূন্ ক্রমেণ॥ ১৬ ॥

এইরূপে আত্মশরীরকে অচ্যুতদেহের ন্যায় করিয়া বিধিবৎ তত্ত্বন্যাস করিবেক, তাহাতে পূর্ব্বাক্ষর ও অপরাক্ষর এবং নমঃ শব্দের যোগ থাকিবেক না, পুনরপি পরায় আত্মনে ও নাম এবং নমোস্তু করিয়া তত্ত্বমন্ত্রের উদ্ধার করিতে, ভক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত যত্নবান হউন ॥ ১৬ ॥

সকলবপুষি প্রাণমাযোজ্য মধ্যে
ন্যসতু মতিমহঙ্কারং মনশ্চেতি মন্ত্রী।
কমুখহৃদয়গুহ্যাঙ্‌ঘ্রিষথো শব্দপূর্ব্বং
গুণগণমথ কর্ত্তাহৃদিস্থিতং শ্রোত্রপূর্ব্বং ॥১৭॥

সকল দেহেতে বীজের ও মধ্য ভাগের প্রাণের সংযোজনা করিয়া মন্ত্রানুষ্ঠাতা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং চিত্তের ন্যাস করিবেন, মুখ ও হৃদয়ে গুহ্য এবং চরণে শব্দবীজের এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের এবং শ্রোত্রাদি স্থানে কর্ত্রাদি পদের ন্যাস করিতে হইবেক ॥ ১৭ ॥

বাগাদীন্দ্রিয়বর্গমাত্মনিলয়েষ্বাকাশপূর্ব্বংগণং
মূর্দ্ধ্ন্যাস্যে হৃদয়ে শিরে চরণয়োর্হৃৎপুণ্ডরীকং হৃদি।
বিম্বানি দ্বিষড়ষ্টযুগ্‌দশকলাব্যাপ্তানি সূর্য্যোডুরাড়্-
বহ্নীনাঞ্চ যতস্তু ভূতবসুমুষ্যন্ত্যাক্ষরৈর্মন্ত্রবিৎ ॥ ১৮ ॥

অপিচ আকাশাদিক্রমে আত্মনির্ণয়ে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মস্তকে, মুখে এবং হৃদয়ে ও শিরোভাগে এবং চরণে ও হৃৎপদ্মে ও হৃদয়ের স্থলে বাক্যাদি ইন্দ্রিয় বর্গের ও দ্বাদশ ও ষোড়শ ও দশকলাত্মক সূর্য্য চন্দ্র এবং অগ্নির প্রতিবিম্বের এবং ভূতগণের ও অষ্টবসুর ন্যাস অন্ত্যাক্ষরের দ্বারা সম্পাদিত হইবেক ॥ ১৮ ॥

অথ পরমেষ্ঠিপুমাংসৌ বিশ্বনিবৃত্তী সর্ব্বহত্যুপনিষদং
ন্যসেদাকাশাদিস্থানস্থানয়োর্যবলবার্থিঃ সলাবঃ।
বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ
নারায়ণশ্চ ক্রমশঃ পরমেষ্ঠ্যাদিভির্যুতঃ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর পরমেষ্ঠি ও পুরুষ এই বিশ্বনিবৃত্তি ও সর্ব্বহৃতি দেবীর আকাশাদি স্থানে য, য, ব, ল, ব, স, ল, অ, ব, ইত্যাদি অক্ষরক্রমে উপনিষদের বিধানমতে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ও নারায়ণের সহিত পরমেষ্ঠি পদের যোগ করিয়া যথাক্রমে ন্যাস করিলে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে॥ ১৯॥

ততঃ কোপতত্ত্বং ক্ষরৌ বিন্দুযুক্তং
　নৃসিংহং ন্যসেৎ সর্ব্বগাত্রেষু তজ্জ্ঞঃ।
ক্রমেণেতি তত্ত্বাত্মকো ন্যাস উক্তঃ
　স্বাশান্নিকৃদ্বিশ্বমূর্ত্ত্যাদিষু স্যাৎ॥ ২০॥

অনন্তর ন্যাসবেত্তা সেবক কোপতত্ত্বে বিন্দুযুক্ত ক্ষকার এবং রকারের সহিত সর্ব্বগাত্রে নৃসিংহদেবের ন্যাস করিবেক এই প্রকারে তত্ত্বন্যাস বর্ণিত হইল, এবং বিশ্ব মূর্ত্ত্যাদির ন্যাসেও তদ্রূপ উহার সান্নিধ্য করিতে হইবেক॥ ২০॥

ইতিকৃতোঽধিকৃতো ভবতি ধ্রুবং
　সকলবৈষ্ণবমন্ত্রজপাদিষু।
পবনসংযবলতত্ত্বমনুনা চরেৎ
　তত্ত্বমিহ জপ্তুমসৌ মনুমিচ্ছতি॥ ২১॥

এই প্রকারে কার্য্য করিলে সকল প্রকার বৈষ্ণব মন্ত্রের জপ করিতে প্রকৃত অধিকারী হওয়া যায়, ও য, ব, স, তত্ত্ব মন্ত্রদ্বারা বায়ু সংযমন করিয়া তত্ত্ব মন্ত্রের জপ করিতে ইচ্ছা করিবেন॥ ২১॥

অথবাখিলেষু হি বিধিমন্ত্র-
　জপবিধিষু মূলমন্ত্রতঃ।
সংযমনমমলধীর্ম্মরুতো
　বিধিনাভ্যসংশ্চরতু তত্ত্বসংখ্যয়া॥ ২২॥

অথবা মূল মন্ত্র অবলম্বন করিয়া সমস্ত বিধিমত মন্ত্র জপের কার্য্য সম্বন্ধে বিমলমতি কৃষ্ণসেবক তত্ত্বের সংখ্যানুসারে বিধিমত বায়ু সংযমনের অভ্যাস করিবেন॥ ২২॥

পুরতো জপস্য পরতোঽপি
বিহিতমথ তন্ত্রিতয়ং বুধৈঃ।
ষোড়শ য ইহ চরেদ্দিনশঃ
পরিপূয়তে স খলু মাসতো হংসঃ॥ ২৩॥

জপের অগ্রে ও অন্তে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা তাহা তিন প্রকার বিধান করিয়াছেন। যে সাধক প্রতিদিন ষোড়শবার এই আচরণ করিবেন, তি- -- মাস সময়ে হংস স্বরূপ পূত হয়েন॥২৩॥

অথবাঙ্গজন্মমমুনানুসুসংযমং
সকলেষু কৃষ্ণমনুজাপকর্ম্মসু।
সহিতৈকসপ্তকৃতিবারমভ্যসেৎ
তনুয়াৎ সমস্তদুরিতাপহারিণা॥ ২৪॥

অথবা সর্ব্বপ্রকারে দুষ্কৃতি নিবারক উক্ত মন্ত্রদ্বারা সর্ব্ববিধ কৃষ্ণমন্ত্রের জপ করণে সুসংযত অঙ্গ জন্ম নাম চতুঃষষ্টিবার জপ করিবেক॥ ২৪॥

অষ্টাবিংশতিসংখ্যমিষ্টফলদং মন্ত্রং দশার্ণং জপন্
নাযচ্ছেৎ পবনং সুসংযতমতিস্ত্বষ্টৌ দশার্ণেন চেৎ।
অভ্যস্যন্ননিবারমন্যমনুভির্ব্বর্ণানুরূপং জপন্
কুর্য্যাদ্রেচকপূর্ব্বকর্ম্মনিপুণঃ প্রাণপ্রয়োগং নরঃ॥ ২৫॥

অষ্টাবিংশতি সংখ্যক ইষ্টফলদায়ক দশার্ণ মন্ত্রের আর অষ্টবার জপ করিতে সংযত চিত্তসাধক বায়ুরোধ করণে অসমর্থ হন, তবে ---- নিপুণ সেই ব্যক্তি রেচকনামক বায়ু প্রয়োগ করিবেন॥ ২৫॥

রেচয়েন্মারুতং দক্ষয়া দক্ষিণঃ
পূরয়েদ্বাময়া মধ্যনাড্যা পুনঃ।
ধারয়েদীরিতং রেচকাদিত্রয়ং স্যাৎ
কলাদন্তবিদ্যাখ্যমত্রাচ্যুতং॥ ২৬॥

দক্ষিণ নাসাতে বায়ুর রেচন হইবেক,পুনর্ব্বার বামভাগস্থিতা মধ্যনাড়ী-দ্বারা পূরণ করিয়া ধারণাতে ষোড়শ, চতুঃষষ্টি ও দ্বাত্রিংশৎ বার জপ করিলে পূরক, কুম্ভক, ও রেচকত্রয়সূচক প্রাণায়ামের বিধি সমাপ্ত হইবেক॥ ২৬॥

প্রাণায়ামং বিধায়েত্যথ-
নিজবপুষা কল্পয়েদ্যোগপীঠং।
ন্যস্যেদাধারশক্তিপ্রকৃতি-
কমঠক্ষমাক্ষীরসিন্ধূন্॥
শ্বেতদ্বীপঞ্চ রত্নোজ্জ্বলম-
ণ্ডিতমহামণ্ডপং কল্পবৃক্ষং।
হৃদ্দেশেংহশদ্বয়োরুদ্বয়-
বদনকটীপার্শ্বযুগ্মেষু ভূয়ঃ॥ ২৭॥

এইরূপে প্রাণাযামেব বিধান কবিযা নিজ দেহে যোগপীঠেব কল্পনা করিবেক, ও আধাবশক্তি সহকারে কমঠক্ষমা ক্ষাবসাগব রত্নভূষিত শ্বেতদ্বীপ অহিত মহামণ্ডপ ও কল্পবৃক্ষকে হৃদযে, অংশদ্বয়ে, উরুদ্বয়ে, বদনে, কটিদেশে ও পার্শ্বদ্বয়ে ন্যাস করিবেক॥ ২৭॥

ধর্ম্মাদ্যধর্ম্মাদি চ পাদগাত্র-
চতুষ্টয়ং হৃদ্যথ শেষমন্ত্রং।
সূর্য্যেন্দুবহ্নীন্ প্রণবাংশযুক্তা-
নাদ্যক্ষরৈঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি॥ ২৮॥

অনন্তর ধর্ম্মাদি ও অধর্ম্মাদি যোগে পদ, গাত্র এবং হৃদযেতে শেষোক্ত মন্ত্রচতুষ্টযের ন্যাস করিযা ৯কারাদি অক্ষরে প্রণবাংশযুক্ত সূর্য্য চন্দ্র এবং অগ্নির সহিত সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের ন্যাস করিতে হইবেক॥ ২৮॥

আত্মাদিত্রয়মাত্মবীজসহিতং ব্যোমাগ্নিমায়ালবৈ-
র্জ্ঞানাত্মানমথাষ্টদিক্ষু পরিতো মধ্যে চ শক্তীর্নব।

ন্যস্ত্বা পীঠমনুঞ্চ তত্র বিধিবত্তৎকর্ণিকামধ্যগং
নিত্যানন্দচিতিপ্রকাশমমৃতং সংচিন্তয়েন্নাম তৎ ॥ ২৯ ॥

অনন্তর অষ্টদিকে, চতুষ্পার্শ্বে ও মধ্যভাগে আত্মবীজের সহিত আকাশ, অগ্নি ও মায়ান্তর্গত নবশক্তির ও পীঠমন্ত্রের ন্যাস করিয়া নিত্যানন্দজ্ঞানের প্রকাশক অমৃতময় শ্রীকৃষ্ণের নাম স্মরণপূর্ব্বক 'ধ্যানাবস্থিত হইয়া থাকিবেন ॥ ২৯ ॥

বিমলোৎকর্ষণী জ্ঞানা ক্রিয়াযোগেতি শক্তয়ঃ।
প্রহ্বী সত্যা তথেশানাঽনুগ্রা নবমী তথা ॥ ৩০ ॥

বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানা, ক্রিয়াযোগ, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশান এবং অনুগ্র ইহাঁরাই নবশক্তি শব্দে কথিতা হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥

এবং হৃদয়ং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বান্বিতশ্চ ভূতাত্মা।
ঙেন্তাঃ সবাসুদেবাঃ সর্ব্বাত্মযুতঞ্চ সংযোগং ॥ ৩১ ॥

এই প্রকার হৃদয়, ভগবদ্বিষ্ণু, সর্ব্বান্বিত, ভূতাত্মা সর্ব্ব এবং বাসুদেবের সহিত সর্ব্বাত্মযুক্ত ॥ ৩১ ॥

যোগাবধিশ্চ পদ্মং পীঠা ঙেযুতো নতিশ্চান্তে।
পীঠমহামনুব্যক্তঃ পর্য্যাপ্তোঽয়ং সপর্য্যাসু ॥ ৩২ ॥

যোগাবধি, পদ্ম ও পীঠ শব্দে চতুর্থীর একবচন যোগে অন্তে নমঃ শব্দের পাঠ করিলে পূজা বিষয়ে পর্য্যাপ্ত এই পীঠের মহামন্ত্র প্রকাশিত হয় ॥ ৩২ ॥

করয়ো র্যুগলং বিধায় মন্ত্রা-
ত্মকমভ্যানভিরাম্যমানমার্গাৎ।
সকলং বিদধীত মন্ত্রবর্ণৈঃ
পরমং জ্যোতিরনুত্তমং হরেস্তৎ ॥ ৩৩ ॥

করযুগলকে মন্ত্রাত্মক বিধান করিয়া নিত্যানন্দপ্রদ ভক্তিমার্গ হইতে মন্ত্রবর্ণদ্বারা শ্রীহরির সেই অনুপম জ্যোতিঃ সকল হৃদয় মধ্যে ধারণা করিবেক॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
প্রাতঃকৃত্যং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
প্রাতঃকৃত্য নামক দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মহামন্ত্র-বর্ণন।

ব্যাস উবাচ।

অথ বক্ষ্যে মহামন্ত্রং শৃণুষ্বাবহিতো মুনে।
যং লব্ধ্বা ন পুনর্গচ্ছেৎ সংসৃতিং পামরোঽপি হি ॥১॥

ব্যাসদেব কহিতেছেন। হে মুনে! অনন্তর মহামন্ত্রের বর্ণন করিব সাবধান হইয়া শ্রবণ কর, সেই মন্ত্রপ্রাপ্ত হইলে নিতান্ত পামর ব্যক্তিকেও এই সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না ॥ ১ ॥

বক্ষ্যে মনুং ত্রিভুবনপ্রথিতাত্মভাব-
মক্ষীণপুণ্যনিচয়ৈর্মুনিভির্বিমৃগ্যং।
পক্ষীন্দ্রকেতুবিষয়ং বসুধর্ম্মকাম-
মোক্ষপ্রদং সকলকর্ম্মণি কর্ম্মদক্ষং ॥ ২ ॥

যাঁহাদিগের পুণ্যরাশির কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই, তাদৃশ মুনিগণের প্রার্থনীয় এবং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের প্রদাতা ও সকল কর্ম্মে কার্য্যদক্ষ ভগবদ্ ভক্তির বিষয় ভূত এবং ত্রিভুবনে আত্মভাব প্রকাশ করণে প্রসিদ্ধ উচ্চ মন্ত্রের বর্ণনা করিতেছি ॥ ২ ॥

অতিগুহ্যমবোধতূলরাশি
জ্বলবাগধিপানদং নরাণাং।
দুরিতাপহং বিষাপমৃত্যুগ্রহ-
রোগাদিনিবারণৈকহেতুং ॥ ৩

ইহা অত্যন্ত গোপনীয় এবং নরগণের অবোধরূপ তূলারাশির অপনেতা, দুরিতাপহারি এবং বিষাপমৃত্যু ও গ্রহরোগাদি নিবারণের একমাত্র হেতুস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

জয়দং প্রধনেঽভয়দং বিপিনে
সলিলপ্লবনে সুখতারণদং।

নয়সপ্তিরথদ্বিপবৃদ্ধিকরং
সুতগোধরণীধনধান্যকরং ॥ ৪ ॥

এই মন্ত্র, যুদ্ধে জয় দান, বনে অভয় দান এবং জলপ্লাবনে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন, ও সাধকের অশ্ব, রথ ও হস্তীর বর্দ্ধন করিয়া তাহাকে পুত্র, গাভি, ঘি, ধন ও ধান্য সকল প্রদান করেন ॥ ৪ ॥

বলবীর্য্যশৌর্য্যনিচয়প্রতিভা-
সুরবর্ণকান্তিসুভগত্বকরং।
ব্রহ্মাণ্ডকোটিমণিমাদিগুণা-
ষ্টকদং কিমত্র বহুনাখিলদং ॥ ৫ ॥

বল, বীর্য্য ও শৌর্য্য প্রতিভা ও দেবতাগণের দেহকান্তির ন্যায় সৌভাগ্যপ্রদ এবং ব্রহ্মাণ্ডকোটি ও অনিমাদি অষ্টসিদ্ধির প্রদাতা অধিক কি বলিব এই মহামন্ত্র সমস্ত বিষয়েরই প্রদান কর্ত্তা হন ॥ ৫ ॥

শার্ঙ্গী সোত্তুরদন্তঃ পরো বামাক্ষিযুক্ দ্বিতীয়ার্ণং।
শূলী শৌরির্ব্বালো বলানুজদ্বয়মথাক্ষরচতুষ্টয়ং ॥ ৬ ॥

শার্ঙ্গী, সোত্তুরদন্ত, শ্রেষ্ঠ, বামাক্ষিযুক্ত দ্বিতীয়ার্ণবিশিষ্ট এবং শূলী, শৌরিবাল কৃষ্ণ অবশেষে এই চারি অক্ষর পঠনীয় হয় ॥ ৬ ॥

শূরতুরীয়ঃ সানন আবৃত্তঃ স্যাৎ সশুমোঽষ্টমোঽগ্নিসখঃ।
তদ্দয়িতাক্ষরযুগ্মং তদুপরিগন্ধেবমুদ্ধরেন্মন্ত্রং ॥ ৭ ॥

শূরতুরীয়, সানন, আবৃত্ত এবং সশুম ও অগ্নিবীজে অষ্টমাক্ষর হইলে তাহাতে স্বাহা এবং অন্তপদের যোগদ্বারা মন্ত্রোদ্ধার করিতে হইবেক ॥ ৭ ॥

প্রকাশিতো দশাক্ষরো মনুস্ত্বয়ং মধুদ্বিষঃ।
বিশেষতঃ পদারবিন্দযুগ্মং ভক্তিবর্দ্ধনঃ ॥ ৮ ॥

মধুসূদনের এই দশাক্ষরী মহামন্ত্র প্রকটিত হইল, বিশেষতঃ ইহাতে শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে ভক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ৮ ॥

নারদো মুনিরস্য কীর্ত্তিতঃ
ছন্দ উক্তমৃষিভির্বিরাড়পি।
দেবতাসকললোকমঙ্গলো
নন্দগোপতনয়ঃ সমীরিতঃ ॥ ৯ ॥

নারদ ইহার ঋষি, ছন্দ বিরাট এবং সকল লোকের মঙ্গলকর্ত্তা নন্দগোপ তনয় শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর দেবতা রূপে কথিত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

অঙ্গানি পঞ্চ হুতভুগ্‌দয়িতাসমেতৈ-
শ্চক্রৈরমুষ্য মুখবৃত্তবিষ্‌পপদ্মৈঃ।
ত্রৈলোক্যরক্ষণসুজাপ্যসুরান্তকাখ্য-
পূর্ব্বেণ চেহ কথিতানি বিভক্তিযুক্তৈঃ ॥১০॥

পশ্চাদুক্ত পঞ্চাঙ্গে স্বাহাদির সহিত মিলিত মুখবৃত্ত এবং বিষ্‌পপদ্ম চক্রদ্বারা ত্রৈলোক্যরক্ষণ ও সুজাপি এবং অসুরান্তক শব্দপূর্ব্বক উহাতে বিভক্তিযোগ করিয়া ঐ মন্ত্রের ন্যাস করিতে হইবেক ॥ ১০ ॥

হৃদয়ে নতিঃ শিরসি পাবকপ্রিয়া
সবষট্‌ শিখাহুমিতিবর্ম্মণি স্থিতং।
সফড়স্ত্রমিত্যুদিতমঙ্গপঞ্চকং
সচতুর্থিবৌষডুদিতং দৃশোর্যদি ॥ ১১ ॥

হৃদয়ের নিমিত্ত নমঃ, শিরোদেশের জন্য স্বাহা, শিখার নিমিত্ত বষট্‌, কবচের জন্য হুং, অস্ত্রের নিমিত্ত ফট্‌ এবং নেত্রের জন্য বৌষট্‌ এইরূপে চতুর্থী বিভক্তির সহিত প্রযোজ্য হইলে অঙ্গপঞ্চকের ন্যাস করা হয় ॥ ১১ ॥

মন্ত্রার্ণৈর্দ্দশভিরুপেতচন্দ্রখণ্ডৈ-
রঙ্গানাং দশকমুদীরিতং নমোঽন্তং।
হৃচ্ছীর্ষং তদনু শিখাতনুত্রমন্ত্রং
পার্শ্বদ্বন্দ্বসকটিপৃষ্ঠমূর্দ্ধযুক্তং ॥ ১২ ॥

চন্দ্রবিন্দুযুক্ত এই দশাক্ষরী মন্ত্রদ্বারা হৃদয়, শির, শিখা, কবচ, অস্ত্র, উভয়পার্শ্ব, কটি, পৃষ্ঠ ও মস্তক এই দশাঙ্গের ন্যাস, নমঃ প্রভৃতি শব্দযোগ সম্পাদনার্থ কথিত হইল ॥ ১২ ॥

রক্ষে মন্ত্রস্যাস্য বীজঞ্চ শক্তি-
চক্রী শক্রী বামনেত্রপ্রদীপ্তঃ।
সপ্রদ্যুম্নো বীজমেতৎপ্রদীপ্তং
মন্ত্রঃ প্রদ্যুম্নো জগন্মোহনোঽয়ং ॥ ১৩ ॥

ইহার উদ্দেশ্য রক্ষণ, আর চক্রী ও শক্রী এবং বামনেত্র প্রদীপ্ত বীজ শক্তি প্রদ্যুম্ন বাজের সহিত একত্র করিলে এই মন্ত্র জগন্মোহন নামক নিরূপিত হয় ॥ ১৩ ॥

হংসৌ মেদো বক্রবৃত্তাভ্যুপেতঃ
পোত্রী-নেত্রাদ্যন্বিতোঽহংসৌ যুগার্ণা।
প্রোক্তা শক্তিঃ সর্ব্বগীর্ব্বাণবৃন্দৈ-
র্ব্বন্দস্যাগ্নের্ব্বল্লভা কামদেয়ং ॥ ১৪ ॥

হংস, মেদ, চক্রবৃত্ত ও পোত্রীনেত্রের সহিত মিলিত করিয়া সমস্ত ভক্তবৃন্দ কর্তৃক এই যুগার্ণা শক্তি কথিতা হইল, ইহাঁর সহিত কামদা, বন্দনীয়া অগ্নিপ্রিয়া (অর্থাৎ স্বাহা) পদের যোগ করিতে হইবেক ॥ ১৪ ॥

বিনিয়োগোঽস্য মন্ত্রস্য পুরুষার্থচতুষ্টয়ে।
কৃষ্ণং প্রকৃতিরিত্যুক্তো দুর্গাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ১৫ ॥

চতুর্ব্বর্গ সিদ্ধির নিমিত্ত এই মন্ত্রের বিনিয়োগ করিবেক, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ উহার প্রকৃতি এবং দুর্গা উহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কথিত হইয়াছেন ॥ ১৫ ॥

গোপায়তি সকলমিদং
গোপায়তি পরং পুমাংসমিতি গোপী।
প্রকৃতেস্তস্যা জাতং
জন ইতি নদাদিকং পৃথিব্যন্তং ॥ ১৬ ॥

এই সমস্ত বিশ্বের, এবং পরমপুরুষের রক্ষণের জন্য গোপী শব্দ উক্ত হইল, ও তাহার প্রকৃতি হইতে জাত বলিয়া জনশব্দের ব্যবহার হয়। উহাতে পৃথিব্যস্তু নদাদিক লক্ষণে পদসাধন হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

অনয়োর্গোপীজনয়োঃ সমীরণাদাশ্রিতো ব্যাপ্ত্যা।

বল্লভ ইত্যুপদিষ্টং সান্দ্রানন্দং নিরঞ্জনং জ্যোতিঃ ॥ ১৭ ॥

এই উভয়ের অর্থাৎ গোপীর এবং জনশব্দের সমীরণ হেতুক আশ্রিত এবং ব্যাপ্তি হেতুক বল্লভ শব্দপ্রয়োগ করিয়া নিবিড় আনন্দময় নিরঞ্জন জ্যোতিঃ স্বরূপের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

স্বাহেত্যাত্মানং গময়ামীত্যতেজসে তস্মৈ।

যঃ কার্য্যকারণেশঃ পরমাত্মেভ চ্যুতৈকভাস্য মনোঃ ॥ ১৮ ॥

যিনি কার্য্যকারণের কর্ত্তা সেই অদ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পরমাত্মার অনুপমের তেজঃস্বরূপ জীবাত্মাকে (তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দে) সমর্পণ করাই স্বাহা শব্দের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ॥ ১৮ ॥

অথবা গোপীজন ইতি সমস্তজগদবনশক্তি-

সমুদায়স্তস্য অনন্যস্থ স্বামী বল্লভ ইত্যুপদিষ্টঃ।

অথবা ব্রজযুবতীনাং দয়িতায় জুহোমি মাং মদীয়-

মর্পীত্যর্পয়েৎ সমস্তং ব্রহ্মণি সগুণে সমস্তসম্পত্ত্যৈ ॥১৯॥

অথবা গোপীজন শব্দে সমস্ত জগৎ সংরক্ষণের শক্তি সমূহকে বুঝায় ও তাঁহার অনন্যের স্বামী বল্লভ শব্দে উপদিষ্ট হইল, অথবা ব্রজযুবতীদিগের পতি শ্রীকৃষ্ণেতে আমি আত্মসমর্পণের হোম করিতেছি, এই বলিয়া সকল সম্পত্তিলাভের জন্য সমস্ত বিষয়, সগুণ ব্রহ্মেতে অর্পণ করিবেক ॥ ১৯ ॥

কৃষশব্দঃ সত্তার্থো ণশ্চানন্দাত্মকস্ততঃ।

কৃষ্ণো ভক্তাঘকর্ষণাদপি তদ্বর্ণত্বাচ্চ মন্ত্রময়বপুষঃ ॥ ২০ ॥

কৃষ শব্দ সত্তার্থ বাচক তৎপরস্থিত ণশব্দ আনন্দাত্মক হয়; এই অর্থে কৃষ্ণনামে ভক্তের পাপ কর্ষণ হেতুক এবং কৃষ্ণবর্ণ থাকা হেতুক তাঁহার মন্ত্রময় শরীর বর্ণিত হইল ॥ ২০ ॥

গোঃ শব্দবাচত্বাজ্ জ্ঞানং তেনোপলভ্যতে ইতি গোবিন্দঃ
বেত্তীতি শব্দরাশিং গোবিন্দো গোবিচারণাদপি।
এতেঽভিধেহনুক্রমতস্তু যা বিভক্ত্যা
মন্ত্রাৎ পূর্ব্বং মন্মথবীজাদথ পশ্চাৎ
স্যাতাঞ্চেদষ্টাদশবর্ণো মন্ত্রবর্য্যো
গুহ্যাৎ গুহ্যো বাঞ্ছিতচিন্তামণিরেনঃ। ২১ ॥

গো শব্দের অর্থ জ্ঞান তদ্দ্বারা যাহাকে উপলব্ধি করা যায় কিম্বা শব্দরাশিকে যিনি জানেন। অর্থাৎ উপাসনার জন্য ভক্ত লোক যে কোন শব্দের উচ্চারণ করিলেই যিনি অন্তরস্থ ভাব সকল অনুভব করিতে পারেন) অথবা যিনি গোচারণ করেন সেই শ্রীকৃষ্ণই গোবিন্দ পদের বাচ্য হয়েন ॥ ২১ ॥

পূর্ব্বপ্রাদিষ্টে মুনিদেবতেঽস্য
ছন্দস্তু গায়ত্রমুষন্তি সন্তঃ।
অঙ্গানি মন্ত্রার্ণচতুষ্কৈর্ব্বর্ম্মাবসানানিযুগার্ণমস্ত্রং
বীজং শক্তিঃ প্রকৃতিঃ বিনিয়োগশ্চাপি পূর্ব্ববদমুষ্য ॥ ২২ ॥

ইহার মুনি এবং দেবতা (অর্থাৎ নারদ ও শ্রীকৃষ্ণ) পূর্ব্ববৎ কথিত হইলেন, ঋষিরা প্রকাশ করিয়াছেন গায়ত্রী ইহার ছন্দ, ও চতুরক্ষরী অঙ্গ-ন্যাস হৃদয়াদি কবচ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, এবং বীজ, শক্তি, প্রকৃতি ও বিনিয়োগ পূর্ব্ববৎ হইবেক ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বতরস্য মনোরথং কথয়ামি
ন্যাসমখিলসিদ্ধিকরং।
ব্যাপর্য্যাথো হস্তয়োর্ম স্ত-
বাহ্যে পার্শ্বে তানরুদ্ধং বুধেন
ন্যাসো বর্ণিস্তারযুগ্মান্তরস্থৈ-
র্বিন্দুস্তুংমোহং দক্রতৈর্য্যবিধেয়ঃ ॥ ২৩ ॥

সম্প্রতি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক ন্যাসের বিবরণ কহিতেছি, হস্ত, মস্তক, বাহু এবং পার্শ্বদেশে ব্যাপক করিয়া সবিন্দু তার বীজদ্বয়ে, অন্তরস্থ সৌহার্দ্দ কার্য্যের নিমিত্ত এই মন্ত্রের ন্যাস করিবেন ॥ ২৩ ॥

শাখাসু ত্রীণি পূর্ব্বাণ্যধি দশসু
পৃথগ্দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠপূর্ব্বং বামাঙ্গুষ্ঠাবসানং
ন্যসতু বিশদধীঃ সৃষ্টিরুক্তা করস্থা।
অঙ্গদ্বন্দ্ব পূর্ব্বা স্থিতিরুভয়করে
সংহৃতির্ব্বামপূর্ব্বো দক্ষাঙ্গুষ্ঠান্তিকে তৎ
ত্রয়মপি সৃজতি স্থিত্যুপেতঞ্চ কার্য্যং ॥ ২৪ ॥

বিশদ বুদ্ধি স্থিরসাধক পূর্ব্বোক্ত স্থিতিমন্ত্র অবলম্বন করিয়া দশ শাখাতে দক্ষাঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত ন্যাস করিতে থাকিবেন, তাহাতে সৃষ্টি তাঁহার করস্থিতা হইবেক, অপিচ বামকরে অঙ্গ দ্বন্দ্বপূর্ব্বাস্থিতি শক্তির ও দক্ষাঙ্গুষ্ঠসমীপে বামপূর্ব্বাস্থিতিযুক্তা সংহৃতির ন্যাস পূর্ব্বমন্ত্রের প্রথম তিন পদে সম্পাদিত হইবেক ॥ ২৪ ॥

ততঃ স্থিতিক্রমাদ্বুধো দশাঙ্ককানি বিন্যসেৎ।
তদঙ্গপঞ্চকং তথা বিধিঃ সমীরিতঃ করে ॥ ২৫ ॥

অনন্তর বিজ্ঞ সাধক যথাক্রমে স্থিতি প্রভৃতির দশাঙ্গন্যাস করিবেক, এবং সেইমত অঙ্গপঞ্চকের বিধি ও করন্যাসের বিধি কথিত হইল ॥ ২৫ ॥

পুটিতৈর্ম্মনুনাথ মাতৃকার্ণৈ-
রভিবিন্যস্য সবিন্দুভিঃ পুরাবৎ।
অণুসংকৃতিসৃষ্টিমার্গভেদা
কৃশতবানি চ মন্ত্রবর্ণভাঞ্জি ॥ ২৬ ॥

মাতৃকাবর্ণের সম্পুটদ্বারা পূর্ব্ববৎ অনুস্বারযুক্ত করিয়া উক্তমন্ত্রের ন্যাস করিলে, অনু, সংকৃতি ও সৃষ্টির (ন্যাসের) রীতিভেদে মন্ত্রবর্ণের বিভাগ হইবেক ॥ ২৬ ॥

সংহৃতাবন্ গতো মন্ত্রবর্য্যঃ
স্থষ্টিবর্ত্মনি ভবেৎ প্রতিঘাতঃ।
উদ্ধৃতিঃ খলু পুরোক্তবদেষাং
ন্যাসকর্ম্ম কথয়াম্যধুনাহং ॥ ২৭ ॥

এই মন্ত্রশ্রেষ্ঠ সংহৃত হইয়া সৃষ্টিপথে প্রতিগমন করিলে পূর্ব্বোক্তমত এই সকল মন্ত্রের উদ্ধার হইবেক, অতএব অধুনা ন্যাসক্রিয়ার বর্ণনা করিতেছি ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ন্যাসক্রিয়া-বর্ণন।

ব্যাস উবাচ।

মহীসলিলপাবকানিলবিয়ন্তি গর্ব্বো মহান্‌
পুনঃ প্রকৃতিপুরুষৌ পর ইমানি তত্ত্বান্যথ।
পদান্ধুহৃদয়াস্যকান্যধি পঞ্চমধ্যে দ্বয়ং
ত্রয়ং সকলগং ততো ন্যসতু তদ্বিপর্য্যাসতঃ॥ ১॥

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, এবং প্রকৃতি ও পুরুষ এই সকল পরতত্ত্ব হৃদয়ে ও মুখে পঞ্চবার এবং সকল গাত্রের সকল স্থানে তিনবার এদ্বিপর্য্যয়ে ন্যাস করিতে হইবেক॥ ১॥

গুপ্ত নমোঽয়ং ন্যাসঃ সংপ্রোক্তস্তত্ত্বদশকপরিকল্পঃ।
কার্য্যোঽন্যেষ্বপি গোপালমনু ঝটিতি ফলসিদ্ধ্যৈ॥ ২॥

দশতত্ত্বে পরিকল্পিত এবং গুপ্তান্ত গোপনীয় এই ন্যাস ক্রিয়া এ স্থলে বর্ণিত হইল, এবং ঝটিতি ফলসিদ্ধির জন্য শ্রীগোপালমন্ত্রের অপরাপর ন্যাস করাও কর্ত্তব্য হয়॥ ২॥

আকেশাদাপাদং দোর্ভ্যাং ধ্রুবপুটিতমনু-
বরং ন্যসেদ্বর্ণৈশ্চাপি পূর্ব্ববদমুষ্য।
মূর্দ্ধাস্যক্ষ্ণঃ শ্রুত্যোঘ্রাণে মুখহৃদয়
শিরজ্জানুজঠরপৎসু তথাক্ষরাণি॥ ৩॥

কেশ হইতে পদ পর্য্যন্ত শরীর ও হস্তদ্বারা মাতৃকাক্ষরে সম্পুটিত এই মন্ত্র ন্যাস করিবেক, ইহাতে মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ, হৃদয়, শীর্ষ, জানু, জঠর, ও চরণে বিশেষ ন্যাস হইবেক॥ ৩॥

ন্যসেদুক্তা সৃষ্টিঃ স্থিতিরপি মুনিভি-
রভিহিতা হৃদাদিমুখাত্মিকা।

সংহারোঙ্ভ্র্যাদিমূর্দ্ধান্তস্ত্রিতয়-
মিতি বিরচয়ন্তু সৃষ্টিপূর্ব্ব-
মনুস্থিতিং ন্যাসঃ সংহারান্তো
মস্কাববৈখানসেষু বিহিতোঽয়ং ॥ ৪ ॥

হৃদাদি মুখান্তিকে মুনিদিগের কথিত প্রকারে ন্যাস করিয়া, চরণাদি মস্তকে সৃষ্টিপূর্ব্বক এবং সংহারান্তক ন্যাস করিলে বৈখানস ঋষিদিগের বিধানমতে এই মন্ত্রের স্থিতি বিধান হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

স্থিত্যন্তো গৃহমেধিষু সৃষ্ট্যন্তো বর্ণিনামিতি প্রাহুঃ ।
বৈরাগ্যযুজি গৃহস্থে সংহারং কেচিদাহুরাচার্য্যাঃ ॥ ৫ ॥

গৃহযাজক ঋষিদিগের পক্ষে স্থিত্যন্ত এবং বার্ণিদিগের পক্ষে সৃষ্টান্ত ন্যাস কথিত হইয়াছে, কোন কোন আচার্য্যেরা বৈরাগ্যযুক্ত গৃহস্থের পক্ষে সংহারান্তক ন্যাস নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

সহজানৌ বনবাসিনি স্থিতিঞ্চ বিদ্যার্থিনাং সৃষ্টিং ।
শিরসি নিহিতা মধ্যাসৈরাক্ষিতর্জ্জনিকান্বিতা ।
শিরসি রহিতাঙ্গুষ্ঠাজ্যেষ্ঠান্বিতো পরনিষ্ঠিকানেসি চ ॥ ৬ ॥

বিদ্যার্থীদিগের পক্ষে সৃষ্টি, স্থিতি ও বনবাসিনী শব্দ জানুদেশে উল্লেখ করিয়া মস্তকে অঙ্গুষ্ঠ বর্জ্জিত অঙ্গুলি সমূহের অর্থাৎ মধ্যা, সৈরা, অক্ষি, ও তর্জ্জনীর সংযোজনা করিবেক, এবং পরনিষ্ঠাক স্থানে বৃদ্ধাঙ্গুলিদ্বারা ন্যাস করিতে হইবেক ॥ ৬ ॥

মনোঽনুরঞ্জনং হরিচরণাব্জভক্তিবর্দ্ধনং ।
স্ফূর্ত্তয়েঽথাস্য কীর্ত্ত্যতে মূর্ত্তিপঞ্জরং ॥
আর্ত্তিগ্রহবিষাবিঘ্নং কীর্ত্তিশ্রীকান্তিপুষ্টিদং ॥ ৭ ॥

অনন্তর মনের অনুরঞ্জনকারি, হরিপদারবিন্দে ভক্তিদায়ক ও গ্রহ-পীড়া এবং বিষ বিঘ্ন বিনাশক তথা কীর্ত্তি লক্ষ্মী ও কান্তি পুষ্টিপ্রদ মূর্ত্তিপঞ্জরের ন্যাস এক্ষণে (চিত্তের) প্রফুল্লতার জন্য কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৭ ॥

কেশবাদিযুগষট্কমূর্ত্তিভির্দ্ধাঃ
পূর্ব্বার্মিহিরানুমোন্তিকান্।
দ্বাদশাক্ষরভবাক্ষরৈঃ সুরৈঃ
ক্লীববর্ণরহিতৈশ্চ ক্রমান্ন্যসেৎ ॥ ৮ ॥

কেশবাদি দ্বাদশ মূর্ত্তিদ্বারা প্রথমাবধি মকারান্ত সূর্য্যবীজের সহিত দ্বাদশাক্ষর হইতে উৎপন্ন বর্ণের এবং দেবতাগণের দ্বারে ক্লীববর্ণ রহিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির যথাক্রমে ন্যাস করা আবশ্যকীয় হইবে ॥ ৮ ॥

ভালোদরহৃদ্গাতভুজতলে
বামে তব পার্শ্বভুজান্তগলে
বামত্রয়পৃষ্ঠককুৎসু তথা
মূর্দ্ধন্যনুষট্ ঘগাবস্তু মনুং ॥
চেতন্যামৃতবপুরর্ককোটিতেজা
মূর্দ্ধ্নি স্থো বপুরখিলং স বাসুদেবঃ ॥ ৯ ॥

ললাটে, উদরে, হৃদয়ে শরীরের অধোভাগে, বামপার্শ্বে ও ভুজান্তে এবং গলদেশে তথা পৃষ্ঠে, ককুৎস্থলে ও মস্তকে প্রথম ছয় বর্ণের সহিত ঘ ও গ যোগ করিয়া মন্ত্রোদ্ধার করিবেক, ও চৈতন্য এবং অমৃতময় শরীর, কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ, বিশ্বব্যাপক বাসুদেবকে মস্তকস্থিত জানিয়া তাঁহার ধ্যান করিবেক ॥ ৯ ॥

উধস্য বিমলপাথসীব সিক্তং
ব্যাপ্নোতি প্রকটিতমন্ত্রবর্ণকীলং।
সৃষ্টিস্থিতী দশপঞ্চাঙ্গযুগ্মং
নাসাদিত্রিতয়কাস্যহৃৎসু ॥ ১০ ॥

এই রূপে প্রকাশিত মন্ত্রবর্ণের কীলক বিমলসাগরে সিক্ত হইয়া স্বীয় সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপ্ত হইতেছে (অনুভব করিয়া) দশ ও পঞ্চাঙ্গে দুই বার এবং মুখে ও হৃদয়ে তিনবার সৃষ্টি ও স্থিতির ন্যাস করিবেক ॥ ১০ ॥

বিন্যস্যত্তু গ্রথয়িত্বা তু মুদ্রাং
ভূয়ো দিশং দশকং বন্ধনীয়ং।
তারং হার্দ্দং বিশ্বমূর্ত্তিশ্চ শার্ঙ্গী
মাসান্তং তে বায়ুমধ্যেঽসুদেবাঃ॥
ষড়্দ্বন্দ্বার্ণো মন্ত্রবর্য্যঃ স উক্তঃ
সাক্ষাদ্দ্বারং মোক্ষপূর্য্যা অগম্যং॥ ১১॥

ন্যাস এবং মুদ্রাবন্ধন করিয়া পুনর্ব্বার দশদিগ বন্ধন করিবেক, ও এক মাস পর্য্যন্ত তার, হার্দ্দ, বিশ্বমূর্ত্তি, শার্ঙ্গী ও সুদেব দেবতাকে বায়ু্বাকর্ষণে চিন্তা করিলে এই দ্বাদশাক্ষরা মন্ত্রশ্রেষ্ঠ অগম্য মোক্ষপুরীর সাক্ষাৎ দ্বারস্বরূপ ব্যক্ত হইবেক॥ ১১॥

ধাত্রর্য্যমমিত্রাখ্যা বরুণাংশুভগবিবস্বদিন্দ্রযুতাঃ।
পূষাহ্বয়পর্জ্জন্য ত্বষ্টা বিষ্ণুশ্চ ভানবঃ প্রোক্তাঃ॥ ১২॥

ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশুমান, বিবস্বান্, ইন্দ্র, পূষা, আহ্বয়, পর্জ্জন্য, ত্বষ্টা এবং বিষ্ণু ইহারা ভানুশব্দে কথিত হয়েন॥ ১২॥

অথ তু যুগরন্ধ্রার্ণস্য মনোর্ন্যসনং ব্রুবে
রচয়তু করদ্বন্দ্বেঽঙ্গুলিপঞ্চকেঽঙ্গপঞ্চকং।
তন্মন্ত্রমঙ্গং ব্যাপয্যাথ ত্রিংশঃ প্রণবং সকৃন্-
মনুজলিপয়ো ন্যস্যা ভূয়ঃ পদানি চ সাদরং॥ ১৩॥

অনন্তর দ্বাদশাক্ষরী মন্ত্রের ন্যাস বর্ণনা করিতেছি, যথা, করদ্বয়ে পঞ্চাঙ্গুলিতে, ও অঙ্গপঞ্চকে সেই মন্ত্রের রচনা করিয়া তিনবার প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক মনুজ লিপির ন্যাস করিবেক, তদনন্তর মন্ত্রের সহিত চরণেতে ন্যাস ক্রিয়ার সমাপন করিতে হইবেক॥ ১৩॥

কচভুবি ললাটভ্রূযুগান্তরশ্রবণাক্ষিণো-
যুগলবদনগ্রীবাহৃন্নাভিকট্যুভয়াঙ্‌ঘ্রিষু।

ন্যস্যতু শিতধীর্জান্বণ্ড্ভ্রোরক্ষরাণি শিরসি ধ্রুবং

নয়নমুখহৃদ্গুহ্যাণ্ড্রিম্বর্পয়েৎ পদপঞ্চকং ॥ ১৪ ॥

অপিচ কেশভূমিতে, ললাটে. ভ্রূযুগের মধ্যভাগে, কর্ণে, চক্ষুতে, বদনে, গ্রীবাভাগে, হৃদয়ে, নাভিতে, কটিদেশে ও উভয়চরণে নির্ম্মল-মতি কৃষ্ণসেবক ধ্যান ক্রিয়া সম্পাদন করুন। আর জানুতে এবং চরণে মন্ত্রাক্ষর সকলের, তথা মস্তকে, নয়নে, মুখে, হৃদয়ে. গুহ্যে, চরণে, পুনর্ব্বার পঞ্চাঙ্গের ন্যাস করিয়া, ও পদপঞ্চকে মন্ত্রার্পণ করিয়া তাহার ন্যাস করিবেন ॥ ১৪ ॥

পঞ্চাঙ্গানি ন্যসেদ্ভূয়ো মুন্যাদীপ্যন্তৎ সর্ব্বং।

তুল্যং পূর্ব্বেণাথো বক্ষ্যে মুদ্রা বদ্ধ্যা মন্ত্রোঘাঃ স্যুঃ ॥ ১৫ ॥

পূর্ব্ববৎ ঋষিপ্রভৃতি অপরাপর বিষয়ে ন্যাস করিবেক, অতঃপর মুদ্রা-বন্ধনের প্রকরণ ব্যক্ত করিতেছি ॥ ১৫ ॥

অনঙ্গুষ্ঠা ঋজবো দক্ষহস্ত-

শাখা ভবেন্মুদ্রা হৃদয়ে শীর্ষকে চ।

অধোঽঙ্গুষ্ঠা খলু মুষ্টিঃ শিখায়াং

করদ্বন্দ্বাঙ্গুলয়ঃ কর্ম্মণি স্যুঃ ॥ ১৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠ বর্জ্জিত সরলভাবাপন্ন দক্ষিণহস্তে, হৃদয়ে এবং মস্তকে মুদ্রাবন্ধন করিবেক. শিখাতে অঙ্গুষ্ঠ বর্জ্জিত মুষ্টি এবং কবচে করদ্বয়ের অঙ্গুলি সমূহের সংযোগ করিলে মুদ্রাকার্য্য সম্পন্ন হয় ॥ ১৬ ॥

নারাচমুষ্ট্যুদ্ধৃতবাহুযুগ্মং

ব্যঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যুদিতো ধ্বনিস্তু।

বিশ্বগ্বিষক্তা কথিতাঽস্ত্রমুদ্রা

যত্রাঙ্কিণী তর্জ্জনীমধ্যমে তু ॥ ১৬ ॥

মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বাহুদ্বয় উদ্ধৃত করিলে এবং তর্জ্জনীকে ঊর্দ্ধগত করা হইলে যদি তাহাতে অঙ্গুষ্ঠ বদ্ধ থাকে তবে তাহাতে ধনি মুদ্রার বিধান করা হয়। এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি চক্ষুর উপরিভাগে পরিচালিত হইলে অস্ত্র-মুদ্রা প্রকাশ পায় ॥ ১৬ ॥

ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠৌ লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠিকা।
দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা ॥ ১৭ ॥

ওষ্ঠদ্বয়ে বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি সংলগ্ন করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি সংযুক্ত করিয়া প্রসারিত করিবেক ॥ ১৭ ॥

তর্জ্জনীমধ্যমাঽনামাঃ কিঞ্চিৎ সংকুচ্য চালিতাঃ।
ধেনুমুদ্রেহ কথিতা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ ॥ ১৮ ॥

তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাঙ্গুলি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচন করিয়া চালিত করিলে সুগুপ্তা তথা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া ধেনুমুদ্রা প্রকাশিত হন ॥ ১৮ ॥

নোচ্যন্তেঽত্র প্রসিদ্ধত্বাম্মালাশ্রীবৎসকৌস্তুভাঃ।
উচ্যতেঽচ্যুতমুদ্রাণাংভদ্রা বিল্বফলাকৃতিঃ ॥ ১৯ ॥

মালা, শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভ মুদ্রা সাধারণের প্রসিদ্ধ থাকা হেতুক এস্থলে তাহা বর্ণিত হইল না, কিন্তু বিল্বফলাকৃতি ভদ্রানাম্নী মুদ্রার বিবরণ পশ্চাদুক্ত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

অঙ্গুষ্ঠং বামমূর্দ্ধগতমিতরকরাঙ্গুষ্ঠকেনাথ বদ্ধা তস্যাগ্রং
পীড়য়িত্বাঙ্গুলিভিরপি চ তাং বামহস্তাঙ্গুলীভিঃ।
বদ্ধা গাঢ়ং হৃদি স্থাপয়তু বিমলধীর্ব্ব্যাহরেন্মারবীজং বিল্বা-
খ্যা মুদ্রৈকেষা স্ফুটমিহ কথিতা গোপনীয়া বিধিজ্ঞৈঃ ॥২০॥

বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠকে ঊর্দ্ধগামী করিয়া তাহাতে দক্ষাঙ্গুষ্ঠের সংযোগপূর্ব্বক উভয়হস্তের অপরাঙ্গুলি দ্বারা তাহার অগ্রভাগে পীড়ন করিবেক ও তদ্দ্বারা বিমলমতি ভক্তিমান্ লোকেরা দৃঢ়রূপে কামবীজের আহরণ করিবেন। বিধিজ্ঞ ভক্তেরা ইহাকেই বিল্বাখ্য মুদ্রা কহেন ॥ ২০ ॥

মনোবাণীদেহৈর্যদিহ চ দিবারাত্রিবিহিতং
অমত্যা মত্যা বা তদখিলমসৌ দুষ্কৃতচয়ং।
ইমাং মুদ্রাং জানন্ ক্ষপয়তি নরস্তং সুরগণা
নমন্ত্যস্যাধীনা ভবতি সততং সর্ব্বজনতা ॥ ২১ ॥

মন, বাক্য এবং দেহদ্বারা দিবারাত্রি বিধিমতে নতি কিম্বা অনুমতি সহকারে অবগত হইয়া সমস্ত দুষ্কৃতি দূর করিবেক, তাহাতে দেবগণ ও জনসমূহ অধান হইয়া তাহার সমীপে নম্রভাবে উপগত হয়॥ ২১॥

প্রণবহৃদোরবসান্ন
স চতুর্থীসুদর্শনতথাস্ত্রপদং।
উক্ত্বা ফড়ন্ত মনুনা
গ্রথয়ন্ মনুমস্ত্রমুদ্রয়া হরিতঃ॥ ২২॥

প্রণব অর্থাৎ ওঁকার হৃদয়ে চতুর্থ্যন্ত করিয়া সুদর্শন এবং অস্ত্রমন্ত্র অর্থাৎ ফট্ শব্দের উল্লেখপূর্ব্বক অস্ত্রমুদ্রার সহিত হরিভক্তি সাধনের জন্য মন্ত্রাক্ষরের পরস্পর সংযোজনা করিবেক॥ ২২॥

ইতি বিধায় সমস্তজগজ্জনি-
স্থিতিবিনাশবিধানবিশারদং।
শ্রুতিবিধানকরং মনুবিগ্রহং
স্মরতু গোপবধূজনবল্লভং॥ ২৩॥

এবম্প্রকারে সমস্ত জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশের কার্য্যবিশারদ এবং শ্রুতি বিধানের অনুমোদিত এই বিগ্রহ গোপবধূগণের বল্লভ (নন্দনন্দন) শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিবে॥ ২৩॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থ অধ্যায়॥ ৪॥

১।ঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

বৃন্দাবন স্মরণ এবং মন্ত্র পূজা প্রকরণ

শ্রীব্যাস উবাচ।

অথ প্রকটসৌরভোৎকলিতফুল্লমাধ্বীকসৎ-
প্রসূননবপল্লবপ্রকরনম্রশাখৈ দ্রু মৈঃ।
প্রফুল্লনবমঞ্জরীললিতবল্লরীবেষ্টিতৈঃ
স্মরেচ্ছিশিরিতং শিবং শিতমতিস্তু বৃন্দাবনং ॥ ১ ॥

অনন্তর শুদ্ধমতি সাধক মঙ্গলময় বৃন্দারণ্যের স্মরণ করিবেন, তথাকার বৃক্ষশাখা সকলের সুগন্ধময় প্রস্ফুটিত কুসুমভারে অভিনব পল্লবশ্রেণী অবনত হইতেছে, লতাগণ নবমঞ্জরীতে শোভিত হইয়া তরুগণকে শিশিরিত করিয়া বেষ্টন করিতেছে ॥ ১ ॥

বিকাশিসুমনোরসাস্বাদনমঞ্জুলৈঃ সঞ্জর-
চ্ছিলীমুখমুখোদ্গতৈ স্মু খরিতান্তরং ঝংকৃতৈঃ।
কপোতশুকসারিকাপরভৃতাদিভিঃ পত্রিভি-
র্ব্বিরাজিতমিতস্ততো ভুজগশত্রুনৃত্যাকুলং ॥ ২ ॥

বিকশিত পুষ্পের সুমধুর রসাস্বাদনে মনোহর ভ্রমর সমূহের মু বিনির্গত ঝঙ্কারধ্বনিতে, ও শব্দায়মান কপোত, শুক, শারিকা ও কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণে বিরাজিত হইয়া ইতস্তত ময়ূরদিগের নৃত্যাভিনয়ে শোভমান হইতেছে ॥ ২ ॥

কলিন্দদুহিতুশ্চলল্লহরিবিপ্রুষাং বাহিভি-
র্ব্বিনিদ্রসরসীরুহোদররজশ্চয়োৎপিঞ্জিলৈঃ।
প্রদীপিতমনোভবব্রজবিলাসিনীবাসসাং
বিলোলনপরৈর্নিষেবিতমনারতং মারুতৈঃ ॥ ৩ ॥

যমুনা নদীর চলায়মান আবর্ত্ত সকলের প্রবাহবর্দ্ধক ও স্থির পদ্মের মধ্যস্থিত রজঃপুঞ্জের বিশৃঙ্খলাকারি এবং কামভাবের উদ্দীপক

ব্রজবিলাসিনীদিগের বস্ত্র বিলোলকারি বায়ুকর্ত্তৃক নিরন্তর সেব্য-মান॥ ৩ ॥

প্রবালনবপল্লবং মরকতচ্ছদং বজ্রমৌ-
ক্তিকপ্রসবকোরকং কমলরাগনানাফলং।
স্থবিষ্ঠমখিলর্ত্তুভিঃ সততসেবিতং কামদং
তদন্তরপি কল্পকাঙ্ঘ্রিপমুদঞ্চিতং চিন্তয়েৎ॥ ৪ ॥

প্রবালস্বরূপ নবপল্লবযুক্ত, মরকতের পত্রবিশিষ্ট, বজ্রমুক্তাফলের ন্যায় কলিকা সম্বলিত, কমলরাগযুক্ত নানাবিধ ফলে শোভমান, স্থূলতম, সকল ঋতুর আবাস স্থল ও কামদাতা ও তন্মধ্যে উদঞ্চিত কল্পবৃক্ষের চিন্তা করিবেক॥ ৪ ॥

সহেমশিখরাবনেরুদিতভানুবদ্ভাস্বরা-
মধোঽস্য কনকস্থলীমমৃতশীকরং বারিণঃ।
প্রদীপ্তমণিকুট্টিমাং কুসুমরেণুপুঞ্জোজ্জ্বলাং
স্মরেৎ পুনরতন্দ্রিতো বিগতষট্তরঙ্গো বুধঃ॥ ৫ ॥

সেই স্বর্ণময় শিখরবিশিষ্ট প্রদেশের অধোভাগে উদিত সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিযুক্তা কনকস্থলী এবং কুসুম রেণুসমূহে উজ্জ্বল ও মণি কুট্টিমা (মুক্তা-দির খনি) প্রভৃতিকে বিজ্ঞব্যক্তি পুনর্ব্বার নিরালস্য ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া স্মরণ করিবেন॥ ৫ ॥

তদ্রত্নকুট্টিমনিবিষ্টমহিষ্ঠযোগ-
পীঠেঽষ্টপত্রমরুণং কমলং বিচিন্ত্য।
উদ্যদ্বিরোচনসরোচিরমুষ্য মধ্যে
সংচিন্তয়েৎ সুখনিবিষ্টমথো মুকুন্দং॥ ৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত রত্নকুট্টিমের অন্তর্গত বৃহত্তর যোগপীঠে অষ্টপত্রযুক্ত অরুণবর্ণ পদ্মকে চিন্তা করিয়া তন্মধ্যে উদিত সূর্য্য সরোবরে কিয়ৎ-কাল অবস্থিত হইয়া মুকুন্দ অর্থাৎ মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে হইবেক॥ ৬ ॥

সদ্দামরত্নদলিতাঞ্জনমেঘপুঞ্জ-
প্রত্যগ্রনীলজলজন্মসমানভাসং।
সুস্নিগ্ধনীলঘনকুঞ্চিতকেশজালং
রাজন্মনোজ্ঞশিতিকণ্ঠশিখণ্ডচূড়ং ॥ ৭ ॥

উৎকৃষ্ট রত্ন সমূহে দলিত মেঘপুঞ্জের অগ্রভাগের ন্যায় নীলবর্ণ ঘন অথচ কুঞ্চিত কেশপাশ তাঁহার মস্তকের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে, এবং মনোহর ময়ূরপুচ্ছ সকলের আভা প্রদীপ্ত হইতেছে ॥ ৭ ॥

রোলম্বলালিতসুরদ্রুমসূনকল্পিতো-
ত্তংসং সমুৎকচনবোৎপলকর্ণপূরং।
লোলালকস্ফুরিতভালতলপ্রদীপ্তং
গোরোচনাতিলকমুচ্চলচিত্রমালং ॥ ৮ ॥

কল্প বৃক্ষের পুষ্প বিনির্ম্মিত চলায়মান তাঁহার কর্ণকুণ্ডলে নবীনোৎপল শোভিত কর্ণপূর অনির্ব্বচনীয় শোভাধারণ করিতেছে, তাঁহার কপালতলে প্রদীপ্ত গোরোচনার তিলক এবং মনোহর বনমালা গলদেশে বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৮ ॥

আপূর্ণশারদগতাঙ্কশশাঙ্কবিম্ব
কান্তাননং কমলপত্রবিশালনেত্রং।
রত্নস্ফুরৎকনককুণ্ডলরশ্মিদীপ্ত-
গণ্ডস্থলীমুকুরমুন্নতচারুনাসং ॥ ৯ ॥

শরৎকালের পূর্ণশশধরের ন্যায় আসন ও পদ্মপত্রের ন্যায় বিশালনেত্র ও রত্নোজ্জ্বল সুবর্ণ কুণ্ডলের আভাযুক্ত গণ্ডস্থলী ও মনোহর উন্নত নাসিকা শোভা পাইতেছে ॥ ৯ ॥

সিন্দুরসুন্দরতরাধরমিন্দুকুন্দ-
মন্দারমন্দহসিতদ্যুতিদীপিতাশং।
বন্যপ্রবালকুসুমপ্রচয়াবকপ্ত-
গ্রৈবেয়কোজ্জ্বলমনোহরকম্বুকণ্ঠং ॥ ১০ ॥

সিন্দুর অপেক্ষা অধিকতর সুন্দর মুখ চন্দ্র কুন্দ ও মন্দার পুষ্পের বিকাশতুল্য ঈষৎ হাস্যের দীপ্তি ও বনজাত প্রবাল পুষ্প সমূহে ভূষিত তাঁহার কণ্ঠাভরণ সকল অতিশয় রমণীয় হইয়াছে॥ ১০॥

মত্তভ্রমদ্ভ্রমরজুষ্টবিলম্বমান-
সন্তানকপ্রসবদামপরিস্কৃতাংসং।
হারাবলীগণবিরাজিতপীবরোরো-
ব্যোমস্থলীললিতকৌস্তুভভানুমন্তং॥ ১১॥

ইতস্তত ভ্রমণকারি মত্ত ভ্রমর সকলের সেব্যমান কল্পবৃক্ষের পুষ্পমালা তাঁহার স্কন্ধদেশে পবিত্রীকৃত এবং সূর্য্যকান্ত মণির শোভায় শোভিত হারাবলী এবং কৌস্তুভের মালা হৃদয়স্থলে বর্দ্ধিত হইতেছে॥ ১১॥

শ্রীবৎসলক্ষণসুলক্ষিতমুন্নতাংস-
মাজানুপীনপরিবৃত্তসুজাতবাহুং।
আবন্ধুরোদরমুদারগভীরনাভিং
ভৃঙ্গাঙ্গনানিকরমঞ্জুলরোমরাজিং॥ ১২॥

ভুজদ্বয় শ্রীবৎসলক্ষণে সুলক্ষিত ও বাহু সরলভাবে আজানুলম্বিত হইয়া স্থূলাকারে পরিবৃত্ত এবং উদর ঈষৎ বন্ধুর, নাভি যথেষ্ট পরিমাণে গভীর ও তাহা ভ্রমরাঙ্গনা সমূহের ন্যায় মনোহর লোমরাজিতে শোভিতা হইয়া প্রকাশ পাইতেছে॥ ১২॥

নানামণিপ্রঘটিতাঙ্গদকঙ্কণোর্ম্মি-
গ্রৈবেয়সারকলনূপুরবৃন্দবন্ধং।
দিব্যাঙ্গরাগপরিপিঞ্জরিতাঙ্গযষ্টি-
মাপীতবস্ত্রপরিধীতনিতম্ববিম্বং॥ ১৩॥

নানাবিধ মণিতে খচিত কেয়ুর কঙ্কণ ও কণ্ঠভূষণের বন্ধন দ্বারা এবং দিব্যাঙ্গরাগে রঞ্জিত অঙ্গ সকল ও ঈষৎ পীতবর্ণ বস্ত্র যুক্ত নিতম্ব শোভমান হইতেছে॥ ১৩॥

চারুরুজানুমনুবৃত্তমনোজ্ঞজঙ্ঘ-
কান্তোন্নতপ্রপদনিন্দিতকূর্ম্মকান্তিং।
মাণিক্যদর্পণলসন্নখরাজিরাজ-
দ্রক্তাঙ্গুলিচ্ছদনসুন্দরপাদপদ্মং ॥ ১৪ ॥

তাঁহার উরুদেশে মনোহর, জানু গোলাকার এবং জঙ্ঘা উন্নত কান্তি-বিশিষ্ট ও মাণিক্য দর্পণের প্রতিবিম্বধারি রক্তাঙ্গুলি অতিশয় সুন্দর হওয়াতে পাদপদ্মের কি অনির্বচনীয় শোভা প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১৪ ॥

মৎস্যাঙ্কুশারিদবকেতুযবাজবজ্র-
সংলক্ষিতারুণতরাঙ্‌ঘ্রিতলাভিরামং।
লাবণ্যসারসমুদায়বিনির্ম্মিতাঙ্গ-
সৌন্দর্য্যনির্জ্জিতমনোভবদেহকান্তিং ॥ ১৫ ॥

মৎস্য, অঙ্কুশ, ধ্বজা, বজ্র ও পদ্মরেখা সকল অরুণ বর্ণ চরণতলে সংলক্ষিত হইতেছে, বোধ হয় যেন সমস্ত সৌন্দর্য্যের সারভাগ গ্রহণ করিয়া বিধাতা তাঁহার অঙ্গসমূহ নির্ম্মাণ করাতে কন্দর্পের শরীরকান্তি বিনির্জ্জিতা হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

আস্যারবিন্দপরিপূরিতবেণুরন্ধ্র-
লোলৎকরাঙ্গুলিসমীরিতদিব্যরাগৈঃ।
শশ্বদ্রবীকৃতবিকৃষ্টসমস্তজন্তু-
সন্তানসন্ততিমনন্তসুখাম্বুরাশিং ॥ ১৬ ॥

বদনারবিন্দে মধুর মুরলি পরিপূর্ণ করিয়া দিব্যরাগ সংযুক্ত অঙ্গুলি সকল বেণুরন্ধ্রে পরিচালিত করিতেছেন, তাহাতে নিরন্তর জন্তু সকল দ্রবীভূত হইয়া বিকৃষ্ট ও অনন্ত সুখসাগরে নিমগ্ন হইতেছে ॥ ১৬ ॥

গোপীভির্ম্মুখাম্বুজবিলাসবিলোচনাভি-
রুধোভরস্খলিতমন্থরমন্দগাভিঃ।

দন্তাগ্রদষ্টপরিশিষ্ট তৃণাঙ্কুরাভি-

রালম্বিবালধিলতাভিরথাভিনীতং ॥ ১৭ ॥

গাভি সকল তাঁহার মুখপদ্মে নেত্রার্পণ করিয়া উধঃ (অর্থাৎ পালানের ভার হেতুক মধ্যভঙ্গ মন্থর ও মন্দগামিনী হইয়া এবং দন্তাগ্রভাগে পরিশিষ্ট তৃণাঙ্কুর ধারণপূর্ব্বক বালধি লতাবলীতে আবদ্ধ করিয়া অভিনীত করিতেছে ॥ ১৭ ॥

সপ্রস্রবস্তনবিবর্ষণপূর্ণনিশ্চ-

লাস্যাবটক্ষরিতফেনিলদুগ্ধমুগ্ধৈঃ।

বেণুপ্রবর্ত্তিতমনোহরমন্দগীতি

দত্তোচ্চ কর্ণযুগলৈরপি নর্ত্তকৈশ্চ ॥ ১৮ ॥

দুগ্ধদোহনে নিশ্চলাস্য হইয়া ফেনিল দুগ্ধের ধারা সকল বর্ষণ করিতেছে ও মনোহর বংশীধ্বনিতে শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যাভিনয়ে কর্ণযুগল সমর্পণ করিয়া আশ্চর্য্যভাবে সুমধুর গীত শ্রবণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥

প্রত্যগ্রশৃঙ্গমূর্দ্ধমস্তকসংপ্রহার-

সংরম্ভবৎখলবিলোলখুরাগ্রপাতৈঃ।

আমেদুরৈর্ব্বহলসাস্নগলৈরুদগ্র-

পুচ্ছৈশ্চ বৎসতরবৎসতরীনিকায়ৈঃ ॥ ১৯ ॥

শৃঙ্গের সূক্ষ্মাগ্রভাগ চালনা করিয়া গোলাকৃতি খুরাগ্রভাগ নিক্ষেপ করিতেছে, ও বৎস এবং বৎসতরীর সংরক্ষণে ঊর্দ্ধপুচ্ছ হইয়া তাহাদের গলদেশ ও শরীরের লেহন করিতেছে ॥ ১৯ ॥

হুঙ্কারবিক্ষুভিতদিগ্বলয়ৈর্ম্মহদ্ভি-

রপ্যুক্ষভিঃ পৃথুককুন্তরভারখিন্নৈঃ ।

উত্তম্ভিতশ্রুতিপুটীপরিপীতবংশ-

ধ্যানামৃতোদ্ধৃতবিকাশিবিশালঘোণৈঃ ॥ ২০ ॥

গোপবর্গ দিগন্তরে বিক্ষেপকারি মহৎহুঙ্কারে ক্ষুব্ধ না হইয়া বৎসগণের ককুৎভরে ক্লান্ত ও উত্তম্ভিত কর্ণকুহরে সুমধুর অমৃতময় বংশীধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক নাসাগ্রভাগ উন্নত করিয়া ॥ ২০ ॥

গোপৈঃ সমানগুণশীলবয়োবিলাস-
বেশৈশ্চ মূর্চ্ছিতকলস্বরবেণুবীণৈঃ।
মন্দ্রোচ্চতালপটুগানপরৈর্ব্বিলোল-
দোর্ব্বল্লরীললিতলাস্যবিধানদক্ষৈঃ ॥ ২১ ॥

সমান গুণ, স্বভাব, বয়ঃক্রম, বিলাস ও বেশ হেতুক পরস্পরে মিলিত হইয়া মধুরস্ফুট বেণুস্বরে ও মন্দোচ্চতালে সঙ্গীতপর হইয়া হস্তবদনাভিনয়ে অনির্ব্বচনীয় দক্ষতা প্রকাশ করিতেছে ॥ ২১ ॥

জঙ্ঘান্তপীবরকটীরতটীনিবদ্ধ-
ব্যালোলকিঙ্কিনীঘটাবলিতৈরটদ্ভিঃ।
মুগ্ধৈস্তরক্ষুনখকল্পিতকর্ণভূষৈ-
রব্যক্তমঞ্জুবচনৈঃ পৃথুকৈঃ পরীতং ॥ ২২ ॥

তাহাদিগের জঙ্ঘার চতুপার্শ্বে ক্ষুদ্রঘণ্টিকা বন্ধনপূর্ব্বক ও ব্যাঘ্রনখ কল্পিত কর্ণভূষণ প্রস্তুত করিয়া অব্যক্ত মনোজ্ঞ শব্দের উচ্চারক বৎসগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২২ ॥

অথ সুললিতগোপসুন্দরীণাং
পৃথুবিশিষ্টনিতম্বমন্থরাণাং।
গুরুকুচভরভঙ্গুরাবলগ্ন-
ত্রিবলিবিজৃম্ভিতরোমরাজিভাজাং ॥ ২৩ ॥

অনন্তর সুললিত গোপসুন্দরীদিগের স্থূলনিতম্বের মন্থরগতি ও গুরু-কুচদ্বয়ের ভারহেতুক কিঞ্চিৎ বক্র ত্রিবলির লোম সকল বৃন্দাবন বর্ণনার মনোহর বিষয় হইতেছে ॥ ২৩ ॥

তদতিমধুরচারুবেণুবাদ্যা-
মৃতরসপল্লবিতাঙ্গজাঙ্ঘ্রিপাণাং।
মুকুলবিসররম্যরোমোদ্গম-
সমলংকৃতগাত্রবল্লরীণাং ॥ ২৪ ॥

আর অতি মধুর বেণুবাদনে বৃক্ষ সকলের পল্লবাদি অমৃত রসে পরিপূর্ণ ও লতা সকল বেণুর অমৃতধ্বনি শ্রবণ করিয়া অলঙ্কৃত কন্টক বিকাশে পুলকিত হইতেছে॥ ২৪॥

তদতিরুচিরমন্দহাসচন্দ্রা-
তপপরিজৃম্ভিতরাগবারিরাশেঃ।
তরলতরতরঙ্গবিস্ফুট প্রকর-
সমভ্রমবিন্দুসন্ততানাং॥ ২৫॥

অতি রুচির জলরাশির উপর চন্দ্রাতপ স্বরূপ মেঘাবলীরচ্ছায়া পতিত হওয়াতে তরল তরঙ্গের বিন্দুসকল কি অনির্বচনীয় শোভা বিস্তার করিতেছে॥ ২৫॥

তদতিললিতমন্দচিত্রিচাপ-
চ্যুতনিশিতেক্ষণমারবাণবৃষ্ট্যা।
দলিতসকলমর্ম্মবিহ্বলাংগ-
প্রবিসৃতদুঃসহবেপথুব্যথানাং॥ ২৬॥

অতি ললিত অথচ কিঞ্চিৎ চিত্রিত ধনুর ন্যায় ভ্রূযুক্ত চক্ষে মদনবাণ যেন বর্দ্ধিত হইয়াছে, ও সকল প্রকার মর্ম্ম বেদনা ও দুঃখ নিবারণার্থে যেন দর্শকের সহায়তাব উদ্যম করিতেছে॥ ২৬॥

তদতিসুভগকম্ররূপশোভা-
হমৃতরসপানবিধানলালসানাং।
প্রণয়সলিলপূরবাহিনীনাং
অলসবিলোলবিলোচনাম্বুজাভ্যাং॥ ২৭॥

অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী ও কমনীয় শ্রীকৃষ্ণের রূপের শোভা হইতে উৎপন্ন অমৃত রসের পানাভিলাসিনী গোপাঙ্গনার যেন প্রণয়সলিলের স্রোতঃপ্রবাহ আলস্যচপললোচনে পরিবর্দ্ধিত করিতেছে॥ ২৭॥

বিস্রংসৎকবরীকলাপবিগতোৎফুল্লপ্রসূনস্রবন্-
মাধ্বীলম্পটচঞ্চরীকঘটয়া সংসেবিতানাং মুহুঃ।

মারোন্মাদমদস্খলন্মৃদুগিরামালোলকাঞ্চ্যুচ্ছস-
নীবীবিশ্লথমানচীনসিচয়ান্তাবিনির্তম্বত্বিষাং ॥ ২৮ ॥

তাহাদের কেশপাশ বিশৃঙ্খল হওয়াতে তাহা হইতে ও ক্ষুদ্র পুষ্প সকল পতিত হইয়া সৌগন্ধ বিস্তারে লাম্পট্য বর্দ্ধন করিতেছে, ও মদনবাণে উন্মত্ত হওয়াতে বারম্বার তাহাদের মৃদু বাক্য স্খলিত হইতেছে এবং বিশিষ্ট কাঞ্চী-সংযোগে বস্ত্রবন্ধন বিগত হওয়াতে নিতম্বকান্তি প্রকাশ পাইতেছে ॥ ২৮ ॥

স্খলিতললিতপাদাম্ভোজমন্দাভিঘাত-
ক্বণিতমণিতুলাকোট্যাকুলাশামুখানাং।
চলদধরকুলানাং কুটর্ম্মলোৎপক্ষ্মলাক্ষি-
দ্বয়সরসিরুহাণামুল্লসৎকুণ্ডলানাং ॥ ২৯ ॥

পাদ সঞ্চারণের স্খলন হওয়াতে যে স্বল্পাঘাত প্রাপ্ত হয় তদ্দ্বারা রত্নালঙ্কারের ঝঙ্কার উপস্থিত হওয়ায় অভিনয় স্বরূপ হয়ে ভাবাদি প্রকাশ পায়, অধর কুল চলায়মান হয়, নয়ন নীলপদ্ম আকুল হয় ও কর্ণকুণ্ডল উল্লসিত হইতে থাকে ॥ ২৯ ॥

দ্রাঘিষ্ঠশ্বসনসমীরণাভিতাপ-
প্রম্লানীভবদরুণোষ্ঠপল্লবানাং।
নানোপায়নবিলসৎকরাম্বুজানা-
মালীভিঃ সততনিষেবিতং সমন্তাৎ ॥ ৩০ ॥

দীর্ঘনিশ্বাসের বায়ুতাপে তাপিত হইয়া অরুণোষ্ঠ পল্লব ম্লান হয় ও নানা উপহার দ্রব্যে বিলাসবান্ করদ্বয়ের বিবরণ হইবার সময় তাহার সখী গণ কর্ত্তৃক সকল প্রকারে সতত নিষেবিত হইতে থাকে ॥ ৩০ ॥

তাসামায়তলোলনীলনয়নব্যাকোষনীলাম্বুজ-
স্রগ্ভিঃ সংপরিপূরিতাখিলতনুনানাবিনোদাস্পদং।
তন্মুগ্ধাননপঙ্কজপ্রবিগলন্মাধ্বীরসাস্বাদিনীং
বিভ্রাণং প্রণমোন্মদাক্ষিমধুকৃন্মালাং মনোহারিণীং ॥৩১॥

তাহাদিগের অতি বিস্তৃত চপল নীলবর্ণবিশিষ্ট নয়নস্বরূপ নীলপদ্মের মালাতে বিনোদাস্পদ সমস্ত শরীর মধুররসে পরিপূরিত হইলে সেই মুগ্ধা গোপবধূর মুখারবিন্দ হইতে বিগলিত মধুর রসাভিষিক্ত বাক্যাবলী তাহাদিগের মনোহারিণী ও উন্মাদিনী হইয়াছিল॥ ৩১।

গোপীগোপপশূনাং
বহিঃ স্মরেদগ্রতোঽস্য গীর্ব্বাণঘটাং।
বিত্তার্থিনীং বিরিঞ্চি-
ত্রিনয়নশতমন্যুপূর্ব্বিকাং স্তোত্রপরাং॥ ৩২॥

পূর্ব্বোক্ত পীঠের বহির অগ্রভাগে গোপী ও গোপপশুদিগের স্তোত্রযুক্তা ও ধনদায়িনী ব্রহ্মা ও শিব ইন্দ্র পূর্ব্বক গীর্ব্বাণ ঘটা স্মরণ করিবেক॥ ৩২॥

তদ্দক্ষিণতো মুনি-
জননিকরবসুধর্ম্মানাদায় পরং।
যোগীন্দ্রানাথ পৃষ্ঠে
মুমুক্ষুমালান্ সমাধিনা সনকাদ্যান্॥ ৩৩॥

তাহার দক্ষিণ দিকে মুনি, জননিকর বসু, ধর্ম্ম ও যোগীন্দ্র প্রভৃতিকে গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ পৃষ্ঠদেশে সমাধিস্থ হইয়া সনকাদি মোক্ষাভিলাষী ঋষিগণের স্মরণ করিতে হইবে॥ ৩৩॥

সর্ব্বে সকান্তানথ সিদ্ধযক্ষ-
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাংশ্চ।
সকিন্নরানপ্সরসশ্চ মুখ্যান্
কামার্থিনো নর্ত্তনগীতবাদ্যৈঃ॥ ৩৪॥

বামভাগে সস্ত্রীক সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও প্রধান প্রধান কিন্নর অপ্সর দিগকে নৃত্য গীত বাদ্যের সহিত স্মরণ করিবেক॥ ৩৪॥

শংখেন্দুকুন্দধবলং সকলাগমজ্ঞং
সৌদামিনীততিপিসঙ্গজটাকলাপং।

তৎপাদপঙ্কজগতামচলাঞ্চ ভক্তিং

বাঞ্ছন্তমুজ্ ঝিতভরান্যসমস্তসঙ্গং ॥ ৩৫ ॥

শঙ্খ, চন্দ্র এবং কুন্দ পুষ্পের ন্যায় ধবলাকৃতি ও সমস্ত আগমাদি তন্ত্রবেত্তা ও বিদ্যুৎ সদৃশ জটাধারী এবং তাঁহার চরণারবিন্দে শুদ্ধ অচলা-ভক্তির অভিলাষী ও সমস্ত সঙ্গের পরিত্যাগী ॥ ৩৫ ॥

নানাবিধশ্রুতিগণান্বিতসপ্তরাগ

গ্রামত্রয়ীগতমনোহরমূর্চ্ছনাভিঃ।

সংপ্রীণয়ন্তমুদিতাভিরমুং মহত্যা

সংচিন্তয়েন্নভসি ধাতৃসুতং মুনীন্দ্রং ॥ ৩৬ ॥

ও নানাবিধ শ্রুতিযুক্ত সপ্তরাগ ও গ্রামত্রয়ের অন্তর্গত মনোহর মূর্চ্ছনা-দ্বারা মহৎস্বরে উদিত হরি গুণ গান ও কীর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিতেছেন. সেই ধাতৃপুত্র মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ ঋষিকে নভোমণ্ডলেতে ধ্যান করিবেক ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে

মন্ত্রপূজাপ্রকরণে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে মন্ত্রপূজা

প্রকরণে পঞ্চম অধ্যায় ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সামীপ্য মুক্তি-প্রদান কারক পূজার বিধান।

ব্যাস উবাচ।

ইতি ধ্যাত্বাত্মানং পটুবিশদধীর্নন্দতনয়ং
পুরো বুদ্ধ্যা বার্ঘ্যপ্রভৃতিভিরনন্তৈঃ পদ্ধতিভিঃ।
যজেদ্ভূয়ো ভক্ত্যা স্ববপুষি বহির্ষ্ঠৈশ্চ বিভবৈ-
র্ব্বিধানং তদ্‌ব্রুমো বয়মতুলসান্নিধ্যদমথ॥ ১॥

এইরূপে স্থির বুদ্ধিসাধক নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার ধ্যান করিয়া বহুতর বিষয় এবং অর্ঘ্য প্রভৃতির অনন্ত উপহার দ্বারা ভক্তি এবং বুদ্ধি সহকারে স্বকীয় শরীরে পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেক. এক্ষণে সেই সামীপ্য মুক্তির প্রদান কারক পূজার বিধান বর্ণিত হইতেছে॥ ১॥

আরচয্য ভুবি গোময়াম্ভসা
স্থণ্ডিলং নিজসমুদ্রবিষ্টরং।
ন্যস্য তত্র বিহিতাস্পদোঽম্ভসা
শঙ্খমন্ত্রমনুনা বিশোধয়েৎ॥ ২॥

ভূমির উপর গোময় সংযুক্ত জলে স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া শঙ্খমন্ত্রে কুশাদি সকল সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহার সংশোধন করা কর্ত্তব্য হইবেক॥২॥

তত্র গন্ধসুমনোঽক্ষতান্যথো
নিঃক্ষিপেদ্ধৃদয়মন্ত্রমুচ্চরন্।
পূরয়েদ্বিমলপাথসা সুধী-
রক্ষরৈঃ প্রতিগতৈঃ শিরোঽন্তকৈঃ॥ ৩॥

অনন্তর চন্দন ও আতপ তণ্ডুল তন্মধ্যে হৃদয মন্ত্র (অর্থাৎ নমঃ শব্দের) উচ্চারণ করিয়া নিক্ষেপ করতঃ মন্ত্রের প্রত্যেক অক্ষরে সুবুদ্ধি সাধক মস্তক পর্য্যন্ত বিমল জলে তাহা পরিপূর্ণ করিবেক॥ ৩॥

পীঠশঙ্খসলিলেষু মন্ত্রবিৎ
বহ্নিবাসবনিশাকৃতাং ক্রমাৎ
মণ্ডলানি চষকশ্রবোক্ষরৈ-
রর্চ্চয়েদ্বদনপূর্ব্বদীপিতৈঃ ॥ ৪ ॥

এই রূপে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অগ্নি, ইন্দ্র ও চন্দ্রমণ্ডলে যথাক্রমে পীঠশঙ্খের জলে পূজা করিয়া আনুপূর্ব্বিক পূর্ব্বোক্ত দেবগণের দীপন করিবেক ॥ ৪ ॥

তত্র তীর্থমনুনাভিবাহয়েৎ
তীর্থমুষ্ণরুচিমণ্ডলাত্ততঃ।
স্বীয়হৃৎকমলতো হবিং তথা
গালিনীঞ্চ শিখয়া প্রদর্শয়েৎ ॥ ৫ ॥

অতঃপর সূর্য্যমণ্ডল হইতে তীর্থ মন্ত্রদ্বারা তীর্থের আবাহন পূর্ব্বক স্বীয় হৃৎপদ্ম ও শিখাতে গালিনী মুদ্রা প্রদর্শন করিতে হইবেক ॥ ৫ ॥

তজ্জলং নয়নমন্ত্রবীক্ষিতং
কর্ম্মণা সমবগুণ্ঠ্য দোর্যুজা
মূলমন্ত্রসকলীকৃতং ন্যসে
দঙ্গকৈশ্চ কলয়েদ্দিশোঽস্ত্রতঃ ॥ ৬ ॥

সেই জল নয়ন মন্ত্র সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া হস্তযুগলে আচ্ছাদনপূর্ব্বক মূলমন্ত্রে তাহার খণ্ডনান্তে অঙ্গন্যাস ও অস্ত্র মন্ত্রে দিগ্বন্ধন করিবেক ॥ ৬ ॥

অক্ষতাদিযুতমচ্যুতীকৃতং
সম্পৃহঞ্জপতু মন্ত্রমষ্টশঃ।
কিঞ্চন ক্ষিপতু বর্দ্ধনীজলে
প্রোক্ষয়েন্নিজতনুং ততোঽমুনা ॥ ৭ ॥

অক্ষত অর্থাৎ আতপতণ্ডুলাদি সংযোগে পবিত্রীকৃত এই মন্ত্র স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অষ্টবার জপ করিয়া উপকরণ সামগ্রী সেই জলে

নিক্ষেপ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা আপনার জলকণার দ্বারা অভিষিক্ত করিবেক ॥ ৭ ॥

ত্রিঃকরেণ মনুনাঽখিলস্তথা
সাধনং কুসুমচন্দনাদিকং।
শঙ্খপূরণবিধিস্ত সমীরিতো
গুপ্ত এষ যজনাগ্রণীরিহ ॥ ৮ ॥

পূজারম্ভের পূর্ব্বে এইরূপে পুষ্প চন্দনাদি সম্বলিত অখিলসাধক শঙ্খপূরণের বিধি গোপনীয় হইলেও এইরূপে প্রকাশিত হইল ॥ ৮ ॥

গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥ ৯ ॥

হে গঙ্গে, যমুনে, গোদাবরি, সরস্বতি, নর্ম্মদে, সিন্ধু কাবেরি এই জলে সন্নিধান কর ॥ ৯ ॥

এষ তীর্থমনুঃ প্রোক্তো দুরিতৌঘবিনাশনঃ।
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ শক্তৌ করয়োরিতরেতরং ॥ ১০ ॥

উভয়করের কনিষ্ঠাঙ্গুলি এবং অঙ্গুষ্ঠ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া সর্ব্বদুঃখ বিনাশক তীর্থমন্ত্র অবগত হইবেক ॥ ১০ ॥

তর্জ্জনীমধ্যমাঽনামাঃ সংহত্যাঽভুগ্ন বর্জ্জিতাঃ।
মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শঙ্খস্যোপরি চালিতা ॥ ১১ ॥

তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকাঙ্গুলি সরলভাবে একত্রিত করিলে গালিনী মুদ্রা হয় ও তাহা শঙ্খের উপরে পরিচালনা করা আবশ্যক ॥ ১১ ॥

অথ মূর্দ্ধনি মূলচক্রমধ্যে
নিজনাথগণনায়কং সমর্চ্চ্য।
ন্যসনক্রমতনুঃ পীঠমন্ত্রৈ-
র্জ্জলগন্ধাক্ষতধূপপুষ্পদীপৈঃ ॥ ১২ ॥

অনন্তর মস্তকোপরি এবং মূল চক্র মধ্যে পরমাত্মার এবং গণপতির অর্চ্চনা করিয়া পীঠমন্ত্রে ন্যাস ক্রিয়ার ক্রমানুসারে, উদকচন্দন অক্ষত ধূপ পুষ্প এবং দীপাদি সমর্পণীয় হয় ॥ ১২ ॥

প্রযজেদথ মূলমন্ত্রতেজো
নিজমূলে হৃদয়ে ভ্রুবোশ্চ মধ্যে।
ত্রিতয়ং স্মরতঃ স্মরেত্তদেকী-
কৃতমানন্দঘনং তড়িল্লতাভং ॥ ১৩ ॥

অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া জ্যোতির্ম্ময়ের পূজা করিবেক ও আত্ম-মূলে, হৃদয়ে ও ভ্রূমধ্যে, বিদ্যুল্লতার ন্যায় দীপ্তিমান্ ও একমাত্র আনন্দস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার ত্রিকালান স্মরণ করিবেক ॥ ১৩ ॥

তত্তে যক্ষৈঃ সাবয়বীকৃত্য বিভূত্যা-
দ্যঙ্কান্তং বিন্যস্য যজেদাসনপূর্ব্বৈঃ।
ভূষান্তৈর্ভূয়ো জলগন্ধাদিভিরর্চ্চাং
কুর্য্যাদ্ভূত্যাদ্যঙ্গবিধানাবধি মন্ত্রী ॥ ১৪ ॥

বিভূত্যাদি অঙ্ক পর্য্যন্ত অবয়ব সকল তত্ত্ব যাগ দ্বারা আসনাদি বিন্যাস করিয়া পুনর্ব্বার জল চন্দনাদি সহকারে আভরণ পর্য্যন্ত অর্চ্চনা করণে ঐশ্বর্য্যের অঙ্ক পর্য্যন্ত পূজার বিধান করিবেক ॥ ১৪ ॥

ভূয়ো বেণুং বদনস্থং বক্ষোদেশে বনমালাং।
বক্ষোজোর্দ্ধং প্রযজেচ্চ শ্রীবৎসং কৌস্তুভরত্নং ॥ ১৫ ॥

পুনর্ব্বার বদনস্থ বেণুর ও বক্ষঃস্থলস্থিত বনমালার এবং তদূর্দ্ধে শ্রীবৎস চিহ্নিত কৌস্তুভ রত্নের পূজা করিতে হইবেক ॥ ১৫ ॥

শ্রীখণ্ডনিস্যন্দবিচর্চ্চিতাঙ্গো
মূলেন ভালাদিষু চিত্রকাণি ॥
লিখ্যাদথো পঞ্জরমূর্ত্তিমন্ত্রৈ-
রনাময়ো দীপশিখাকৃতীনি ॥ ১৬ ॥

শ্রীখণ্ড প্রভৃতি বিবিধ বস্তুর দ্বারা অঙ্গলেপন থাকাতে মূলমন্ত্রে মালাদি চিত্রকার্য্যের লেখন করিয়া পঞ্জর মূর্ত্তির মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক জ্ঞানি ব্যক্তি নিরোগী হইবার জন্য দীপশিখাকৃতি নারায়ণের পূর্ব্বোক্ত বীজমন্ত্রের ধ্যা করিবেক ॥ ১৬ ॥

পুষ্পাঞ্জলিং বিতনুয়াদথ পাদপঙ্কত্বো
মূলেন চ যুগলে তুলসীদ্বয়েন।
মধ্যে হয়ারিযুগলেন চ মূর্দ্ধ্নি পদ্ম-
দ্বন্দ্বেন ষড়্ভিরপি সর্ব্বতনৌ চ সর্ব্বৈঃ ॥ ১৭ ॥

এই সকল কার্য্য সমাপন করিয়া তুলসীদ্বয়ে চরণ যগলে পঞ্চবার মূল মন্ত্রের উচ্চারণ পূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি সমর্পণ করিবেক, এবং মস্তকে ও সকল শরীরে ছয়বার উক্তমন্ত্রে সমস্ত পূজন ক্রিয়া উভয় পদ্মে সম্পূর্ণ করিতে হইবেক ॥ ১৭ ॥

শ্বেতানি দক্ষভাগেঽপি তচ্চন্দনপঙ্কিলানি কুসুমানি।
রক্তানি বামভাগেঽরুণচন্দনপঙ্কসিক্তানি ॥ ১৮ ॥

দক্ষিণ পার্শ্বে চন্দন পূত শ্বেতপুষ্প সকল এবং বামভাগে রক্তচন্দন যুক্ত রক্তবর্ণ পুষ্প সকল অর্পণ করিবেক ॥ ১৮ ॥

তদ্বচ্চ ধূপদীপৌ সমর্প্য বিনয়াৎ সুধারসৈঃ কৃষ্ণং।
মুখবাসাদ্যং দত্ত্বা সমর্চ্চয়েদ্গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ ॥ ১৯ ॥

সেইরূপ সুধারসের সহিত বিনয় সহকারে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ধূপ দীপ সমর্পণ করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা মুখ বাসাদি প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার অর্চ্চনা করিবেক ॥ ১৯ ॥

তাম্বূলনর্ত্তনগীতবাদ্যৈঃ সন্তোষ্য চূর্ণকসালনেন।
ব্রহ্মার্পণাখ্যমনুনা কুর্য্যাৎ স্বাত্মার্পণং মন্ত্রী ॥ ২০ ॥

মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তাম্বূল ও নৃত্যগীত বাদ্যের সহিত ও নৈবেদ্যাদি দ্বারা তাহাকে সন্তোষ করিয়া ব্রহ্মার্পণাখ্য মন্ত্রে স্বকীয় আত্মা সমর্পণ করিবেক ॥ ২০ ॥

অথবা সঙ্কুচিতধিয়া
লয়বিধিমুক্তিপঞ্জরাবচক্রুঃ।
যদ্যষ্টাদশলিপিনা
স্বান্তপাদাঙ্গৈশ্চ বেণুপূর্ব্বৈঃ প্রোক্তঃ ॥ ২১ ॥

অথবা সঙ্কুচিত বুদ্ধি হেতুক মূর্ত্তি পঞ্চকের লয় বিষয়ক পূজাবিধি অবলম্বন করিয়া স্বাস্ত পাদাব্জ ও বেণু পূর্ব্ব অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রে যৌগ পূজা সমাপ্ত করিতে হইবেক ॥ ২১ ॥

সুপ্রসন্নমথ নন্দতনূজং
ভাবয়ন্ জপতু মন্ত্রমনন্যঃ।
সানুসংস্মৃতি যথাবিধি সংখ্যা-
পূরণে স্বয়ং মনো বিদধীত ॥ ২২ ॥

অনন্তর নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের ভাবনা করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবেক এবং যথাবিধি এই মন্ত্রের জপ সংখ্যানুসারে পূরক করিতে হইবেক ॥ ২২ ॥

প্রণবপুটিতং বীজং জপ্ত্বা শতং সহিতাষ্টকং
নিজগুরুমুখাদাপ্তান্ যোগান্ যুনক্তু মহামতিঃ।
সদমৃতচিদানন্দাত্মায়ং জপঞ্চ সমাপয়ে-
দিতি জপবিধিং সম্যক্ প্রোক্তো মনুদ্বয়মাশ্রিতঃ ॥ ২৩ ॥

প্রণবের মধ্যগত বীজমন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া মহামতি সাধক নিজগুরুর মুখ বিনির্গত যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইবেক, শত, অমৃত, জ্ঞান আনন্দময় পরমাত্মার এই জপ সমাপন করিলে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের জপবিধি অবলম্বন করা হইবেক ॥ ২৩ ॥

ইয মং ভজতে বিধিং নরো
ভবিতাহসৌ দয়িতঃ শরীরিণাং।
আপরাককমলৈকমন্দিরং
পরমন্তে সমুপৈতি তম্মহঃ ॥ ২৪ ॥

যে মনুষ্য এই বিধিক্রমে ভজনা করে সে সাধারণ লোক সমাজে আদরণীয় হয়, এবং পরিপূর্ণরূপে লক্ষ্মী দেবার মন্দির তাহার হস্তগত হয়, সে অন্তকালে মুক্তি লাভ করে ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রে ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ৬ ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সিদ্ধি সাধন শ্রেষ্ঠ মন্ত্র দ্বয়ের সিদ্ধি প্রক্রিয়া কথন।

ব্যাস উবাচ।

কথ্যতে ... মন্ত্রবর্য্যয়োঃ
সাধনং সকলসিদ্ধিসাধনং।
যদ্বিধায় মুনয়ো মহীয়সীং
সিদ্ধিমাপুরিহ নারদাদয়ঃ ॥ ১ ॥

ব্যাসদেব কহিতেছেন। সকল সিদ্ধির সাধন শ্রেষ্ঠ, ও মন্ত্রদ্বয়ের সিদ্ধি প্রক্রিয়া এক্ষণে ব্যক্ত করিতেছি। এই মহৎ সাধন অবলম্বন করিয়া নারদাদি ঋষিরা এই জগতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ॥ ২ ॥

বিপ্রং প্রধ্বস্তকালপ্রভৃতিরিপুঘটানির্ম্মলাঙ্গং গরিষ্ঠাং
ভক্তিং কৃষ্ণাঙ্‌ঘ্রিপঙ্কেরুহযুগলরজোরাগিণীমুদ্বহন্তং।
বেত্তারং বেদশাস্ত্রাগমবিমলপথাং সম্মতং সৎসু দান্তং
যো বিদ্বাংসং বিধিৎসুঃ প্রবণতনুমনা দেশিকং সংশ্রয়েত ॥২॥

শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ যুগলের রজঃসংযোগে অনুরাগবিশিষ্ট ভক্তিমান হইয়া যে বিপ্র মনোবৃত্তির বশীভূত না হইয়া নির্ম্মলাঙ্গ হইয়াছেন, সেই বেদশাস্ত্র ও আগমের বিমল পথের বেত্তা এবং সজ্জনের সম্মত বিদ্বান একান্ত স্থায়ী ঋষি শ্রেষ্ঠ ভক্তি সহকারে শ্রীকৃষ্ণপরায়ণ হইবার নিমিত্ত আশ্রয় করিবেক॥২॥

সন্তোষয়েদকুটিলার্দ্রতরাত্মনা তং
স্বৈঃ স্বৈর্ধনৈশ্চ বপুষাপ্যনুকূলবাণ্যা।
অব্দত্রয়ং কমলনাভধিয়াঽথ ধীর-
স্তুষ্টে বিবক্ষতু গুরাবথ মন্ত্রদীক্ষাং ॥ ৩ ॥

বুদ্ধিমানসাধক অকুটিলভাবে শরীর স্বকীয় ধন এবং অনুকূল বাক্য দ্বারা ৩ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাকে ব্রহ্মতুল্য জ্ঞান করিয়া সন্তোষ করিলে তিনি অর্থাৎ সেই গুরু মন্ত্র দীক্ষার উপদেশ দিবেন ॥ ৩ ॥

প্রপঞ্চসারপ্রথিতাঽত্র দীক্ষা
সংস্মার্য্যতে সংপ্রতি সর্ব্বসিদ্ধৈঃ।
ঋতে যয়া সন্ততজাপিনোঽপি
সিদ্ধিং ন যদ্দাস্যতি মন্ত্রপূগঃ॥ ৪॥

প্রপঞ্চময় এই জগতের সার বলিয়া বিখ্যাত মন্ত্র দীক্ষা এইক্ষণে সকল সিদ্ধ সাধকগণ কর্তৃক স্মরণীয় হইতেছে, সেই দীক্ষা না হইলে নিরন্তর জপকারক ভক্তকেও মন্ত্রসমূহ কোন সিদ্ধি প্রদান করেন না॥ ৪॥

অথ পুরো বিদধীত সুবস্থলী-
মবিষমামধিবাস্তুবলিং বুধঃ॥
অচলদোর্ম্মিতপত্রভূমণ্ডপং
মসৃণবেদিকমারচয়েত্ততঃ॥ ৫॥

অনন্তর আপনকার সম্মুখ ভাগে সুবস্থলী নির্ম্মাণ করিয়া বিজ্ঞ সাধক অবিষমা অধিবাস ভূমির উপর অচল হস্ত পরিমিত মসৃণ বেদিকা মণ্ডপ রচনা করিবেক॥ ৫॥

ত্রিগুণতন্তুযুজা কুশমালয়া
পরিবৃতং প্রকৃতিধ্বজভূষিতং।
মুখচতুষ্কপয়স্তরুতোরণং
সিতবিতানবিরাজিতমুজ্জ্বলং॥ ৬॥

তৎপরে ত্রিগুণ সূত্রে কুশমালা পরিবৃত চতুর্দ্বার বিশিষ্ট বহির্দ্বারে শ্বেত-চন্দ্রাতপযুক্ত উজ্জ্বল প্রকৃতির ধ্বজা স্থাপন করিবেক॥ ৬॥

বসুত্রিগুণিতাঙ্গুলিপ্রমিতখাতবাতায়নং
বসোর্ব্বসুপতেরথো কদুভি বিষ্ঠমস্মিন্ বুধঃ।
করোতু বসুমেখলং বসুগণার্দ্ধকোণং প্রতি
অবস্থিতগজধ্বনিপ্রতিময়োনিসংলক্ষিতং॥ ৭॥

সুর ত্রিগুণ পরিমিত ও অঙ্গুলির সঞ্চ্যাযুক্ত বাতায়নে বসু এবং বসুপতির স্থান করিয়া বসু মেখলা এবং বসুগণের অর্দ্ধকোনে অবস্থিত ধ্বনি সংলক্ষিত থাকার ন্যায় জ্ঞান করিয়া পূজার আয়োজন করিতে হইবেক ॥ ৭ ॥

তেতো মণ্ডপে গব্যগন্ধামধুসিক্তে

লিখেন্মণ্ডলং সম্যগচ্ছদাব্দং।

সুবৃত্তত্রয়ং রাশিপীঠাব্ধিবীথী-

চতুর্দ্ধাবশোভোপশোভাস্বযুক্তং ॥ ৮ ॥

পঞ্চগব্য, চন্দন এবং মধুসিক্ত মণ্ডপে সম্যক্ প্রকারে পত্রাদিতে সম্পূর্ণ মণ্ডল লিখিয়া তন্মধ্যে সুর ত্রয় ও রাশিপীঠ ও সমুদ্র চতুর্থ। যথাবিধি তাহার শোভা সম্পাদন করিবেক ॥ ৮ ॥

ততো দেশিকস্নানপূর্ব্বং বিধানী

বিধায়াত্মপূজাবসানাং বিধিজ্ঞঃ।

স্ববামাগ্রতঃ শঙ্খমপ্যর্ঘ্যপাদ্যা-

চমাদ্যানি পাত্রাণি সংপূরিতানি ॥ ৯ ॥

বিধি নিপুণ ভক্তগণ তদনন্তরে আত্মপূজার বিধান করিয়া আপন বাম-পার্শ্বে শঙ্খ এবং পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবেন ॥ ৯ ॥

বিধায়ান্যতঃ পুষ্পগন্ধাক্ষতাদ্যং

করক্ষালনে পৃষ্ঠতশ্চাপি পাত্রং।

প্রদীপাবলীদীপিতে সর্ব্বমন্তৎ

স্বতোঽঙ্গাচারসাধনং চাদধীত ॥ ১০ ॥

অপর পার্শ্বে পুষ্প, চন্দন এবং অক্ষতাদির বিধান করিয়া পৃষ্ঠভাগে হস্ত প্রক্ষালনার্থ পাত্রবিশেষ রাখিয়া প্রদীপাবলী দীপিত করিয়া আপন হইতে অন্য সকল অঙ্গের আচার সাধন করিবেক ॥ ১০ ॥

বায়ব্যাশাদীশপর্য্যন্তমর্চ্চ্যা
পীঠস্যোদ্দাগৌরবী পংক্তিরাদৌ ।
পূজ্যোঽন্যত্রাপ্যাম্বিকেয়ঃ করাব্জৈঃ
পাশং দণ্ডং পুষ্ট্যভীতী দধানঃ ॥ ১১ ॥

বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণপর্য্যন্ত পীঠস্থলীর উত্তরদিকের মহতা পংক্তির পূজা সম্পন্ন করিয়া অন্যদিকে হস্তকমলে পাশ, দণ্ড, পুষ্টি এবং অভয়যুক্ত গণপতির পূজা করিবেক ॥ ১১ ॥

আরাধ্যাঽধারশক্ত্যাদ্যমরচরণয়োরপ্যধো মধ্যভাগে
ধর্ম্মাদীন্ বহ্নিযক্ষঃ পবনশিবগতান্দিক্ষু ধর্ম্মাদিকাংশ্চ ।
মধ্যে শেষাব্জতেজস্ত্রিতয়গুণগণান্মাত্মজান্ কেশরাণাং
মধ্যে চাকীর্ণবাসাদিকমভিজয়তে পীঠমন্ত্রেণ ভূয়ঃ ॥ ১২ ॥

চরণযুগলে আধারশক্তিপ্রভৃতির পূজান্তে মধ্যভাগে অগ্নি, উত্তরে বায়ু এবং ঈশানকোণে ধর্ম্মাদির অর্চনা করিয়া তাহার মধ্যে পীঠমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শেষপদ্মে ত্রিগুণাত্মজের এবং কেশের মধ্যে আকীর্ণবাস প্রভৃতির পূজা করিতে হইবেক ॥ ১২ ॥

ততঃ শালীন্মধ্যে কমলমমলাংস্তণ্ডুলবরা-
নপি ন্যস্যেৎ দর্ভাংস্তদুপরি চ দূর্ব্বাক্ষতযুতান্ ।
ন্যস্যেৎ প্রাদক্ষিণ্যাত্তদুপরি কৃশানোর্দ্দশ কলা
যকারাদ্যর্ণাদ্যা যজতু চ সুগন্ধাদিভিরিমাঃ ॥ ১৩ ॥

অনন্তর তন্মধ্যে ধান্য এবং পদ্ম ও নির্ম্মল তণ্ডুল ও কুশপ্রভৃতি দূর্ব্বাক্ষতযুক্ত করিয়া নিক্ষেপ করিয়া প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পবিত্রাগ্নির দশকলার পূজা সুগন্ধিদ্রব্য সহকারে যকারাদি অবর্ণমন্ত্রে সমাপ্ত করিবেক ॥ ১৩ ॥

ন্যস্যেৎকুম্ভন্তত্র ত্রিগুণিতলসত্তন্তুকলিতং
জপংস্তারং ধূপৈঃ সুপরিমিলিতং জোঙ্গকময়ৈঃ ।

কভাদ্যৈঃ কুন্তিস্মিষ্ঠউবসিতিভির্ব্বর্ণযুগলৈ-
স্তথান্যস্যাভ্যর্চ্চ্যাস্তদনু খমণে দ্বাদশকলাঃ ॥ ১৪ ॥

ও তাহাতে ত্রিগুণিত সূত্রযুক্ত ও অগুরুময় ধূপসহকারে সুগন্ধযুক্ত "কাভাদ্যকুন্তিস্মিষ্ঠ উবসিত" মন্ত্রদ্বয়ে ঘটস্থাপন পূর্ব্বক অপর দেবতার পূজা করিয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিবেক ॥ ১৪ ॥

এবং সংকল্প্যাগ্নিমাধাররূপং
ভানুস্তদ্বৎকুম্ভরূপং বিধিজ্ঞঃ।
ন্যসেত্তস্মিন্নক্ষতাদ্যৈঃ সমেতং
কূর্চ্চং স্বর্ণরত্নবর্য্যৈঃ প্রদীপ্তং ॥ ১৫ ॥

এই মত আধাররূপ অগ্নিকে কুম্ভরূপ সূর্য্যকে বিধিজ্ঞ ভক্তিমান সাধক স্বর্ণ রত্ন এবং অক্ষতাদি সহকারে প্রদীপ্ত কূর্চ্চবীজের উল্লেখ পূর্ব্বক তন্মধ্যে আবাহন করিবেক ॥ ১৫ ॥

অথ ক্বাথতোয়ৈঃ ক্ষকারাদিবর্ণৈ-
র্ব্বকারাবসানৈঃ সমাপূরয়েত্তং।
স্বমন্ত্রত্রিজাপাবসানং পয়োভি-
র্গবাং পঞ্চগব্যৈর্জ্জলৈঃ কেবলৈর্ব্বা ॥ ১৬ ॥

অনন্তর ক্বাথজলে ক্ষকারাদি বর্ণদ্বারা বকারবর্ণপর্য্যন্ত উল্লেখে তাহা পূরণ করিতে থাকিবেক, এবং তাহা স্বীয় মন্ত্রের ত্রিজপ শেষ হওয়াপর্য্যন্ত গাভির দুগ্ধে কিম্বা কেবল পঞ্চগব্যদ্বারা পূরিত করিবেক ॥ ১৬ ॥

সকলজনস্মিথবসুযুগসংখ্যাঃ-
সুরগণপূর্ব্বা ন্যসতু তথৈব।
তদুপকলাস্তাঃ সলিলসুগন্ধাঃ
স তু সুমনোভিস্তদনুযজেচ্চ ॥ ১৭ ॥

সমস্ত ভক্তগণ ইহাতে পূর্ব্বোক্ত সুরগণের ষোড়শ সংখ্যাতে ন্যাস করিয়া সুগন্ধিজলে প্রশস্তমনা হইয়া ভগবানের অংশ এবং উপাংশ দেবতাগণের পূজা করিবেক ॥ ১৭ ॥

উদীচ্যকুষ্ঠকুঙ্কুমাম্বুলৌহসজ্জটাস্থুরৈঃ।
সশীতমিত্যুদীরিতং হরেঃ প্রিয়াষ্টগন্ধকং ॥ ১৮ ॥

উদীচ্য, কুষ্ঠ, কুঙ্কুম, জল, লৌহ, সজটা, আসুর এবং সশীত এই কয়েক পদার্থ শ্রীভগবান্ হরি নারায়ণের প্রিয় অষ্টগন্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৮ ॥

ক্কাথতোয়পরিপূরিতোদরে
সংবিলজ্ব্য বিধিনাঽষ্টগন্ধকং।
সোমসূর্য্যশিখিনাং পৃথক্কলা-
সেবকর্ম্ম বিনিযোজয়েৎ সুধীঃ ॥ ১৯ ॥

সুবুদ্ধি সাধক সেবন কার্য্যে ক্কাথজল পূরিত পাত্রে যথাবিধি অষ্টগন্ধ সমর্পণ করিয়া চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নির পৃথক্ পৃথক্ কলার বিনিয়োগ করিবেক ॥ ১৯ ॥

তদ্বদক্ষরভবাস্তু কাদিভি-
স্তবাদিভিঃ পুনরুকারজাঃ কলাঃ।
পাদিভির্ম্মলিপিজাস্তু বিন্দুজাঃ
যাদিভঃ স্বরগণেন নাদজাঃ ॥ ২০ ॥

সেই রূপে ককারাদি বর্ণদ্বারা অক্ষরোৎপন্না এবং তকারাদি বর্ণ দ্বারা উকারজা ও পাদিবর্ণদ্বারা অলিপিজা এবং যাদিবর্ণদ্বারা বিন্দুজা স্বরগণদ্বারা নাদজা কলার ভজনা করিতে হইবেক ॥ ২০ ॥

সমাবাহনান্তে সুসংস্থাপনাৎ প্রাক্
ঋচস্তত্র তত্রাতিজপ্যা বুধেন।
সমভ্যর্চ্চ্য তাস্তাঃ পৃথক্ তচ্চ পাথো-
ঽর্পয়েন্মূলমন্ত্রেণ কুম্ভে যথাবৎ ॥ ২১ ॥

সংস্থাপনের পূর্ব্ব আবাহন শেষ করিয়া বিজ্ঞসাধক সেই স্থলে বেদোক্ত জপ করিয়া যথাবৎ কুম্ভমধ্যে মূলমন্ত্র দ্বারা তাহাদিগের পৃথক্ পৃথক্ পূজাপূর্ব্বক জলপূর্ণ করিবেক ॥ ২১ ॥

সহকারবোধপনসস্তবকৈঃ
শতমন্যুকাষ্ঠিকলিতৈঃ কলসং।
পিধাতুপুষ্পফলতণ্ডুলকৈ-
রভিপূর্ণয়া চ শুভচক্রিকয়া॥ ২২॥

আম্র, যজ্ঞ ডুমুর, কাঁটাল ও সপ্তপর্ণ শাখাদ্বারা উক্ত কুম্ভকে আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি পুষ্পাফল এবং তণ্ডুলাদি স্বর্ণ শুভ চক্রিকা স্থাপন করিবেক॥ ২২॥

অভিবেষ্টয়েত্তদনু কুম্ভমুখং
নবনির্ম্মলাংশুকযুগেন বুধঃ।
সমলঙ্কৃতেহত্র কুসুমাদিভি-
রপ্যভিবাহয়েৎ পরতরঞ্চ মহঃ॥ ২৩॥

তৎপশ্চাৎ নূতন ও নির্ম্মল বস্ত্রদ্বয়ে বিচক্ষণ সাধক উক্ত কলসী বেষ্টন করিয়া পুষ্পাদিতে অলঙ্কৃত শ্রেষ্ঠতেজঃ স্বরূপের আবাহন করিবেক॥ ২৩॥

সকলীবিধায় কলসস্থমমুং
হরিমস্ত্র তত্ত্বমনুবিন্যসনৈঃ।
পরিপূজয়েদগুরুমথাবহিতঃ
পরিবারযুক্তমুপচারগণৈঃ॥ ২৪॥

পরে তত্ত্ব মন্ত্রের বিন্যাসপূর্ব্বক কল্পাগত ভগবান্ হরি শ্রীকৃষ্ণকে সকল কলাতে পূর্ণ জানিয়া সাবধানে উপচার সহিত পরিবারযুক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিপূজা সম্পাদনীয় হইবেক॥ ২৪॥

দত্ত্বাসনং স্বাগতমপ্যদীর্য্য
তথার্ঘ্যপাদ্যাচমনীয়কানি।
স্নানঞ্চ বাসশ্চ বিভূষণানি
সাঙ্গায় তস্মৈ বিনিযোজ্য মন্ত্রী॥ ২৫॥

আসন প্রদান পূর্ব্বক স্বাগতোচ্চারণ এবং পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন ও বিভূষণ দান করিয়া মন্ত্রজ্ঞ ভক্তগণ তাঁহার প্রতি অঙ্গে পূজার বিনিয়োগ করিবেন ॥ ২৫ ॥

গাত্রে পবিত্রৈরথ গন্ধপুষ্পৈঃ
　পূর্ব্বং যজেন্ন্যাসবিধানতোঽস্য।
সৃষ্টিস্থিতিস্বাঙ্গযুগঞ্চ বেণুং
　মালামভিজ্ঞানবরাশ্মমুখ্যৌ।
মূলেন চার্ঘ্যার্চ্চনবৎ প্রপূজ্য
　সমর্চ্চয়েদাবরণানি ভূয়ঃ ॥ ২৬ ॥

অনন্তর ভগবানের ন্যাসক্রিয়ার বিধানে গাত্র পবিত্র গন্ধ পুষ্পের সমর্পণে সর্ব্বপূজা হইবেক। পরে সৃষ্টি, স্থিতি, ও তাঁহার স্বকীয় অঙ্গদ্বয়স্থ বংশীর সম্বন্ধে মাল্যাভরণাদি প্রধানতর অর্ঘ্যার্পণের ন্যায় মূলমন্ত্রে পূজনক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া পুনর্ব্বার আবরণ দেবতা পূজনীয়া হইবেন ॥ ২৬ ॥

দিক্ষ্বথ দামসুদামৌ বসুদামঃ কিঙ্কিনী চ সংপূজ্যাঃ।
তেজোরূপাস্তদ্বদ্বহিরঙ্গানি কেশরেষু সুমতির্যজেত ॥২৭॥

অন্যদিকে দাম, সুদাম ও বসুদাম এবং কিঙ্কিনীও পূজিতা হইলে সুমতি সাধকদ্বারা তেজঃস্বরূপা বহিরঙ্গ সকল (পদ্মের) কেশর মধ্যে পূজনীয়া হইবেন ॥ ২৭ ॥

হুতবহনির্ঋতিসমীরণ-
　শিবদিক্ষু হৃদাদিবর্ম্মপর্য্যন্তং।
মুক্তেন্দুকান্তকুবলয়হারি-
　নীলহুতাশপ্রভাঃ প্রমদাঃ ॥ ২৮ ॥

অগ্নি, নৈঋত, বায়ু এবং ঈশানকোণে হৃদয়াদি কবচপর্য্যন্ত প্রকাশিত চন্দ্রকান্তের ন্যায় শোভিতা এবং নীলহুতাশ প্রভা প্রমদাগণের পূজা করিতে হইবে ॥ ২৮ ॥

অভয়বরস্ফুরিতকরাঃ
প্রধানতনবোঽঙ্গদেবতাঃ স্মর্য্যাঃ।
রুক্মিণ্যাদ্যা মহিষী-
রষ্টৌ সংপূজয়েদ্দলেষু ততঃ ॥ ২৯ ॥

যাহাদিগের হস্তদ্বয় অভয় এবং বরপ্রদানে দীপ্যমান থাকে প্রধানতঃ সেই নব অঙ্গ দেবতাগণকে স্মরণ করিয়া রুক্মিণীপ্রভৃতি অষ্ট মহিষীর পূজা করিতে হয় ॥ ২৯ ॥

দক্ষিণকরধৃতকমলা-
বসুভরিতসুপাত্রমুদ্রিতান্যকরাঃ।
রুক্মিণ্যাখ্যা সত্যা
লগ্নাজিত্যাহ্বয়া সুনন্দা চ ॥ ৩০ ॥

যাহার দক্ষিণহস্তে কমল এবং ধনপূর্ণ সুপাত্র, অন্য হস্তে বিরাজিত রহিয়াছে, সেই রুক্মিণী সতী ও লগ্নাজিতী এবং সুনন্দা দেবীও তদ্রূপে পূজনীয়া হয়েন ॥ ৩০ ॥

ভূয়শ্চ মিত্রবিন্দা
সুলক্ষণাপ্যৃক্ষজা সুশীলা চ।
তপনীয়মরকতাভাঃ
সুসিতবিচিত্রাম্বরবেশাস্থেতাঃ।
পৃথুকুচভরালসাঙ্গ্যো
বিবিধমালপ্রকরবিলসিতাভরণাঃ ॥ ৩১ ॥

অপিচ মিত্রবিন্দা সুলক্ষণা ঋক্ষজা সুশীলা দেবী উত্তপ্ত মরকত গণের ন্যায় শোভান্বিতা এবং সুন্দর শ্বেতবর্ণ বিচিত্র বসনে ভূষিতা হইয়া এবং স্থূলতর স্তন ভারে আলস্যযুক্তা ও নানা প্রকার মাল্যাদি আভরণে বিলাসিত হইয়া পূজনীয় হন ॥ ৩১ ॥

ততো যজেদ্দলাগ্রেষু বসুদেবঞ্চ দেবকীং।
নন্দগোপং যশোদাঞ্চ বলভদ্রং সুভদ্রিকাং ॥ ৩২ ॥

অনন্তর উক্ত পদ্মের দলাগ্রভাগে বসুদেব দেবকী এবং নন্দ যশোদা ও বলভদ্র সুভদ্রার পূজা করিতে হইবে॥ ৩২ ॥

গোপালগোপীস্তদ্বক্ত্রে বিলীনমিতলোচনাঃ।
জ্ঞানমুদ্রাভয়করৌ পিতরৌ পীতপাণ্ডরৌ॥ ৩৩ ॥

গোপাল ও গোপীগণ তাঁহার মুখমণ্ডলে বিলীন হইয়া মুদ্রিত লোচনে জ্ঞানমুদ্রা স্বরূপ পীত পাণ্ডর পিতৃগণের ন্যায় পূজনীয় হন॥ ৩৩ ॥

দিব্যমালাম্বরালেপভূষণে মাতরৌ পুনঃ।
ধারয়ন্ত্যৌ চ বরদং পায়সাপূপপাত্রকং॥ ৩৪ ॥

পুনশ্চ দিব্য মাল্য বস্ত্র এবং চন্দনাদি ভূষণে পায়স পিষ্টক পাত্র সহকারে মাতৃগণের অর্চনা করিতে হয়॥ ৩৪ ॥

অরুণশ্যামলে হারমণিকুণ্ডলমণ্ডিতে।
বলঃ শংখেন্দুধবলো মুষলং লাঙ্গলং দধৎ॥ ৩৫ ॥

অরুণবর্ণ এবং শ্যামবর্ণ হার এবং মণিকুণ্ডলে ভূষিত মুষল এবং লাঙ্গলধারী শঙ্খ ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ বলদেবের পূজা করিতে হয়॥ ৩৫ ॥

হলালোলানীলবাসা হেলাবানেককুণ্ডলঃ।
কলায়শ্যামলা ভদ্রা সুভদ্রা ভদ্রভূষণা॥ ৩৬ ॥

চপল নীলবস্ত্রধারী, কর্ণে বহু কুণ্ডল শোভিত শ্যামবর্ণবিশিষ্ট এবং মনোহর ভূষণান্বিত ভদ্রা ও সুভদ্রার পূজা কর্ত্তব্য হইবে। ৩৬ ॥

বরাভয়যুতা পীতবসনা রূঢ়যৌবনা।
বেণুবীণাবেত্রযষ্টিশঙ্খশৃঙ্গাদিপাণয়ঃ॥ ৩৭ ॥

বরাভয়যুক্তা পীতাম্বরধারী ও বেণু বীণা বেত্র যষ্টি শঙ্খ শৃঙ্গ প্রভৃতি যাহাদিগের হস্তে অবস্থিত আছে॥৩৭॥

গোপাগোপ্যশ্চ বিবিধোপায়নাত্তকরাম্বুজাঃ।
মন্দারাদীংশ্চ তদ্বাহ্যে পূজয়েৎ কল্পপাদপান্॥ ৩৮ ॥

বিরাজমান সেই গোপ গোপীর কর কমলে বিবিধ উপাদেয় সামগ্রী নিবেদন করিয়া দিয়া বহির্ভাগে মন্দরাদি কল্পবৃক্ষের পূজা করিতে হয়॥ ৩৮॥

মন্দারসন্তানকপারিজাত-
কল্পদ্রুমাখ্যান্ হরিচন্দনঞ্চ।
মধ্যে চতুর্দিক্ষ্বভিবাঞ্ছিতার্থ-
দানৈকদীক্ষান্বিতনম্রশাখান্॥ ৩৯॥

অভিবাঞ্ছিত অর্থ প্রদানে অদ্বিতীয় দীক্ষাযুক্ত নম্রশাখাবিশিষ্ট মন্দার, সন্তান, পারিজাত, কল্পদ্রুম এবং হরিচন্দন নামক কল্পবৃক্ষের পূজা ইহার চতুর্দ্দিকের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে॥ ৩৯॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রে সপ্তম অধ্যায়॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

পূজা প্রকরণ।

শ্রীব্যাস উবাচ।

হরিহব্যবাট্ তরণিজক্ষপাটবাঃ-
পতিবায়ুসোমশিবশেষপদ্মজান্।
প্রযজেত স্বদিক্ষ্বমলধীঃ স্বজা-
ত্যধীশ্বরহেতিপত্রপরিবারসমেতান্॥ ১॥

ব্যাসদেব কহিলেন। শ্রীহরি, অগ্নি, তরণিজ, ক্ষপাট, ও সমুদ্র, বায়ু, চন্দ্র, শিব ও শেষ এবং পঙ্কজ ইহাদিগকে, নির্ম্মলবুদ্ধি সাধক আপনার চতুঃপার্শ্বে স্বজাতির অধীশ্বর হেতিপত্র পরিবারযুক্ত করিয়া পূজা করিবেক॥ ১॥

কপিশকপিলনীলশ্যামলশ্বেতধূম্রা-
মলসিতশুচিরক্তবর্ণতো বাসবাদ্যাঃ।
করকমলবিরাজৎ স্বায়ুধা দিব্যবেশা
বিবিধমণিগণোগ্রপ্রস্ফুরদ্ভূষণাঢ্যাঃ॥ ২॥

ঐ সকল দেবতা, কপিশ, কপিল, নীল, শ্যামল, শ্বেত ধূম্র, ও নির্ম্মল গৌরবর্ণ এবং শুচি ও রক্তবর্ণ ও কর কমলে অস্ত্রধারিণী এবং দিব্যবেশান্বিতা ও নানাপ্রকার মণিগণে প্রদীপ্ত ভূষণযুক্তা হইয়া পূজিত হইবেন॥ ২॥

দম্ভোলিশক্ত্যভিধদণ্ডকৃপাণপাশ-
চণ্ডাঙ্কুশার্দ্ধগদাত্রিশিখারিপথাঃ।
অর্চ্চ্যা বহির্নিজসুলক্ষণলক্ষিতমৌলিযুক্তাঃ
স্বস্বায়ুধাভয়সমুদ্যতপাণিপদ্মাঃ॥ ৩॥

বজ্র, শক্তিদণ্ড, কৃপাণ, পাশ, চণ্ডাঙ্কুশ, অর্দ্ধগদা, ত্রিশিখারিপথ ইত্যাদির ভাবনা করিয়া বহির্ভাগে নিজ সুলক্ষণে লক্ষিত মৌলিযুক্তা এবং স্বকীয়

অস্ত্রাদি সহকারে অভয়দানে উদ্যতহস্তা দেবীগণের পূজা করিতে হইবে ॥ ৩॥

কনকরজততোয়দাভ্রচম্পা-

রুণহিমনীলজপ্রবালভাসঃ।

ক্রমত ইতি রুচাত্তবজ্রপূর্ব্বা

রুচিরবিলেপনবস্ত্রমাল্যভূষাঃ ॥ ৪ ॥

কনক, রজত, মেঘগণ, চম্পা, অরুণ, হিম নীল, জবা এবং প্রবালের ন্যায় আভাযুক্ত এবং চমৎকার চন্দনাদির বিলেপন এবং বস্ত্র মাল্যাদির ভূষণ হেতুক কন্দর্পের বজ্রস্বরূপ হইয়া বিরাজমান হইতেছেন ॥ ৪ ॥

কথিতমাবৃত্তিসপ্তকমচ্যুতা-

র্চ্চনবিধয়াতি সর্ব্বসুখাবহং।

প্রযজেদথবাঙ্গপুরন্দরা-

শনিমুখৈস্ত্রিতয়াবরণং ত্বিদং ॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনা বিষয়ে সর্ব্বসুখাবহ আবৃত্তি সপ্তক কথিত হইল তাহাতে অথবা অঙ্গ পুরন্দর মুখদ্বারা এই ত্রিপ্রকার আবরণ পূজা বিধেয় হয় ॥ ৫ ॥

হেত্যা জয়িত্বা জলগন্ধপুষ্পৈঃ

কৃষ্ণাষ্টকেনাপ্যথ কৃষ্ণপূজাং।

কুর্য্যাদ্ধ্রুবস্তানি সমাহ্বয়ানি

বক্ষ্যামি তারাদিনমোঽন্তকানি ॥ ৬ ॥

কল্যাণজন্য জল গন্ধ এবং পুষ্পদ্বারা ও শ্রীকৃষ্ণাষ্টক স্তোত্র পাঠ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আরাধনা করিবেক, এক্ষণে প্রণবাদি নম অন্তক বিধি বর্ণিত হইতেছে ॥ ৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণবাসুদেবশ্চ নারায়ণসমাহ্বয়ঃ।

দেবকীনন্দনো যদুশ্রেষ্ঠো বার্ষ্ণেয় ইত্যপি ॥ ৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, দেবকীনন্দন, যদুশ্রেষ্ঠ, ও বার্ষ্ণেয় ইত্যাদি ॥ ৭ ॥

অসুরাক্রান্তশব্দান্তে ভারহারীতি সপ্তমঃ।
ধর্ম্মসংস্থাপকশ্চৈব চতুর্থ্যন্তাঃ ক্রমাদিমে ॥ ৮ ॥

অসুরাক্রান্ত এবং ভারহারী ও ধর্ম্মসংস্থাপক ইত্যাদি পদ যথাক্রমে চতুর্থ্যন্ত হইবেক ॥ ৮ ॥

এভিরেবাথ বা কার্য্যা পূজা বৈ কংসবৈরিণঃ।
সংসারসাগরোত্তীর্ণে সপ্তকামাপ্তয়ে বুধৈঃ ॥ ৯ ॥

এই সকল পদার্থ সহকারে কংসবৈরী শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে ভক্তবৃন্দ সংসারসাগব হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সপ্তবিধ কামনায় সিদ্ধিলাভ করে ॥ ৯ ॥

সারাঙ্গারদ্যুতবিলুলিতৈর্জর্জ্জরৈঃ সংবিকীর্ণৈ-
র্গুগ্‌গুল্বাদ্যৈর্ঘনপরিমলৈর্ধূপমাসাদ্য মন্ত্রী।
দদ্যান্নীচৈর্দ্দনুজমথ ময়াপ্রণবেনাথ দোষ্ণা
ঘণ্টাং গন্ধাক্ষতসুমনকৈরর্চ্চিতাং বাদয়ামঃ ॥ ১০ ॥

অঙ্গারচূর্ণ মিশ্রিত এবং সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট গুগ্‌গুলাদি পদার্থ সকলদ্বারা প্রস্তুত ধূপানয়নপূর্ব্বক মন্ত্রবেত্তা সাধক ভক্তিকল্পিত হস্তে ঘণ্টাবাদন ও গন্ধাক্ষতাদি দানান্তে নিম্নোর্দ্ধ নয়নে উক্ত ধূপ সমর্পণ করিবেক ॥ ১০ ॥

তদ্বদ্দীপ্তং সুরভিঘৃতসংসিক্তকর্পূররক্তং
দীপং দৃষ্ট্যা স্তুতিবিশদধীঃ পদ্মপর্য্যন্তমুচ্চৈঃ।
দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিমপি বিধায়ার্প্পয়িত্বা চ পাদ্যং
সাচামং কল্পয়েত্তদ্বিপুলমপি তদা স্বর্ণপাত্রে নিবেদ্যাং॥১১॥

অনন্তর ঘৃত কিম্বা কর্পূরাদি সংযুক্ত দীপের উপর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া স্তোত্রপাঠে নির্ম্মলমতি হইয়া ঊর্দ্ধপথে পাদপদ্মপর্য্যন্ত দীপাবলী অর্পণ করিবেক ও পুষ্পাঞ্জলি, পাদ্য, আচমনীয়, স্বর্ণপাত্রস্থ নৈবেদ্যাদি বিপুল পরিমাণে প্রদান করিবেক ॥ ১১ ॥

সুরভিতরেণ দগ্ধহবিষা সুশৃতেন শিতা
সমুদংশকৈরুচিরীকৃত্য বিচিত্রবাসৈঃ।

দধিনবনীতনূতনসিতোপলপূপনিকা-
ঘৃতগুড়নারিকেলকদলীফলপুষ্পরসৈশ্চ ॥ ১২ ॥

শুদ্ধ দুগ্ধ ও ঘৃত এবং শর্করাদিদ্বারা বাঞ্ছনীয় করিয়া তাহা ও বিচিত্র বস্ত্র, দধি নবনীত নূতন পিষ্টকাদি এবং গুড়, নারিকেল কদলীফল এবং মধুপ্রভৃতি তাঁহাকে নিবেদন করিয়া দিতে হইবেক ॥ ১২ ॥

অস্ত্রোক্ষিতং তদরিমুদ্রিকয়াহভিরক্ষ্য
বায়ব্যতাপপরিশোষিতমগ্নিদোষ্মা।
সংদহ্য বামকরসৌধরসাভিপূর্ণং
মন্ত্রামৃতীকৃতমথাভিমৃষন্ প্রজপ্যেৎ ॥ ১৩ ॥

পরন্তু তাহাতে অস্ত্র ও সংরক্ষণমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া উত্তপ্ত হস্তে ও বায়ু-তাপে তাহার পরিশোষণপূর্ব্বক সুধারসে পূর্ণ সেই পদার্থ সমুহের উপর অমৃতীকরণ মন্ত্র জপ করিবেক ॥ ১৩ ॥

মনুমষ্টশঃ সুরভিমুদ্রিকয়া
পরিপূর্ণমর্চ্চয়তু গন্ধপুষ্পৈঃ।
হরিমর্থয়েদথ কৃতপ্রসরা-
ঞ্জলিরাস্যতোহস্য বিসরেচ্চ মহঃ ॥ ১৪ ॥

সুরভি মুদ্রা ক্রমে সেই মন্ত্র অষ্টবার জপ করিবা গন্ধপুষ্পদ্বারা পুনর্ব্বার অর্চ্চনা হইলে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া শ্রীহরিসমীপে প্রার্থনা ও তাঁহার তেজ সঙ্কো-চিত করিতে থাকিবেক ॥ ১৪ ॥

বীতিহোত্রদয়িতান্তমুচ্চরন্
মূলমন্ত্রমথ নিঃক্ষিপেজ্জলং।
অর্পয়েত্তদমৃতাত্মকং হবি-
র্দ্দোর্ম্মজাসকুসুমং সমুদ্ধরন্ ॥ ১৫ ॥

স্বাহাপদ পর্য্যন্ত মূলমন্ত্রের উল্লেখ করিয়া জলনিক্ষেপপূর্ব্বক সেই অমৃত-ময় ঘৃত হস্তস্থিত কুসুমদ্বারা উদ্ধারান্তে সমর্পণ করিবেক ॥ ১৫ ॥

নিবেদয়ামি ভবতে জুষাণেদং হবির্হরে।
নিবেদ্যার্পণমন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বার্চ্চাসু নিজাখ্যয়া ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিজনামে সমস্ত পূজার নৈবেদ্য সমর্পণের এই মন্ত্র কহিতেছেন, যে ভগবানের প্রতি এই সম্বৃত পদার্থ সকল নিবেদন করিতেছি ॥ ১৬ ॥

গ্রাসমুদ্রাং বামদোষ্ণা বিকচোৎপলসন্নিভাং।
প্রদর্শয়ন্ দক্ষিণেন প্রাণাদীনাঞ্চ দর্শয়েৎ ॥ ১৭ ॥

প্রস্ফুটিত পদ্মের তুল্য গ্রাসমুদ্রা বাম হস্তে প্রদর্শন করিয়া দক্ষিণ হস্তে প্রাণাদি মুদ্রা অর্থাৎ প্রাণায় স্বাহা ইত্যাদি প্রদর্শন করাইবেক ॥ ১৭ ॥

স্পৃশেৎ কনিষ্ঠোপকনিষ্ঠিকে দ্বে
সাঙ্গুষ্ঠমূর্দ্ধ্না প্রথমেহ মুদ্রা।
তথাপরা তর্জ্জনিমধ্যমে স্যা-
দনামিকামধ্যমিকে চ মধ্যা ॥ ১৮ ॥

কনিষ্ঠ এবং অনামিকাদ্বারা অঙ্গুষ্ঠ সহকারে মস্তকেতে প্রথমতঃ এই মুদ্রা দেখাইয়া তদনন্তর তর্জ্জনী মধ্যমা এবং অনামিকা ও মধ্যমাঙ্গুলি সহকারে মধ্যমুদ্রা দেখাইতে হইবেক ॥ ১৮ ॥

অনামিকাতর্জ্জনিমধ্যমাঃ স্যাৎ
তদ্বচ্চতুর্থী সকনিষ্ঠিকাস্তাঃ।
স্যাৎ পঞ্চমী তদ্বদিতি প্রদিষ্টাঃ
প্রাণাদিমুদ্রা নিজমন্ত্রযুক্তাঃ ॥ ১৯ ॥

অনামিকা তর্জ্জনী এবং মধ্যমা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিতে যথাক্রমে বৃদ্ধাঙ্গুলি যোগ করিয়া নিজমন্ত্রযুক্ত প্রাণাদি মুদ্রা করা আবশ্যক হয় ॥ ১৯ ॥

প্রাণাপানব্যানসমানোদানাঃ ক্রমাচ্চতুর্থ্যা যুক্তাঃ।
তারাধারবদ্ধা চেদ্ধা কৃষ্ণাধ্বনস্ততো মনবঃ ॥ ২০ ॥

প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, এবং উদান প্রভৃতি শব্দে ক্রমশঃ চতুর্থী বিভক্তিযোগ করিয়া তাহাতে শ্রীরাধার বন্ধনপূর্ব্বক স্বাহাপদ সহকারে শ্রীকৃষ্ণ পথের অনুগামী মন্ত্র সকল বিরচিত হইবে ॥ ২০ ॥

ততো নিবেদ্য মুদ্রিকাং প্রধানয়া করদ্বয়ে।
স্পৃশত্বনামিকাং নিজাং মনুং জপন্ প্রদর্শয়েৎ ॥ ২১ ॥

অনন্তর হস্তদ্বারা প্রধান মুদ্রার প্রদর্শনে নিবেদন করিয়া স্বকীয় অনামিকাঙ্গুলীর সংস্পর্শপূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিবে ॥ ২১ ॥

নন্দজোঽম্বুমনুবিন্দুযুনক্তি
বামপার্শ্ব উদরাত্মনি চ।
কৃষ্ণ আত্মনি নিবেদ্য মাত্মভু-
র্ম্মাং স পার্শ্বমনিলস্তথা নিযুক্ ॥ ২২ ॥

তৎপরে জলবিন্দু প্রদান করিয়া নন্দাত্মজ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার পূর্ব্বক বামপার্শ্বে এবং উদরে ও আত্মাতে নৈবেদ্য সকল যথাকার্য্য নিযুক্ত হইতেছে এইরূপ ধ্যান করিবে ॥ ২২ ॥

মণ্ডলমভিতো মন্ত্রী
বীজাঙ্কুরভাজনানিবিন্যস্য।
পিষ্টময়ানপি দীপান্
ঘৃতপূর্ণান্ বিন্যসেৎ সুদীপ্তশিখান্ ॥ ২৩ ॥

পূজা মণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী মধ্যবেত্তা সাধক বীজ এবং অঙ্কুরের পত্র সকল বিন্যাসপূর্ব্বক ঘৃতপূর্ণ, পিষ্টময় এবং সুদীপ্তশিখাবিশিষ্ট দীপসকল বিন্যস্ত করিবেক ॥২৩॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রে অষ্টম অধ্যায় ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

হোম প্রকরণ।

শ্রীব্যাস উবাচ।

অথ সংস্কৃতে হুতবহে
বিমলধীরভিবাদ্য সম্যগভিপূজ্য।
হরিং জুহুয়াৎ সিতাঘৃত-
যুতেন পয়ঃপরিসাধিতেন সিতদীধিবিনা॥ ১।

ব্যাসদেব কহিতেছেন। অনন্তর সংস্কৃতাগ্নিতে বাদ্যসহকারে মহা-সমারোহে শ্রীহরিপূজা করিয়া নির্ম্মলবুদ্ধি সাধক ব্যক্তি দুগ্ধ ও শর্করা প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য সংযুক্ত পদার্থদ্বারা হোম করিবে॥ ১॥

অষ্টোত্তরসহস্রংসমাপ্য হোমং পুনর্ব্বলিং দদ্যাৎ।
বশিষ্ঠাধিনাথেভ্যো নক্ষত্রেভ্যস্ততশ্চ করণেভ্যঃ॥ ২॥

এইরূপে অষ্টোত্তর সহস্র সংখ্যক হোম সমাপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার পূজার উপহার সকল (এই স্থলে মূলগ্রন্থের লিখিত বলি শব্দের বাচ্য উপহার) প্রদান করিবেক ও বশিষ্ঠাধিনাথ নক্ষত্র এবং তৎপরে "করণ" সমূহের উদ্দেশ্য তৎসমুদয় প্রদত্ত হইবেক॥ ২॥

সংপাদ্য পাণী চ সুধাং সমর্প্য
দত্ত্বাম্বু উদ্বাস্য মুখার্চ্চিরাস্যে।
নৈবেদ্যমুদ্ধৃত্য নিবেদ্য বিশ্বক্-
সেনায় পৃথ্বীমুপলিপ্য ভূয়ঃ॥ ৩॥

হস্তদ্বয়ের বিস্তার পূর্ব্বক সুধাসমর্পণ করিয়া অগ্নিমুখে জলদান করিবেক এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নৈবেদ্য উপহার দিয়া পৃথিবীকে পুনর্ব্বার উপলেপন করিবে॥ ৩॥

গণ্ডূষদন্তধাবনাচমনাস্যহস্ত-
সূক্ত্যানুলেপমুখবাসকমাল্যভূষাঃ

তাম্বূলমপ্যতিনিবেদ্যসুরাদ্যনৃত্য-
গীতৈঃ সুদৃপ্তমভিপূজয়তাং পুরেব ॥ ৪ ॥

গণ্ডূষ মধ্যে জলগ্রহণপূর্ব্বক দন্তধাবন এবং আচমন এবং মুখও হস্ত প্রক্ষালনার্থে বেদোক্ত মন্ত্রের পাঠ করিয়া চন্দন, মুখবাস এবং মাল্য, ভূষণ ও তাম্বূলপ্রভৃতি নিবেদনান্তে নৃত্য, গীতপ্রভৃতি সমারোহপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে ॥ ৪ ॥

গন্ধাদিভিঃ সপরিবারমথার্ঘ্যমস্মৈ
দত্ত্বা বিধায় কুসুমাঞ্জলিমাদরেণ।
স্তুত্বা প্রণম্য শিরসা চুলকোদকেন
আত্মানমর্পয়তু তচ্চরণারবিন্দে ॥ ৫ ॥

অনন্তর গন্ধপুষ্পাদি সহ তাঁহাকে সপরিবারে অর্ঘ্য প্রদান এবং আদরের সহিত পুষ্পাঞ্জলির বিধান করিয়া স্তব এবং মস্তকদ্বারা প্রণতিপূর্ব্বক গণ্ডূষজলে তাঁহার চরণারবিন্দে আত্ম সমর্পণ করিবে ॥ ৫ ॥

ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাখ্যাবস্থাসু মনসা বাচা ॥ ৬ ॥

এই প্রকারে পূর্ব্ববৎ প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ এবং ধর্ম্মাধিকারে ও জাগ্রৎস্বপ্ন, সুষুপ্তি নামক অবস্থাতে মন এবং বাক্যদ্বারা ॥ ৬ ॥

কর্ম্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না বৎ স্মৃতং।
যদুক্তং যৎ কৃতং তৎসর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা ॥ ৭ ॥

ও কর্ম্ম, হস্ত, পদ, উদর, এবং লিঙ্গদ্বারা যে সমস্ত কার্য্য স্মৃত কথিত এবং কৃত হইয়াছে তাহা স্বাহা শব্দে ব্রহ্মার্পণ করিতেছি ॥ ৭ ॥

মাং মদীয়ঞ্চ সকলং হরয়েঽহং সমর্পয়ে।
ওঁ তৎসদিতি সংপ্রোক্তো মন্ত্রঃ স্বাত্মার্পণে শুভঃ ॥ ৮ ॥

আমি আমার আত্মা এবং অপর সমুদয় পদার্থ শ্রীহরির প্রতি সমর্পণ করিতেছি ইঁহাতে স্বকায় আত্মার্পণ বিষয়ে "ওতৎসৎ" এই শুভমন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৮ ॥

অনুস্মরন্ কলসগমচ্যুতং
জপন্ সহস্রকং বুধো বপুষ্য-
থোদিতোজ্ঝিতঃ সমা চিতীর্বিনা-
প্যতস্তদপি নয়েৎ সুধাত্মতাং ॥ ৯ ॥

ঘটস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণপূর্ব্বক সহস্রবার মন্ত্র জপ করিয়া শরীর স্থিত আত্মজ্ঞান সহকারে আপনাকে অমৃত ভাজন জ্ঞান করিবেক * ॥ ৯ ॥

ধ্বজতোরণদিক্ কলসাদিগতা-
মপি মণ্ডপমণ্ডলকুণ্ডলতাং।
অভিযোজ্য চিতিং কলসে কুসুমৈঃ
পরিপূজ্য জপেৎ পুনরষ্টশতং ॥ ১০ ॥

ধ্বজা, বহির্দ্বারস্থিত কলসী ও পূজামণ্ডপের মণ্ডলস্থ কুণ্ডলাদি একত্রিত করিয়া পুনর্ব্বার মূলমন্ত্র অষ্টশত বার জপ করিবে ॥ ১০ ॥

অথ শিষ্য উপোষিতঃ প্রভাতে
কৃতনিত্যঃ সুসিতাম্বরঃ সুবেশঃ।
ধরণীধনধান্যগোবহুলৈ-
র্ব্বিনয়াদ্দ্বিপ্রবরান্ হরেঃ প্রসাদ্য ॥ ১১ ॥

অনন্তর শিষ্য উপবাসান্তে প্রাতঃকালে নিত্যকর্ম্ম সমাপনপূর্ব্বক সুন্দর শ্বেতবস্ত্র পরিধান এবং অলঙ্কৃত হইয়া হরিভক্ত ব্রাহ্মণগণকে বিনয় বাক্যে ভূমি, ধন, ধান্য এবং গাভীসকল যথেষ্ট পরিমাণে দান করিয়া প্রসন্ন করিবে ॥ ১১ ॥

---

* মূল গ্রন্থে এই শ্লোকের ভ্রম দৃষ্ট হয়।

ভূয়ঃ পরীত্য প্রণিপত্য দেশিকং
তস্মৈ পরস্মৈ পুরুষায় দেহিনে।
তাং বিত্তশাঠ্যং পরিহৃত্য দক্ষিণাং
দত্ত্বা তনুং স্বাঞ্চ সমর্পয়েৎ সুধীঃ॥ ১২॥

পুনশ্চ প্রণিপাতপূর্ব্বক সেই পরম পুরুষের দেহ সেই স্থানে অধিষ্ঠিত বিবেচনা করিয়া ধনজন্য শঠতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সুবুদ্ধিসাধক দক্ষিণাও স্বকীয় শরীর সমর্পিত করিবেক॥ ১২॥

অথাভিবেকমণ্ডপে সুখোপবিষ্টমাসনে।
গুরুর্ব্বিশোধয়েদমুং পুরেব শোষণাদিভিঃ॥ ১৩॥

অনন্তর অভিষেক মণ্ডপে শুদ্ধাসনে উপবিষ্ট গুরু পূর্ব্ববৎ শোষণ দ্বারা তাঁহাকে পরিশুদ্ধ করিবেক॥ ১৩॥

পীঠন্যাসাবসানং বপুষি বিমলধীর্ন্যস্য তস্যাসিকায়া
মন্ত্রেণাভ্যর্চ্চ্য দূর্ব্বাক্ষতকুসুমযুতাং রোচনাং কে নিধায়।
আশীর্ব্বাদৈর্দ্বিজানাং বিশদপটুরবৈর্গীতবাদিত্রঘোষৈ-
র্মাঙ্গল্যৈরানয়ত্তং কলসমভিবৃতস্তৎ সমীপং প্রতীতঃ॥১৪॥

বিমল বুদ্ধিসাধক শরীরমধ্যে পীঠন্যাসের শেষ হইলে দূর্ব্বাক্ষত পুষ্পযুক্ত রোচনা প্রভৃতি দ্রব্যসকল স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ এবং গীতবাদ্যের বোধগম্য পটু শব্দে এবং মঙ্গলারাত্রীদ্বারা তাঁহাকে সংস্থাপিত ঘটের সমীপবর্ত্তী করিবেক॥ ১৪॥

তেনাভিলীনমণিমন্ত্রমহৌষধেন
ধাম্না পরেণ পরমামৃতরূপভাজা।
সংপূরয়ন্ বপুরমুষ্য ততো বিতন্বন্
তৎসামবর্ণ্যমভিষেচয়তাং যথাবৎ॥ ১৫॥

তদনন্তর মণিমন্ত্র এবং মহৌষধিদ্বারা পরমামৃত রূপধারী পরম পুরুষ (শ্রীকৃষ্ণকে পরমধামস্বরূপ সেই ঘটাভিমুখে আবাহন করিয়া যথাবৎ অভিষেক করিতে হইবেক॥ ১৫॥

ক্ষাদ্যৈরাহন্তিমবর্ণৈরদ্ভিশ্চ পূর্ণতনুস্ত্রিব্যক্তমন্ত্রাস্তৈঃ।
পরিধৃতসিতেতরবসনদ্বিতয়ো বাচংযমঃ সমাচান্তঃ॥ ১৬॥

মন্ত্রের ক্ষবর্ণ অবধি শেষবর্ণ পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিয়া সেই ঘটজলদ্বারা পরিপূর্ণ করা হইলে শ্বেতবস্ত্রধারী সাধক মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক দ্বিতীয় বার আচমন করিবেক॥ ১৬॥

বহুশঃ প্রণম্য দেশিকনামানং হরিমথোপসংপূজ্য।
তদ্দক্ষিণতস্তিষ্ঠেদভিমুখ একাগ্রমানসঃ শিষ্যঃ॥ ১৭॥

দেশিক নামক শ্রীহরিকে বার২ প্রণতিপূর্ব্বক পূজা করিয়া তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্বে সম্মুখভাগে একাগ্রচিত্তে মন্ত্রবেত্তা শিষ্য উপনীত হইবেক॥ ১৭॥

ন্যাসৈর্যথাবিধি তমচ্যুতসাদ্বিধায়
গন্ধাক্ষতাদিভিরলংকৃতবর্ষ্মণোহস্য।
ঋষ্যাদিযুক্তমথ মন্ত্রবরং যথাবৎ
ব্রূয়াৎ ত্রিশো গুরুরনর্ঘ্যমবাকমন্তে॥ ১৮॥

অনন্তর যথাবিধি ন্যাস করিয়া আপনাকে দেবসাৎ অবগত হইয়া গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা অলঙ্কৃত শরীরবিশিষ্ট হইবেক, তৎপরে ঋষি প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক তিনবার মৌনাবলম্বনে অর্ঘ্য প্রদান করিবেক॥ ১৮॥

গুরুণা বিধিবৎ প্রসাধিতং
মনুমষ্টোত্তরশতং প্রজপ্য বুধঃ।
অভিবন্দ্য ততঃ শৃণোতি সম্যক্
সময়ান্ ভক্তিভরেণ নম্রমূর্ত্তিঃ॥১৯॥

গুরুকর্ত্তৃক যথাবিধি অষ্টোত্তর শতবার প্রসাধিত মন্ত্রের জপ ও তাঁহার অভিবাদন করিয়া বিনীত ও বিজ্ঞসাধক গুরুর নিকট হইতে উপদেশ শ্রবণ করিবেক॥ ১৯॥

দত্ত্বা শিষ্যায় মনুং স্তুত্বাথ গুরুঃ কৃতাত্মযজনবিধিঃ।
অষ্টোত্তরসহস্রং স্বশক্তিহানানবাপ্তয়ে জপ্যাৎ॥ ২০॥

অনন্তর গুরুদেব শিষ্যকে পূজাবিধি এবং আত্মকৃত মন্ত্রের ন্যাস বিষয়ক উপদেশ দিয়া অষ্টোত্তর সহস্রবার স্বীয় শক্তি প্রাপ্তির জন্য জপ করিবেন॥ ২০॥

কুম্ভাদিকঞ্চ সকলং গুরবে নিবেদ্য
সংপূজয়েৎ দ্বিজবরানপি ভোজ্যজাতৈঃ।
কুর্ব্বন্ত্যনেন বিধিনা য ইহাভিষেকং
তে সম্পদাং নিলয়নং হি ত এব ধন্যাঃ॥ ২১॥

তাহাতে শিষ্য কুম্ভাদি সকল পদার্থ গুরুকে নিবেদন করিয়া ভোজ্য সমূহের দ্বারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিবেক, কারণ যে কেহ ইহলোকে এই প্রকার বিধি অনুসারে অভিষেক ক্রিয়া করেন তিনি সম্পত্তির আশ্রয়স্থান এবং ধন্য হয়েন॥ ২১॥

সংক্ষিপ্য কিঞ্চিদুদিতা
সমর্প্য দীক্ষা সংস্মরণায় বিষমধিয়াং।
এনাং প্রবিশ্য মন্ত্রী
সর্ব্বান্ মন্ত্রান্ জপেৎ জুহুয়াৎ যজেত॥ ২২॥

বিষমবুদ্ধিসাধকদিগের স্মরণার্থে সংক্ষেপ বিধি কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করা হইল, ইহাতেই মন্ত্রজ্ঞ সাধকেরা আত্মসমর্পণে মন্ত্রগ্রহণে এবং সকল মন্ত্রের জপ, হোম এবং পূজা করিতে অধিকারী হইবেন॥ ২২॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রে নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
নবম অধ্যায়॥ ৯॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

দীক্ষাতে পূর্ব্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ সেবা।

শ্রীব্যাস উবাচ।

চৈত্রেন্দুতন্মাসি তমীস্রপক্ষে
পুণ্যক্ষেত্রে দেশিকাং প্রাপ্য দীক্ষাং
তেনাজ্ঞপ্তঃ পূর্ব্বসেবাং দ্বিতীয়ে
মাসি দ্বাদশ্যামারভেতামলায়াং ॥ ১ ॥

ব্যাসদেব কহিতেছেন। চান্দ্র চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষে গুরুদেবের নিকটে পবিত্রস্থানে দীক্ষালাভ করিয়া তাহার দ্বিতীয় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতে তাঁহার আজ্ঞানুসারে পূর্ব্বসেবা আরম্ভ করিবেক ॥ ১ ॥

কৃত্বা স্নানাদ্যং কর্ম্ম দেহার্চ্চনান্তং
বর্ত্মাশ্রিত্য প্রাগীরিতং মন্ত্রিমুখ্যঃ।
শুদ্ধো মৌনী ব্রহ্মচারী নিশাশী
জপ্যাচ্ছান্তাত্মা শুদ্ধপদ্মাক্ষদাম্না ॥ ২ ॥

স্নানাদি দেহার্চ্চনার কর্ম্ম সমাধা করিয়া মন্ত্রবেত্তা সাধক পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক শুদ্ধ, মৌনী, ব্রহ্মচারী, রাত্রিতে ভোজনকারী প্রশান্তচিত্ত হইয়া পরিশুদ্ধ পদ্মবীজের মালা জপ করিবেক ॥ ২ ॥

তন্বন্ শুশ্রূষাং গোষু তাভ্যঃ প্রযচ্ছন্
গ্রাসং ভূতেষু প্রোদ্বহংশ্চানুকম্পাং।
মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীং দেবতাং বন্দমানো
দুর্গাং দুর্ব্বোধধ্বান্তভানুং গুরুঞ্চ ॥ ৩ ॥

ও গাভির শুশ্রূষা এবং তাহাদিগকে গ্রাসদান ও প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান এবং মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীদুর্গার ও দুর্ব্বোধরূপ অন্ধকার নাশক গুরুজনার প্রতি বন্দনা কারক শিষ্য ॥ ৩ ॥

কুর্ব্বন্নাত্মীয়ং কর্ম্ম বর্ণাশ্রমস্থং
মন্ত্রং জপ্ত্বাঽদ্ভিঃ স্নানকারিণীভিঃ সিঞ্চেৎ।
আচমেন পার্থস্তত্ত্বসংখ্যং প্রজপ্তং
ভুঞ্জানশ্চানু সপ্তজপ্তান্ ধনাঢ্যঃ ॥ ৪ ॥

আপনার বর্ণাশ্রমের কর্ম্ম ও মূল মন্ত্র জপ করিয়া স্নানার্থ জলদ্বারা অভিষেক করিবে, আচমনার্থে চতুর্ব্বিংশতি বার তদনন্তর সপ্তবার জপ করিয়া ধনবান এবং সুখভোগী হইবেক ॥ ৪ ॥

অদ্রেঃ শৃঙ্গে নদ্যাস্তটে বিল্বমূল-
তোয়ে হ্রদপদ্মে গোকুলে বিষ্ণুগেহে।
অশ্বত্থাদধস্তাদযুধেশ্চাপিতীরে
স্থানেষ্বেতেষ্বাসীনাস্ত্বেকৈকশস্তু ॥ ৫ ॥

পর্ব্বতের শৃঙ্গে, নদীর তটে, বিল্বমূলে, জলমধ্যে, হ্রদপদ্মে, গোকুলে বিষ্ণুমণ্ডপে, অশ্বত্থমূলে, অযোধ্যাসমীপে এক এক বার উপবিষ্ট হইয়া ॥ ৫ ॥

প্রজপেদযুতচতুষ্কং দশাক্ষরং মনুবরং পৃথক্ ক্রমশঃ।
অষ্টাদশাক্ষরং চেদযুতদ্বয়মীরিতা সংখ্যা ॥ ৬ ॥

চত্বারিংশৎ সহস্র দশাক্ষরী মন্ত্র যথাক্রমে জপ করিবেক, বিংশতি সহস্র-বার অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রের জপ করিবেক ॥ ৬ ॥

শাকং মূলং ফলং গোস্তনভবদধীনি ভৈক্ষ্যমন্নঞ্চ
শক্তূন্, দৌগ্ধান্নং চাদদানঃ ক্ষিতিধরশিখরাদৌ
ক্রমাৎ স্থানভেদে।
একং বৈ পানশক্তৌ গদিতমিতি ময়া পূর্ব্বসেবা-
বিধানং নির্ব্বৃত্তেঽস্মিন্ ভূয়ঃ প্রজপতু বিধিবৎ
সিদ্ধয়ে সাধকেন্দ্রঃ ॥ ৭ ॥

শাক, মূল, ফল, দুগ্ধ, দধি ও ভোজনীয় অন্ন এবং ছাতু ও পায়স পর্ব্বতাদির শিখরাদি স্থান ভেদে লইয়া যাইবে। পান

শক্তি বিষয়ে আমি একমাত্র পূর্ব্বসেবার বিধান বর্ণনা করিয়াছি তাহা নিবৃত্ত হইলে যথাবিধি সিদ্ধির নিমিত্ত শ্রেষ্ঠসাধক পুনর্ব্বার জপ করিতে থাকিবেন ॥ ৭ ॥

দেহার্চ্চনান্তে দিনশো দিনাদৌ
দীক্ষোক্তমার্গদ্বিতয়ং বিধানং।
আশ্রিত্য কৃষ্ণং প্রযজেদ্বিবিক্ত-
গেহেষু নিষ্ঠো হুতশিষ্টভোজী ॥ ৮ ॥

প্রাতঃকালে প্রতিদিন দেহ মার্জ্জনা করিয়া দীক্ষানুযায়িনী দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া নির্জ্জন গৃহে ভক্তিনিষ্ঠ হুতাবশেষ ভোজী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে হয় ॥ ৮ ॥

দশলক্ষমক্ষয়ফলদং মনুং
প্রতিজপ্য নির্ম্মলমতির্দ্দশাক্ষরং।
জুহুয়াদ্দশ্‌ ড়াজ্যমধুসংযুতৈর্ন বৈ-
র্ব্বরুণাদ্‌ভ্যৈর্জ্জুহুতবহে দশাযুতং ॥ ৯ ॥

নির্ম্মলমতি সাধক অক্ষয় ফলদাতা দশাক্ষর মন্ত্রের দশ অযুতহোম করিবে ॥ ৯ ॥

শুষিলযুগলবর্ণঞ্চেম্মনুং পঞ্চলক্ষং
প্রজপতু জুহুয়াচ্চ প্রোক্তকুণ্ডার্দ্ধলক্ষং।
অমলমতিরলাভে পায়সৈরম্বুজানাং
ঘৃতসহিতসিতাভৈরারভেদ্ধোমকর্ম্ম ॥ ১০ ॥

অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রের পঞ্চলক্ষ জপ করিয়া পঞ্চাশৎ সহস্রবার হোম করিবেক। যদ্যপি নির্ম্মলমতি, সাধক পায়সাদি পদার্থ সকল সংগ্রহ করিতে না পারেন তবে তিনি ঘৃতাদি বস্তুদ্বারা উক্ত হোমের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবেন ॥ ১০ ॥

অশক্তানাং হোমে নিগমরসনাগেন্দ্রগুণিতো
জপঃ কার্য্যশ্চেতি দ্বিজনৃপবিশালামাহুরপরে।

স হোমশ্চেদেষাং সম ইহ জপো হোমবলিতো
য উক্তো বর্ণানাং স খলু বিহিতস্তচ্চ ন দৃশাং ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বোক্ত সংখ্যানুসারে হোম করিতে অসমর্থ হইলে দ্বিজ নৃপ অর্থাৎ বারবার জপ করিবার বিধি আছে এবং এই সকল মন্ত্রের জপ এবং হোম দৃষ্টবর্ণের সমান সংখ্যক হইবার বিধান বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১১ ॥

যং বর্ণমাশ্রিতো যঃ শূদ্রঃ স চ তনুতাং ধ্রুবং বিহিতং।
বিদধীত জপং বিধিবৎ শ্রদ্ধাবান্ ভক্তিভবাবনত্রতনুঃ ॥ ১২ ॥

যে বর্ণাশ্রয় করিয়া শূদ্রেরা জপের বিধান করিবেক,শ্রদ্ধা এবং ভক্তিযুক্ত হইলেই তাহা সিদ্ধ হইতে পারিবেক ॥ ১২ ॥

পুনরভিষিক্তো গুরুণা বিধিবৎ বিশ্রাম্য দক্ষিণাং তস্মৈ।
অভ্যবহার্য্য চ বিপ্রান্ বিভবৈঃ সংপ্রীণয়েচ্চ ভক্তিযুতঃ॥১৩॥

গুরু কর্তৃক পুনর্ব্বার অভিষিক্ত হইয়া এবং বিধিপূর্ব্বক তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া ভক্তিসহকারে বিপ্রগণকে ধনদানপূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিবেক ॥ ১৩ ॥

ইতি মন্ত্রবরং দ্বিতয়ান্যবরং
পরিবাধ্য জপাদিভিরচ্যুতধীঃ।
প্রযজেৎ সবনত্রিতয়ে দিনশো
বিধিনাথ মুকুন্দমমন্দমতিঃ ॥ ১৪ ॥

এই দ্বিতীয় মন্ত্র জপাদিদ্বারা আপনার আয়ত্ত করিয়া ক্রমশঃ তিনি দিন পর্য্যন্ত নির্ম্মল বুদ্ধি এবং শুদ্ধমতি সাধক যথাবিধি মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবেক ॥ ১৪ ॥

অথ শ্রীমদুদ্যানসংত্রাত হেম-
স্থলোদ্ভাসিরত্নস্ফুরন্মণ্ডপান্তঃ।
লসৎকল্পবৃক্ষাধ উদ্দীপ্তরত্ন-
স্থলাধিষ্ঠিতাম্ভোজপীঠাধিরূঢ়ং ॥ ১৫ ॥

অনন্তর উদ্যানস্থিত শ্রীযুক্ত এবং সুবর্ণ ও রত্নের আভাবিশিষ্ট কল্পবৃক্ষ স্বরূপ পদ্মপীঠে অধিরূঢ় এবং উদ্দীপ্ত রত্নস্থলে অধিষ্ঠিত ॥ ১৫ ॥

মহানীলনীলাভমত্যন্তবালং
গুড়স্নিগ্ধবক্রান্তবিস্রস্তকেশং।
অনিৰ্ব্বাতপর্য্যাকুলোৎফুল্লপদ্ম-
প্রমুগ্ধাননং শ্রীমদিন্দীবরাক্ষং॥ ১৬॥

অত্যন্ত নীলবর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট এবং বাল্যস্বভাব ও ঈষৎবক্র বিলসিত কেশযুক্ত ও ঈষৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় প্রমুগ্ধ মুখ ও মুগ্ধ কমল নয়ন বিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত আছেন॥ ১৬॥

চলৎকুণ্ডলোল্লাসিতোৎফুল্লগণ্ডং
সুঘোনং সুশোণাধরং সুস্মিতাস্যং।
অনেকাশ্মরশ্ম্যুল্লসৎকণ্ঠভূষং
লসন্তং বহন্তং নখং পৌণ্ডরীকং॥ ১৭॥

তাঁহার গণ্ডস্থলে চলায়মান মণিকুণ্ডল শোভা পাইতেছে, তাঁহার নাসিকা মনোহর, পদ্মের ন্যায় মুখমণ্ডল হাস্যযুক্ত এবং তাঁহার কণ্ঠদেশে বহুতর রত্নের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে ও নখাবলীতে পদ্মসকল প্রতীয়মান হইতেছে॥ ১৭॥

সমুদ্ধূসরোরঃস্থলং বেণুধ্বন্যা
সুপুত্রাঙ্গমষ্টাপদাকল্পদীপ্তং।
কটীরস্থলে চারুজঙ্ঘান্তযুগ্মে
পিনদ্ধং ক্বণৎকিঙ্কিনাজালদাম্না॥ ১৮॥

বংশীধ্বনিতে তাঁহার বক্ষঃস্থল উদ্দীপ্ত হইতেছে, অঙ্গসকল বহুবিধ ভূষায় ভূষিত এবং কটি ও জঙ্ঘাযুগলে পরিধান করা কিঙ্কিনা সমূহের মালা শব্দায়মান হইতেছে॥ ১৮॥

হসন্তং হসদ্বন্ধুজীবপ্রসূন-
প্রভং পাণিপাদাম্বুজোদারকান্ত্যা।

করে দক্ষিণে পায়সং বামহস্তে
দধানং নবং শুদ্ধহৈয়ঙ্গবীনং ॥ ১৯ ॥

বাঁধলি পুষ্পের ন্যায় তাঁহার মধুর হাস্য এবং হস্ত এবং চরণাম্বুজ উদার-কান্তি বিরাজিত রহিয়াছে ও তাঁহার দক্ষিণহস্তে পায়স এবং বামকরে নবনীতাদি শুদ্ধতা প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১৯ ॥

মহীভারভূতামরারাতিযূথা-
ননঃ পূতনাদীন্নিহন্তুং প্রবৃত্তং।
প্রভুং গোপিকাগোপবৃন্দৈঃ পরীতং
সুরেন্দ্রাদিভির্ব্বন্দিতং দেববৃন্দৈঃ ॥ ২০ ॥

পৃথিবীর ভারহরণ এবং দেবারিগণ পূতনা প্রভৃতির বিনাশ জন্য প্রবৃত্ত অর্থাৎ অবতীর্ণ এবং গোপিকা ও গোপসমূহে পরিবৃত ও ইন্দ্রাদি দেবগণের বন্দিত প্রভুই পূজ্য হইতেছেন ॥ ২০ ॥

প্রগে পূজয়িত্বেত্যনুস্মৃত্য কৃষ্ণং
তদঙ্গেন্দ্রবজ্রাদিভির্ভক্তিনম্রঃ।
সিতাভে চ হৈয়ঙ্গবীনৈশ্চ দধ্না
বিমিশ্রেণ দৌগ্ধেন সংপ্রীণয়েত্তং ॥ ২১ ॥

শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণপূর্ব্বক তদঙ্গ ইন্দ্রবজ্রাদি কর্তৃক ভক্তি ও নম্রভাবে নবনীত এবং দধি শর্করা মিশ্রিত দুগ্ধে পূজা করিয়া তাঁহার প্রীতি জন্মাইবেক ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে তৃতীয়রাত্রে দশম অধ্যায় ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ সেবার নিয়ম ও ফল শ্রুতি।

শ্রীব্যাস উবাচ।

ইতি প্রাতরর্চ্চয়েদচ্যুতং যো-
নরঃ প্রত্যহং শশ্বদাস্তিক্যযুক্তঃ।
লভেৎ সোঽচিরেণৈব লক্ষ্মীং সমগ্রা-
মিহ্ প্রেত্য শুদ্ধিং পরং ধাম ভূয়াৎ ॥ ১ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন। যে ব্যক্তি এই প্রকার প্রাতঃকালে প্রতিদিবস আস্তিকতার সহিত শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের অর্চনা করে, সে ইহলোকে অচির কাল মধ্যে সম্যক্‌রূপে ধনলাভ করে এবং শুচি হইয়া অন্তকালে পরম ধাম প্রাপ্ত হয় ॥ ১ ॥

অহ্নো মুখেঽনুদিনমিত্যভিপূজ্য শৌরিং
দধ্নাথবা গুড়যুতেন নিবেদ্য তোয়ৈঃ।
শ্রীমন্মুখে সমতিতর্প্য তদিক্ষয়া তং
জপ্যাৎ সহস্রমথ সাষ্টকমাদরেণ ॥ ২ ॥

প্রতিদিবস শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া দধি অথবা গুড়যুক্ত নৈবেদ্য জলদ্বারা নিবেদনান্তে শ্রীকৃষ্ণের মুখমণ্ডলে সমর্পিত হইল বিবেচনা করিয়া তাহাতে অষ্টোত্তর সহস্রবার নিজমন্ত্র আদরপূর্ব্বক জপ করিবেক ॥ ২ ॥

মধ্যন্দিনে জপবিধানবিশিষ্টরূপং
বন্দ্যং সুরর্ষিযতিখেচরমুখ্যবৃন্দৈঃ।
গোগোপবনিতানিকরৈঃ পরীতং
সান্দ্রাম্বুদচ্ছবিসুজাতমনোহরাঙ্গং ॥ ৩ ॥

মধ্যাহ্ন জপ বিধি অনুসারে বিশিষ্টরূপে দেবর্ষি নারদ এবং যতি ও দেবতাগণের বন্দনীয় এবং গাভি ও গোপিকাগণে বেষ্টিত, এবং মেঘজালের বর্ণের ন্যায় মনোহর অঙ্গবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩ ॥

মায়ূরপত্রপরিবৢপ্তবতংসরম্যং
ধম্মিল্লমুল্লসিতচিল্লিকমম্বুজাক্ষং।
পূর্ণেন্দুবিম্ববদনং মণিকুণ্ডলশ্রী-
গণ্ডং সুনাসমতিসুন্দরমন্দহাসং॥ ৪॥

ময়ূরপক্ষে বিনির্ম্মিত ভূষণযুক্ত কেশ এবং কমলনয়ন ও উল্লসিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মুখমণ্ডল এবং মণিকুণ্ডলের শোভাযুক্ত গণ্ডস্থলী এবং সুন্দর নাসিকা ও তাঁহার অতিরম্য ঈষৎ হাস্য শোভমান হইতেছে॥ ৪॥

পীতাম্বরং রুচিরনূপুরহারকাঞ্চী-
কেয়ূরকার্ম্মিকটকাদিভিরুজ্জ্বলাঙ্গং।
দিব্যানুলেপনবিষঙ্গিতমংসরাজ-
মম্লানচিত্রবনমালমনঙ্গদীপ্তং॥ ৫॥

তিনি পীতাম্বরধারী এবং মনোহর নূপুর হার, কাঞ্চী, কেয়ূর ও ববিধ শোভাযুক্ত বসন এবং নয়াদিতে শোভমান অঙ্গবিশিষ্ট হইয়াছেন, দিব্য চন্দনাদি লেপনে এবং অম্লান বনমালাদি ভূষণে কন্দর্পের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন॥ ৫॥

বেণুং ধ্মমন্তমথবা স্বকরে দানং
সব্যেতরে পশুপযষ্টিমুদারবেশং।
দক্ষে মণিপ্রবরমীপ্সিতদানদক্ষং
ধ্যাত্বৈবমর্চ্চয়তু নন্দজমিন্দিরাপ্ত্যৈ॥ ৬॥

মধুর ধ্বনিযুক্ত বংশী অথবা বামকরে গোচারণার্থ যষ্টি ধারণপূর্ব্বক সুবেশধারী হইয়া দক্ষিণ হস্তে অভীষ্ট বরদান করিতে বিরাজিত আছেন, এই রূপে উৎকৃষ্ট রত্নে ভূষিত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত ভক্তিমান সাধক তাঁহার পূজা করিবেক॥ ৬॥

দামাদিকাঙ্গদয়িতাসুহৃদঙ্ঘ্রিপেন্দ্র-
বজ্রাদিভিঃ সমভিপূজ্য যথা বিধানং।

দীক্ষাবিধানকথিতঞ্চ নিবেদ্যজাতং
হৈমে নিবেদয়তু পাত্রবরে যথাবৎ ॥ ৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত রূপ দীক্ষা বিধির নিয়মানুসারে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশধারী শ্রীকৃষ্ণের যথাবিধি পূজা করিয়া স্বর্ণপাত্রে নিবেদনীয় পদার্থ সকল তাঁহাকে সমর্পণ করিবে ॥ ৭ ॥

অষ্টোত্তরশতমথোজুহুয়াৎপয়োঽন্নৈঃ
সর্পির্যুতৈঃ সুসিতশর্করয়া বিমিশ্রৈঃ।
দদ্যাদ্বলিঞ্চ নিজদিক্ষু সুরর্ষিযোগি-
রক্ষোপদৈবতগণেভ্য উদারচেতাঃ ॥ ৮ ॥

অনন্তর ঘৃতযুক্ত এবং সুমিষ্ট শর্করা মিশ্রিত পায়সান্নে অষ্টোত্তর শতবার হোম করিয়া দেবর্ষি নারদ যোগী, রাক্ষস এবং উপদেবতাদিগকে উদারচিত্তে আপন আপনদিগে পূজোপহার প্রদান করিবেক ॥ ৮ ॥

নবনীতমিলিতপায়সধিয়ার্চ্চনান্তে জনৈর্মুখং তস্য
সংতর্প্য জপতু মন্ত্রী সহস্রমষ্টোত্তরশতং বাপি ॥ ৯ ॥

নবনীতযুক্ত পায়সান্নে তাঁহার মুখমণ্ডল পরিতৃপ্ত হইতেছে বিবেচনা করিয়া সাধকেরা সহস্রবার অথবা অষ্টোত্তর শতবার মন্ত্র জপ করিবেন ॥ ৯ ॥

অহ্নো মধ্যে বল্লবীবল্লভং তং
নিত্যং ভক্ত্যাভ্যর্চ্চয়েদ্যো নরাগ্র্যঃ।
দেবাঃ সর্ব্বে তং নমস্যন্তি শশ্ব-
দ্বর্ত্তেরন্ বৈ তদ্বশে সর্ব্বলোকাঃ ॥ ১০ ॥

হে নরশ্রেষ্ঠ নিত্য ভক্তি সহকারে দিবামধ্যে সেই গোপী বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিলে দেবতারা সকলে তাঁহাকে নিরন্তর নমস্কার করেন, এবং সকল লোক তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

মেধায়ুঃশ্রীকান্তিসৌভাগ্যযুক্তঃ
পুত্রৈর্ম্মিত্রৈর্গোমহীরত্নজাতৈঃ।

ভোগৈশ্চান্যৈর্ভূরিভিঃ সন্নিহাঢ্যো

ভূয়াদ্ধামাঽন্তে চ তস্যাচ্যুতাখ্যং ॥ ১১ ॥

অপিচ তিনি মেধা, আয়ুঃ, শ্রী, কান্তি এবং সৌভাগ্যযুক্ত পুত্র, মিত্র এবং গো ও ভূমি এবং অন্যান্য বিবিধভোগে ভোগবান্ হইয়া অন্তকালে অচ্যুতধামে গমন করেন ॥ ১১ ॥

তৃতীয়কালপূজায়ামস্তি কালবিকল্পনা।

সায়াহ্নে নিশি বেত্যত্র বদন্ত্যেকে বিপশ্চিতঃ ॥ ১২ ॥

কোন কোন পণ্ডিতেরা তৃতীয় কালে পূজা করিবার বিষয়ে স্বায়ংকাল অথবা রাত্রিকাল কল্পনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

দশাক্ষরেণ চেদ্রাত্রৌ সায়াহ্নেঽষ্টাদশস্ততঃ।

উভয়ীমুভয়েনৈব কুর্য্যাদিত্যপরে জগুঃ ॥ ১৩ ॥

যদি রাত্রিতে দশাক্ষরী মন্ত্রের জপ করা হয় তবে সায়ংকালে অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্র পর্য্যায়ক্রমে জপ করিবার বিষয় অপর সাধকেরা ব্যক্ত করিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

সায়াহ্নে দ্বারবত্যান্তু চিত্রোদ্যানোপশোভিতে।

দ্ব্যষ্টসাহস্রসংখ্যাতৈর্ভবনৈরভিসংবৃতে ॥ ১৪ ॥

মনোহর উদ্যান শোভিত ও ষোড়শ সহস্র সখ্যাক ভবনযুক্ত দ্বারাবতী পুরীতে সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে হইবেক ॥ ১৪ ॥

হংসসারসসংকীর্ণৈঃ কমলোৎপলশালিভিঃ।

সরোভিরমলাম্ভোভিঃ পরীতে ভবনোত্তমে ॥ ১৫ ॥

সেইপুরী হংস সারস প্রভৃতি পক্ষীগণে সমাকুল ও কমলোৎপল বিশিষ্ট নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ সরোবরযুক্ত এবং উৎকৃষ্ট গৃহাদিতে শোভিতা হইয়া বিরাজিতা আছেন ॥ ১৫ ॥

উদ্যৎপ্রদ্যোতনোদ্যোতসদ্যুতৌ মণিমণ্ডপে।

মৃদ্বাস্তরে সুখাসীনং হেমাম্ভোজাসনে হরিং ॥ ১৬ ॥

তাহাতে নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় কান্তি যুক্ত মণিমণ্ডপে স্বর্ণপদ্মের উপর কোমলাসনে সুখে উপবিষ্ট শ্রীহরির পূজা করিবেক ॥ ১৬ ॥

নারদাদ্যৈঃ পরিবৃতমাত্মতত্ত্ববিনির্ণয়ে।
তেভ্যো মুনিভ্যঃ স্বং ধাম দিশন্তং পরমক্ষরং॥ ১৭।

তিনি নারদাদি ঋষিগণের নিকটে আত্মতত্ত্ব বিনিশ্চিত করণার্থে পরিবৃত হইয়াছেন এবং তাহাদিগকে স্বকীয় পরমাক্ষর ধামের উপদেশ দিতেছেন॥ ১৭॥

ইন্দীবরনিভং সৌম্যং পদ্মপত্রায়তেক্ষণং।
স্নিগ্ধকুন্তলসংভিন্নকিরীটমুকুটোজ্জ্বলং॥ ১৮॥

নীলপদ্ম সদৃশ কোমল ও পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত চক্ষু ও স্নিগ্ধকেশ যুক্ত কিরীট ও মুকুট উজ্জ্বল রূপে শোভিত হইতেছে॥ ১৮॥

চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভং বনমালিনং॥ ১৯॥

তাঁহার প্রসন্নবদন অতি মনোহর মকর কুণ্ডলে দীপ্যমান এবং শ্রীবৎসযুক্ত বক্ষঃস্থল কৌস্তুভ মণি ও বনমালায় শোভমান হইতেছেন॥ ১৯॥

কাশ্মীরকপিশোরস্কং পীতকৌশেয়বাসসং।
হারকেয়ূরকটকরসনাদ্যৈঃ পরিষ্কৃতং॥ ২০॥

তাঁহার বক্ষঃস্থল অগ্নিশিখার ন্যায় কপিশবর্ণ পীত এবং কৌশেয় বস্ত্র পরিধান ও হার, কেয়ুর, ও বলয় প্রভৃতিতে তাঁহার অঙ্গসকল ভূষিত হইয়াছে॥ ২০॥

হৃতবিশ্বম্ভরাভূরিভারং মুদিতমানসং।
শংখচক্রগদাপদ্মরাজদ্ভুজচতুষ্টয়ং॥ ২১॥

তিনি পৃথিবীর সমস্ত ভার হরণ করিতেছেন, এবং শঙ্খ চক্র গদা, পদ্ম-ধারী চতুর্ভুজের সহিত বিরাজ করিতেছেন॥ ২১॥

এবং ধ্যাত্বাঽর্চ্চয়েন্মন্ত্রী স্যাদঙ্গৈঃ প্রথমাঽবৃতিঃ।
দ্বিতীয়া মহিষীভিস্তু তৃতীয়ায়াং সমর্চ্চয়েৎ॥ ২২॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া মন্ত্রবেত্তা সাধক অঙ্গপূজার সহিত প্রথমতঃ আবরণ পূজা করিবেক, এবং মহিষীগণের সহিত দ্বিতীয়াবরণ পূজা সমাপ্ত করিয়া তৃতীয়াতে তাহার অর্চ্চনা করিবেক॥ ২২॥

নারদং পর্ব্বতং জিষ্ণুং নিশঠোদ্ধবদারুকাম্।

বিশ্বক্‌সেনঞ্চ সৈনেয়ং দিক্ষ্বগ্রে বিনতাসুতং ॥ ২৩ ॥

নারদ,পর্ব্বত, জিষ্ণু নিশঠ উদ্ধব এবং দারুক বিশ্বকৃসেন ও সৈনেয় এবং সমস্ত দিকের অগ্রভাগে গরুড়ের পূজা করিবেক ॥ ২৩ ॥

লোকেশৈস্তৎপ্রহরণৈঃ পুনরাবরণদ্বয়ং।

ইতি সংপূজ্য বিধিবৎ পায়সেন নিবেদয়েৎ ॥ ২৪ ॥

ইন্দ্রাদি লোকপালের এবং তাঁহাদিগের অস্ত্রাদির দুই আবরণ পূজা যথা-বিধি শেষ করিয়া পায়সান্ন নিবেদন করিবে ॥ ২৪ ॥

তর্পয়িত্বা খণ্ডমিশ্রদুগ্ধবুদ্ধ্যা জলৈর্হরিং।

জপেদষ্টশতং মন্ত্রী ভাবয়ন্ পুরুষোত্তমং ॥ ২৫ ॥

খাঁড়খণ্ড মিশ্রিত দুগ্ধ বিবেচনায় জলদ্বারা শ্রীহরির তর্পণ করিয়া পুরুষো-ত্তমকে ভাবনা করতঃ মন্ত্রবেত্তা সাধক অষ্টশতবার মন্ত্র জপ করিবে ॥ ২৫ ॥

পূজাসু হোমং সর্ব্বাসু কুর্য্যান্মধ্যন্দিনেঽথবা।

আসনাদ্যর্ঘ্যপর্য্যন্তং কৃত্বা স্তুত্বা নমেৎ সুধীঃ ॥ ২৬ ॥

সমস্ত পূজাতে মধ্যাহ্নকালে হোম করিতে হইবেক অথবা আসনাদি অর্ঘ্য পর্য্যন্ত পূজা এবং স্তব করিয়া সুবুদ্ধি সাধক তাঁহাকে নমস্কার করিবেক ॥২৬ ॥

সমর্প্যাত্মানমুদ্বাস্য তং সুহৃৎসরসারুহে।

বিন্যস্য তন্ময়োভূত্বা পুনরাত্মানমর্চ্চয়েৎ ॥ ২৭ ॥

আত্মাকে হৃৎপদ্মে সংস্থাপিত করিয়া তাঁহার প্রতি সমর্পণ করিবেক, ও সেই আত্মা বিন্যস্ত এবং তন্ময় হইলে পুনর্ব্বার পরমাত্মার পূজা করিতে হইবেক ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

রাত্রিতে কিম্বা সায়ংকালে শ্রীকৃষ্ণের সেবাকাল।

শ্রীব্যাস উবাচ।

সায়াহ্নে বাসুদেবং যো নিত্যমেবং যজেন্নরঃ।

সর্ব্বান্ কামানবাপ্যান্তে স যাতি পরমাং গতিং॥ ১॥

শ্রীব্যাসদেব কহিতেছেন। যে ব্যক্তি সায়ংকালে নিত্য এই প্রকারে বাসুদেবের অর্চ্চনা করেন, তিনি সমস্ত অভিলষিত পদার্থ লাভ করিয়া অন্তকালে পরম গতি প্রাপ্ত হন॥ ১॥

রাত্রৌ চেন্মন্মথাক্রান্তমানসং দেবকীসুতং।

যজেদ্রাসপরিশ্রান্তং গোপীমণ্ডলমধ্যমং॥ ২॥

যদ্যপি রাত্রিতে কন্দর্পাক্রান্তচিত্ত রাসক্রীড়ায় পরিশ্রান্ত ও গোপীমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী দেবকীনন্দনের পূজা করা হয়॥ ২॥

পৃথুং সুবৃত্তং মসৃণং বিতস্তি-

মাত্রোন্নতং কৌ বিলিখন্নশঙ্কং।

আক্রম্য পদ্ভ্যামিতরেতরা তু

হস্তৈর্ভ্রমোহয়ং খলু রাসগোষ্ঠী॥ ৩॥

তবে স্থূলাকৃতি, সুবৃত্ত, মসৃণ, এবং বিতস্তিমাত্র উন্নত তাঁহার মূর্ত্তি ভূমিতে নিঃশঙ্কভাবে লিখিয়া তিনি যে রাসগোষ্ঠী হস্ত পদাদিদ্বারা আক্রমণ করিতেছেন তাহার পূজা করিতে হইবেক॥ ৩॥

স্থলনীরজমসৃণপরাগভৃতা

লহরীকণজালভরেণ সতা।

মরুতা পরিতাপকৃতাধ্যুষিতে

সুষিতে যমুনাপুলিনে বিপুলে॥ ৪॥

এবং স্থলপদ্মের মসৃণ পরাগযুক্ত তরঙ্গকণাবিশিষ্ট বায়ুকর্ত্তৃক সেবিত সুন্দর যমুনাতীরে॥ ৪॥

অশরীরনিশাতশরোন্মথিত-
প্রমদাশতকোটিভিরাকুলিতে।
উড়ুনাথকরৈর্বিশদীকৃতসু-
প্রসরে বিচরদ্ভ্রমরীনিকরে ॥ ৫ ॥

এবং সেই যমুনাতটে অনঙ্গশরে মোহিত শত শত প্রমদাগণে ব্যাপ্ত ও চন্দ্রকিরণে শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট এবং ভ্রমরীগণের ক্রীড়াযুক্ত সুপ্রশস্ত স্থানে ॥৫॥

বিদ্যাধরকিন্নরসিদ্ধসুরৈ-
গন্ধর্ব্বভুজঙ্গমচারণকৈঃ।
দ্বারোপহিতৈঃ সুবিমানগতৈঃ
স্বস্থৈরতিবৃষ্টসুপুষ্পচয়ে ॥ ৬ ॥

ও বিদ্যাধর, কিন্নর, সিদ্ধ এবং দেবতাগণের দ্বারা ও গন্ধর্ব্ব, ভুজঙ্গ এবং বিচরণকারী প্রাণিগণের দ্বারা এবং সুন্দর বিমানগামী দেবকন্যাদিগের দ্বারা নিতান্ত বাঞ্ছনীয় সুপুষ্পময় প্রদেশে ॥ ৬ ॥

ইতরেতরবদ্ধতরপ্রমদা-
গমকম্পিতরাসবিলাসবিধৌ।
মণিশঙ্কুগমপ্যমুনা বপুষা
বহুধা বিহিতস্বকদিব্যতনুং ॥ ৭ ॥

ও পরস্পর প্রেমপাশে আবদ্ধ প্রিয়গণের আগমন কল্পিত রাস এবং হাস্য কৌতুকের বিধানে দিব্য শরীর দ্বারা তিনি যেন নানাপ্রকার ক্রীড় করিতেছেন ॥ ৭ ॥

সুদৃশামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং
দয়িতাকুলবদ্ধভুজদ্বিতয়ং।
নিজসঙ্গবিজৃম্ভদনঙ্গশিখি-
জ্বলিতাঙ্গলসৎপুলকালিযুজাং ॥ ৮ ॥

পরস্পরে পৃথক্ এবং অন্তরগামী হওয়াতে সুলোচনাদিগের প্রিয়-বর্গের প্রতি ভুজদ্বয় নিবদ্ধ থাকাতে যখন ভ্রমরেরা তাহাদের নব-

লোৎপলবোধ উদ্বেগ জন্মাইতেছে তখন নিজ নিজ সজ বিচ্ছেদে তথায় অতি আশ্চর্য্য শোভা প্রকাশ পাইতেছে॥ ৮॥

বিবিধশ্রুতিভিন্নমনোজ্ঞতয়া
সুরসপ্তকমূর্চ্ছনতানগণৈঃ।
ভ্রমমাণমমূভিরুদারমণি-
স্ফুটমন্ত্রণশিঞ্জিতচারুতরং॥ ৯॥

নানাপ্রকার শব্দ শ্রবণ করিয়া চিত্তের প্রসন্নতা উপস্থিত হওয়াতে এবং সপ্তস্বর মূর্চ্ছনা এবং তান সমূহদ্বারা যেন তাহাদিগের কর্ণে অতি মনোহর মন্ত্রণা উত্তেজিত হইতেছে॥ ৯॥

ইতি ভিন্নতনুং মণিভির্ম্মনিতং
তপনীয়ময়ৈরিব মারকতং।
মণিনির্ম্মিতমধ্যগশঙ্কুলস-
দ্বিপুলারুণপঙ্কজমধ্যগতং॥ ১০॥

এইরূপে শরীরের অবস্থা ভিন্নরূপ হওয়াতে মারকত মণির ন্যায় এবং নবোদিত সূর্য্যের প্রকাশে পদ্মের ন্যায় প্রমদাগণের শোভা হইতেছে॥ ১০॥

অতসীকুসুমাবতনুং তরুণং
তরুণারুণপদ্মপলাশদৃশং।
নবপল্লবচিত্রগুলুঞ্চলস-
চ্ছিখিপিচ্ছপিনদ্ধকরপ্রচয়ং॥ ১১॥

অতসীপুষ্প এবং তরুণারুণের ন্যায় লোহিতবর্ণ এবং পদ্ম ও পলাশের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট নয়নে এবং নবপল্লবে চিত্রিত গোলঞ্চলতার ও ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় কেশ এবং করদ্বয়ে সেই প্রমদারা মনোহারিণী হইয়াছেন॥ ১১॥

চটুলভ্রুবমিন্দুসমানমুখং
মণিকুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ডযুগং।

শশিবক্তু সদৃগ্বদনচ্ছদনং
মণিরাজদনেকবিধাভরণং ॥ ১২ ॥

চঞ্চল ভ্রূযুক্ত চন্দ্রবদনা কামিনীরা গণ্ডযুগলের মণিকুণ্ডলে ভূষিত হইয়া বদনাচ্ছাদনপূর্ব্বক বহুবিধ রত্নাদি বিনির্ম্মিত আভরণ ধারণ করিতেছে ॥ ১২ ॥

অশনপ্রসবচ্ছদনোজ্জ্বলস-
দ্বসনং সুবিলাসনিবাসভুবং।
নববিদ্রুমভদ্রকরাঙ্‌ঘ্রিতলং
ভ্রমরাকুলদামবিরাজভুজং ॥ ১৩ ॥

এবং সুবিলাসযুক্ত ভূমিতে অভিনব পল্লব সদৃশ হস্তদ্বয়ে মধুর এবং অব্যক্ত শব্দকারী ভ্রমর সমূহকে নিবারণ করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

তরুণীকুচযুক্‌পরিরম্ভমিল-
ন্মসৃণারুণবক্ষসমুক্ষগতিং।
শিবধেনসমীরিতগোপবরং
স্মরবিহ্বলিতং ভুবনৈকগুরুং ॥ ১৪ ॥

সেই প্রকার তরুণীগণের কুচযুগলে আলিঙ্গনকারী সমস্ত সংসারের অদ্বিতীয় গুরু, গোপশ্রেষ্ঠ শ্রীহরির অরুণবর্ণ বক্ষঃস্থল কন্দর্প ভাবে মন্থন এবং বিহ্বল হইতেছে ॥ ১৪ ॥

প্রমদেতি পীঠবরে বিধুরং
প্রযজেদিতি রূপমরূপমজং।
প্রথমং পরিপূজ্য তদঙ্গবৃতিং
মিথুনানি যজেদ্রসশালিমতঃ ॥ ১৫ ॥

এইরূপে প্রমদাগণকে পীঠ মধ্যে স্থাপন করিয়া পূজা করিবেক, তাহাতে নির্ব্বিকার ও জন্মহীন এবং রসময় শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ বিস্তার হেতুক তাহারা তাঁহার অঙ্গস্বরূপ হইয়াছে, ভাবিয়া প্রথম পূজা সমাপন করিতে হইবেক ॥ ১৫ ॥

দলষোড়শকে স্মরমূর্ত্তিগণং
সহশক্তিকমুত্তমরাসগতং।
সরমাসদনং স্বকলাসহিতং
মিথুনাঙ্গমথেন্দ্রপরিপ্রমুখান্॥ ১৬॥

অনন্তর সেই পূজা পীঠের ষোড়শদলে উৎকৃষ্ট কেশবাদি মূর্ত্তি ও তাঁহাদিগের শক্তিগণের অংশ এবং মিথুনাঙ্গ সকল যথাবিধি পূজিত হইবেন॥ ১৬॥

ই,ত সম্যগমুং পরিপূজ্য হরিং
চতুরাবৃতিসংবৃতমার্দ্রমতিঃ।
রজতারচিতে চষকে সশিতং
সঘৃতং সুপয়োঽস্য নিবেদয়তাং॥ ১৭॥

আর এই প্রকারে ভক্তিরসে আর্দ্রবুদ্ধি সাধক শ্রীহরির পূজা করিয়া চতুরাবরণ সংযুক্ত রজত নির্ম্মিত পাত্রে শর্করা, ঘৃত এবং দুগ্ধ সহিত নিবেদনীয় পদার্থ সকল সমর্পণ করিবেক॥ ১৭॥

বিভবে সতি কাংস্যময়েষু পৃথক্
স্বকরেষু চ ষোড়শসু ক্রমশঃ।
মিথুনেষু নিবেদ্য পয়ঃ সশিতং
বিদধীত পুরোবদথো সকলং॥ ১৮॥

সাধক সম্পত্তিশালী হইলে কাংস্যময় ষোড়শপাত্রে যথাক্রমে পৃথক্ পৃথক্ মিথুনের সোপকরণ নৈবেদ্যের বিধান করা কর্ত্তব্য হইবে॥ ১৮॥

সকলভুবনমোহনবিধিং যো
নিয়তমমুংনিশি নিশ্যুদারচেতাঃ।
ভবতি স খলু সর্ব্বলোকপূজ্যঃ
শ্রিয়মতুলাং সমবাপ্য যাত্যনন্তং॥ ১৯॥

অনন্তর যিনি উদারচিত্ত হইয়া প্রত্যেক রজনীতে সমস্ত ভুবনমোহনের এই বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক নিত্য কর্ম্মা হন, তিনি সকল লোকের পূজ্য এবং ধনবান হইয়া অন্তকালে অনন্ত ফল লাভ করেন ॥ ১৯ ॥

নিশি বা দিনান্তসময়ে
প্রপূজয়েন্নিত্যশো হরিং ভক্ত্যা।
সমফলমুভয়ং হি ততঃ
সংসারাব্ধিং সমুত্তিতীর্ষতি যঃ ॥ ২০ ॥

রাত্রিতে বা সায়ংকালে যিনি ভক্তি সহকারে নিত্য নিত্য শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তিনি উভয়লোকে সমান ফল প্রাপ্ত হইয়া সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার হয়েন ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
দ্বাদশ অধ্যায় ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

রাত্রিকালে মন্ত্র ময় শরীর বিশিষ্ট মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের পূজাফল

শ্রীব্যাস উবাচ।

ইত্যেবং মনুবিগ্রহং মধুরিপুং যো রাত্রিকালং যজেৎ
তস্যৈবাখিলজন্তুজাতদয়িতস্বাম্ভোধিজা বেশ্মনঃ।
হস্তে ধর্ম্মসুখার্থমোক্ষবিভবাঃ সত্বর্গসংপ্রার্থিতাঃ
সান্দ্রানন্দমহারসদ্রবমুচো যেষাং ফলশ্রেণয়ঃ॥ ১॥

ব্যাসদেব কহিতেছেন। যে কোন সাধক রাত্রিকালে মন্ত্রময় শরীর বিশিষ্ট মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের পূজা করেন, তাহার সমস্ত জন্তুর প্রতি প্রীতি হওয়াতে লক্ষ্মীদেবী অচলা হইয়া তাঁহার প্রতিবাসিনী হয়েন (এবং তাঁহার হস্তে ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, সুখ এব ং সম্পত্তির এবং) প্রা র্থনীয় সমুদয় উৎকৃষ্ট বিষয় আনন্দরসের প্রদাতা হইয়া কর্ম্মফলের প্রদর্শক হয়॥ ১॥

অথোচ্যতে পূর্ব্বসমীরিতানাং
পূজাবসানে পরমস্য পুংসঃ।
কল্পস্তু কাম্যেষ্বপি তর্পণানাং
বিনাপি পূজাং খলু যৈঃ ফলং স্যাৎ॥ ২॥

অনন্তর এই পরম পুরুষের পূজা শেষ হইলে পূর্ব্বোক্ত তর্পণাদির কল্পনা, কাম্যকর্ম্মের পক্ষে ও পূজা ব্যতিরেকে যে প্রকারে ফলবতী হয় তাহা বর্ণিত হইতেছে॥ ২॥

সন্তর্প্য পীঠমন্ত্রং শক্তীঃ সকৃৎ প্রথমমচ্যুতে তত্র।
আবাহ্য পূজয়েত্তং তোয়ৈরেবার্থিতৈঃ সমুপচারৈঃ॥ ৩॥

পীঠমন্ত্রের সন্তর্পণ করিয়া তাহাতে একবার শ্রীকৃষ্ণের শক্তিগণকে আবাহন করিয়া বাঞ্ছনীয় উপচার এবং জলদ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হইবেক॥ ৩॥

বদ্ধ্বাথ ধেনুমুদ্রাং তোয়ৈঃ সম্পাদ্য তর্পণদ্রব্যং।
তদ্বক্ত্রাঞ্জলিনা তং সুবর্ণচষকীকৃতেন তর্পয়তু॥ ৪॥

তৎপরে ধেনুমুদ্রা বন্ধন করিয়া তর্পণ দ্রব্যে জল নিক্ষেপপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া সুবর্ণ পাত্রস্থিত দ্রব্যে তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিবেক ॥ ৪ ॥

বিংশতিরষ্টোপেতা কালত্রয়তর্পণেষু সংখ্যোক্তা।
ভূয়ঃ স কালবিহিতান্ সকৃৎ সকৃত্তর্পয়েত্তত্র পরিবারান্ ॥৫॥

ইহাতে ত্রিকাল তর্পণসম্বন্ধে অষ্টাবিংশতি সংখ্যা উক্ত হইয়াছে এবং পুনশ্চ সেই কালানুসারে পূজনীয় দেবতার পরিবারবর্গের এক একবার তর্পণ করিতে হইবেক ॥ ৫ ॥

প্রাতর্দ্দধিগুড়মিশ্রং মধ্যাহ্নে পায়সং তু নবনীতং।
ক্ষীরং তৃতীয়কালে সসিতোপলমিত্যুদীরিতং দ্রব্যং ॥ ৬ ॥

প্রাতঃকালে দধি এবং গুড়যুক্ত ও মধ্যাহ্নে ক্ষীর প্রভৃতি উপকরণ দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৬ ॥

তর্পয়ামি পদং যোজ্যং মন্ত্রান্তেম্বেষু নামসু।
দ্বিতীয়ান্তেষু তু পুনঃপূজাশেষং সমাপয়েৎ ॥ ৭ ॥

মন্ত্রান্তে এবং নামান্তে দ্বিতীয়া বিভক্তি করিয়া তর্পয়ামি (অর্থাৎ তর্পণ করিতেছি) পদের সহিত পূজার শেষ পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিবেক ॥ ৭ ॥

অভ্যুক্ষ্য তৎপ্রসাদাদ্ভিরাত্মানং প্রপিবেদপঃ।
তজ্জপ্তাংস্তম্ভসোদ্বাস্য তন্ময়ঃ প্রজপেন্মনুং ॥ ৮ ॥

অনন্তর প্রসন্ন হইয়া আপনার উপর কিঞ্চিৎ জলনিক্ষেপ করিয়া কিয়ৎপরিমিত অবশিষ্ট জল পান করিবেক, ও সেই জলের উপর মূলমন্ত্র জপ করিয়া একাগ্রচিত্তে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র জপ করিতে হইবেক ॥ ৮ ॥

অথ দ্রব্যাণি কাম্যেষু বক্ষ্যন্তে তর্পণেষু যৎ।
তানি প্রোক্তবিধানানামাশ্রিত্যান্যতমং যজেৎ ॥ ৯ ॥

অনন্তর কাম্যতর্পণে যে সকল দ্রব্য উল্লিখিত হইবেক তাহা সেই কার্য্যের বিধানানুসারে ভিন্নরূপ করিয়া সংগ্রহ করিবে ॥ ৯ ॥

দ্রব্যৈঃ ষোড়শভিরমুং তর্পয়েদেকশশ্চতুর্ব্বারং।
স চতুঃ ক্ষীরাদ্যন্তৈঃ সকৃজ্জলাদ্যন্তমচ্যুতং ভক্ত্যা ॥ ১০ ॥

ষোড়শ প্রকার দ্রব্যদ্বারা তাঁহাকে তৃপ্ত করিয়া একাদশ পদার্থের সহিত আদ্যন্তে ক্ষীরদানপূর্ব্বক এবং একবার জলদান করিয়া ভক্তিসহকারে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের পূজা করিতে হইবেক ॥ ১০ ॥

পায়সদাধিককৃষরং গৌড়ান্নং পয়ো দধীনি নবনীতং।
আজ্যং কদলীমোচাচোচাঢ্যামোদকাপূপং ॥ ১১ ॥

শর্করাযুক্ত পায়স, গৌড়ান্ন, দুগ্ধ, দধি, নবনীত, ঘৃত, কদলী, মোচা এবং পিষ্টক প্রভৃতি বিবিধদ্রব্য নিবেদন করিবেক ॥ ১১ ॥

পৃথুকা লাজসমেতা দ্রব্যাণাং কথিতমিহ ষোড়শকং।
লাজান্তেঽস্ত্যক্ষীরা প্রাক্ সমর্প্যং সিতোপলাপুঞ্জং ॥ ১২ ॥

এইরূপে লাজ সমেত ষোড়শ প্রকার দ্রব্য পূর্ব্বোক্তরূপে ক্ষীরদানের পর মিষ্টান্ন সহিত সমর্পণ করিতে হইবেক ॥ ১২ ॥

প্রগে চতুঃসপ্ততিবারমিত্থং
প্রতর্পয়েদ্যোঽনুদিনং নরো হরিং।
অনন্যধীস্তস্য সমাপ্তসম্পদঃ
করস্থিতা মণ্ডলতোঽভিবাঞ্ছিতাঃ ॥১৩ ॥

এই রূপে চতুঃসপ্ততিবার যে ব্যক্তি প্রতিদিন শ্রীহরির উদ্দেশে পূজা-কালে অনন্য বুদ্ধি হইয়া পদার্থ সকল নিবেদন করেন, সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার করস্থিত হইয়া থাকে ও সেই পূজামণ্ডলের বাঞ্ছিত পদার্থের ন্যায় বস্তু সকল তাঁহার হস্তগত হয় ॥ ১৩ ॥

ধারোষ্ণপক্বপয়সী
দধিনবনীতে ঘৃতঞ্চ দৌগ্ধান্নং।
মৎস্যাণ্ডৌ মধ্বমৃতং
দ্বাদশশস্তর্পয়েন্নবভিরেভিঃ ॥ ১৪ ॥

---

* সাধারণে সকলে খৈ কহে।

উৎকৃষ্ট দুগ্ধে পরিপক্ক পায়সান্ন ও দধি এবং নবনীত এবং ঘৃত ও দুগ্ধে নিক্ষিপ্ত তণ্ডুল এবং সৎস্থাপ্ত এবং মধু প্রভৃতি নব প্রকার পদার্থে দ্বাদশবার তর্পণ করিবে॥ ১৪॥

তর্পণবিধিরয়মপরঃ
পূর্ব্বাদিতঃ সকলোঽষ্টশতসংখ্যঃ।
কর্ম্মণি কর্ম্মণি বিকৃতৌ
জনসংবলনৈর্ব্বিশেষতো বিহিতঃ॥ ১৫॥

অনন্তর এই তর্পণের বিধি পূর্ব্বোক্ত অষ্টশত সংখ্যা সকল হইবেক, কিন্তু প্রত্যেক কর্ম্মে উহা বিকৃত করিয়া বিশেষমতে বিধান করা বিহিত হয়॥ ১৫॥

সখণ্ডধারোষ্ণধিয়া মুকুন্দং
ব্রজন্ পুরং গ্রামমপি প্রতর্প্য।
লভেত ভোজ্যং সরসং সভৃত্যৈ-
র্ব্বাসাংসি ধান্যানি ধনানি মন্ত্রী॥ ১৬॥

ঐ সকল পদার্থ অমৃতময় বিবেচনা করিয়া স্বকীয়ধামে বিরাজমান মুক্তি-দাতা শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তি জন্মাইলে ভৃত্যগণের সহিত সরসভোজ্য ও বস্ত্র এবং ধান্য ও ধনাদি সাধকের হস্তগত হইয়া থাকে॥ ১৬॥

যাবৎ সন্তর্পয়েন্মন্ত্রী তাবৎসংখ্যং জপেন্মনুং।
তর্পণেনৈব সাধ্যানি সাধয়েদখিলান্যপি॥ ১৭॥

মন্ত্রজ্ঞ সাধক যে পরিমাণে তর্পণ করিবেন সেই পরিমাণে তাঁহাকে মন্ত্র-জপ করিতে হইবেক, কারণ তর্পণদ্বারাই সমস্ত সাধ্য বিষয়ের সাধন হইয়া-থাকে॥ ১৭॥

দ্বিজো ভিক্ষাবৃত্তির্য ইহ দিনেশো নন্দতনয়ঃ
স্বয়ম্ভুত্বা ভিক্ষামটতি হসনো গোপসুদৃশাং।
অসাবেতাভিঃ স্বৈর্ললিতললিতৈর্নর্ম্মবিধিভি-
র্দধিক্ষীরাজ্যাভ্যাং প্রচুরতরভিক্ষাং স লভতে॥ ১৮॥

যে ব্রাহ্মণের ভিক্ষা বৃত্তি হয় তিনি দিনপতি এবং শ্রীকৃষ্ণের স্ব ভক্ত হইয়া স্বয়ং ভিক্ষার নিমিত্ত ভ্রমণ করিলে গোপাঙ্গনাদিগের সন্তোষকারী নন্দনন্দনকে, দধি এবং ঘৃতাদিদ্বারা বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলে অনায়াসে প্রচুরতর ভিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন অর্থাৎ তিনি নিস্পৃহ হইলেও তাঁহার যথেষ্ট লাভ হইবে॥ ১৮॥

মধ্যে কোণেষু ষট্ স্বপ্যনলপুরপুটস্থালিখৎ কর্ণিকায়াং
কন্দর্পাসাধ্যযুক্তং বিবরগতষড়র্ণং দ্বিশঃ কেশরেষু।
শক্তিঃ শ্রীপূর্ব্বকালিদ্বিনবলিপিমনোরক্ষবাণীচ্ছদানাং
মধ্যে বর্ণান্ দশানাং দশলিপিমবনুর্যস্ত চৈকৈকশোঽঙ্গং॥১৯॥

অপিচ পূজা কালীন সাধকেরা ষট্ কোনবিশিষ্ট পদ্মের মধ্যভাগে এবং কর্ণিকাতে কামবীজ প্রভৃতি ষড়ক্ষরী মন্ত্র ও শক্তি ও শ্রী, এবং রক্ষণ শব্দ লিখিয়া তাহাতে একং স্থলে দশাক্ষরী মন্ত্রের বিন্যাস করিতে হইবেক॥ ১৯ ॥

ভূপদ্মনাভিবৃতমস্থণমন্মথেন
গোরোচনাভিলিখিতং তপনীয়সূচ্যা।
পট্টে হিরণ্যরচিতে গুলিকীকৃতন্তং
গোপালমন্ত্রমখিলার্থদমেতদুক্তং॥২০॥

স্থলপদ্ম সদৃশ নাভিযুক্ত মনোহর রূপধারিণী মূর্ত্তি লিখিয়া স্বর্ণরচিত লেখনীদ্বারা গোপালমন্ত্র গোরোচনার সহিত লিখিবেক॥ ২০ ॥

সম্পাতসিক্তমভিজপ্তমিদং মহদ্ভি-
র্ধার্য্যং জগত্রয়বশীকরণৈকদক্ষং।
রক্ষাযশঃসুতমহীধনধান্যলক্ষ্মী-
সৌভাগ্যলিপ্সুভিরজস্রমনর্ঘ্যবীর্য্যং॥২১॥

উপরোক্ত মন্ত্রে ত্রিলোকের বশীকরণ হওয়াতে প্রধান সাধকেরা জপ করিবার নিমিত্ত উহা ধারণ করিবেক, তাহাতে তাঁহাদিগের

রক্ষা, যশ, পুত্র, ভূমি, ধন, ধান্য শোভা ও সৌভাগ্য এবং অব্যর্থ বীর্য্য, লাভ হইবেক॥ ২১ ॥

ভূতোন্মাদাপস্মৃতি বিষমূর্চ্ছাবিভ্রমজ্বরার্ত্তানাং।
ধ্যায়ন্ শিরসি প্রজপেন্মন্ত্রমিদং ঝটিতি শময়িতুং বিকৃতীঃ ॥২২॥

ভূতাদির নিমিত্ত উন্মত্ততা, অপস্মৃতি, বিষ, মূর্চ্ছা, বিভ্রম ও জ্বর প্রভৃতি রোগে এই মন্ত্রের ধ্যান করিয়া জপ করিলে শীঘ্রই বিকার শান্তি হয় ॥ ২২ ॥

স্মরস্ত্রিবিক্রমাক্রান্তঃ কৃষ্ণায় হৃদিমিত্যসৌ।
ষড়ক্ষরোঽয়ং সংপ্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধিকরো মনুঃ ॥ ২৩ ॥

কাম বীজ ও লক্ষ্মীবীজ সহকারে কৃষ্ণায় পদে সর্ব্বসিদ্ধি কর ষড়ক্ষরী মন্ত্র হৃদয়ে ধারণার্থে কথিত হইল ॥ ২৩ ॥

ক্রীড়াসুদীপ্তো মায়াবী নবলাঞ্ছিতমস্তকঃ।
সৈষা শক্তিঃ পরা সূক্ষ্মা নিত্যা সংবিৎস্বরূপিণী ॥ ২৪ ॥

ক্রীড়াতে সুদীপ্ত ও মায়াবী এবং নবলাঞ্ছিত মস্তক প্রভৃতি মূর্ত্তির সূক্ষ্মা, নিত্যা, ও সম্বিৎস্বরূপিণী শক্তি হয়েন ॥ ২৪ ॥

অস্থ্যগ্নিগোবিন্দনবৈর্লক্ষ্মীবীজং সমীরিতং।
আদ্যামষ্টাদশা লিপিঃ স্যাদ্বিংশত্যক্ষরো মনুঃ ॥ ২৫ ॥

অস্থি, অগ্নি, ও গোবিন্দপদের সহিত লক্ষ্মীবীজ উক্ত হইল তাহাতে প্রথমতঃ অষ্টাদশ ও পরে বিংশতি অক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্র হইবেক ॥ ২৫॥

শালগ্রামে মণৌ যন্ত্রে মণ্ডলে প্রতিমাসু চ।
নিত্যং পূজা হরেঃ কার্য্যা ন তু কেবলভূতলে ॥২৬ ॥

শালগ্রামে মণিময় রত্নে ও যন্ত্রে এবং মণ্ডলে কিম্বা প্রতিমাতে শ্রীহরির নিত্যপূজা করণীয় হয় কেবল মাত্র ভূতলে নহে ॥ ২৬ ॥

ইতি জপহুতপূজাতর্পণাদ্যৈর্মুকুন্দং
য ইহ ভজতি মন্ত্রোরেকমাশ্রিত্য নিত্যং।

স তু সুচিরমযত্নাৎ প্রাপ্য ভোগানশেষান্
পুনরমলতরং তদ্ধাম বিষ্ণোঃ প্রয়াতি ॥২৭॥

এই প্রকারে জপ, হোম, পূজা এবং তর্পণাদিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের একটি মাত্র আশ্রয় করিয়া যে কেহ মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করে সে অনায়াসে অশেষ ভোগ লাভ করিয়া অনন্তর নির্ম্মল বিষ্ণুধামে গমন করে ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের সমান বিনিয়োগ বর্ণন।

শ্রীব্যাস উবাচ।

বিনিয়োগানথো বক্ষ্যে মন্ত্রয়োরুভয়োঃ সমান্।
তদর্থকারিণোঽনন্তবীর্য্যান্মন্ত্রাংশ্চ কাংশ্চন ॥ ১ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন। অনন্তর উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের সমান বিনিয়োগ বর্ণনা করিতেছি এবং তদর্থকারী অনন্ত বীর্য্য এবং অপর মন্ত্র সকলও কহিতেছি ॥ ১ ॥

বন্দে তং দেবকীসূনুং সদ্যোজাতং অরুণপ্রভং।
পীতাম্বরং করলসচ্চক্রশঙ্খগদাম্বুজং ॥ ২ ॥

সেই দেবকীপুত্র সদ্যোজাত, অরুণপ্রভ, এবং পীতাম্বর ও শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করি ॥ ২ ॥

এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং লক্ষং ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তকে।
স্বাহুপ্লুতৈশ্চ কুসুমৈঃ পলাশৈরযুতং হুনেৎ ॥ ৩ ॥

এই রূপে ধ্যান করিয়া ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে এক লক্ষবার জপ করিবে এবং স্বকীয় হস্তে আনীত পলাশ কুসুমদ্বারা দশ সহস্রবার হোম করিবে ॥ ৩ ॥

মন্ত্রোরন্যতরেণৈব কুর্য্যাদ্যঃ সুসমাহিতঃ।
স্মৃতিং মেধামতিবলাল্লব্ধ্বা স কবিবাগ্ভবেৎ ॥ ৪ ॥

যে কেহ সমাহিতচিত্তে ঐ উভয়ের একমন্ত্রদ্বারা উহা করে সেই ব্যক্তি স্মৃতি, মেধা এবং বুদ্ধি ও বল লাভ করিয়া কবির তুল্য বক্তা হয়েন ॥ ৪ ॥

স্যান্মনুস্তন্ময়ঃ পূর্ব্বো ধ্যানহোমফলোঽপরঃ।
শ্রীমন্মুকুন্দচরণৌ সদেতি শরণং ততঃ ॥ ৫ ॥

মন্ত্রজপ দ্বারা তন্ময় হইলে প্রথমতঃ ধ্যান ও হোমের ফল পাইয়া মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের চরণে সতত শরণাপন্ন হয় ॥ ৫ ॥

অহং প্রপদ্য ইত্যুক্তো মৌকুন্দাষ্টাদশাক্ষরঃ।
নারদোঽস্য তু গায়ত্রী মুকুন্দশ্চর্ষিপূর্ব্বিকা॥ ৬॥

আমি মুকুন্দের শরণাপন্ন হইতেছি এইরূপ কহিয়া তাহার অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রের নারদ ঋষি এবং গায়ত্রীছন্দঃ ও মুকুন্দ দেবতার স্মরণ করিবেক॥ ৬॥

প্রাতঃ প্রাতরিবোত্থায় জপ্ত্বা যোঽষ্টোত্তরং শতং।
অনেন যড়্ভির্ম্মাসৈঃ স ভবেৎ শ্রুতিধরো নরঃ॥ ৭॥

প্রভাতে উঠিয়া অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে ছয়মাস মধ্যে ভক্তিমান সাধক শ্রুতিধর হইবেক॥ ৭॥

উপসংহৃতদিব্যাঙ্গং পুরোঽবন্মাতুরঙ্গকং।
চলদ্গোশ্চারণং বালং নীলাভাসং স্মরন্ জপেৎ॥ ৮॥

উপসংহারবিশিষ্ট, দিব্যাঙ্গযুক্ত, গোচারণকারী, বালস্বভাব ও নীলবর্ণ এবং জননী-ক্রোড়স্থিত শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিয়া জপ করিবেক॥ ৮॥

অযুতং তাবদেবাজ্যৈর্জুহুয়াচ্চ হুতাশনে।
স লভেদচলাং শ্রদ্ধাং ভক্তিং শান্তিঞ্চ শাশ্বতীং॥ ৯॥

যে অগ্নিতে ঘৃতদ্বারা দশসহস্রবার হোম করিবে তাহার অচলা শ্রদ্ধা তাহাতে ভক্তি এবং শান্তি লাভ হইবেক॥ ৯॥

মনুনৈতৎ সমস্তান্তো মরুন্নামিতশব্দতঃ।
বাললীলাম্নে হুং ফট্ নম ইত্যমুনাথবা॥ ১০॥

এই মন্ত্রের সমস্ত কার্য্য বায়ুবীজ সংকারে বাললীলাম্নে হুং ফট্ নমঃ-শব্দে সম্পাদিত হইয়াথাকে॥ ১০॥

নলকূবরগায়ত্রী বালকৃষ্ণা ইতীরিতা।
ঋষ্যাদ্যাঃ সিদ্ধয়ঃ সর্ব্বাঃ স্যুর্জপাদ্যৈরথামুনা॥ ১১॥

বালকৃষ্ণানলকূবরক গায়ত্রী ঋষি প্রভৃতির নিমিত্ত জপাদি করিতে হইবেক॥ ১১॥

লম্বিতে বালশয়নে রুদন্তং বল্লভীজনৈঃ।

প্রেখ্যমানং দুগ্ধবুদ্ধ্যা তর্পয়েৎ সোঽশ্নুতে ফলং ॥ ১২ ॥

বালশয্যায় শয়ন করিয়া রোরুদ্যমান এবং গোপিগণ কর্ত্তৃক বন্দনীয় শ্রীকৃষ্ণের দুগ্ধদানের বিষয়ে যিনি তর্পণ করেন তিনি যথেষ্ট রূপে ফল ভাগী হয়েন ॥ ১২ ॥

অমুনা বানুরূপান্তে রস রূপপদং বদেৎ।

ওষ্ঠং রূপনমোদ্বন্ধ মন্নাধিপতয়ে মম ॥ ১৩ ॥

অনুরূপ শব্দের শেষে রস-রূপ পদের উচ্চারণ করিয়া আমার অন্নাধি- পতি শ্রীকৃষ্ণের উরুদেশে নমস্কার করিতেছি এই রূপে কহিবেক ॥ ১৩ ॥

অন্নং প্রযচ্ছ স্বাহেতি ত্রিংশদর্ণোঽন্নদো মনুঃ।

নারদানুষ্টুবন্নাধিপতয়োঽস্যর্ষিপূর্ব্বিকাঃ ॥ ১৪ ॥

"অন্ন গ্রহণ করুন" ইহার পর স্বাহা পদ কহিয়া ত্রিংশৎ অক্ষরযুক্ত অন্নদানের মন্ত্র পাঠ করিবে ইহাতে ঋষি নারদ ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ কথিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

ভূতবালগ্রহোন্মাদস্মৃতিভ্রংশাদ্যুপদ্রবৈঃ।

পূতনাস্তনপাতারং গ্রস্তং মূর্দ্ধ্নি স্মরন্ জপেৎ ॥১৫ ॥

ভূতগণ বালগ্রহ, উন্মত্ততা, স্মৃতিহীনতা প্রভৃতি উপদ্রবে আক্রান্ত ব্যক্তি মস্তকে পূতনার স্তন্যপান কর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণের স্মরণপূর্ব্বক জপ করিবেক ॥ ১৫ ॥

সাস্থ্যচূষণনির্ব্বিণ্নসর্ব্বাঙ্গীং ক্রন্দতীঞ্চ তাং।

আবিশ্য সর্ব্বে তং মুক্তা বিদ্রবন্তী দ্রুতং গ্রহাঃ ॥ ১৬ ॥

তাহাতে সর্ব্বাঙ্গের উপদ্রব নিবারণ হইয়া তাহার ক্রন্দন হেতু নিবারিত হয় এবং গ্রহগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে প্রস্থান করেন ॥ ১৬ ॥

জুহুয়াৎ খরমঞ্জর্য্যা মঞ্জরীভির্বিভাবসৌ।

প্রশস্তৈঃ পঞ্চগব্যাদ্যৈঃ পূতনাহন্তুরাননে॥ ১৭॥

তুলসী মঞ্জরী এবং পুষ্প ও পঞ্চগব্যাদি দ্বারা পূতনাবিনাশক শ্রীহরির মুখ জ্ঞানে অগ্নিমধ্যে হোম করিবেক॥ ১৭॥

প্রাশয়েচ্ছিষ্টগব্যং তৎ কলসেনাভিষেচয়েৎ।

সাধ্যং সহস্রজপ্তেন সর্ব্বোপদ্রবশান্তয়ে॥ ১৮॥

উৎকৃষ্ট গব্য সকল কলস দ্বারা অভিষেক ক্রিয়ায় নিয়োজিত হইলে তাহা প্রাশনার্থে প্রদত্ত হইবেক এবং সাধ্যমতে সহস্রবার জপ করিয়া সকল উপদ্রব শান্তি করিবে॥ ১৮॥

মনুনাষ্টাদশাস্তেন হুংফট্‌স্বাহান্তিকেন বা।

ঋষ্যাদ্যা ব্রহ্মগায়ত্রী গ্রহব্যূহরয়োঽস্য তু॥ ১৯॥

হুং ফট্, স্বাহা যুক্ত অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রদ্বারা ঋষ্যাদিযুক্ত ব্রহ্মগায়ত্রী গ্রহসমূহের নিবারণে নিয়োজিত হইবে॥ ১৯॥

নিজপাদাম্বুজাক্ষিপ্তশকটং চিন্তয়ন্ জপেৎ।

অযুতং মন্ত্রয়োরেকং সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥ ২০॥

ও তাঁহার নিজচরণাম্বুজ দ্বারা চালিত শকটের ধ্যান করিয়া সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশার্থে ঐ উভয়ের একটি মন্ত্র দশ সহস্রবার জপ করিবেক॥ ২০॥

অজ্ঞানমীষাং মন্ত্রাণামাচক্রদির্ভিরর্চ্চনা।

অঙ্গৈরিন্দ্রাদিবজ্রাদ্যৈরুদিতা সম্পদে সদা॥ ২১॥

চক্রাদি হইতে এই বিনা মন্ত্রের শকটের অর্চ্চনা করিয়া অজ এবং ইন্দ্র বজ্রাদির পূজা করিলে সাধকেরা সতত সম্পত্তিশালী হয়েন॥ ২১॥

বালো নীলতনুর্দ্দোর্ভ্যাং দধ্যুত্থং পায়সং দধৎ।

হবির্ব্বোঢ়া দ্বীপিনখকিঙ্কিনীজালমণ্ডিতঃ॥ ২২॥

বাল স্বভাব শ্রীহরি নীলবর্ণশরীরের হস্তদ্বয়ে দধি এবং পায়স গ্রহণ করিয়া আছেন এবং তাঁহার গলদেশে ব্যাঘ্রনখ ও কিঙ্কিনী জাল শোভা পাইতেছে॥ ২২ ॥

ধ্যাত্বৈবমগ্নৌ জুহুয়াচ্ছতবীর্য্যাঙ্কুরত্রিকৈঃ।

পয়ঃ সর্পিঃপ্লুতৈর্লক্ষমেকন্তাবজ্জপেন্মনুং॥ ২৩॥

এই রূপ ধ্যান করিয়া অগ্নিতে শতবীর্য্যাঙ্কুর প্রভৃতি পদার্থে এবং দুগ্ধ ও ঘৃতাদি দ্বারা হোম করিয়া তাহাতে একলক্ষ মন্ত্র জপ করিবে॥ ২৩ ॥

গুরবে দক্ষিণান্দত্ত্বা ভোজয়েদ্দ্বিজপুঙ্গবান্।

স হ্বব্দানাং শতং জীবেন্নীরোগো নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৪॥

অনন্তর গুরু দক্ষিণা দিয়া ও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া ভক্তেরা শতবর্ষ পর্য্যন্ত নীরোগী হইয়া নিঃসংশয়ে জীবিত থাকিবেন॥ ২৪॥

অত্রাপ্যন্যো মনুর্দ্দশার্ণান্তে স্ত্রীপুরুষোত্তমঃ।

আয়ুর্ম্মে দেহি সম্ভাষ্য বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে॥ ২৫॥

ইহাতে শ্রীপুরুষোত্তম শব্দযুক্ত দশাক্ষরী অন্য মন্ত্র আছে। হে বিষ্ণু! হে প্রভো! আমাকে আয়ুর্দান করুন এই রূপ সম্বোধন করিতে হইবে॥ ২৫॥

নমোহন্তা দ্ব্যধিকা ত্রিংশদর্ণোহস্যর্ষিস্তু নারদঃ।

চ্ছন্দোহনুষ্টুব্দেবতা চ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গান্যতো ব্রুবে॥ ২৬॥

ইহাতে দ্বাত্রিংশদক্ষরী মন্ত্র নমঃ শব্দযুক্ত আছে, তাহার ঋষি নারদ, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ ও শ্রীকৃষ্ণ দেবতা হয়েন, অতঃপর তাঁহার অঙ্গ সকল কহিতেছি॥ ২৬ ॥

রবিভূতেন্দ্রিয়বসুনেত্রাস্ত্রৈরাত্মনা যুতৈঃ।

মহানন্দপ্রতিজ্যোতির্ম্ময়ো বিদ্যাদিভিঃ ক্রমাৎ॥ ২৭॥

সূর্য্য, ভূতেন্দ্রিয়, বসু, নেত্র, আত্মা এবং মহাজ্যোতিঃ ও বিদ্যা-প্রভৃতি ক্রমশঃ পূজনীয়া হন॥ ২৭॥

জপ্ত্বা লক্ষমিমং মন্ত্রং পায়সৈরযুতং হুনেৎ ।

পূর্ব্ববৎ দূর্ব্বয়া জুহ্বদায়ুর্দীর্ঘতরং লভেৎ ॥ ২৮ ॥

এই মন্ত্র লক্ষ বার জপ এবং পায়সান্ন দশ সহস্রবার হোম করিয়া পূর্ব্ববৎ দুর্বাদান করিলে দীর্ঘায়ু লাভ হয় ॥ ২৮ ॥

দারয়ন্তং বকং দোর্ভ্যাং কৃষ্ণং সংগৃহ্য তুণ্ডয়োঃ ।

স্মরন্ শিশূনামাচক্ষে স্পৃষ্ট্বান্যতরমভ্যসেৎ ॥ ২৯ ॥

হস্ত দ্বারা বকাসুর বিদারক শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া তাঁহার শৈশব অবস্থার নাম সকল উচ্চারণ করতঃ অন্যতর মন্ত্রের অভ্যাস করিবে ॥ ২৯ ॥

যজ্জপ্তিলজাভ্যঙ্গাদ্ভবেয়ুঃ সুখিনশ্চ তে ।

অত্রাপ্যন্যো মনুর্ব্বালবপুষে বহ্নিবল্লভা ॥ ৩০ ॥

এইরূপ জপ সমাপন করিয়া তিলতৈল মর্দ্দন পূর্ব্বক সুখে স্নানাদি করিবে এবং ইহাতে " বালবপুষে স্বাহা" এই অন্য মন্ত্র আছে ॥ ৩০ ॥

গোরক্ষায়াংক্কণদ্বেণুং চারয়ন্তং পশূংস্তথা ।

উক্ত্বা গোপালকপদং পুনর্ব্বেশধরায় চ ॥ ৩১ ॥

গোরক্ষণ কালে তথা পশুদিগকে চরাইবার সময়ে বংশীধ্বনি কারক গোপালবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতে হয় ॥ ৩১ ॥

বাসুদেবায় বর্ম্মস্ত্রে শিরাংন্যষ্টাদশাক্ষরঃ ।

মনুর্নারদগায়ত্রী কৃষ্ণর্ষ্যাদিবলেন বা ॥ ৩২ ॥

বর্ম্মাস্ত্রধারী বাসুদেবের অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দঃ গায়ত্রী এবং দেবতা শ্রীকৃষ্ণ উক্ত হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥

কুর্য্যাদ্গোবালসংরক্ষামাচক্রাদ্যঙ্গিনা বুধঃ ।

কুষ্ঠীনসাদিক্ষেড়ার্ত্তো দষ্টমূর্দ্ধ্নি স্মরন্ হরিং ॥ ৩৩ ॥

বিজ্ঞ সাধক কুষ্ঠীনসাদি রোগার্ত্ত এবং সর্পাদিদ্বারা মস্তকে দংশন প্রাপ্ত হইলে শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া গোবৎস সকলের রক্ষক শ্রীকৃষ্ণ হইতে রক্ষা পাইবেন ॥ ৩৩ ॥

নৃত্যন্তং কালিয়ফণামধ্যেঽস্ততরমভ্যসেৎ।
দৃশা পীযূষবর্ষিণ্যা সিঞ্চন্তং তত্তনুং বুধঃ॥ ৩৪॥

তাহাতে কালিয় সর্পের ফণার মধ্যভাগে নর্ত্তনকারী এবং নয়ন দ্বারা অমৃত বর্ষণকারিণী নারীগণের দর্শনীয় শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিবে॥ ৩৪॥

তর্জ্জয়ন্ বামতর্জ্জন্যা তন্দ্রাম্মোচয়তে বিষাৎ।
আপূর্য্য কলসং তোয়ৈঃ স্মৃত্বা কালিয়মর্দ্দনং॥ ৩৫॥

অতএব বিষনাশার্থ বাম হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা তর্জ্জন করিয়া এবং কালিয় মর্দ্দনকে স্মরণ পূর্ব্বক কোন কলসী জল পূর্ণ করিয়া বিষ হইতে মুক্ত করিবে॥ ৩৫॥

জপ্ত্বাষ্টশতমাসিঞ্চেদ্বিষিণং স সুখী ভবেৎ।
কারুমধ্যে নিজস্থান্তিফণামধ্যে দ্বিবর্ণকান্॥ ৩৬॥

আর বার শত জপ করিয়া বিষধবকে অভিষেক পূর্ব্বক সুখী হইবেক, ইহাতে কারুমধ্যে এবং ফণামধ্যে আপনার দ্বিবর্ণ মন্ত্র পাঠ করিবে॥ ৩৬॥

উক্ত্বা পুনর্ব্বদেন্নৃত্যং করোতি তমনন্তরং।
নমামি দেবকীপুত্রমিত্যুক্ত্বা নৃত্যশব্দতঃ॥ ৩৭॥

তদন্তে দেবকীপুত্র নৃত্য করিতেছেন ইহা বলিয়া তাঁহার নৃত্য শব্দের উদ্দেশে নমস্কার করিবে॥ ৩৭॥

রাজানমচ্যুতং ব্রূয়াদিতি দন্তলিপির্ম্মনুঃ।
অস্যাঙ্গান্যঙ্ঘ্রিভির্ব্যস্তৈঃ সমস্তৈর্নারদো মুনিঃ॥ ৩৮॥

রাজবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে নিপতিত জ্ঞান করিয়া নারদ ঋষিকে স্মরণ পূর্ব্বক দন্ত পীড়ায় মূলমন্ত্র কহিবে॥ ৩৮॥

ছন্দোঽনুষ্টুব্দেবতা চ কৃষ্ণঃ কালিয়মর্দ্দনঃ।
জপ্যাল্লক্ষং মনুবরং হোতব্যং সর্পিষাঽযুতং॥ ৩৯॥

উহার ছন্দঃ অনুষ্টুপ কালিয় মর্দ্দন শ্রীকৃষ্ণ দেবতা এবং একলক্ষজপ ও দশসহস্র বার ঘৃতযুক্ত হোম করা কর্ত্তব্য হয়॥ ৩৯॥

অঙ্গদিক্‌পালবস্ত্রাদ্যৈরর্চ্চনাঽস্য সমীরিতা।
ক্রিয়ানেনৈব বা সর্ব্বা বিষঘ্নী প্রাগুদীরিতা॥ ৪০॥

অঙ্গদিক্‌পালাদির পূজা বস্ত্রাদিদ্বারা কর্ত্তব্য হয়, ও তাহাতে পূর্ব্বোক্ত বিষনাশক সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে॥ ৪০॥

সদৃক্ষোঽনেন জগতি নাস্তি ক্ষেড়হরো মনুঃ।
অঙ্গৈঃ সুরতরোঃ পিষ্টৈ গুড়িকাধেনুবারিণা॥ ৪১॥

ইহার তুল্য বিষনাশক মন্ত্র আর নাই, ইহাতে গুটিকা ধেনুবারি ও কল্পবৃক্ষের অঙ্গ সকল ঔষধি স্বরূপ হইয়া আইসে॥ ৪১॥

বিষঘ্নীপানমস্ত্যাঞ্জনালেপৈঃ সাধিতাঽমুনা।
উদ্দণ্ডবামদোর্দ্দণ্ডধৃতগোবর্দ্ধনাচলং॥ ৪২॥

বিষঘ্ন ঔষধের পান এবং অনুলেপন এই মন্ত্রদ্বারা হইয়া থাকে ও সেই দণ্ডে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী গোবর্দ্ধনধারী শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিতে হয়॥ ৪২॥

অন্যহস্তাঙ্গুলিব্যক্তস্বরবংশার্পিতাননং।
ধ্যায়ন্ জপন্ হরিং মন্ত্রেরেক ছত্রং বিনা ব্রজেৎ॥ ৪৩॥

দক্ষিণ হস্তে বংশদণ্ড ধারণপূর্ব্বক শ্রীহরির ধ্যান ও নাম জপ করিয়া ছত্র ভিন্নকে গমন করিবেক॥ ৪৩॥

বর্ষবাতাশনিভ্যঃ স্যাদ্ভয়ং তস্য ন হি ক্বচিৎ।
মোঘমেঘৌঘযত্নোপগতে তং স্মরণং হনেৎ॥ ৪৪॥

তাহাতে বর্ষা, বায়ু এবং বজ্র হইতে কুত্রাপি তাহার ভয় থাকিবেনা, ও ইষ্ট মন্ত্র স্মরণ করিলে তাহার অনিষ্ট করিবার বিশেষ যত্ন থাকিলেও তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইবে॥ ৪৪॥

লোলৈরযুতসংখ্যাতৈরনাবৃষ্টির্ন সংশয়ঃ।
ক্রীড়ন্তং যমুনাতোয়ে মজ্জন্তং প্লবনাদিভিঃ॥ ৪৫॥

উক্ত মন্ত্র দশসহস্র বার জপ করিলে নিঃসন্দেহ অনাবৃষ্টি হয় এবং তাহাতে যমুনাজলে মগ্ন হইয়া ক্রীড়াকারি শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করা আবশ্যকীয় হয়॥ ৪৫॥

তচ্ছীকরজলাসারৈঃ সিচ্যমানং প্রিয়াজনৈঃ।
ধ্যাত্বাঽযুতং পয়ঃসিক্তৈস্তর্পয়েদ্বানীরতর্পণৈঃ ॥ ৪৬ ॥

এবং সেই জলকণাদ্বারা প্রিয়াগণ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে ধ্যান পরায়ণ হইয়া অযুতবার তর্পণ করিবে ॥ ৪৬ ॥

বৃষ্টির্ভবেদকালেঽপি মহতী নাত্র সংশয়ঃ।
অমুমেব স্মরন্ মূর্দ্ধ্নি বিস্ফোটকজ্বরাদিভিঃ ॥ ৪৭ ॥

ইহাতে অকালেও নিঃসন্দেহ বৃষ্টি হইতে পারিবে এবং তাঁহাকে স্মরণ করিলে মস্তকের বিস্ফোটক ও জ্বরাদি হইতে আরোগ্য লাভ হইবে ॥ ৪৭ ॥

সদাহমোহৈরার্ত্তস্য জপাচ্ছান্তির্ভবেৎ ক্ষণাৎ।
অথবা গরুড়ারূঢ়ং বালপ্রদ্যুম্নসংযুতং ॥ ৪৮ ॥

দাহযুক্ত মোহাদি পীড়ায় পীড়িত ব্যক্তির জন্য জপ করিলে ক্ষণকাল মধ্যে শান্তি লাভ হয় অথবা গরুড়ারূঢ় বাল প্রদ্যুম্ন তাঁহার শান্তিকর্ত্তা হইবেন ॥৪৮

নিজজ্বরবিনিষ্পিষ্টজ্বরাভিষ্টুতমচ্যুতং।
ধ্যাত্বা জুহুবতি ভূতস্য মূর্দ্ধন্যজ্বরমভ্যসেৎ ॥ ৪৯ ॥

আপনার জ্বরোপসমের নিমিত্ত অচ্যুতদেবকে ধ্যান করিয়া হোম করিবে ও ভৌতিক জ্বর হইলে মস্তকে ঐ মন্ত্র পাঠ করিবে ॥ ৪৯ ॥

শান্তিং ব্রজেদসাধ্যোঽপি জ্বরস্যোপদ্রবঃ ক্ষণাৎ।
ধ্যাত্বৈবমগ্নাবভ্যর্চ্চ্য যথোক্তৈশ্চতুরঙ্গুলৈঃ ॥ ৫০ ॥

ইহাতে জ্বরের উপদ্রব অসাধ্য হইলেও ক্ষণকাল মধ্যেও শান্তি লাভ হইবেক এবং যথোক্ত প্রকারে চতুরঙ্গুলি পরিমিত সমিধদ্বারা অগ্নিমধ্যে তাঁহার ধ্যান করিয়া পূজা করিবেক ॥ ৫০ ॥

জুহুয়াদমৃতাখণ্ডৈরযুতং জ্বরশান্তয়ে।
নিশাতশরনির্ভিন্নভীষ্মতাপহরং হরিং ॥ ৫১ ॥

অনন্তর জ্বরশান্তির নিমিত্ত অমৃত খণ্ডদ্বারা হোম করণার্থ শাণিত শরে নির্ভিন্ন হৃদয় ভীষ্মের তাপহারী শ্রীহরিকে স্মরণ করিবে ॥ ৫১ ॥

স্মৃত্বা স্পৃশন্ জপেদার্ত্তং পাণিভ্যাং রোগশান্তয়ে।
অপমৃত্যুবিনাশায় সান্দীপনিসুতপ্রদং ॥ ৫২ ॥

এবং রোগ শান্তির নিমিত্ত হস্তদ্বারা পীড়িত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিয়া তাঁহার স্মরণ করিবেক এবং সান্দীপনির পুত্রদাতা তাহাতে অপমৃত্যু নিবারণ করিবে ॥ ৫২ ॥

ধ্যাত্বাঽমৃতলতাখণ্ডৈঃ ক্ষীরাক্তৈরযুতং হুনেৎ।
মৃতপুত্রায় বিপ্রায় সার্জ্জনং দদতং সুতান্ ॥ ৫৩ ॥

অপিচ ক্ষীরযুক্ত লতাখণ্ডে দশসহস্র হোম করিবে ও তাঁহার ধ্যান করিবে ও মৃতপুত্র ব্রাহ্মণের পুত্রদাতার স্মরণ করিবেক ॥ ৫৩ ॥

ধ্যাত্বা লক্ষং জপেদেকং মন্ত্রোঃ সুতবিবৃদ্ধয়ে।
পুত্রজীবেন্ধনচিতে জুহুয়াদনলেঽযুতং ॥ ৫৪ ॥

এবং পুত্রবৃদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কোন মন্ত্র একলক্ষ বার জপ করিলে দশসহস্রবার অগ্নিবিশেষ হোম করিতে হইবেক ॥ ৫৪ ॥

তৎফলৈর্ম্মধুরাক্তৈঃ স্যুঃ পুত্রা দীর্ঘায়ুষোঽস্য তু।
ক্ষীরিদ্রুক্কাথসংপূর্ণমভ্যর্চ্চ্য কলসং নিশি ॥ ৫৫ ॥

ঐ পুত্রের দীর্ঘায়ুনিমিত্ত মধুযুক্ত ফল সহকারে ক্ষীরি বৃক্ষের ক্কাথ পূর্ণ কলসীতে রাত্রিকালে উক্ত দেবতার পূজা করিবেক ॥ ৫৫ ॥

জপ্ত্বাঽযুতং প্রগে নারীমভিষিঞ্চেদ্ দ্বিষড়্দিনং।
সা বন্ধ্যাপি সুতান্ দীর্ঘজীবিনো গদবর্জ্জিতান্ ॥ ৫৬ ॥

ইহাতে অযুত বার জপ করিয়া প্রাতঃকালে রমণীকে দ্বাদশবার অভিষেক করিবে তাহাতে সে বন্ধ্যা হইলেও নীরোগী ও দীর্ঘজীবি পুত্রগণকে প্রসব করিবে ॥ ৫৬ ॥

লভতে নাত্র সন্দেহস্তজ্জপ্তান্নাশিনী সতী।
প্রাতর্ব্বাচংযমা নারী বোধিচ্ছদপুটে জলং ॥ ৫৭ ॥

প্রভৃতি যে নারীর পুত্র হইলে বিনষ্ট হইয়া যায় তাহার ও এই বিঘ্ন নিবারিত হয় ॥ ৫৭ ॥

অষ্টোত্তরশতং জপ্তং মাসং পুত্রীয়তী পিবেৎ।
দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে ॥ ৫৮ ॥

এবং ঐ জল পুত্রাভিলাষিণী নারী অষ্টোত্তর শতবার মন্ত্র জপ দ্বারা পবিত্র করিয়া একমাসকাল পর্য্যন্ত পারণ করিবেক ও তাহাতে কহিবে যে হে দেবকীসুত গোবিন্দ বাসুদেব জগৎপতে ॥ ৫৮ ॥

দেহি মে তনয়ং দেব ত্বামহং শরণং গতঃ।
প্রহিতাং কাশিরাজেন কৃত্যাং জিত্বা নিজারিণা ॥ ৫৯ ॥

আমাকে সন্তান দান করুন, আমি আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি তদনন্তর আপনার শত্রু কাশীরাজ কর্ত্তৃক প্রকম্পিত দেশ জয় করিয়া ॥ ৫৯ ॥

তত্তেজসা তু নগরীং দহন্তং ভাবয়ন্ হরিং।
সুস্নিগ্ধাক্তৈর্হুনেদ্রাত্রৌ সর্ষপৈঃ সপ্ত বাসরান্ ॥ ৬০ ॥

তোমার তেজে তাহাকে দগ্ধ করিতেছে এরূপ কোনস্থলে শ্রীহরিকে ভাবনা করিয়া সপ্তরাত্রি পর্য্যন্ত সর্ষপদ্বারা হোম করিবে ॥ ৬০ ॥

কৃত্যাকর্ত্তারমেবাসৌ কুপিতা নাশয়েৎ ধ্রুবং।
আসীনমাশ্রমে দিব্যে বদরীষণ্ডমণ্ডিতে ॥ ৬১ ॥

সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা এই দেবতা কুপিতা হইলে নিশ্চয়ই সমস্ত বিষয় বিনষ্ট হইয়া যায় এবং বদরি প্রভৃতি বৃক্ষে শোভিত মনোহর আশ্রমে উপবিষ্ট ॥ ৬১ ॥

স্পৃশন্তং পাণিপাদাভ্যাং ঘণ্টাকর্ণকলেবরং।
ধ্যাত্বাহচ্যুতং তিলৈর্লক্ষং হুনেত্রির্ম্মধুরাপ্লুতৈঃ ॥ ৬২ ॥

এবং ঘণ্টাকর্ণের দেহ হস্তপদদ্বারা স্পর্শনকারী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া তিলদ্বারা মধুসহকারে হোম করিবেক ॥ ৬২ ॥

জপেদ্বা সর্ব্বপাপানাং শান্তয়ে কান্তয়ে তনোঃ।
দ্বেষয়ন্তং রুক্মিবলৌ দ্যূতাসক্তৌ স্মরন্ হরিং॥ ৬৩॥

সকল পাপের শান্তির জন্য এবং শরীরের কান্তির নিমিত্ত উক্ত মন্ত্রের জপ করিবে ও দ্যূতাসক্ত রুক্মিবলের বিদ্বেষণকারী শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া॥ ৬৩॥

জুহুয়াদিষ্টয়োর্দ্দিষ্ট্যৈ গুড়িকা গোময়োদ্ভবাঃ।
জ্বলদ্বহ্নিমুখৈর্ব্বাণৈর্ব্বর্ষন্তং গরুড়স্থিতং॥ ৬৪॥

সময়োৎপন্ন গুড়িকা দীক্ষানুসারে হোম কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, এবং যাহার মুখে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে এতাদৃশ বাণবর্ষণকারী গরুড়াধিরূঢ়॥ ৬৪॥

ধ্যায়মানং রিপুগণমনুধাবন্তমচ্যুতং।
ধ্যাত্বৈবমভ্যসেন্মন্ত্রোরেকং সপ্তসহস্রকং॥ ৬৫॥

অচ্যুত ভগবানের ধ্যান করিবেক ও তদ্রূপ ধ্যান করিয়া সপ্ত সহস্রবার পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রগণের কোন মন্ত্র পাঠ করিবেক॥ ৬৫॥

উচ্চাটনং ভবেদেতদ্রিপূণাং সপ্তভির্দ্দিনৈঃ।
উৎক্ষিপ্তবৎসকাংধ্যায়ন্ কপিত্থফলহারিণং॥ ৬৬॥

ইহাতে সপ্তদিনের মধ্যে রিপুগণের উচ্চাটন হইবেক ও তাহাতে উৎক্ষিপ্ত বৎস এবং কপিত্থ ফলহারি দেবতার ধ্যান করিতে হইবেক॥ ৬৬॥

অযুতং প্রজপেৎ সাধ্যমুচ্চাটয়তি তৎক্ষণাৎ।
আত্মানং কংসমথনং ধ্যাত্বা মঞ্চান্নিপাতিতং॥ ৬৭॥

ইহাতে অযুতবার জপ করিলে সাধ্যমত তৎক্ষণাৎ উচ্চাটন হয় ও কংসনাশক এবং মঞ্চ হইতে অবতীর্ণ পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে॥ ৬৭॥

কংসাত্মানমরিং কর্ষন্ গতাসুং প্রজপেন্মনুং।
অযুতং জুহুয়াচ্চাস্য জন্মোরুহুতর্পণৈঃ॥ ৬৮॥

যে শ্রীকৃষ্ণ কংসকে মঞ্চ হইতে নিপাতিত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন,তাঁহার হোম এবং তর্পণার্থে দশসহস্রবার কেবল হোম করিতে হইবে॥ ৬৮ ॥

অপি সেবিতপীযূষো ম্রিয়তেঽরির্ন সংশয়ঃ।
অথবা নিম্বতৈলাক্তৈর্হুনেদেধোভিরক্ষতৈঃ ॥ ৬৯ ॥

ইহাতে শক্র যদি অমৃত ভোজন করিয়া থাকে তথাপি সে নিঃসংশয় কালগ্রাসে পতিত হয় অথবা উক্তকার্য্য নিম্বতৈলযুক্ত তণ্ডুল দ্বারা হইলেও হয়॥ ৬৯ ॥

অযুতং প্রযতো রাত্রৌ মরণায় রিপোঃ ক্ষণাৎ।
দোষারিষ্টদলব্যোষকার্পাসাস্থিকলৈর্নিশি ॥ ৭০ ॥

ক্ষণকালমধ্যে শত্রুমারণের জন্য রাত্রিকালে শুচি হইয়া অযুতবার অরিষ্ট-দল এবং অস্থি ও কার্পাস প্রভৃতি বস্তুর দ্বারা হোম করিবেক ॥ ৭০ ॥

হুনেদেরণ্ডতৈলাক্তৈঃ শ্মশানস্থোঽরিশান্তয়ে।
ন শস্তং মারণং কর্ম্ম কুর্য্যাচ্চেদযুতং জপেৎ ॥ ৭১ ॥

প্রভূত শত্রু শান্তির জন্য এরণ্ড তৈলে হোম করিবেক এবং মারণ ক্রিয়ার জন্য অযুতবার জপ করিবেক ॥ ৭১ ॥

হুনেদ্বা পায়সৈস্তদ্বচ্ছান্তয়ে শান্তমানসঃ।
জয়কামো জপেল্লক্ষং পারিজাতহরং হরিং ॥ ৭২ ॥

অথবা শান্তচিত্ত এবং জয়াভিলাষী হইলে পায়স দ্বারা পূর্ব্ববৎ শান্তির নিমিত্ত হোম করিবেক এবং পারিজাতহারী শ্রীহরির নাম লক্ষবার জপ করিবেক ॥ ৭২ ॥

স্মরন্ পরাজয়স্তস্য ন কুতশ্চিদ্ভবিষ্যতি।
পার্থে দিশন্তং গীতার্থং ব্যাখ্যামুদ্রাকরং হরিং ॥ ৭৩ ॥

তাঁহার নাম স্মরণ করিলে কোথারও তাহার পরাজয় হইবেক না। "উক্ত শ্রীহরি ব্যাখ্যা মুদ্রাস্বরূপ গীতার অর্থ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন" ॥ ৭৩

রথস্থং ভাবয়ন্ জপ্যাদ্ধর্ম্মবৃদ্ধ্যৈ সমায় চ।
লক্ষং পলাশকুসুমৈর্হুনেদেষামধুরাপ্লুতৈঃ ॥ ৭৪ ॥

ধর্ম্ম বৃদ্ধি এবং সমতার জন্য রথস্থ শ্রীহরিকে ভাবনা করিয়া যে কেহ মধুযুক্ত পলাশ পুষ্পদ্বারা লক্ষবার হোম করে ॥ ৭৪ ॥

ব্যাখ্যাতা সর্ব্বশাস্ত্রাণাং স কবির্ব্বাদিরাড়্ভবেৎ।
বিশ্বরূপধরং প্রোদ্যদ্ভাস্বৎকোটি সমপ্রভং ॥ ৭৫ ॥

সে ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে কবি এবং ব্যাখ্যাকারক ও পারদর্শী হয়, কিন্তু তাঁহার রূপ বিশ্বময় ও কোটি সূর্য্যের প্রভা সদৃশ মনে করিতে হয় ॥৭৫॥

দ্রুতচামীকরনিভমগ্নীষোমাত্মকং হবিঃ।
অর্কাগ্নিদ্যোতদস্যাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং দিব্যভূষণং ॥ ৭৬ ॥

অগ্নি এবং চন্দ্রের তুল্য দীপ্তিবিশিষ্ট তাঁহার চরণারবিন্দে ভূষণ সকল শোভমান হইতেছে ॥ ৭৬ ॥

নানায়ুধধনং ব্যাপ্তং বিশ্বাকাশাবকাশকং।
রাষ্ট্রপুর্গ্রামবাস্তূনাং শরীরস্য চ রক্ষণে ॥ ৭৭ ॥

নানাবিধ অস্ত্রধারী এবং বিশ্বব্যাপি হইয়া দেশ,পুরী এবং গ্রাম প্রভৃতি রক্ষণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৭৭ ॥

প্রজপেন্মন্ত্রয়োরেকতরং ধ্যাত্বৈবমাদরাৎ।
অথবা ব্যস্তসর্ব্বাঙ্ঘ্রিরচিতাঙ্গার্জ্জুনর্ষিকং ॥ ৭৮ ॥

আদরের সহিত তাঁহাকে এইরূপ ধ্যান করিয়া উভয় মন্ত্রের মধ্যে কোন একটিকে জপ করিবেক, অথবা অর্জ্জুন ঋষিনামক মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহার পদ পঙ্কজ হৃদয়স্থ করিবে ॥ ৭৮ ॥

ত্রিষ্টুপ্ছান্দসিকং বিশ্বরূপবিষ্ট্বধিদৈবতং।
জপেদ্গীতামনুং স্থানে হৃষীকেশাদ্যমাদ্যকৈঃ ॥
হুনেদ্বা সর্ব্বরক্ষায়ৈ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে ॥ ৭৯ ॥

উহার ছন্দ ত্রিষ্টুপ ও দেবতা বিশ্বরূপী বিষ্ণু হইবেন এবং জপার্থে উহার বিনিয়োগ করিয়া গীতামন্ত্রে হৃষীকেশাদির জপ করিতে হইবে, অথবা সর্ব্ববিঘ্নের শান্তি এবং সর্ব্বরক্ষার নিমিত্ত হোম করিবেক ॥ ৭৯ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে
চতুর্দ্দশ অধ্যায় ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

অক্ষয়ধন প্রাপ্তি জন্য কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণের গোপনীয় বিষয় এবং মন্ত্র পূজা হোম বিধি বর্ণন।

শ্রীব্যাস উবাচ।

বক্ষ্যেঽক্ষয়ধনাবাপ্ত্যৈ প্রতিপত্তিং শ্রিয়ঃ পতেঃ।
সুগুপ্তাং ধননাথাদ্যৈর্ধান্যৈর্বা ক্রিয়তে সদা॥ ১॥

মহামুনি ব্যাসদেব কহিতেছেন। অনন্তর অক্ষয় ধন প্রাপ্তির নিমিত্ত কমলাপতির কৃপাসূচক অতি গোপনীয় বিধির বর্ণনা করিতেছি, ইহাতে কুবেরাদির পূজা করা আবশ্যকীয় হয়॥ ১॥

দ্বারাবত্যাং সহস্রার্কভাস্বরৈর্ভবনোত্তমৈঃ।
অনল্পৈঃ কল্পবৃক্ষৈশ্চ পরীতে মণিমণ্ডপে॥ ২॥

দ্বারাবতীপুরীতে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট গৃহ সকল এবং যথেষ্ট পরিমাণে কল্প বৃক্ষসকল মণিমণ্ডপে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে॥ ২॥

জ্বলদ্রত্নময়স্তম্ভদ্বারতোরণকুড্যকে।
ফুল্লস্রগুল্লসচ্চিত্রবিতানালম্বিমৌক্তিকে॥ ৩॥

সেই নগরীর উজ্জ্বল রত্নময় স্তম্ভ এবং বহির্দ্বারে প্রফুল্ল পুষ্পের মালা ও চিত্রময় মুক্তাযুক্ত বস্ত্রে অতিশয় শোভা পাইতেছে॥ ৩॥

পদ্মরাগস্থলীরাজদ্রত্ননদ্যশ্চ মধ্যতঃ।
অনারতগলদ্রত্নসুমধ্যস্রস্তবন্ধনৈঃ॥ ৪॥

তাহাতে পদ্মরাগস্থলীর সমীপস্থ রত্নময় নদীর মধ্য হইতে নিরন্তর রত্ন সকল বিনির্গত হওয়াতে স্নানকারিণী মহিলাগণের বস্ত্রবন্ধন স্রস্ত হইয়া যাইতেছে॥ ৪॥

রত্নপ্রদীপাবলিভিঃ প্রদীপিতদিগন্তরে।
উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশমণিসিংহাসনাম্বুজে॥ ৫॥

রত্নময় প্রদীপ শ্রেণীর দ্বারা চতুর্দ্দিক প্রদীপিত থাকাতে এবং মণিময়

সিংহাসনে নবোদিত সূর্য্য কিরণ নিপতিত হওয়াতে, নিতান্ত আশ্চর্য্য শোভা প্রতীত হইতেছে ॥ ৫ ॥

সমাসীনোঽচ্যুতো ধ্যেয়ো দ্রুতহাটকসন্নিভঃ।
সমানোদিতচন্দ্রার্কতড়িৎকোটিসমদ্যুতিঃ ॥ ৬ ॥

তথায় অবস্থিত স্বর্ণকান্তি ও এককালীন উদিত চন্দ্র সূর্য্য ও বিদ্যুৎ কোটির সমান দীপ্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করিতেছেন ॥ ৬ ॥

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ সৌম্যঃ সর্ব্বাভরণভূষিতঃ।
পীতবাসাশ্চক্রশঙ্খগদাপদ্মোজ্জ্বলদ্ভুজঃ ॥ ৭ ॥

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও বিনয়ান্বিত এবং সকল আভরণে ভূষিত হয় এবং তিনি পীতবাস ও শঙ্খ, চক্র গদা, পদ্মবিশিষ্ট ভুজযুক্ত হয়েন ॥ ৭ ॥

অনারতোজ্জ্বলদ্রত্নধারৌঘকলসং স্পৃশন্।
বামপাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ মুঞ্চতা পল্লবচ্ছবিং ॥ ৮ ॥

নিয়ত উজ্জ্বল ও রত্নবিশিষ্ট কলসীকে স্পর্শ করিয়া অগ্রভাগদ্বারা বাম চরণের তাঁহার আবাহন উক্ত প্রকারে করিতে হইবে ॥ ৮ ॥

রুক্মিণীসত্যভামেঽস্য মূর্দ্ধ্নি রত্নৌঘধারয়া।
সিঞ্চন্ত্যৌ দক্ষবামস্থে স্বদোঃস্থকলসোত্থয়া ॥ ৯ ॥

রুক্মিণী ও সত্যভামা সেই কলসীতে জল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার দক্ষিণে ও বামপার্শ্বে থাকিয়া মস্তকে অভিষেক করিতেছেন ॥ ৯ ॥

নাগ্নজিতী সুনন্দা চ দিশন্ত্যৌ কলসৌ তয়োঃ।
তাভ্যাঞ্চ দক্ষবামস্থে মিত্রবিন্দাসুলক্ষণে ॥ ১০ ॥

আর নাগ্নজিতী ও সুনন্দা এবং মিত্রবিন্দা ও সুলক্ষণা উহাদিগের পশ্চাৎ ভাগে রহিয়াছেন ॥ ১০ ॥

রত্ননদ্যোঃ সমুদ্ধৃত্য রত্নপূর্ণঘটৌ তয়োঃ।
জাম্বুবতী সুশীলা চ দিশন্ত্যৌ দক্ষবামগে ॥ ১১ ॥

সেই রত্নময় নদী হইতে রত্নপূর্ণ ঘটে জলপূর্ণ জাম্বুবতী এবং সুশীলা তাহাদিগের পশ্চাদ্গামিনী হইতেছেন ॥ ১১ ॥

বহিঃ ষোড়শসাহস্রসংখ্যাতাঃ পরিতঃ প্রিয়াঃ।
ধ্যেয়াঃ কনকরত্নৌঘধারাযুক্কলসোজ্জ্বলাঃ ॥ ১২ ॥

বহির্ভাগে ষোড়শ সহস্র রমণীরা ধ্যানরত। হইয়ারত্নপূর্ণ কলসে অভি-ষেকের জন্য অভিলাষিনী হইতেছেন ॥ ১২ ॥

তদ্বহিশ্চাষ্টনিধয়ঃ পূরয়ন্তো ধনৈর্দ্ধরাং।
তদ্বহির্বৃষ্ণয়ঃ সর্ব্বে পুরোবচ্চ সুরাদয়ঃ ॥ ১৩ ॥

তাহার বহির্ভাগে অষ্টনিধি (অর্থাৎ রত্নবিশেষ) পূরণ করিয়া বৃষ্ণির সকলে সম্মুখীন হইয়া সমস্ত ধনযাচকদিগকে বিতরণ করিতেছে ॥১৩॥

ধ্যাত্বৈবং পরমাত্মানং বিংশত্যন্তং মনুং জপেৎ।
চতুর্লক্ষং হুনেদাজ্যৈশ্চত্বারিংশৎ সহস্রকং ॥ ১৪ ॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইবেক কিন্তু ইহাতে চত্বারিংশৎ সহস্র ঘৃত দ্বারা হোম ও জপ করা কর্ত্তব্য হইতেছে ॥ ১৪ ॥

শক্তিঃশ্রীপূর্ব্বিকেত্যষ্টাদশার্ণো বিংশত্যকঃ।
মন্ত্রোঽনেন সদৃক্ষোঽন্যো মনুর্নহি জগত্রয়ে ॥ ১৫ ॥

শ্রীপূর্ব্বক শক্তিবীজ সহকারে অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্র জগত্রয়ের সকল সিদ্ধির নিমিত্ত এতদ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইল ॥ ১৫ ॥

ঋষির্ব্রহ্মাঽস্য গায়ত্রী চ্ছন্দঃ কৃষ্ণস্তু দেবতা।
পূর্ব্বপ্রোক্তবদেবাস্য বীজশক্ত্যাদিকল্পনা ॥ ১৬ ॥

এই মন্ত্রের ঋষিব্রহ্মা, ছন্দঃ গায়ত্রী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং পূর্ব্ববৎ বীজ ও শক্তি প্রভৃতির কল্পনা হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

কল্পঃ সনৎকুমারোক্তো মন্ত্রস্যাস্যোচ্যতেঽধুনা।
পীঠন্যাসান্তিকং কৃত্বা পূর্ব্বোক্তক্রমতঃ সুধীঃ ॥ ১৭ ॥

সনৎ কুমারোক্ত মন্ত্রের কল্পনা এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে, তাহার পীঠন্যাস প্রভৃতি পূর্ব্বোক্তক্রমে করিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

করদ্বন্দ্বাঙ্গুলিতলেম্বঙ্গষট্‌কং প্রবিন্যসেৎ।
মন্ত্রেণ ব্যাপকং কৃত্বা মাতৃকাং সমুৎসংপুটাং॥ ১৮॥

করদ্বয়ের অঙ্গুলীতলে ষড়ঙ্গন্যাস, ব্যাপক ন্যাস করিয়া মাতৃকা সম্পুট উক্ত মন্ত্রের দ্বারা সম্পাদিত হইবেক॥ ১৮॥

সংহারস্থষ্টিমার্গেণ দশ তত্ত্বানি বিন্যসেৎ।
পুনশ্চ ব্যাপকং কৃত্বা মন্ত্রবর্ণাংস্তনৌ ন্যসেৎ॥ ১৯॥

সংহার ও স্থষ্টির নিয়মানুসারে শরীর মধ্যে দশতত্ত্বের বিন্যাস করিয়া পুনশ্চ মন্ত্রবর্ণ শরীর মধ্যে স্থাপিত করিবে॥ ১৯॥

মূর্দ্ধ্নি ভালে ভ্রুবোর্ম্মধ্যে নেত্রয়োঃ কর্ণয়োর্নসোঃ।
আননে চিবুকে গণ্ডে দোর্ম্মূলে হৃদি তুণ্ডকে॥ ২০॥

মস্তকে, ললাটে, ভ্রূমধ্যে এবং নেত্র কর্ণ ও নাসিকা মুখ চিবুক ও গণ্ড বাহুমুল হৃদয় এবং তুণ্ডে॥ ২০॥

নাভৌ লিঙ্গে তথাধারকট্যোর্জান্বোশ্চ জঙ্ঘয়োঃ।
গুল্‌ফয়োঃ পাদয়োর্ন্যস্যেৎ স্থষ্টিরেষা সমীরিতা॥২১॥

ও নাভি, লিঙ্গ, তথা আধারকটী ও জানু এবং জঙ্ঘা, গুলফ ও চরণে স্থষ্টির নিয়মে ন্যাস করিবেক॥ ২১॥

স্থিতির্হৃদাদিনাসান্তা সংহৃতিশ্চরণাদিকা।
বিধায়ৈবং পঞ্চকৃত্বঃ স্থিত্যন্তং মূর্ত্তিপঞ্জরং॥ ২২॥

হৃদয়াদিতে স্থিতির ও চরণাদিতে সংহৃতির পঞ্চবার ন্যাস করিলে স্থিত্যন্ত মূর্ত্তি পঞ্জর ন্যাস করা হয়॥ ২২॥

স্থষ্টিস্থিতী চ বিন্যস্য ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ।
গুণাব্ধিবেদকরণাক্ষাক্ষরৈরতিসংমনোঃ॥ ২৩॥

স্থষ্টি ও স্থিতির ন্যাস করিয়া ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবেক, ইহাতে গুণ সাগর-বেদ, অক্ষি ও করণ বিষয়ে মন্ত্রাক্ষর নির্দ্দিষ্ট হইবে॥ ২৩॥

মুদ্রাং বদ্ধা কিরীটাখ্যাং দিগ্বন্ধং পূর্ব্ববচ্চরেৎ।
এবং ধ্যাত্বার্চ্চয়েদ্দেহং মূর্ত্তিপঞ্জরপূর্ব্বকং॥ ২৪॥

কিরীট মুদ্রা করিয়া পূর্ব্ববৎ দিগ্বন্ধন করিবেক ও উক্তরূপ ধ্যান করিয়া মূর্ত্তি পঞ্জরে দেহার্চ্চনা করিতে হইবে॥ ২৪ ॥

অথবা হ্যর্চ্চয়েদ্বিষ্ণুং তদর্থং মন্ত্রমুচ্যতে।
গোময়েনোপলিপ্যোর্ব্বীং তত্র পীঠং নিধাপয়েৎ॥ ২৫ ॥

অথবা বিষ্ণুপূজা করিতে হইলে তাহার মন্ত্র এইরূপ হইবে, পৃথিবীকে গোময়দ্বারা উপলেপন করিয়া তাহাতে পীঠস্থাপনা করিবে॥ ২৫ ॥

বিলিপ্য গন্ধপঙ্কেন লিখেদষ্টদলাম্বুজং।
কর্ণিকায়াস্তু ষট্কোণং সসাধ্যস্তত্র মন্মথং॥ ২৬॥

এবং চন্দনাদি লেপনান্তে অষ্টদল পদ্ম লিখিবেক, ও কর্ণিকামধ্যে ষট্কোন করিবেক এবং সাধ্যমত তাহাতে মন্মথ দেবের আবাহন করিতে হইবে॥ ২৬॥

শিষ্টৈস্তং সপ্তদশভিরক্ষরৈর্ব্বেষ্টয়েৎ স্মরং।
প্রাগ্রক্ষোঽনিলকোণেষু শ্রিয়ং শিষ্টেষু সংবিদং॥ ২৭ ॥

আর তাহাকে সপ্তদশাক্ষরে স্পষ্টরূপে বেষ্টন করিয়া পূর্ব্ব নৈর্ঋৎ এবং অগ্নিকোণেতে স্পষ্টরূপে শ্রীবীজ লিখিবে॥ ২৭॥

ষড়ক্ষরং সন্ধিষু চ কেশরেষু ত্রিশস্ত্রিশঃ।
বিলিখেৎ স্মরগায়ত্রীমালামন্ত্রং দলাষ্টকে॥ ২৮॥

সন্ধি এবং কেশরমধ্যে তিন তিন বার ষড়ক্ষরী মন্ত্র এবং অষ্টদলে কাম গায়ত্রী মালা মন্ত্র লিখিতে হইবে॥ ২৮ ॥

ষট্শঃ সংলিখ্য তদ্বাহ্যে বেষ্টয়েন্মাতৃকাক্ষরৈঃ।
ভূবিম্বঞ্চ লিখেদ্বাহ্যে দলানাং দিগ্বিদিক্ষ্বপি॥ ২৯॥

তাহার বহির্দ্বারে ছয় ছয় বীজ লিখিয়া মাতৃকাক্ষরে বেষ্টন করিবে ও দলের সকল দিকে বহির্ভাগে ভূবিম্বের চিহ্ন করিবে॥ ২৯ ॥

এতন্মন্ত্রং হাটকাদিপাত্রেষ্বালিখ্য পূর্ব্ববৎ।
সাধিতং ধারয়েদ্‌ঘোরৈঃ সোঽর্চ্যতে ত্রিদশৈরপি॥ ৩০॥

যে কে- এই মন্ত্র স্বর্ণাদি পাত্রে লিখিয়া সাধন কিম্বা ধারণ করিবেন, তিনি, পূজনীয় দেবগণের ও পূজ্য হয়েন ॥ ৩০ ॥

স্যাদ্গায়ত্রী কামদেবপুষ্পবাণৌ চ ঙেঽন্তকৌ।
বিদ্মহে ধীমহিযুতৌ তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ ॥৩১॥

কামদেব এবং পুষ্পবান শব্দে চতুর্থী বিভক্তিযোগ করিয়া আমরা জানি এবং ধ্যান করিতেছি অতএব হে অনঙ্গ! আমাদিগের সুবুদ্ধি প্রেরণা করুন, ইহাকে কাম গায়ত্রী কহা যায় ॥ ৩১ ॥

জপ্যাজ্জপাদৌ গোপালমন্ত্রনাং জনরঞ্জনীং।
নত্যন্তে কামদেবায় ঙেঽন্তং সর্ব্বজনপ্রিয়ং ॥ ৩২ ॥

এই গায়ত্রী জপ করিবেক ও গোপাল মন্ত্র জপের পূর্ব্বে জনরঞ্জনীকে নমস্কার এবং চতুর্থ্যন্ত কামদেব ও সর্ব্বজন প্রিয় ॥ ৩২ ॥

উক্ত্বা সর্ব্বজনান্তে তু সম্মোহনপদং তথা।
জ্বল জ্বল প্রজ্জ্বলেতি প্রোক্তো সর্ব্বজনস্য চ ॥ ৩৩ ॥

ইহা কহিয়া সর্ব্বজনান্তে সম্মোহন পদ তথা জ্বলজ্বল প্রজ্বল২ ইত্যাদি সর্ব্বজনের সহিত উক্ত হইবে ॥ ৩৩ ॥

হৃদয়ঞ্চ মম ব্রূয়াৎ বশং কুরু যুগং শিবঃ।
প্রোক্তো মদনমন্ত্রোঽষ্টচত্বারিংশদ্ভিরক্ষরৈঃ ॥ ৩৪ ॥

আমার হৃদয় বলিয়া বশ কর শিব উক্ত হইলে অষ্টচত্বারিংশৎ অক্ষরে কামমন্ত্র শেষ হইবে ॥ ৩৪ ॥

জপাদৌ মারবীজাদ্যো জগত্ত্রয়বশীকরঃ।
ভূগৃহং চতুরস্রং স্যাদষ্টবজ্রবিভূষিতং ॥ ৩৫ ॥

জপের আদিতে জগত্ত্রয়ের বশীকারক কামবীজাদি ভূমি লিখিত চতুরস্র যন্ত্রে অষ্টবজ্রে বিভূষিত করিবেক ॥ ৩৫ ॥

পীঠং পূর্ব্ববদভ্যর্চ্চ্য মূর্ত্তিং সংকল্প্য পৌরুষীং।
তত্রাবাহ্যাচ্যুতং ভক্ত্যা সকলীকৃত্য পূজয়েৎ ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্ববৎ পীঠপূজা ও পৌরুষী মন্ত্রের সঙ্কল্প করিয়া তাহাতে ভক্তি সহকারে অচ্যুতদেবের আবাহনপূর্ব্বক যথাবিধি সকল কার্য্যে পূজা চলিবে ॥৩৬॥

আসনাদিবিভূষান্তং পুনর্ন্যাসক্রমান্ন্যসেৎ।
স্থিতিস্থিতী ষড়ঙ্গঞ্চ কিরীটং কুণ্ডলদ্বয়ং ॥ ৩৭ ॥

আসনাদি বিভূষণ পর্য্যন্ত পুনর্ব্বার ন্যাস ক্রমেতে বিন্যস্ত করিবে এবং সৃষ্টি, স্থিতি, ষড়ঙ্গ, কিরীট, কুণ্ডল ॥ ৩৭ ॥

চক্রং শঙ্খং গদাং পদ্মং মালাং শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ।
গন্ধাক্ষতপ্রসূনৈশ্চ মূলেনাভ্যর্চ্চ্য পূর্ব্ববৎ ॥ ৩৮ ॥

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, মালা শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভ প্রভৃতি গন্ধ পুষ্প এবং তণ্ডুলদ্বারা মূলমন্ত্রে পূর্ব্ববৎ পূজা করিবেক ॥ ৩৮ ॥

আদৌ বহ্নিপুরদ্বন্দকোণেম্বঙ্গানি পূজয়েৎ।
সকৃচ্ছিরঃ শিখাবর্ম্মনেত্রমন্ত্রমিতি ক্রমাৎ ॥ ৩৯ ॥

প্রথমতঃ অগ্নি সকলের কোণে অঙ্গ সকলের পূজা করিবেক, এবং মস্তক শিখা, বর্ম্ম ও নেত্র এক একবার যথাক্রমে শুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ।
অগ্ন্যাদিদলমূলেষু শান্তির্লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ॥ ৪০ ॥

তাহার মন্ত্রে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, অগ্ন্যাদি দলমূলে নির্দ্দিষ্ট আছেন, এবং শান্তি, লক্ষ্মী, ও সরস্বতী ॥৪০॥

রতিশ্চ দিগ্‌দলেম্বস্যাস্ততোঽষ্টৌ মহিষীর্যজেৎ।
রুক্মিণ্যাদ্যা দক্ষসব্যক্রমাৎ পত্রাগ্রকেষু চ ॥ ৪১ ॥

এবং রতি দিক্‌দলে থাকিবেন, অনন্তর অষ্ট মহিষী পূজিতা হইবেন রুক্মিণী প্রভৃতি দক্ষিণ এবং বামদিকে যথাক্রমে পত্রাগ্রে অবস্থিতা হইবেন ॥ ৪১ ॥

ততঃ ষোড়শসাহস্রং সকৃদেবার্চ্চয়েৎ প্রিয়াঃ।
ইন্দ্রাদীনাম্মুকুন্দাদ্যান্ মকরানন্দকচ্ছপান্ ॥ ৪২ ॥

অনন্তর ষোড়শ সহস্র মহিষীর পূজা হইলে ইন্দ্রাদি, মুকুন্দাদি মকরানন্দ ও কচ্ছপাদির পূজা করিতে হইবে ॥৪২॥

শঙ্খপদ্মাদিকাংশ্চাপি নিধীনষ্টৌ ক্রমাদ্যজেৎ।
তদ্বহিশ্চেন্দ্রবজ্রাদ্যা আবৃতীঃ সংপ্রপূজয়েৎ ॥ ৪৩ ॥

শঙ্খ পদ্মাদি এবং অষ্টনিধির যথাক্রমে পূজা হইলে তাহার বাহিরে ইন্দ্রবজ্রাদি আবরণ পূজা করণীয় হয় ॥ ৪৩ ॥

ইতি সপ্তাবৃতিবৃতমভ্যর্চ্যাচ্যুতমাদরাৎ।
প্রীণয়েদ্দধিখণ্ডাজ্যমিশ্রেণ তু পয়োম্ভসা ॥ ৪৪ ॥

এইরূপে সপ্তাবরণযুক্ত অচ্যুতদেবের আদর পূর্ব্বক পূজা করিয়া দধি, দুগ্ধ, খণ্ড এবং ঘৃতযুক্ত জলে তর্পণ করিবেক ॥ ৪৪ ॥

রাজোপচারান্দত্ত্বা চ স্তুত্বা নত্বা চ কেশবং।
উদ্বাসয়েৎ স্বহৃদয়ে পরিবারগণৈঃ সহ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীকেশবকে রাজোপচার দান, স্তব এবং নমস্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণের পরিবারগণের সহিত তাঁহাকে হৃদয়স্থ করিবে ॥ ৪৫ ॥

ন্যস্তাত্মানং সমভ্যর্চ্চ্য তন্ময়ঃ প্রজপেন্মনুং।
রত্নাভিষেকধ্যানেজ্যা বিংশত্যর্ণাশ্রিতে রতা ॥ ৪৬ ॥

আত্মাকে বিন্যস্ত এবং অর্চ্চিত ও তন্ময় করিয়া রত্নাভিষেক এবং ধ্যান গম্য বিংশত্যক্ষরী মন্ত্রাশ্রয়পূর্ব্বক মূলমন্ত্র জপ করিবে ॥ ৪৬ ॥

জপহোমার্চ্চনধ্যানৈর্যোঽমুং প্রভজতে মনুং।
তদ্বেশ্ম পূর্য্যত রত্নস্বর্ণধান্যৈরনাবৃতং ॥ ৪৭ ॥

জপ হোম এবং পূজা ও ধ্যানসহকারে যে কেহ এই মন্ত্র ভজনা করেন তাঁহার গৃহ, রত্ন, স্বর্ণ এবং ধান্যদ্বারা নিরন্তর পরিপূর্ণ থাকে ॥ ৪৭ ॥

পৃথ্বী পৃথ্বী করে তস্য সর্ব্বশস্যকুলাকুলা ॥
পুত্রৈর্ম্মিত্রৈঃ স সম্পন্নঃ প্রযাত্যন্তে পরাং গতিং ॥ ৪৮ ॥

পৃথিবী তাঁহার করস্থিতা হয় ও সর্ব্বশস্য তাঁহার হস্তগত হয়, এবং তিনি পুত্রমিত্র সম্পন্ন হইয়া অন্তে উত্তমগতি লাভ করেন ॥ ৪৮ ॥

বহ্নাবভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং শুক্লপুষ্পৈঃ সতণ্ডুলৈঃ।
আজ্যাক্তৈরযুতং হুত্বা ভস্ম তন্মূর্দ্ধ্নি ধারয়েৎ ॥৪৯॥

অগ্নিমধ্যে শুক্লপুষ্প এবং তণ্ডুলদ্বারা ঘৃতসংকাবে গোবিন্দের পূজা এবং অযুতবার হোম করিয়া সেই ভস্ম মস্তকে ধারণ করিবে ॥ ৪৯ ॥

তস্যান্নানাং সমৃদ্ধিঃ স্যাত্তদ্বশে সর্ব্বযোষিতঃ।
আজ্যৈর্লক্ষং হুনেদ্রক্তপদ্মৈর্ব্বা মধুরাপ্লুতৈঃ ॥ ৫০ ॥

তাহার উহাতে অন্নের সমৃদ্ধি এবং সকল কামিনীরা তাহার বশীভূত হয়, এবং তদ্বিষয়ে ঘৃত কিম্বা রক্তপদ্ম মধুযুক্ত করিয়া লক্ষবার হোম করিতে হয় ॥ ৫০ ॥

শ্রিয়া তস্যেন্দ্রমৈশ্বর্য্যং কৃপণেশায় তে ধ্রুবং।
শুক্লাদিবস্ত্রলাভায় শুক্রায় কুসুমৈর্হুনেৎ ॥ ৫১ ॥

তাঁহার ইন্দ্রতুল্য ঐশ্বর্য্য সকল বিষয়ে সুসম্পন্ন থাকে এবং শুক্লাদি বস্ত্রলাভের নিমিত্ত পুষ্পদ্বারা শুক্রের ও কুসুমের দ্বারা হোম করিতে হয় ॥ ৫১ ।

ত্রিমধ্বক্তৈর্দ্দশশতমাজ্যাক্তৈর্বাষ্টসংযুতং।
ক্ষৌদ্রসিক্তৈঃ সিতৈঃ পুষ্পৈরষ্টোত্তরসহস্রকং ॥ ৫২ ॥

তিনবার মধুযুক্ত ঘৃতে এবং অষ্টযুক্ত দশশতবার মধুযুক্ত শর্করায় অষ্টোত্তর সহস্রবার ॥ ৫২ ॥

হুনেন্নিত্যং সৈষ আসীৎ পুরোধা নৃপতের্ভবেৎ।
দশাষ্টাদশবর্ণোক্তং জপধ্যানহুতাদিকং ॥ ৫৩ ॥

নিত্যহোম করিবে, তিনি এইরূপ করিলে নৃপতির পুরোহিত হইবেন ও দশাক্ষরী ও অষ্টাদশাক্ষরী মন্ত্রের জপ ধ্যান এবং হোমাদি ॥ ৫৩ ॥

বিদধ্যাৎ কর্ম্ম চানেন তাভ্যামপ্যত্র কীর্ত্তিতং।
বাগ্‌ভবং মারবীজঞ্চ কৃষ্ণায় ভুবনেশ্বরী ॥ ৫৪ ॥

অনুষ্ঠিত হইলে পশ্চাদুক্ত মন্ত্র কীর্ত্তনীয় হয়, বাগ্‌ভব ও কামবীজ কৃষ্ণায় ভুবনেশ্বরী॥ ৫৪ ॥

গোবিন্দায় রমাগোপীজনবল্লভ তে শিবঃ।

চতুর্দ্দশস্বরোপেতঃ শুক্রঃ সংদী তদূর্দ্ধতঃ॥ ৫৫ ॥

গোবিন্দায়, রমা গোপীজনবল্লভ, ও শিব চতুর্দ্দশ স্বরযুক্ত শুক্র এবং শনি ও তদূর্দ্ধে॥ ৫৫ ॥

দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো বাগীশত্বপ্রদায়কঃ।

অষ্টাদশার্ণবৎসর্ব্বং ষড়ৃষ্যাদিকমস্য তু॥ ৫৬ ॥

বাগীশত্ব প্রদায়ক দ্বাবিংশতি অক্ষরযুক্ত মন্ত্র হয়, ইহার অষ্টাদশ মন্ত্রের ন্যায় সকল ষড়ঙ্গ ঋষ্যাদি আছে॥ ৫৬ ॥

পূজা চ বিংশত্যর্ণোক্তা প্রতিপত্তিস্তু কথ্যতে।

বামোর্দ্ধ্বহস্তে দধতং বিদ্যাসর্ব্বস্বপুস্তকং॥ ৫৭ ॥

প্রতিপত্তি বিষয়ে বিংশতি অক্ষরযুক্ত মন্ত্রের পূজা করণীয় হইতেছে এবং তাহাতে ঊর্দ্ধগত বামহস্তে বিদ্যার সর্ব্বস্বধন পুস্তক ধারণ করিতেছেন॥ ৫৭ ॥

অক্ষমালাঞ্চ দক্ষোর্দ্ধে স্ফাটিকীং মাতৃকাময়ীং।

শব্দব্রহ্মময়ং বেণুমধঃ পাণিদ্বয়েরিতং॥ ৫৮ ॥

এবং দক্ষিণ করে অক্ষমালা ও মাতৃকাময়ী স্ফটিকের মালা দ্বারা তাঁহার পূজা করিতে হইবে॥ ৫৮ ॥

গায়ন্তং পীতবসনং শ্যামলং কোমলচ্ছবিং।

বর্হিবর্হকৃতোত্তংসং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্ববেদিভিঃ॥ ৫৯ ॥

গায়ক ও শ্যামল এবং পীতবস্ত্রধারী, কোমল শোভাবিশিষ্ট ও ময়ূরপুচ্ছে নির্ম্মিত ভূষণধারী ও সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববেদী॥ ৫৯ ॥

উপাসিতং মুনিগণৈরূপতিষ্ঠেদ্ধরিং সদা।

ধ্যাত্বৈবং প্রমদাবেশবিলাশভবনেশ্বরং॥ ৬০ ॥

মুনিগণের দ্বারা উপাসিত শ্রীহরিকে সর্ব্বদা উপাসনা করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া প্রমদাগণের বেশ বিলাসের ঈশ্বর হয়েন ॥ ৬০॥

চতুর্লক্ষং জপেন্মন্ত্রমিমং মন্ত্রী সুসংযতঃ।
পলাশপুষ্পৈঃ স্বাদ্বক্তৈশ্চত্বারিংশৎসহস্রকং ॥ ৬১ ॥

শ্রীহরিকে এইমন্ত্র চারিলক্ষ বার জপান্তে মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি সুসংযুত হইয়া পলাশপুষ্পে ও স্বাদুফলে চত্বারিংশৎ সহস্রবার ॥ ৬১ ॥

জুহুয়াৎ কর্ম্মণানেন ততঃ সিদ্ধো ভবেদধ্রুবং।
যোঽস্মিন্নিষ্ণাতধীর্ম্মন্ত্রী বর্ত্ততে বভ্রুগর্দ্দভাৎ ॥ ৬২ ॥

হোম করিবেক, তাহাতে এই কার্য্যদ্বারা নিশ্চয়ই সিদ্ধি লাভ হইবেক যে কোন মন্ত্র স্থিরবুদ্ধি হইয়া বিদ্যাকামনাতে ইহার অনুষ্ঠান করে ॥ ৬২ ॥

গদ্যপদ্যময়ী বাণী তস্য গঙ্গাপ্রবাহবৎ।
সর্ব্ববেদেষু শাস্ত্রেষু পুরাণেষু চ পণ্ডিতঃ ॥ ৬৩ ॥

তাহার বাণী গঙ্গাপ্রবাহবৎ গদ্য ও পদ্যময়ী হয় এবং সে সমস্ত বেদ ও শাস্ত্রে এবং পুরাণে পণ্ডিতমধ্যে গণ্য হয় ॥ ৬৩ ॥

সম্পত্তিং পরমাং লব্ধা চান্তে যাতি পরং পদং।
শ্রীশক্তিস্মরকৃষ্ণায় গোবিন্দায় শিবো মনুঃ ॥ ৬৪ ॥

এবং উৎকৃষ্ট সম্পত্তি লাভ করিয়া অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে শ্রী, শক্তি, ও কন্দর্পবীজ এবং কৃষ্ণায়, গোবিন্দায়, এই শুভমন্ত্র বলিবে ॥ ৬৪ ॥

ত্রবর্ণা ব্রহ্মগায়ত্রী কৃষ্ণর্ষ্যাদিরথাস্য তু।
বেদৈস্ত্রিবেদযুগ্মার্ণৈরঙ্গষট্কমিহোদিতং ॥ ৬৫ ॥

ত্রবর্ণা ব্রহ্মগায়ত্রী কথিত হয়, ইহার ঋষি কৃষ্ণ এবং অষ্টাদশ বর্ণে ইহার ষড়ঙ্গন্যাস উক্ত হইয়াছে ॥ ৬৫ ॥

বিংশত্যর্ণোদিতজপধ্যানহোমার্চ্চনক্রিয়ঃ।
মন্ত্রোঽয়ং সকলৈশ্বর্য্যকাঙ্ক্ষিভিঃ সেব্যতাং বুধৈঃ ॥ ৬৬ ॥

অর্চ্চন ক্রিয়াতে বিংশতি বর্ণে জপ, ধ্যান, এবং হোম করা কর্ত্তব্য, অপিচ এই মন্ত্র সকল ঐশ্বর্য্য প্রার্থনাকারী সাধকেরা অবলম্বন করিবেন॥ ৬৬॥

শ্রীশক্তিকামপূর্ব্বাঙ্গজন্মশক্তিরমান্তিকঃ।
দশাক্ষরঃ স এবাদৌ স্যাচ্চ শক্তিরমান্বিতঃ॥ ৬৭॥

শ্রীশক্তি এবং কাম পূর্ব্বা ও অঙ্গজনশক্তি রমাপদসহকারে আর এক প্রকার দশাক্ষরী মন্ত্র বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে॥ ৬৭॥

মন্ত্রৌ বিকৃতিরব্যর্ণাবাচকাদ্যঙ্গিনাবিমৌ।
বিংশত্যর্ণোক্তযজনবিধা ধ্যায়েদথাচ্যুতং॥ ৬৮॥

পূজা কর্ম্মে উক্ত বিংশত্যক্ষরী মন্ত্র চক্রাদি অঙ্গপূজা কার্য্যের ন্যায় ব্যবহার করিয়া ধ্যান করিবেক॥ ৬৮॥

বরদাভয়হস্তাভ্যাং শ্লিষ্যন্তং স্বাঙ্গকে প্রিয়ে।
পদ্মোৎপলকরে তাভ্যাং শ্লিষ্টং চক্রধরোজ্জ্বলং॥ ৬৯॥

অনন্তর অচ্যুতদেবকে বরদাতা এবং অভয়দাতা জ্ঞান করিয়া এবং পদ্মের সদৃশ হস্তের দ্বারা প্রিয়াগণকে আলিঙ্গনকারী এবং চক্রধারী বিবেচনা করিয়া তাঁহার ধ্যান করিবে॥ ৬৯॥

দশলক্ষং জপেদাজ্যৈস্তাবৎসাহস্রহোমতঃ।
সিদ্ধাবিমৌ মূলসম্পৎ সুখসৌভাগ্যদৌ নৃণাং॥ ৭০॥

দশলক্ষ জপ করিয়া ঘৃতদ্বারা শতসহস্র পরিমিত উক্ত মন্ত্রের হোম শেষ হইলে মনুষ্যেরা সিদ্ধিসম্পত্তি ও সুখ এবং সৌভাগ্য লাভ করিবে॥ ৭০॥

মারশক্তিরমাপূর্ব্বো দশার্ণো মনবস্ত্রয়ঃ।
এতেষাং মনুবর্ণানামঙ্গষর্য্যাদিদশার্ণবৎ॥ ৭১॥

কামশক্তি এবং রমাবীজপূর্ব্বক দশাক্ষরী অপর তিনটি মন্ত্র আছে, তাহার মন্ত্রবর্ণের অঙ্গ এবং ঋষি প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দশাক্ষরী মন্ত্রের ন্যায় হইয়া থাকে॥ ৭১॥

শঙ্খচক্রধনুর্ব্বাণপাশাঙ্কুশধরোঽরুণঃ।

বেণুং ধ্মন্ ধৃতো দোর্ভ্যাং ধ্যেয়ঃ কৃষ্ণো দিবাকরে ॥ ৭২ ॥

শঙ্খ, চক্র, ধনুর্ব্বাণ, পাশ এবং অঙ্কুশধারী ও অরুণবর্ণ এবং হস্ত দ্বারা বংশীধারণপূর্ব্বক মনোহর শব্দকারী শ্রীকৃষ্ণ চিন্তনীয় হযেন, এবং দিবাকরে ॥ ৭২ ॥

আদ্যে গণে ধ্যানমেবং দ্বিতীয়ে বিংশদর্ণবৎ।

দশার্ণবৎ তৃতীয়েঽঙ্গদিক্‌পালাদ্যৈঃ সমর্চ্চনা ॥ ৭৩ ॥

ও আদ্যগণকে এইরূপ ধ্যান করিতে হইলে বিংশতি অক্ষর বিশিষ্ট দ্বিতীয় মন্ত্র গ্রহণ করিতে হয, এবং অঙ্গ ও দিক্‌পালাদির অর্চ্চনা বিষয়ে দশাক্ষরী তৃতীয় মন্ত্র ॥ ৭৩ ॥

পঞ্চলক্ষং জপেত্তাবদযুতং পায়সৈর্হুনেৎ।

ততঃ সিদ্ধাস্তু মনবো নৃণাং সম্পত্তিকান্তিদাঃ ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চলক্ষ বার জপ এবং পায়স দ্বারা পঞ্চাশৎ সহস্র বার হোম করিতে হইবেক। তদনন্তর মনুষ্যদিগের সম্পত্তি এবং কান্তি প্রদ মন্ত্র সকল সিদ্ধ হয় ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে মন্ত্রপূজাহোমবিধির্নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে তৃতীয়রাত্রে মন্ত্রপূজা হোমবিধিনামক পঞ্চদশ অধ্যায ॥ ১৫ ॥

তৃতীয়রাত্র সমাপ্ত।

চতুর্থরাত্রে।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ভক্তিমুক্তি সাধন নিমিত্ত মহাদেব কর্ত্তৃক নারদকে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম কহিতেছেন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভক্তিমুক্তিপ্রসাধনং।
নাম্নামষ্টোত্তরশতং শ্রীকৃষ্ণস্য পরাত্মনঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। হে দেবি! পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি এবং মুক্তির প্রসাধন তাঁহার অষ্টোত্তর শত নাম আমি বলিতেছি শ্রবণ কর *॥ ১ ॥

পূর্ব্বকল্পে ধরোদ্ধারে পৃথিব্যা শেষকেণ চ।
সংবাদং পরমাশ্চর্য্যং শৃণুষ্ব কমলাননে ॥ ২ ॥

পূর্ব্বকালে যখন পৃথিবীর উদ্ধার হইয়াছিল, হে কমলাননে! তখন পৃথিবীর এবং অনন্তদেবের কথিত, এই পরমাশ্চর্য্য সম্বাদ এক্ষণে তুমি শ্রবণ কর ॥ ২ ॥

নাতঃ পরতরং স্তোত্রং নাতঃ পরতরং তপঃ।
নাতঃ পরতরা বিদ্যা তীর্থং নাতঃ পরং পরং ॥ ৩ ॥

ইহা হইতে উৎকৃষ্ট স্তব, তপস্যা, বিদ্যা এবং তীর্থ ও শ্রেষ্ঠসাধন আর নাই ॥ ৩ ॥

বেদানাং চ যথা সাম তীর্থানাং মথুরা পরা।
ক্ষেত্রাণাং কাশিকা দেবি মন্ত্রাণাং শ্রীদশাক্ষরঃ ॥ ৪ ॥

* এই অধ্যায়ের আটটি শ্লোক সকল পুস্তকে পাওয়া যায় না।

যে প্রকার বেদ মধ্যে সাম এবং তীর্থ মধ্যে মথুরা ও ক্ষেত্রমধ্যে কাশী এবং মন্ত্রমধ্যে দশাক্ষরী শ্রীমন্ত্র শ্রেষ্ঠ হয়, হে দেবি! ইহাও সেইরূপ জানিবে॥ ৪॥

বৈষ্ণবানাং বৈষ্ণবীনাং যথাহং ত্বং তথা পরা।
আশ্রমাণাং যথা ন্যাসঃ সিদ্ধানাং কপিলো যথা॥ ৫॥

আর বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীদিগের মধ্যে যেমন আমি এবং তুমি ও আশ্রম মধ্যে যেমন সংন্যাস এবং সিদ্ধগণের মধ্যে কপিলদেব শ্রেষ্ঠ হয়েন॥ ৫॥

আয়ুধানাং যথা বজ্রং ধেনূনাং কামধুগ্‌যথা।
মনোরথং প্রস্রবতাং যথা নাম্নাং শতাষ্টকং॥ ৬॥

ও আয়ুধমধ্যে যেমত বজ্র, ধেনুমধ্যে কামধেনু, এবং বৃত্তিমধ্যে মনোরথ যেরূপ শ্রেষ্ঠ হয় এই অষ্টোত্তর শত নামও সেইরূপ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা কর্ত্তব্য॥ ৬॥

তত্তেঽহং সংপ্রবক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়।
প্রণম্য বসুধা দেবী শেষং সঙ্কর্ষণাত্মকং॥ ৭॥

অতএব আমি তোমাকে উহা বলিতেছি সাবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর; ইহাতে বসুমতী সঙ্কর্ষণাত্মক অনন্তদেবকে নমস্কার করিয়াছিলেন॥ ৭॥

পপ্রচ্ছ পরয়া ভক্ত্যা জনানাং মুক্তিহেতবে।
নাম্নামষ্টোত্তরশতং শ্রীকৃষ্ণস্য রমাপতেঃ॥ ৮॥

পরম ভক্তি সহকারে জনগণের মুক্তির নিমিত্ত রমাপতি শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৮॥

ভূমিরুবাচ।

কৃষ্ণাবতারে রোহিণ্যা রামেণাপি ত্বয়া সহ।
অলঙ্কৃতং জন্ম পুংসামপি বৃন্দাবনৌকসাং॥ ৯॥

পৃথিবী কহিলেন। কৃষ্ণাবতারে তোমার সহিত রোহিণী এবং বলরাম কর্ত্তৃক শ্রীবৃন্দাবনবাসী পুরুষগণের জন্ম অলঙ্কৃত হইয়াছে॥ ৯॥

তস্য দেবস্য কৃষ্ণস্য লীলাবিগ্রহধারিণঃ।
যস্যোপাধিনিযুক্তানি সন্তি নামান্যনেকশঃ॥ ১০॥

লীলাচ্ছলে দেহধারী শ্রীকৃষ্ণদেবের উপাধিযুক্ত বিবিধপ্রকার নাম আছে॥ ১০॥

তেষু মুখ্যানি নামানি শ্রোতুকামা চিরাদহং।
সঙ্কর্ষণাত্মনঃ স্তোত্রং যতো জানাসি বাঙ্ময়ং॥ ১১॥

তন্মধ্যে প্রধান প্রধান নামগুলি আমি বহুকাল পর্য্যন্ত শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অতএব যদ্যপি আপনি সেই সঙ্কর্ষণাত্মক শ্রীকৃষ্ণের বাক্য-ময় স্তোত্র সকল জানেন॥ ১১॥

তত্তানি যানি নামানি বাসুদেবস্য বাসুকে।
নাতঃ পরতরং স্তোত্রং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে॥ ১২॥

তবে বাসুদেবের সেই সকল নাম, যাহা তিনলোকে উৎকৃষ্ট স্তোত্র বলিয়া বিখ্যাত আছে, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন॥ ১২॥

শ্রীশেষ উবাচ।

বসুন্ধরে বরারোহে জনানামস্তি মুক্তিদং।
সর্ব্বমঙ্গলমূর্দ্ধন্যমণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিদং॥ ১৩॥

শ্রীঅনন্তদেব কহিলেন। হে বসুন্ধরে, বরারোহে! সর্ব্বমঙ্গল ও অনি-মাদি অষ্টসিদ্ধি এবং মুক্তিদায়ক তাঁহার নাম আমার জ্ঞানগোচর আছে॥১৩

মহাপাতককোটিঘ্নং সর্ব্বতীর্থফলপ্রদং।
সমস্তজপযজ্ঞানাং ফলদং পাপনাশনং॥ ১৪॥

তাহাতে কোটি কোটি মহাপাতক বিনষ্ট হয় এবং সর্ব্বতীর্থের ফল লাভ করা যায় ও সমস্ত জপ এবং যজ্ঞের ফলদাতা হইয়া সেই নাম, পাপ সমূহকে দূরীকৃত করে॥ ১৪॥

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি নাম্নামষ্টোত্তরং শতং।
সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎফলং॥

হে দেবি! তুমি অষ্টোত্তর শত নাম আমার প্রমুখাৎ শ্রবণ কর, তাহাতে পবিত্র সহস্র নাম চিরকাল পাঠ করিবার ফল পাওয়া যায়॥ ১৫॥

একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি।
তস্মাৎ পুণ্যতমঞ্চৈতৎ স্তোত্রং পাপপ্রণাশনং॥ ১৬॥

এবং শ্রীকৃষ্ণের একনাম একাবৃত্তিতেও সেই ফল প্রদান করে অতএব এই পুণ্যতম পাপনাশক স্তোত্র শ্রবণ কর॥ ১৬॥

শ্রীকৃষ্ণস্যাষ্টোত্তরশতনাম্নাং শ্রীশেষ ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ
শ্রীকৃষ্ণো দেবতা শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনামজপে
বিনিয়োগঃ।

ওঁ

শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনামের ঋষি শ্রীঅনন্তদেব ছন্দঃ অনুষ্টুপ
দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম জপে
বিনিয়োগ হইয়া থাকে।

ওঁ

শ্রীকৃষ্ণঃ কমলানাথো বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
বসুদেবাত্মজঃ পুণ্যো লীলামানুষবিগ্রহঃ॥ ১৭॥

শ্রীকৃষ্ণ, কমলানাথ, বাসুদেব, সনাতন, বসুদেবাত্মজ, পুণ্যশীল মনুষ্য বিগ্রহ॥ ১৭॥

শ্রীবৎসকৌস্তুভধরো যশোদাবৎসলো হরিঃ।
চতুর্ভুজাত্তচক্রাসিগদাশঙ্খাম্বুজায়ুধঃ॥ ১৮॥

শ্রীবৎসকৌস্তুভধারী, যশোদাবৎসল, হরি, চতুর্ভুজে গৃহীত চক্র, অসি, গদা, শঙ্খ, পদ্ম এবং অস্ত্রবিশিষ্ট॥ ১৮॥

দেবকীনন্দনঃ শ্রীশো নন্দগোপপ্রিয়াত্মজঃ।
যমুনাবেগসংহারী বলভদ্রপ্রিয়ানুজঃ॥ ১৯॥

দেবকীনন্দন, শ্রীপতি, নন্দগোপের প্রিয়পুত্র, যমুনাবেগস হারী, বলভদ্র প্রিয়ানুজ॥ ১৯॥

পূতনাজীবিতহরঃ শকটাসুরভঞ্জনঃ।
নন্দব্রজজনানন্দী সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ২০ ॥

পূতনার জীবিতহর, শকটাসুরভঞ্জন, নন্দব্রজজনানন্দি, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ॥ ২০ ॥

নবনীতনবাহারী মুচুকুন্দপ্রসাদকঃ।
ষোড়শস্ত্রীসহস্রেশস্ত্রিভঙ্গো মধুরাকৃতিঃ ॥ ২১ ॥

নবনীতনবাহারী, মুচুকুন্দপ্রসাদক, ষোড়শস্ত্রীসহস্রের ঈশ, ত্রিভঙ্গ ও মধুরাকৃতি ॥ ২১ ॥

শুকবাগমৃতাব্ধীন্দুর্গোবিন্দো গোবিদাং পতিঃ।
বৎসপালনসঞ্চারী ধেনুকাসুরভঞ্জনঃ ॥ ২২ ॥

শুকবাগ, অমৃতাব্ধীন্দু, গোবিন্দ গোবিদ্‌গণপতি ও বৎসপালনসঞ্চারী, এবং ধেনুকাসুরভঞ্জন কারী ॥ ২২ ॥

তৃণীকৃততৃণাবর্ত্তো যমলার্জ্জুনভঞ্জনঃ।
উত্তানতালভেত্তা চ তমালশ্যামলাকৃতিঃ ॥ ২৩ ॥

তৃণীকৃততৃণাবর্ত্ত, যমলার্জ্জুনভঞ্জন, উত্তানতালভেত্তা ও তমাল-শ্যামলাকৃতি ॥ ২৩ ॥

গোপগোপীশ্বরো যোগী সূর্য্যকোটিসমপ্রভঃ।
ইলাপতিঃ পরং জ্যোতির্যাদবেন্দ্রো যদূদ্বহঃ ॥ ২৪ ॥

গোপ গোপীর ঈশ্বর, যোগী সূর্য্যকোটির সমান প্রভাবিশিষ্ট, ইলাপতি, পরমজ্যোতিঃ যাদবেন্দ্র ও যদুবংশের ভূষণ দক্ষ ॥ ২৪ ॥

বনমালী পীতবাসাঃ পারিজাতাপহারকঃ।
গোবর্দ্ধনাচলোদ্ধর্ত্তা গোপালঃ সর্ব্বপালকঃ ॥ ২৫ ॥

বনমালী, পীতবাস, পারিজাতাপহারক, গোবর্দ্ধনধারী, গোপাল ও সর্ব্বপালক ॥ ২৫ ॥

অজো নিরঞ্জনঃ কামজনকঃ কঞ্জলোচনঃ।
মধুহা মথুরানাথো দ্বারকানায়কো বলী ॥ ২৬ ॥

অজ, নিরঞ্জন, কামজনক, পদ্মলোচন, মধুহন্তা, মথুরানাথ, দ্বারকানাথ, এবং বলী॥ ২৬॥

বৃন্দাবনান্তসঞ্চারী তুলসীদামভূষণঃ।
স্যমন্তকমণের্হর্ত্তা নরনারায়ণাত্মকঃ॥ ২৭॥

বৃন্দাবনান্তসঞ্চারী, তুলসীমালাভূষণ, স্যমন্তক মণির হরণকর্ত্তা, নর-নারায়ণাত্মক॥ ২৭॥

কুব্জাকৃষ্ণাম্বরধরো মায়ী পরমপূরুষঃ।
মুষ্টিকাসুরচানূরমহাযুদ্ধবিশারদঃ॥ ২৮॥

কুব্জা, কৃষ্ণাম্বরধারক, মায়ী, পরমপুরুষ, মুষ্টিকাসুর, চানুর ও যুদ্ধ বিশারদ॥ ২৮॥

সংসারবৈরিঃ কংসারির্ম্মুরারির্নরকান্তকঃ।
অনাদির্ব্রহ্মচারী চ কৃষ্ণাব্যসনকর্ষকঃ॥ ২৯॥

সংসার বৈরী, কংসারী, মুরারী, নরকান্তক, অনাদি, ব্রহ্মচারী, কৃষ্ণা-ব্যসন কর্ষক॥ ২৯॥

শিশুপালশিরশ্ছেত্তা দুর্য্যোধনকুলান্তকৃৎ।
বিদুরাক্রূরবরদো বিশ্বরূপপ্রদর্শকঃ॥ ৩০॥

শিশুপালশিরশ্ছেত্তা, দুর্য্যোধনের কুলান্তকারী, বিদুরাক্রুরবরদ, ও বিশ্ব-রূপপ্রদর্শক॥ ৩০॥

সত্যবাক্ সত্যসঙ্কল্পঃ সত্যভামারতো জয়ী।
সুভদ্রাপূর্ব্বজো বিষ্ণুর্ভীষ্মমুক্তিপ্রদায়কঃ॥ ৩১॥

সত্যবাক্, সত্যসঙ্কল্প, সত্যভামারত, জয়ী, শুভদ্রাপূর্ব্বজ, বিষ্ণু, ভীষ্মের মুক্তিদাতা॥ ৩১॥

জগদ্গুরুর্জগন্নাথো বেণুবাদ্যবিশারদঃ।
বৃষভাসুরবিধ্বংসী বাণাসুরবলান্তকৃৎ॥ ৩২॥

জগদ্গুরু, জগন্নাথ, বেণুবাদ্যবিশারদ, বৃষভাসুরবিনাশক, বাণাসুর বলান্তকারী॥ ৩২॥

যুধিষ্ঠিরপ্রতিষ্ঠাতা বর্হিবর্হাবতংসকঃ।
পার্থসারথিরব্যক্তো গীতামৃতমহোদধিঃ ॥ ৩৩ ॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতিষ্ঠাতা, ময়ুরপুচ্ছের ভূষণধারী, পার্থসারথি, অব্যক্ত গীতামৃত মহোদধি ॥ ৩৩ ॥

কালীয়ফণিমাণিক্যরঞ্জিতশ্রীপদাম্বুজঃ।
দামোদরো যজ্ঞভোক্তা দানবেন্দ্রবিনাশনঃ ॥ ৩৪ ॥

কালীয়ফণিমণিমাণিক্যরঞ্জিত শ্রীপদাম্বুজ, দামোদর, যজ্ঞোপভোক্তা ও দানবেন্দ্র বিনাশক ॥ ৩৪ ॥

নারায়ণঃ পরং ব্রহ্ম পন্নগাসনবাহনঃ।
জলক্রীড়াসমাসক্তোগোপীবস্ত্রাপহারকঃ ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণ, পরব্রহ্ম, গরুড়বাহনযুক্ত, জলক্রীড়াসমাসক্ত, গোপীগণের বস্ত্র অপহরণকারী ॥ ৩৫ ॥

পুণ্যশ্লোকস্তীর্থকরো বেদবিদ্যাদয়ানিধিঃ।
সর্ব্বতীর্থাত্মকঃ সর্ব্বগ্রহরূপী পরাৎপরঃ ॥ ৩৬ ॥

পুণ্যশ্লোক, তীর্থকর, বেদবিদ্যা, দয়ানিধি, সর্ব্বতীর্থাত্মক, ও সর্ব্বগ্রহরূপী এবং পরাৎপর ॥ ৩৬ ॥

ইত্যেবং কৃষ্ণদেবস্য নাম্নামষ্টোত্তরং শতং।
কৃষ্ণেন কৃষ্ণভক্তেন শ্রুত্বা গীতামৃতং পুরা ॥ ৩৭ ॥

এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম কৃষ্ণভক্তকর্তৃক প্রথমতঃ শ্রুত হইলে তাহা গীতামৃত স্বরূপ তাহার জ্ঞান গোচর হয় ॥ ৩৭ ॥

স্তোত্রং কৃষ্ণপ্রিয়করং কৃতং তস্মান্ময়া পরং।
কৃষ্ণনামামৃতং নাম পরমানন্দদায়কং ॥ ৩৮ ॥

অতএব শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিকর পরমানন্দদায়ক কৃষ্ণনামামৃত স্তোত্র আমা কর্তৃক বিরচিত হইল ॥ ৩৮ ॥

অনুপদ্রবদুঃখঘ্নঃ পরমায়ুষ্যবর্দ্ধনং।
দানশ্রুততপস্তীর্থং যৎকৃতন্ত্বিহ জন্মনি ॥ ৩৯ ॥

উপদ্রব ও দুঃখবিনাশক এবং আয়ুর্বদ্ধনকারী এই নামে, দান তপস্যা এবং তীর্থকৃত ফল ইহ জন্মে লাভ করে ॥ ৩৯ ॥

পঠতাং শৃণ্বতাং চৈব কোটিকোটিগুণং ভবেৎ ॥
পুত্রপ্রদমপুত্রাণামগতীনাং গতিপ্রদং ॥ ৪০ ॥

এবং তাহা পাঠ ও শ্রবণ করিলে ঐ ফল কোটিগুণ হইয়া থাকে ও তাহাতে অপুত্রদিগের পুত্রপ্রাপ্তি ও গতিহীন দিগের গতিলাভ হয় ॥ ৪০ ॥

ধনাবহং দরিদ্রাণাং জয়েচ্ছূনাং জয়াবহং।
শিশূনাং গোকুলানাঞ্চ পুষ্টিদং পুষ্টিবর্দ্ধনং ॥ ৪১ ॥

দরিদ্রের ধনলাভ হয়, জয়াভিলাষিরা জয়লাভ করে এবং শিশু ও গোকুলের পুষ্টিবর্দ্ধন হইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

বাতগ্রহজ্বরাদীনাং শমনং শান্তিমুক্তিদং।
সমস্তকামদং সদ্যঃ কোটিজন্মাঘনাশনং।
অন্তে কৃষ্ণস্মরণদং ভবতাপভয়াপহং ॥ ৪২ ॥

অপিচ উহাতে বাতগ্রহ এবং জ্বরাদির শান্তি হয় ও শান্তি এবং মুক্তি পাওয়া যায় আর কোটি জন্মের পাপ বিনষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ অন্য মুক্তিদান করে ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণায় যাদবেন্দ্রায় জ্ঞানমুদ্রায় যোগিনে।
নাথায় রুক্মিণীশায় নমো বেদান্তবেদিনে ॥ ৪৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণ যাদবেন্দ্র জ্ঞানমুদ্রা, যোগীনাথ রুক্মিণীশ এবং বেদান্তবেত্তা ঈশ্বরকে নমস্কার করি ॥ ৪৩ ॥

ইমং মন্ত্রং মহাদেবি জপন্নেব দিবানিশং।
সর্ব্বগ্রহানুগ্রহভাক্ সর্ব্বপ্রিয়তমো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

হে দেবি! এই মন্ত্র দিবানিশি জপ করিলে সকলের অনুগ্রহ ভাজন এবং সকলের প্রিয়তম হওয়া যায়॥ ৪৪ ॥

পুত্রপৌত্রৈঃ পরিবৃতঃ সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধিমান্।
নির্ব্বিশ্য ভোগানন্তেঽপি কৃষ্ণসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥ ৪৫ ॥

এবং পুত্র পৌত্রাদিতে পরিবৃত হইয়া সর্ব্বসিদ্ধি এবং সর্ব্ব সম্পত্তিসহকারে এই সংসারে ভোগবান্ থাকিয়া পরিণামে শ্রীকৃষ্ণের সাযুজ্য লাভ করা যায়॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে উমামহে-শ্বরসংবাদে ধরণীশেষসংবাদে শ্রীকৃষ্ণাষ্টোত্তরশতনাম-স্তোত্রং সমাপ্তং প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে উমা মহেশ্বর সংবাদে ধরণীশেষ সম্বাদে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম স্তোত্র সমাপ্ত প্রথম অধ্যায়॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বতী শিবসংবাদে বিষ্ণুর মাহাত্ম্য কথন।

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশবর্ণং চতুর্ভুজং।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥ ১॥

শুক্লবস্ত্রধারী, শুভ্রবর্ণ, চতুর্ভুজ এবং প্রসন্নবদন বিষ্ণুকে সমস্ত বিঘ্ন শান্তির নিমিত্ত ধ্যান করিবেক॥ ১॥

ওঁ নমঃ কৃষ্ণায় পার্থায় শ্রিয়ৈ নারায়ণায় দেব্যৈ চ
সরস্বত্যৈ নরায় চ॥

ব্রহ্মলোকাদিহ প্রাপ্তং নারদং ভগবৎপ্রিয়ং।
দৃষ্ট্বা নত্বা সভায়ান্তু পপ্রচ্ছুর্মুনয়ো মুদা॥ ২॥

কৃষ্ণপাদপদ্ম শ্রীনারায়ণ, দেবী সরস্বতী, এবং নররূপধারীকে প্রণবযুক্তে নমস্কার করি। এইমন্ত্র ভগবানের প্রিয় নারদঋষি ব্রহ্মলোক হইতে প্রাপ্ত হইলে ঋষিরা ভরসাসহকারে সভামধ্যে তাঁহাকে দর্শন ও নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২॥

ঋষয় ঊচুঃ।

ব্রহ্মন্ কেন প্রকারেণ সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
বিনা দানেন তপসা বিনা তীর্থৈর্ব্বিনা মখৈঃ॥ ৩॥

ঋষিরা কহিলেন। দান, যজ্ঞ, তপস্যা এবং তীর্থ ব্যতিরেকে কি প্রকারে সমস্ত পাপবিমোচন হয়॥ ৩॥

বিনা বেদৈর্ব্বিনা ধ্যানৈর্ব্বিনা চেন্দ্রিয়নিগ্রহৈঃ।
বিনা শাস্ত্রসমূহৈশ্চ কথং মুক্তিরবাপ্যতে॥ ৪॥

আর বেদ ও ধ্যান ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ এবং শাস্ত্রজ্ঞান ব্যতীত কি প্রকারে মুক্তিলাভ হইতে পারে॥ ৪॥

দানেন তপসা তীর্থৈর্ম্মখৈশ্চাপি বিনা মুনে।
দেবাদিদেবো দেবেশঃ স্থিতস্তপসি শঙ্করঃ।
কং সমারাধয়েদ্দেবং জপধ্যানপরায়ণঃ॥ ৫॥

দান ও তপস্যা ও যজ্ঞ এবং তীর্থ বিনা, হে মুনে! দেবশ্রেষ্ঠ দেবাদিদেব শঙ্কর তপস্যায় ব্রত থাকিয়া এবং জপ ও ধ্যানপরায়ণ হইয়া কোন্ দেবতার আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ইদমেব পুরা পৃষ্টঃ পার্ব্বত্যা পরমেশ্বরঃ।
যদুবাচ শৃণুধ্বং হি কথয়ামি সুবিস্তরাৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীনারদ কহিলেন। পূর্ব্বকালে পার্ব্বতী পরমেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেম, এবং তিনি কহিয়াছিলেন তাহা আমি বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৬ ॥

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্গুরুং।
প্রণিপত্য মহাদেবং পর্য্যপৃচ্ছদুমাপতিং ॥ ৭ ॥

কৈলাস শিখরে উপবিষ্ট উমাপতি এবং জগদ্গুরু দেবদেব মহাদেবকে তিনি প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৭ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবংস্ত্বং পরো দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বপূজিতঃ।
ত্বল্লিঙ্গমর্চ্চ্যতে দেবৈর্ব্রহ্মসূর্য্যাদিকৈরপি ॥ ৮ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন। হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বপূজিত পরমদেব হয়েন, অপিচ ব্রহ্মা ও সূর্য্যাদি দেবতারা আপনার লিঙ্গ পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

ত্বত্তো লভন্তেঽভিমতাং সিদ্ধিং সর্ব্ববরপ্রদ।
ত্বং জন্মমৃত্যুরহিতঃ স্বয়ম্ভূঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ॥ ৯ ॥

তাঁহারা সর্ব্ববরপ্রদ আপনার নিকট অভিমত সিদ্ধি লাভ করেন আপনার জন্ম ও মৃত্যু নাই, এবং আপনি স্বয়ম্ভু এবং সর্ব্বশক্তিমান্ হয়েন ॥ ৯ ॥

সদা ধ্যায়সি কিং স্বামিন্ দিগ্বাসা মদনান্তকঃ।
তপশ্চরসি কস্মাত্ত্বং জটিলো ভস্মধূসরঃ ॥ ১০ ॥

হে স্বামিন্! তবে আপনি কি নিমিত্ত দিগম্বর ও জটিল এবং ভস্ম ভূষণ হইয়া ধ্যান এবং কাহার তপস্যা করেন ॥ ১০ ॥

কিংবা জপসি দেবেশ পরং কৌতুহলং হি মে।
অনুগ্রাহ্যা প্রিয়া চাহং তন্মে কথয় সুব্রত ॥ ১১ ॥

হে দেবশ্রেষ্ঠ! আপনি জপই বা কি করিয়া থাকেন? আমার এই পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে, এবং আমি আপনার অনুগ্রহ ভাজন হই, অতএব হে সুব্রত! আমাকে তাহা বলুন ॥ ১১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

নেদং কস্যাপি কথিতং গোপনীয়মিদং মম।
কিন্তু বক্ষ্যামি ভদ্রন্তে ত্বং ভক্তাসি প্রিয়াসি মে ॥ ১২ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। ইহা আমি কাহাকে কহি নাই কেননা আমি ইহ নিতান্ত গোপনীয় জ্ঞান করি, কিন্তু তোমার নিকট ব্যক্ত করিব, যে হেতুক তুমি আমার প্রিয়া এবং ভক্তিমতী হইতেছ ॥ ১২ ॥

পুরা সত্যযুগে দেবি বিশুদ্ধমতয়োঽখিলাঃ।
যজন্তি বিষ্ণুমেবৈকং জ্ঞাত্বা সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং ॥ ১৩ ॥

হে দেবি! সত্যযুগে পূর্ব্বকালে বিশুদ্ধবুদ্ধি সমস্ত সাধকেরা বিষ্ণুকে একমাত্র সকল দেবের ঈশ্বর জানিয়া পূজা করিতেন ॥ ১৩ ॥

প্রয়ান্তি পরমামৃদ্ধিমৈহিকামুষ্মিকীং পরাং।
যা ন প্রাপ্তাঽমরৈঃ সর্ব্বৈরক্ষয়া ক্লেশবর্জ্জিতা ॥ ১৪ ॥

• তাহাতে তাঁহারা ঐহিক এবং পারত্রিক উৎকৃষ্ট সম্পত্তি পাইয়াছেন, এবং উহা সকল দেবতারাও ক্লেশবর্জ্জিত এবং অক্ষয়রূপে প্রাপ্ত হয়েন নাই ॥১৪॥

ন তাং সন্তঃ প্রপদ্যন্তে বিনাচাররতান্নরান্।
মন্মুখাদপি সংশ্রুত্য দেবা বিষ্ণুপরায়ণাঃ ॥ ১৫ ॥

আচার বিশিষ্ট লোকেরা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, আমার মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া দেবতারা বিষ্ণুপরায়ণ হন ॥ ১৫ ॥

বেদৈঃ পুরাণৈঃ সিদ্ধান্তৈর্ভিন্নৈর্বিভ্রান্তচেতসঃ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছন্তি কিং তত্ত্বং কিং পরং পদং ॥ ১৬ ॥

বেদ, পুরাণ এবং সিদ্ধান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রে বিরচিতে সাধক দিগের নিশ্চয় হয় না অতএব তাহাহইতে কি প্রকারে তাঁহারা পরমপদ লাভ করিবেন ॥ ১৬

তুলাপুরুষদানাদ্যৈরশ্বমেধাদিভির্মখৈঃ।
বারাণসীপ্রয়াগাদিতীর্থস্নানাদিভিঃ প্রিয়ে ॥ ১৭ ॥

হে প্রিয়ে! তুলা পুরুষদানাদি এবং অশ্বমেধাদি যজ্ঞদ্বারা ও বারাণসী প্রয়াগাদি তীর্থ স্নানেও তাহা পাওয়া যায় না ॥ ১৭ ॥

গয়াশ্রাদ্ধাদিভিঃ পিত্র্যৈর্বেদপাঠাদিভির্জপৈঃ।
তপোভিরুগ্রৈর্নিয়মৈর্ধর্মৈর্ভূতদয়াদিভিঃ ॥ ১৮ ॥

গয়াতে শ্রাদ্ধাদির দ্বারা পিতৃকার্য্যে এবং বেদ পাঠাদি ও জপ এবং উগ্রতপস্যা ও নিয়মধর্ম্ম এবং প্রাণিগণের প্রতি দয়া ॥ ১৮ ॥

গুরুশুশ্রূষণৈঃ সত্যৈর্ধর্মৈর্বর্ণাশ্রমোদিতৈঃ।
জ্ঞানধ্যানাদিভিঃ সম্যক্ চরিতৈর্জন্মজন্মভিঃ ॥ ১৯ ॥

গুরু শুশ্রূষা সত্যধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমের কার্য্য ও জ্ঞান, ধ্যানাদি জন্মে জন্মে উপযুক্তরূপে সম্পাদন করিলেন ॥ ১৯ ॥

ন যাতি তৎপরং শ্রেয়ো বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরং।
সর্ব্বভাবৈরনাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমং ॥ ২০ ॥

সেই কল্যাণকর সর্ব্বদেবের ঈশ্বর বিষ্ণুর পদ লাভ করা যায় না ইহাতে সর্ব্বভাবের আশ্রয় শূন্য হইয়া সেই পুরাণ পুরুষোত্তমকে কি রূপে প্রাপ্ত হইতে পারে ॥ ২০ ॥

অনন্যগতয়ো মর্ত্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২১ ॥

শত্রুকে তাপদায়ী, মরণ ধর্ম্মশীল অনন্যগতি ভোগবান্ লোকের জ্ঞান ও বৈরাগ্য হত ও ব্রহ্মচর্য্যাদি হইতে বর্জ্জিত হইলেও ॥ ২১ ॥

সর্ব্বধর্ম্মো জিতো বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ।
সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ ॥২২॥

একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর নাম জপ করিয়া সেই সর্ব্বধর্ম্মবিজয়ী নামের বলে তাঁহারা অনায়াসে যে গতি লাভ করেন সকল ধার্ম্মিকেরাও তাহা পারেন না। ২২ ॥

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন কর্হিচিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥ ২৩ ॥

বিষ্ণুই সতত স্মরণীয় হয়েন, কদাচ তাঁহাকে বিস্মরণ হওয়া উচিত নহে, যে হেতুক তাঁহারই কিঙ্কর সকল বিধি ও নিষেধ ॥ ২৩ ॥

কিন্তু ব্রহ্মাদিভির্দ্দেবৈঃ পুরা দৃষ্টা নিরংহসঃ ॥
নির্ভয়ং বিষ্ণুনাম্নৈব যথেষ্টং পদমাগতান্ ॥ ২৪ ॥

প্রত্যুত ব্রহ্মাদি দেবতারা পূর্ব্বকালে নির্ভয়ে এবং নিরুৎকণ্ঠায় থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুর নামদ্বারাই যথেষ্ট পদ লাভ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

অলক্ষ্য চাত্মনঃ পূজাং সম্যগারাধিতো হরিঃ ॥
মম চাস্মাদপি শ্রৈষ্ঠ্যং বাঞ্ছিতোঽহয়ং যথাত্মনা ॥ ২৫ ॥

আপনার পূজা লক্ষ্য না করিয়া বিশেষরূপে শ্রীহরি আরাধিত হইয়াছেন এবং আমিও তাহার নিকটে সংযতচিত্ত হইয়া শ্রেষ্ঠত্ব বাঞ্ছা করিয়াছি ॥ ২৫ ॥

ততঃ সাক্ষাজ্জগন্নাথঃ প্রসন্নো ভক্তবৎসলঃ।
অংশাংশেনাত্মনো চৈতান্ পূজয়ামাস কেশবঃ ॥ ২৬ ॥

অনন্তর সেই সুপ্রসন্ন, ভক্তবৎসল সাক্ষাৎ জগন্নাথ শ্রীকেশব আপনার অংশাংশে এই সমস্ত দেবাদিকে পূজ্য করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

দেবান্ পিতৃন্ দ্বিজান্ হব্যকব্যাশান্ করুণাময়ঃ।
ততঃ প্রভৃতি পূজ্যন্তে ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ২৭ ॥

সেই করুণাময় তদবধি দেব পিতৃ এবং যজ্ঞীয় দেবতাদিগকে সচরাচর ত্রৈলোক্যে পূজিত করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে প্রসাদ্যং শার্ঙ্গধন্বনঃ।
মাঞ্চোবাচ তদা মত্তঃ পূজ্যঃ শ্রেষ্ঠো ভবিষ্যসি ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মাদি সকল দেবতারা শার্ঙ্গধন্বা শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাকে এবং আমাকে কহিয়াছেন এতদবধি তুমি আমা হইতে পূজ্য এবং শ্রেষ্ঠ হইবে ॥ ২৮ ॥

ত্বামারাধ্য যদা শম্ভো গ্রহীষ্যামি বরন্তব।
দ্বাপরাদৌ যুগে ভূত্বা কলয়া মানুষাদিষু ॥ ২৯ ॥

হে শম্ভো! যৎকালে তোমার আরাধনা করিয়া বরলাভ করিব ও দ্বাপরাদিযুগে মনুষ্যাবতারে প্রকাশ হইব ॥ ২৯ ॥

আগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বং হি জনান্ মদ্বিমুখান্ কুরু।
মাঞ্চ গোপায়সে ন স্যাৎ সৃষ্টিরেবোত্তরোত্তরা ॥
ততস্তং প্রণিপত্যাহমুবাচ পরমেশ্বরং ॥ ৩০ ॥

তুমি কল্পিত আগম শাস্ত্রদ্বারা জনগণকে আমার বিমুখ করিবে এবং আমাকে গোপন রাখিবে তাহাতেই উত্তরোত্তর সৃষ্টি হইবে ইহাতে পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া কহিলাম ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে
দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে
দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বতী শিব সংবাদে বিষ্ণু স্তোত্র এবং সহস্র নাম কথন

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণাং পাপং শাম্যেৎ কথঞ্চন।
ন পুনস্ত্ব্যবিজ্ঞাতে কল্পকোটিশতৈরপি॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। যদি সহস্র ব্রহ্মহত্যার পাপও কোন প্রকারে শাম্য হয় কিন্তু তোমাকে না জানিলে শতকোটি কল্পেও নিষ্পাপ হওয়া যায় না॥ ১॥

যস্মান্ময়া কৃতা স্পর্দ্ধা পবিত্রংস্যাৎকথং হরে।
নশ্যন্তি সর্ব্বপাপানি তন্মাং বদ সুরেশ্বর॥
তদাহ দেবো গোবিন্দো মম প্রীত্যা যথাযথং॥ ২॥

যেহেতুক আমা কর্ত্তৃক কৃতস্পর্দ্ধা কোনরূপে পবিত্র হউক, হে শ্রীহরি! তাহাতে সর্ব্বপাপ দূর হইবে, অতএব হে সুরেশ্বর! আমাকে তাহা বলুন তাহাতে গোবিন্দদেব আমার প্রতি প্রীতি হেতুক যথার্থরূপে কহিয়াছেন॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

সদা নামসহস্রং মে পাবনং মৎপদাবহং।
তৎপরোঽনুদিনং শম্ভো সর্ব্বৈশ্বর্য্যং যদীচ্ছসি॥ ৩॥

শ্রীভগবান কহিলেন। আমার সহস্রনাম সতত পবিত্র এবং মৎপদাবহ হয়, হে শম্ভো! যদ্যপি তুমি সকল ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা কর তবে প্রতিদিন তৎপর হও॥ ৩॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

তমেব তপসা নিত্যং ভজামি স্তৌমি চিন্তয়ে।
তেনাদ্বিতীয়মহিমো জগৎ পূজ্যোঽস্মি পার্ব্বতি॥ ৪॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। ধ্যান পরায়ণ হইয়া আমি তাঁহাকে নিত্য ভজনা এবং স্তব করি, হে পার্ব্বতি! তাহাতেই আমি জগৎপূজ্য এবং অদ্বিতীয় মহিমান্বিত হইয়াছি॥ ৪॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

তন্মে কথয় দেবেশ যথাহমপি শঙ্কর।
সর্ব্বেশ্বরী নিরুপমা তব স্যাং সদৃশী প্রভো॥ ৫॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন। হে দেবেশ! হে শঙ্কর! হে প্রভো! আপনি আমাকে ও তাহা বলুন যাহাতে আমিও সর্ব্বেশ্বরী, নিরুপমা এবং আপনার সদৃশী হই॥ ৫॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

সাধু সাধু ত্বয়া পৃষ্টো বিষ্ণোর্ভগবতঃ শিবে।
নাম্নাং সহস্রং বক্ষ্যামি মুখ্যং ত্রৈলোক্যমঙ্গলং॥ ৬॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। যেহেতুক তুমি, প্রধান ও ত্রৈলোক্যের মঙ্গলজনক ভগবান শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম জিজ্ঞাসা করিলে, অতএব তুমি সাধু তোমাকে তাহা কহিব॥ ৬॥

নমো

নারায়ণায় পুরুষোত্তমায় চ মহাত্মনে।
বিশুদ্ধপদ্মাধিষ্ঠায় মহাহংসায় ধীমহি॥ ৭॥

প্রভু নারায়ণ, পুরুষোত্তম, বিশুদ্ধ স্থানে অধিষ্ঠিত এবং মহাহংসকে আমরা ধ্যান করি॥ ৭॥

ওঁ

অস্য শ্রীবিষ্ণোঃ সহস্রনামমন্ত্রস্য মহাদেব ঋষিঃ
পরমাত্মা দেবতা সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশ ইতি বীজং।
গঙ্গা তীর্থোত্তমা শক্তিঃ প্রপন্নাশনি পঞ্জর ইতি বীজং
গঙ্গাতীর্থোত্তমা শক্তিঃ প্রপন্নাশনি পঞ্জর ইতি কীলকং।
বাসুদেবং পরং ব্রহ্ম ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ।

মূলপ্রকৃতিতর্জ্জনীভ্যাং নমঃ।
ভূমহাবরাহ ইতি মধ্যমাভ্যাং নমঃ।
সূর্য্যবংশধ্বজো রাম অনামিকাভ্যাং নমঃ।
ব্রহ্মাদি কমলাদিগদাসূর্য্যকেশবমিতি কনিষ্ঠাভ্যাং নমঃ।
শেষ ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যাং নমঃ॥ ৮॥

ওঁ

এই শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম মন্ত্রের মহাদেবঋষি,পরমাত্মা দেবতা সূর্য্যকোটি প্রকাশ এইবীজ হয়। গঙ্গা তীর্থোত্তমাশক্তি প্রপন্নাশনি এই কীলক হয়। বাসুদেব পরব্রহ্ম, ইহাতে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ে নমস্কার। মূল প্রকৃতি এতদ্দ্বারা তর্জ্জনীদ্বয়ে নমস্কার। ভূমহাবরাহ এই মন্ত্রে মধ্যমাঙ্গুলিদ্বারা নমস্কার। সূর্য্যবংশধ্বজ রাম এই মন্ত্রে অনামিকাদ্বয়ে নমস্কার। ব্রহ্মাদি কমলাদি সদা সূর্য্যকেশব ইহাতে কনিষ্ঠাদ্বয়ে নমস্কার। শেষ ইতি করতল পৃষ্ঠে নমস্কার॥ ৮॥

দিব্যাস্ত্র ইত্যস্ত্রং সর্ব্বপাপক্ষয়ার্থং সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধার্থং
শ্রীবিষ্ণোর্নামসহস্রং জপে বিনিয়োগঃ।

অথ ধ্যানং।

বিষ্ণুং ভাস্বৎ কিরীটাঙ্গদবলয়গণাকল্পহারোদরাঙ্‌ঘ্রি-
শ্রোণীভূষং সুবক্ষো মণিমকরমহাকুণ্ডলং মণ্ডিতাংসং।
হস্তোদ্যচ্চক্রশঙ্খাম্বুজগদমমলং পীতকৌশেয়বাসো-
বিদ্যুদ্ভাসং সমুদ্যদ্দিনকরসদৃশং পদ্মহস্তং নমামি॥ ৯॥

দিব্যাস্ত্র এই অস্ত্রে সর্ব্বপাপ ক্ষয় হেতুক সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শ্রীবিষ্ণুর নাম সহস্র জপে বিনিয়োগ করিতে হয়।

অথ ধ্যানং। যে শ্রীবিষ্ণুর উদর, চরণ, এবং নিতম্ব প্রভৃতি কিরীট অঙ্গদ এবং বলয়াদিতে ভুষিত হয় ও যাঁহার বক্ষঃস্থল সুন্দর এবং অংসদ্বয় মণি এবং মকর কুণ্ডলে শোভমান হয় ও হস্ততলে যাঁহার শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম নির্ম্মল জ্যোতিঃ ধারণ করে এবং যিনি পীতকৌশেয় বস্ত্রে বিদ্যুতের আভা ও প্রভাত সূর্য্যের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট হয়েন সেই পদ্মহস্ত শ্রীবিষ্ণুকে নমস্কার করি॥ ৯॥

ওঁ

বাসুদেবঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা পরাৎপরং।
পরং ধাম পরং জ্যোতিঃ পরং তত্ত্বং পরং পদং ॥ ১০ ॥

ওঁ

বাসুদেব, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরাৎপর, পরধাম, পরজ্যোতিঃ ও পরতত্ত্ব ও পরপদ ॥ ১০ ॥

পরং শিবং পরো ধ্যেয়ঃ পরং জ্ঞানং পরা গতিঃ।
পরমার্থঃ পরং শ্রেয়ঃ পরানন্দঃ পরোদয়ঃ ॥ ১১ ॥

পরশিব, পরধ্যেয়, পরজ্ঞান, পরাগতি, পরমার্থ, পরশ্রেয়, পরানন্দ, পরোদয় ॥ ১১ ॥

পরো ব্যক্তঃ পরং ব্যোম পরার্দ্ধঃ পরমেশ্বরঃ।
নিরাময়ো নির্ব্বিকারো নির্ব্বিকল্পো নিরাশ্রয়ঃ ॥ ১২ ॥

পরব্যক্ত, পরব্যোম, পরার্দ্ধ, পরমেশ্বর, নিরাময়, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকল্প, নিরাশ্রয় ॥ ১২ ॥

নিরঞ্জনো নিরালম্বো নির্লেপো নিরবগ্রহঃ।
নির্গুণো নিষ্কলোঽনন্তোঽচিন্ত্যোঽসাবচলোঽচ্যুতঃ ॥১৩॥

নিরঞ্জন, নিরালম্ব, নির্লেপ, নিরবগ্রহ, নির্গুণ, নিষ্কল, অনন্ত, অচিন্ত্য অচল, ও অচ্যুত ॥ ১৩ ॥

অতীন্দ্রিয়োঽমিতোঽরাধ্যোঽনীহোনীশোঽব্যয়োঽক্ষয়ঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বদঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥ ১৪ ॥

অতীন্দ্রিয়, অমিত, আরাধ্য, অনীহ, অনীশ, অব্যয়, অক্ষয়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগ, সর্ব্ব, সর্ব্বদ, সর্ব্বভাবন ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বঃ শম্ভুঃ সর্ব্বসাক্ষী পূজ্যঃ সর্ব্বস্য সর্ব্বদৃক্।
সর্ব্বশক্তিঃ সর্ব্বসারঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ১৫ ॥

সর্ব্ব, শম্ভু, সর্ব্বসাক্ষী, সকলের পূজ্য, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বসার, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বতোমুখ ॥ ১৫ ॥

সর্ব্ববাসঃ সর্ব্বরূপঃ সর্ব্বাদিঃ সর্ব্বদুঃখহা।
সর্ব্বার্থঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ সর্ব্বকারণকারণং ॥১৬॥

সর্ব্ববাস, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বাদি, সর্ব্বদুঃখহা, সর্ব্বার্থ, সর্ব্বতোভদ্র, সর্ব্বকারণকারণ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বাতিশায়কঃ সর্ব্বাধ্যক্ষঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ।
ষড়্‌বিংশকো মহাবিষ্ণুর্ম্মহাগুহ্যো মহাহরিঃ ॥ ১৭ ॥

সর্ব্বাতিশায়ক, সর্ব্বাধ্যক্ষ, সর্ব্বেশ্বরের ঈশ্বর, ষড়্‌বিংশক, মহাবিষ্ণু, মহাগুহ্য, ও মহাহরি ॥ ১৭ ॥

নিত্যোদিতো নিত্যযুক্তো নিত্যানন্দঃ সনাতনঃ।
মায়াপতির্যোগপতিঃ কৈবল্যপতিরাত্মভূঃ ॥ ১৮ ॥

নিত্যোদিত, নিত্যযুক্ত, নিত্যানন্দ, সনাতন, মায়াপতি, যোগপতি আত্মভূ ॥ ১৮ ॥

জন্মমৃত্যুজরাতীতঃ কালাতীতো ভবাতিগঃ।
পূর্ণঃ সত্যঃ শুদ্ধবুদ্ধস্বরূপো নিত্যচিন্ময়ঃ ॥ ১৯ ॥

জন্মমৃত্যু জরাতীত, কালাতীত, ভবাতিগ, পূর্ণ, সত্য, শুদ্ধবুদ্ধ, স্বরূপ, নিত্য, চিন্ময় ॥ ১৯ ॥

যোগিপ্রিয়ো যোগময়ো ভববন্ধৈকমোচকঃ।
পুরাণঃ পুরুষঃ প্রত্যক্‌চৈতন্যং পুরুষোত্তমঃ ॥ ২০ ॥

যোগিপ্রিয়, যোগময়, ভববন্ধৈক মোচক, পুরাণ, পুরুষ, প্রত্যক্‌, চৈতন্য, পুরুষোত্তম ॥ ২০ ॥

বেদান্তবেদ্যোদুর্জ্ঞেয়স্তাপত্রয়বিবর্জ্জিতঃ।
ব্রহ্মবিদ্যাশ্রয়োঽলঙ্ঘ্যঃ স্বপ্রকাশঃস্বয়ংপ্রভঃ ॥ ২১ ॥

বেদান্তবেদ্য, দুর্জ্ঞেয়, তাপত্রয় বিবর্জ্জিত, ব্রহ্ম বিদ্যাশ্রয়, অলঙ্ঘ্য, স্বপ্রকাশ, স্বয়ম্প্রভ ॥ ২১ ॥

সর্ব্বোপেয় উদাসীনঃ প্রণবঃ সর্ব্বতঃ সমঃ।
সর্ব্বানবদ্যো দুষ্প্রাপস্তুরীয়স্তমসঃ পরঃ ॥ ২২ ॥

সর্ব্বোপেয়, উদাসীন, প্রণব, সর্ব্বতঃসম সর্ব্বানবদ্য, দুষ্প্রাপ্য, তুরীয়, তমসের পর ॥ ২২ ॥

কূটস্থঃ সর্ব্বসংশ্লিষ্টো বাঙ্মনোগোচরাতিগঃ।
সঙ্কর্ষণঃ সর্ব্বহরঃ কালঃ সর্ব্বভয়ঙ্করঃ ॥ ২৩ ॥

কূটস্থ, সর্ব্বসংশ্লিষ্ট, বাঙ্মনোগোচরাতিগ, সঙ্কর্ষণ, সর্ব্বহর, কাল, সর্ব্বভয়ঙ্কর ॥ ২৩ ॥

অনুল্লঙ্ঘ্যঃ সর্ব্বগতির্ম্মহারুদ্রো দুরাসদঃ।
মূলপ্রকৃতিরানন্দঃ প্রজ্ঞাতা বিশ্বমোহনঃ ॥ ২৪ ॥

অনুল্লঙ্ঘ্য, সর্ব্বগতি, মহারুদ্র, দুরাসদ, মূলপ্রকৃতি, আনন্দপ্রজ্ঞাতা বিশ্বমোহন ॥ ২৪ ॥

মহামায়ো বিশ্ববীজং পরশক্তিসুখৈকভুক্।
সর্ব্বকাম্যোঽনন্তশীলঃ সর্ব্বভূতবশঙ্করঃ ॥ ২৫ ॥

মহামায়, বিশ্ববীজ, পরশক্তিসুখৈকভুক্, সর্ব্বকাম্য, অনন্তশীল, সর্ব্বভূত বশঙ্কর ॥ ২৫ ॥

অনিরুদ্ধঃ সর্ব্বজীবো হৃষীকেশো মনঃপতিঃ।
নিরুপাধিঃ প্রিয়ো হংসোঽক্ষরঃ সর্ব্বনিয়োজকঃ ॥ ২৬ ॥

অনিরুদ্ধ, সর্ব্বজীব হৃষীকেশ, মনঃ. পতি, নিরুপাধি, প্রিয়, হংস, অক্ষর সর্ব্বনিয়োজক ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মা প্রাণেশ্বরঃ সর্ব্বভূতভৃদ্দেহনায়কঃ।
ক্ষেত্রজ্ঞঃ প্রকৃতিস্বামী পুরুষো বিশ্বসূত্রধৃক্ ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মা, প্রাণেশ্বর, সর্ব্বভূতভৃৎ, দেহনায়ক, ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতিস্বামী, পুরুষ, বিশ্বসূত্রধৃক ॥ ২৭ ॥

অন্তর্যামী ত্রিধামাঽন্তঃসাক্ষী ত্রিগুণ ঈশ্বরঃ।
যোগীমৃগ্যঃ পদ্মনাভঃ শেষশায়ী শ্রিয়ঃ পতিঃ ॥ ২৮ ॥

অন্তর্যামি, ত্রিধামা, অন্তঃসাক্ষী, ত্রিগুণ, ঈশ্বর, যোগী মৃগ্য, পদ্মনাভ, শেষশায়ী ও শ্রীপতি ॥ ২৮ ॥

শ্রীসত্যোপাস্যপাদাব্জোঽনন্তঃ শ্রীঃ শ্রীনিকেতনঃ।
নিত্যবক্ষঃস্থলস্থশ্রীঃ শ্রীনিধিঃ শ্রীধরো হরিঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীসত্য, উপাস্য, পাদাব্জ, অনন্ত, শ্রী, শ্রীনিকেতন, নিত্যবক্ষস্থলস্থ, শ্রী, শ্রীনিধি, শ্রীধর, হরি ॥ ২৯ ॥

রম্যশ্রীর্নিশ্চয়শ্রীদো বিষ্ণুঃ ক্ষীরাব্ধিমন্দিরঃ ॥
কৌস্তুভোদ্ভাষিতোরস্কো মাধবো জগদার্ত্তিহা ॥ ৩০ ॥

রম্যশ্রী, নিশ্চয়শ্রীদ, বিষ্ণু, ক্ষীরাব্ধিমন্দির, কৌস্তুভোদ্ভাষিতোরস্ক, মাধব জগদার্ত্তিহা ॥ ৩০ ॥

শ্রীবৎসবক্ষোনিঃসীমঃ কল্যাণগুণভাজনং।
পীতাম্বরো জগন্নাথো জগদ্ধাতা জগৎপিতা ॥ ৩১ ॥

শ্রীবৎস বক্ষ, নিঃসীম, কল্যাণগুণভাজন, পীতাম্বর, জগন্নাথ, জগদ্ধাতা, জগৎপিতা ॥ ৩১ ॥

জগদ্বন্ধুর্জগৎস্রষ্টা জগৎকর্ত্তা জগন্নিধিঃ।
জগদেকস্ফুরদ্বীর্য্যো নাহং বাদী জগন্ময়ঃ ॥ ৩২ ॥

জগবন্ধু, জগৎস্রষ্টা, জগৎকর্ত্তা, জগন্নিধি, জগদেকস্ফুরদ্বীর্য্য, নাহম্বাদী, জগন্ময় ॥ ৩২ ॥

সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থঃ সর্ব্ববীরজিৎ।
সর্ব্বামোঘোদ্যমো ব্রহ্মরুদ্রাদ্যুৎকৃষ্টচেতনঃ ॥ ৩৩ ॥

সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বসিদ্ধার্থ, সর্ব্ববীরজিত, সর্ব্বামোঘোদ্যম, ব্রহ্মা রুদ্রাদ্যুৎকৃষ্টচেতন ॥ ৩৩ ॥

শম্ভোঃ পিতামহো ব্রহ্মপিতা শক্রাদ্যধীশ্বরঃ।
সর্ব্বদেবপ্রিয়ঃ সর্ব্বদেবমূর্ত্তিরনুত্তমঃ ॥ ॥ ৩৪ ॥

শম্ভুর পিতামহ, ব্রহ্মপিতা, শক্রাদ্যধীশ্বর, সর্ব্বদেবপ্রিয়, সর্ব্বদেবমূর্ত্তি, অনুত্তম ॥ ৩৪ ॥

সর্ব্বদেবৈকশরণং সর্ব্বদেবৈকদৈবতং।
যজ্ঞভুগ্ যজ্ঞফলদো যজ্ঞেশো যজ্ঞভাবনঃ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বদেবৈকশরণ, সর্ব্বদেবৈকদৈবত, যজ্ঞভুক্, যজ্ঞফলদ, যজ্ঞেশ, যজ্ঞ-ভাবন ॥ ৩৫ ॥

যজ্ঞত্রাতা যজ্ঞপুমান্ বনমালী দ্বিজপ্রিয়ঃ।
দ্বিজৈকমানদোঽহিংস্রঃ কুলদেবোঽসুরান্তকঃ ॥ ৩৬ ॥

যজ্ঞত্রাত, যজ্ঞপুমান্, বনমালী, দ্বিজপ্রিয়, দ্বিজৈকমানদ, অহিংস্র কুলদেব, অসুরান্তক ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বদুষ্টান্তকৃৎ সর্ব্বসজ্জনানন্দপালকঃ।
সর্ব্বলোকৈকজঠরঃ সর্ব্বলোকৈকমণ্ডলঃ ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বদুষ্টান্তকৃৎ, সর্ব্বসজ্জনানন্দপালক, সর্ব্বলোকৈকজঠর, সর্ব্বলোকৈক-মণ্ডল ॥ ৩৭ ॥

সৃষ্টিস্থিত্যন্তকৃচ্চক্রী শার্ঙ্গধন্বা গদাধরঃ।
শঙ্খভৃন্নন্দকীপদ্মপাণিগরুড়বাহনঃ ॥ ৩৮ ॥

সৃষ্টিস্থিত্যন্তকৃৎ, চক্র, শার্ঙ্গ ধনু, এবং গদাধর, শঙ্খভৃৎ, নন্দকী পদ্ম-পাণি, গরুড়বাহন ॥ ৩৮ ॥

অনির্দ্দেশ্যবপুঃ সর্ব্বঃ সর্ব্বলোকৈকপাবনঃ।
অনন্তকীর্ত্তির্নিঃশ্রীশঃ পৌরুষঃ সর্ব্বমঙ্গলঃ ॥ ৩৯ ॥

অনির্দ্দেশ্যবপুঃ, সর্ব্ব, সর্ব্বলোকৈকপাবন, * অনন্তকীর্ত্তি, নিঃশ্রীশ, পৌরুষ ও সর্ব্বমঙ্গল ॥ ৩৯ ॥

সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশো যমকোটিবিনাশনঃ।
ব্রহ্মকোটিজগৎস্রষ্টা বায়ুকোটিমহাবলঃ ॥ ৪০ ॥

সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশ, যমকোটিবিনাশন, ব্রহ্মকোটি জগৎ স্রষ্টা, বায়ুকোটিমহাবল ॥ ৪০ ॥

---

* সত্তম ইতি পাঠান্তরং ॥

কোটীন্দুজগদানন্দী শম্ভুকোটিমহেশ্বরঃ।
কুবেরকোটিলক্ষ্মীবান্ শক্রকোটিবিনাশনঃ ॥ ৪১ ॥

কোটীন্দুজগদানন্দী, শম্ভুকোটিমহেশ্বর, কুবেরকোটি লক্ষ্মীবান্ শত্র-কোটিবিনাশন ॥ ৪১ ॥

কন্দর্পকোটিলাবণ্যো দুর্গকোটিবিমর্দ্দনঃ।
সমুদ্রকোটিগম্ভীরস্তীর্থকোটিসমাহ্বয়ঃ ॥ ৪২ ॥

কন্দর্পকোটিলাবণ্য, দুর্গকোটি বিমর্দ্দন, সমুদ্রকোটিগম্ভীর, তীর্থকোটি সমাহ্বয় ॥ ৪২ ॥

হিমবৎকোটিনিষ্কম্পঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
কোট্যশ্বমেধপাপঘ্নো যজ্ঞকোটিসমার্চ্চনঃ ॥ ৪৩ ॥

হিমবৎ কোটিনিকম্প, কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, কোট্যশ্বমেধ পাপঘ্ন, যজ্ঞকোটি সমার্চ্চন ॥ ৪৩ ॥

সুধাকোটিস্বাস্থ্যহেতুঃ কামধুক্কোটিকামদঃ।
ব্রহ্মবিদ্যাকোটিরূপঃ শিপিবিষ্টঃ শুচিশ্রবাঃ ॥ ৪৪ ।

সুধাকোটি, স্বাস্থ্যহেতু, কামধুক্কোটিকামদ, ব্রহ্মবিদ্যাকোটি রূপ, শিপি-বিষ্ট, শুচিশ্রবা, ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বম্ভরস্তীর্থপাদঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
আদিদেবো জগজ্জৈত্রো মুকুন্দঃ কালনেমিহা ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বম্ভর, তীর্থপাদ, পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন, আদিদেব, জগজ্জৈত্র মুকুন্দ ও কালনেমিহা ॥ ৪৫ ॥

বৈকুণ্ঠোঽনন্তমাহাত্ম্যো মহাযোগীশ্বরেশ্বরঃ।
নিত্যতৃপ্তো না সম্ভাবো নিঃশঙ্কো নরকান্তকঃ ॥ ৪৬ ॥

বৈকুণ্ঠ, অনন্তমাহাত্ম্য, মহাযোগীশ্বরেশ্বর, নিত্যতৃপ্ত, নাসম্ভাব, নিঃশঙ্ক, নরকান্তক ॥ ৪৬ ॥

দীনানাথৈকশরণং বিশ্বৈকব্যসনাপহা।
জগৎক্ষমাকৃতো নিত্যো কৃপালুঃ সজ্জনাশ্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥

দীন ও অনাথৈকশরণ, বিশ্বৈকব্যসনাপহা, জগৎক্ষমাকৃত, নিত্য, কৃপালু দক্ষজনাশ্রয় ॥ ৪৭ ॥

যোগেশ্বরঃ সদোদীর্ণো বৃদ্ধিক্ষয়বিবর্জ্জিতঃ।
অধোক্ষজো বিশ্বরেতা প্রজাপতিঃসভাধিপঃ ॥ ৪৮ ॥

যোগেশ্বর, সদোদীর্ণ বৃদ্ধিক্ষয়বিবর্জ্জিত, অধোক্ষজ, বিশ্বরেতা, প্রজাপতি ও সভাধিপ ॥ ৪৮ ॥

শক্রব্রহ্মার্চ্চিতপদঃ শম্ভুব্রহ্মোর্দ্ধধামগঃ।
সূর্যসোমেক্ষণো বিশ্বভোক্তা সর্ব্বস্য পারগঃ ॥ ৪৯ ॥

শক্রব্রহ্মার্চ্চিতপদ, শম্ভুব্রহ্মোর্দ্ধধামগ, সূর্য্যসোমেক্ষণ, বিশ্বভোক্তা সকলের পারগ ॥ ৪৯ ॥

জগৎসেতুর্ধর্ম্মসেতুর্ধীরো২বিষ্টধুবন্ধবঃ।
নির্ম্মমো২খিললোকেশো নিঃসঙ্গো২দ্ভুতভোগবান্ ॥ ৫০ ॥

জগৎসেতু, ধর্ম্মসেতু, ধীর, অবিষ্টধুবন্ধব, নির্ম্মম, অখিললোকেশ নিঃসঙ্গ, অদ্ভুতভোগবান্ ॥ ৫০ ॥

রম্যমায়ো বিশ্ববিশ্বো বিশ্বক্সেনো নরোত্তমঃ।
সর্ব্বাশ্রয়ঃ পতির্দ্দেব্যাঃ সর্ব্বভূষণভূষিতঃ ॥ ৫১ ॥

রম্যমায়, বিশ্ববিশ্ব, বিশ্বক্সেন, নরোত্তম, সর্ব্বাশ্রয়, দেবীর পতি, সকল ভূষণে ভূষিত ॥ ৫১ ॥

সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্যঃ সর্ব্বদৈত্যেন্দ্রদর্পহা।
সমস্তদেবসর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বদৈবতনায়কঃ ॥ ৫২ ॥

সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্য, সর্ব্বদৈত্যেন্দ্রদর্পহা, সমস্তদেবসর্ব্বজ্ঞ, ও সর্ব্বদৈবতনায়ক ॥ ৫২ ॥

সমস্তদেবতাদুর্গঃ প্রপন্নাশনিপঞ্জরঃ।
সমস্তদেবকবচং সর্ব্বদেবশিরোমণিঃ ॥ ৫৩ ॥

সমস্তদেবতাদুর্গ, প্রপন্নাশনিপঞ্জর, সমস্তদেবকবচ, সমস্তদেবশিরোমণি ॥ ৫৩ ॥

সমস্তভয়নির্ভিন্নো ভগবান্ বিষ্টরশ্রবাঃ ॥
বিভুঃ সর্ব্বহিতোদর্কো হতারিঃ সুগতিপ্রদঃ ॥ ৫৪ ॥

সমস্তভয়নির্ভিন্ন, ভগবান্, বিষ্টরশ্রবা, বিভু, সর্ব্বহিতোদর্ক, হতারি, সুগতিপ্রদ ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বদৈবতজীবেশো ব্রাহ্মণাদিনিয়োজকঃ।
ব্রহ্মশম্ভুপরার্দ্ধাঢ্যো ব্রহ্মজ্যেষ্ঠঃ শিশুঃ স্বরাট্ ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বদৈবত জীবেশ, ব্রাহ্মণাদি নিয়োজক, ব্রহ্মশম্ভুপরার্দ্ধাঢ্য ব্রহ্ম-জ্যেষ্ঠ, শিশু, ও স্বরাট্ ॥ ৫৫ ॥

বিরাট্ ভক্তপরাধীনঃ স্তুত্যঃ সর্ব্বার্থসাধকঃ।
সর্ব্বার্থকর্ত্তা কৃত্যজ্ঞঃ স্বার্থকৃত্যসদোজ্ঝিতঃ ॥ ৫৬ ॥

বিরাট, ভক্তপরাধীন, স্তুত্য, সর্ব্বার্থকর্ত্তা, কৃত্যজ্ঞ, স্বার্থকৃত্যসদো জ্ঝিত ॥ ৫৬ ॥

সদা নবঃ সদা ভদ্রঃ সদা শান্তঃ সদা শিবঃ ॥
সদা প্রিয়ঃ সদা তুষ্টঃ সদা পুষ্টঃ সদার্চ্চিতঃ ॥ ৫৭ ॥

সদানব, সদাভদ্র, সদাশান্ত, সদাশিব, সদাপ্রিয়, সদাতুষ্ট, সদাপুষ্ট, ও সদার্চ্চিত ॥ ৫৭ ॥

সদা পূতঃ পাবনাগ্রো বেদগুহ্যো বৃষাকপিঃ।
সহস্রনামা ত্রিযুগশ্চতুর্মূর্ত্তিশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৫৮ ॥

সদাপূত, পাবনাগ্র, বেদগুহ্য, বৃষাকপি, সহস্রনামা, ত্রিযুগ, চতুর্মূর্ত্তি, ও চতুর্ভুজ ॥ ৫৮ ॥

ভূতভব্যভবন্নাথো মহাপুরুষপূর্ব্বজঃ।
নারায়ণো মুঞ্জকেশঃ সর্ব্বযোগবিনিস্মৃতঃ ॥ ৫৯ ॥

ভূতভব্য ভবন্নাথ, মহাপুরুষপূর্ব্বজ, নারায়ণ, মুঞ্জকেশ, সর্ব্বযোগ বিনিঃসৃত ॥ ৫৯ ॥

বেদসারো যজ্ঞসারঃ সামসারস্তপোনিধিঃ।
সাধ্যশ্রেষ্ঠঃ পুরাণর্ষির্নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥ ৬০॥

বেদসার, যজ্ঞসার, সামসার, তপোনিধি, সাধ্যশ্রেষ্ঠ, পুরাণর্ষি নিষ্ঠ শান্তিপরায়ণ॥ ৬০॥

শিবত্রিশূলবিধ্বংসী শ্রীকণ্ঠৈকবরপ্রদঃ।
নরকৃষ্ণো হরির্ধর্ম্মনন্দনো ধর্ম্মজীবনঃ॥ ৬১॥

শিব, ত্রিশূল বিধ্বংসী, শ্রীকণ্ঠৈক বরপ্রদ, নরকৃষ্ণ, হরি, ধর্ম্মনন্দ ও ধর্ম্মজীবন॥ ৬১॥

আদিকর্ত্তা সর্ব্বসত্যঃ সর্ব্বস্ত্রীরত্নদর্পহা।
ত্রিকালো জিতকন্দর্প উর্ব্বশীদৃঙ্মুনীশ্বরঃ॥ ৬২॥

আদিকর্ত্তা, সর্ব্বসত্য, সর্ব্বস্ত্রীরত্নদর্পহা, ত্রিকাল, জিতকন্দর্প, উর্ব্বশীদৃক, ও মুনীশ্বর॥ ৬২॥

আদ্যঃ কবির্হয়গ্রীবঃ সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বরঃ।
সর্ব্বদেবময়ো ব্রহ্ম গুরুর্ব্বাগীশ্বরীপতিঃ॥ ৬৩॥

আদ্য, কবি, হয়গ্রীব, সর্ব্ববাগীশ্বরেশ্বর, সর্ব্বদেবময়, ব্রহ্ম, গুরু বাগ্মী, ও ঈশ্বরীপতি॥ ৬৩॥

অনন্তবিদ্যাপ্রভবো মূলাবিদ্যাবিনাশকঃ।
সর্ব্বার্হণো জগজ্জাড্যনাশকো মধুসূদনঃ॥ ৬৪॥

অনন্ত বিদ্যাপ্রভব, মূল অবিদ্যাবিনাশক, সর্ব্বার্হণ, জগজ্জাড্যনাশক ও মধুসূদন॥ ৬৪॥

অনন্তমন্ত্রকোটীশঃ শব্দব্রহ্মৈকপাবকঃ।
আদিবিদ্বান্ বেদকর্ত্তা বেদাত্মা শ্রুতিসাগরঃ॥ ৬৫॥

অনন্তমন্ত্রকোটীশ শব্দব্রহ্মৈকপাবক, আদিবিদ্বান্, বেদকর্ত্তা, বেদাত্মা, ও শ্রুতিসাগর॥ ৬৫॥

ব্রহ্মার্থবেদাভরণঃ সর্ব্ববিজ্ঞানজন্মভূঃ।
বিদ্যারাজো জ্ঞানরাজো জ্ঞানসিন্ধুরখণ্ডধীঃ ॥ ৬৬ ॥

ব্রহ্মার্থবেদাভরণ, সর্ব্ববিজ্ঞান, জন্মভূমি, বিদ্যারাজ, জ্ঞানরাজ, জ্ঞান-সিন্ধু ও অখণ্ড বুদ্ধি ॥ ৬৬ ॥

মৎস্যদেবো মহাশৃঙ্গো জগদ্বীজবহিত্রধৃক্।
লীলাব্যাপ্তানিলাম্ভোধিশ্চতুর্ব্বেদপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৬৭ ॥

মৎস্যদেব, মহাশৃঙ্গ, জগদ্বীজবহিত্রধৃক ও লীলাব্যাপ্তানিলাম্ভোধি, চতুর্বেদ প্রবর্ত্তক ॥ ৬৭ ॥

আদিকূর্ম্মোঽখিলাধারস্তৃণীকৃতজগদ্ভবঃ।
অমরীকৃতদেবৌঘঃ পীযূষোৎপত্তিকারণং ॥ ৬৮ ॥

আদিকূর্ম্ম, অখিলাধার, তৃণীকৃতজগদ্ভব, অমরীকৃতদেবৌঘ, পীযূষোৎ-পত্তিকারণ ॥ ৬৮ ॥

আত্মাধারো ধরাধারো যজ্ঞাঙ্গো ধরণীধরঃ।
হিরণ্যাক্ষহরঃ পৃথ্বীপতিঃ শ্রাদ্ধাদিকল্পকঃ ॥ ৬৯ ॥

আত্মাধার, ধরাধার, যজ্ঞাঙ্গ, ধরণীধর, হিরণ্যাক্ষহর, ও পৃথ্বীপতি, ও শ্রাদ্ধাদিকল্পক ॥ ৬৯ ॥

সমস্তপিতৃভীতিঘ্নঃ সমস্তপিতৃজীবনং।
হব্যকব্যৈকভুগ্‌ভব্যো গুণভব্যৈকদায়কঃ ॥ ৭০ ॥

সমস্তপিতৃভীতিঘ্ন, সমস্তপিতৃজীবন, হব্যকব্যৈকভুক্, ভব্য, গুণভ-ব্যৈকদায়ক ॥ ৭০ ॥

লোমান্তলীনজলধিঃ ক্ষোভিতাশেষসাগরঃ।
মহাবরাহো যজ্ঞঘ্নধ্বংসনো যাজ্ঞিকাশ্রয়ঃ ॥ ৭১ ॥

লোমান্তলীনজলধি, ক্ষোভিতাশেষসাগর, মহাবরাহ, যজ্ঞঘ্নধ্বংসন, যাজ্ঞিকাশ্রয় ॥ ৭১ ॥

নরসিংহো দিব্যসিংহঃ সর্ব্বারিষ্টার্ত্তিদুঃখহা।
একবীরোদ্ভূতবলো যজ্ঞমন্ত্রৈকভঞ্জনং ॥ ৭২ ॥

নরসিংহ, দিব্যসিংহ, সর্ব্বারিষ্টার্ত্তিদুঃখহা, একবীরোদ্ভুতবল, ও যন্ত্রমন্ত্রৈকভঞ্জন॥ ৭২ ॥

ব্রহ্মাদিদুঃসহজ্যোতি র্যুগান্তাগ্ন্যতিভীষণঃ।
কোটিবজ্রাধিকনখো গজদুষ্প্রেক্ষমূর্ত্তিধৃক্॥ ৭৩॥

ব্রহ্মাদিদুঃসহজ্যোতি, যুগান্তাগ্ন্যতিভীষণ, কোটিবজ্রাধিকনখ, ও গজদুঃপ্রেক্ষমূর্ত্তিধৃক॥ ৭৩ ॥

মাতৃচক্রপ্রমথনো মহামাতৃগণেশ্বরঃ।
অচিন্ত্যোঽমোঘবীর্য্যাঢ্যঃ সমস্তাসুরঘস্মরঃ॥ ৭৪ ॥

মাতৃচক্রপ্রমথন, মহামাতৃগণেশ্বর, অচিন্ত্য, অমোঘবীর্য্য ও সমস্তাসুরঘস্মর॥ ৭৪ ॥

হিরণ্যকশিপুচ্ছেদী কালসঙ্কর্ষণঃ পতিঃ।
কৃতান্তবাহনঃ সদ্যঃ সমস্তভয়নাশনঃ॥ ৭৫॥

হিরণ্যকশিপুচ্ছেদী, কাল, সঙ্কর্ষণ, পতি, কৃতান্তবাহন, সদ্য সমস্তভয়নাশন ॥ ৭৫ ॥

সর্ব্ববিঘ্নান্তকঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ সর্ব্বপূরকঃ।
সমস্তপাতকধ্বংসী সিদ্ধমন্ত্রাধিকাহ্বয়ঃ॥ ৭৬॥

সর্ব্ববিঘ্নান্তক, সর্ব্বসিদ্ধিদ, সর্ব্বপূরক, সমস্তপাতকধ্বংসী, ও সিদ্ধমন্ত্রাধিকাহ্বয়॥ ৭৬ ॥

ভৈরবেশো হরার্ত্তিঘ্নঃ কালকল্পো দুরাসদঃ।
দৈত্যগর্ভস্রাবিনামা স্ফুটদ্ব্রহ্মাণ্ডবর্জ্জিতঃ॥ ৭৭ ॥

ভৈরবেশ, হরার্ত্তিঘ্ন, কালকল্প, দুরাসদ, দৈত্যগর্ভস্রাবিনাম, স্ফুট ব্রহ্মাণ্ডবর্জ্জিত॥ ৭৭ ॥

স্মৃতিমাত্রাখিলত্রাতা ভূতরূপো মহাহরিঃ।
ব্রহ্মচর্ম্মশিরঃপট্টা দিক্পালোঽর্দ্ধাঙ্গভূষণঃ॥ ৭৮ ॥

স্মৃতিমাত্রাখিলত্রাতা, ভূতরূপ, মহাহরি, ব্রহ্মচর্ম্মশিরঃপট্টা, দিক্পাল, অর্দ্ধাঙ্গভূষণ॥ ৭৮ ॥

দ্বাদশার্কশিরোদামা রুদ্রশীর্ষৈকনূপুরঃ।
যোগিনীগ্রস্তগিরিজারতো ভৈরবতর্জ্জকঃ॥ ৭৯॥

দ্বাদশার্কশিরোদামা, রুদ্রশীর্ষৈকনূপুর যোগিনীগ্রস্ত, গিরিজারত ভৈরবতর্জ্জক॥ ৭৯॥

বীরচক্রেশ্বরোঽত্যুগ্রো যমারিঃ কালসংবরঃ।
ক্রোধেশ্বরো রুদ্রচণ্ডী পরিবাদী সুদুষ্টভাক্॥ ৮০॥

বীর চক্রেশ্বর, অত্যুগ্র, যমারি, কালসম্বর, ক্রোধেশ্বর, রুদ্রচণ্ডী পরিবাদী, ও সুদুষ্টভাক্॥ ৮০॥

সর্ব্বাক্ষঃ সর্ব্বমৃত্যুশ্চ মৃত্যুমৃ্ত্যুনিবর্ত্তকঃ।
অসাধ্যসর্ব্বরোগঘ্নঃ সর্ব্বদুগ্র্হসৌম্যকৃৎ॥ ৮১॥

সর্ব্বাক্ষ, সর্ব্বমৃত্যুর মৃত্যু ও মৃত্যুনিবর্ত্তক, অসাধ্য—সর্ব্বরোগঘ্ন ও সর্ব্বদুগ্র্হসৌম্যকৃৎ॥ ৮১॥

গণেশকোটিদর্পঘ্নো দুঃসহোঽশেষগোত্রহা।
দেবদানবদুর্ধর্ষী জগদ্ভক্ষ্যপ্রদঃ পিতা॥ ৮২॥

গণেশকোটিদর্পঘ্ন, দুঃসহ, অশেষগোত্রহা, দেবদানবদুর্ধর্ষ, জগদ্ভক্ষ্যপ্রদ, ও পিতা ৮২॥

সমস্তদুর্গতিত্রাতা জগদ্ভক্ষকভক্ষকঃ।
উগ্রেশোঽসুরমার্জ্জারঃ কালমূষিকভক্ষকঃ॥ ৮৩॥

সমস্তদুর্গতিত্রাতা, জগদ্ভক্ষকভক্ষক, উগ্রেশ, অসুরমার্জ্জার, কালমূষিকভক্ষক॥ ৮৩॥

অনন্তায়ুধদোর্দ্দণ্ডো নৃসিংহো বীরভদ্রজিৎ।
যোগিনীচক্রগুহ্যেশঃ শক্রারিঃ পশুমাংসভুক্॥ ৮৪॥

অনন্তায়ুধদোর্দ্দণ্ড, নৃসিংহ, বীরভদ্রজিৎ, যোগিনীচক্রেশ, গুহ্যেশ শক্রারি ও পশুমাংসভুক॥ ৮৪॥

রুদ্রো নারায়ণো মেষরূপশঙ্করবাহনঃ।
মেষরূপশিবত্রাতা দুষ্টশক্তিসহস্রভুক্॥ ৮৫॥

রুদ্র, নারায়ণ, মেষরূপশঙ্করবাহন, মেষরূপ শিবত্রাতা, দুষ্টশক্তিসংহারভুক্ ॥ ৮৫ ॥

তুলসীবল্লভো বীরোঽচিন্ত্যমায়োঽখিলেষ্টদঃ।
মহাশিবঃ শিবারুদ্রো ভৈরবৈককপালভৃৎ ॥ ৮৬ ॥

তুলসীবল্লভ, বীর, অচিন্ত্যমায়, অখিলেষ্টদ, মহাশিব, শিবারুদ্র ভৈরবৈককপালভৃৎ ॥ ৮৬ ॥

ভিল্লীচক্রেশ্বরঃ শক্রো দিব্যমোহনরূপধৃক্।
গৌরীসৌভাগ্যদো মায়ানিধির্ম্মায়াভয়াপহঃ ॥ ৮৭ ॥

ভিল্লিচক্রেশ্বর, শক্র, দিব্যমোহনরূপধারী, গৌরীসৌভাগ্যদ, মায়ানিধি, মায়াভয়াপহ ॥ ৮৭ ॥

ব্রহ্মতেজোময়ো ব্রহ্ম শ্রীময়শ্চ ত্রয়ীময়ঃ।
সুব্রহ্মণ্যো বলিধ্বংসী বামনোঽদিতিদুঃখহা ॥ ৮৮ ॥

ব্রহ্মতেজোময়, ব্রহ্ম, শ্রীময়, ত্রয়ীময়, সুব্রহ্মণ্য বলিধ্বংসী, বামন, অদিতিদুঃখহা ॥ ৮৮ ॥

উপেন্দ্রো নৃপতির্ব্বিষ্ণুঃ কশ্যপান্বয়মণ্ডনঃ।
বলিস্বারাজ্যদঃ সর্ব্বদেববিপ্রান্নদোঽচ্যুতঃ ॥ ৮৯ ॥

উপেন্দ্র, নৃপতি, বিষ্ণু, কশ্যপান্বয়মণ্ডন, বলিস্বারাজ্যদ, সর্ব্বদেববিপ্রান্নদ, ও অচ্যুত ॥ ৮৯ ॥

উরুক্রমস্তীর্থপাদস্ত্রিদশশ্চ ত্রিবিক্রমঃ।
ব্যোমপাদঃ স্বপাদাম্ভঃ পবিত্রিতজগত্রয়ঃ ॥ ৯০ ॥

উরুক্রম, তীর্থপাদ, ত্রিদশ, ত্রিবিক্রম, ব্যোমপাদ, স্বপাদাম্ভঃ পবিত্রিতজগত্রয় ॥ ৯০ ॥

ব্রহ্মেশাদ্যভিবন্দ্যাঙ্ঘ্রির্দ্রুতকর্ম্মাদ্রিধারণঃ।
অচিন্ত্যাদ্ভুতবিস্তারো বিশ্বরূক্ষো মহাবলঃ ॥ ৯১ ॥

ব্রহ্মেশাদ্যভিবন্দ্যাঙ্ঘ্রি, দ্রুতকর্ম্মা, অদ্রিধারণ, অচিন্ত্যাদ্ভুতবিস্তার, বিশ্বরূক্ষ ও মহাবল ॥ ৯১ ॥

বহুমূর্দ্ধা পরাঙ্গচ্ছিদ্ভৃগুপত্নীশিরোহরঃ।
পাপস্তেয়ঃ সদাপুণ্যো দৈত্যেশো নিত্যখণ্ডকঃ ॥ ৯২ ॥

বহুমূর্দ্ধ, পরাঙ্গচ্ছিৎ, ভৃগুপত্নী শিরোহর, পাপস্তেয়, সদাপুণ্য, দৈত্যেশ, নিত্যখণ্ডক ॥ ৯২ ॥

পূরিতাখিলদেবেশো বিশ্বার্থৈকাবতারকৃৎ।
অমরো নিত্যগুপ্তাত্মা ভক্তচিন্তামণিঃ সদা ॥ ৯৩ ॥

পূরিতাখিলদেবেশ, বিশ্বার্থৈকাবতারকৃৎ, অমর, নিত্যগুপ্তাত্মা, সদা-ভক্তচিন্তামণি ॥ ৯৩ ॥

বরদঃ কার্ত্তবীর্য্যাদিরাজরাজ্যপ্রদোঽনঘঃ।
বিশ্বশ্লাঘ্যোঽমিতাচারো দত্তাত্রেয়ো মুনীশ্বরঃ ॥ ৯৪ ॥

সন্ধ্যাবরদ, কার্ত্তবীর্য্যাদি রাজরাজ্যপ্রদ, অনঘ, বিশ্বশ্লাঘ্য, অমি-তাচার, দত্তাত্রেয়, ও মুনীশ্বর ॥ ৯৪ ॥

পরশক্তিসমাযুক্তো যোগানন্দমদোন্মদঃ।
সমস্তেন্দ্রারিতেজোহৃৎ পরমানন্দপাদপঃ ॥ ৯৫ ॥

পরশক্তিসমাযুক্ত, যোগানন্দমদোন্মদ, সমস্তেন্দ্রারিতেজোহৃৎ পরমা-নন্দপাদপ ॥ ৯৫ ॥

অনসূয়াগর্ভরত্নো ভোগমোক্ষসুখপ্রদঃ।
জমদগ্নিকুলাদিত্যো রেণুকাদ্ভুতশক্তিহৃৎ ॥ ৯৬ ॥

অনসূয়াগর্ভরত্ন, ভোগমোক্ষসুখপ্রদ, জমদগ্নিকুলাদিত্য, ও রেণুকাদ্ভুত-শক্তিহৃৎ ॥ ৯৬ ॥

মাতৃহত্যাধীনির্লেপঃ স্কন্দজিদ্বিপ্ররাজ্যদঃ।
সর্ব্বক্ষত্রান্তকৃদ্বীরদর্পহা কার্ত্তবীর্য্যজিৎ ॥ ৯৭ ॥

মাতৃহত্যাধীনির্লেপ, (* স্কন্দজিৎ, বিপ্ররাজ্যদ) সর্ব্বক্ষত্রান্তকৃৎ বীরদর্পহা, ও কার্ত্তবীর্য্যজিৎ ॥ ৯৭ ॥

---

* অমায়া নিত্যলুপ্তাত্মা ইতি পাঠান্তরং।

যোগো যোগাবতারশ্চ যোগীশো যোগতৎপরঃ।
পরমানন্দদাতা চ শিবাচার্য্যযশঃপ্রদঃ ॥ ৯৮ ॥

যোগী, যোগাবতার, যোগীশ, যোগতৎপর, পরমানন্দদাতা ও শিবাচার্য্যযশঃপ্রদ ॥ ৯৮ ॥

ভীমঃ পরশুরামশ্চ শিবাচার্য্যৈকবিশ্বভূঃ।
শিবাখিলজ্ঞানকোষো ভীষ্মাচার্য্যোঽগ্নিদৈবতঃ ॥৯৯ ॥

ভীম, পরশুরাম, শিবাচার্য্যৈক বিশ্বভূ, শিবাখিলজ্ঞানকোষ, ভীষ্মাচার্য্য ও অগ্নিদৈবত ॥ ৯৯ ॥

দ্রোণাচার্য্যগুরুর্বিশ্বজৈত্রধন্বা কৃতান্তকৃৎ।
অদ্বিতীয়তমোমূর্ত্তির্ব্রহ্মচর্য্যৈকদক্ষিণঃ ॥ ১০০ ॥

দ্রোণাচার্য্যগুরু, বিশ্বজৈত্রধন্বা, কৃতান্তকৃৎ, অদ্বিতীয়-তমোমূর্ত্তি ও ব্রহ্মচর্য্যৈকদক্ষিণ ॥ ১০০ ॥

মনুশ্রেষ্ঠঃ সতাং সেতুর্মহীয়ান্ বৃষভো বিরাট্।
আদিরাজঃ ক্ষিতিপিতা সর্ব্বরত্নৈকদোহকৃৎ ॥ ১০১ ॥

মনুশ্রেষ্ঠ, সাধুগণের সেতু, মহীয়ান্, বৃষভ, বিরাট্ আদিরাজ, ক্ষিতিপিতা, ও সর্ব্বরত্নৈকদোহকৃৎ ॥ ১০১ ॥

পৃথুজন্মাদ্যেকদক্ষো হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্ত্তিঃ স্বয়ং ধৃতিঃ।
জগদ্বৃত্তিপ্রদশ্চক্রবর্ত্তিশ্রেষ্ঠো হুরস্ত্রধৃক্ ॥ ১০২ ॥

পৃথুজন্মাদ্যেকদক্ষ, হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, স্বয়ংধৃতি, জগদ্বৃত্তিপ্রদ, চক্রবর্ত্তিশ্রেষ্ঠ ও হুরস্ত্রধৃক্ ॥ ১০২ ॥

সনকাদিমুনিপ্রাপ্যভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধনঃ।
বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মাণাং কর্ত্তা বক্তা প্রবর্ত্তকঃ ॥ ১০৩ ॥

সনকাদিমুনি প্রাপ্যভগবদ্ভক্তিবর্দ্ধন, বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মের কর্ত্তা, বক্ত ও প্রবর্ত্তক ॥ ১০৩ ॥

সূর্য্যবংশধ্বজো রামো রাঘবঃ সদ্গুণার্ণবঃ।
কাকুৎস্থবীরতাধর্ম্মোরাজধর্ম্মধুরন্ধরঃ ॥ ১০৪ ॥

সূর্য্যবংশধ্বজ, রাম, রাঘব, সদ্গুণার্ণব, কাকুৎস্থবীরতাধর্ম্ম, রাজধর্ম্মধুরন্ধর, ॥ ১০৪ ॥

নিত্যসুস্থাশয়ঃ সর্ব্বভদ্রগ্রাহী শুভৈকদৃক্।
নবরত্নং রত্ননিধিঃ সর্ব্বাধ্যক্ষো মহানিধিঃ ॥ ১০৫ ॥

নিত্যসুস্থাশয়, সর্ব্বভদ্রগ্রাহী, শুভৈকদৃক, নবরত্ন, রত্ননিধি, সর্ব্বাধ্যক্ষ ও মহানিধি, ॥ ১০৫ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠাশ্রয়ঃ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রগ্রামবীর্য্যবান্।
জগদ্বশী দাশরথিঃ সর্ব্বরত্নাশ্রয়ো নৃপঃ ॥ ১০৬ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠাশ্রয়, সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রগ্রামবীর্য্যবান্, জগদ্বশী, দাশরথি, সর্ব্বরত্নাশ্রয়, ও নৃপ, ॥ ১০৬ ॥

ধর্ম্মঃ সমস্তধর্ম্মস্থো ধর্ম্মদ্রষ্টাখিলার্ত্তিহৃৎ।
অতীন্দ্রো জ্ঞানবিজ্ঞানপারদৃশ্বা ক্ষমাম্বুধিঃ ॥ ১০৭ ॥

ধর্ম্ম, সমস্তধর্ম্মস্থ, ধর্ম্মদ্রষ্টা, অখিলার্ত্তিহৃৎ, অতীন্দ্র, জ্ঞানবিজ্ঞানপারদৃশ্বা, ও ক্ষমাম্বুধি, ॥ ১০৭ ॥

সর্ব্বপ্রকৃষ্টঃ শিষ্টেষ্টো হর্ষশোকাদ্যনাকুলঃ।
পিত্রাজ্ঞাত্যক্তসাম্রাজ্যঃ সপত্নোদয়নির্ভয়ঃ ॥ ১০৮ ॥

সর্ব্বপ্রকৃষ্ট, শিষ্টেষ্ট, হর্ষশোকাদ্যনাকুল, পিত্রাজ্ঞাত্যক্তসাম্রাজ্য সপত্নোদয়, ও নির্ভয় ॥ ১০৮ ॥

গুহাদেশার্পিতৈশ্বর্য্যঃ শিবস্পর্দ্ধাজটাধরঃ।
চিত্রকূটাপ্তরত্নাদ্রির্জগদীশো রণেচরঃ ॥ ১০৯ ॥

গুহাদেশার্পিতৈশ্বর্য্য, শিবস্পর্দ্ধাজটাধর, চিত্রকূটাপ্ত ও রত্নাদ্রি, জগদীশ, ও রণেচর ॥ ১০৯ ॥

যথেষ্টামোঘশস্ত্রাস্ত্রো দেবেন্দ্রতনয়াক্ষিহা।
ব্রহ্মেন্দ্রাদিনতৈষীকো মারীচঘ্নো বিরাধহা ॥ ১১০ ॥

যথেষ্টামোঘশস্ত্রাস্ত্র, দেবেন্দ্রতনয়াক্ষিহা, ব্রহ্মেন্দ্রাদিনতৈষীক, মারীচঘ্ন, ও বিরাধহা ॥ ১১০ ॥

ব্রহ্মশাপহতাশেষদণ্ডকারণ্যপাবনঃ।

চতুর্দ্দশসহস্রাগ্র্যরক্ষোঘ্নৈকশরৈকভৃৎ ॥ ১১১ ॥

ব্রহ্মশাপহতাশেষ দণ্ডকারণ্যপাবন, চতুর্দ্দশসহস্রাগ্র্যরক্ষোঘ্নৈক-শরৈকভৃৎ ॥ ১১১ ॥

খরারিস্ত্রিশিরোহন্তা দূষণঘ্নো জনার্দ্দনঃ।

জটায়ুষোহগ্নিগতিদো কবন্ধস্বর্গদায়কঃ ॥ ১১২ ॥

খরারি, ত্রিশিরোহন্তা, দূষণঘ্ন, জনার্দ্দন, জটায়ুষোঽগ্নিগতিদ, ও কবন্ধ-স্বর্গদায়ক ॥ ১১২ ॥

লীলাধনুঃকোট্যপাস্তদুন্দুভ্যস্থিমহাচয়ঃ।

সপ্ততালব্যথাকৃষ্টধ্বজপাতালদানবঃ ॥ ১১৩ ॥

লীলাধনুঃকোট্যপাস্তদুন্দুভ্যস্থি মহাচয়, সপ্ততালব্যথা কৃষ্টধ্বজ পাতাল দানব ॥ ১১৩ ॥

সুগ্রীবে রাজ্যদো ধীমান্ মনসৈবাভয়প্রদঃ।

হনুমদ্রুদ্রমুখ্যেশঃ সমস্তকপিদেহভৃৎ ॥ ১১৪ ॥

সুগ্রীবে রাজ্যদ, ধীমান্, মনসৈবাভয়প্রদ, হনুমদ্রুদ্রমুখ্যেশ, ও কপি-দেহভৃৎ ॥ ১১৪ ॥

অগ্নিদৈবতবাণৈকব্যাকুলীকৃতসাগরঃ।

সংম্লেচ্ছকোটিবাণৈকশুষ্কনির্দ্দগ্ধসাগরঃ ॥ ১১৫ ॥

অগ্নিদৈবত বাণৈক ব্যাকুলীকৃতসাগর, সম্লেচ্ছ কোটি বাণৈক-শুষ্কনির্দ্দগ্ধসাগর ॥ ১১৫ ॥

সনাগদৈত্যধামৈকব্যাকুলীকৃতসাগরঃ।

সমুদ্রাদ্ভুতপূর্ব্বৈকবদ্ধসেতুর্যশোনিধিঃ ॥ ১১৬ ॥

সনাগদৈত্যধামৈক ব্যাকুলীকৃতসাগর, সমুদ্রাদ্ভুত পূর্ব্বৈক বদ্ধ-সেতু, ও যশোনিধি ॥ ১১৬ ॥

অসাধ্যসাধকো লঙ্কাসমূলোৎকর্ষদক্ষিণঃ।

বরদৃপ্তজনস্থানপৌলস্ত্যকুলকৃন্তনঃ ॥ ১১৭ ॥

অসাধ্যসাধক, লঙ্কাসমূলোৎকর্ষদক্ষিণ, বরবৃন্দ জনস্থান, পৌলস্ত্য-কুল ধ্বংসকারী। ১১৭॥

রাবণঘ্নঃ প্রহস্তচ্ছিৎ কুম্ভকর্ণভিদুগ্রহা।

রাবণৈকমুখচ্ছেত্তা নিঃশঙ্কেন্দ্রৈকরাজ্যদঃ॥ ১১৮॥

রাবণঘ্ন, প্রহস্তচ্ছিৎ, কুম্ভকর্ণভিৎ, উগ্রহা, রাবণৈকমুখচ্ছেত্তা, নিঃশঙ্কেন্দ্রৈকরাজ্যদ॥ ১১৮॥

স্বর্গাস্বর্গত্ববিচ্ছেদী দেবেন্দ্রানিন্দ্রতাহরঃ।

রক্ষোদেবত্বহৃদ্ধর্ম্মা ধর্ম্মহর্ম্ম্যঃ পুরুষ্টুতঃ॥ ১১৯॥

স্বর্গ', স্বর্গত্ববিচ্ছেদী, দেবেন্দ্রানিন্দ্রতা হর, রক্ষ দেবত্বহৃদ্ধর্ম্মা ধর্ম্মহর্ম্ম্য পুরুষ্টুত॥ ১১৯।

নাতিমাত্রদশাস্যারির্দ্দত্তরাজ্যবিভীষণঃ।

সুধাস্বষ্টিমৃতাশেষস্বসৈন্যজীবনৈককৃৎ॥ ১২০॥

নাতি মাত্র দশাস্যারি, দত্তরাজ্যবিভীষণ, সুধাস্বষ্টিমৃতাশেষ স্বসৈন্যজীবনৈককৃৎ॥ ১২০॥

দেবব্রাহ্মণনামৈকধাতা সর্ব্বামরার্চ্চিতঃ।

ব্রহ্মসূর্য্যেন্দ্ররুদ্রাদিবন্দ্যোঽর্চ্চিতসতাং প্রিয়ঃ॥ ১২১॥

দেব ব্রাহ্মণ নামৈক ধাতা, সর্ব্বামরার্চ্চিত, ব্রহ্ম, সূর্য্যেন্দ্ররুদ্রাদিবন্দ্য, সাধুদিগের অর্চ্চিত,ও প্রিয়। ১২১।

অযোধ্যাখিলরাজাগ্র্য সর্ব্বভূতমনোহরঃ।

স্বাম্যতুল্যকৃপাদণ্ডো হীনোৎকৃষ্টৈকসৎপ্রিয়ঃ॥ ১২২॥

অযোধ্যাখিলরাজাগ্র্য, সর্ব্বভূতমনোহর, স্বাম্যতুল্য, কৃপাদণ্ড, হীনোৎকৃষ্টৈক সৎপ্রিয়। ১২২॥

স্বপক্ষাদিন্যায়দর্শী হীনার্থোঽধিকসাধকঃ।

বাধব্যাজানুচিতকৃত্তাবকোঽখিলতুষ্টিকৃৎ। ১২৩।

স্বপক্ষাদিন্যায়দর্শী, হীনার্থ, অধিকসাধক, বাধব্যাজানুচিত, কৃত্তাবক, অখিলতুষ্টিকৃৎ॥ ১২৩।

পার্ব্বত্যধিকযুক্তাত্মা প্রিয়াত্যক্তঃ স্মরারিজিৎ।
সাক্ষাৎকুশলবৎসন্মেন্দ্রাগ্নিনাতোঽপরাজিতঃ॥ ১২৪॥

পার্ব্বত্যধিকযুক্তাত্মা, প্রিয়াত্যক্ত, স্মরারিজিৎ, সাক্ষাৎ কুশলবৎ-সন্মেন্দ্রাগ্নিনাত, অপরাজিত॥ ১২৪॥

কোশলেন্দ্রো বীরবাহুঃ সত্যার্থত্যক্তসোদরঃ।
যশোদানন্দনো নন্দী ধরণীমণ্ডলোদয়ঃ॥ ১২৫॥

কোশলেন্দ্র, বীরবাহু, সত্যার্থত্যক্তসোদর, যশোদানন্দন, নন্দী ও ধরণী মণ্ডলোদয়,॥ ১২৫॥

ব্রহ্মাদিকাম্যসান্নিধ্যসনাথীকৃতদৈবতঃ।
ব্রহ্মলোকাপ্তচণ্ডালাদ্যশেষপ্রাণিসার্থপঃ॥ ১২৬॥

ব্রহ্মাদি কাম্য সান্নিধ্য সনাথকৃতদৈবত, ব্রহ্মলোকাপ্তচাণ্ডালাদ্য শেষ প্রাণিসার্থপ॥ ১২৬॥

স্বর্ণীতগর্দ্দভশ্বাদিচিরাযোধ্যাবলৈককৃৎ।
রামাদ্বিতীয়ঃ সৌমিত্রিলক্ষ্মণপ্রহতেন্দ্রজিৎ॥ ১২৭॥

স্বর্ণীতগর্দ্দভাশ্বাদি, চিরাযোধ্যাবলৈককৃৎ, রামাদ্বিতীয়, সৌমিত্রি লক্ষ্মণপ্রহতেন্দ্রজিৎ॥ ১২৭॥

বিষ্ণুভক্তাশিবাংহঃ ক্ষিৎপাদুকারাজ্যনির্বৃতঃ।
ভরতোঽসহ্যগন্ধর্ব্বকোটিঘ্নো লবণান্তকঃ॥ ২২৮॥

বিষ্ণুভক্তাশিবাংহঃ ক্ষিৎপাদুকা রাজ্য নির্বৃত, ভরত, অসহ্য গন্ধর্ব্ব কোটিঘ্ন, ও লবণান্তক॥ ১২৮॥

শত্রুঘ্নো বৈদ্যরাড়ায়ুর্ব্বেদগর্ভৌষধীপতিঃ।
নিত্যানিত্যকরো ধন্বন্তরির্যজ্ঞো জগৎকরঃ॥ ১২৯॥

শত্রুঘ্ন, বৈদ্যরাট, আয়ুর্ব্বেদৌষধীপতি, নিত্যানিত্যকর, ধন্বন্তরি, যজ্ঞ ও জগৎকর॥ ১২৯॥

সূর্য্যবিঘ্নঃ সুরাজীবো দক্ষিণেশো দ্বিজপ্রিয়ঃ।
ছিন্নমূর্দ্ধোপদেশার্কতনুজকৃতমৈত্রিকঃ॥ ১৩০॥

সূর্য্যবিম্ব, সুরাজীব, দক্ষিণেশ, দ্বিজপ্রিয়, ছিন্নমুণ্ডোপদেশার্কভমুজ কৃতমৈত্রিক ॥ ১৩০ ॥

শেষাঙ্গস্থাপিতনরঃ কপিলঃ কর্দ্দমাত্মজঃ ॥
যোগাত্মকধ্যানভঙ্গসগরাত্মজভস্মকৃৎ ॥ ১৩১ ॥

শেষাঙ্গস্থাপিত নর, কপিল, কর্দ্দমাত্মজ, যোগাত্মক ধ্যানভঙ্গ ও সগরাত্মজভস্মকৃৎ ॥ ১৩১ ॥

ধর্ম্মো বিশ্বেন্দ্রস্সুরভীপতিঃ শুদ্ধাত্মভাবিতঃ।
শম্ভুস্ত্রিপুরদাহৈকস্থৈর্য্যবিশ্বরথোদ্ধতঃ ॥ ১৩২ ॥

ধর্ম্মবিশ্বেন্দ্র সুরভাপতি, শুদ্ধাত্মভাবিত, শম্ভু, ত্রিপুরদাহৈকস্থৈর্য্য বিশ্বরথোদ্ধত ॥ ১৩২ ॥

বিশ্বাত্মাশেষরুদ্রার্থশিরশ্ছেদাক্ষতাকৃতিঃ।
বাজপেয়াদিনামাগ্নির্ব্বেদধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১৩৩ ॥

বিশ্বাত্মা, শেষরুদ্রার্থশিরচ্ছেদাক্ষতাকৃতি, বাজপেয়াদিনামাগ্নি, বেদধর্ম্ম পরায়ণ ॥ ১৩৩ ॥

শ্বেতদ্বীপপতিঃ সাঙ্খ্যপ্রণেতা সর্ব্বসিদ্ধিরাট্‌।
বিশ্বপ্রকাশিতধ্যানযোগো মোহতমিস্রহা ॥ ১৩৪ ॥

শ্বেতদ্বাপপতি, সাঙ্খ্যপ্রণেতা, সর্ব্বসিদ্ধিরাট, বিশ্বপ্রকাশিত, ধ্যান যোগ, মোহতমিস্রহা ॥ ১৩৪ ॥

ভক্তশম্ভুজিতো দৈত্যামৃতবাপীসমস্তপঃ।
মহাপ্রলয়বিশ্বৈকোঽদ্বিতীয়োঽখিলদৈত্যরাট্‌ ॥ ১৩৫ ॥

ভক্ত শম্ভুজিত, দৈত্যামৃতবাপীসমস্তপঃ, মহাপ্রলয়বিশ্বৈক, অদ্বিতীয়, অখিলদৈত্যরাট্‌ ॥ ১৩৫ ।

শেষদেবঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রাঙ্‌ঘ্রিশিরোভুজঃ।
ফণী ফণিফণাকারযোজিতাব্ধ্যম্বুদক্ষিতিঃ ॥ ১৩৬ ॥

শেষদেব, সহস্রাক্ষ, সহস্রাঙ্ঘ্রি, শিরোভুজঃ, ফণী, ফণিফণাকার, যোজিতাব্ধ্যম্বুদক্ষিতি ॥ ১৩৬ ॥

কালাগ্নিরুদ্রজনকো মুষলাস্ত্রো হলায়ুধঃ।
নীলাম্বরো বারুণীশোমনোবাক্কায়দোষহা ॥ ১৩৭ ॥

কালাগ্নিরুদ্রজনক, মুষলাস্ত্র, হলায়ুধ, নীলাম্বর, বারুণীশ, মনোবাক্কায় দোষহা ॥ ১৩৭ ॥

স্বসন্তোষতৃপ্তিমাত্রঃ পাতিতৈকদশাননঃ।
বলিসংযমনো ঘোরো রৌহিণেয়ঃ প্রলম্বহা ॥ ১৩৮ ॥

স্বসন্তোষ তৃপ্তিমাত্র পাতিতৈক দশানন বলি সংযমন ঘোর রৌহিণেয় প্রলম্বহা ॥ ১৩৮ ॥

মুষ্টিকঘ্নো দ্বিবিদহা কালিন্দীভেদনো বলঃ।
রেবতীরমণঃ পূর্ব্বভক্তিরেবাচ্যুতাগ্রজঃ ॥ ১৩৯ ॥

মুষ্টিকঘ্ন, দ্বিবিদহা, কালিন্দীভেদন, বল, রেবতীরমণ, পূর্ব্বভক্তি ও অচ্যুতাগ্রজ ॥ ১৩৯ ॥

দেবকীবসুদেবোত্থোঽদিতিকশ্যপনন্দনঃ।
বার্ষ্ণেয়ঃ সাত্বতাং শ্রেষ্ঠঃ শৌরির্যদুকুলোদ্বহঃ ॥ ১৪০ ॥

দেবকীবসুদেব বালক, অদিতিকশ্যপ নন্দন, বার্ষ্ণেয়, সাত্বত শ্রেষ্ঠ শৌরি ও যদুকুলোদ্বহ ॥ ১৪০ ॥

নরাকৃতিঃ পূর্ণব্রহ্ম সব্যসাচী পরন্তপঃ।
ব্রহ্মাদিকামনানিত্যজগৎপর্ব্বেতশৈশবঃ ॥ ১৪১ ॥

নরাকৃতি, পূর্ণব্রহ্ম, সব্যসাচী, পরন্তপ, ব্রহ্মাদিকামনানিত্য জগৎ পর্ব্বেতশৈশব ॥ ১৪১ ॥

পূতনাঘ্নঃ শকটভিদ্‌যমলার্জ্জুনভঞ্জনঃ।
বৎসাসুরারিঃ কেশিঘ্নো ধেনুকারির্গবীশ্বরঃ ॥ ১৪২ ॥

পূতনাঘ্ন, শকটভিৎ, যমলার্জ্জুনভঞ্জন, বৎসাসুরারি, কেশিঘ্ন, ধেনুকারি গবীশ্বর ॥ ১৪২ ॥

দামোদরো গোপদেবো যশোদানন্দকারকঃ।
কালীয়মর্দ্দনঃ সর্ব্বগোপগোপীজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৪৩ ॥

দামোদর, গোপদেব, যশোদানন্দকারক, কালীয়মর্দ্দন, সর্ব্ব গোপ-গোপীজনপ্রিয় ॥ ১৪৩ ॥

লীলাগোবর্দ্ধনধরো গোবিন্দো গোকুলোৎসবঃ।
অরিষ্টমথনঃ কামোন্মত্তগোপীবিমুক্তিদঃ ॥ ১৪৪ ॥

লীলাগোবর্দ্ধনধর, গোবিন্দ, গোকুলোৎসব, অরিষ্টমথন, কামোন্মত্ত গোপীবিমুক্তিদ ॥ ১৪৪ ॥

সদ্যঃ কুবলয়াপীড়ঘাতী চানূরমর্দ্দনঃ।
কংসারিরুগ্রসেনাদিরাজ্যস্থায্যহরিহাঽমরঃ ॥ ১৪৫ ॥

সদ্যকুবলয়াপীড়ঘাতী, চানূরমর্দ্দন, কংসারি, উগ্রসেনাদিরাজ্যস্থায়ী, অরিহা, অমর ॥ ১৪৫ ॥

সুধর্ম্মাঙ্কিতভূলোকো জরাসন্ধবলান্তকঃ।
ত্যক্তভক্তজরাসন্ধভীমসেনযশঃপ্রদঃ ॥ ১৪৬ ॥

সুধর্ম্মাঙ্কিতভূলোক, জরাসন্ধ বলান্তক, ত্যক্তভক্তজরাসন্ধ ও ভীমসেন যশঃপ্রদ ॥ ১৪৬ ॥

সান্দীপনিমৃতাপত্যদাতা কালান্তকাদিজিৎ।
রুক্মিণীরমণো রুক্মিশাসনো নরকান্তকৃৎ ॥ ১৪৭ ॥

সান্দীপনিমৃতাপত্যদাতা, কালান্তকাদিজিৎ, রুক্মিণীরমণ, রুক্মিণীশাসন, নরকান্তকৃৎ ॥ ১৪৭ ॥

সমস্তনরকত্রাতা সর্ব্বভূপতিকোটিজিৎ।
সমস্তসুন্দরীকান্তোঽসুরারির্গরুড়ধ্বজঃ ॥ ১৪৮ ॥

সমস্তনরকত্রাতা, সর্ব্বভূপতিকোটিজিৎ, সমস্তসুন্দরীকান্ত, অসুরারি ও গরুড়ধ্বজ ॥ ১৪৮ ॥

একাকী জিতরুদ্রার্কমরুদাপোঽখিলেশ্বরঃ।
দেবেন্দ্রদর্পহা কল্পদ্রুমালঙ্কৃতভূতলঃ ॥ ১৪৯ ॥

একাকী, জিতরুদ্রার্ক, মরুদাপ, অখিলেশ্বর, দেবেন্দ্রদর্পহা, কল্পদ্রুমালঙ্কৃতভূতল ॥ ১৪৯ ॥

বাণবাহুসহস্রচ্ছিৎস্কন্ধাদিগণকোটিজিৎ ।
লীলাজিতমহাদেবো মহাদেবৈকপূজিতঃ ॥ ১৫০ ॥

বাণবাহুসহস্রচ্ছিৎ, স্কন্ধাদিগণকোটিজিৎ, লীলাজিত, মহাদেব মহাদেবৈক পূজিত ॥ ১৫০ ॥

ইন্দ্রার্থার্জ্জুননির্ভৎসুজয়দঃ পাণ্ডবৈকধৃক্ ।
কাশীরাজশিরশ্ছেত্তা রুদ্রশক্ত্যেকমর্দ্দনঃ ॥ ১৫১ ॥

ইন্দ্রার্থার্জ্জুননির্ভৎসু, জয়দ, পাণ্ডবৈকধৃক্, কাশীরাজশিরশ্ছেত্তা, রুদ্রশক্ত্যেক মর্দ্দন ॥ ১৫১ ॥

বিশ্বেশ্বর প্রসাদাঢ্যঃ কাশীরাজসুতার্দ্দনঃ ॥
শম্ভুপ্রতিজ্ঞাপাতা চ স্বয়ম্ভূগণপূজকঃ ॥ ১৫২ ॥

বিশ্বেশ্বরপ্রসাদাঢ্য কাশীরাজসুতার্দ্দন, শম্ভুপ্রতিজ্ঞাপাতা, স্বয়ম্ভুগণপূজক ॥ ১৫২ ॥

কাশীশগণকোটিঘ্নো লোকশিক্ষাদ্বিজার্চ্চকঃ ।
শিবতীব্রতপোবশ্যঃ পুরা শিববরপ্রদঃ ॥ ১৫৩ ॥

কাশীশগণকোটিঘ্ন, লোকশিক্ষাদ্বিজার্চ্চক, শিবতীব্রতপোবশ্য, পুরা শিববর প্রদ ॥ ১৫৩ ॥

গয়াসুরপ্রতিজ্ঞাধৃক্ স্বাংশশঙ্করপূজকঃ ।
শিবকন্যাব্রতপতিঃ কৃষ্ণরূপশিবারিহা ॥ ১৫৪ ॥

গয়াসুর প্রতিজ্ঞাধৃক্, স্বাংশশঙ্করপূজক, শিবকন্যাব্রতপতি, কৃষ্ণরূপশিবারিহা ॥ ১৫৪ ॥

মহালক্ষ্মীবপুর্গৌরীত্রাণো দেবলবাতহা ।
বিনিদ্রমুচুকুন্দৈকব্রহ্মাস্ত্রযুবনাশ্বহৃৎ ॥ ১৫৫ ॥

মহালক্ষ্মীবপু, গৌরীত্রাণ, দেবলবাতহা, বিনিদ্রমুচুকুন্দৈক ব্রহ্মাস্ত্রযুবনাশ্বহৃৎ ॥ ১৫৫ ॥

অক্রূরোঽক্রূরমুখ্যৈকভক্তস্বচ্ছন্দমুক্তিদঃ ।
সবালস্ত্রীজলক্রীড়ামৃতবাপীকৃতার্ণবঃ ॥ ১৫৬ ॥

অক্রূর অক্রূরমুখৈাক ভক্তস্বচ্ছন্দমুক্তিদ, সবালস্ত্রীজলক্রীড়া মৃত-বাপীকৃতার্ণব ॥ ১৫৬ ॥

যমুনাপতিরানীতপরিনীতদ্বিজাত্মকঃ।
শ্রীদামশঙ্কুভক্তার্থভূম্যানীতেন্দ্রভৈরবঃ ॥ ১৫৭ ॥

যমুনাপতি, আনীতপরিনীতদ্বিজাত্মক, শ্রীদামশঙ্কুভক্তার্থ ভূম্যা-নীতেন্দ্রভৈরব ॥ ১৫৭ ॥

দুর্বৃত্তশিশুপালৈকমুক্তিকোদ্ধারকেশ্বরঃ।
আচাণ্ডালাদিকং প্রাপ্য দ্বারকানিধিকোটিকৃৎ ॥ ১৫৮ ॥

দুর্বৃত্তশিশুপালৈকমুক্তিকোদ্ধারকেশ্বর, আচাণ্ডালাদিকপ্রাপ্ত হইয়া দ্বারকানিধিকোটিকৃৎ ॥ ১৫৮ ॥

ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধগর্ভস্থপরীক্ষিজ্জীবনৈককৃৎ।
পরিণীতদ্বিজসুতানেতাঽর্জ্জুমদাপহঃ ॥ ১৫৯ ॥

ব্রহ্মাস্ত্রদগ্ধগর্ভস্থ, পরীক্ষিজ্জীবনৈককৃৎ, পরিণীতদ্বিজসুতানেতা অর্জ্জুন মদাপহ ॥ ১৫৯ ॥

মূঢ়মুদ্রাকৃতিগ্রস্তভীষ্মাদ্যখিলগৌরবঃ।
পার্থার্থখণ্ডিতাশেষদিব্যাস্ত্রঃ পার্থমোহভৃৎ ॥ ১৬০ ॥

মূঢ়মুদ্রাকৃতিগ্রস্তভীষ্মাদ্যখিলগৌরব, পার্থার্থখণ্ডিতাশেষ, দিব্যাস্ত্র, পার্থমোহভৃৎ ॥ ১৬০ ॥

ব্রহ্মশাপচ্ছলধ্বস্তযাদবো বিভবাবহঃ।
অনঙ্গো জিতগৌরীশো রতিকান্তঃ সদেপ্সিতঃ ॥ ১৬১ ॥

ব্রহ্মশাপচ্ছলধ্বস্ত যাদব, বিভবাবহ, অনঙ্গ, জিতগৌরীশ, রতিকান্ত সদেপ্সিত ॥ ১৬১ ॥

পুষ্পেষুর্ব্বিশ্ববিজয়ী স্মরঃ কামেশ্বরীপতিঃ।
উষাপতির্ব্বিশ্বহেতুর্ব্বিশ্বতৃপ্তোঽধিপুরুষঃ ॥ ১৬২ ॥

পুষ্পেষু, বিশ্ববিজয়ী, স্মর, কামেশ্বরীপতি, উষাপতি, বিশ্বহেতু বিশ্ব-তৃপ্ত ও অধিপুরুষ ॥ ১৬২ ॥

চতুরাত্মা চতুর্ব্বর্ণচতুর্ব্বেদবিধায়কঃ।
চতুর্ব্বিশ্বৈকবিশ্বাত্মা সর্ব্বোৎকৃষ্টাসু কোটিষু॥ ১৬৩॥

চতুরাত্মা, চতুর্ব্বর্ণ, চতুর্ব্বেদবিধায়ক, চতুর্ব্বিশ্বৈকবিশ্বাত্মা এবং সর্ব্বোৎকৃষ্টা কোটির মধ্যে॥ ১৬৩॥

আশ্রয়াত্মা পুরাণর্ষির্ব্ব্যাসঃ শাস্ত্রসহস্রকৃৎ।
মহাভারতনির্ম্মাতা কবীন্দ্রো বাদরায়ণঃ॥ ১৬৪॥

আশ্রয়াত্মা, পুরাণর্ষি, ব্যাস, শাস্ত্রসহস্রকৃৎ, মহাভারতনির্ম্মাতা, কবীন্দ্র ও বাদরায়ণ॥ ১৬৪॥

কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সর্ব্বপুরুষার্থকবোধকঃ।
বেদান্তকর্ত্তা ব্রহ্মৈকব্যঞ্জকঃ পুরুবংশকৃৎ॥ ১৬৫॥

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সর্ব্বপুরুষার্থকবোধক, বেদান্তকর্ত্তা, ব্রহ্মৈকব্যঞ্জক ও পুরুবংশকৃৎ॥ ১৬৫॥

বুদ্ধো ধ্যানজিতাশেষদেবদেবো জগৎ প্রিয়ঃ।
নিরায়ুধো জগজ্জৈত্রঃ শ্রীঘনো দুষ্টমোহনঃ॥ ১৬৬॥

বুদ্ধ, ধ্যানজিতাশেষ দেবদেব, জগৎপ্রিয়, নিরায়ুধ, জগজ্জৈত্র, শ্রীঘন ও দুষ্টমোহন॥ ১৬৬॥

দৈত্যবেদবহিষ্কর্ত্তা বেদার্থশ্রুতিগোপকঃ।
শুদ্ধোদনির্নষ্টদিষ্টঃ সুখদঃ সদসৎপতিঃ॥ ১৬৭॥

দৈত্যবেদবহিষ্কর্ত্তা, বেদার্থশ্রুতিগোপক, শুদ্ধোদনি, নষ্টদিষ্ট, সুখদ, সদসৎপতি॥ ১৬৭॥

যথাযোগ্যাখিলকৃপঃ সর্ব্বশূন্যোঽখিলেষ্টদঃ।
চতুষ্কোটি পৃথক্তত্ত্বংপ্রজ্ঞাপারমিতেশ্বরঃ॥ ১৬৮॥

যথাযোগ্যাখিলকৃপ, সর্ব্বশূন্য, অখিলেষ্টদ, চতুষ্কোটি পৃথক্তত্ত্ব এবং প্রজ্ঞাপারমিতেশ্বর॥ ১৬৮॥

পাষণ্ডশ্রুতিমার্গেণ পাষণ্ডশ্রুতিগোপকঃ।
কল্কী বিষ্ণুযশঃপুত্রঃ কলিকালবিলোপকঃ॥ ১৬৯॥

পাষণ্ডশ্রুতিপথ দ্বারা পাষণ্ডশ্রুতিগোপক, কল্কী * বিষ্ণুযশা, পুত, কলিকালবিলোপক ॥ ১৬৯ ॥

সমস্তম্লেচ্ছহস্তঘ্নঃ সর্ব্বশিষ্টদ্বিজাতিকৃৎ।
সত্যপ্রবর্ত্তকো দেবদ্বিজদীর্ঘক্ষুধাপহঃ ॥ ১৭০ ॥

সমস্তম্লেচ্ছহস্তঘ্ন, সর্ব্বশিষ্টদ্বিজাতিকৃৎ, সত্যপ্রবর্ত্তক, দেবদ্বিজদীর্ঘ ক্ষুধাপহ ॥ ১৭০ ॥

অশ্বরাবাদিদেবেন পৃথ্বীদুর্গতিনাশনঃ।
সদ্যঃক্ষ্মানষ্টলক্ষ্মীকৃৎ নষ্টনিঃশেষধর্ম্মকৃৎ ॥ ১৭১ ॥

অশ্বরাবাদিবেদের দ্বারা পৃথিবীর দুর্গতিনাশক, সদ্য 'ক্ষ্মানষ্টলক্ষ্মী' কৃৎ, নষ্টনিঃশেষধর্ম্মকৃৎ ॥ ১৭১ ॥

অনন্তস্বর্গযাগৈকহেমপূর্ণাখিলদ্বিজঃ।
অসাধ্যৈকজগচ্ছাস্তা বিশ্ববন্দ্যো জয়ধ্বজঃ ॥ ১৭২ ॥

অনন্তস্বর্গযাগৈক, হেমপূর্ণাখিলদ্বিজ, অসাধ্যৈকজগচ্ছাস্তা, বিশ্ববন্দ্য ও জয়ধ্বজ ॥ ১৭২ ॥

আত্মতত্ত্বাধিপঃ কর্ত্তৃশ্রেষ্ঠো বিধিরুমাপতিঃ।
ভর্ত্তৃঃশ্রেষ্ঠঃপ্রজেশাগ্র্যো মরীচিজনকাগ্রণীঃ ॥ ১৭৩ ॥

আত্মতত্ত্বাধিপ কর্ত্তৃশ্রেষ্ঠ, বিধি, উমাপতি, ভর্ত্তৃঃশ্রেষ্ঠ, প্রজেশাগ্র্য, মরীচিজনকাগ্রণী ॥ ১৭৩ ॥

কশ্যপো দেবরাড়িন্দ্রঃ প্রহ্লাদো দৈত্যরাট্ শশী।
নক্ষত্রেশো রবিস্তেজঃশ্রেষ্ঠঃ শুক্রঃ কবীশ্বরঃ ॥ ১৭৪ ॥

কশ্যপ, দেবরাট্, ইন্দ্র, প্রহ্লাদ দৈত্যরাট্, শশী, নক্ষত্রেশ, রবি, তেজঃশ্রেষ্ঠ, শুক্র ও কবীশ্বর ॥ ১৭৪ ॥

মহর্ষিরাট্ ভৃগুর্ব্বিষ্ণুরাদিত্যেশো বলিঃ স্বরাট্।
বায়ুর্ব্বহ্নিঃ শুচিশ্রেষ্ঠঃ শঙ্করো রুদ্ররাট্ গুরুঃ ॥ ১৭৫ ॥

মহর্ষিরাট্ ও ভৃগু, বিষ্ণু, আদিত্যেশ, বলি, স্বরাট্, বায়ুবহ্নি, শুচিশ্রেষ্ঠ, শঙ্কর, রুদ্ররাট্, গুরু ॥ ১৭৫ ॥

---

* বিষ্ণুযশাপুত্র ইতি পাঠান্তরং।

বিদ্বত্তমশ্চিত্ররথো গন্ধর্ব্বাগ্র্যো বসূত্তমঃ।
বর্ণাদিরগ্র্যা স্ত্রী গৌরী শক্ত্যাগ্র্যা শ্রীশ্চ নারদঃ॥ ১৭৬॥

বিদ্বত্তম, চিত্ররথ, গন্ধর্ব্বাগ্র্য, বসূত্তম, বর্ণাদি, অগ্র্যা স্ত্রী, গৌরী শক্ত্যাগ্রা-শ্রী, ও নারদ॥ ১৭৬।

দেবর্ষিরাট্ পাণ্ডবাগ্র্যোঽর্জ্জুনো নারদবাদরাট্।
পবনঃ পবনেশানো বরুণো যাদসাম্পতিঃ॥ ১৭৭॥

দেবর্ষিরাট্, পাণ্ডবাগ্র্য, অর্জ্জুন, নারদবাদরাট্ পবন, পবনেশান, বরুণ, যাদসাম্পতি॥ ১৭৭॥

গঙ্গাতীর্থোত্তমোদ্ভূতং ছত্রকাগ্র্যং বরৌষধং।
অন্নং সুদর্শনাস্ত্রাগ্র্যো বজ্রপ্রহরণোত্তমং॥ ১৭৮॥

গঙ্গাতীর্থোত্তমোদ্ভূত, ছত্রকাগ্র্য, বরৌষধ, অন্ন, সুদর্শনাস্ত্রাগ্র্য, বজ্রপ্র-হরণোত্তম॥ ১৭৮॥

উচ্চৈঃশ্রবা বাজিরাজ ঐরাবত ইভেশ্বরঃ।
অরুন্ধত্যেকপত্নীশো হ্যশ্বত্থোঽশেষবৃক্ষরাট্॥ ১৭৯॥

উচ্চৈঃশ্রবা বাজিরাজ, ঐরাবত, ইভেশ্বর, অরুন্ধত্যেকপত্নীশ, অশ্বত্থ, ও অশেষবৃক্ষরাট্॥ ১৭৯॥

অধ্যাত্মবিদ্যাবিদ্যাত্মা প্রণবশ্ছন্দসাং বরঃ।
মেরুর্গিরিপতির্ম্মার্গো মাসাগ্র্যঃ কালসত্তমঃ॥ ১৮০॥

অধ্যাত্মবিদ্যাবিদ্যাত্মা, প্রণব, ছন্দঃশ্রেষ্ঠ, মেরু, গিরিপতি, মার্গ মাসাগ্র কালসত্তম॥ ১৮০॥

দিনাদ্যাত্মা পূর্ব্বসিদ্ধিঃ কপিলঃ সামবেদরাট্।
তার্ক্ষ্যঃখগেন্দ্র ঋত্বগ্র্যো বসন্তঃ কল্পপাদপঃ॥ ১৮১॥

দিনাদ্যাত্মা, পূর্ব্বসিদ্ধি, কপিল, সামবেদরাট, তার্ক্ষ্য, খগেন্দ্র, ঋত্বগ্র, বসন্ত কল্পপাদপ॥ ১৮১॥

দাতৃশ্রেষ্ঠঃ কামধেনুরার্ত্তিঘ্নাগ্র্যঃ সুরোত্তমঃ।
চিন্তামণির্গুরুশ্রেষ্ঠো মাতা হিততমঃ পিতা॥ ১৮২

দাতৃশ্রেষ্ঠ, কামধেনু, আৰ্ত্তিঘ্নাগ্র্য, সুরোত্তম, চিন্তামণি, গুরুশ্রেষ্ঠ মাতা, হিততম, পিতা ॥ ১৮২ ॥

সিংহো মৃগেন্দ্রো নাগেন্দ্রো বাসুকিভূর্ধরো নৃপঃ।

বর্ণশো ব্রাহ্মণশ্চান্তঃকরণাগ্র্যং নমো নমঃ ॥ ১৮৩ ॥

সিংহ, মৃগেন্দ্র, নাগেন্দ্র,বাসুকি ভূধর, নৃপ, বর্ণশ, ব্রাহ্মণ, অন্তঃকরণাগ্র্য আপনাকে বারম্বার নমস্কার করি ॥ ১৮৩ ॥

ইত্যেতদ্বাসুদেবস্য বিষ্ণোর্নামসহস্রকং।

সর্ব্বাপরাধশমনং পরং ভক্তিবিবর্দ্ধনং ॥ ১৮৪ ॥

বাসুদেব শ্রীবিষ্ণুর এই সহস্রনাম সকল অপরাধের শান্তিকারক ও পরম ভক্তির বৰ্দ্ধনকারী হয় ॥ ১৮৪ ॥

অক্ষয়ব্রহ্মলোকাদিসর্ব্বার্থাপ্ত্যেকসাধনং।

বিষ্ণুলোকৈকসোপানং সর্ব্বদুঃখবিনাশনং ॥১৮৫॥

তাহা অক্ষয় ব্রহ্মলোকাদিসর্ব্বার্থপ্রাপ্তির সাধন এবং বিষ্ণুলোকের দ্বিতীয় সোপান স্বরূপ ও সর্ব্বদুঃখবিনাশক ॥ ১৮৫ ॥

সমস্তসুখদং সত্যং পরং নির্ব্বাণদায়কং।

কামক্রোধাদিনিঃশেষমনোমলবিশোধনং ॥ ১৮৬ ॥

সমস্ত সুখদাতা ও সত্যালোকে নির্ব্বাণ মুক্তিদায়ক এবং কামক্রোধাদি এবং মনের মলিনতা নিঃশেষে বিশোধন করে ॥ ১৮৬ ॥

শান্তিদং পাবনং নৃণাং মহাপাতকিনামপি।

সর্বেষাং প্রাণিনামাশু সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদং ॥ ১৮৭ ॥

শান্তিদাতা ও মহাপাতকী লোকদিগের ও পবিত্রকারক এবং সকল প্রাণীর পক্ষে শীঘ্র সমস্ত অভীষ্ট ফলের প্রদাতা হয় ॥ ১৮৭ ॥

সর্ব্ববিঘ্নপ্রশমনং সর্ব্বারিষ্টবিনাশনং।

ঘোরদুঃখপ্রশমনং তীব্রদারিদ্র্যনাশনং ॥ ১৮৮ ॥

তদ্দ্বারা সকল বিঘ্নের শান্তি এবং সমস্ত অমঙ্গল নিবারিত হয় ও ঘোরতর দুঃখের শান্তি ও কঠিনতর দরিদ্রতার বিনাশ হয় ॥ ১৮৮ ॥

তাপত্রয়াপহং গুহ্যং ধনধান্যযশস্করং।

সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদং সর্ব্বসিদ্ধিদং সর্ব্বকামদং ॥ ১৮৯ ॥

তাহা ত্রিতাপহারক, নিতান্ত গোপনীয় ও ধন, ধান্য, এবং যশস্কর ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ, ও সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, এবং সর্ব্বকামদায়ক হয় ॥ ১৮৯ ॥

তীর্থযজ্ঞতপোদানব্রতকোটিফলপ্রদং।

অপ্রজ্ঞজাড্যশমনং সর্ব্ববিদ্যাপ্রবর্ত্তকং ॥ ১৯০ ॥

তাহাতে তীর্থ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান এবং ব্রতকোটির ফল প্রদান করে, এবং অজ্ঞানতা ও জড়তার শান্তি হয় ও সর্ব্ববিদ্যাতে প্রবৃত্তি জন্মে ॥ ১৯০ ॥

রাজ্যদং রাজ্যকামানাং রোগিণাং সর্ব্বরোগনুৎ।

বন্ধ্যানাং সুতদঞ্চাশু সর্ব্বশ্রেষ্ঠফলপ্রদং ॥ ১৯১ ॥

তাহা রাজ্যাভিলাষীদিগের রাজ্যদাতা এবং রোগীগণের সকল রোগ নিবারক ও বন্ধ্যাদিগের শীঘ্র পুত্রদায়ক ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফলপ্রদ হয় ॥ ১৯১ ॥

অস্ত্রগ্রামবিষধ্বংসী গ্রহপীড়াবিনাশনং।

মঙ্গল্যং পুণ্যমায়ুষ্যং শ্রবণাৎ পঠনাজ্জপাৎ ॥ ১৯২ ॥

উহাতে অস্ত্র ও বিষজন্য ক্লেশ থাকে না, গ্রহপীড়া দূর হয় এবং উহার শ্রবণ, অধ্যয়ন, ও জপ হইতে মঙ্গল ও পুণ্য এবং আয়ুর্বৃদ্ধি হয় ॥ ১৯২ ॥

সকৃদস্যাখিলা বেদাঃ সাঙ্গা মন্ত্রাশ্চ কোটিশঃ।

পুরাণশাস্ত্রং স্মৃতয়ঃ পঠিতাঃ পাঠিতাস্তথা ॥ ১৯৩ ॥

উহা একবার পাঠ করিলে সমস্ত বেদ ও অঙ্গসহ মন্ত্রকোটি ও পুরাণ শাস্ত্র এবং স্মৃতি শাস্ত্র পাঠ করণের ফললাভ হয় ॥ ১৯৩ ॥

জপ্ত্বাস্য শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধং পাদং বা পঠতঃ প্রিয়ে।

নিত্যং সিধ্যতি সর্ব্বেষামচিরাৎ কিমুতোঽখিলং ॥ ১৯৪ ॥

হে প্রিয়ে! ইহার এক শ্লোক কিম্বা শ্লোকার্দ্ধ অথবা এক চরণমাত্র জপ করিয়া পাঠ করিলে অচিরকালমধ্যে সকলেরই সমস্ত সিদ্ধি হয়॥ ১৯৪॥

প্রাণেন সদৃশং সদ্যঃ প্রত্যহং সর্ব্বকর্ম্মসু।
ইদং ভদ্রে ত্বয়া গোপ্যং পাঠ্যং স্বার্থৈকসিদ্ধয়ে॥ ১৯৫॥

হে ভদ্রে! তুমি সকল কর্ম্মেতে ইহা প্রাণতুল্য গোপন রাখিবে ও কেবল স্বার্থসাধনের জন্য উহা পাঠ করিবে॥ ১৯৫॥

মাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে।
ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্যদর্শিনে॥ ১৯৬॥

বিষ্ণুকে সামান্যজ্ঞানকারী, ভক্তি ও শ্রদ্ধাবিহীন, সন্দিগ্ধচিত্ত এবং অবৈ-ষ্ণব ব্যক্তিকে ইহা দেওয়া উচিত নহে॥ ১৯৬॥

দেয়ং পুত্রায় শিষ্যায় শুদ্ধায় হিতকাম্যয়া।
মৎপ্রসাদাদৃতে নেদং গ্রহীষ্যন্ত্যল্পমেধসঃ॥ ১৯৭॥

হিত কামনা হেতুক শুদ্ধচিত্ত শিষ্য কিম্বা পুত্রকে ইহার উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য, কিন্তু অল্পবুদ্ধিলোকেরা আমার প্রসন্নতা ব্যতিরেকে ইহা গ্রহণ করিবেক না॥ ১৯৭॥

কলৌ সদ্যঃ ফলং কল্পগ্রামমেষ্যতি নারদঃ।
লোকানাং ভাগ্যহীনানাং যেন দুঃখং বিনশ্যতি॥ ১৯৮॥

নারদঋষি ইহাতে কলিযুগে যথেষ্ট ফলপ্রাপ্তির বাসনা করিবেন, তাহাতে ভাগ্যহীন লোকদিগের দুঃখ দূর হয়॥ ১৯৮॥

ক্ষেত্রেষু বৈষ্ণবেষ্বেতদার্য্যাবর্ত্তে ভবিষ্যতি।
নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং সত্যং নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং পদং॥১৯৯॥

আর্য্যাবর্ত্তের বৈষ্ণবক্ষেত্রে ইহার বিশেষ ফল ফলিবে, কারণ বিষ্ণু হইতে পরম সত্যও নাই, বিষ্ণু হইতে অন্য পরম পদও নাই॥ ১৯৯॥

নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং জ্ঞানং নাস্তি মোক্ষো হ্যবৈষ্ণবঃ।
নাস্তি বিষ্ণোঃ পরো মন্ত্রো নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং তপঃ॥২০০॥

বিষ্ণু হইতে অন্য পরম জ্ঞানও নাই অবৈষ্ণব মুক্তিও নাই, বিষ্ণু হইতে অন্য মন্ত্রও আর নাই, তপস্যাও আর নাই ॥ ২০০ ॥

নাস্তি বিষ্ণোঃ পরং ধ্যানং নাস্তি মন্ত্রো হ্যবৈষ্ণবঃ।
কিন্তস্য বহুভির্ম্মন্ত্রৈঃ কিং জপৈর্ব্বহুবিস্তরৈঃ ॥ ২০১ ॥

বিষ্ণু হইতে শ্রেষ্ঠ ধ্যানও নাই অবৈষ্ণব মন্ত্রও আর নাই, অপিচ তাহার মন্ত্র কিম্বা জপ বাহুল্যে প্রয়োজন কি? ॥ ২০১ ॥

বাজপেয়সহস্রৈঃ কিং ভক্তির্যস্য জনার্দ্দনে।
সর্ব্বতীর্থময়ো বিষ্ণুঃ সর্ব্বশাস্ত্রময়ঃ প্রভুঃ ॥ ২০২ ॥

এবং সহস্র বাজপেয়ে কি আবশ্যক, বিষ্ণুর প্রতি যাহার ভক্তি আছে, কারণ বিষ্ণুই সর্ব্বতীর্থময় এবং সেই প্রভুই সর্ব্বশাস্ত্রময় হয়েন ॥ ২০২ ॥

সর্ব্বক্রতুময়ো বিষ্ণুঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহং।
আব্রহ্মসারসর্ব্বস্বং সর্ব্বমেতন্ময়োদিতং ॥ ২০৩ ॥

আমিও সত্য করিয়া বলিতেছি, বিষ্ণুই সকল যজ্ঞময়, এই ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সারসর্ব্বস্ব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিলাম ॥ ২০৩ ॥

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ধন্যাস্ম্যনুগৃহীতাস্মি কৃতার্থাস্মি জগদ্গুরো।
যন্ময়েদং শ্রুতং স্তোত্রং ত্বদ্রহস্যং সুদুর্লভং ॥ ২০৪ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন। হে জগদ্গুরু আমি ধন্য অনুগৃহীত এবং কৃতার্থ হইলাম, যে হেতুক আপনি এই সুদুর্লভ রহস্য স্তোত্র আমাকে শ্রবণ করাইলেন ॥ ২০৪ ।

অহো বত মহৎকষ্টং সমস্তং সুখদে হরৌ।
বিদ্যমানেঽপি সর্ব্বেশে মূঢ়াঃ ক্লিশ্যন্তি সংসৃতৌ ॥ ২০৫ ।

কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে সুখদাতা শ্রীহরিতে এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান থাকিলেও সেই সর্ব্বেশ্বরকে না ভাবিয়া মূঢ়জনেরা সংসারে কষ্টভোগ করে ॥ ২০৫ ॥

যমুদ্দিশ্য সদা নাথো মহেশোঽপি দিগম্বরঃ।
জটিলো ভস্মলিপ্তাঙ্গস্তপস্বী বীক্ষিতো জনৈঃ ॥ ২০৬ ॥

যাহাকে মনস্থ করিয়া দিগম্বর, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহেশ্বর ও জটাধারী ভস্মভূষিত ও তপস্বী হইয়া জনগণের দর্শনীয় হয়েন ॥ ২০৬ ॥

অতোঽধিকো ন দেবোঽস্তি লক্ষ্মীকান্তাম্মধুদ্বিষঃ।
যত্তত্ত্বং চিন্ত্যতে নিত্যং ত্বয়া যোগীশ্বরেণ হি ॥ ২০৭ ॥

তাঁহা হইতে অধিকতর দেবতা আর নাই, তিনিই লক্ষ্মীকান্ত এবং মধু-স্বদন হয়েন, তাঁহারই তত্ত্ব আপনি যোগীশ্বর হইয়াও নিত্য নিত্য চিন্তা করিতেছেন ॥ ২০৭ ॥

অতঃপরং কিমধিকং পরং শ্রীপুরুষোত্তমাৎ।
তমবিজ্ঞায় তান্ মূঢা যজন্তে জ্ঞানমানিনঃ ॥ ২০৮ ॥

অতঃপর শ্রীপুরুষোত্তম হইতে শ্রেষ্ঠতর পদ আর কি আছে, তাঁহাকে না জানিযা জ্ঞানাভিমানী মূঢ়জনেরা পূজাদি করিযা থাকে ॥ ২০৮ ॥

মুষিতাস্মি ত্বয়া নাথ চিরং যদয়মীশ্বরঃ।
প্রকাশিতো ন মে যস্য দত্তাদ্যা দিব্যশক্তয়ঃ ॥ ২০৯ ॥

হে নাথ! আপনি আমাকে চিরকালেব নিমিত্ত জ্ঞানবতী করিলে যে হেতুক যাহাব হৃদযে আদ্যা শক্তি নাই সে উক্ত ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না ॥ ২০৯ ॥

অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ।
ভবদাদিগুরুর্মূঢৈঃ সামান্য ইব লক্ষ্যতে ॥ ২১০ ॥

অপিচ বিষ্ণুই সকলের ঈশ্বব ও তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেবতা এবং আপ-নার আদি গুরু হয়েন, মূঢজনেরা আপনাকে সামান্য বোধ করিয়া থাকে ॥ ২১০ ॥

মহীয়সাং হি মাহাত্ম্যং ভজমানান্ ভজন্তি চেৎ।
দ্বিষতোঽপি তথা পাপানুপেক্ষ্যন্তে ক্ষমালয়াঃ ॥ ২১১ ॥

যে হেতুক মহৎ জনেরা জানিতে পান এবং বিদ্বেষণকরী পাপচিত্তলোকেরা সেই ক্ষমাশ্রয় মহাপুরুষকে উপেক্ষা করে॥ ২১১॥

ময়াপি বাল্যে স্বপিতুঃ প্রজা দৃষ্টা বুভুক্ষিতাঃ।
দুঃখাদশক্তাঃ স্বং পোষ্টুং শ্রিয়া নাধ্যাসিতাঃ পুরা॥ ২১২॥

আমিও বাল্যকালে পিত্রালয়ে ক্ষুধাতুর ও আপনার পরিবার বর্গকে প্রতিপালন করিতে অশক্ত প্রজাগণকে দেখিয়া কৃপাবতী হইয়াছিলাম ॥২১২॥

ত্বয়া সংবর্দ্ধিতাভিশ্চ প্রজাভির্ব্বিবুধাদয়ঃ।
বিশসন্তিঃ স্বশক্ত্যাদ্যাঃ সসুহৃন্মিত্রবান্ধবাঃ॥ ২১৩॥

ইন্দ্রাদি প্রজাবর্গকে আপনি সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন ও তাহারা সুহৃৎ, মিত্র এবং বান্ধবগণের সহিত আপনাপন শক্তি অনুসারে এই সংসারে বিচরণ করিতেছে॥ ২১৩॥

ত্বয়া বিনা ক্ব দেবত্বং ক্ব ধৈর্য্যং ক্ব পরিগ্রহঃ।
সর্ব্বে ভবন্তি জীবন্তো যাতনাঃ শিরসি স্থিতাঃ॥ ২১৪॥

তুমি ব্যতীত দেবত্ব, ধৈর্য্য এবং পরিগ্রহ কিছুই থাকে না এই নিমিত্ত সমস্তজীব যাতনা সহকারে ভজনাদি করিয়া থাকে॥ ২১৪॥

ত্বামৃতে নৈব ধর্ম্মার্থৌ কামো মোক্ষোঽপি দুর্লভঃ।
ক্ষুধিতানাং দুর্গতানাং কুতো যোগসমাধয়ঃ॥ ২১৫॥

তোমা বিনা কেহ ধর্ম্মার্থী হয় না এবং কাম ও মোক্ষ সকলই দুর্ল্লভ হইয়া উঠে, আর ক্ষুধিত ও দুর্গতিযুক্ত লোকদিগের যোগ সমাধি কিরূপে হইবে॥ ২১৫ ॥

সা চ সংসারসারৈকা সর্ব্বলোকৈকপালিকা।
বধ্যা সা কমলা যস্য ত্যক্ত্বা ত্বামপি শঙ্কর॥ ২১৬॥

সেই সংসারের এক মাত্র সারভূতা ও সকল লোকের একমাত্র পালনকর্ত্রী কমলাদেবী, হে মহাদেব! তাঁহা কর্ত্তৃক ত্যক্ত হইয়াছেন॥ ২১৬॥

শ্রিয়া ধর্ম্মেণ শৌর্য্যেণ রূপেণার্জ্জবসম্পদা।
সর্ব্বাতিশয়বীর্য্যেণ সম্পূর্ণস্থ মহাত্মনঃ॥ ২১৭॥

তিনি আপনি ধর্ম্ম এবং শৌর্য্য * ও রূপদ্বারা জগতের সম্পূর্ণ সম্পত্তি মহাত্মাদিগের নিমিত্ত স্থাপন করিয়াছেন॥ ২১৭॥

কস্তেন তুল্যতামেতি দেবদেবেন বিষ্ণুনা।
যস্যাংশাংকভাগেন বিনা সর্ব্বং বিলীয়তে॥ ২১৮॥

অতএব এই সংসারে কোন ব্যক্তি সেই দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের তুল্যতা লাভ করিতে পারে? কেন না তাঁহার অংশ ব্যতিরেকে সকলই বিলীন হইয়া যায়॥ ২১৮॥

জগদেতত্তথা প্রাহুর্দ্দোষায়ৈতদ্বিমোহিতাঃ।
নাস্থ জন্ম জরা মৃত্যুর্নাপ্রাপ্যং বার্থমেব বা॥ ২১৯॥

আর এই জগৎনানাবিধ দোষেতে বিমোহিত হয়। তাঁহার জন্ম জরা মৃত্যু কিছুই নাই ও প্রাপণীয় কোন দুর্ল্লভ বস্তু ও নাই॥ ২১৯॥

তথাপি কুরুতে ধর্ম্মান্ পালনায় সতাং কৃতে।
বিজ্ঞাপয় মহাদেবং প্রণম্যৈকং মহেশ্বরং॥ ২২০॥

তথাপি তিনি সাধুদিগের নিমিত্ত এবং ধর্ম্মস্থাপনের জন্য কার্য্য করিয়া থাকেন ও একমাত্র মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া তাহা ব্যক্ত করেন॥ ২২০॥

অবধার্য্য তথা সাহং কান্ত কামদ শাশ্বত।
কাম্যাদ্যাসক্তচিত্তত্বাৎ কিন্তু সর্ব্বেশ্বর প্রভো॥ ২২১॥

হে কামদস্বামিন্! আমি এই অবধান করিলাম কিন্তু হে সর্ব্বেশ্বর প্রভো, কামাদিতে আশক্তচিত্ততা হেতুক॥ ২২১॥

ত্বন্ময়ত্বাৎ প্রসাদাদ্বা শক্নোমি পঠিতুং নচেৎ।
বিষ্ণোঃ সহস্রনাম্নৈতৎ প্রত্যহং বৃষভধ্বজ।
নাম্নৈকেন তু যেন স্যাত্তৎ ফলং ব্রূহি মেপ্রভো॥ ২২২॥

---

* এইস্থলে শৌচেন ইতি পাঠান্তর।

যদ্যপি তন্ময় ও একাগ্রচিত্ত হইয়া পাঠ করিতে অসমর্থ হই তথাপি যে প্রকারে এই বিষ্ণুর সহস্র নামের মধ্য হইতে কোন একটি দ্বারা উক্ত ফল হইবেক হে প্রভু, বৃষভধ্বজ! প্রত্যহ আমাকে তাহা করিবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করুন॥ ২২২॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

রাম রামেতি রামেতি রামরামো মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥ ২২৩॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। হে বরাননে! রাম, রাম, রাম রাম রাম এই রাম নাম সহস্র নামের তুল্য হয়॥ ২২৩॥

অতঃ সর্ব্বাণি তীর্থানি জলঞ্চৈব প্রয়াগজং।
বিষ্ণোর্নামসহস্রস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীং॥ ২২৪॥

অতএব সকল তীর্থ ও প্রয়াগ তীর্থের জল বিষ্ণুর সহস্র নামের ষোড়শ ভাগের একাংশ তুল্যও হয় না॥ ২২৪॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে পার্ব্বতী-
শিবসংবাদে শ্রীবিষ্ণোর্নামসহস্রং
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে পার্ব্বতী-
শিবসম্বাদে শ্রীবিষ্ণুর নাম সহস্র তৃতীয় অধ্যায়॥ ৩॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পার্ব্বতী শিব সংবাদ, বিষ্ণু স্তোত্র ও কবচ কথন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি স্তোত্রং পরমদুর্লভং।

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্গচ্ছেন্নরো নিরয়যাতনাং॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। অয়ি দেবি! পরম দুর্লভ স্তোত্র তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর, তাহা জ্ঞাত হইলে কোন ব্যক্তি নরক যাতনা পুনর্ব্বার আর প্রাপ্ত হয় না॥ ১॥

কবচঞ্চ মহেশানি ত্রৈলোক্যমঙ্গলাদিকং।

নারদায় চ যৎপ্রোক্তং ব্রহ্মপুত্রেণ ধীমতা॥

সনৎকুমারেণ পুরা যোগীন্দ্রগুরুবর্ত্মনা॥ ২॥

হে মহেশানি! এই ত্রৈলোক্য মঙ্গল কবচ যাহা বুদ্ধিমান ব্রহ্মপুত্র কর্ত্তৃক নারদের প্রতি কথিত হইয়াছিল এবং সনৎকুমার পূর্ব্বকালে যোগিশ্রেষ্ঠ নিজগুরু নিকটে শুনিয়াছিলেন এক্ষণে তাহা ব্যক্ত করিতেছি॥ ২॥

শ্রীনারদ উবাচ।

প্রসীদ ভগবন্‌ মহ্যমজ্ঞানাৎ কুণ্ঠিতাত্মনে।

তবাঙ্ঘ্রিপঙ্কজরজোরাগিণীং ভক্তিমুত্তমাং॥ ৩॥

শ্রীনারদ ঋষি কহিতেছেন। হে ভগবন্‌! অজ্ঞান হেতুক কুণ্ঠিত চিত্ত আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আপনার পদ পঙ্কজের অনুরাগিণী উৎকৃষ্ট ভক্তি আমাকে প্রদান করুন॥ ৩॥

অজ প্রসীদ ভগবন্নমিতদ্যুতিপঞ্জর।

অপ্রমেয় প্রসীদাস্মদ্দুঃখহন্‌ পুরুষোত্তম॥ ৪॥

হে অমিত দ্যুতি পঞ্জর জন্মহীন ভগবন্‌ আপনি প্রসন্ন হউন আপনি অপ্রমেয়, পুরুষোত্তম ও আমাদিগের দুঃখহন্তা অতএব আপনি প্রসন্ন হউন॥ ৪॥

স্বসংবেদ্য প্রসীদাস্মদানন্দাত্মন্ননাময়।
অচিন্ত্যসার বিশ্বাত্মন্ প্রসীদ পরমেশ্বর ॥ ৫ ॥

হে আনন্দাত্মন্! অনাময়, অচিন্ত্যসার, বিশ্বাত্মন্, পরমেশ্বর আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ৫ ॥

প্রসীদ তুঙ্গ তুঙ্গানাং প্রসীদ শিব শোভন।
প্রসীদ গুণগম্ভীর গম্ভীরাণাং মহাদ্যুতে ॥ ৬ ॥

হে মহার্হপদ সমূহের শ্রেষ্ঠ! মঙ্গলময়, শোভনমূর্ত্তি, গুণগম্ভীর এবং গম্ভীরদিগের মহৎ ভূষণধারী, আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ৬ ॥

প্রসীদ ব্যক্ত বিস্তীর্ণ বিস্তীর্ণানামগোচর।
প্রসীদার্দ্রার্দ্রজাতীনাং প্রসীদান্তান্তদায়িনাং ॥ ৭ ॥

হে ব্যক্ত! বিস্তীর্ণ, এবং বিস্তীর্ণদিগের অগোচর, আর্দ্রজাতিদিগের আর্দ্র এবং অন্তদায়িদিগের অন্ত, আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ৭ ॥

গুরোর্গরীয়ঃ সর্ব্বেশ প্রসীদানন্তদেহিনাং।
জয় মাধব মায়াত্মন্ জয় শাশ্বত শঙ্খভৃৎ ॥ ৮ ॥

গুরু হইতে শ্রেষ্ঠ, সকলের ঈশ্বর, এবং দেহিদিগের মধ্যে অনন্ত আপনি প্রসন্ন হউন, হে মায়াত্মন্ মাধব এবং শাশ্বত জয়যুক্ত হউন ॥ ৮ ॥

জয় শঙ্খধর শ্রীমন্ জয় নন্দকনন্দন।
জয় চক্রগদাপাণে জয় দেব জনার্দ্দন ॥ ৯ ॥

হে শঙ্খধর! শ্রীমন্ আপনার জয় হউক, হে নন্দকনন্দন চক্রপাণি জনার্দ্দন আপনি জয়যুক্ত হউন ॥ ৯ ॥

জয় রত্নবরাবদ্ধকিরীটাক্রান্তমস্তক।
জয় পক্ষিপতিচ্ছায়ানিরুদ্ধার্ককরারুণ ॥ ১০ ॥

হে রত্নশোভিত কিরীটধারি! আপনি অরুণবর্ণ হইয়া জয়যুক্ত হউন ॥ ১০ ॥

নমস্তে নরকারাতে নমস্তে মধুসূদন।
নমস্তে ললিতাপাঙ্গ নমস্তে নরকান্তক ॥ ১১ ॥

হে নরকান্তকারিন্! শ্রীমধুসূদন ললিতাঙ্গ এবং নরকান্তক আপনাকে নমস্কার করি॥ ১১ ॥

নমঃ পাপহরেশান নমঃ সর্ব্বভয়াপহ।
নমঃ সম্ভূতসর্ব্বাত্মন্ নমঃ সম্ভৃতকৌস্তুভ॥ ১২॥

হে পাপহর! ঈশান, সকল ভয়ের নিবারক, সকল আত্মার উৎপাদক এবং কৌস্তুভধারী আপনাকে নমস্কার করিতেছি॥ ১২ ॥

নমস্তে নয়নাতীত নমস্তে ভয়হারক।
নমো বিভিন্নবেশায় নমঃ শ্রুতিপথাতিগ॥ ১৩॥

হে নয়নাতীত! ভয়হারক, শ্রুতিপথের অতীত এবং বিভিন্নবেশধারি, আপনার উদ্দেশে নমস্কার করি॥ ১৩॥

নমস্ত্রিমূর্ত্তিভেদেন স্বর্গস্থিত্যন্তহেতবে।
বিষ্ণবে ত্রিদশারাতিজিষ্ণবে পরমাত্মনে॥ ১৪॥

আপনি ত্রিমূর্ত্তিভেদে সৃষ্টিস্থিতি এবং প্রলয়ের হেতু হইতেছেন, আপনিই দেবগণের শত্রুজেতা পরমাত্মা বিষ্ণু, আপনাকে নমস্কার করিতেছি॥ ১৪॥

চক্রভিন্নারিচক্রায় চক্রিণে চক্রবল্লভ।
বিশ্বায় বিশ্ববন্দ্যায় বিশ্বভূতানুবর্ত্তিনে॥ ১৫॥

আপনার চক্রে রিপুগণের চক্র ভগ্ন হইয়া যায়, আপনি চক্রী ও চক্রপ্রিয়, এবং বিশ্ব ও বিশ্ববন্দ্য এবং বিশ্বভূতের অনুবর্ত্তী॥ ১৫॥

নমোঽস্তু যোগিধ্যেয়াত্মন্নমোঽস্ত্বধ্যাত্মরূপিণে।
ভক্তিপ্রদায় ভক্তানাং নমস্তে ভক্তিদায়িনে॥ ১ ॥

এবং যোগিধ্যেয়াত্মন্ অধ্যাত্মরূপি, এবং ভক্তগণের ভক্তিদাতা আপনাকে নমস্কার করি॥ ১৬॥

পূজনং হবনং চেজ্যা ধ্যানং পশ্চান্নমস্ক্রিয়া।
দেবেশ কর্ম্ম সর্ব্বং মে ভবেদারাধনং তব॥ ১৭॥

হে দেবেশ ! পূজা, হোম, যাগ, ধ্যান ও নমস্কার প্রভৃতি আমার সমস্ত কর্ম্ম আপনার আরাধনার নিমিত্ত হউক ॥ ১৭ ॥

ইতি হবনজপার্চ্চাভেদতো বিষ্ণুপূজা
নিয়তহৃদয়কর্ম্মা যস্তু মন্ত্রী চিরায়।
স খলু সকলকামান্ প্রাপ্য কৃষ্ণান্তরাত্মা
জননমৃতিবিমুক্তামুত্তমাং ভক্তিমেতি ॥ ১৮ ॥

যে কোন মন্ত্রসাধক ব্যক্তি এই প্রকার হোম, জপ এবং পূজাভেদে হৃদয় মধ্যে বিষ্ণুপূজা সম্পাদন করেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে অন্তরস্থ করিয়া সমস্ত কামনার ফলপ্রাপ্ত হইয়া জন্ম ও মৃত্যুরহিত হইয়া উত্তম ভক্তি প্রাপ্ত হয়েন ॥ ১৮ ॥

গোগোপগোপিকাবীতং গোপালং গোষু গোপ্রদং।
গোপৈরীড্যং গোসহস্রৈ র্নৌমি গোকুলনায়কং ॥ ১৯ ॥

গো, গোপ, এবং গোপিকাগণে পরিবৃত পুরুষোত্তমকে, ধর্ম্মার্থ কামনা ও মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য ও ত্রৈলোক্য ধর্ম্মদাতা (গাভিদিগের হর্ষদাতা) ও গোপদিগের এবং গোসহস্রের পূজ্য গোকুলনায়ক গোপালকে স্তব ও নমস্কার করি ॥ ১৯ ॥

প্রীণয়েদনয়া স্তুত্যা জগন্নাথং জগন্ময়ং।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামাপ্তয়ে পুরুষোত্তমং ॥ ২০ ॥

এই স্তোত্র পাঠ করিয়া ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষ প্রার্থনায় জগন্ময় জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে পরিতুষ্ট করিবেন ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে শ্রীকৃষ্ণ-
স্তোত্রং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে
শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্রনামক চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণের ত্রৈলোক্য মঙ্গল কবচ কথন।

শ্রীনারদ উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ কবচং যৎপ্রকাশিতং।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কৃপয়া কথয় প্রভো॥ ১॥

শ্রীনারদ কহিলেন। হে ভগবন্! আপনি সকল ধর্ম্মই অবগত আছেন, অতএব ত্রৈলোক্য মঙ্গল নামে যে কবচ প্রকাশিত আছে হে প্রভো কৃপা করিয়া তাহা আমাকে বলুন॥ ১॥

শ্রীসনৎকুমার উবাচ।

শৃণু বক্ষ্যামি বিপ্রেন্দ্র কবচং পরমাদ্ভুতং।
নারায়ণেন কথিতং কৃপয়া ব্রহ্মণে পুরা॥ ২॥

সনৎকুমার কহিলেন। হে বিপ্রেন্দ্র! পূর্ব্বকালে ব্রহ্মার প্রতি কৃপাবান হইয়া যে কবচ নারায়ণ কর্তৃক কথিত হইয়াছিল, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ২॥

ব্রহ্মণা কথিতং মহ্যং পরং স্নেহাদ্বদামি তে।
অতিগুহ্যতমং তত্ত্বং ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহং॥ ৩॥

ব্রহ্মা তাহা আমাকে কহিয়াছিলেন, তোমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রযুক্ত আমি সেই ব্রহ্মমন্ত্রের স্বরূপ নিতান্ত গোপনীয় তত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি॥ ৩॥

যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ব্রহ্মা সৃষ্টিং বিতনুতে ধ্রুবং।
যদ্ধৃত্বা পঠনাৎপাতি মহালক্ষ্মীর্জগৎত্রয়ং॥ ৪॥

যাহা ধারণ কিম্বা পাঠ করিয়া ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, এবং মহালক্ষ্মী জগৎত্রয়ের রক্ষা করেন॥ ৪॥

পঠনাদ্ধারণাৎ শম্ভুঃ সংহর্ত্তা সর্ব্বমন্ত্রবিৎ।
ত্রৈলোক্যজননী দুর্গা মহিষাদিমহাসুরান্॥ ৫॥

এবং সর্ব্ববেত্তা মহাদেবও তাহার ধারণ এবং পাঠ করিয়া সংহার কর্ত্তা হয়েন, ও ত্রৈলোক্যের জননী দুর্গা মহিষাদি মহাস্বুরগণকে ॥ ৫ ॥

বরদৃপ্তান্ জঘানৈব পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ।
এবমিন্দ্রাদয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥ ৬ ॥

তাহারা বর পাইয়া দর্প করিতে লাগিলে উহা ধারণ এবং পাঠ করণের বলে বিনষ্ট করিয়াছেন, আরো যে হেতুক ইন্দ্রাদি সকলেই উহাতে সর্ব্বৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইযাছেন ॥ ৬ ॥

ইদং কবচমত্যন্তগুপ্তং কুত্রাপি নো বদেৎ।
শিষ্যায় ভক্তিযুক্তায় সাধকায় প্রকাশয়েৎ ॥ ৭ ॥

এই কবচ অত্যন্ত গোপনীয় কোথায় ও বলিবেক না, কিন্তু কেবল ভক্তিযুক্ত সাধক শিষ্যের নিকট প্রকাশ করিবে ॥ ৭ ॥

শঠায় পরশিষ্যায় দত্ত্বা মৃত্যুমবাপ্নুয়াৎ।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলস্যাস্য কবচস্য প্রজাপতিঃ ॥ ৮ ॥

কোন শঠ কিম্বা পরশিষ্যকে দিলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে এই ত্রৈলোক্য মঙ্গল কবচের প্রজাপতি ॥ ৮ ॥

ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী দেবো নারায়ণঃ স্বয়ং।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৯ ॥

ঋষি, ছন্দঃ গায়ত্রী দেবতা স্বয়ং নারায়ণ এবং ধর্ম্মার্থ কাম এবং মোক্ষে বিনিয়োগ উক্ত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

প্রণবো মে শিরঃ পাতু নমো নারায়ণায় চ।
ভালং মে নেত্রযুগলমষ্টার্ণো ভক্তিমুক্তিদঃ ॥ ১০ ॥

প্রণব আমার মস্তক রক্ষা করুন নমো নারায়ণায়, আমার ললাটদেশকে এবং ভক্তি ও মুক্তিদাতা অষ্টাক্ষরী * মন্ত্র নেত্র যুগলকে রক্ষা করুন ॥ ১০ ॥

* ওঁ নমো নারায়ণায়।

ক্লীং পায়াচ্ছ্রোত্রযুগ্মঞ্চৈকাক্ষরঃ সর্ব্বমোহনঃ।
ক্লীংকৃষ্ণায় সদা ঘ্রাণং গোবিন্দায়েতি জিহ্বিকাং ॥ ১১ ॥

সর্ব্বমোহন একাক্ষর ক্লীং মন্ত্র আমার কর্ণ যুগলকে, এবং ক্লীং কৃষ্ণায় নাসিকাকে এবং গোবিন্দায় জিহ্বাকে রক্ষা করুন ॥ ১১ ॥

গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহাননং মম।
অষ্টাদশাক্ষরো মন্ত্রঃ কণ্ঠং পাতু দশাক্ষরঃ ॥ ১২ ॥

গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা এই অষ্টাদশ মন্ত্রে আমার আনন রক্ষা হউক ॥ ১২ ॥

গোপীজনপদং বল্লভায় স্বাহা ভুজদ্বয়ং।
ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ স্কন্ধৌ দশাক্ষরঃ ॥ ১৩ ॥

গোপীজন-বল্লভায় স্বাহা, ভুজদ্বয়কে, ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ এই দশাক্ষর মন্ত্র স্কন্ধদেশকে ॥ ১৩ ॥

ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং করৌ পায়াৎ ক্লীং কৃষ্ণায়াঙ্গতোঽবতু।
হৃদয়ং ভুবনেশানী ক্লীংকৃষ্ণায় ক্লীং স্তনৌ মম ॥ ১৪ ॥

ক্লীং কৃষ্ণ ক্লীং করদ্বয়কে রক্ষা করুন, ক্লীং কৃষ্ণায় সমস্ত অঙ্গকে এবং ভুবনেশানী আমার হৃদয়কে এবং ক্লীং কৃষ্ণায় আমার স্তনদ্বয়কে রক্ষা করুন ॥ ১৪ ॥

গোপালায়াগ্নিজায়ান্তং কুক্ষিযুগ্মং সদাবতু।
ক্লীং কৃষ্ণায় সদা পাতু পার্শ্বযুগ্মমনুত্তমং ॥ ১৫ ॥

গোপালায় স্বাহা আমার কুক্ষিযুগলকে সতত রক্ষা করুন, ক্লীং কৃষ্ণায় আমার উত্তম পার্শ্বকে রক্ষা করুন ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণগোবিন্দকৌ পাতু স্মরাদ্যৌ ঙেযুতৌ মনুঃ।
অষ্টাক্ষরঃ পাতু নাভিং কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরোঽবতু ॥ ১৬ ॥

স্মরাদি (অর্থাৎ ক্লীং পূর্ব্বক) ও চতুর্থ্যন্ত কৃষ্ণ এবং গোবিন্দ পদের অষ্টাক্ষর মন্ত্র নাভিকে রক্ষা করুন এবং কৃষ্ণ এই দ্ব্যক্ষর মন্ত্রে পৃষ্ঠ * রক্ষা হউক ॥ ১৬ ॥

---

* পূর্ব্ববর্ত্তিশ্লোকের অন্বয় হইয়াছে।

পৃষ্ঠং ক্লীংকৃষ্ণ কঙ্কালং ক্লীংকৃষ্ণায় দ্বিঠান্তকঃ।
শক্থিনী সততং পাতু শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণঠদ্বয়ং ॥ ১৭ ॥

ক্লীং কৃষ্ণ কঙ্কালের এবং ক্লীং কৃষ্ণায় ঠঃ ঠঃ (দ্বিঠান্তক) শক্তি অঙ্গের সতত রক্ষা বিধান করুন, এবং শ্রীং হ্রীং ক্লীং কৃষ্ণ ঠঃ ঠঃ' ১৭ ॥

উরু সপ্তাক্ষরঃ পায়াৎ ত্রয়োদশাক্ষরোঽবতু।
শ্রীং হ্রীং ক্লীং পদতো গোপীজনবল্লভদস্ততঃ ॥ ১৮ ॥

এই সপ্তাক্ষর মন্ত্রে উরুদেশের রক্ষা হউক, আর ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্রে রক্ষার্থে শ্রীং হ্রীং ক্লীং গোপীজনবল্লভায় ॥ ১৮ ॥

ভায় স্বাহেতি পায়ুং বৈ ক্লীং হ্রীং শ্রীং সদশার্ণকঃ।
জানুনী চ সদা পাতু হ্রীং শ্রীং ক্লীং চ দশাক্ষরঃ ॥১৯ ॥

স্বাহা ইহাতে পায়ুস্থান থাকে ও ক্লীং হ্রীং শ্রীং দশার্ণমন্ত্রে জানু রক্ষা হউক ॥ ১৯ ॥

ত্রয়োদশাক্ষরঃ পাতু জঙ্ঘে চক্রাদ্যুদায়ুধঃ।
অষ্টাদশাক্ষরো হ্রীং শ্রীং পূর্ব্বকো বিংশদর্ণকঃ ॥ ২০ ॥

এবং তাহা শ্রীং হ্রীং ক্লীং প্রভৃতি দশাক্ষর মন্ত্রে রক্ষিত হউক আর ত্রয়োদশাক্ষর মন্ত্রে জঙ্ঘা এবং চক্রাদিযুক্ত অস্ত্র সকল হ্রীং শ্রীং পূর্ব্বক অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে রক্ষিত হউক এবং বিংশত্যাক্ষরে ॥ ২০ ॥

সর্ব্বাঙ্গং মে সদা পাতু দ্বারকানায়কো বলী।
নমো ভগবতে পশ্চাদ্বাসুদেবায় তৎপরং ॥ ২১ ॥

আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা প্রাপ্ত হউক, দ্বারকানায়ক বলী নমো ভগবতে পশ্চাৎ বাসুদেবায় তদনন্তর ॥ ২১ ॥

তারাদ্যো দ্বাদশার্ণোঽয়ং প্রাচ্যাং মাং সর্ব্বদাবতু।
শ্রীং হ্রীং ক্লীং চ দশার্ণস্তু ক্লীং হ্রীং শ্রীং ষোড়শার্ণকঃ ॥ ২২ ॥

তারাদিবীজ সংযুক্ত এই দ্বাদশাক্ষরমন্ত্র সতত আমাকে পূর্ব্বদিকে রক্ষা করুন, শ্রীং হ্রীং ক্লীং এই দশার্ণমন্ত্রে এবং ক্লীং হ্রীং শ্রীং ষোড়শার্ণ মন্ত্রে ॥ ২২ ॥

গদাদ্যুদায়ুধো বিষ্ণুর্মামগ্নের্দ্দিশি রক্ষতু।
হ্রীং শ্রীং দশাক্ষরো মন্ত্রো দক্ষিণে মাং সদাবতু ॥ ২৩ ॥

গদা চক্রাদি অস্ত্রবিশিষ্ট শ্রীবিষ্ণু আমাকে অগ্নিকোণে রক্ষা করুন, হ্রীং শ্রীং দশাক্ষরমন্ত্রে আমাকে দক্ষিণদিকে রক্ষা করুন ॥ ২৩ ॥

তারো নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় চ।
স্বাহেতি ষোড়শার্ণোঽয়ং নৈঋত্যাং দিশি রক্ষতু ॥ ২৪ ॥

ওঁ * নমো ভগবতে রুক্মিণীবল্লভায় স্বাহা এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র নৈঋৎ কোণে রক্ষক হউন ॥ ২৪ ॥

ক্লীং হৃষীকেশায় পদং নমো মাং বারুণেঽবতু।
অষ্টাদশার্ণঃ কামান্তো বায়ব্যে মাং সদাবতু ॥ ২৫ ॥

ক্লীং হৃষীকেশায় নমঃ আমাকে বরুণ দিকে (পশ্চিমে) রক্ষা করুন, কামান্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র আমাকে বায়ুকোণে সতত রক্ষা করুন ॥ ২৫ ॥

শ্রীং মায়া কাম কৃষ্ণায় গোবিন্দায় দ্বিঠো মনুঃ।
দ্বাদশার্ণাত্মকো বিষ্ণুরুত্তরে মাং সদাবতু ॥ ২৬ ॥

ক্লীং মায়াবীজ ও কামবীজ কৃষ্ণায় গোবিন্দায় (দ্বিঠমনু) দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রাত্মক শ্রীবিষ্ণু আমাকে উত্তরদিকে সতত রক্ষা করুন ॥ ২৬ ॥

বাগ্‌ভবং কাম কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায় তৎপরং।
শ্রীং গোপীজনবল্লভান্তে ভায় স্বাহা হসৌস্ততঃ ॥ ২৭ ॥

বাগ্‌ভব ও কামবীজ, কৃষ্ণায় হ্রীং গোবিন্দায়, তৎপরে গোপীজনবল্লভায় স্বাহা তৎপরে হ সৌ * ॥ ২৭ ॥

দ্বাবিংশত্যক্ষরো মন্ত্রো মামৈশান্যে সদাবতু।
কালিয়স্য ফণামধ্যে দিব্যং নৃত্যং করোতি তং ॥ ২৮ ॥

এই দ্বাত্রিংশত্যক্ষর মন্ত্র আমাকে ঈশানকোণে রক্ষা করুন কালিয় সর্পের ফণামধ্যে যিনি নৃত্য করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

---

* তারাবীজ।

* হেসৌ ইতি তন্ত্রসারাদৌ পাঠান্তরং।

নমামি দেবকীপুত্রং নৃত্যরাজানমচ্যুতং।
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রোঽপ্যধো মাং সর্ব্বদাবতু॥ ২৯॥

সেই নর্ত্তকরাজ, অচ্যুত, দেবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি, এই দ্বাত্রিংশদক্ষর মন্ত্র আমার শরীরের অধোদেশকে রক্ষা করুন॥ ২৯॥

কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি।
তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াদেষা মাং পাতু চোর্দ্ধতঃ॥ ৩০॥

আমরা কামদেবকে জ্ঞাত হই আর পুষ্পবাণকে ধ্যান করি, অতএব অনঙ্গদেব আমার বুদ্ধি চালনাপূর্ব্বক আমাকে ঊর্দ্ধভাগে রক্ষা করুন॥ ৩০॥

ইতি তে কথিতং বিপ্র ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহং।
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকং॥ ৩১॥

হে বিপ্র! এই ত্রৈলোক্য মঙ্গল নামক কবচ ব্রহ্মরূপক ও ব্রহ্মমন্ত্রের সার বলিয়া তোমাকে কহিলাম॥ ৩১॥

ব্রহ্মণা কথিতং পূর্ব্বং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতং।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ॥ ৩২॥

নারায়ণের মুখ হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা পূর্ব্বেই কহিয়াছিলেন, এবং আমি তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ কহিলাম তুমি কাহাকেও ইহা কহিও না॥ ৩২॥

গুরুং প্রণম্য বিধিবৎ কবচং প্রপঠেত্ততঃ।
সকৃদ্দ্বিস্ত্রির্যথাজ্ঞানং সোঽপি সর্ব্বতপোময়ঃ॥ ৩৩॥

গুরুকে বিধিবৎ প্রণাম করিয়া যথাজ্ঞানে এক, দুই অথবা তিনবার কবচ পাঠ করিবেক, তাহাতে সর্ব্বতপোময় হইবে॥ ৩৩॥

মন্ত্রেষু সকলেষ্বেব দেশিকো নাত্র সংশয়ঃ।
শতমষ্টোত্তরঞ্চাস্য পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৩৪॥

এই সকল মন্ত্রের মধ্যে নিঃসংশয়ে উপবিষ্ট মন্ত্রও রাখিতে হইবে, তৎসহ অষ্টোত্তর শতবারে ইহার পুরশ্চরণ নির্দ্দিষ্ট থাকিবে ॥ ৩৪ ॥

হবনাদীন্দশাংশেন কৃত্বা তৎসাধয়েৎ ধ্রুবং।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বিষ্ণুরেব ভবেৎ স্বয়ং ॥ ৩৫ ॥

ও তাহার দশাংশরূপে হোমাদি করিয়া উহার সাধন করিবে ও কবচ সিদ্ধ হইলে বিষ্ণুর সাদৃশ্য অর্থাৎ মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩৫ ॥

মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেৎ তস্য পুরশ্চর্য্যাবিধানতঃ।
স্পর্দ্ধামুর্দ্ধূয় সততং লক্ষ্মীর্ব্বাণী বসেত্ততঃ ॥ ৩৬ ॥

আর পুরশ্চরণ বিধির নিয়মে মন্ত্রসিদ্ধি হইলে লক্ষ্মী এবং সরস্বতী তাহার প্রতি কৃপাবতী হয়েন ॥ ৩৬ ॥

পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্ত্বা মুলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
দশবর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৭ ॥

মূলমন্ত্রে অষ্টবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া একবার পাঠ করিলে দশসহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত পূজার ফল পাওয়া যায় ॥ ৩৭ ॥

ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুটিকাং স্বর্ণস্থাংধারয়েদ্যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি বিষ্ণুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

যদি ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া উহা স্বর্ণগুটিকা অর্থাৎ মাদুলিতে রাখিয়া কণ্ঠে কিম্বা দক্ষিণ বাহুতে ধারণ করিলে শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহ ভাজন হয় ॥ ৩৮ ॥

অশ্বমেধসহস্রাণি বাজপেয়শতানি চ।
মহাদানানি যান্যেব প্রাদক্ষিণ্যং ভুবস্তথা ॥ ৩৯ ॥

উহা ধারণপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিলে সহস্র অশ্বমেধ ও একশত বাজপেয় যজ্ঞ ও মহাদান প্রভৃতির ফল প্রাপ্তি হয় ॥ ৩৯ ॥

কলাং নার্হন্তি তান্যেব সকৃদুচ্চারণাত্ততঃ।
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৪০ ॥

এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবচ একবার উচ্চারণ করিলে তাঁহার প্রসাদে ভক্তের জীবন্মুক্তি হয় ॥ ৪০ ॥

ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যজেদ্যঃ পুরুষোত্তমং ।
শতলক্ষপ্রজপ্তোঽপি ন মন্ত্রস্তস্য সিধ্যতি ॥ ৪১ ॥

ত্রৈলোক্যে সকলে তাহাকে ভয় করে ও জয়যুক্ত হয়, কিন্তু এই কবচ না জানিয়া যে কেহ পুরুষোত্তমের আরাধনা করে, শতলক্ষ বার জপ করিও মন্ত্রসিদ্ধ হয় না ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে
ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচং পঞ্চমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে ত্রৈলোক্যমঙ্গল
নাম কবচ পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

গোপাল স্তোত্র কথন।

শ্রীনারদ উবাচ।

নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনং।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণং গোপালরূপিণং॥ ১॥

শ্রীনারদ কহিলেন। নবীন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ ও নীলপদ্মের ন্যায় লোচনবিশিষ্ট সেই গোপীনন্দন গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি॥১॥

স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধনীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজং।
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধবনমালাবিভূষিতং॥ ২॥

তাঁহার নীল ও কুঞ্চিত কেশাবলী ময়ূরপুচ্ছে নিবদ্ধ হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, এবং কদম্ব পুষ্পেগ্রথিত বনমালা সকল তাঁহার ভূষণ হইয়াছে॥২॥

গণ্ডমণ্ডলসংসর্গিচলৎকুঞ্চিতকুন্তলং।
স্থূলমুক্তাফলোদারহারোদ্দ্যোতিতবক্ষসং॥ ৩॥

কুঞ্চিত কুন্তল সকল গণ্ডমণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হইয়া চলায়মান হইতেছে এবং স্থূল মুক্তাফলের উৎকৃষ্ট হার বক্ষঃস্থলে দীপ্তি পাইতেছে॥৩॥

হেমাঙ্গদতুলাকোটিকিরীটোজ্জ্বলবিগ্রহং।
মন্দমারুতসংক্ষোভচলিতাম্বরসঞ্চয়ং॥ ৪॥

স্বর্ণাভরণ এবং কিরীট প্রভৃতিতে তাঁহার দেহের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিতেছে, এবং মন্দ মন্দ বায়ুতে তাঁহার বস্ত্রাবলী চলিত হইতেছে॥ ৪॥

রুচিরৌষ্ঠপুটন্যস্তবংশীমধুরনিস্বনৈঃ।
লসদ্গোপালিকাচেতো মোহয়ন্তং পুনঃ পুনঃ॥ ৫॥

বিশেষতঃ তিনি মনোহর ওষ্ঠমধ্যে বংশীস্থাপনপূর্ব্বক বিলাসধ্বনি করাতে গোপালিকাদিগের চিত্ত পুনঃ পুনঃ মোহযুক্ত হইতেছে॥ ৫॥

বল্লবীবদনাম্ভোজমধুপানমধুব্রতং।
ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সস্মেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ ॥ ৬ ॥

তিনি গোপীগণের মুখপদ্মের মধুপানে মধুকর স্বরূপ হইয়া, ঈষৎহাস্য সহকারে তাহাদিগের চিত্তকে ক্ষোভযুক্ত করিয়াছেন ॥ ৬ ॥

যৌবনোদ্ভিন্নদেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরস্পরং।
বিচিত্রাম্বরভূষাভির্গোপনারীভিরাবৃতং ॥ ৭ ॥

ও যৌবনেতে উদ্ভিন্ন দেহ ও পরস্পর সংসক্ত এবং বিচিত্র বস্ত্র ও ভূষণ-যুক্ত গোপিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৭ ॥

প্রভিন্নাঞ্জনকালিন্দীজলকেলিকলোৎসুকং।
যোধয়ন্তং ক্বচিদ্গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাঙ্গণং ॥ ৮ ॥

অঞ্জন সদৃশ যমুনাজলে কেলিকলায় উৎসুক হইয়া কোন কোন স্থলে গোপবর্গের সহিত যুদ্ধক্রীড়ায় তাহাদিগকে গোরক্ষণ স্থানে লইয়া যাইতে-ছেন ॥ ৮ ॥

কালিন্দীজলসংসর্গিশীতলানিলসেবিতে।
কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ ॥ ৯ ॥

কোন কোন স্থলে বৃন্দারণ্যের কদম্ব বৃক্ষের ছায়াতলে অবস্থিত হইয়া যমুনাজলের সংস্পৃষ্ট সুশীতল সমীরণ গ্রহণ করিতেছেন ॥ ৯ ॥

রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহং।
কল্পপাদপমধ্যস্থহেমমণ্ডপিকাগতং ॥ ১০ ॥

কোথায় বা রত্নপর্ব্বতে সংলগ্ন রত্নাসনে উপবিষ্ট হইয়া কল্পবৃক্ষের মধ্যস্থ হেমমণ্ডপে বিরাজমান হইতেছেন ॥ ১০ ॥

বসন্তকুসুমামোদসুরভীকৃতদিঙ্মুখে।
গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকং ॥ ১১ ॥

কোন স্থানে বসন্ত কুসুমের সৌগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইলে মনোরম গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে বসিয়া রাসরসের অভিলাষ করিতেছেন ॥ ১১ ॥

সব্যহস্ততলন্যস্তগিরিবর্য্যাতপত্রকং।
খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্তমুক্তাসারঘনাঘনং ॥ ১২ ॥

তিনি বামহস্তে (গোবর্দ্ধন) পর্ব্বত ছত্রবৎ ধারণ করিয়া ইন্দ্রের প্রেরিত মেঘাদির উৎপাত নিবারণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥

বেণুবাদ্যমহোল্লাসকৃতহুঙ্কারনিস্বনৈঃ।
সরসৈরুন্মুখৈঃশশ্বদ্গোকুলৈরভিবীক্ষিতং ॥ ১৩ ॥

তিনি যখন মহোল্লাসে বংশীবদনে হুঙ্কার শব্দ করিতেন, তখন ধেনু বৎস সকল উন্মুখ হইয়া সরসে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিত ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণমেবানুগায়দ্ভিস্তচ্চেষ্টাবশবর্ত্তিভিঃ।
দণ্ডপাশোদ্যতকরৈর্গোপালৈরুপশোভিতং ॥ ১৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণেরই পশ্চাদ্গায়ক ও তাঁহার চেষ্টার বশবর্ত্তী ও দণ্ড এবং পাশের সহিত ঊর্দ্ধহস্ত গোপালবর্গে শোভিত হইতেছেন ॥ ১৪ ॥

নারদাদ্যৈর্ম্মুনিশ্রেষ্ঠৈর্ব্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
প্রীতিসুস্নিগ্ধয়া বাচা স্তূয়মানং পরাৎপরং ॥ ১৫ ॥

বেদ বেদাঙ্গ শাস্ত্রে পারদর্শী ও মুনিশ্রেষ্ঠ নারদাদি ঋষিকর্ত্তৃক প্রীতিযুক্ত বাক্যে স্তূয়মান হইতেছেন ॥ ১৫ ॥

য এবং চিন্তয়েদ্দেবং ভক্ত্যা সংস্তৌতি মানবঃ।
ত্রিসন্ধ্যং তস্য তুষ্টোঽসৌ দদাতি বরমীপ্সিতং ॥ ১৬ ॥

যে কোন মানব এইরূপ চিন্তা * করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের ত্রিকালীন স্তব পাঠ করেন, তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে অভিলষিত বর-প্রদান করেন ॥ ১৬ ॥

রাজবল্লভতামেতি ভবেৎ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবং ॥ ১৭ ॥

অপিচ তিনি রাজার প্রিয়, সকলের আদরণীয় ও অচল সম্পত্তিযুক্ত এবং নিশ্চয়ই কবি হইবেন ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীগোপালস্তোত্রং সমাপ্তং। ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানা-মৃতসারে চতুর্থরাত্রে গোপালস্তোত্রং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

---

* চিন্তয়ন্নিতি সমীচীনঃপাঠঃ।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

গোপাল কবচ কথন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ বক্ষ্যামি কবচং গোপালস্য জগদ্গুরোঃ।
যস্য স্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। অতঃপর জগদ্গুরু গোপালের কবচ কহিতেছি, তাঁহার স্মরণমাত্রে সাধকেরা জীবন্মুক্ত হয়েন॥ ১॥

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি সাবধানাঽবধারয়।
নারদোঽস্য ঋষির্দ্দেবি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতং॥ ২॥

হে দেবি! আমার বাক্য সাবধান হইয়া শ্রবণ কর, হে দেবি উহার ঋষি নারদ, ছন্দঃ অনুষ্টুপ॥ ২॥

দেবতা বালকৃষ্ণশ্চ চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কঃ।
শিরো মে বালকৃষ্ণশ্চ পাতু নিত্যং মম শ্রুতী॥ ৩॥

দেবতা বাল কৃষ্ণ, এবং চতুর্ব্বর্গ (সাধনার্থে বিনিয়োগ) উক্ত হইয়াছে, বাল কৃষ্ণ আমার মস্তক ও কর্ণযুগল নিত্য নিত্য রক্ষা করুন॥ ৩॥

নারায়ণঃ পাতু কণ্ঠং গোপীবন্দ্যঃ কপোলকং।
নাসিকে মধুহা পাতু চক্ষুষী নন্দনন্দনঃ॥ ৪॥

নারায়ণ কণ্ঠদেশ ও গোপীবন্দ্য কপোলদেশ রক্ষা করুন, মধুহ নাসিকার ও নন্দনন্দন বক্ষদ্বয়ের রক্ষা করুন॥ ৪॥

জনার্দ্দনঃ পাতু দন্তানধরে মাধবস্তথা।
ঊর্দ্ধোষ্ঠং পাতু বারাহশ্চিবুকং কেশিসূদনঃ॥ ৫॥

জনার্দ্দন দন্ত সকলের ও মাধব অধরের রক্ষা করুন ঊর্দ্ধোষ্ঠে বরাহ, চিবুকে কেশিসূদন আমাকে রক্ষা করুন॥ ৫॥

হৃদয়ং গোপিকানাথো নাভিং সুতপ্রদঃ সদা।
হস্তৌ গোবর্দ্ধনধরঃ পাদৌ পীতাম্বরোঽবতু॥ ৬॥

গোপিকানাথ হৃদয়ে, সুতপ্রদ নাভিতে, গোবর্দ্ধনধারী হস্তদ্বয়ে এবং পীতাম্বর পদদ্বয়ে আমাকে রক্ষা করুন॥ ৬॥

করাঙ্গুলীন্ শ্রীধরো মে পাদাঙ্গুল্যঃ কৃপাময়ঃ।
লিঙ্গং পাতু গদাপাণির্ব্বালক্রীড়ামনোরমঃ॥ ৭॥

শ্রীধর আমার হস্তের অঙ্গুলিসমূহকে, কৃপাময় পাদাঙ্গুলি সকলকে এবং বাল্যক্রীড়াতে মনোরম গদাপাণি আমার লিঙ্গ রক্ষা করুন॥ ৭॥

জগন্নাথঃ পাতু পূর্ব্বং শ্রীরামোঽবতু পশ্চিমং।
উত্তরং কৈটভারিশ্চ দক্ষিণং হনূমৎপ্রভুঃ॥ ৮॥

জগন্নাথ পূর্ব্বে, শ্রীরাম পশ্চিমে কৈটভারি এবং হনূমৎ প্রভু দক্ষিণে আমাকে রক্ষা করুন॥ ৮॥

আগ্নেয্যাং পাতু গোবিন্দো নৈঋর্ত্যাং পাতু কেশবঃ।
বায়ব্যাং পাতু দৈত্যারিরৈশান্যাং গোপনন্দনঃ॥ ৯॥

গোবিন্দ অগ্নিকোণে, কেশব নৈঋতে, দৈত্যারি বায়ুকোণে গোপনন্দন ঈশানকোণে আমাকে রক্ষা করুন॥ ৯॥

ঊর্দ্ধং পাতু প্রলম্বারি রধঃ কৈটভমর্দ্দনঃ।
শয়ানং পাতু পূতাত্মা গতৌ পাতু শ্রিয়ঃপতিঃ॥ ১০॥

প্রলম্বারি ঊর্দ্ধদিকে কৈটভমর্দ্দন অধোদিকে, পূতাত্মা শয়নকালে এবং শ্রীপতি গমনকালে আমাকে রক্ষা করুন॥ ১০॥

শেষঃ পাতু নিরালম্বে জাগ্রদ্ভাবে হ্যপাং পতিঃ।
ভোজনে কেশিহা পাতু কৃষ্ণঃ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিষু॥ ১১॥

অনন্তদেব নিরাশ্রয়ে, বরুণ জাগ্রদ্ভাবে, কেশিহা ভোজনে এবং শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বাঙ্গসন্ধিতে আমার রক্ষাকর্ত্তা হউন॥ ১১॥

গণনাসু নিশানাথো দিবানাথো দিনক্ষয়ে।
ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং পরমাদ্ভুতং॥ ১২॥

রাত্রিতে নিশানাথকর্ত্তৃক, দিনক্ষয়ে দিবাপতিকর্ত্তৃক আমি রক্ষিত হই, তোমাকে এই পরমাদ্ভুত দিব্য কবচ কহিলাম॥ ১২॥

যঃ পঠেন্নিত্যমেবেদং কবচং প্রযতো নরঃ ।

তস্যাশু বিপদো দেবি নশ্যন্তি রিপুসঙ্ঘতঃ ॥ ১৩ ॥

যে মনুষ্য সংযত হইয়া নিত্যই এই কবচ পাঠ করেন, হে দেবি ! শত্রুগণ হইতে শীঘ্র তাঁহার বিপদ ভঞ্জন হয় ॥ ১৩ ॥

অন্তে গোপালচরণংপ্রাপ্নোতি পরমেশ্বরি ।

ত্রিসন্ধ্যমেকসন্ধ্যং বা যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি ॥ ১৪ ॥

এবং সে অন্তকালে শ্রীগোপালের চরণারবিন্দ প্রাপ্ত হয়, আর হে পরমেশ্বরি ! যে কেহ ত্রিসন্ধ্যা সময়ে কোন এক (প্রভাতাদি) সন্ধ্যাকালে ইহা পাঠ কিম্বা শ্রবণ করে ॥ ১৪ ॥

তৎসর্ব্বদো রমানাথঃ পরিপাতি চতুর্ভুজঃ ।

অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি গোপালং পূজয়েদ্যদি ॥ ১৫ ॥

রমাপতি তাহাকে সকলই দান করেন ও চতুর্ভুজ তাহাকে রক্ষা করেন, আর যদি কেহ কবচ না জানিয়া গোপালের পূজা করে ॥ ১৫ ॥

সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি জপহোমার্চ্চনাদিকং ।

স শস্ত্রাঘাতং সম্প্রাপ্য মৃত্যুমেতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

হে দেবি ! তাহার জপ, হোম ও পূজা প্রভৃতি সকলই বৃথা হয় এবং সে নিঃসন্দেহ শস্ত্রাঘাত পাইয়া মৃত্যুপথে পতিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ইতি শ্রীগোপালকবচং সমাপ্তং ।

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীগোপাল কবচ সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

গোপাল সহস্র নাম স্তোত্র কথন।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বদেবেশ দেবদেব জগদ্গুরো।

কথিতং কবচং দিব্যং বালগোপালরূপিণং ॥ ১ ॥

হে সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ দেবদেব ভগবন্ জগদ্গুরু। আপনি বালগোপালরূপী এই দিব্য কবচ প্রকাশ করিলেন ॥ ১ ॥

শ্রুতং ময়া তব মুখাৎ পরং কৌতূহলং মম।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি গোপালস্য পরাত্মনঃ ॥ ২ ॥

আপনার মুখ হইতে যাহা শ্রবণ করিলাম তাহাতে আমার কৌতূহল জন্মিয়াছে, এক্ষণে পরমাত্মা গোপালের সহস্র নাম ॥ ২ ॥

সহস্রং নাম দিব্যানামশেষেণানুকীর্ত্তয়।

ত্বমেব শরণং নাথ ত্রাহি মাং ভক্তবৎসল ॥ ৩ ॥

অশেষ প্রকারে কীর্ত্তন করিয়া বলুন, তাহা শুনিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে, হে নাথ! আপনি ভক্তবৎসল অতএব আপনার শরণাপন্ন হইতেছি আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥

যদি স্নেহোঽস্তি দেবেশ মাং প্রতি প্রাণবল্লভ।

যেন প্রকাশিতং পূর্ব্বং কুত্র কিম্বা কদা ক নু ॥

পিবতোঽচ্যুতপীযূষং ন মেঽত্রাস্তি বিরামতা ॥ ৪ ॥

হে দেবেশ! প্রাণবল্লভ যদ্যপি আমার প্রতি আপনার স্নেহ থাকে তবে, সেই অচ্যুত নামামৃত কি প্রকারে কোন্ স্থানে কাহার দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা ব্যক্ত করুন্ ইহাতে আমার বিরাম করিবার সাধ্য নাই ॥ ৪ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শ্রীবালকৃষ্ণস্য সহস্রনাম্নঃ

স্তোত্রস্য কল্পাখ্যসুরদ্রুমস্য।

ব্যাসো বদত্যখিলশাস্ত্রনিদেশকর্ত্তা
শৃণ্বন্ শুকং মুনিগণেষু সুরর্ষিবর্য্যঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। শ্রীবাল কৃষ্ণের সহস্র নাম স্তোত্র কল্পবৃক্ষ স্বরূপ হয়। সমস্ত শাস্ত্রের নিরূপণকর্ত্তা বেদব্যাস তাহা শুকদেবকে বলিবার কালে দেবর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নারদমুনি তাহা শ্রবণ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে নারদং দণ্ডকে বনে।
জিজ্ঞাসন্তি স্ম ভক্ত্যা চ গোপালস্য পরাত্মনঃ ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বকালে দণ্ডকারণ্যমধ্যে পরমাত্মা গোপালের সহস্র নাম মহর্ষিরা ভক্তিসহকারে নারদমুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

নাম্নঃ সহস্রং পরমং শৃণু দেবি সমাসতঃ।
শ্রুত্বা শ্রীবালকৃষ্ণস্য নাম্নঃ সাহস্রকং প্রিয়ে ॥ ৭ ॥

হে দেবি! অয়িপ্রিয়ে শ্রীবাল কৃষ্ণের উৎকৃষ্ট সহস্র নাম শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

ব্যপৈতি সর্ব্বপাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ।
কলৌ বালেশ্বরো দেবঃ কলৌ বৃন্দাবনং বনং ॥ ৮ ॥

উহাতে ব্রহ্মহত্যাদি সকল পাপ যায় এবং কলিতে বালেশ্বরই দেবতা ও বৃন্দাবনই বন হয় ॥ ৮ ॥

কলৌ গঙ্গা মুক্তিদাত্রী কলৌ গীতা পরা গতিঃ।
নাস্তি যজ্ঞাদিকার্য্যাণি হরের্নামৈব কেবলং ॥
কলৌ বিমুক্তয়ে নৃণাং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৯ ॥

কলিতে গঙ্গা মুক্তিদাত্রী, গীতা, পরাগতি, হওয়াতে এবং যজ্ঞাদি কার্য্য না থাকাতে কেবল হরি নামই লোকদিগের মুক্তির জন্য আছে, আর অন্য গতি নাই ॥ ৯ ॥

অস্য শ্রীবালকৃষ্ণস্য সহস্রনামস্তোত্রস্য নারদ ঋষিঃ
শ্রীবালকৃষ্ণো দেবতা পুরুষার্থসিদ্ধয়ে
বিনিয়োগঃ।

বালকৃষ্ণঃ সুরাধীশো ভূতাবাসো ব্রজেশ্বরঃ।
ব্রজেন্দ্রনন্দনো নন্দী ব্রজাঙ্গনবিহারণঃ॥ ১০॥

শ্রীবালকৃষ্ণের সহস্র নাম স্তোত্রের ঋষি নারদ, দেবতা শ্রীবাল-কৃষ্ণ, এবং বিনিয়োগ পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য কথিত হইয়াছে, বালকৃষ্ণ, সুরাধীশ, ভূতাবাস, ব্রজেশ্বর, ব্রজেন্দ্রনন্দন, নন্দী, ব্রজাঙ্গন বিহারণ॥ ১০॥

গোগোপগোপিকানন্দকারকো ভক্তিবর্দ্ধনঃ।
গোবৎসপুচ্ছসংকর্ষজাতানন্দভরোঽজয়ঃ॥ ১১॥

গোগোপগোপিকানন্দকারক, ভক্তিবর্দ্ধন, গোবৎসপুচ্ছ সঙ্কর্ষ, জাতানন্দ-ভর, ও অজয়। ১১॥

রিঙ্গমাণগতিঃ শ্রীমানতিভক্তিপ্রকাশনঃ।
ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গো ধটী পীতপরিচ্ছদঃ॥ ১২॥

রিঙ্গমাণ গতি, শ্রীমানতিভক্তিপ্রকাশন, ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গ, ধটী-পীতপরিচ্ছদ॥ ১২॥

পুরটাভরণঃ শ্রীশো গতির্গতিমতাং সদা।
যোগীশো যোগবন্দ্যশ্চ যোগাধীশো যশঃপ্রদঃ॥ ১৩॥

পুরটাভরণ, শ্রীশ, গতিবিশিষ্ট লোকদিগের সতত গতি, যোগীশ, যোগ-বন্দ্য, যোগাধীশ ও যশঃপ্রদ॥ ১৩॥

যশোদানন্দনঃ কৃষ্ণো গোবৎসপরিচারকঃ।
গবেন্দ্রশ্চ গবাক্ষশ্চ গবাধ্যক্ষো গবাং পতিঃ॥ ১৪॥

যশোদানন্দন কৃষ্ণ, গোবৎস পরিচারক এবং গবেন্দ্র, গবাক্ষ, গবা-ধ্যক্ষ, ও গোপতি॥ ১৪॥

গবেশশ্চ গবীশশ্চ গোচারণপরায়ণঃ।
গোধূলিধামপ্রিয়কো গোধূলিকৃতভূষণঃ ॥ ১৫ ॥

গবেশ, গবীশ, গোচারণপরায়ণ, গোধূলিধামপ্রিয়ক ও গোধূলিকৃতভূষণ ॥ ১৫ ॥

গোরাম্ভো গোরসাশোগো গোরসাঞ্চিতধামকঃ।
গোরসাখাদকো বৈদ্যো বেদাতীতো বসুপ্রদঃ ॥ ১৬ ॥

গোরম্ভ, গোরসাশোগো, গোরসাঞ্চিতধামক, গোরসাস্বাদক, বৈদ্য, বেদাতীত ও বসুপ্রদ ॥ ১৬ ॥

বিপুলাংশো রিপুহরো বিক্ষরো জয়দো জয়ঃ।
জগদ্বন্দ্যো জগন্নাথো জগদারাধ্যপাদকঃ ॥ ১৭ ॥

বিপুলাংশ, রিপুহর, বিক্ষর, জয়দ, জয়, জগদ্বন্দ্য, জগন্নাথ, জগদারাধ্যপাদক ॥ ১৭ ॥

জগদীশো জগৎকর্ত্তা জগৎপূজ্যো জয়ারিহা।
জয়তাং জয়শীলশ্চ জয়াতীতো জগদ্বলঃ ॥ ১৮ ॥

জগদীশ, জগৎকর্ত্তা, জগৎপূজ্য জয়ারিহা, * জয়ীদিগের মধ্যে জয়শীল, জয়াতীত, জগদ্বল ॥ ১৮ ॥

জগদ্ধর্ত্তা পালয়িতা পাতা ধাতা মহেশ্বরঃ।
রাধিকানন্দনো রাধাপ্রাণনাথো রসপ্রদঃ ॥ ১৯ ॥

জগদ্ধর্ত্তা, পালয়িত, পাতা, ধাতা, মহেশ্বর, রাধিকার আনন্দন, রাধাপ্রাণনাথ ও রসপ্রদ ॥ ১৯ ॥

রাধাভক্তিকরঃ শুদ্ধো রাধারাধ্যো রমাপ্রিয়ঃ।
গোকুলানন্দদাতা চ গোকুলানন্দরূপধৃক্ ॥ ২০ ॥

রাধাভক্তিকর, শুদ্ধ, রাধারাধ্য, রমাপ্রিয়, গোকুলানন্দদাতা ও গোকুলানন্দরূপধারী ॥ ২০ ॥

---

* জয়ারিহেতি পাঠান্তরং।

গোকুলেশ্বরকল্যাণো গোকুলেশ্বরনন্দনঃ।

গোলোকাভিরতিঃ স্রগ্বী গোকুলেশ্বরনায়কঃ॥ ২১॥

গোকুলেশ্বর কল্যাণ, গোকুলেশ্বরনন্দন, গোকুলাভিরতি,স্রগ্বী গোলোকেশ্বর নায়ক॥ ২১॥

নিত্যং গোলোকবসতির্নিত্যং গোগোপনন্দনঃ।

গণেশ্বরো গণাধ্যক্ষো গণানাং পরিপূরকঃ॥ ২২॥

নিত্যগোকুলবসতি, নিত্যগোগোপনন্দন, গণেশ্বর, গণাধ্যক্ষ এবং গণের পরিপূরক॥ ২২॥

গুণী গুণোৎকরো গণ্যো গুণাতীতো গুণাকরঃ।

গুণপ্রিয়ো গুণাধারো গুণারাধ্যোগণাগ্রণীঃ॥ ২৩॥

গুণী, গুণোৎকর, গণ্য, গুণাতীত, গুণাকর, গুণপ্রিয়, গুণাধার, গুণারাধ্য, ও গুণাগ্রণী॥ ২৩॥

গণনায়কো বিঘ্নহরো হেরম্বঃ পার্ব্বতীসুতঃ।

পর্ব্বতাধিনিবাসী চ গোবর্দ্ধনধরো গুরুঃ॥ ২৪॥

গণনায়ক, বিঘ্নহর, হেরম্ব, পার্ব্বতীসুত, পর্ব্বতাধিনিবাসী, গোবর্দ্ধনধারী ও গুরু॥ ২৪॥

গোবর্দ্ধনপতিঃ শান্তো গোবর্দ্ধনবিহারকঃ।

গোবর্দ্ধনো গীতগতির্গবাক্ষো গোবৃষেক্ষণঃ॥ ২৫॥

গোবর্দ্ধনপতি, শান্ত, গোবর্দ্ধনবিহারক, গোবর্দ্ধন, গীতগতি, গবাক্ষ, গোবৃষেক্ষণ॥ ২৫॥

গভস্তিনেমির্গীতাত্মা গীতগম্যো গতিপ্রদঃ।

গবাময়ো যজ্ঞনেমির্যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞরূপধৃক্॥ ২৬॥

গভস্তিনেমি, গীতাত্মা, গীতগম্য, গতিপ্রদ, গবাময়, যজ্ঞনেমি, যজ্ঞাঙ্গ ও যজ্ঞরূপধারী॥ ২৬॥

যজ্ঞপ্রিয়ো যজ্ঞহর্ত্তা যজ্ঞগম্যো যজুর্গতিঃ।

যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞগম্যশ্চ যজ্ঞপ্রাপ্যো বিমৎসরঃ॥ ২৭॥

যজ্ঞপ্রিয়, যজ্ঞহর্ত্তা, যজ্ঞগম্য, যজুর্পতি, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞগম্য, যজ্ঞপ্রাপ্য, বিমৎসর ॥ ২৭ ॥

যজ্ঞান্তকৃৎ যজ্ঞগুহ্যো যজ্ঞাতীতো যজুঃপ্রিয়ঃ।
মনুর্ম্মন্বাদিরূপী চ মন্বন্তরবিহারকঃ ॥ ২৮ ॥

যজ্ঞান্তকৃৎ, যজ্ঞগুহ্য, যজ্ঞাতীত, যজুপ্রিয়, মনুমন্বাদিরূপী ও মন্বন্তর-বিহারক ॥ ২৮ ॥

মনুপ্রিয়ো মনোর্ব্বংশধারী মাধব মাপতিঃ।
মায়াপ্রিয়ো মহামায়ো মায়াতীতো মায়ান্তকঃ ॥ ২৯ ॥

মনুপ্রিয়, মনুবংশধারী, মাধব মাপতি * মায়াপ্রিয়, মহামায়, মায়াতীত, মায়ান্তক ॥ ২৯ ॥

মায়াভিগামী মায়াখ্যো মহামায়াবরপ্রদঃ।
মহামায়াপ্রদো মায়ানন্দো মায়েশ্বরঃ কবিঃ ॥ ৩০ ॥

মায়াভিগামী, মায়াখ্য, মহামায়াবরপ্রদ, মায়ানন্দ, মায়েশ্বর ও কবি ॥ ৩০ ॥

করণং কারণং কর্ত্তা কার্য্যং কর্ম্ম ক্রিয়া মতিঃ।
কার্য্যাতীতো গবাং নাথো জগন্নাথো গুণাকরঃ ॥ ৩১ ॥

করণ, কারণ, কর্ত্তা, কার্য্য, কর্ম্ম, ক্রিয়া, মতি, কার্য্যাতীত, গোনাথ, জগন্নাথ ও গুণাকর ॥ ৩১ ॥

বিশ্বরূপো বিরূপাখ্যো বিদ্যানন্দো বসুপ্রদঃ।
বাসুদেবো বশিষ্ঠেশো বাণীশো বাকৃপতির্ম্মহঃ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বরূপী, বিরূপাখ্য, বিদ্যানন্দ, বসুপ্রদ, বাসুদেব, বশিষ্ঠেশ, বাণীশ, বাকৃপতি, মহঃ ॥ ৩২ ॥

বাসুদেবো বসুশ্রেষ্ঠো দেবকীনন্দনোহরিহা।
বসুপাতা বসুপতির্ব্বসুধাপরিপালকঃ ॥ ৩৩ ॥

---

* মন্নারমাপতি রিতি সমীচীনঃ পাঠঃ।

বসুদেব, বসুশ্রেষ্ঠ,দেবকীনন্দন, অরিহন্তা,বসুপাতা, বসুপতি ও বসুধা-পরিপালক ॥ ৩৩ ॥

কংসারিঃ কংসহন্তা চ কংসারাধ্যো গতির্গবাং।
গোবিন্দো গোমতাং পালো গোপনারীজনাধিপঃ ॥ ৩৪ ॥

কংসারি, কংসহন্তা, কংসারাধ্য, গোসমূহের গতি, গোবিন্দ, গোবিশিষ্টদিগের পালক ও গোপনারী জনাধিপ ॥ ৩৪ ॥

গোপীরতো রুক্মনখধারী হারী জগদ্গুরুঃ।
জানুজঙ্ঘান্তরালশ্চ পীতাম্বরধরো হরিঃ ॥ ৩৫ ॥

গোপীরত, রুক্মনখধারী, হারী, জগদ্গুরু, জানুজঙ্ঘান্তরাল, পীতাম্বরধর, হরি ॥ ৩৫ ॥

হৈয়ঙ্গবীনসম্ভোক্তা পায়সাশো গবাং গুরুঃ।
ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মণাঙ্গরাধ্যো নিত্যং গোবিপ্রপালকঃ ॥ ৩৬ ॥

হৈয়ঙ্গবীনসংভোক্তা, পায়সাশ, গোদিগের গুরু, ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মণারাধ্য, নিত্য গোবিপ্রপালক ॥ ৩৬ ॥

ভক্তপ্রিয়ো ভক্তলভ্যো ভক্ত্যাতীতো ভুবাঙ্গতিঃ।
ভূর্লোকপাতা হর্ত্তা চ ভূগোলপরিচিন্তকঃ ॥ ৩৭ ॥

ভক্তপ্রিয়, ভক্তলভ্য, ভক্তাতীত * ভুবাঙ্গতি, ভূর্লোকপাতা, হর্ত্তা ও ভূগোলপরিচিন্তক ॥ ৩৭ ॥

নিত্যং ভূর্লোকবাসী চ জনলোকনিবাসকঃ।
তপোলোকনিবাসী চ বৈকুণ্ঠো বিষ্টরশ্রবাঃ ॥ ৩৮ ॥

নিত্য ভূর্লোকবাসী, জনলোকনিবাসক, তপোলোকনিবাসী বৈকুণ্ঠ বিষ্টরশ্রবা ॥ ৩৮ ॥

বিকুণ্ঠবাসী বৈকুণ্ঠবাসী হাসী রসপ্রদঃ।
রসিকাগোপিকানন্দদায়কো বালধৃগ্বপুঃ ॥ ৩৯ ॥

---

* ভক্তামিতি ইতি পাঠান্তর।

বিকুণ্ঠবাসী, বৈকুণ্ঠবাসী, হাসী, রসপ্রদ, রসিক। গোপিকানন্দদায়ক, হালধৃগ্‌প্রভুঃ ॥ ৩৯ ॥

যশস্বী যমুনাতীরপুলিনেঽতীবমোহনঃ।
বস্ত্রহর্ত্তা গোপিকানাং মনোহারী বরপ্রদঃ ॥ ৪০ ॥

যশস্বী, যমুনাতীর-পুলিনে অতীবমোহন, গোপিকাগণের বস্ত্র হর্ত্তা মনোহারী, ও বরপ্রদ ॥ ৪০ ॥

দধিভক্ষো দয়াধারো দাতা পাতা হুতাহুতঃ।
মণ্ডপো মণ্ডলাধীশো রাজরাজেশ্বরো বিভুঃ ॥ ৪১ ॥

দধিভক্ষ, দয়াধার, দাতা, পাতা, হুতাহুত, মণ্ডপ, মণ্ডলাধীশ, রাজরাজেশ্বর, বিভু ॥ ৪১ ॥

বিশ্বধৃক্‌ বিশ্বভুক্‌ বিশ্বপালকো বিশ্বমোহনঃ।
বিদ্বৎপ্রিয়ো বীতহব্যো হব্যগব্যকৃতাশনঃ ॥ ৪২ ॥

বিশ্বধৃক্‌, বিশ্বভুক্‌, বিশ্বপালক, বিশ্বমোহন, বিদ্বৎপ্রিয়, বীতহব্য, হব্য, গব্য কৃতাশন ॥ ৪২ ॥

কব্যভুক্‌ পিতৃবর্ত্তী চ কব্যাত্মা কব্যভোজনঃ।
রামো বিরামো রতিদো রতিভর্ত্তা রতিপ্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

কব্যভুক, পিতৃবর্ত্তী, কব্যাত্মা, কব্যভোজন, রাম, বিরাম, রতিদ, রতিভর্ত্তা, রতিপ্রিয় ॥ ৪৩ ॥

প্রদ্যুম্নোঽক্রূরদম্যশ্চ ক্রূরাত্মা ক্রূরমর্দ্দনঃ।
কৃপালুশ্চ দয়ালুশ্চ শয়ালুঃ সরিতাং পতিঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রদ্যুম্ন, অক্রূরদম্য, ক্রূরাত্মা, ক্রূরমর্দ্দন, কৃপালু, দয়ালু, শয়ালু, সরিৎপতি ॥ ৪৪ ॥

নদীনদবিধাতা চ নদীনদবিহারকঃ।
সিন্ধুঃ সিন্ধুপ্রিয়ো দান্তঃ শান্তঃ কান্তঃ কলানিধিঃ ॥ ৪৫ ॥

নদীনদবিধাতা, নদীনদবিহারক, সিন্ধু, সিন্ধুপ্রিয়, দান্ত, শান্ত, কান্ত, কলানিধি ॥ ৪৫ ॥

সংন্যাসকৃৎ সতাং ভর্ত্তা সাধূচ্ছিষ্টকৃতাশনঃ।
সাধুপ্রিয়ঃ সাধুগম্যো সাধ্বাচারনিষেবকঃ॥ ৪৬॥

সাধুগণের ভর্ত্তা, সন্ন্যাসকারী, সাধুচ্ছিষ্টকৃতাশন, সাধুপ্রিয়, সাধুগম্য, সাধ্বাচার নিষেবক॥ ৪৬॥

জন্মকর্ম্মফলত্যাগী যোগী ভোগী মৃগীপতিঃ।
মার্গাতীতো যোগমার্গো মার্গমাণো মহারবিঃ॥ ৪৭॥

জন্মকর্ম্মফলত্যাগী, যোগী, ভোগী, মৃগীপতি, মার্গাতীত, যোগমার্গ, মার্গমান, মহারবি। ৪৭॥

রবিলোচনো রবেরংশভাগী দ্বাদশরূপধৃক্।
গোপালো বালগোপালো বালকানন্দদায়কঃ॥ ৪৮॥

রবিলোচন, রবি অংশভাগী, দ্বাদশরূপধারী, গোপাল, বালগোপাল, বালকানন্দদায়ক॥ ৪৮॥

বালকানাং পতিঃ শ্রীশো বিরতিঃ সর্ব্বপাপিনাং।
শ্রীলঃ শ্রীমান্ শ্রীযুতশ্চ শ্রীনিবাসঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ॥ ৪৯॥

বালকদিগের পতি, শ্রীশ, সকল পাপীদিগের বিরতি, শ্রীল, শ্রীমান্, শ্রীযুত, শ্রীনিবাস, শ্রীপতি॥ ৪৯॥

শ্রীদঃ শ্রীশঃ শ্রিয়ঃকান্তো রমাকান্তো রমেশ্বরঃ।
শ্রীকান্তো ধরণীকান্ত উমাকান্তপ্রিয়ঃ প্রভুঃ॥ ৫০॥

শ্রীদ, শ্রীশ, শ্রীকান্ত, রমাকান্ত, রমেশ্বর, শ্রীকান্ত, ধরণীকান্ত, উমাকান্ত-প্রিয়, প্রভু॥ ৫০॥

ইষ্টোঽভিলাষী বরদো বেদগম্যো দুরাশয়ঃ।
দুঃখহর্ত্তা দুঃখনাশো ভবদুঃখনিবারকঃ॥ ৫১॥

ইষ্ট, অভিলাষী, বরদ, বেদগম্য, দুরাশয়, দুঃখহর্ত্তা, দুঃখনাশ, ভব-দুঃখনিবারক॥ ৫১॥

যথেচ্ছাচারনিরতো যথেচ্ছাচারসুপ্রিয়ঃ।
যথেচ্ছালাভসন্তুষ্টো যথেচ্ছস্ত মনোহন্তরঃ॥ ৫২॥

যথেচ্ছাচারনিরত, সুপ্রিয়, যথেচ্ছালাভ-সন্তুষ্ট, যথেচ্ছা ব্যক্তির মন এবং অন্তর ॥ ৫২ ॥

নবীননীরদাভাসো নীলাঞ্জনচয়প্রভঃ।
নবতুর্দ্দিনমেঘাভো নবমেঘচ্ছবিঃ ক্বচিৎ ॥ ৫৩ ॥

নবীন নীরদাভাস, নীলাঞ্জনচয়প্রভ, নবতুর্দ্দিনমেঘাভ, নবমেঘচ্ছবি ॥ ৫৩ ॥

স্বর্ণবর্ণো ন্যাসধারী দ্বিভুজো বহুবাহুকঃ।
কিরীটধারী মুকুটী মূর্ত্তিপঞ্জরসুন্দরঃ ॥ ৫৪ ॥

স্বর্ণবর্ণ, ন্যাসধারী, দ্বিভুজ, বহুবাহুক, কিরীটধারী, মূর্ত্তিপঞ্জর ও সুন্দর ॥ ৫৪ ॥

মনোরথপথাতীতকারকো ভক্তবৎসলঃ।
কন্বান্নভোক্তা কপিলো কপিশো গরুড়াত্মকঃ ॥ ৫৫ ॥

মনোরথ পথাতীত কারক, ভক্তবৎসল, কন্বান্নভোক্তা কপিলকপিশ, গরুড়াত্মক ॥ ৫৫ ॥

সুবর্ণবর্ণো হেমাভঃ পূতনান্তক ইত্যপি।
পূতনাস্তনপাতা চ প্রাণান্তকরণো রিপোঃ ॥ ৫৬ ॥

সুবর্ণবর্ণ, হেমাভ, পূতনান্তক, পূতনাস্তনপাতা, শত্রুরপ্রাণান্তকারী ॥ ৫৬ ॥

বৎসনাশো বৎসপালো বৎসেশ্বরবসূত্তমঃ।
হেমাভো হেমকণ্ঠশ্চ শ্রীবৎসঃ শ্রীমতাং পতিঃ ॥ ৫৭ ॥

বৎসনাশ, বৎসপাল, বৎসেশ্বর বস্বুত্তম, হেমাভ, হেমকণ্ঠ, শ্রীবৎস, শ্রীমানুদিগের পতি ॥ ৫৭ ॥

সনন্দনপথারাধ্যো ধাতা ধাতুমতাং পতিঃ।
সনৎকুমারযোগাত্মা সনকেশ্বররূপধৃক্ ॥ ৫৮ ॥

সনন্দনপথারাধ্য, ধাতা, ধাতুমানদিগের পতি, সনৎকুমার যোগাত্মা, সনকেশ্বররূপধারী ॥ ৫৮ ॥

সনাতনপদো দাতা নিত্যশ্চৈব সনাতনঃ।

ভাণ্ডীরবনবাসী চ শ্রীবৃন্দাবননায়কঃ॥ ৫৯॥

সনাতনপদ, দাতা, নিত্য, সনাতন, ভাণ্ডীরবনবাসী, শ্রীবৃন্দাবন নায়ক॥ ৫৯॥

বৃন্দাবনেশ্বরীপূজ্যো বৃন্দারণ্যবিহারকঃ।

যমুনাতীরগোধেনুপালকো মেঘমন্মথঃ॥ ৬০॥

বৃন্দাবনেশ্বরীপূজ্য, বৃন্দারণ্যবিহারক, যমুনাতীর গোধেনুপালক, মেঘমন্মথ॥ ৬০॥

কন্দর্পদর্পহরণো মনোনয়ননন্দনঃ

বালকেলিপ্রিয়ঃ কান্তো বালক্রীড়াপরিচ্ছদঃ॥ ৬১॥

কন্দর্পদর্পহরণ, মনোনয়ননন্দন, বালকেলিপ্রিয়, কান্ত, বালক্রীড়া, পরিচ্ছদ॥ ৬১॥

বালানাং রক্ষকো বালঃ ক্রীড়াকৌতুককারকঃ।

বাল্যরূপধরো ধন্বী ধানুষ্কী শূলধৃক্ বিভুঃ॥ ৬২॥

বালকের রক্ষক, বালক, ক্রীড়াকৌতুককারক, বাল্যরূপধর, ধন্বী ধানুষ্কী, শূলধারী ও বিভু॥ ৬২॥

অমৃতাংশোঽমৃতবপুঃ পীযূষপরিপালকঃ।

পীযূষপায়ী পৌরব্যানন্দনো নন্দিবর্দ্ধকঃ॥ ৬৩॥

অমৃতাংশ অমৃতবপুঃ, পীযূষপরিপালক, পীযূষপায়ী, পৌরব্যানন্দন, নন্দিবর্দ্ধন॥ ৬৩॥

শ্রীদামাংশুকপাতা চ শ্রীদামপরিভূষণঃ।

বৃন্দারণ্যপ্রিয়ঃ কৃষ্ণঃ কিশোরঃ কান্তরূপধৃক্॥ ৬৪॥

শ্রীদামাংশুকপাতা, শ্রীদামপরিভূষণ, বৃন্দারণ্যপ্রিয়, কৃষ্ণ, কিশোর, কান্ত-রূপধারী॥ ৬৪॥

কামরাজঃ কলাতীতো যোগিনাং পরিচিন্তকঃ।

বৃষেশ্বরঃ কৃপাপালো গায়ত্রীগতিবল্লভঃ॥ ৬৫॥

কামরাজ, কলাতীত, যোগীদিগের পরিচিন্তক, সুরেশ্বর, কৃপাপাল, গায়ত্রীগতিবল্লভ ॥ ৬৫ ॥

নির্ব্বাণদায়কো মোক্ষদায়ী বেদবিভাগকঃ।
বেদব্যাসপ্রিয়ো বৈদ্যো বৈদ্যানন্দপ্রিয়ঃ শুভঃ ॥৬৬ ॥

নির্ব্বাণদায়ক, মোক্ষদায়ী, বেদবিভাগক, বেদব্যাসপ্রিয়, বৈদ্য, বৈদ্যানন্দপ্রিয়, ও শুভ ॥ ৬৬ ॥

শুকদেবো গয়ানাথো গয়াসুরগতিপ্রদঃ।
বিষ্ণুর্জিষ্ণুর্গরিষ্ঠশ্চ স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাং ॥ ৬৭ ॥

শুকদেব, গয়ানাথ, গয়াসুর-গতিপ্রদ, বিষ্ণু, জিষ্ণু, গরিষ্ঠ, স্থবিরদিগের স্থবিষ্ঠ ॥ ৬৭ ॥

বরিষ্ঠশ্চ যবিষ্ঠশ্চ ভূয়িষ্ঠশ্চ ভুবঃ পতিঃ।
দুর্গতের্নাশকো দুর্গপালকো দুষ্টনাশকঃ ॥ ৬৮ ॥

বরিষ্ঠ, যবিষ্ঠ, ভূয়িষ্ঠ, ভূমিপতি, দুর্গতিনাশক, দুর্গপালক, ও দুষ্টনাশক ॥ ৬৮ ॥

কালীয়সর্পদমনো যমুনানির্ম্মলোদকঃ।
যমুনাপুলিনে রম্যে নির্ম্মলে পাবনোদকে ॥ ৬৯ ॥

কালীয়সর্পদমন, যমুনানির্ম্মলোদক, রমণীয় যমুনাপুলিনের নির্ম্মল পবিত্রজলে ॥ ৬৯ ॥

বসন্তং বালগোপালরূপধারী গিরাং পতিঃ।
বাগ্‌দাতা বাক্‌প্রদো বাণীনাথো ব্রাহ্মণরক্ষকঃ ॥ ৭০ ॥

বাসকারী, এবং বালগোপালরূপধারী, বাক্‌পতি, বাগ্‌দাতা, বাক্‌প্রদ, বাণীনাথ ও ব্রাহ্মণরক্ষক ॥ ৭০ ॥

ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মকৃদ্ব্রহ্ম ব্রহ্মকর্ম্মপ্রদায়কঃ।
ব্রহ্মণ্যদেবো ব্রহ্মণ্যদায়কো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ॥ ৭১ ॥

ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মকৃৎ, ব্রহ্ম, ব্রহ্মকর্ম্মপ্রদায়ক, ব্রহ্মণ্যদেব, ব্রহ্মণ্যদায়ক ও ব্রাহ্মণপ্রিয় ॥ ৭১ ॥

স্বস্তিপ্রিয়োঽস্বস্থধরোঽস্বস্থনাশো ধিয়াং পতিঃ।
কৃণন্নূপুরধৃগ্বিশ্বরূপী বিশ্বেশ্বরঃ শিবঃ ॥ ৭২ ॥

স্বস্তিপ্রিয়, অস্বস্থধর, অস্বস্থনাশ, ধীপতি, কৃণন্নূপুরধারী, বিশ্বরূপী, বিশ্বেশ্বর শিব ॥ ৭২ ॥

শিবাত্মকো বাল্যবপুঃ শিবাত্মা শিবরূপধৃক্।
সদাশিবপ্রিয়ো দেবঃ শিববন্দ্যো জগৎশিবঃ ॥ ৭৩ ॥

শিবাত্মক, বাল্যবপুঃ, শিবাত্মা, শিবরূপধারী, সদাশিবপ্রিয়, দেব, শিববন্দ্য ও জগৎশিব ॥ ৭৩ ॥

গোমধ্যবাসী গোবাসী গোপগোপীমনোঽন্তরঃ।
ধর্ম্মো ধর্ম্মধুরীণশ্চ ধর্ম্মরূপো ধরাধরঃ ॥ ৭৪ ॥

গোমধ্যবাসী, গোবাসী, গোপগোপীমনোন্তর, ধর্ম্ম, ধর্ম্মধুরীণ, ধর্ম্মরূপ, ও ধরাধর ॥ ৭৪ ॥

স্বোপার্জ্জিতযশাঃ কীর্ত্তিবর্দ্ধনো নন্দিরূপকঃ।
দেবহূতিজ্ঞানদাতা যোগসাঙ্খ্যনিবর্ত্তকঃ ॥ ৭৫ ॥

স্বোপার্জ্জিতযশা, কীর্ত্তিবর্দ্ধন, নন্দিরূপক, দেবহূতিজ্ঞানদাতা, যোগ সাঙ্খ্য নিবর্ত্তক । ৭৫ ॥

তৃণাবর্ত্তপ্রাণহারী শকটাসুরভঞ্জনঃ।
প্রলম্বহারী রিপুহা তথা ধেনুকমর্দ্দনঃ ॥ ৭৬ ॥

তৃণাবর্ত্তপ্রাণহারী, শকটাসুরভঞ্জন, প্রলম্বহারী, রিপুহা, ধেনুক মর্দ্দন ॥ ৭৬ ॥

অরিষ্টনাশনোঽচিন্ত্যঃ কেশিহা কেশিনাশনঃ।
কঙ্কহা কংসহা কংসনাশো রিপুবিনাশনঃ ॥ ৭৭ ॥

অরিষ্টনাশন, অচিন্ত্য, কেশিহা, ও কেশীনাশন ॥ ৭৭ ॥

যমুনাজলকল্লোলদর্শী হর্ষী প্রিয়ংবদঃ।
স্বচ্ছন্দহারী যমুনাজলহারী সুরপ্রিয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

যমুনাজল কল্লোলদর্শী হর্ষী প্রিয়ম্বদ, স্বচ্ছন্দহারী ও সুরপ্রিয় ॥ ৭৮ ॥

লীলাধৃতবপুঃ কেলিকারকো ধরণীধরঃ।
গোপ্তা গরিষ্ঠো গতিদো গতিকারী গবেশ্বরঃ ॥ ৭৯ ॥

লীলাধৃতবপুঃ, কেলিকারক, ধরণীধর, গোপ্তা, গরিষ্ঠ, গতিদ, গতিকারী ও গবেশ্বর ॥ ৭৯ ॥

শোভাপ্রিয়ঃ শুভকরো বিপুলশ্রীঃ প্রতাপনঃ।
কেশিদৈত্যহরো দানী দাতা ধর্ম্মার্থসাধনঃ ॥ ৮০ ॥

শোভাপ্রিয়, শুভকর, বিপুলশ্রী, প্রতাপন, কেশীদৈত্যহর, দানী, দাতা, ও ধর্ম্মার্থসাধক ॥ ৮০ ॥

ত্রিসামা ত্রিককুৎসামঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদীপনঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো বৌদ্ধরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৮১

ত্রিসামা, ত্রিককুৎসাম, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বদীপন, সর্ব্বজ্ঞ, সুগত, বুদ্ধ, বৌদ্ধ-রূপী ও জনার্দ্দন ॥ ৮১ ॥

দৈত্যারিঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ পদ্মনাভোঽচ্যুতোঽসিতঃ।
পদ্মাক্ষঃ পদ্মজাকান্তো গরুড়াসনবিগ্রহঃ ॥ ৮২ ॥

দৈত্যারি, পুণ্ডরীকাক্ষ, পদ্মনাভ, অচ্যুত, অসিত, পদ্মাক্ষ, পদ্মকান্তক, গরুড়াসন বিগ্রহ ॥ ৮২ ॥

গারুত্মতধরো ধেনুপালকঃ সুপ্তবিগ্রহঃ।
আর্ত্তিহা পাপহানেহা ভূতিহা ভূতিবর্দ্ধনঃ ॥ ৮৩ ॥

গারুত্মতধর, ধেনুপালক, সুপ্তবিগ্রহ, আর্ত্তিহা, পাপহা, অনেহা, ভূতিহা, ও ভূতিবর্দ্ধন ॥ ৮৩ ॥

বাঞ্ছাকল্পদ্রুমঃ সাক্ষান্মেধাবী গরুড়ধ্বজঃ।
নীলঃশ্বেতঃ সিতঃ কৃষ্ণো গৌরঃ পীতাম্বরচ্ছদঃ ॥ ৮৪ ॥

বাঞ্ছাকল্পদ্রুম, সাক্ষান্মেধাবী, গরুড়ধ্বজ, নীল শ্বেত, সিত, কৃষ্ণ, গৌর, পীতবস্ত্রধারী ॥ ৮৪ ॥

ভক্তার্ত্তিনাশনো গীর্ণঃ শীর্ণো জীর্ণতনুচ্ছদঃ।
বলিপ্রিয়ো বলিহরো বলিবন্ধনতৎপরঃ ॥ ৮৫ ॥

ভক্তার্ত্তিনাশন, গীর্ণ, জীর্ণ, তনুচ্ছদ, বলিপ্রিয়, বলিহর, বলিবন্ধন-তৎপর ॥ ৮৫ ॥

বামনো বাসুদেবশ্চ দৈত্যারিঃ কঞ্জলোচনঃ।
উদীর্ণঃ সর্ব্বতো গোপ্তা যোগগম্যঃ পুরাতনঃ ॥ ৮৬ ॥

বামন, বাসুদেব, দৈত্যারি, পদ্মলোচন, উদীর্ণ, সর্ব্বতোগোপ্তা, যোগ-গম্য, ও পুরাতন ॥ ৮৬ ॥

নারায়ণো নরবপুঃ কৃষ্ণার্জ্জুনবপুর্ধরঃ।
ত্রিনাভিস্ত্রিবৃতাং সেব্যো যুগাতীতো যুগাত্মকঃ ॥ ৮৭ ॥

নারায়ণ, নরবপুঃ, কৃষ্ণার্জ্জুনবপুধর, ত্রিনাভি, দেবসেব্য, যুগাতীত, যুগাত্মক ॥ ৮৭ ॥

হংসো হংসী হংসবপুর্হংসরূপী কৃপাময়ঃ।
হরাত্মকো হরবপুর্হরভাবনতৎপরঃ ॥ ৮৮ ॥

হংস, হংসী, হংসবপুঃ, হংসরূপী, কৃপাময়, হরাত্মক, হরভাবন-তৎপর ॥ ৮৮ ॥

ধর্ম্মরাগো যমবপুস্ত্রিপুরান্তকবিগ্রহঃ।
যুধিষ্ঠিরপ্রিয়ো রাজ্যদাতা রাজেন্দ্রবিগ্রহঃ ॥ ৮৯ ॥

ধর্ম্মরাগ, যমবপুঃ, ত্রিপুরান্তক বিগ্রহ, যুধিষ্ঠিরপ্রিয়, রাজ্যদাতা, ও রাজেন্দ্রবিগ্রহ ॥ ৮৯ ॥

ইন্দ্রযজ্ঞহরো গোবর্দ্ধনধারী গিরাং পতিঃ।
যজ্ঞভুগ্‌যজ্ঞকারী চ হিতকারী হিতান্তকঃ ॥ ৯০ ॥

ইন্দ্রযজ্ঞহর, গোবর্দ্ধনধারী, বাক্‌পতি, যজ্ঞভুক্‌, যজ্ঞকারী, হিতকারী ও হিতান্তক ॥ ৯০ ॥

অক্রূরবন্দ্যো বিশ্বধ্রুগশ্বহারী হয়াস্যকঃ।
হয়গ্রীবঃ স্মিতমুখো গোপীকান্তোঽরুণধ্বজঃ ॥ ৯১ ॥

অক্রূরবন্দ্য, বিশ্বক্রুক্, অশ্বহারী, হয়াস্তক, হয়গ্রীব, স্মিতমুখ, গোপী-কান্ত, ও অরুণধ্বজ ॥ ৯১ ॥

নিরস্তসাম্যাতিশয়ঃ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বখণ্ডনঃ।
গোপীপ্রীতিকরো গোপীমনোহারী হরির্হরিঃ ॥ ৯২ ॥

নিরস্তসাম্যাতিশয়, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বখণ্ডন, গোপীপ্রীতিকর, গোপীমনো-হারী, হরি, হরি ॥ ৯২ ॥

লক্ষ্মণো ভরতো রামঃ শত্রুঘ্নো নীলরূপকঃ।
হনূমজ্জ্ঞানদাতা চ জানকীবল্লভো গিরিঃ ॥ ৯৩ ॥

লক্ষ্মণ, ভরত, রাম, শত্রুঘ্ন, নীলরূপক, হনূমৎজ্ঞানদাতা, জানকীবল্লভ, গিরি ॥ ৯৩ ॥

গিরিরূপী গিরিমখোগিরিযজ্ঞপ্রবর্ত্তকঃ।
গিরেরঙ্গধরো গোপগোপীগোতাপনাশনঃ ॥ ৯৪ ॥

গিরিরূপধারী, গিরিযজ্ঞ, গিরিযজ্ঞপ্রবর্ত্তক, গিরির অঙ্গধারী, গোপ-গোপী গোতাপনাশন ॥ ৯৪ ॥

ভবাব্ধিপোতঃ শুভকৃচ্ছুভভুক্ শুভবর্দ্ধনঃ।
বরারোহো হরিমুখো মণ্ডূকগতিলালসঃ ॥ ৯৫ ॥

ভবাব্ধিপোত, শুভকৃৎ, শুভভুক্, শুভবর্দ্ধন, বরারোহ, হরিমুখ, মণ্ডূক, গতিলালস ॥ ৯৫ ॥

নেত্রবন্ধক্রিয়ো গোপবালকো বালকো গুণঃ।
গুণার্ণবপ্রিয়ো ভূতনাথো ভূতাত্মকশ্চ সঃ ॥ ৯৬ ॥

নেত্রবন্ধক্রিয়, গোপবালক, বালক, গুণ, গুণার্ণবপ্রিয়, ভূতনাথ, ভূতাত্মক ॥ ৯৬ ॥

ইন্দ্রজিজ্জয়দাতা চ যজুষাং পতিরপ্পতিঃ।
গীর্ব্বাণবন্দ্যো গীর্ব্বাণগতিরিষ্টোগুরুর্গতিঃ ॥ ৯৭ ॥

ইন্দ্রজিৎ জয়দাতা, যজুঃপতি,অপ্পতি, গীর্ব্বাণবন্দ্য, গীর্ব্বাণগতি ও ইষ্ট, গুরু, গতি ॥ ৯৭ ॥

চতুর্ম্মুখস্তুতিমুখো ব্রহ্মনারদসেবিতঃ।
উমাকান্তধিয়াঽরাধ্যো গণনাগুণসীমকঃ॥ ৯৮॥

চতুর্মুখ, স্তুতিমুখ, ব্রহ্মনারদসেবিত, উমাকান্তধিয়ারাধ্য, গণনা-গুণসীমক॥ ৯৮॥

সীমান্তমার্গো গণিকাগণমণ্ডলসেবিতঃ।
গোপীদৃকপদ্মমধুপো গোপীদৃঙ্মণ্ডলেশ্বরঃ॥ ৯৯॥

সীমান্তমার্গ, গণিকাগণমণ্ডলসেবিত, গোপীদৃকপদ্মমধুপ, গোপী-দৃঙ্মণ্ডলেশ্বর॥ ৯৯॥

গোপ্যালিঙ্গনকৃদ্গোপীহৃদয়ানন্দকারকঃ।
ময়ূরপুচ্ছশিখরঃ কঙ্কণাঙ্গদভূষণঃ॥ ১০০॥

গোপ্যালিঙ্গনকারী, গোপীহৃদয়ানন্দকারক, ময়ূরপুচ্ছশিখর, কঙ্কনাঙ্গদ ভূষণ॥ ১০০॥

স্বর্ণচম্পকসন্দোলঃ স্বর্ণনূপুরভূষণঃ।
স্বর্ণতাটঙ্ককর্ণশ্চ স্বর্ণচম্পকভূষিতঃ॥ ১০১॥

স্বর্ণচম্পকসন্দোল, স্বর্ণনূপুরভূষণ, স্বর্ণতাটঙ্ক, কর্ণ, স্বর্ণচম্পক ভূষিত॥ ১০১॥

চূড়াগ্রার্পিতরত্নেন্দ্রসারঃ স্বর্ণাম্বরচ্ছদঃ।
আজানুবাহুঃ সুমুখো জগজ্জননতৎপরঃ॥ ১০২॥

চূড়াগ্রার্পিতরত্নেন্দ্রসার, স্বর্ণাম্বরচ্ছদ, আজানুবাহু, সুমুখ, জগজ্জনন-তৎপর॥ ১০২॥

বালক্রীড়াঽতিচপলো ভাণ্ডীরবননন্দনঃ।
মহাশালঃ শ্রুতিমুখো গঙ্গাচরণসেবনঃ॥ ১০৩॥

বালক্রীড়ায় অতিচপল, ভাণ্ডীরবননন্দন, মহাশাল, শ্রুতিমুখ, ও গঙ্গাচরণসেবন॥ ১০৩॥

গঙ্গাম্বুপাদঃ করজাকরতোয়াজলেশ্বরঃ।
গণ্ডকীতীরসম্ভূতো গণ্ডকীজলমর্দ্দনঃ॥ ১০৪॥

গঙ্গাম্বুপাদ, করঞ্জা, করতোয়াজলেশ্বর, গণ্ডকীতীর সম্ভূত, ও গণ্ডকী-জলমর্দ্দন ॥ ১০৪ ॥

শালগ্রামঃ শালরূপী শশিভূষণভূষণঃ।
শশিপাদঃ শশিনখো বরাহো যুবতীপ্রিয়ঃ ॥ ১০৫ ॥

শালগ্রাম, শালরূপী, শশিভূষণভূষণ, শশিপাদ, শশিনখ, বরাহ, যুবতীপ্রিয় ॥ ১০৫ ॥

প্রেমপ্রদঃ প্রেমলভ্যো ভক্ত্যাতীতো ভবপ্রদঃ।
অনন্তশায়ী শবকৃচ্ছয়নো যোগিনীশ্বরঃ ॥ ১০৬ ॥

প্রেমপ্রদ, প্রেমলভ্য, ভক্ত্যাতীত, ভবপ্রদ, অনন্তশায়ী, শবকৃৎ, শয়ন, যোগিনীশ্বর ॥ ১০৬ ॥

পূতনাশকুনিপ্রাণহারকো ভবপালকঃ।
সর্ব্বলক্ষণলক্ষণ্যো লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণাগ্রজঃ ॥ ১০৭ ॥

পূতনা শকুনি প্রাণহারক, ভবপালক, সর্ব্বলক্ষণ লক্ষণ্য, লক্ষ্মীবান্ ও লক্ষ্মণাগ্রজ ॥ ১০৭ ॥

সর্ব্বান্তকৃৎ সর্ব্বগুহ্যঃ সর্ব্বাতীতোঽসুরান্তকঃ।
প্রাতরাশনসম্পূর্ণো ধরণীরেণুগুণ্ঠিতঃ ॥ ১০৮ ॥

সর্ব্বান্তকৃৎ, সর্ব্বগুহ্য, সর্ব্বাতীত, অসুরান্তক, প্রাতরাশনসম্পূর্ণ, ধরণী-রেণুগুণ্ঠিত ॥ ১০৮ ॥

ইজ্যো মহেজ্যঃ সর্ব্বেজ্যঃ ইজ্যরূপীজ্যভোজনঃ।
ব্রহ্মার্পণপরো নিত্যং ব্রহ্মাগ্নিপ্রীতিলালসঃ ॥ ১০৯ ॥

ইজ্য, মহেজ্য, সর্ব্বেজ্য, ইজ্যরূপী, ইজ্যভোজন, ব্রহ্মার্পণপর, নিত্য, ব্রহ্মাগ্নিপ্রীতিলালস ॥ ১০৯ ॥

মদনো মদনারাধ্যো মনোমথনরূপক।
লীলাঞ্চিতাকুঞ্চিতকো বালবৃন্দবিভূষিতঃ ॥ ১১০ ॥

মদন, মদনারাধ্য, মনোমথনরূপক, লীলাঞ্চিতাকুঞ্চিতক, বালবৃন্দ-বিভূষিত ॥ ১১০ ॥

স্তোকক্রীড়াপরো নিত্যং স্তোকভোজনতৎপরঃ।
ললিতাবিশাখাশ্যামলতাবন্দিতপাদকঃ ॥ ১১১ ॥

স্তোকক্রীড়াপর, নিত্য স্তোকভোজনতৎপর, ললিতা বিশাখা শ্যামলতাবন্দিত পাদক ॥ ১১১ ॥

শ্রীমতীপ্রিয়কারী চ শ্রীমত্যা পাদপূজিতঃ।
শ্রীসংসেবিতপাদাব্জো বেণুবাদ্যবিশারদঃ ॥ ১১২ ॥

শ্রীমতীপ্রিয়কারী, শ্রীমতী কর্ত্তৃক পূজিতপাদ, শ্রীসংসেবিত পাদাব্জ, ও বেণুবাদ্যবিশারদ ॥ ১১২ ॥

শৃঙ্গবেত্রকরো নিত্যং শৃঙ্গবাদ্যপ্রিয়ঃ সদা।
বলরামানুজঃ শ্রীমান্ গজেন্দ্রস্তুতপাদকঃ ॥ ১১৩ ॥

শৃঙ্গবেত্রকর, নিত্যশৃঙ্গবাদ্যপ্রিয়, বলরামানুজ, শ্রীমান্ গজেন্দ্র স্তুতপাদক ॥ ১১৩ ॥

হলায়ুধঃ পীতবাসা নীলাম্বরপরিচ্ছদঃ।
গজেন্দ্রবক্ত্রো হেরম্বো ললনাকুলপালকঃ ॥ ১১৪ ॥

হলায়ুধ, পীতবাসা, নীলাম্বরপরিচ্ছদ, গজেন্দ্রবক্ত্র, হেরম্ব, ললনাকুলপালক ॥ ১১৪ ॥

রাসক্রীড়াবিনোদশ্চ গোপীনয়নহারকঃ।
বলপ্রদো বীতভয়ো ভক্তার্ত্তিপরিনাশনঃ ॥ ১১৫ ॥

রাসক্রীড়াবিনোদ, গোপীনয়নহারক, বলপ্রদ, বীতভয়, ভক্তার্ত্তি পরিনাশন ॥ ১১৫ ॥

ভক্তপ্রিয়ো ভক্তিদাতা দামোদর ইভস্পতিঃ।
ইন্দ্রদর্পহরোঽনন্তো নিত্যানন্দচিদাত্মকঃ ॥ ১১৬ ॥

ভক্তপ্রিয়, ভক্তিদাতা, দামোদর, ইভস্পতি, * ইন্দ্রদর্পহর, অনন্ত, নিত্যানন্দ, চিদাত্মক ॥ ১১৬ ॥

চৈতন্যরূপশ্চৈতন্যশ্চেতনাগুণবর্জ্জিতঃ।
অদ্বৈতাচারনিপুণোঽদ্বৈতঃ পরমনায়কঃ। ১১৭ ॥

* ইড়স্পতিরিতি পাঠান্তরং।

চৈতন্যরূপ, চেতনা, গুণবর্জ্জিত, অদ্বৈতাচার, নিপুণ, অদ্বৈত, পরম নায়ক ॥ ১১৭ ॥

শিবভক্তিপ্রদো ভক্তো ভক্তানামন্তরাশয়ঃ।
বিদ্বত্তমো দুর্গতিহা পুণ্যাত্মা পুণ্যপালকঃ ॥ ১১৮ ॥

শিবভক্তিপ্রদ, ভক্ত, ভক্তদিগের অন্তরাশয়, বিদ্বত্তম, দুর্গতিহা, পুণ্যাত্মা পুণ্যপালক ॥ ১১৮ ॥

জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠঃ কনিষ্ঠশ্চ নিষ্ঠোঽতিষ্ঠ উমাপতিঃ।
সুরেন্দ্রবন্দ্যচরণো গোত্রহা গোত্রবর্জ্জিতঃ ॥ ১১৯ ॥

জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, নিষ্ঠ, অতিষ্ঠ, উমাপতি, সুরেন্দ্রবন্দ্যচরণ, গোত্রহা ও গোত্রবর্জ্জিত ॥ ১১৯ ॥

নারায়ণপ্রিয়ো নারশায়ী নারদসেবিতঃ।
গোপালবালসংসেব্যঃ সদানির্ম্মলমানসঃ ॥ ১২০ ॥

নারায়ণপ্রিয়, নারশায়ী, নারদসেবিত, গোপাল বালসংসেব্য, সদা নির্ম্মল মানস ॥ ১২০ ॥

মনুমন্ত্রো মন্ত্রপতির্ধাতা ধামবিবর্জ্জিতঃ।
ধরাপ্রদো ধৃতিগুণো যোগীন্দ্রঃ কল্পপাদপঃ ॥ ১২১ ॥

মনুমন্ত্র, মন্ত্রপতি, ধাতা, ধামবিবর্জ্জিত, ধরাপ্রদ, ধৃতিগুণ, যোগীন্দ্র, কল্পপাদপ ॥ ১২১ ॥

অচিন্ত্যাতিশয়ানন্দরূপী পাণ্ডবপূজিতঃ।
শিশুপালপ্রাণহারী দন্তবক্রনিসূদনঃ ॥ ১২২ ॥

অচিন্ত্যাতিশয়ানন্দরূপী, পাণ্ডবপূজিত, শিশুপালপ্রাণহারী, ও দন্তবক্র বিনাশন ॥ ১২২ ॥

অনাদিরাদিপুরুষো গোত্রী গোত্রবিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বাপত্তারকোদুর্গো দুষ্টদৈত্যকুলান্তকঃ ॥ ১২৩ ॥

অনাদি, আদিপুরুষ, গোত্রী, গোত্রবিবর্জ্জিত, সর্ব্বাপত্তারক, দুর্গ ও দুষ্টদৈত্যকুলান্তক ॥ ১২৩ ॥

নিরন্তরঃশুচিমুখো নিকুম্ভকুলদীপনঃ।
ভানুর্হনূর্দ্ধনুঃস্থাণুঃ কৃশানুঃ কৃতনুর্ধন্নুঃ॥ ১২৪॥

নিরন্তর, শুচিমুখ, নিকুম্ভকুলদীপন, ভানু * হনু, ধনুঃ, স্থানু, কৃশানু, কৃতনু, ধনুঃ॥ ১২৪॥

জনুর্জন্মাদিরহিতো জাতিগোত্রবিবর্জ্জিতঃ।
দাবানলনিহন্তা চ দনুজারির্ব্বকাপহা॥ ১২৫॥

জনু, জন্মাদিবিরহিত, জাতিগোত্রবিবর্জ্জিত, দাবানলনিহন্তা দনুজারি ও বকাপহা॥ ১২৫॥

প্রহ্লাদভক্তো ভক্তেষ্টদাতা দানবগোত্রহা।
সুরভির্দুগ্ধপো দুগ্ধহারী শৌরিঃ শুচাং হরিঃ॥ ১২৬॥

প্রহ্লাদভক্ত, ভক্তেষ্টদাতা, দানবগোত্রহা, সুরভিদুগ্ধপ, দুগ্ধহারী, শৌরি, ও শোকহারক॥ ১২৬॥

যথেষ্টদোঽতিসুলভঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বতোমুখঃ।
দৈত্যারিঃ কৈটভারিশ্চ কংসারিঃ সর্ব্বতাপনঃ॥ ১২৭॥

যথেষ্টদ, অতিসুলভ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতোমুখ, দৈত্যারি, কৈটভারি, কংসারি সর্ব্বতাপন॥ ১২৭॥

দ্বিভুজঃ ষড়্ভুজো হ্যন্তর্ভুজো মাতলিসারথিঃ।
শেষঃ শেষাধিনাথশ্চ শেষী শেষান্তবিগ্রহঃ॥ ১২৮॥

দ্বিভুজ, ষড়্ভুজ, অন্তর্ভুজ, মাতলিসারথি, শেষ, শেষাধিনাথ, শেষী শেষান্তবিগ্রহ॥ ১২৮॥

কেতুর্ধরিত্রাচারিত্রশ্চতুর্মূর্ত্তিশ্চতুর্গতিঃ।
চতুর্দ্ধা চতুরাত্মা চ চতুর্ব্বর্গপ্রদায়কঃ॥ ১২৯॥

কেতু, ধরিত্রাচারিত্র, চতুর্মূর্ত্তি, চতুর্গতি, চতুর্দ্ধা, চতুরাত্মা, চতুবর্গ-প্রদায়ক॥ ১২৯॥

---

* শেষার্দ্ধ মূল অস্পষ্ট।

কন্দর্পদর্পহারী চ নিত্যঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।
শচীপতিপতির্নেতা দাতা মোক্ষগুরুর্দ্বিজঃ ॥ ১৩০ ॥

কন্দর্পদর্পহারী, নিত্য, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, শচীপতিপতি, নেতা, দাতা, মোক্ষগুরু, দ্বিজ ॥ ১৩০ ॥

হৃতস্বনাথোনাথস্য নাথঃ শ্রীগরুড়াসনঃ।
শ্রীধরঃ শ্রীকরঃ শ্রিয়ঃপতির্গতিরপাং পতিঃ ॥ ১৩১ ॥

হৃতস্বনাথ, অনাথেরনাথ, শ্রীগরুড়াসন, শ্রীধর, শ্রীকর, শ্রিরপতি, অগতি জনের গতি ॥ ১৩১ ॥

অশেষবন্দ্যো গীতাত্মা গীতাগানপরায়ণঃ।
গায়ত্রীধামশুভদো বেলামোদপরায়ণঃ ॥ ১৩২ ॥

অশেষবন্দ্য, গীতাত্মা, গীতাগানপরায়ন, গায়ত্রাধাম, শুভদ, বেলামোদ পরায়ন ॥ ১৩২ ॥

ধনাধিপঃ কুলপতির্ব্বসুদেবাত্মজোঽরিহা।
অজৈকপাৎ সহস্রাক্ষো নিত্যাত্মা নিত্যবিগ্রহঃ ॥ ১৩৩ ॥

ধনাধিপ, কুলপতি, বাসুদেবাত্মজ, অরিহন্তা, অজৈকপাৎ, সহস্রাক্ষ, নিত্যাত্মা ও নিত্যবিগ্রহ ॥ ১৩৩ ॥

নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরজোঽগ্নির্গিরিনায়কঃ।
গোনায়কঃ শোকহন্তা কামারিঃ কামদীপনঃ ॥ ১৩৪ ॥

নিত্য, সর্ব্বগত, স্থাণু, অজ, অগ্নি, গিরিনায়ক, গোনায়ক, শোকহন্তা, কামারি ও কামদীপন ॥ ১৩৪ ॥

বিজিতাত্মা বিধেয়াত্মা সোমাত্মা সোমবিগ্রহঃ।
গ্রহরূপী গ্রহাধ্যক্ষো গ্রহমর্দ্দনকারকঃ ॥ ১৩৫ ॥

বিজিতাত্মা, সোমাত্মা, সোমবিগ্রহ, গ্রহরূপী, গ্রহাধ্যক্ষ, গ্রহমর্দ্দন কারক ॥ ১৩৫ ॥

বৈখানসঃ পুণ্যজনো জগদাদির্জ্জগৎপতিঃ।
নীলেন্দীবরভো নীলবপুঃ কামাঙ্গনাশনঃ ॥ ১৩৬ ॥

বৈখানস, পুণ্যজন, জগদাদি, জগৎপতি, নীলেন্দীবরভ, নীলবপু, কামাঙ্গনাশন ॥ ১৩৬ ॥

কামবীজান্বিতঃ স্থূলঃ কৃশঃ কৃশতনুর্নিজঃ।
নৈগমেয়োঽগ্নিপুত্রশ্চ ষাণ্মাতুর উমাপতিঃ ॥ ১৩৭ ॥

কামবীজান্বিত, স্থূল, কৃশ, কৃশতনু, নিজ, নৈগমেয়, অগ্নিপুত্র, ষাণ্মাতুর, উমাপতি ॥ ১৩৭ ॥

মণ্ডূকবেশাধ্যক্ষশ্চ তথা নকুলনাশনঃ।
সিংহো হরীন্দ্র কেশীন্দ্রহন্তা তাপনিবারণঃ ॥ ১৩৮ ॥

মণ্ডূকবেশাধ্যক্ষ, নকুলনাশন, সিংহ, হরীন্দ্র, কেশীন্দ্রহন্তা ও তাপনিবারণ ॥ ১৩৮ ।

গিরীন্দ্রজাপাদসেব্যঃ সদা নির্ম্মলমানসঃ।
সদাশিবপ্রিয়ো দেবঃ শিবঃ সর্ব্ব উমাপতিঃ ॥ ১৩৯ ॥

গিরীন্দ্রজাসেব্যপাদ, সদা নির্ম্মলমানস, সদাশিবপ্রিয়, দেব, শিব, সর্ব্ব, উমাপতি ॥ ১৩৯ ॥

শিবভক্তো গিরামাদিঃ শিবারাধ্যো জগদ্গুরুঃ।
শিবপ্রিয়ো নীলকণ্ঠঃ শিতিকণ্ঠ উষাপতিঃ ॥ ১৪০ ॥

শিবভক্ত, বাক্যের আদি, শিবারাধ্য, জগদ্গুরু, শিবপ্রিয়, নীলকণ্ঠ, শিতিকণ্ঠ, ও উষাপতি ॥ ১৪০ ॥

প্রদ্যুম্নপুত্রো নিশঠঃ শঠঃ শঠধনাপহা।
ধূপপ্রিয়ো ধূপদাতা গুগগুল্বগুরুধূপিতঃ ॥ ১৪১ ॥

প্রদ্যুম্নপুত্র, নিশঠ, শঠ, শঠধনাপহা, ধূপপ্রিয়, ধূপদাতা, গুগ্গুল্বগুরু-ধূপিত ॥ ১৪১ ॥

নীলাম্বরঃ পীতবাসা রক্তশ্বেতপরিচ্ছদঃ।
নিশাপতির্দ্দিবানাথো দেবব্রাহ্মণপালকঃ ॥ ১৪২ ॥

নীলাম্বর, পীতবাসা, রক্তশ্বেতপরিচ্ছদ, নিশাপতি, দিবানাথ ও দেব-ব্রাহ্মণপালক ॥ ১৪২ ॥

উমাপ্রিয়ো যোগিমনোহারী হারবিভূষিতঃ।

খগেন্দ্রবন্দ্যপাদাব্জঃ সেবাতপপরাঙ্মুখঃ॥ ১৪৩॥

উমাপ্রিয়, যোগিমনোহারী, হারবিভূষিত, খগেন্দ্রবন্দ্যপাদাব্জ, সেবাতপ পরাঙ্মুখ॥ ১৪৩॥

পরার্থদোঽপরপতিঃ পরাৎপরতরো গুরুঃ।

সেবাপ্রিয়ো নির্গুণশ্চ সগুণঃ শ্রুতিসুন্দরঃ॥ ১৪৪॥

পরার্থদ, অপরপতি, পরাৎপরতর, গুরু, সেবাপ্রিয়, নির্গুণ, সগুণ, এবং শ্রুতিসুন্দর॥ ১৪৪॥

দেবাদিদেবো দেবেশো দেবপূজ্যো দিবাপতিঃ।

দিবঃ পতির্বৃহদ্ভানুঃ সেবিতেপ্সিতদায়কঃ॥ ১৪৫॥

দেবাদিদেব, দেবেশ, দেবপূজ্য, দিবাপতি, স্বর্গপতি, বৃহদ্ভানু, সেবিতেপ্সিতদায়ক॥ ১৪৫॥

গোতমাশ্রমবাসী চ গোতমশ্রীনিষেবিতঃ।

রক্তাম্বরধরো দিব্যো দেবীপাদাব্জপূজিতঃ॥ ১৪৬॥

গোতমাশ্রমবাসী, গোতমশ্রীনিষেবিত, রক্তাম্বরধর, দিব্য, দেবীপাদাব্জ-পূজিত॥ ১৪৬॥

সেবিতার্থপ্রদাতা চ সেবাসেব্যগিরীন্দ্রজঃ।

ধাতুর্মনোবিহারী চ বিধাতা ধাতুরুত্তমঃ॥ ১৪৭॥

সেবিতার্থপ্রদাতা, সেবাসেব্য গিরীন্দ্রজ, ধাতার মনে বিহার কারক, বিধাতা, ধাতা হইতে উত্তম॥ ১৪৭॥

অজ্ঞানহন্তা জ্ঞানেন্দ্রবন্দ্যো বন্দ্যধনাধিপঃ।

অপাং পতির্জলনিধির্ধরাপতিরশেষকঃ॥ ১৪৮॥

অজ্ঞানহন্তা, জ্ঞানেন্দ্রবন্দ্য, বন্দ্যধনাধিপ, জলেরপতি, জলনিধি, ধরা-পতি, ও অশেষক॥ ১৪৮॥

দেবেন্দ্রবন্দ্যো লোকাত্মা ত্রিলোকাত্মা ত্রিলোকপাৎ।

গোপালদায়কো গন্ধপ্রদো গুহ্যকসেবিতঃ॥ ১৪৯॥

দেবেন্দ্রবন্দ্য, লোকাত্মা, ত্রিলোকাত্মা, ত্রিলোকপাৎ, গোপালদায়ক, গন্ধপ্রদ, ও গুহ্যকসেবিত ॥ ৪৯ ॥

নির্গুণঃ পুরুষাতীতঃ প্রকৃতেঃ পর উজ্জ্বলঃ।

কার্ত্তিকেয়োঽমৃতাহর্ত্তা নাগারির্নাগহারকঃ ॥ ১৫০ ॥

নির্গুণ, পুরুষাতীত, প্রকৃতিরশ্রেষ্ঠ, উজ্জ্বল, কার্ত্তিকেয়, অমৃতাহর্ত্তা, নাগারি ও নাগহারক ॥ ১৫০ ॥

নাগেন্দ্রশায়ী ধরণীপতিরাদিত্যরূপকঃ।

যশস্বী বিগতাশী চ কুরুক্ষেত্রাধিপঃ শশী ॥ ১৫১ ॥

নাগেন্দ্রশায়ী, ধরণীপতি, আদিত্যরূপক, যশস্বী, বিগতাশী, কুরুক্ষেত্রাধিপ, এবং শশী ॥ ১৫১ ॥

শশকারিঃশুভাচারো গীর্ব্বাণগণসেবিতঃ।

গতিপ্রদো নরসখঃশীতলাত্মা যশঃপতিঃ ॥১৫২॥

শশকারি, শুভাচার, দেবগণসেবিত, গতিপ্রদ, নরসখ, শীতলাত্মা, যশঃপতি ॥ ১৫২ ॥

বিজিতারির্গণাধ্যক্ষো যোগাত্মা যোগপালকঃ।

দেবেন্দ্রসেব্যো দেবেন্দ্রপাপহারী যশোধনঃ ॥ ১৫৩ ॥

বিজিতারি, গণাধ্যক্ষ, যোগাত্মা, যোগপালক, দেবেন্দ্রসেব্য, দেবেন্দ্রপাপহারী, আর যশোধন ॥ ১৫৩ ॥

অকিঞ্চনধনঃ শ্রীমানমেয়াত্মা মহাদ্রিধৃক্।

মহাপ্রলয়কারী চ শচীসুতজয়প্রদঃ ॥ ১৫৪ ॥

অকিঞ্চনধন, শ্রীমান্ অমেয়াত্মা, মহাপর্ব্বতধারী, মহাপ্রলয়কারী ও শচীসুতজয়প্রদ ॥ ১৫৪ ॥

জনেশ্বরঃ সর্ব্ববিধিরূপী ব্রাহ্মণপালকঃ।

সিংহাসননিবাসী চ চেতনারহিতঃ শিবঃ ॥ ১৫৫ ॥

জনেশ্বর, সর্ব্ববিধিরূপা, ব্রাহ্মণপালক, সিংহাসননিবাসী চেতনারহিত, এবং শিব ॥ ১৫৫ ॥

শিবপ্রদো দক্ষযজ্ঞহন্তা ভৃগুনিবারকঃ ।
বীরভদ্রভয়াবর্ত্তঃ কালঃ পরমনির্ব্রণঃ ॥ ১৫৬ ॥

শিবপ্রদ, দক্ষযজ্ঞহন্তা, ভৃগুনিবারক, বীরভদ্রভয়াবর্ত্ত, কাল ও পরমনির্ব্রণ ॥ ১৫৬ ॥

উদূখলনিবদ্ধশ্চ শোকাত্মা শোকনাশনঃ ।
আত্মযোনিঃ স্বয়ংজাতো বৈখানঃপাপহারকঃ ॥ ১৫৭ ॥

উদূখলনিবদ্ধ, শোকাত্মা, শোকনাশন, আত্মযোনি, স্বয়ংজাত, বৈখানঃ-পাপহারক ॥ ১৫৭ ॥

কীর্ত্তিপ্রদঃ কীর্ত্তিদাতা গজেন্দ্রভুজপূজিতঃ ।
সর্ব্বান্তরাত্মা সর্ব্বাত্মা মোক্ষরূপী নিরায়ুধঃ ॥ ১৫৮ ॥

কীর্ত্তিপ্রদ, কীর্ত্তিদাতা, গজেন্দ্রভুজপূজিত, সর্ব্বান্তরাত্মা, সর্ব্বাত্মা মোক্ষরূপী, ও নিরায়ুধ ॥ ১৫৮ ॥

উদ্ধবজ্ঞানদাতা চ যমলার্জ্জুনভঞ্জনঃ ।
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি সহস্রং নাম চোত্তমং ॥ ১৫৯ ॥

উদ্ধবজ্ঞানদাতা, যমলার্জ্জুনভঞ্জন, হে দেবি! তোমাকে এই উত্তম (গোপাল) সহস্র নাম কহিলাম ॥ ১৫৯ ॥

আদিদেবস্য বৈ বিষ্ণোর্বালকত্বমুপেযুষঃ ।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি শৃণুয়াৎ শ্রাবয়ীত বা ॥ ১৬০ ॥

বালকত্ব প্রাপ্ত সেই আদিদেব শ্রীবিষ্ণুর (এই সকল) নাম যে কেহ পাঠ করে কিম্বা পাঠ করায় অথবা শ্রবণ করে কিম্বা শ্রবণ করায় ॥ ১৬০ ॥

কিম্ফলং লভতে দেবি বক্তুং নাস্তি মম প্রিয়ে ।
শক্তির্গোপালনাম্নশ্চ সহস্রস্য মহেশ্বরি ॥ ১৬১ ॥

হে প্রিয়ে মহেশ্বরি! এই গোপাল সহস্রনাম সম্বন্ধে সে কি ফল লাভ করে তাহা বলিতে আমার শক্তি নাই ॥ ১৬১ ॥

ব্রহ্মহত্যাদিকানীহ পাপানি চ মহান্তি চ ।
বিলয়ং যান্তি দেবেশি গোপালস্য প্রসাদতঃ ॥ ১৬২ ॥

হে দেবেশি! সেই গোপালের প্রসাদে ইহলোকে ব্রহ্মহত্যাদি মহৎ-পাপ সমূহ বিনষ্ট হয়॥ ১৬২॥

দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বা সপ্তম্যাং রবিবাসরে।
পক্ষদ্বয়ে চ সম্প্রাপ্য হরিবাসরমেব চ॥ ১৬৩॥

দ্বাদশী, পূর্ণিমা, সপ্তমী, রবিবার, অথবা একাদশী উভয়পক্ষের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়া॥ ১৬৩॥

যঃ পঠেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি ন জনুস্তস্য বিদ্যতে।
সত্যং সত্যং মহেশানি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ১৬৪॥

যে কোন ভক্ত উহা পাঠ কিম্বা শ্রবণ করে, হে মহেশানি! আমি নিঃসন্দেহে সত্য করিয়া বলিতেছি তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ১৬৪॥

একাদশ্যাং শুচির্ভূত্বা সেব্যা ভক্তির্হরেঃ শুভা।
শ্রুত্বা নামসহস্রাণি নরো মুচ্যেত পাতকাৎ॥ ১৬৫॥

একাদশীতে শুচি হইয়া শ্রীহরির প্রতি ভক্তিকরণ কর্ত্তব্য এবং তাহাতে সহস্র নাম শ্রবণ করিয়া লোক, পাতক হইতে মুক্ত হয়॥ ১৬৫॥

ন শঠায় প্রদাতব্যং ন ধর্ম্মধ্বজিনে পুনঃ।
নিন্দকায় চ বিপ্রাণাং দেবানাং বৈষ্ণবস্য চ॥ ১৬৬॥

শঠ কিম্বা কপট এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের নিন্দক লোককে ইহা প্রদান করা উচিত নহে॥ ১৬৬॥

গুরুভক্তিবিহীনায় শিবদ্বেষরতায় চ।
রাধাদুর্গাভেদমতৌ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥ ১৬৭॥

গুরুভক্তিবিহীন এবং শিবদ্রোহী ও রাধা, এবং দুর্গায় প্রভেদকারী লোককে, সত্য করিয়া নিশ্চয় বলিতেছি কোনমতে দিবেক না॥ ১৬৭॥

যদি নিন্দেন্মহেশানি গুরুহা স ভবেদ্ধ্রুবং।
বৈষ্ণবেষু চ শান্তেষু নিত্যং বৈরাগ্যরাগিষু॥ ১৬৮॥

হে মহেশানি! যদি কেহ শান্ত এবং নিত্য বৈরাগ্যাদিতে অনুরাগযুক্ত বৈষ্ণবের নিকট নিন্দা করে, তবে নিশ্চয়ই সে গুরুহন্তা হয॥ ১৬৮॥

ব্রাহ্মণায় বিশুদ্ধায় সন্ধ্যার্চ্চনরতায় চ।
অদ্বৈতাচারনিরতে শিবভক্তিরতায় চ ॥ ১৬৯ ॥

ফলতঃ সন্ধ্যার্চ্চনাতে রত, বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে এবং অদ্বৈতাচারী, শিবেতে ভক্তিযুক্ত লোককে ॥ ১৬৯ ॥

গুরুবাক্যরতায়ৈব নিত্যং দেয়ং মহেশ্বরি।
গোপিতং সর্ব্বতন্ত্রেষু তব স্নেহাৎ প্রকীর্ত্তিতং ॥ ১৭০ ॥

এবং যে কেহ গুরুবাক্যে তৎপর থাকে নিত্য নিত্য ইহা প্রদান করা কর্ত্তব্য হয় হে মহেশ্বরি ! সকল তন্ত্রেতেই ইহা গুপ্ত আছে,কিন্তু তোমার প্রতি আমি প্রকাশ করিলাম ॥ ১৭০ ॥

নাতঃপরতরং স্তোত্রং নাতঃপরতরো মনুঃ।
নাতঃপরতরো দেবো যুগেষ্বপি চতুর্ষ্বপি ॥ ১৭১ ॥

চারিযুগে ইহার তুল্য স্তোত্র, মন্ত্র এবং দেবতা আর নাই ॥ ১৭১ ॥

হরিভক্তেঃপরা নাস্তি মোক্ষশ্রেণী নগেন্দ্রজে।
বৈষ্ণবেভ্যঃ পরং নাস্তি প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়া মম ॥১৭২॥

হে নগেন্দ্রজে ! হরিভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ মোক্ষশ্রেণী আর নাই তাহা আমার প্রাণ হইতেও প্রিয় হয় এবং বৈষ্ণব হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই ॥ ১৭২ ॥

বৈষ্ণবেষু চ সঙ্গো মে সদা ভবতু সুন্দরি।
যশ্চ বংশে ক্বচিদ্দৈবাৎ বৈষ্ণবো রাগবর্জ্জিতঃ ॥১৭৩॥

হে সুন্দরি ! বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সতত সঙ্গ হউক, কারণ যাঁহার বংশে রাগবর্জ্জিত কোন বৈষ্ণব দৈবাৎ ॥ ১৭৩ ॥

ভবেত্তদ্বংশকে যে যে পূর্ব্বে স্যুঃ পিতরস্তথা।
ভবন্তি নির্ম্মলাস্তে হি যান্তি নির্ব্বাণতাং হরেঃ ॥১৭৪॥

জন্মগ্রহণ করেন তাঁহার বংশের পূর্ব্বগত পিতৃপুরুষেরা নিষ্পাপ হইয়া মুক্তিলাভ করেন ॥ ১৭৪ ॥

বহুনা কিমিহোক্তেন বৈষ্ণবানাস্তু দর্শনাৎ।
নির্ম্মলাঃ পাপরহিতাঃ পাপিনঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ১৭৫ ॥

এ স্থলে অধিক বলিয়া আর কি হইবে, পাপিরা বৈষ্ণবদিগের দর্শন-মাত্রে নিঃসন্দেহ নির্ম্মল এবং পাপ হইতে মুক্ত হয়॥ ১৭৫॥

কলৌ বালেশ্বরো দেবঃ কলৌ গঙ্গৈব কেবলা।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥১৭৬॥

কলিযুগের দেবতা বালেশ্বর (অর্থাৎ বালকৃষ্ণ গোপাল) এবং কেবল মাত্র গঙ্গা আছেন, তদ্ভিন্ন কলিতে অন্য প্রকার গতি নাই॥ ১৭৬॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে
গোপালসহস্রনামস্তোত্রমষ্টমো-
ঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে গোপাল
সহস্রনাম স্তোত্র অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

পূজার দ্রব্য বিধান কথন ।

শ্রীমহাদেব উবাচ ।

পরিভাষামথো বক্ষ্যে উপচারবিধৌ হরেঃ ।
দ্রব্যাণাং যাবতী সংখ্যা পাত্রাণাং দ্রব্যসঙ্গতিঃ ॥ ১ ॥

অনন্তর শ্রীহরির পূজোপচারসম্বন্ধে পরিভাষার বর্ণনা করিতেছি যাবতীয় সংখ্যাবিশিষ্ট দ্রব্য থাকিবেক তাবৎসংখ্যার পাত্রাদি রাখিতে হইবে ॥ ১ ॥

হাটকং রাজতং তাম্রং মারকুটম্মৃগাদিনা ।
উপচারবিধাবেতৎ দ্রব্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ২ ॥

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, মারকুট মৃগাদির সহিত উপচার বিধির দ্রব্য সকল পণ্ডিতেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন ॥ ২ ॥

আসনে পঞ্চ পুষ্পাণি স্বাগতে ষট্ চতুষ্পলং ।
জলং শ্যামাকদূর্ব্বাব্জবিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতং ॥ ৩ ॥

আসনে পঞ্চপুষ্প এবং স্বাগতে ষট্ চতুষ্পল জল এবং বিষ্ণুক্রান্তা প্রভৃতিকে শ্যামাক অর্থাৎ কোদ্র প্রভৃতি ছোটগাছ ও শস্য এবং তৃণাদি কথিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

পাদ্যে চার্ঘ্যে জলং তাবদ্গন্ধপুষ্পাক্ষতান্বিতং ।
দূর্ব্বাস্তিলাক্ষতশ্চৈব কুশাগ্রশ্বেতসর্ষপাঃ ॥ ৪ ॥

পাদ্য এবং অর্ঘ্য সম্বন্ধে গন্ধপুষ্পজল এবং আতপতণ্ডুল ও দূর্ব্বা তিল, কুশাগ্র এবং শ্বেতসর্ষপ ॥ ৪ ॥

জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ কক্কোলং তোয়ষট্ পলং ।
প্রোক্তমাচমনং কাংস্যে মধুপর্কং ঘৃতং মধু ॥ ৫ ॥

জাতিফল লবঙ্গ এবং কক্কোল ও ছয়পল জল আচমনার্থে উক্ত হইয়াছে এবং কাঁসার পাত্রে ঘৃত মধুপর্কের জন্য ॥ ৫ ॥

দধ্না সহ পলৈকন্তু শুদ্ধং বারি তথাচমে।

পরিমাণস্তু পঞ্চাশৎ পলং বা শুদ্ধমম্ভসঃ ॥ ৬ ॥

দধিযুক্ত একপল জল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং পুনরাচমনার্থে শুদ্ধ পঞ্চাশৎ পল পরিমিত জল দিতে হয় ॥ ৬ ॥

নির্ম্মলেনোদকেনাথ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণতা।

সলিলং গর্হিতং সর্ব্বং ত্যজেৎ পূজাবিধৌ হরেঃ ॥ ৭ ॥

অনন্তর নির্ম্মল যে সকল স্থলে পাত্রাদি ব্যবহৃত হইবেক, পরন্তু শ্রীহরির পূজাবিধিতে গর্হিত জল ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৭ ॥

বিতস্তিমাত্রাদধিকং মূলং।

স্বর্ণাদ্যাভরণান্যেব মুক্তারত্নযুতানি চ ॥ ৮ ॥

স্বর্ণনির্ম্মিত এবং মুক্তা ও রত্নযুক্ত আভরণ সকল এক বিগতের অধিক* পরিমাণবিশিষ্ট করা আবশ্যক ॥ ৮ ॥

চন্দনাগুরুকর্পূরপদ্মগন্ধপলাবধি।

নানাবিধানি পুষ্পাণি পঞ্চাশদধিকানি চ ॥ ৯ ॥

চন্দন, অগুরু, কর্পূর পদ্মগন্ধ এবং নানাবিধ পুষ্প পঞ্চাশৎ সংখ্যার অন্যূন প্রদান করা উচিত হয় ॥ ৯ ॥

কাংস্যাদিনির্ম্মিতে পাত্রে ধূপগুগ্‌গুলুকর্ম্মভাক্‌।

যাবদ্ভক্ষ্যং ভবেৎ পুংসস্তাবদ্দদ্যাজ্জনার্দ্দনে ॥ ১০ ॥

কাংস্যাদি পাত্রে ধূপ গুগ্‌গুলু প্রভৃতি পদার্থ নিবেদন করিয়া আপনার পক্ষে যাহা উৎকৃষ্ট ভোজ্য পদার্থ হয় তাহা জনার্দ্দনের উদ্দেশে সমর্পণ করিবেক ॥ ১০ ॥

নৈবেদ্যং যত্তু ভক্ষ্যঞ্চ তদাদ্দিকচতুর্ব্বিধং।

কর্পূরাদিঘৃতাবৃত্তিঃ সা চ কার্পাসনির্ম্মিতা ॥ ১১ ॥

যাহা নৈবেদ্য করিবেক তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদনযুক্ত চতুর্ব্বিধ পদার্থ সংযুক্ত করিয়া ঘৃত এবং কর্পূরাদির সহিত সমর্পণ করিতে হইবেক, এবং কার্পাস নির্ম্মিত ॥ ১১ ॥

---

* সকল গ্রন্থেই এই প্রকার প্রমাদ পরম্পরা পতিত পাঠ দৃষ্ট হয় পরন্তু (মূল মর্দ্ধ্য স্থ পত্রকং) এই পাঠ উপযুক্ত হইতে পারে।

সপ্তাবৃত্ত্যা সুসংজপ্তো দীপঃ স্যাচ্চতুরঙ্গুলঃ।
শিলাপিষ্টং বন্দনায়াং সপ্তধা বর্ণয়েন্নরঃ ॥ ১২ ॥

বস্ত্র সপ্তপ্রকার সংগ্রহ করিয়া নিবেদিত হইলে চতুরঙ্গুলি পরিমিত শিখাবিশিষ্ট দীপদ্বারা আরতি করিবেক, ও সপ্ত প্রকার মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বন্দনা করিতে হইবেক ॥ ১২ ॥

কার্য্যা তাম্রাদিপাত্রে তৎ প্রীতয়ে হরিমেধসঃ।
দূর্ব্বাক্ষতপ্রমাণস্তু বিজ্ঞেয়স্তু শতাধিকং ॥ ১৩ ॥

অনন্তর শ্রীহরির প্রীতির নিমিত্ত শতাধিক দূর্ব্বা এবং তণ্ডুল নিবেদন করিবেক ॥ ১৩ ॥

তত্ত্বতোঽয়ং বিধিঃ প্রোক্তো বিভবে সতি সর্ব্বদা।
এষামভাবে সর্ব্বেষাং যথা শক্ত্যভিপূজয়েৎ ॥
সর্ব্বভোগান্বিতো ভূত্বা ব্রজেদন্তে হরেঃ পুরং ॥ ১৪ ॥

যদ্যপি সাধক সম্পত্তিশালী হয় তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে পূজা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য, নতুবা যথাশক্তি উপকরণ সামগ্রীর আয়োজন করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলে ইহলোকে সমস্ত সুখভোগ করিয়া অন্তকালে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবে ॥ ১৪ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চতুর্থরাত্রে পূজাদ্রব্যবিধানং
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চতুর্থরাত্রে পূজাদ্রব্য বিধানে
নবম অধ্যায় ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

পঞ্চপ্রকার অর্চ্চনা বিধি কথন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবা ব্রহ্মহরাদয়ঃ।
কৃপয়া দেবদেবেশ মদগ্রে সন্নিধীভব ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিতেছেন। ব্রহ্মা এবং মহাদেব প্রভৃতি দেবতারা যাঁহাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ আমার সম্মুখে কৃপা করিয়া উপস্থিত হউন ॥ ১ ॥

তস্য তে পরমেশান স্বাগতং স্বাগতং প্রভো।
কৃতার্থোঽনুগৃহীতোঽস্মি সফলং জীবিতং মম ॥ ২ ॥

হে প্রভো পরমেশ্বর! আপনি স্বাগত হইয়া আমাকে কৃতার্থ এবং অনুগৃহীত ও আমার জীবন সফল করুন ॥ ২ ॥

যদাগতোঽসি দেবেশ চিদানন্দময়াব্যয়।
অজ্ঞানাদ্বা প্রমাদাদ্বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ।
যদ্যপূর্ণং ভবেৎ কৃত্যং তথাপ্যভিমুখো ভব ॥ ৩ ॥

ইত্যাবাহনং।

হে দেবেশ! চিদানন্দময় এবং অব্যয় স্বরূপ! আপনি আগত হউন অজ্ঞান, অনবধানতা কিম্বা সাধনের বিফলতাপ্রযুক্ত যদিও আমার কার্য্য অসম্পূর্ণ হয় তথাপি আপনি সম্মুখস্থ হউন।—ইতি আবাহন ॥ ৩ ॥

যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসম্ভব।
তস্মৈ তে পরমেশায় পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে ॥ ৪ ॥

ইতি পাদ্যং ॥

হে পরমানন্দ সম্ভব ভক্তিলেশ সহকারে পরমেশ্বর স্বরূপ আপনাকে যে পাদ্য দিতেছি তাহা পরিশুদ্ধ ও কল্পিত হউক।—ইতি পাদ্য ॥ ৪ ॥

দেবানামপি দেবায় দেবানাং দেবতাত্মনে।
আচামং কল্পয়ামীশ চাত্মনাং শুদ্ধিহেতবে ॥ ৫ ॥
ইত্যাচমনীয়ং।

দেবতাদিগের দেবতা ও দেবগণের আত্মা এবং আত্মার দেবতা আপনি হয়েন, অতএব আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত আচমনীয় প্রদান করিতেছি।—ইতি আচমনীয় ॥ ৫ ॥

তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দসম্ভবং।
তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহং ॥ ৬ ॥
ইত্যর্ঘ্যং।

ত্রিতাপহারী পরমানন্দস্বরূপ আপনাকে ত্রিতাপ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য এই অর্ঘ্য সমর্পণ করিতেছি।—ইতি অর্ঘ্য ॥ ৬ ॥

সর্ব্বকল্মষহীনায় পরিপূর্ণসুখাত্মনে।
মধুপর্কমিদং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে ॥ ৭ ॥
ইতিমধুপর্কঃ।

সকল পাপ হইতে রহিত পরিপূর্ণ সুখাত্মাস্বরূপ আপনাকে এই মধুপর্ক দিতেছি হে দেব! আপনি ইহাতে প্রসন্ন হউন।—ইতি মধুপর্ক ॥৭॥

উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্ব্বাপি যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কং ॥ ৮ ॥
ইতি পুনরাচমনীয়কং।

যাঁহার স্মরণমাত্রে উচ্ছিষ্ট এবং অশুচি বস্তু শুদ্ধি লাভ করে সেই দেবকে পুনরাচমনীয় দিতেছি।—ইতি পুনরাচমনীয় ॥ ৮ ॥

পরমানন্দবোধায় নিমগ্ননিজমূর্ত্তয়ে।
সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়াম্যহমীশ তে ॥ ৯ ॥
ইতি স্নানীয়ং।

পরমানন্দ জ্ঞানস্বরূপ এবং নিজমূর্ত্তিতে নিমগ্ন থাকিয়া আপনি এই অঙ্গ এবং উপাঙ্গের স্নান অঙ্গীকার করুন —ইতি স্নানীয় ॥ ৯ ॥

মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ননিজগুহ্যোরুতেজসে।
নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসস্তে কল্পয়াম্যহং ॥ ১০ ॥
ইতি বস্ত্রং।

মায়া চিত্র পটেতে আপনি স্বকীয় তেজ আচ্ছন্ন রাখিয়াছেন এবং আপনি নিবারণ করিলেও আপনার নিমিত্ত এই বাস কল্পনা করিতেছি।—ইতি বস্ত্র ॥ ১০ ॥

যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসংমোহনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কং ॥ ১১ ॥
ইত্যুত্তরীয়ং।

যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জগৎসংমোহিনী মহামায়া থাকেন সেই পরমেশ্বরের জন্য উত্তরীয় কল্পনা করিতেছি।—ইত্যুত্তরীয় ॥ ১১ ॥

যস্য শক্তিত্রয়েণেদং সম্প্রোতমখিলং জগৎ।
যজ্ঞসূত্রায় তস্মৈ তে যজ্ঞসূত্রং প্রকল্পতে ॥ ১২ ॥
ইতি যজ্ঞোপবীতং।

যাঁহার শক্তিত্রয়ে অখিল জগৎ ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছে সেই যজ্ঞসূত্রস্বরূপ দেবতার নিমিত্ত যজ্ঞসূত্রের কল্পনা করিতেছি।— ইতি যজ্ঞোপবীত ॥ ১২ ॥

স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
ভূষণানি বিচিত্রাণি কল্পয়ামি সুরার্চ্চিত ॥ ১৩ ॥
ইতি ভূষণানি।

স্বভাবতঃ যিনি সুন্দরাঙ্গ হয়েন এবং নানাশক্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে সেই দেবতার নিমিত্ত বিচিত্র ভূষণের কল্পনা করিতেছি।—ইতি ভূষণ ॥ ১৩ ॥

সমস্তদেবদেবেশ সর্ব্বতৃপ্তিকরং পরং।
অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমং ॥ ১৪ ॥
ইতি জলং।

হে সমস্ত দেব দেবেশ! আপনি সকলের তৃপ্তিকারক এবং অখণ্ডানন্দে পরিপূর্ণ অতএব এই উৎকৃষ্ট জলগ্রহণ করুন।—ইতি জল ॥১৪॥

পরমানন্দসৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তরং।
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বর ॥ ১৫ ॥
ইতি গন্ধঃ।

হে পরমেশ্বর! পরমানন্দ সৌরভে পরিপূর্ণ এবং দিগন্তরগামী এই উত্তম গন্ধ গ্রহণ করুন।—ইতি গন্ধ ॥ ১৫ ॥

তুরীয়বনসম্ভূতং নানাগুণমনোহরং।
সুমন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমং ॥ ১৬ ॥
ইতি পুষ্পং।

তুরীয় বন হইতে উৎপন্ন, নানাগুণে মনোহর এবং সুমন্দ সৌরভযুক্ত এই উত্তম পুষ্প আপনার গ্রাহ্য হউক।—ইতি পুষ্প ॥ ১৬ ॥

বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ১৭ ॥
ইতি ধূপঃ।

বনস্পতি রস ও দিব্য মনোহর গন্ধবিশিষ্ট সর্ব্বদেবতার আঘ্রাণ যোগ্য এই ধূপ গ্রহণ করুন ॥—ইতি ধূপ ॥ ১৭ ॥

সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং ॥ ১৮ ॥
ইতি দীপঃ।

সকল তিমিরনাশক সুপ্রকাশ মহাদীপ বাহ্য এবং অভ্যন্তরে জ্যোতি-বিশিষ্ট হইয়া আপনার গ্রাহ্য হউক।—ইতি দীপ ॥ ১৮ ॥

সৎপাত্রসিদ্ধং সুভগং বিবিধানেকভক্ষণং।
নিবেদয়ামি দেবেশ সানুগায় গৃহাণ তৎ ॥ ১৯ ॥
ইতি নৈবেদ্যং।

ততো জলং "সমস্তদেবদেবেশ" ইত্যাদিনা।

উৎকৃষ্ট পাত্রস্থিত বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্যের উপকরণযুক্ত এই নৈবেদ্য আপনাকে নিবেদন করিতেছি, হে দেবেশ! আপনি ইহা গ্রহণ করুন।—ইতি নৈবেদ্য ॥ ১৯ ॥

পূজা চ পঞ্চধা প্রোক্তা তাসাং ভেদান্ শৃণুষ্ব মে।
অভিগমনমুপাদানং যোগঃ স্বাধ্যায় এব চ।
ইজ্যা পঞ্চপ্রকারার্চ্চা ক্রমেণ কথয়ামি তে ॥ ২০ ॥

অনন্তর "সর্ব্বদেবদেবেশ" এই মন্ত্রে জলদান করিবেক। পূজা পঞ্চ প্রকার কথিত হইয়াছে তাহার ভেদ আমার নিকটে শ্রবণ কর, অভিগমন, উপাদান, যোগ, স্বাধ্যায় ইজ্যা, এই পঞ্চপ্রকার পূজা তোমাকে কহিতেছি ॥ ২০ ॥

ততোঽভিগমনং নাম দেবতাস্থানমার্জ্জনং।
উপলেপননির্ম্মাল্যদূরীকরণমেব চ ॥ ২১ ॥

দেবতার স্থান মার্জ্জনা, অভিগমন, এবং উপলেপন ও নির্ম্মাল্য দূরীকরণ ॥ ২১ ॥

উপাদানং নাম গন্ধপুষ্পাদিচয়নন্তথা।
যোগো নাম স্বদেহস্থ স্বাত্মাত্মৈনৈব ভাবনা ॥ ২২ ॥

গন্ধপুষ্পাদি সংগ্রহের নাম উপাদান, স্বদেহের সাত্মত্ব ভাবনার নাম যোগ ॥ ২২ ॥

স্বাধ্যায়ো নাম মন্ত্রার্থসন্ধানপূর্ব্বকো জপঃ।
সূক্তস্তোত্রাদিপাঠস্তু হরিসংকীর্ত্তনন্তথা ॥ ২৩ ॥

মন্ত্রার্থ সন্ধানপূর্ব্বক জপ এবং (বেদের) সূক্ত ও স্তোত্রাদি পাঠ এবং হরি সংকীর্ত্তন ॥ ২৩ ॥

তন্ত্রাদিশাস্ত্রাদ্যভ্যাসঃ স্বাধ্যায়ঃপরিকীর্ত্তিতঃ।
ইজ্যা নাম স্বদেবস্য পুজনন্তু যথার্থতঃ ॥ ২৪ ॥

তন্ত্রাদি এবং শাস্ত্রাদির অভ্যাসের নাম স্বাধ্যায় এবং যথার্থতঃ স্বীয় দেবতার পূজার নাম ইজ্যা কথিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

ইতি পঞ্চপ্রকারার্চ্চা কথিতা তব সুব্রতে।
সার্ষ্টিসামীপ্যসালোক্যসাযুজ্যসারূপ্যদা ক্রমাৎ ॥ ২৫ ॥

হে সুব্রতে! তোমাকে এই পঞ্চপ্রকার পূজা কহিলাম উহাতে সার্ষ্টি, সামীপ্য সালোক্য সাযুজ্য যথাক্রমে প্রাপ্তি হয় ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চতুর্থরাত্রে পঞ্চপ্রকারার্চ্চা-
বিধিদশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চতুর্থরাত্রে পঞ্চপ্রকার অর্চ্চা-
বিধি নামক দশম অধ্যায় ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

বৈষ্ণব দিগের দ্বাদশ প্রকার শুদ্ধি কথন ।

শ্রীশিব উবাচ ।

অথ দ্বাদশসংশুদ্ধির্বৈষ্ণবানামিহোচ্যতে ।
গৃহোপসর্পণঞ্চৈব তথানুগমনং হরেঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিতেছেন । অনন্তর বৈষ্ণবদিগের দ্বাদশ প্রকার শুদ্ধির বিষয় এস্থলে বর্ণনা করিতেছি, গৃহোপসর্পণ এবং শ্রীহরির অনুগমন ॥১॥

ভক্তিপ্রদক্ষিণঞ্চৈব পাদয়োঃ শোধনং পুনঃ ।
পূজার্থং পত্রপুষ্পাণাং ভক্ত্যৈবোত্তোলনং হরেঃ ॥ ২ ॥

ভক্তি প্রদক্ষিন, পাদশোধন ও শ্রীহরির পূজার্থ ভক্তিপূর্ব্বক পত্র পুষ্পাদির উত্তোলন ॥ ২ ॥

করয়োঃসর্ব্বশুদ্ধীনামিয়ং শুদ্ধির্ব্বিশিষ্যতে ।
তন্নামকীর্ত্তনঞ্চৈব গুণানামপি কীর্ত্তনং ॥ ৩ ॥

বিশেষরূপে করদ্বয়ের শুদ্ধি ও তাঁহার নাম কীর্ত্তন এবং গুণকীর্ত্তন ॥ ৩ ॥

ভক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণদেবস্য বচসঃ শুদ্ধিরিষ্যতে ।
তৎকথাশ্রবণঞ্চৈব তস্যোৎসবনিরীক্ষণং ॥ ৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণদেবের প্রতি ভক্তিপূর্ব্বক বাক্য শুদ্ধি ও তাঁহার কথা শ্রবণ ও তাঁহার উৎসব নিরীক্ষণ করিতে বাসনা করিবেক ॥ ৪ ॥

শ্রোত্রয়োর্নেত্রয়োশ্চৈব শুদ্ধিঃ সম্যগিহোচ্যতে ।
পাদোদকস্য নির্ম্মাল্যমালানামপি ধারণং ॥ ৫ ॥

কর্ণ এবং নেত্রের শুদ্ধি, পাদোদক এবং নির্ম্মাল্য ও মালাধারন এ স্থলে বর্ণিত হইতেছে ॥ ৫ ॥

উচ্যতে শিরসঃ শুদ্ধিঃ প্রণতস্য হরেঃ পুনঃ ।
আঘ্রাণং গন্ধপুষ্পাদের্নির্ম্মাল্যস্য তপোধন ॥ ৬ ॥

শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া মস্তক শুদ্ধি ও গন্ধপুষ্পাদি নির্ম্মাল্যের আঘ্রাণে নাসিকা শুদ্ধির বিধান করিবেক ॥ ৬ ॥

বিশুদ্ধিঃ স্যাদনন্তস্য ঘ্রাণস্যাপি বিধীয়তে।
পত্রং পুষ্পাদিকং যচ্চ কৃষ্ণপাদযুগার্পিতং ॥ ৭ ॥

ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার চরণারবিন্দে সমর্পিতপত্র পুষ্পাদির ঘ্রাণ অনুভব করিতে হইবেক ॥ ৭ ॥

তদেকং পাবনং লোকে তদ্ধি সর্ব্বং বিশোধয়েৎ।
ললাটে চ গদা কার্য্যা মূর্দ্ধ্নি চাপং শরাংস্তথা ॥ ৮ ॥

ইহলোকে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র, তাহাতে সমস্ত শুদ্ধি হইবেক, তজ্জন্য ললাটে গদা, মস্তকে ধনুঃ ও শর সংস্পর্শ করিবেক ॥ ৮ ॥

নন্দকঞ্চৈব হৃন্মধ্যে শঙ্খং চক্রং ভুজদ্বয়ে।
শঙ্খচক্রান্বিতো বিপ্রঃ শ্মশানে ম্রিয়তে যদি ॥ ৯ ॥

হৃৎপদ্মে নন্দক, ভুজদ্বয়ে, শঙ্খ ও চক্র ধারণ করিবেক, যেহেতুক কোন বিপ্র শঙ্খ চক্রান্বিত হইয়া যদি শ্মশানে প্রাণত্যাগ করে ॥ ৯ ॥

প্রয়াগে যা গতিঃ প্রোক্তা সা গতিস্তস্য গোতম।
যানৈর্ব্বা পাদুকাভির্ব্বা যানং ভগবতো গৃহে ॥ ১০ ॥

তবে প্রয়াগে যে গতি হয় তাহার ও সেই গতি হইবেক, আর ভগবদ্গৃহে বাহন কিম্বা পাদুকাসহিত গমন ॥ ১০ ॥

দেবোৎসবেষ্বাসবী চ অপ্রণামো মদগ্রতঃ।
উচ্ছিষ্টে চৈব বাহশৌচে ভগবদ্বন্দনাদিকং ॥ ১১ ॥

দেবোৎসবে আসবী, দেবাগ্রে অপ্রণাম, উচ্ছিষ্ট কিম্বা অশৌচ বস্ততে ভগবদ্বন্দনাদি ॥ ১১ ॥

একহস্তপ্রণামঞ্চ তৎপুরস্তাৎ প্রদক্ষিণং।
পাদপ্রসারণঞ্চৈব তথা পর্য্যঙ্কবন্ধনং ॥ ১২ ॥

একহস্ত পরিমিত প্রণাম, তাঁহার অগ্রে প্রদক্ষিণ, ও পাদপ্রসারণ, এবং পর্য্যঙ্ক বন্ধন ॥ ১২ ॥

শয়নং ভক্ষণঞ্চাপি মিথ্যাভাষণমেব চ।
উচ্চৈর্ভাষো মিথো বৈরং রোদনানি চ বিগ্রহঃ॥ ১৩॥

শয়ন, ভক্ষণ, মিথ্যাভাষণ, উচ্চভাষণ, পরস্পর শত্রুতা, রোদন ও যুদ্ধ॥ ১৩॥

নিগ্রহানুগ্রহশ্চৈব স্ত্রীষু চ ক্রূরভাষণং।
কম্বলাবরণঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ॥ ১৪॥

নিগ্রহানুগ্রহ, স্ত্রীদিগকে ক্রূরভাষণ কম্বলাবরণ, পরনিন্দা ও পরস্তুতি॥ ১৪॥

অশ্লীলভাষণঞ্চৈব অধোবায়ুবিমোক্ষণং।
শক্তৌ গৌণোপচারশ্চ অনিবেদিতভক্ষণং॥ ১৫॥

অশ্লীলভাষণ, অধোবায়ুবিমোক্ষণ, সমর্থ হইয়াও সামান্য উপচারদান, অনিবেদিত বস্তু ভক্ষণ॥ ১৫॥

তত্তৎকালভবানাঞ্চ ফলাদীনামনর্পণং।
বিনিযুক্তাবশিষ্টস্য প্রদানং ব্যঞ্জনস্য চ॥ ১৬॥

যথাকালে উৎপন্ন ফলাদি অনর্পণ, বিনিযুক্ত অবশিষ্ট ব্যঞ্জনাদি প্রদান॥ ১৬॥

স্পষ্টীকৃত্বাসনঞ্চৈব পরনিন্দা পরস্তুতিঃ॥
গুরৌ মৌনং নিজস্তোত্রং দেবতানিন্দনন্তথা।
অপরাধস্তথা বিষ্ণোর্দ্বাত্রিংশৎ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৭॥

আসন স্পষ্টীকরণ, পরনিন্দা, পরস্তুতি, গুরুসম্বন্ধে মৌন, আপনার প্রশংসা দেবতানিন্দন বিষ্ণুর সম্বন্ধে সাধকের দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধ কথিত হইল॥ ১৭॥

শালগ্রামশিলাতোয়ং ন পীত্বা যস্তু মস্তকে।
প্রক্ষেপণং প্রকুর্ব্বীত ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে॥ ১৮॥

শালগ্রামের চরণামৃত পান না করিয়া যে কেহ মস্তকে উহা প্রক্ষেপ করে সে ব্রহ্মহত্যার পাতকী হয়॥ ১৮॥

বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীতং কোটিজন্মাঘনাশনং ।
তদেবাষ্টগুণং পাপং ভূমৌ বিন্দুনিপাতনাৎ ॥১৯॥

বিষ্ণু পাদোদক পান করিলে কোটি জন্মের পাপ বিনষ্ট হইয়া যায় এবং তাহা ভূমিতে বিন্দুমাত্র পতিত হইলে অষ্টগুণ পাপ জন্মে ॥ ১৯ ॥

ধারণমন্ত্রস্তু ।

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনং ।
বিষ্ণোঃ পাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহং ॥২০॥

অকাল মৃত্যুনিবারক, সকল ব্যাধিবিনাশক, শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র পাদোদক মস্তকে ধারণ করিতেছি ॥ ২০ ॥

হত্যাং হন্তি তদঙ্ঘ্রিজাপি তুলসী স্তেয়ঞ্চ তোয়ং পদে ।
নৈবেদ্যং বহু অন্নপানজনিতং গুর্ব্বঙ্গনাসঙ্গজং ॥ ২১ ॥

তাঁহার পাদপদ্মস্থিত তুলসী, হত্যাজনিত পাপ, চরণামৃত অপহরণ জন্য, এবং নৈবেদ্য বহুতর অন্নপানজনিত এবং গুর্ব্বঙ্গনাসঙ্গজ পাপ সকলকে নাশ করে ॥ ২১ ॥

শ্রীশাধীনমতিঃস্থিতির্হরিজনৈস্তৎসঙ্গজং কিল্বিষং ।
শালগ্রামশিলার্চ্চনস্থমহিমা কোঽপ্যেষলোকোত্তরঃ ॥২২॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বিনীতভাব এবং বৈষ্ণবের সহিত সঙ্গ থাকিলে সঙ্গজন্য পাপ হইতে মুক্তি, এবং শালগ্রামশিলাপূজনের মাহাত্ম্যে পরলোকে অভীষ্ট লাভ হয় ॥ ২২ ॥

কেশবাগ্রে নৃত্যগীতং যঃ করোতি কলৌ নরঃ ।
পদেপদেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥ ২৩ ॥

বাশিষ্ঠে ।

যে কোন ব্যক্তি কলিযুগে কেশবাগ্রে নৃত্যগীত করেন, তিনি পদে পদে অশ্বমেধের নিত্য ফলভোগ করেন ॥ ২৩ ॥

ইতি বশিষ্ঠ বচন ।

কেশবাগ্রে নৃত্যগীতং ন করোতি হরের্দ্দিনে।
বহ্নিনা কিং ন দগ্ধোঽসৌ গতঃ কিং ন রসাতলং ॥২৪॥

নারদীয়ে।

যে কেহ হরিবাসরে কেশবাগ্রে নৃত্যগীত না করে সে অগ্নিতে দগ্ধ এবং রসাতল গত হয় না ॥ ২৪ ॥

স্মরণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ কলৌ মন্ত্রজপাদিষু।
দানন্তু প্রীতয়ে তস্য নান্যথা গতিরিষ্যতে ॥ ২৫ ॥

কলিযুগে শ্রীবিষ্ণুর মন্ত্র জপাদি সময়ে তাঁহার স্মরণ ও কীর্ত্তন এবং তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত দান করা কর্ত্তব্য, কারণ তদ্ভিন্ন অন্য আর গতি নাই ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে
দ্বাদশশুদ্ধিরেকাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্ত-
শ্চায়ং চতুর্থরাত্রঃ ॥ ১১ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে চতুর্থরাত্রে দ্বাদশ
শুদ্ধি নামক একাদশ অধ্যায় ॥ ১১ ॥

সমাপ্ত চতুর্থরাত্র।

পঞ্চমরাত্রে।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র উপদেশ বিধি।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথোচ্যন্তে পুনর্মন্ত্রাঃ শৃণুষ্বৈকমনাঃ প্রিয়ে।
যেষাং বিজ্ঞানমাত্রেণ নরো ভক্তত্বমাব্রজেৎ॥ ১॥

মহাদেব কহিতেছেন। হে প্রিয়ে! যাহার বিজ্ঞানমাত্র লোকেরা ভক্তিমান হয় অনন্তর পুনর্ব্বার সেই সকল মন্ত্র কথিত হইতেছে, একমনা হইয়া শ্রবণ কর॥ ১॥

যেষাং তন্ত্রাদিশাস্ত্রাণাং বিচারো নৈব হি ক্বচিৎ।
করোম্যশেষতো দেবি ভক্তিমুক্তিপ্রদো নৃণাং॥ ২॥

যে সকল তন্ত্রাদি শাস্ত্রের বিচার কোন স্থলে হয় নাই, হে দেবি! মনুষ্যদিগের ভক্তিমুক্তিপ্রদ সেই বিচার অশেষ প্রকারে নির্দ্দিষ্ট করিতেছি॥২॥

উপদেশবিধিং বক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণস্য কলৌ যথা।
দদ্যান্মন্ত্রং গুরুঃ স্বচ্ছঃ শিষ্যং ভক্তিসমন্বিতং॥ ৩॥

কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ বিধি যে প্রকারে হইবে তাহা বলিতেছি, সরলতাগুণসম্পন্ন গুরুভক্তিযুক্ত শিষ্যকে মন্ত্রদান করিবেন॥ ৩॥

উপোষ্যৈকদিনং পূর্ব্বং যদ্বা ভুক্ত্বা হবিষ্যকং।
স্নাত্বা তু নির্ম্মলে তোয়ে পূর্ব্বাস্যঃ সুস্থমানসঃ॥ ৪॥

পূর্ব্বদিনে উপবাস কিম্বা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া নির্ম্মল জলে স্নানপূর্ব্বক সুস্থচিত্তে পূর্ব্বাভিমুখ হইবেক॥ ৪॥

শিষ্যশ্চোদঙ্মুখস্থঞ্চ হরের্নাম্নস্তু ষোড়শঃ।
স শ্রাব্যৈব ততো দদ্যান্মন্ত্রং ত্রৈলোক্যমঙ্গলং ॥ ৫ ॥

এবং শিষ্য উত্তরাভিমুখ হইয়া ষোড়শবার হরিনাম শ্রবণ করিলে ত্রৈলোক্যমঙ্গল মন্ত্র তাহাকে দিতে হইবেক ॥ ৫ ॥

ততো গুরুঃ স্বয়ং দেবং সম্পূজ্য বিধিবদ্ধুনেৎ।
বৈষ্ণবোক্তবিধানেন স্থণ্ডিলে সংস্কৃতেঽপি চ ॥ ৬ ॥

গুরুদেব স্বয়ং ইষ্টদেবতার পূজা এবং বৈষ্ণবোক্ত বিধানে সংস্কৃতাগ্নি-যুক্তস্থণ্ডিলে বিধিপূর্ব্বক হোম করিবেন ॥ ৬ ॥

ততস্তু দক্ষিণা দেয়া শিষ্যেণ গুরবে যথা।
সামর্থ্যেন স্বশক্ত্যা তু বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭ ॥

তদনন্তর শিষ্য যথাশক্তি ধন হেতুক শঠতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুকে দক্ষিণা দিবেন ॥ ৭ ॥

অথোচ্যন্তে মহামন্ত্রাঃ কৃষ্ণস্য বালরূপিণঃ।
নাম্নঃ সহস্রং শতকং কবচঞ্চ সুরেশ্বরি ॥ ৮ ॥

অনন্তর হে সুরেশ্বরি! বালকৃষ্ণরূপী শ্রীবিষ্ণুর মহামন্ত্র সকল এবং সহস্র ও শতনাম কবচ কথিত হইতেছে ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

অষ্টাদশার্ণো মারান্তো মনুঃ সুতধনপ্রদঃ।
শ্রুত্যাদ্যষ্টাদশার্ণোক্তং মাররূঢ়স্বরৈঃ ক্রমাৎ।
অঙ্গান্যস্য মনোরঙ্গদিক্‌পালাস্ত্রৈঃ সমর্চ্চনা ॥ ৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। কামবীজান্ত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে পুত্র এবং ধনপ্রাপ্তি হয়, উক্ত কামবীজ এবং উহার স্বরবর্ণ সকল আদি, দিক্‌পাল এবং অস্ত্রাদির সহিত যথাক্রমে অর্চ্চিত হইবেক ॥ ৯ ॥

পাণৌ পায়সপক্কমাহিতরসং বিভ্রন্মুদা দক্ষিণে।
সব্যে শারদচন্দ্রমণ্ডলনিভং হৈয়ঙ্গবীনং দধৎ ॥ ১০ ॥

দক্ষিণ হস্তে আনন্দে পায়সান্ন ধারণ করিতেছেন এবং বামহস্তে শরৎ-কালীন চন্দ্রমণ্ডলের সদৃশ নবনীত বহন করিতেছেন ॥ ১০ ॥

কণ্ঠে কল্পিতপুণ্ডরীকনখবদ্দাম প্রদীপ্তং বহন্।

দেবো দিব্যদিগম্বরো দিশতু নঃ সৌখ্যং যশোদাসুতঃ ॥১১॥

কণ্ঠে কল্পিত পুণ্ডরীকনখবৎ দীপ্তদামবহনকারী দিব্য দিগম্বর বেশ-ধারী যশোদাপুত্র আমাদিগের সুখস্বচ্ছন্দতার বিধান করুন্॥ ১১ ॥

দিনশোঽভ্যর্চ্চ্য গোবিন্দং দ্বাত্রিংশল্লক্ষমানতঃ।

জপ্ত্বা দশাংশং জুহুয়াৎ সিতান্নেন পয়োম্বসা ॥ ১২ ॥

প্রতিদিন শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া দ্বাত্রিংশৎলক্ষ পরিমাণ জপ ও তাহার দশাংশ হোম মিষ্টান্নে এবং দুগ্ধযুক্ত জলে সম্পাদন করিবেক॥ ১২ ॥

পদ্মস্থং দেবমভ্যর্চ্চ্য তর্পয়েত্তন্মুখাম্বুজে।

ক্ষীরেণ কদলীপক্কৈর্দধ্না হৈয়ঙ্গবেন চ ॥ ১৩ ॥

পদ্মস্থিত দেবতাকে অর্চ্চনা করিয়া তাহার মুখপদ্মে ক্ষীর, কদলী পক্ক, দধি এবং নবনীত প্রভৃতি নিবেদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেক॥ ১৩ ॥

সুতার্থী তর্পয়েদ্দেবং বৎসরাল্লভতে সুতং।

যদ্যদিচ্ছতি তৎসর্ব্বং তর্পণাদেব সিধ্যতি ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি পুত্রকামনা করিবেক সে উক্তদেবের তর্পণ করিয়া এক বৎস-রের মধ্যে পুত্রবান্ হইবেক এবং সেই তর্পণদ্বারা অভিলষিত সমস্ত বিষয় সিদ্ধ হয় ॥ ১৪ ॥

তারং হৃদ্ভগবান্ ঙেঽন্তো নন্দপুত্রপদং তথা।

নন্দান্তে বপুষে হস্তাগ্নিময়োঽন্তে দশার্ণকঃ ॥ ১৫ ॥

তারবীজ এবং হৃৎ ও ভগবৎ শব্দ চতুর্থীর একবচন যোগে ও নন্দপুত্র পদের নন্দশব্দের শেষে স্বাহা শব্দযোগে দশাক্ষর মন্ত্র হইবেক॥ ১৫ ॥

অষ্টাবিংশত্যক্ষরোঽয়ং ব্রূয়াদ্দ্বাত্রিংশদক্ষরং।

নন্দপুত্রপদং ঙেঽন্তং শ্যামলাঙ্গপদন্তথা ॥ ১৬ ॥

অষ্টাবিংশত্যক্ষর এবং দ্বাত্রিংশদক্ষর মন্ত্র নন্দপুত্র এবং শ্যামলাঙ্গপদে চতুর্থীর একবচন যোগ করিয়া উদ্ধার করিতে হয়॥ ১৬॥

তথা বালবপুঃ কৃষ্ণো গোবিন্দো দশবর্ণকঃ।

অনয়োর্নারদঋষিশ্ছন্দস্তু স্যাদনুষ্টুভৌ॥ ১৭॥

তথা দশবর্ণক মন্ত্রে বালবপুঃ কৃষ্ণ, ও গোবিন্দপদ থাকে, ইহার ঋষি নারদ এবং ছন্দঃ অনুষ্টুপ নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ১৭॥

আচক্রাদ্যৈরঙ্গসংস্থৈর্দ্দিক্‌পালাস্ত্রৈঃ প্রপূজনং।

দক্ষিণে রত্নচষকং বামে সৌবর্ণপাত্রকং॥ ১৮॥

চক্র, অঙ্গ, দিক্‌পাল ও অস্ত্রাদির পূজনান্তে দক্ষিণে ও বামে রত্নময় সুবর্ণ পাত্রে রাখিবেক॥ ১৮॥

করে দধানং দেবীভ্যামাশ্লিষ্টং চিন্তয়েদ্ধরিং।

জপেল্লক্ষং মনুবরো পায়সৈরযুতং হুনেৎ॥ ১৯॥

অনন্তর শ্রীহরিকে দেবীকর্ত্তৃক আশ্লিষ্ট ভাবিয়া ধ্যান ও একলক্ষ জপ এবং পায়সান্নে অযুতবার হোম করিবেক॥ ১৯॥

এবং সিদ্ধমনুর্ম্মন্ত্রী ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যভাগ্‌ভবেৎ।

তারাদির্ভগবান্‌ ঙেহন্তো রুক্মিণীবল্লভস্তথা॥ ২০॥

এইরূপে মন্ত্রসিদ্ধি হইলে সাধক ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যভাগী হইবে তার-বীজ ও চতুর্থীর একবচনান্ত ভগবৎ শব্দে এবং রুক্মিণীর বল্লভ॥ ২০॥

শিরোঽন্তঃ ষোড়শার্ণোঽয়ং রুক্মিণীবল্লভাহ্বয়ঃ।

সর্ব্বসাক্ষাৎপ্রদো মন্ত্রো নারদোঽস্য মুনিঃ স্মৃতঃ॥ ২১॥

শিব শব্দের সহিত পুনশ্চ রুক্মিণীবল্লভ পদযোগ করিলে শ্রীবিষ্ণুর সাক্ষাৎ করিয়া মন্ত্র হয়, উহার ঋষি নারদ॥ ২১॥

ছন্দোঽনুষ্টুব্দেবতা চ রুক্মিণীবল্লভো হরিঃ।

একদৃগ্বেদমুনিদৃগ্বর্ণৈরস্যাঙ্গকল্পনা॥ ২২॥

ছন্দঃ অনুষ্টুপ, দেবতা রুক্মিণীবল্লভ হরি, এবং এক, তিন চারি, সাত ও পুনর্ব্বার তিন অক্ষরে অঙ্গ কল্পনা করিবেক॥ ২২॥

তাপিঞ্ছচ্ছবিরঙ্গগাং প্রিয়তমাং স্বর্ণপ্রভামম্বুজ-

প্রোদ্যদ্বামভুজাং স্ববাহুলতয়াঽশ্লিষ্যন্‌ স চিন্তাশয়া।

শ্লিষ্যন্তীং স্ময়মানহস্তবিলসৎসৌবর্ণবেত্রশ্চিরং
পায়াদ্বঃ শণসূত্রপীতবসনো নানাবিভূষো হরিঃ ॥ ২৩ ॥

যে শ্রীহরি স্বকীয় বাহুলতাদ্বয়ে, গোপিকাগণকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিতেন, ও তাহারা বিস্ময়ান্বিতা এবং লজ্জিতা হইলে আপনিও হাস্যযুক্ত হইতেন, নানাবিভূষণধারা পীতাম্বর তোমাদিগকে চিরকালের জন্য রক্ষা করুন ॥ ২৩ ॥

ধ্যাত্বৈবং রুক্মিণীনাথং জপ্যাল্লক্ষমিমং মনুং।
অযুতং জুহুয়াৎ পদ্মৈররুণৈর্ম্মধুরাপ্লুতৈঃ ॥ ২৪ ॥

এইরূপে রুক্মিণীবল্লভের ধ্যান করিয়া ঐ মন্ত্র একলক্ষবার জপ, এবং মধুদ্বারা অযুত বার হোম করিবে ॥ ২৪ ॥

অর্চ্চয়েন্নিত্যমঙ্গৈস্তং নারদাদ্যৈর্দ্দিশোহধিপৈঃ।
বজ্রাদ্যৈরপি ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাপ্তয়ে নরঃ ॥ ২৫ ॥

মনুষ্যেরা ধর্ম্মার্থকাম এবং মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য বজ্রাদি অস্ত্র ও নারদাদি ঋষির সহিত শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হইবে ॥ ২৫ ॥

লীলাদণ্ডধরো গোপীজনসংসক্তদোঃপদং।
দণ্ডান্তে বালরূপেতি মেঘশ্যামপদন্ততঃ ॥ ২৬ ॥

লীলাদণ্ডধর এবং গোপীজন সংসক্ত হস্ত ও দণ্ডান্তে বালরূপ ও মেঘশ্যামবর্ণ ॥ ২৬ ॥

ভগবান্ বিষ্ণুরিত্যুক্তো বহ্নিজায়ান্তকো মনুঃ।
একোনত্রিংশদন্তোহস্য মুনির্নারদ ঈরিতঃ ॥ ২৭ ॥

ভগবান্ ও বিষ্ণুশব্দের পরে স্বাহাপদ যোগ করিলে একোনবিংশতি অক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্র হইবে, ইহার ঋষি নারদ ॥ ২৭ ॥

ছন্দোহনুষ্টুব্দেবতা চ লীলাদণ্ডহরির্ম্মতঃ।
মুমুক্ষিকরণাঙ্গাব্ধিবর্ণৈরঙ্গক্রিয়া মতা ॥ ২৮ ॥

ছন্দঃ অনুষ্টুপ দেবতা লীলাদণ্ডধারি এবং মুনি, সাগর, করণ এবং অঙ্ক ও সাগরে অঙ্গপূজা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ২৮ ॥

সম্মোহয়ন্নিজকরা মকরস্থলীলা
দণ্ডেন গোপযুবতীঃ সুরসুন্দরীশ্চ।
দিশ্যান্নিজপ্রিয়তমাসুগদক্ষহস্তো
দেবঃ শ্রিয়ং নিহতকংস উরুক্রমো বঃ ॥ ২৯ ॥

যিনি স্বকীয় করদণ্ডে গোপিকাগণের এবং সুরসুন্দরীদিগের সহিত লীলাছলে আ.লিঙ্গন করতঃ তাহাদিগকে মোহিতা করিয়াছেন সেই কংসান্তকারী ত্রিবিক্রম হরি তোমাদিগের শ্রীবৃদ্ধি করুন ॥ ২৯ ॥

ধ্যাত্বৈবং প্রজপেল্লক্ষং অযুতং সিততণ্ডুলৈঃ।
ত্রিমধ্বক্তৈ র্হুনেদঙ্গ দিক্‌পালাস্ত্রৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩০ ॥

এইরূপে ধ্যান করিয়া লক্ষবার জপান্তে অযুতবার তিল ও মধু দিয়া হোম করণান্তে দিকপাল এবং অস্ত্রাদির পূজা করিবেক ॥ ৩০ ॥

লীলাদণ্ডহরিং যো বৈ ভজতে নিত্যমাদরাৎ।
স পূজ্যতে সর্ব্বলোকৈ স্তং ভজেদিন্দিরা সদা ॥ ৩১ ॥

যে কেহ আদরপূর্ব্বক নিত্য নিত্য লীলাদণ্ডধারী হরির ভজনা করেন তিনি সর্ব্বলোকের পূজ্য হইয়া ধনবান্‌ হয়েন ॥ ৩১ ॥

ত্রয়োদশস্বরযুতঃ শার্ঙ্গী মোদঃ স কেশবঃ।
তথা মাং সযুগস্তারঃ শিবঃ সপ্তাক্ষরোঽপরঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়োদশ স্বরবর্ণযুক্ত শার্ঙ্গী, মোদ ও কেশববীজে দুইবার প্রণব শিব-পদ যোগে সপ্তাক্ষর মন্ত্র হইবে ॥ ৩২ ॥

আচক্রাদ্যৈরঙ্গগুপ্তির্নারদোঽস্য মুনিঃ স্মৃতঃ।
ছন্দ উষ্ণিগ্‌দেবতা চ গোবল্লভ উদাহৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

চক্রাদি ইহার অঙ্গ, নারদ ঋষি, ছন্দঃ উষ্ণিক্, দেবতা গোবল্লভ উক্ত হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

ধ্যেয়োঽচ্যুতঃ স কপিলাগণমধ্যসংস্থো
য আহ্বয়ন্ দধি দক্ষিণদোঙ্কি বেণুং।
পাশং সযষ্টি সপত্রপয়োদনীলঃ
পীতাম্বরোঽহিরিপুপিচ্ছকৃতাবতংসঃ ॥ ৩৪ ॥

যিনি কপিলাগণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দক্ষিণ হস্তে বেণুবাদন করিতেছেন এবং পাশ যষ্টিসহকারে ধাবমান হইতেন, এবং যিনি ময়ূরপুচ্ছে স্বকীয় কেশের শোভাবর্দ্ধন করিতেন সেই পীতাম্বরযুক্ত শ্রীহরি তোমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩৪ ॥

মনুং লক্ষং জপেদেতং জুহুয়াৎ সপ্তসহস্রকং।
গোক্ষীরৈরঙ্গদিকপালমধ্যেঽর্চ্চ্যং গোগণান্তকং ॥ ৩৫ ॥

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র লক্ষবার জপ করিয়া ক্ষীর দিয়া সপ্তশতবার হোম করিবেক তাহাতে গোসমূহের মধ্যবর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের পূজা হইবেক ॥ ৩৫ ॥

অষ্টোত্তরসহস্রং যঃ পয়োভির্দ্দিনশো হুনেৎ।
পতঙ্গগোগণৈরাঢ্যো দশার্ণে নৈব বা বিধিঃ ॥ ৩৬ ॥

যে কেহ প্রতিদিন অষ্টোত্তর সহস্রবার দুগ্ধদ্বারা মন্ত্রোক্ত বিধির ফল প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩৬ ॥

স নরো বাসুদেবো হুন্ ঙেন্তঞ্চ ভগবৎপদং।
শ্রীগোবিন্দপদং তদ্বদ্দ্বাদশার্ণোঽয়মীরিতঃ ॥ ৩৭ ॥

হুংশব্দে চতুর্থীর একবচনান্ত করিয়া সেই ব্যক্তি বাসুদেব ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ এই দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র গ্রহণ করিবেক ॥ ৩৭ ॥

মনুর্নারদগায়ত্রীকৃষ্ণর্ষ্যাদিরথাঙ্গকং।
একাক্ষিবেদভূতার্ণৈঃ সমস্তৈরপি কল্পয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দঃ গায়ত্রী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, জ্ঞান করিয়া সমস্ত মন্ত্রের অঙ্গপূজা কল্পিত হইবেক ॥ ৩৮ ॥

বন্দে কল্পদ্রুমমূলাশ্রিতমণিময়সিংহাসনে সন্নিবিষ্টং
নীলাভং পীতবস্ত্রং করকমললসচ্ছঙ্খবেণুং মুরারিং।

গোভিঃ সপ্রসবাভি র্বৃতমমরপতিপ্রৌঢ়হস্তস্থকুম্ভ-
প্রদ্যোতৎসৌধধারাস্নপিতমভিনবাম্ভোজপত্রাভনেত্রং ॥৩৯॥

যিনি কল্পবৃক্ষের মূলাশ্রিত মণিময় সিংহাসনে সন্নিবিষ্ট এবং যিনি নীলাভাযুক্ত পীতাম্বরধারী এবং করকমলে শঙ্খ ও বেণুবিশিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণ মুরারিকে বন্দনা করি। তিনি গোবৎস প্রভৃতিতে পরিবৃত হইয়া সকলের কল্যাণ করুন ॥ ৩৯ ॥

ধ্যাত্বৈবমচ্যুতং জপ্ত্বা রবিলক্ষং হুনেত্ততঃ।
দুগ্ধৈর্দ্বাদশসাহস্রং দিনশোহমুং সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৪০ ॥

এইরূপে অচ্যুতদেবকে ধ্যান করিয়া দ্বাদশলক্ষ জপ ও দুগ্ধের দ্বারা দ্বাদশ সহস্র বার হোম করিয়া প্রতিদিন তাঁহার পূজা করিবেন ॥ ৪০ ॥

গোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিতং বাপি গেহে বা প্রতিমাদিষু।
সমস্তপরিবারার্চ্চান্তাঃ পুনর্ব্বিষ্ণুপার্ষদাঃ ॥ ৪১ ॥

কোন প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিতে কিম্বা গৃহে সংস্থাপিত প্রতিমাদিতে তাঁহার পারিষদ ও সমস্ত পরিবারগণের অর্চ্চনা করিবে ॥ ৪১ ॥

দ্বারাগ্রেঽবনিপীঠেঽর্চ্চ্যাঃ পক্ষীন্দ্রশ্চ তদগ্রতঃ।
চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্দোহবিধাতারৌ চ দক্ষিণে ॥ ৪২ ॥

পীঠমধ্যে গরুড়ের এবং চণ্ড ও প্রচণ্ডের এবং দোহন বিধাতার পূর্ব্ব এবং দক্ষিণদিকের ॥ ৪২ ॥

জয়ঃ সবিজয়ঃ পশ্চাদ্বলপ্রবল উত্তরে।
ঊর্দ্ধেদ্বারিশ্রিয়ং শ্রেষ্ঠান্ দ্বার্য্যেতান্ যুগ্মশোঽর্চ্চয়েৎ ॥৪৩॥

এবং উত্তরে বল ও প্রবল পশ্চিমে জয় ও বিজয়ের এবং ঊর্দ্ধে দ্বারিকা-স্থিত শ্রীপতির যুগলমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে হইবেক ॥ ৪৩ ॥

পূজ্যো বাস্তুপুমাংস্তত্র তত্র দ্বাঃপীঠমধ্যতঃ।
দ্বারান্তপার্শ্বয়োরর্চ্চ্যা গঙ্গা চ যমুনা নদী ॥ ৪৪ ॥

তাহাতে পীঠমধ্যে বাস্তুপুরুষের পূজা হইলে তাঁহার উভয় পার্শ্বে গঙ্গা এবং যমুনানদীর পূজা করা আবশ্যক হয় ॥ ৪৪ ॥

কোণেষু বিঘ্নং দুর্গাঞ্চ বাণীং ক্ষেত্রেশমর্চ্চয়েৎ।
অর্চ্চয়েদ্বাস্তুপুরুষং বেশ্মমধ্যে সমাহিতঃ ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর পূজাস্থলীর কোণসমূহে দুর্গার এবং সরস্বতীর ও ক্ষেত্রপালের পূজা হইলে সেই গৃহমধ্যে একাগ্রচিত্তে বাস্তুপুরুষের অর্চ্চনা করিতে হইবেক ॥ ৪৫ ॥

তারং শার্ঙ্গপদং ঙেহন্তং সপর্ব্বঞ্চ শরাসনং।
হুং ফট্ নম উক্ত্বাঽস্ত্রমুদ্রয়াঽগ্রে স্থিতো হরেঃ ॥ ৪৬ ।

তারবীজসহকারে শার্ঙ্গ ও সপর্ব্ব শরাসন শব্দের চতুর্থীর এক বচন যোগ করিয়া হুং ফট্ নমঃ উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীহরির মুদ্রাবাহন করিয়া দিবেক ॥ ৪৬ ॥

পুষ্পাক্ষতং ক্ষিপেদ্দিক্ষু সমাসীতাসনে ততঃ।
বিধেয়মেতৎসর্ব্বত্র স্থাপিতে তু বিশেষতঃ ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর আসনে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিকে তণ্ডুল এবং পুষ্প নিক্ষেপ করিবে, সর্ব্বত্র এই বিধি অবলম্বনপূর্ব্বক স্থাপিত মূর্ত্তির পূজা করিবে বিশেষ স্থলে ॥ ৪৭ ॥

আত্মার্চ্চনান্তং কৃত্বাথ গুরুপংক্তিং পুরোক্তবৎ।
শ্রীগুরুং পরমাদ্যাংশ্চ মহাস্মৎসর্ব্বপূর্ব্বকান্ ॥ ৪৮ ॥

পূর্ব্বোক্তবৎ পরমাত্মার অর্চ্চনা করিয়া শ্রীগুরু ও পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য স্মরণ করিবে ॥ ৪৮ ॥

তৎপাদুকান্নারদাদীন্ পূর্ব্বসিদ্ধাননন্তরং।
ততো ভগবতশ্চেষ্ট্বা বিঘ্নঘ্নান্ দক্ষিণেঽর্চ্চয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

নারদাদি ঋষিগণের এবং গুরুজনের পাদুকার্চ্চনা করিয়া অনন্তর দক্ষিণে বিঘ্নবিনাশকের পূজা করিতে হইবেক ॥ ৪৯ ॥

পূর্ব্ববৎ পীঠমভ্যর্চ্চ্য শ্রীগোবিন্দমথার্চ্চয়েৎ।
রুক্মিণীং সত্যভামাঞ্চ পার্শ্বয়োরিন্দ্রমগ্রতঃ ॥ ৫০ ॥

তাহাতেও পীঠপূজা ও শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চনা ও রুক্মিণী ও সত্যভামার উভয়পার্শ্বে পূজা করা আবশ্যক॥ ৫০॥

পৃষ্ঠতঃ সুরভিশ্চেষ্ট্যা কেশরেম্বঙ্গদেবতাঃ।
অর্চ্চ্যা হৃদাদিবর্ম্মাস্তং দিক্ষ্বস্ত্রং কোণকেষু চ॥ ৫১॥

পৃষ্ঠভাগে সুরভির এবং কেশরমধ্যে আদিদেবতার হৃদয়াদি বর্ম্ম পর্য্যন্ত এবং সকল দিগের কোন অস্ত্র পূজা হইবেক॥ ৫১॥

কালিন্দী রোহিণী নাগ্নজিত্যাদ্যাঃ ষট্‌কশক্তয়ঃ।
দলেষু পীঠকোণেষু বহ্ন্যাদ্যর্চ্চাথ কিঙ্কিণী॥ ৫২॥

কালিন্দী, রোহিণী এবং নাগ্নজিতী প্রভৃতি শক্তিগণকে পীঠদলে এবং বহ্ন্যাদিগণকে ষট্‌কোণে পূজা করিয়া অনন্তর কিঙ্কিণী॥ ৫২॥

দামানি যষ্টয়ো বেশ্ম পুরঃ শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ।
অগ্রতো বনমালাঞ্চ দিক্ষ্বষ্টাসু ততোঽর্চ্চয়েৎ॥ ৫৩॥

দাম, যষ্টি, গৃহ, পুরী, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, বনমালা অষ্টদিকে পূজনীয় হইবেক॥ ৫৩॥

পাঞ্চজন্যং গদাঞ্চক্রং বসুদেবঞ্চ দেবকীং।
নন্দগোপং যশোদাঞ্চ সগোগোপালগোপিকাঃ॥ ৫৪॥

পাঞ্চজন্য, গদা, চক্র বসুদেব দেবকী নন্দ গোপ যশোদা এবং গো গোপাল ও গোপিকাদিগের॥ ৫৪॥

ইন্দ্রাদ্যা দেবতাঃ সর্ব্বা বিশ্বক্‌সেনস্তথোত্তরে।
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ॥ ৫৫॥

ইন্দ্রাদি দেবতার ও বিশ্বক্‌সেনের পূজা হইলে তদুত্তরে কুমুদ কুমুদাক্ষ পুণ্ডরীক ও বামন॥ ৫৫॥

শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং বেত্তি গোষ্ঠিকাং॥ ৫৬॥

শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র, সুমুখ ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রভৃতি সকলের এককাল দ্বিকাল ত্রিকাল পূজা করাতে গোষ্ঠীপূজা কহা যায়॥ ৫৬॥

শ্রীগোবিন্দং যজেন্নিত্যং গোভ্যাঞ্চ যবসঃ প্রদং।
দীর্ঘজীবী নিরাতঙ্কো ধেনুধান্যধনাদিভিঃ ॥ ৫৭ ॥

নিত্য গোপাল ও গোবিন্দের পূজা করিবেক তাহাতে সাধক দীর্ঘজীবী ও নিরাতঙ্ক এবং ধেনু ধান্য ও ধনযুক্ত হইবে ॥ ৫৭ ॥

পুত্রৈর্ম্মিত্রৈর্ধনাঢ্যোঽন্তে প্রয়াতি পরমাং গতিং।
ঊর্দ্ধদন্তযুতঃ শার্ঙ্গী চক্রী দক্ষিণকর্ণযুক্ ॥ ৫৮ ॥

পুত্র মিত্র সহকারে ভোগবান্ হইয়া অন্তে পরমগতি লাভ করেন ঊর্দ্ধ-দণ্ডযুক্তা শার্ঙ্গী, চক্রী ও দক্ষিণ কর্ণ ॥ ৫৮ ॥

মাং সনাথায় নত্যন্তো মূলমন্ত্রোঽষ্টবর্ণকঃ।
ঋষির্ব্রহ্মাস্য গায়ত্রী ছন্দঃ কৃষ্ণস্তু দেবতা ॥
বর্ণযুগ্মৈঃ সমস্তেন প্রোক্তং স্যাদঙ্গপঞ্চকং ॥ ৫৯ ॥

ওঁ সনাথায় ও নমঃ এইরূপ অষ্টবর্ণযুক্ত মূলমন্ত্র হয়, ইহার ঋষি ব্রহ্মা ছন্দঃ গায়ত্রী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ এবং বর্ণদ্বয়ে ইহার পঞ্চাঙ্গ পূজা উক্ত হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥

পঞ্চবর্ষমতিদৃপ্তমঙ্গনে ধাবমানমতিচঞ্চলেক্ষণং।
কিঙ্কিণীবলয়হারনূপুরৈরঞ্জিতং নমত গোপবালকং ॥ ৬০ ॥

যিনি পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত প্রাঙ্গণ মধ্যে ধাবমান হইতেন এবং যাঁহার নয়ন-যুগল নিতান্ত চপল ও যিনি কিঙ্কিণী, বলয় হার এবং নূপুরে শোভমান হইতেন সেই গোপবালককে প্রণিপাত করিতেছি ॥ ৬০ ।

ধ্যাত্বৈবং প্রজপেদষ্টলক্ষং তাবৎ সহস্রকং।
জুহুয়াদ্বৃক্ষবৃক্ষোঽথ সমিদ্ভিঃ পায়সেন বা ॥ ৬১ ॥

এইরূপে ধ্যান করিয়া অষ্টলক্ষ জপ ও অশ্বত্থ বৃক্ষের সমিধ কিম্বা পায়-সান্নে অষ্টসহস্রবার হোম করিবে ॥ ৬১ ॥

প্রাসাদস্থাপিতং কৃষ্ণমমুনা নিত্যমর্চ্চয়েৎ।
দ্বারপূজাদি পীঠান্তং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বোক্তমার্গতঃ ॥ ৬২ ॥

এইরূপে প্রসন্নমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নিত্য পূজা করিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে দ্বারপূজাদি পীঠপূজা পর্য্যন্ত ক্রিয়া সমাপন করিবে ॥ ৬২ ॥

মধ্যেঽর্চ্চয়েদ্ধরিং দিক্ষু বিদিক্ষ্বঙ্গানি চ ক্রমাৎ।

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধকঃ ॥ ৬৩ ॥

যথাক্রমে চতুর্দ্দিকে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধের ও মধ্য স্থলে শ্রীহরির এবং অঙ্গসকলের পূজা করিতে হইবেক ॥ ৬৩ ॥

রুক্মিণী সত্যভামা চ লক্ষ্মণা জাম্ববত্যপি।

দিগ্বিদিক্ষ্বর্চ্চয়েদেতা ইন্দ্রবজ্রাদিকান্ বহিঃ ॥ ৬৪ ॥

রুক্মিণী, সত্যভামা, লক্ষ্মণা, জাম্ববতী প্রভৃতিকে চতুর্দ্দিকে পূজা করিয়া বহির্ভাগে ইন্দ্র বজ্রাদির পূজা করিতে হইবেক ॥ ৬৪ ॥

যোঽমুং মনুং জপেন্নিত্যং বিধিনাভ্যর্চ্চয়ন্ হরিং।

সর্ব্বসম্পৎসুসম্পূর্ণো নিত্যং শুদ্ধং পদং ব্রজেৎ ॥ ৬৫ ॥

যে কেহ বিধিপূর্ব্বক শ্রীহরির পূজা করিয়া এই মন্ত্র নিত্য জপ করেন তিনি সর্ব্ব সম্পত্তিশালী হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৬৫ ॥

তারশ্রীশক্তিমারান্তে শ্রীকৃষ্ণায় পদং বদেৎ।

শ্রীগোবিন্দায় তস্যোর্দ্ধং শ্রীগোপীজন ইত্যপি ॥ ৬৬ ॥

তার শ্রী শক্তি ও কামবীজান্তে শ্রীকৃষ্ণায় পদের ও শ্রীগোবিন্দায় এবং শ্রীগোপীজনবল্লভায় ॥ ৬৬ ॥

বল্লভায় ততস্ত্রিঃ শ্রীঃসিদ্ধগোপালকো মনুঃ।

মাধবীমণ্ডপাসীনো গরুড়েনাতিপালিতৌ ॥ ৬৭ ॥

তাহার পরে তিনবার শ্রীবীজ বলিলে মাধবীমণ্ডপে উপবিষ্ট এবং গরুড়কর্ত্তৃক সংস্তুত সিদ্ধ গোপালক মন্ত্র হয় ॥ ৬৭ ॥

দিব্যক্রীড়াসু নিরতৌ রামকৃষ্ণৌ স্মরন্ জপেৎ।

চক্রী বহ্নিকরযুতঃ সহৈকার্ণো মনুর্ম্মতঃ ॥ ৬৮ ॥

দিব্যক্রীড়াতে রামকৃষ্ণের স্মরণ করিয়া অষ্টাক্ষরা কিম্বা একাক্ষরী মন্ত্রের জপ করিতে হয় ॥ ৬৮ ॥

কৃষ্ণেতি দ্ব্যক্ষরঃ কামপূর্ব্বস্ত্র্যর্ণঃ স এব তু
স এব চতুরর্ণঃ স্যান্ ঙেহন্তোঽন্যশ্চতুরক্ষরঃ ॥ ৬৯ ॥

কামবীজপূর্ব্বক কৃষ্ণশব্দের তিন অক্ষর থাকাতে তাহাতে চতুর্থীর একবচন যোগ করিলে চতুরক্ষর মন্ত্র হয় ॥ ৬৯ ॥

রক্ষ্যতে পঞ্চবর্ণঃ স্যাৎ কৃষ্ণায় নম ইত্যপি।
কৃষ্ণায়েতি স্মরদ্বন্দ্বমধ্যে পঞ্চাক্ষরোঽপরং ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণায় নমঃ এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র বিরোধস্থলে স্মরণপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবে ॥ ৭০ ॥

গোপালায়াগ্নিজায়ান্তঃ ষড়ক্ষর উদাহৃতঃ।
কৃষ্ণায় বায়ুবীজাদ্যো বহ্নিজায়ান্তকোঽপরঃ ॥ ৭১ ॥

গোপালায় স্বাহা এই ষড়ক্ষর মন্ত্র এবং বায়ুবীজযুক্ত কৃষ্ণায় স্বাহা অপর এই এক ষড়ক্ষর মন্ত্র আছে ॥ ৭১ ॥

কৃষ্ণায় স্মরবীজাদ্যো বহ্নিজায়ান্তকোঽপরঃ।
ষড়ক্ষরঃ প্রাগুদিতঃ কৃষ্ণগোবিন্দকৌ পুনঃ ॥ ৭২ ॥

আর কামবীজপূর্ব্বক কৃষ্ণায় স্বাহা অপর এই ষড়ক্ষর মন্ত্র পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে পুনশ্চ কৃষ্ণগোবিন্দ ॥ ৭২ ॥

শ্রীশক্তিমারকৃষ্ণায় মারঃ সপ্তাক্ষরোঽপরঃ।
কৃষ্ণগোবিন্দকৌ ঙেহন্তৌ স্মরাদ্যৌ বসুবর্ণকঃ ॥ ৭৩ ॥

শ্রীশক্তি, কামবীজ কৃষ্ণায় এবং কামবীজ সপ্তাক্ষর হইলে কৃষ্ণায় গোবিন্দায় শব্দের পূর্ব্বে কামবীজ যোগ করিলে অষ্টবর্ণ মন্ত্র হয় ॥ ৭৩ ॥

দধিভক্ষণঙেবহ্নিজায়ান্তিরপরোঽষ্টকঃ।
সুপ্রসন্নাত্মনে প্রোচ্য নম ইত্যপরোঽষ্টকঃ ॥ ৭৪ ॥

দধি ভক্ষণায় স্বাহা ইহাতে অপর অষ্টাক্ষর মন্ত্র এবং সুপ্রসন্নাত্মনে নমঃ এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র জানিতে হয় ॥ ৭৪ ॥

ক্লীং গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমস্তু স্যাদ্দশার্ণকঃ।
শিরোঽন্তো বালবপুষে কৃষ্ণায়ান্তো মনুর্ম্মতঃ ॥ ৭৫ ॥

ক্লীং, গ্লৌং ক্লীং শ্যামলাঙ্গায় নমঃ এই দশমন্ত্র এবং শিরোন্তক্ষর বাল বপুষে কৃষ্ণায় এই মন্ত্র আছে॥ ৭৫॥

শিরোহন্তো বালবপুষে ক্লীং কৃষ্ণায় স্মৃতো বুধৈঃ।
একাদশাক্ষরো মন্ত্র এতেষাং নারদো মুনিঃ॥ ৭৬॥

শিরোন্তবালবপুষে কৃষ্ণায় এই একাদশাক্ষর মন্ত্র প্রভৃতি সকলের ঋষি নারদ॥ ৭৬॥

উক্তং ছন্দস্তু গায়ত্রী দেবস্তু কৃষ্ণ ঈরিতঃ।
কলষড়্দীর্ঘকৈরঙ্গমথামুং চিন্তয়েদ্ধরিং॥ ৭৭॥

ছন্দঃ গায়ত্রী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ উক্ত হইয়াছে, এইরূপে শ্রীহরির অঙ্গাদির অর্চ্চনার মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইল॥ ৭৭॥

অব্যাদ্ব্যাকোষনীলাম্বুজরুচিররুণাম্ভোজনেত্রোহম্বু-
জস্থো বালো জঙ্ঘাকটীরস্থলকলিতরণৎকিঙ্কিণী-
কো মুকুন্দঃ। দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং
পায়সং বিশ্ববন্দ্যো গোগোপীগোপবীতো রুরু-
নখবিলসৎকণ্ঠভূষশ্চিরং বঃ॥ ৭৮॥

নীলপদ্মের ন্যায় মনোহর এবং অরুণবিশিষ্ট বালমুকুন্দ জঙ্ঘা ও কটি-স্থলে কিঙ্কিণী প্রভৃতি আভরণে শোভিত হইয়া তোমাদিগকে রক্ষা করুন, যিনি হস্তদ্বারা হৈয়ঙ্গবীন ধারণ ও পায়সান্ন ভোজন করিতেছেন সেই বিশ্ব-বন্দ্য গোপিকাবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ সকলের রক্ষা বিধান করুন॥ ৭৮॥

ধ্যাত্বৈবমেকমেতেষাং লক্ষং জপ্যাম্মনুং ততঃ।
সর্পিঃসিতোপলোপেতৈঃ পায়সৈরযুতং হুনেৎ॥ ৭৯॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া উহার মধ্যে কোন মন্ত্রের একলক্ষ বার জপ এবং ঘৃত ও শ্বেতপুষ্প এবং পায়সান্নে অযুতবার হোম করিতে হয়॥ ৭৯।

তর্পয়েত্তাবদেতেষাং মনূনাং হুতসংখ্যয়া।
তর্পণং বিহিতং নিত্যমর্চ্চয়েৎ সুসমাহিতঃ॥ ৮০॥

হোম সংখ্যার পরিমাণে ঐ সকল মন্ত্রের তর্পণ করিয়া একাগ্রচিত্তে নিত্য পূজা করা আবশ্যক ॥ ৮০ ॥

বহ্ন্যাদীশান্তমঙ্গানি হৃদাদিকবচান্তিকাং ।
অর্চ্চয়েৎ পুরতো নেত্রমন্ত্রং দিক্ষু বহিঃ ক্রমাৎ ॥ ৮১ ॥

অনন্তর সম্মুখস্থ দিক্ সমূহে অগ্নিকোণ হইতে ঈশানকোণ অবধি হৃদয়াদি কবচ পর্য্যন্ত পূজা করা আবশ্যক ॥ ৮১ ॥

ইন্দ্রবজ্রাদিকাঃ পূজ্যাঃ সপর্য্যেযা সমীরিতা ।
ইত্যেকমেষাং মন্ত্রাণাং যজেদ্যো মনুজোত্তমং ॥ ৮২ ॥

ইন্দ্র বজ্রাদির এই প্রকার পূজা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সমূহের কোন মন্ত্রদ্বারা যে কোন সাধক নির্ব্বাহ করেন ॥ ৮২ ॥

করপ্রচেয়াঃ সর্ব্বার্থাস্তস্যাসৌ পূজ্যতেঽমরৈঃ ।
সদ্যঃ ফলপ্রদং মন্ত্রং বক্ষ্যেঽন্যং চতুরক্ষরং ॥ ৮৩ ॥

সকল কামনা সিদ্ধি তাঁহার হস্তগত হয় এবং তিনি দেবগণের পূজ্য হয়েন, অনন্তর তৎক্ষণাৎ ফলদায়ী চতুরক্ষর মন্ত্রের বর্ণনা করিতেছি ॥ ৮৩ ॥

সম্প্রোক্তো মারযুগ্মান্তরস্থকৃষ্ণপদেন তু ।
ঋষ্যাদ্যমঙ্গষট্কঞ্চ প্রাগুক্তং প্রোক্তমস্য তু ॥ ৮৪ ॥

তাহা কামবীজদ্বয় কৃষ্ণ শব্দের সহিত যোগ করিলে প্রকাশ পায় ও তাহার ঋষ্যাদি ষড়ঙ্গ পূজা পূর্ব্বমত হইবেক ॥ ৮৪ ॥

শ্রীমৎকল্পদ্রুমূলোদ্যতকমললসৎ কর্ণিকাসংস্থিতো-
ঽয়ং তচ্ছাখালালম্বিপদ্মোদরবিষবদসংখ্যাতরত্নাভি-
ষিক্তঃ । হেমাভঃ স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভাস-
য়ন্ বাসুদেবঃ পায়াদ্বঃপায়সাদোঽনবতনুবনিতা-
মৃগশিরসি সঃ ॥ ৮৫ ॥

যিনি কল্পবৃক্ষের মূলে অবস্থিত হইয়া অভিলষিত সকল কামনা পূর্ণ করিতেছেন এবং যিনি ভক্তগণকে সুখসম্পত্তি দ্বারা অভিষিক্ত করিতেছেন

সেই সুবর্ণবর্ণ ত্রিভুবনের পূজ্য এবং অচিন্তনীয় প্রভাববিশিষ্ট বাসুদেব তোমাদিগকে রক্ষা করুন * ॥ ৮৫ ॥

ধ্যাত্বৈবং প্রজপেল্লক্ষচতুষ্কং জুহুয়াত্ততঃ।
ত্রিমধ্বক্তৈর্বিল্বফলৈশ্চত্বারিংশৎসহস্রকং ॥ ৮৬ ॥

এইরূপে ধ্যান করিয়া চারি লক্ষবার জপ এবং মধুযুক্ত বিল্বফলে চত্বারিংশৎ সহস্র হোম করা কর্ত্তব্য হইবেক ॥ ৮৬ ॥

অঙ্গৈঋর্ষিভিরিন্দ্রাদ্যৈর্বজ্রাদ্যৈরর্চ্চনোদিতা।
তর্পয়েদ্দিনশঃ কৃষ্ণং স্বাদুত্রয়ধিয়া জনৈঃ ॥ ৮৭ ॥

ইহার অঙ্গ, ঋষি এবং ইন্দ্রবজ্র প্রভৃতির পূজা করিয়া প্রতিদিন সাধকেরা শ্রীকৃষ্ণের তর্পণ করিবেক ॥ ৮৭ ॥

মারয়োরন্ত মাং সাধো রক্তশ্চেদপরো মন্তুঃ।
ষড়ঙ্গান্যস্য কলবদ্দীর্ঘৈর্ম্মন্ত্রশিখা মনোঃ ॥ ৮৮ ॥

এই বিষয়ে কামবীজযুক্ত অপর এক মন্ত্র আছে, ও তাহার ষড়ঙ্গ পূজা বিধি অনুসারে পূর্ব্বমন্ত্রের ন্যায় নির্ব্বাহ করা উচিত ॥ ৮৮ ॥

আরক্তোদ্যানকল্পদ্রুমশিখরলসৎস্বর্ণদোলাধিরূঢ়ং
গোপীভ্যাং প্রেঙ্খ্যমানং বিকসিতনববন্ধুকসিন্দুর-
ভাসং। বালং নীলালকান্তং কটিতটবিলসৎক্ষুদ্র-
ঘণ্টাঘটাঢ্যং বন্দে শার্দ্দূলকামাঙ্কুশলসিতগলা-
কল্পদীপ্তং মুকুন্দং ॥ ৮৯ ॥

যিনি ঈষৎ রক্তবর্ণ উদ্যানের কল্পবৃক্ষে সংলগ্ন স্বর্ণদোলায় অধিরূঢ় হইয়া উভয়পার্শ্বে দুইজন গোপী কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইতেছেন এবং শরীর হইতে নূতন বন্ধুকপুষ্প ও সিন্দূরের ন্যায় আভা বিনির্গত হইতেছে সেই বালকৃষ্ণ গোপাল তোমাদিগের মুক্তিদাতা হওয়াতে তাহাকে যথাবিধি বন্দনা করিতেছি ॥ ৮৯ ॥

* অমরতনুরনিশং মৃগ্যমাণো মুনীন্দ্রৈ ইত্যেতাদৃশঃ কশ্চিৎ পাঠঃ কল্পনীয়ঃ।

ধ্যাত্বৈবং পূর্ব্বকুণ্ডেন জপ্ত্বা রক্তোৎপলৈর্নবৈঃ।
মধুত্রয়যুতৈর্হুত্বাভ্যর্চ্চয়েৎ পূর্ব্ববদ্ধরিং॥ ৯০॥

এইরূপ ধ্যান করিয়া পূর্ব্ববৎ রক্তপদ্মে হোম এবং জপ করিয়া যথাশক্তি ইহার সংখ্যা স্থির করিয়া লইবে॥ ৯০॥

মধুরত্রয়সংযুক্তামারক্তাং শালিমঞ্জরীং।
জুহুয়ান্নিত্যশোঽষ্টৌর্দ্ধশতমেকেন মন্ত্রয়োঃ॥ ৯১॥

এই প্রকার করিলে পৃথিবী শস্যপূর্ণা, মনুষ্যগণ পুত্রাদি ও ধনসম্পন্ন হইয়া থাকে॥ ৯১॥

তস্য মণ্ডলতঃ পৃথ্বী পৃথ্বী শস্যকুলাকুলা।
স্যাচ্ছালিপুত্রপূর্ণঞ্চ স্বদেশঞ্চাশু প্রজায়তে॥ ৯২॥

যে কেহ নিয়ত এই প্রকারে ভজনা করেন এবং উহার মধ্যে কোন মন্ত্র লইয়া ভক্তি সহকারে জপাদি করিতে থাকেন॥ ৯২॥

যশ্চৈতয়োর্নিয়তমন্যতরং ভজেত
মন্ত্রোর্জপার্চ্চনহুতাদিভিরাত্মভক্তিঃ।
শ্রীমান্ স মন্মথ ইব প্রমদাসু রাজ্ঞী
ভূয়াত্তনোর্বিপদি তচ্চ মহাচ্যুতাখ্যং॥ ৯৩॥

তিনি কন্দর্পের ন্যায় রূপবিশিষ্ট এবং স্ত্রীগণের মধ্যে রাজ্ঞীর ন্যায় হয়েন ও তাঁহার কোন বিপদ থাকে না॥ ৯৩॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে প্রথম অধ্যায়॥ ১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পূর্ব্বোক্ত দর্শন এবং অষ্টাদশ বর্ণ মন্ত্রের বশীকরণ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথোচ্যতে বশ্যবিধিঃ পূরোক্ত-
দশার্ণতোঽষ্টাদশবর্ণতশ্চ।
স্মৃত্বৈতয়োঃ সর্ব্বজগৎ প্রিয়ত্বং
মনুর্ম্মনুজস্য সদা বিধত্তে ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিতেছেন। অনন্তর পূর্ব্বোক্ত দশার্ণ এবং অষ্টাদশ মন্ত্রের বশীকরণ বিধি ব্যক্ত করিতেছি, ইহা নিয়মানুসারে স্মরণ করিলে সাধকগণ সকল লোকের প্রিয়পাত্র হয়েন ॥ ১ ॥

ফুল্লৈর্বন্যপ্রসূনৈরমুমরুণতরৈরচ্চ´য়িত্বা দিনাদৌ
নিত্যং নিত্যক্রিয়ায়াং রতমথ দিনমধ্যোক্তকৃপ্তা
মুকুন্দং। অষ্টোপেতং সহস্রং দশলিপিমনুবর্য্যং
জপেদ্যঃ স মন্ত্রী কুর্য্যাদ্বশ্যান্যং বশ্যং স্বসুখসুখ-
ভুবাং মন্ত্রবন্মণ্ডলানি ॥ ২ ॥

প্রাতঃকালে প্রস্ফুটিত বন্য পুষ্পদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া মধ্যাহ্ন সময়ে শ্রীবিষ্ণুর নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া যে কেহ উক্ত দশাক্ষর মন্ত্র অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করেন তিনি ভূমণ্ডলের সমস্ত লোককে আপনার সুখলাভের নিমিত্ত অবশ্য বশীভূত করিতে পারেন ॥ ২ ॥

জাতিপ্রসূনৈর্ব্বরগোপবেশং
ক্রীড়ারতং রক্তহয়ারিপুষ্পৈঃ।
নীলোৎপলৈর্গীতরতং পুরোঽবদৃষ্ট্বা
নৃপাদীন্ বশয়েৎ ক্রমেণ ॥ ৩ ॥

জাতিপুষ্পদ্বারা গোপবেশধারী এবং ক্রীড়ারত ও ভীতবৎ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যানাবস্থিতচিত্তে দর্শন করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিলে রাজা প্রভৃতিরা বশীভূত হয়েন ॥ ৩ ॥

সিতকুসুমসমেতৈস্তণ্ডুলৈরাজ্যসিক্তৈ-
র্দশশতমথ হুত্বা নিত্যশঃ সপ্তবারং।
কচভুবি চ ললাটে ভস্ম তদ্ধারয়ন্না বশ-
য়তি যুবতী স্ত্রী তৎপতিং সা তদৈব ॥ ৪ ॥

শ্বেতপুষ্প তণ্ডুল এবং ঘৃতদ্বারা এক সহস্রবার এবং তৎপরে প্রতিদিন সপ্তবার হোম করিয়া ললাটে ভস্মধারণপূর্ব্বক স্ত্রীগণের ও তাহাদিগের স্বামীদিগের বশীকরণ ক্রিয়া সম্পাদন করিবেক ॥ ৪ ॥

তাম্বূলবস্ত্রকুসুমাঞ্জনচন্দনাদ্যং, জপ্ত্বা
সহস্রময়মন্যতরেণ মন্ত্রোঃ।
যস্মৈ দদাতি মনুবিৎ স জনোঽস্য সাক্ষাৎ
স্যাৎ কিঙ্করো ন খলু তত্র বিচারণীয়ং ॥ ৫ ॥

তাম্বূল, বস্ত্র, পুষ্প, অঞ্জন এবং চন্দন ঐ দুই মন্ত্রের কোনমন্ত্র যথাক্রমে সহস্রবার জপ করিয়া তাহা যে ব্যক্তির গাত্রে নিক্ষেপ করা যায় সে অবিলম্বে উক্ত সাধকের কিঙ্কর হইয়া থাকে ইহাতে অন্য কোন বিচারণা নাই ॥ ৫ ॥

রাজদ্বারে ব্যবহারে সভায়াং
দ্যূতে বাদে চাষ্টযুক্তং শতঞ্চ।
জপ্ত্বা বাচং প্রমথামীরয়েদ্যো
বর্ত্তেতাসৌ তত্র তত্রোপরিষ্টাৎ ॥ ৬ ॥

রাজদ্বারে, ব্যবহারস্থলে, সভাতে, দ্যূতক্রীড়া এবং তর্কবিতর্কে উক্ত মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া বাক্য প্রয়োগ করিলে সাধকেরা সকলের উপরিস্থ শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হয়েন ॥ ৬ ॥

আসীনং সুরমথনং কদম্বমূলে
গায়ন্তং মধুরতরং ব্রজাঙ্গনাভিঃ।

স্মৃত্বাগ্নৌ মধুমিলিতৈর্ময়ূরকেধ্মৈ-
হুর্ত্বাসৌ বশয়তি মন্ত্রবিৎ ত্রিলোকীং ॥ ৭ ॥

কদম্ববৃক্ষের মূলে উপবিষ্ট এবং ব্রজাঙ্গনাদিগের সহিত মধুরভাবে গানকারী ও দেবতাদিগের মনোহর শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া অগ্নিমধ্যে যে কোন সাধক ঘৃতযুক্ত ময়ূরপক্ষদ্বারা হোম করেন তিনি ত্রিভুবনকে বশীভূত করিতে পারেন ॥ ৭ ॥

রাসমধ্যগতমচ্যুতং স্মরন্, যো
জপেদ্দশশতং দশাক্ষরং।
নিত্যশো ঝটিতি মাসতো নরো
বাঞ্ছিতামতিবহেৎ স কন্যকাং ॥ ৮ ॥

রাসক্রীড়ার মধ্যগত শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া যে কেহ দশাক্ষর মন্ত্র সহস্রবার নিত্য নিত্য জপ করেন, তিনি একমাসের মধ্যে আপন ইচ্ছামত কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন ॥ ৮ ॥

তুঙ্গকুঞ্জমধিরূঢ়মচ্যুতং যা
বিচিন্ত্য দিনশঃ সহস্রকং।
সাষ্টকং জপতি সা হি মণ্ডলাৎ
বাঞ্ছিতং বরমুপৈতি কন্যকা ॥ ৯ ॥

উচ্চকুঞ্জে অধিরূঢ় অচ্যুত দেবকে ধ্যান করিয়া যে কোন স্ত্রীলোক উহা অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করে, সে শীঘ্র আপনার বাঞ্ছিত বরের সহিত বিবাহিতা হয় ॥ ৯ ॥

নৃত্যন্তং ব্রজসুন্দরীজনকরাম্ভোজালিসংগ্রাহিতং
ধ্যাত্বাষ্টাদশবর্ণকং মনুবরং লক্ষং জপেন্মন্ত্রবিৎ।
লাজানামথবা মধুদ্রুতভরৈর্হুত্বাযুতং চূর্ণকৈরু-
দ্বোঢ়ুং প্রজপেচ্চ তাবদচিরাদাকাঙ্ক্ষিতাং কন্য-
কাং ॥ ১০ ॥

ব্রজসুন্দরীগণের করপদ্মে আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া যে কোন মন্ত্রবেত্তা সাধক উক্ত দশাক্ষর মন্ত্র এক লক্ষ পরিমিত জপ করেন তিনি লাজা অথবা মধুযুক্ত হব্য পদার্থে অযুতবার হোম করিয়া অচিরকাল মধ্যে আকাঙ্ক্ষিত কন্যার সহিত বিবাহসূত্রে বদ্ধ হয়েন ॥ ১০ ॥

অষ্টাদশাক্ষরেণ দ্বিজতরুজৈস্ত্রিমধ্বক্তৈরযুতং।
কুশৈস্তিলৈর্ব্বা সিততণ্ডুলৈরশয়িতুং দ্বিজান্ জুহুয়াৎ ॥
জুহুয়াৎ কৃতমানভরৈর্বশয়েন্নৃপতীন্ কুলৈঃ কুরুণ্টকজৈঃ।
বিষইক্ষুরসৈরপি পাটলজৈরিতরানপিতদ্বদথো বশয়েৎ ॥ ১১ ॥

অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা কুশ, তিল অথবা শ্বেততণ্ডুলের সহিত হোম করিলে নৃপতিরা বশীভূত হয়েন এবং ইক্ষুরসে হোম করিলে তাঁহার পারিষদেরা সাধকের অধীন হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

অভিনবৈঃ কমলৈররুণোৎপলৈঃ
সুমধুরৈরপি চম্পকপাটলৈঃ।
প্রতিহুনেদযুতং ক্রমশোহচিরাদ্বশয়িতুং
সুখজাদিবরাঙ্গনাঃ ॥ ১২ ॥

অভিনব পদ্ম এবং অরুণবর্ণ উৎপল ও সুমধুর কল কিম্বা চম্পক পুষ্প-দ্বারা অযুতবার হোম করিলে অচিরকাল মধ্যে সাধকেরা সুখদায়িনী বরাঙ্গনাদিগের বশীভূত করণের ক্ষমতাপন্ন হয়েন ॥ ১২ ॥

হয়ারিকুসুমৈর্নবৈস্ত্রিমধুরাপ্লুতৈর্নিত্যশঃ
সহস্রমুষিরাসবং প্রতিহুনেন্নিশীথে বুধঃ।
সুগর্ব্বিতধিয়ং হঠাৎ ঝটিতি বারযোষামসৌ
করোতি নিজকিঙ্করীং স্মরশিলীমুখৈরর্দ্দিতাং ॥ ১৩ ॥

নূতন পুষ্প মধু এবং উষিরা মূলের সহিত মিলিত করিয়া সহস্রবার মধ্যরাত্রেতে হোম করিলে নিতান্ত পতিপরায়ণা কামিনীকেও বারবিলাসিনী ও কিঙ্করী স্বরূপ করিয়া কামক্রীড়ায় আসক্ত এবং বশীভূত করা যাইতে পারে ॥ ১৩ ॥

পটুসংযুতৈস্ত্রিমধুরাত্রভবৈরপি
সর্ষপৈর্দ্দশশতত্রিতয়ং।
নিশি জুহ্বতোঽস্য শচী দয়িতা-
হপ্যবশো বশীভবতি কিন্তুপরে ॥ ১৪ ॥

মধুযুক্ত সর্ষপদ্বারা রাত্রিকালে তিন সহস্রবার হোম করিলে ইন্দ্রপত্নী শচী ও অবশ হইয়া তাহার বশীভুতাপত্নী স্বরূপ হয়েন অপর স্ত্রীগণের পক্ষে অধিক বলা বাহুল্য হয় ॥ ১৪ ॥

অখণ্ডবিল্বজৈঃ ফলসমিৎ-
প্রসবচ্ছদনৈর্ম্মধুদ্রুততরৈর্হবনাৎ।
কমলৈঃ সিতাক্ষতযুতৈশ্চ পৃথক্
কমলাং চিরায় বশয়েদচিরাৎ ॥ ১৫ ॥

অখণ্ড বিল্বফল এবং সমিধ কাষ্ঠ এবং পুষ্পপত্র ও মধুযুক্ত পদ্মদ্বারা আতপতণ্ডুলে অযুতবার হোম করিলে অচিরকাল মধ্যে চিরকাল পর্য্যন্ত লক্ষ্মীদেবী তাহার বশীভূতা হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

অপহৃত্য গোপবনিতাম্বরজাতং
হৃদয়েঃ কদম্বমধিরূঢ়মচ্যুতং।
প্রজপন্ মহানিশি সহস্রমানয়েৎ
দ্রুতমুর্ব্বশীমপি হঠাৎ দশাহতঃ ॥ ১৬ ॥

যিনি গোপবনিতাদিগের বস্ত্র সমূহ হরণপূর্ব্বক কদম্বরক্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিয়া মধ্যরাত্রেতে উক্ত মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে উর্ব্বশীর তুল্যরূপা বারাঙ্গনারা হঠাৎ দশাহ মধ্যেই বশীভূতা হয় ॥ ১৬ ॥

বহুনা কিমত্র কথিতেন মন্ত্রয়ো-
রনয়োঃ সদৃঙ ন হি পরো বশীকৃতৌ।
অপি তৃপ্তিকর্ম্মণি বিদগ্ধযোষিতাং
কুসুমায়ুধাস্ত্রময়বর্ষিণোরিহ ॥ ১৩ ॥

এ স্থলে অধিক বলিয়া ফল কি, এই দুই মন্ত্রের সদৃশ বশীকরণ বিধির শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর কিছুই নাই কারণ বিদগ্ধশ্রেণীর প্রমদারা ও কন্দর্পবাণে মোহিত হইয়া এই দুই মন্ত্রের প্রয়োগকারী সাধকের তৃপ্তি জন্মাইতে উপস্থিত হয় ॥ ১৭ ॥

বন্দে কুন্দেন্দুগৌরং তরুণমরুণপাথোজপত্রাভনেত্রং
শঙ্খং চক্রং গদাব্জে নিজভুজপরিঘৈরায়তৈরাদধানং।
দিব্যৈর্ভূষাঙ্গরাগৈর্নবনলিনলসন্মালয়া চ প্রদীপ্তং
দ্যোতৎপীতাম্বরাঢ্যং মুনিভিরভিবৃতং পঙ্কজস্থং মুকুন্দং ॥ ১৮ ॥

কুন্দপুষ্প এবং চন্দ্রের ন্যায় গৌরবর্ণ ও তরুণ অরুণ এবং পদ্ম পত্রের ন্যায় নেত্রবিশিষ্ট এবং শঙ্খচক্রগদা পদ্মধারী ও মনোহর ভূষণ এবং অঙ্গ-রাগ ও নূতন পুষ্পের মালায় শোভমান তথা মুনিগণে বেষ্টিত পীতাম্বরধারী পদ্মাসনস্থ মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥ ১৮ ॥

এবং ধ্যাত্বা পুমাংসং স্ফুটহৃদয়সরোজাসনাসীনমাদ্যং
সান্দ্রাম্ভোজচ্ছবিং বা দ্রুতকনকনিভং বা যো জপেদর্কলক্ষং।
মন্ত্রোরেকং হি সম্যগ্দশমপি চ হুনেদর্কসাহস্রমিধ্মৈঃ
ক্ষীরিদ্রুত্থৈঃ পয়োভিঃ সমধুঘৃতসিতেনাথ বা পায়সেন ॥ ১৯ ॥

এইরূপে ধ্যান করিয়া তাঁহাকে হৃদয়পদ্মে সমাসীন পুরুষরূপী ও স্বর্ণের ন্যায় আভাবিশিষ্ট বিবেচনা করিয়া যে কেহ ঐ দুই মন্ত্রের কোনটি দ্বাদশ লক্ষবার জপ করিয়া দ্বাদশ সহস্র পরিমিত সমিধকাষ্ঠে মধুঘৃত ও শর্করা অথবা পায়সের সহিত মিলিত করিয়া হোম করে তবে সকলি তাহার বশী-ভূত হয় ॥ ১৯ ॥

ততো লোকাধ্যক্ষং ধ্রুবচিতিসদানন্দবপুষং
হৃদা পাথোজাভির্ভবতিমিরসংহারমিহিরং।
নিজৈক্যেন ধ্যায়ন্ননুমমলচেতাঃ প্রতিদিনং
ত্রিসাহস্রং জপ্যেৎ প্রযজতু চ সায়াহ্ণবিধিনা ॥ ২০ ॥

অনন্তর লোকাধ্যক্ষ সদানন্দবপুঃ শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়মধ্যে আবির্ভূত জ্ঞান করিয়া নির্ম্মলচিত্তে প্রতিদিন সায়ংকালের বিধি অনুসারে তিন সহস্রবার জপ করেন ॥ ২০ ॥

বিধিং যোঽমুং ভক্ত্যা ভজতি নিয়তং সুস্থিরমতি-
র্ভবাম্ভোধিং ভীমং বিষমবিষয়গ্রাহনিকরৈঃ।
তরঙ্গৈরুত্তুঙ্গৈর্জনিমৃতিসমাখ্যৈঃ প্রবিততং
সমুত্তীর্য্যানল্পং ব্রজতি পরমং ধাম স হরেঃ ॥ ২১ ॥

যিনি ভক্তির সহিত এই বিধি অনুসারে নিয়ত ভজনা করেন তিনি সুস্থমতি হইয়া এই ভয়ঙ্কর ভবসাগরের বিষয়রূপ বিষম কুম্ভীরাদির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া এবং নানাপ্রকার বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরম-ধামে গমন করেন ॥ ২১ ॥

গৃণংস্তস্য নামানি শৃণ্বংস্তদীয়াঃ
কথাঃ সংস্মরংস্তস্য রূপাণি নিত্যং।
সমস্তং তৎপদাম্ভোরুহং ভক্তিনম্রঃ।
স পূজ্যো বুধৈর্নিত্যযুক্তঃ স এব ॥ ২২ ॥

যে কেহ তাহার নাম গ্রহণ ও তদীয় কথা শ্রবণপূর্ব্বক তাহার বিবিধ মূর্ত্তি স্মরণ করিয়া ভক্তিহেতুক নম্র হয় সে বুধগণের পূজ্য হইয়া থাকে এক্ষণে মোহন বিধির প্রক্রিয়াতে উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের অন্য রহস্য সংক্ষেপেতে বর্ণনা করিতেছি ॥ ২২ ॥

বক্ষ্যে মনুদ্বয়মথাতিরহস্যমন্যৎ
সংক্ষেপতো ভুবনমোহননামধেয়ং।
ব্রহ্মেন্দ্রবামনয়নেন্দুভিরাদিমোঽন্য-
স্তৎপূর্ব্বকো বিষহৃষীকযুতশ্চ ঙেঽন্তঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্ম ইন্দ্র বামনয়ন এবং চন্দ্রশব্দের পূর্ব্বে সৎশব্দ যোগ করিয়া হৃষীকেশ শব্দে চতুর্থীর একবচন যোগ করিতে হয় ॥ ২৩ ॥

নমোঽস্তু সম্মোহননারদো মুনি-
শ্ছন্দস্তু গায়ত্রমুদীরিতং বুধৈঃ।

ত্রৈলোক্যসম্মোহনবিষ্ণুরেতয়োঃ
স্যাদ্দেবতা বচ্ম্যধুনা ষড়ঙ্গং ॥ ২৪ ॥

উহাতে নমঃশব্দ থাকে। এই সম্মোহন মন্ত্রের ঋষি নারদ ছন্দ গায়ত্রী এবং দেবতা বিষ্ণু ও বিনিয়োগ ত্রৈলোক্যমোহনে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে উহার ষড়ঙ্গ পূজা কহিতেছি ॥ ২৪ ॥

অক্লীবকলাদীর্ঘৈঃ
সলবৈস্তদপি চ কলাসমারূঢ়ৈঃ ।
উক্তং পূর্ব্ববদাসন-
বিন্যাসান্তং সমাচরেদথ তু ॥ ২৫ ॥

স, ঙ্গ, র, বীজের ক্লীবলিঙ্গ না ধরিয়া তাহার অংশ সহিত দীর্ঘো-চ্চারণ আসন বিন্যাসপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে আচরণ করিবেক ॥২৫॥

করয়োঃ শাখাসু তলে
বিন্যস্য ষড়ঙ্গানি চাঙ্গুলীষু শরান্ ।
মনুপুটিতমাতৃকা-
বর্ণৈর্ব্বিন্যস্যাঙ্গানি বিন্যসেচ্চ শরান্ ॥ ২৬ ॥

পরন্তু হস্তদ্বয়ে এবং অঙ্গুলীমধ্যে ষড়ঙ্গ পূজার বিস্তার করিয়া মাতৃকা-বর্ণে মন্ত্রপুট করা হইলে অঙ্গপূজার শর বিন্যাস হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

বিষহৃষীকযুতেশান্ ঙেহৃৎ-
করশাখাভিন্নমোহন্তিকান্ ।
শোষণ মোহন সন্দী-
পনতাপনমাদনকাদিকান্ ক্রমশঃ ॥ ২৭ ॥

হৃষীকেশ শব্দের সহিত হৃদয় শব্দের চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া হস্ত ও অঙ্গুলী সমূহে নমস্‌শব্দ যোগ করিলে শোষণ, মোহন সন্দীপন, তাপন, মাদন প্রভৃতি যথাক্রমে পূজার অন্তর্গত হয় ॥ ২৭ ॥

পঞ্চৈতে সম্প্রোক্তা হ্রাংহ্রীং-
ক্লীংচ্লুসআদিকরণাঃ।
সম্মোহনমথ জগতাং
ধ্যায়েৎ পুরুষোত্তমং সমাহিতধীঃ ॥ ২৮ ॥

যথাক্রমে হ্রাং হ্রীং ক্লীং চুং সং এই পঞ্চমন্ত্র জগৎমোহনার্থে কথিত হইল; অনন্তর সমাহিতচিত্তে পুরুষোত্তমের ধ্যান করিবে ॥ ২৮ ॥

দিব্যতরূদ্যানোদ্যদ্-
রুচিরমহাকল্পপাদপাধস্তাৎ।
মণিময়ভূতলবিলস-
দ্ভদ্রপয়োজন্মপীঠনিষ্ঠস্য ॥ ২৯ ॥

যিনি কল্পবৃক্ষের উদ্যানে সমাসীন হইয়া মণিময় ভূষণ ধারণপূর্ব্বক শোভমান হইতেছেন ॥ ২৯ ॥

বিশ্বপ্রাণিপ্রোদ্যৎ-
প্রদ্যোতেন সদ্ব্যুতেঃ সুপর্ণস্য।
আসীনমুন্নতাংশে
বিদ্রুমভঙ্গাঙ্গমঙ্গজোন্মথিতং ॥ ৩০ ॥

যিনি সমস্ত প্রাণীগণের অন্তরে সম্পূর্ণাবস্থায় উন্নতাংশ অবস্থিতি করিয়া স্বকীয় লীলা প্রকটিত করিতেছেন ॥ ৩০ ॥

চক্রগদাঙ্কুশপাশান্
সুমনোবাণেক্ষচাপকমলগদাঃ।
দধতং স্বদোর্ভিররুণা-
যতবিশালঘূর্ণিতাক্ষিযুগললোলং ॥ ৩১ ॥

যিনি চক্র গদা অঙ্কুশ পাশ এবং ধনুর্ব্বাণ ও পদ্ম আপনার হস্তে সংস্থাপিত করিয়া বিশাল নেত্রে স্বীয় শরীরের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

মণিময়কুণ্ডলকিরীট
হারাঙ্গদকঙ্কণোর্ম্মিরসনাদ্যৈঃ।
অরুণৈর্ম্মাল্যবিলেপৈ-
শ্চোদ্দীপ্তং পীতবস্ত্রপরিধানং॥ ৩২॥

যিনি মণিময় কুণ্ডল কিরীট, হার অঙ্গদ এবং কঙ্কণ ও মাল্য এবং বিলেপনদ্বারা প্রদীপ্ত হইতেছেন এবং যিনি পীতাম্বরধারী হইয়া আশ্চর্য্য শোভা প্রাপ্ত হইতেছেন॥ ৩২॥

নিজবামোরুনিষণ্ণাং
শ্লিষ্যন্তীং বামহস্তধৃতনলিনীং।
ক্লিদ্যদ্যোনিং কমলা-
মোদমদনব্যাকুলাঙ্গলতাং॥ ৩৩॥

যিনি বামহস্তে লক্ষ্মীদেবীকে ধারণ করিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক আপনার বাম উরুতে সংস্থাপিত করিয়াছেন এবং যাঁহার জন্য উন্মত্ত প্রায় সমস্ত জগৎ প্রতীয়মান হইতেছে॥ ৩৩॥

সুরুচিরভূষণমাল্যা-
হনুলেপনাং সুসিতবসনপরিবীতাং।
নিজমুখকমলব্যাপৃত-
চটুলায়িতনয়নমধুকরীং তরুণীং॥ ৩৪॥

যাঁহার মনোহর ভূষণ এবং মাল্যানুলেপন উত্তরীয় বস্ত্রের সহিত দর্শক দিগের নয়নরূপ মধুকরীকে মোহিত করিতেছে॥ ৩৪॥

শ্লিষ্যন্তং বামভুজা-
দণ্ডেন দৃঢ়ং ধৃতেক্ষুচাপেন।
তজ্জনিতপরমনির্বৃতি-
নির্ভরহৃদয়ঙ্করাচরৈকগুরুং॥ ৩৫॥

বাম হস্তে দণ্ড এবং শরাসন ধারণপূর্ব্বক চরাচর সংসারের অদ্বিতীয় গুরুস্বরূপ হইয়া জনগণকে মোহজনিত বিপদ হইতে নির্বৃতি পাইবার জন্য উপায় শিক্ষা॥ ৩৫॥

সুরদিতিজভুজগগণ-
হ্যকগন্ধর্ব্বাদ্যঙ্গনাজনসহস্রৈঃ।
মদমন্মথালসাঙ্গৈ-
রভিবীতং দিব্যভূষোল্লসিতৈঃ॥ ৩৬॥

দেব, দৈত্য, সর্প, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি জনসমূহকে মত্ততা ও কাম এবং নানাবিধ মনোবৃত্তি প্রদান করিয়া ভূষিত করিয়াছেন॥ ৩৬॥

আত্মাভেদতয়েত্থং
ধ্যাত্বৈকাক্ষরমথাষ্টাদশার্ণং।
প্রজপেদ্দিনকরলক্ষং
ত্রিমধুরসিক্তৈশ্চ কিংশুকপ্রসবৈঃ॥ ৩৭॥

যিনি স্বয়ং বিভিন্ন হইয়া একাত্মারূপে এক প্রকার লীলা করিতেছেন তাঁহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ ধ্যান করিয়া অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বাদশলক্ষবার জপ করিয়া মধুযুক্ত পলাশ পুষ্পে হোম করিবে॥ ৩৭॥

জুহুয়াদর্কসহস্রং
বিমলৈঃ সলিলৈশ্চ তর্পয়েত্তাবৎ।
বিংশত্যর্ণং প্রোক্তং
মন্ত্রে দিনশোঽমুমর্চ্চয়েদ্ভক্ত্যা॥ ৩৮॥

ইহাতে দ্বাদশ সহস্রবার হোম করা হইলে বিমল জলে ঐ পরিমাণ তর্পণ করিবে, অতঃপর ভক্তি সহকারে প্রতিদিন বিংশত্যক্ষর মন্ত্রে তাহার পূজা করিবে॥ ৩৮॥

পোঠাবন্দোবক্ষ্যান্তরা-
জয় শিরঃসুনাভিঃ পূজাবপুঃ।

হরিমাবাহ্য স্কন্ধে
তস্যার্ঘ্যাদ্যৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য ভূষাদ্যৈঃ ॥ ৩৯ ॥

পীঠপূজার মধ্যে শ্রীহরির আবাহন পূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রভৃতি বিবিধ উপচার ও ভূষণদ্বারা তাঁহার সমস্ত শরীরের যথাবিধি পূজাক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হইবেক * ॥ ৩৯ ॥

অঙ্গানি প্রাণাংশ্চ ন্যসেৎ
ক্রমশঃ কিরীটমপি শিরসি শ্রবসোশ্চ।
কুণ্ডলে হরিপ্রমুখানি
প্রহরণানি পাণিষু চ ॥ ৪০ ॥

যথাক্রমে অঙ্গ সমূহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া কর্ণ এবং মস্তক ও হস্তদ্বারে যথাশক্তি আভরণ সকল সমর্পণ করিয়া তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির শোভাবর্দ্ধন করিবেক ॥ ৪০ ॥

শ্রীবৎসকৌস্তুভৌ চ
স্তনয়ো মূর্দ্ধ্নি গলে চ বনমালং।
পীতবসনং নিতম্বে
বামাংশে শ্রিয়মপি স্ববীজেন ॥ ৪১ ॥

মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে আভরণ দিয়া শ্রীবৎস এবং কৌস্তুভের স্মরণ করিয়া গলদেশে বনমালা, নিতম্বে পীতবস্ত্র এবং বামাংশে স্বকীয় বীজস্বরূপা লক্ষ্মী-দেবীকে সংস্থাপিত করিয়া রাখিবেক ॥ ৪১ ॥

ইষ্ট্বাথকর্ণিকায়া-
মঙ্গানি বিদিশাসু দিক্ষু শরান্।
কোণেষু পঞ্চমং বৈ
পুনরগ্ন্যাদিদলেষু শক্তয়ঃ পূজ্যাঃ ॥ ৪২ ॥

চতুর্দ্দিকে এবং চতুষ্কোণে ও কর্ণিকা মধ্যে অঙ্গপূজা করিয়া পীঠপদ্মের অগ্ন্যাদিদলে শক্তিপূজা করিতে হইবেক ॥ ৪২ ॥

---

* ইহার প্রথম দুই চরণ মূলপুস্তকেও অস্পষ্ট বোধ হইতেছে।

লক্ষ্মীঃ সরস্বতী চ
স্বর্ণাবদাতনিভে অতিপ্রীত্যৈ।
কীর্ত্তিঃ কান্তিশ্চ সিতে
তুষ্টিঃ পুষ্টির্ম্মরকতপ্রতিমে ॥ ৪৩ ॥

লক্ষ্মী, সরস্বতী, কীর্ত্তি, কান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি প্রভৃতিরা শক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

দিব্যাঙ্গরাগভূষণ-
মাল্যদুকূলৈরলঙ্কৃতাঙ্গলতাঃ।
স্মেরাননাঃ স্মরার্ত্তা
ধৃতচামরচারুকরতলা এতাঃ ॥ ৪৪ ॥

এই সকল শক্তিকে সুন্দর অঙ্গরাগ ও ভূষণ, মাল্য, দুকূল এবং অলঙ্কারাদিতে অলঙ্কৃত ও চামরাদিযুক্ত এবং প্রসন্নবদন করিয়া স্থাপিত করিবে ॥ ৪৪ ॥

লোকেশা বহিরর্চ্চ্যাঃ
কথিতার্চ্চা মনুদ্বয়োদ্ভূতাঃ।
প্রায়ঃ পুরুষোত্তমবিধি-
বরৈসরসনোচ্যতে বহুতত্ত্বাৎ ॥ ৪৫ ॥

পদ্মের বহির্ভাগে লোকপালদিগের অর্চ্চনা করিবেক ও তাহা পুরুষোত্তমের পূজার ন্যায় হওয়াতে এ স্থলে বাহুল্য বর্ণনা করা হইল না * ॥ ৪৫ ॥

ত্রৈলোক্যমোহনায়ে-
ত্যুক্ত্বা বিদ্মহ ইতি স্মরায়েতি ততঃ।
ধীমহি তন্নো চান্তে
বিষ্ণুস্তদনু প্রচোদয়াদ্গায়ত্রী ॥ ৪৬ ॥

---

* এই স্থলে কিয়দংশ অস্পষ্ট।

ত্রৈলোক্যমোহন কন্দর্পের উদ্দেশে আমরা তাঁহার চিন্তা করিতেছি শ্রীবিষ্ণু আমাদিগের প্রেরণা করুন এই গায়ত্রী ॥ ৪৬ ॥

জপ্যৈষা তু জপাদৌ

হরিতহলী শ্রীকরী চ জপহরণৈঃ।

প্রোক্ষয়িতৃশুদ্ধিবিধয়ে-

হর্চ্চ্যান্যান্ময়াগভূদ্রব্যাণি ॥ ৪৭ ॥

ইহা জপ করিতে হয়, প্রথমতঃ যথাবিধি উপকরণ সামগ্রী প্রদান করিয়া হরিতহলী ও শ্রীকরী শক্তির পূজা করা আবশ্যক ॥ ৪৭ ॥

মন্ত্রেরেকেন শতং

প্রতর্পয়েন্মোহনীপ্রসূনদ্যুতের্যঃ।

তোয়ৈর্দ্দিনশঃ প্রাতঃ

স তু লভতে বাঞ্ছিতান্ পক্ষান্ কামান্ ॥ ৪৮ ॥

যে কেহ ঐ মন্ত্রের একশত সংখ্যায় প্রতিদিন প্রাতঃকালে জলদ্বারা মোহিনীপুষ্পের ন্যায় আভাবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের তর্পণ করেন তিনি এক পক্ষ মধ্যে বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন ॥ ৪৮ ॥

হুত্বাঽযুতং হুতশেষং

পাতাঽজ্যেন তাবদতিজপ্তেন।

ভোজয়েৎ স্বসভিকং

রমণীং মনোহর্পিতাং স্ববশতাং নেতুং ॥ ৪৯ ॥

অযুতবার ঘৃতাদিদ্বারা হোম করিয়া ও সেই পরিমাণ জপ করিয়া হুতশেষ ভোজন করাইলে রমণীরা বশীভূতা হয় ॥ ৪৯ ॥

অষ্টাদশার্ণবিহিতা

বিধয়ঃ কার্য্যে বশ্যকৃতাস্তাভ্যাং।

মন্ত্রোরনয়োঃ সদৃশো

ন হি জাতস্ত্রিলোকবশ্যকর্ম্মণি কশ্চিৎ ॥ ৫০ ॥

---

* ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে স্মরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ইতি গায়ত্রী।

বশীকরণ কার্য্যে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রের প্রয়োগবৎ এ স্থলেও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক, কারণ ঐ দুইমন্ত্রের তুল্য আর কিছুই বশীকরণ বিধিমধ্যে নাই ॥ ৫০ ॥

অত্রৈকস্ত জপাদা-
বথবা কৃষ্ণঃ সবেণুগীতির্ধ্যেয়ঃ।
অরুণনূপুরাঙ্গবেশঃ
কন্দর্পো বা প্রসূনচাপেষুধারী চ ॥ ৫১ ॥

ইহাতে একস্থলে বেণুবাদক শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করিতে হয়, অপর স্থলে অরুণবর্ণ নূপুরাঙ্গবেশ পুষ্পধন্বা কন্দর্পের ন্যায় ধ্যান করা আবশ্যক ॥ ৫১॥

যস্ত্বেকতরং মনুমেতয়ো-
র্বিমলধীঃ সদা ভজতি মন্ত্রী।
স দ্রাঙ্মুদ্রান্বিততয়া
তথা সিদ্ধিং বিপ্রাণামতিতরমেতি ॥ ৫২ ॥

যে কোন নির্ম্মল বুদ্ধিসাধক ইহার মধ্যে কোন মন্ত্রের ভজন করেন তিনি ব্রাহ্মণগণের ন্যায় হইয়া সিদ্ধিলাভ করেন ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
মুদ্রানিরূপণে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে মুদ্রানিরূপণে দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ ২ ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মুদ্রানিরূপণ শ্রীকৃষ্ণের সপ্তাবৃত্তি পূজায়োজনবিধি।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

অথ সত্যসৌ দ্বিতৃতীয়তুর্য্যংকাঃ
শিখিবামনেত্রশশিখণ্ডমণ্ডিতাঃ।
জয় কৃষ্ণ যুগনিরন্তরাত্মভূমি-
শিখিশক্তিতাস্ববৃতিশক্তিবর্ণকাঃ ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব কহিতেছেন। অনন্তর মূলমন্ত্রের দ্বিতীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ-সহিত শিখি বামনেত্র, শিখণ্ডমণ্ডিত জয়কৃষ্ণ ও যুগাত্ম ভূমি ও তাহাদিগের শক্তিগণের মন্ত্রবর্ণ একত্রিত করিতে হয় ॥ ১ ॥

প্রতি মধ্যতো মুদিতাচেতসে ততোঽস্ত্যা-
হনুপরক্তদণ্ডাত্তগুরুমারুতাক্ষরাঃ।
স চতুর্থকৃষ্ণপদমিক্ষুকার্ম্মুকো
দশবর্ণকশ্চ মনুবর্য্যকস্ত্বসৌ ॥ ২ ॥

দশবর্ণক মন্ত্রের অক্ষরে মুদিত চেতসে অনুপরক্ত গুরু মারুত ও চতুর্থী বিভক্তির একবচন যুক্ত কৃষ্ণশব্দের যোগ করিলে দ্বিতীয়মন্ত্র জানিতে পারা-যায় ॥ ২ ॥

সলবাধরাচলসুতারমাক্ষরৈঃ
পুটিতঃ ক্রমাৎ ক্রমাগতৈঃ সমুদ্ধরেৎ।
ইতি দন্তসূর্য্যবসুবর্ণ উদ্ধৃতঃ
কবিতানুরঞ্জনরমাকরোদ্যকৃৎ ॥ ৩ ॥

স, ল, ব, এবং মায়াবীজ ও লক্ষ্মীবীজ যথাক্রমে একত্রিত করিয়া মন্ত্রো-দ্ধারপূর্ব্বক দ্বাদশ এবং ষোড়শবার জপাদি করিয়া দেহশুদ্ধি করিবেক *॥৩॥

---

* অথেত্যাদি শ্লোকত্রয় ন পরিস্ফুটং।

মুখরূক্তনন্দযুতনারদো মুনি-
স্ত্বিহ ছন্দ উক্তমমৃতো বিরাড়পি।
ত্রিজগদ্বিমোহনসমাহ্বয়ো হরিঃ
খলু দেবতাস্থ মুনিভিঃ সমীরিতা ॥ ৪ ॥

এই মন্ত্রের ঋষি নারদ, ছন্দঃবিরাট্ এবং দেবতা শ্রীহরি ও বিনিয়োগে ত্রিজগৎ মোহনার্থে উক্ত হইয়াছে ইহাতে ঋষিশব্দের পূর্ব্বে মুখরূক্ত নন্দ-শব্দযোগ করিতে হয় ॥ ৪ ॥

বসুমিত্রভূধরগজাস্থদিগ্ময়ৈ-
র্মনুরণৈস্ত্রিপুটীকৃতঃ পৃথক্।
নিজজাতিযুঙ্ নিগদিতং ষড়ঙ্গকং।
ক্রিয় য়ব তৎ খলু জনানুরঞ্জনং ॥ ৫ ॥

অষ্ট দ্বাদশ সপ্ত এবং দশাক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্র সকল মাতৃকাবর্ণের সম্পুট-দ্বারা জনানুরঞ্জন সিদ্ধির কার্য্য নির্ব্বাহার্থে মন্ত্রোদ্ধার হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অথ সংবিশোধ্য তনুযুক্তমনিন্দতঃ
প্ররচয্য পীঠমপি চারুচর্ম্মণা।
করয়োর্দশাক্ষরবিধিং ক্রমাৎ ন্যসেৎ
ষড়ঙ্গসায়কমনঙ্গপঞ্চকং চ ॥ ৬ ॥

অনন্তর অনিন্দিতসাধক দেহমধ্যে পীঠপঙ্কের রচনা করিয়া হস্তদ্বয়ে-যথাক্রমে দশাক্ষর মন্ত্রের বিধি অনুসারে ষড়ঙ্গপূজা ও অঙ্গ পঞ্চকের অর্চনা করিয়া দেহশুদ্ধি করিবেন ॥ ৫ ॥

মনুমীদৃশং ন্যসতু সর্ব্বতস্তনৌ
স্মরসম্পুটৈস্তদনু মাতৃকাক্ষরৈঃ।
দশতত্ত্বানি দশার্ণকীর্ত্তিতং
ত্বথ মূর্ত্তিপঞ্জরবিধানমাচরেৎ ॥ ৭ ॥

মাতৃকাক্ষরে কামবীজের সম্পুট দিয়া আপন শরীরের সকল স্থানের ও দশতত্ত্বাদি এবং মূর্ত্তিপঞ্জর প্রভৃতির ন্যায় করা আবশ্যক * ॥ ৭ ॥

স্থজতিস্থিতিদশষড়ঙ্গসায়কান্

ন্যসতাত্ততোঽন্যদখিলং পুরোক্তবৎ।

প্রবিধায় সকলভুবনৈকসাক্ষিণং

স্মরতান্মুকুন্দমনবদ্যধীরধীঃ ॥ ৮ ॥

সৃষ্টি, স্থিতি, ষডঙ্গ ও সায়ক প্রভৃতির ন্যাস করিয়া সকল ভুবনের একমাত্র সাক্ষী স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের স্মরণপূর্ব্বক ধ্যান করিবেক ॥ ৮ ॥

অথ ভূধরোদধিপরিষ্কৃতে মহো-

ন্নতশালগোপরবিশালবীথিকে।

মূলছদ্মগ্রসিতসৌধসঙ্কুলে

মণিহর্ম্ম্যবিস্তৃতকবাটবেদিকে ॥ ৯ ॥

অতঃপর পর্ব্বত ও সাগর এবং পৃথিবী প্রভৃতি সকল স্থানে যে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং যিনি অতি বিস্তৃত সৌধময় স্বকীয়ধামে বিরাজমান আছেন ॥ ৯ ॥

দ্বিজভূপবিটচরণজন্মনাং গৃহৈ-

র্বিবিধৈশ্চ শিল্পিজনবেশ্মভিস্তথা।

ইভরাজ্যুরত্রখরধেনুসৌরভ-

চ্ছগলালয়ৈশ্চ লসিতে সহস্রশঃ ॥ ১০ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের গৃহমধ্যে বহুবিধ শিল্পনির্ম্মিত পদার্থে শ্রীকৃষ্ণের পূজনক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত বিধির নিয়মানুসারে সম্পাদিত হওয়া আবশ্যক ॥ ১০ ॥

বিবিধাপণাশ্রিতমহাজনাকুলে

ক্রয়বিক্রয়দ্রবিণসঞ্চয়াঞ্চিতে।

জনমানসাকৃতিবিদগ্ধসুন্দরী-

জনমন্দিরৈঃ সুরুচিরৈশ্চ মণ্ডিতে ॥ ১১ ॥

---

* মমুনা ত্রিশোন্যসতু ইতি পাঠান্তরং।

মহাজনদিগের ক্রয়বিক্রয় স্থলে উক্তদেবতার পুজন ক্রিয়া সবিশেষ সমারোহপূর্ব্বক সম্পাদিত হইলে তাহাদিগের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হয় ॥ ১১ ॥

পৃথুদীর্ঘিকাবিমলপাথসি স্ফুর-
দ্বিকচারবিন্দমকরন্দলম্পটৈঃ।
কলহংসসারসরথাঙ্গনামভি-
র্বিহগৈর্বিঘুষ্টককুভৈঃ স্বকেপুরে ॥ ১২ ॥

তিনি সকলস্থানে ব্যাপ্ত থাকিয়া ও কলহংস সারস এবং চক্রবাক প্রভৃতি বিহঙ্গকুলে পরিব্যাপ্ত দীর্ঘিকাতটের সমীপবর্ত্তি মনোহর স্থানে বিশেষরূপে বিরাজমান থাকেন ॥ ১২ ॥

স্মরপাদপৈঃ সুরভিপুষ্পলোলুপ-
ভ্রমরাকুলৈর্ব্বিবিধকামদৈর্নৃণাং।
শিবমন্দমারুতচলচ্ছিখৈর্বৃতে
মণিমণ্ডপে রবিসহস্রসমপ্রভে ॥ ১৩ ॥

যে স্থলে ভ্রমর সকল সুগন্ধি পুষ্পের মধুসংগ্রহাভিলাষে মধুর ধ্বনি করিয়া মনুষ্যগণের মনোমধ্যে কামোদ্দীপন করে ও যে স্থলে মন্দ মন্দ সুখদায়ক বায়ু সতত প্রবাহিত থাকে তাহাতে তাঁহার আবাহন শীঘ্রই সুখদায়ক হয় ॥ ১৩ ॥

মণিদীপিতান্তরে তনুচিত্রবিস্তৃতবিতান-
শালিনি বিলসিতে বিকচস্বরবিচিত্রদামভিঃ।
সুগন্ধিগর্ব্বসলিলোক্ষিতস্থলে প্রমদাশতৈ
র্মদনালসৈঃ কলরিভারলোলচারুচামরৈঃ ॥ ১৪ ॥

যে স্থলে প্রদীপ্ত দীপাবলী অতিশয় উজ্জ্বল হয় ও যে স্থলে সুগন্ধময় বিবিধ দ্রব্য কামিনীরা বিলাসবতা হইয়া ক্রীড়া করিতে থাকে তাহাতে শীঘ্রই তাঁহার অবির্ভাব প্রকাশ পায় ॥ ১৪ ॥

অভিসেবিতে স্খলিতমঞ্জুভাষিভিঃ
স্তনভারভঙ্গুরকৃশাবলগ্নকৈঃ।

অধিবাসধারমনিবার্য্যবর্দ্ধিণঃ
সুমহানদামৃতরসক্রতেরধঃ ॥ ১৫ ॥

তিনি কামিনীগণের মত্তবাক্যে সংস্তুত হইয়া যেরূপ প্রসন্নতা প্রকাশ করেন দেবতাদিগেরও স্তবেতে সেরূপ করেন না ॥ ১৫ ॥

সুরপাদপস্য মণিভূতলোল্লসৎ-
পৃথুসিংহবক্ত্রচরণাম্বুজাসনে।
অভিচিন্তয়েৎ সুখনিবিষ্টমচ্যুতং
নবনীলনীররুহকোমলচ্ছবিং ॥ ১৬ ॥

কল্পবৃক্ষের মণিময় ভূতলে বৈকুণ্ঠলোকে তাঁহার যে অধিবাস স্থান আছে তাহাও পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোমল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তের মনোরথ পূরণার্থে অবতীর্ণ হয়েন ॥ ১৬ ॥

কুটিলাগ্রকুন্তললসৎকিরীটকং
স্মিতরত্নপুষ্পরচিতাবতংসকং।
সুললাটমুদঞ্চিতভ্রুবং মনোজ্ঞং
বিপুলায়তবিলোলচারুলোচনং ॥ ১৭ ॥

তাঁহার কিরীট ও কুটিল কুন্তল ও ললাটদেশের ভূষণ এবং মনোহর লোচন ধ্যান করিলে মনুষ্যগণের শুভ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

মণিমণ্ডলোস্রপরিদীপ্তগণ্ডকং
নববন্ধুজীবকুসুমারুণাধরং।
স্মিতচন্দ্রিকোজ্জ্বলিতদিঙ্মুখং স্ফুরৎ
পুলকশ্রমাম্বুকণমণ্ডিতাননং ॥ ১৮ ॥

মণিমণ্ডলে শোভিত গণ্ডস্থল এবং বন্ধুজীব পুষ্পের ন্যায় মুখমণ্ডল, হাস্য এবং হর্ষোৎফুল্লতা সহকারে সাধকগণের নির্ভীকতা প্রকাশ করিতেছেন ॥১৮॥

স্ফুরদংশুরত্নগণদীপ্তভূগণো-
ত্তমহারদামভিরুরস্থলীয়কং।

ঘনসারকুঙ্কুমবিলিপ্তবিগ্রহং
পৃথুদীপ্তষড়্‌দ্বয়ভুজাবিরাজিতং ॥
অরুণাঞ্জনেত্রমঙ্গজোন্মথিতাঙ্গ-
মঙ্কগসুশোভনকরাম্বুজদ্বয়ং ॥ ১৯ ॥

রত্নময়হার ও বনমালাতে যাঁহার বক্ষঃস্থল শোভিত হয় এবং যাঁহার ভুজদ্বয়ে বিবিধ প্রকার ভূষণ শোভমান হইতেছে, সেই অরুণবর্ণ পীতাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণ জনসমাজের লজ্জা নিবারণ করিয়া রক্ষা বিধান করুন ॥ ১৯ ॥

স্বাঙ্কস্থভীষ্মকসুতোরুযুগান্তরস্থং
তাং কম্প্রহেমরুচিমাত্মকরাম্বুজাভ্যাং।
শ্লিষ্যন্তমার্দ্রজঘনাম্বুগগূহমানা-
মাস্মানমায়তলসৎকরপল্লবাভ্যাং ॥ ২০ ॥

যাঁহার ক্রোড়স্থিত হইয়া ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবীরগণ যুগান্তর পর্য্যন্ত রক্ষা পাইয়াছেন এবং যাঁহার মাহাত্ম্যবর্ণনে সমস্ত শাস্ত্র বিরচিত হইয়াছে সেই গোপিকাগণের আশ্লেষকারী শ্রীনন্দনন্দন করপল্লবদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ২০ ॥

আনন্দোদ্রেকনিম্নাং মুকুলিতনয়নেন্দীবরাং চারুহাসাং
প্রোদ্যদ্রোমাঞ্চলগ্নশ্রমজলকণিকামৌক্তিকালংকৃতাঙ্গীং।
আত্মন্যালীনবাহ্যান্তরকরণগণামঙ্গকৈর্নিস্তরঙ্গে
মজ্জন্তং নীলনানামতিমঞ্জুলমহানন্দসন্দোহসিন্ধৌ ॥ ২১ ॥

যে গোপাঙ্গনারা আনন্দের প্রারম্ভমাত্রে নয়নযুগল মুদিত করিয়া হাস্য সহকারে রোমাঞ্চলগ্ন ধর্ম্মকনিকা সকল মুক্তার ন্যায় ধারণ পূর্ব্বক বাহ্যান্তঃকরণে অনঙ্গভাবে নিমগ্ন হইতেছিল, সেই গোপিকাগণের বিনোদকারী ভক্তদিগের সন্দেহ নিবারক হউন ॥ ২১ ॥

স দ্বাভ্যাং যুবতীভ্যাং
দিব্যদুকূলানুলেপননির্ম্মলাভ্যাং।
মন্মথশরণযুতাভ্যাং
মুখকমললোললোচনভ্রমরাভ্যাং ॥ ২২ ॥

তিনি যুবতীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া কামভাবে ও প্রসন্নবদনে স্বকীয় মুখঃ কমল হইতে তোমাদিগকে আশীর্ব্বচন প্রদান করুন॥ ২২ ॥

ভুজযুগলাশ্লিষ্টাভ্যাং
শ্যামারুণললিতকোমলাঙ্গলতাভ্যাং।
আশ্লিষ্টমাত্মদক্ষিণ-
বামগতাভ্যাং করোল্লসৎকমলাভ্যাং ॥ ২৩ ॥

তাহাদিগের ভুজযুগলে আশ্লিষ্ট হইয়া আপনার কোমলাঙ্গ প্রদানে যিনি তাহাদিগকে চরিতার্থ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

পৃষ্ঠগতয়া কলিন্দসুতয়া করকমলযুজা
সম্পরিরব্ধমঞ্জনরুচা চ মদনমথিতয়া।
পদ্মগদারথাঙ্গজলজভৃদ্ভুজযুগযুগলং
দোর্দ্বয়সংসক্তবংশবিলসম্মুখসরসীরুহং ॥ ২৪ ॥

সেই শ্রীকৃষ্ণ যমুনাতটের সমীপবর্ত্তী হইয়া ভক্তগণকে তাহাদিগের ইচ্ছা মত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী রূপপ্রদর্শন করিতেছেন ॥ ২৪ ॥

দিক্ষু বহিঃ সুরর্ষিযতিভিঃ ভক্তিভারাবনম্রতনুভিঃ।
স্তুতিমুখরমুখৈঃ সন্ততং সেব্যমানং কমললোচনং ॥
জ্ঞানবিষয়মর্থচতুষ্টয়প্রদং ত্রিভুবনজনকং ॥ ২৫ ॥

তাঁহার চতুর্দ্দিকে দেবর্ষি ও যতিগণ ভক্তিভাবে অবনতমূর্ত্তি হইয়া সেই কমললোচনের স্তব ও সেবা করিয়া চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্ত হইতেছেন ॥২৫॥

সান্দ্রানন্দসুধাব্ধিমগ্নমমলে ধাম্নি স্বকেঽবস্থিতং
ধ্যাত্বৈবং পরমং পুমাংসমনয়ৎ সম্প্রেক্ষ্য দীক্ষাগুরোঃ।
লব্ধ্বামুং মনুমাদরেণ শিতধীর্লক্ষং জপেদ্যোষিতাং
বার্ত্তাকর্ণনদর্শনাদিরহিতো মন্ত্রো গুরূণামপি ॥ ২৬ ॥

যিনি নির্ম্মলধামে স্বকীয় আনন্দময় সুধারসে নিমগ্ন থাকেন সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ব্বোক্তরূপে ধ্যান করিয়া দীক্ষাগুরুর নিকট

হইতে সাদরে মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক নির্ম্মলবুদ্ধিসাধক স্ত্রীগণের কথা বার্ত্তা শ্রবণ ও তাহাদিগের দর্শন হইতে বর্জ্জিত থাকিয়া সেই মন্ত্র লক্ষবার জপ করিবেক * ॥ ২৬ ॥

জুহুয়াত্তদ্দশাংশং সশর্করাতিলক্ষৌদ্রঘৃতেন পায়সেন।
প্রথমোক্তপীঠবর্য্যকেঽমুং প্রযজেদনিত্যতাবিমুক্ত্যৈ ॥ ২৭ ॥

শর্করা, তিল, ঘৃত এবং পায়সান্নদ্বারা উক্ত জপের দশমাংশ হোম করিয়া প্রথমোক্ত পীঠপদ্মে অনিত্যতা বিমুক্তির জন্য তাঁহার পূজা করিবে ॥ ২৭ ॥

আরভ্য বিভূতিমথ ন্যসেৎ ক্রমশঃ শরান্তমভ্যর্চ্চ্য।
আদ্যেঽন্তরাত্মানং বিংশত্যর্ণোদিতে যন্ত্রবরে ॥ ২৮ ॥

বিংশতি অক্ষরবিশিষ্ট মন্ত্রের যন্ত্র লিখিয়া আদ্যন্তে বিভূতির ও আত্মার ন্যাস করিবে ॥ ২৮ ॥

মধ্যে বীজং পরিতো বরুণেশয়মেন্দ্রদিক্ষু সংলিখ্য।
পূর্ব্বং বীজচতুষ্কং তদপি চ চত্বারিংশদ্ভিরক্ষরৈর্দ্ব্যধিকৈঃ ॥২৯

মধ্যস্থলে মূলবীজ লিখিয়া তাহার উত্তর, ঈশান, নৈর্ঋৎ এবং পূর্ব্বদিকে অপর চারিটি বীজ লিখিয়া ষট্চত্বারিংশৎ অক্ষরে উক্ত মন্ত্র বীজ পূর্ণ করিবে ॥ ২৯ ॥

শিষ্টৈশ্চ প্রবেশে শিবহরিবহ্ন্যাশাস্ত্রিযুক্তাংশ্চ বিলিখেৎ।
বাগ্মায়াশ্রীভদ্রাস্তদ্বহ্ন্যোঽনুপালিতা লিখিতাঃ ॥ ৩০ ॥

তাহার বহির্ভাগে শিব, হরি, অগ্নি বাগভব ও শ্রীভদ্র প্রভৃতি বীজ লিখিয়া ॥ ৩০ ॥

শেষং পূর্ব্বোদিতবৎ বিধায় পীঠমধস্তাদভ্যর্চ্চ্য।
সংকল্প্য মূর্ত্তিমাত্রমাবাহ্যাভ্যর্চ্চ্য মধ্যবীজে তৎ ॥ ৩১ ॥

অবশেষে পূর্ব্ববৎ পীঠপূজা করিয়া সংকল্পপূর্ব্বক মূর্ত্তিমাত্রের আবাহন ও পূজা মূলবীজের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে ॥ ৩১ ॥

---

* প্রবোধে ইতি পাঠান্তরং।

সুখদক্ষসব্য পৃষ্ঠগবীজেঘর্চ্যাস্তু শক্তয়ঃ ক্রমশঃ।
রুক্মিণ্যাদ্যাশ্চ ষট্‌সু কোণেষ্বঙ্গানি কেশরেষু শরান্‌॥ ৩২ ॥

অনন্তর দক্ষিণ এবং বামপার্শ্বের বীজে রুক্মিণী প্রভৃতি শক্তির পূজা করিয়া ষটকোণে অঙ্গপূজা ও কেশরমধ্যে শর সকলের পূজা করিবেক ॥৩২॥

লক্ষ্যাদ্যা দলমধ্যেম্বগ্ন্যাদিষু তদ্বহি ধ্বজপ্রমুখান্‌।
অগ্রে কেতুং শ্যামং পৃষ্ঠে বিপ্রমরুণমমলরক্তরুচং ॥ ৩৩ ॥

দলমধ্যে লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিয়া তাহার বহির্ভাগে এবং পৃষ্ঠদেশে শ্যাম ও অরুণবর্ণ ইষ্টদেব পূজিত হইবেন ॥ ৩৩ ॥

পার্শ্বদ্বয়ে নিধীশানন্তৌ তদ্বদভিপূজয়েৎ ক্রমশঃ॥
হেরম্বশাস্ত্‌দ্বন্দবিশ্বকৃসেনান্‌ধিদিক্ষু বহনাদ্যং ॥ ৩৪ ॥

পার্শ্বদ্বয়ে কুবেরের এবং গণপতির যথাক্রম পূজান্তে চতুর্দ্দিকে জনার্দ্দনের ও তাঁহার বাহনাদির পূজা করিতে হয় ॥ ৩৪ ॥

বিদ্রুমমরকতদূর্ব্বাস্বর্ণাভান্‌ বহিরথেন্দ্রবজ্রাদ্যান্‌।
যজনবিধানমিতীরিতমাবৃত্তিসপ্তযুতং মুকুন্দস্য ॥ ৩৫ ॥

তাহার পরে ইন্দ্রবজ্রাদির পূজা সকলের বহির্ভাগে সম্পাদিত হইলে মুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণের সপ্তাবৃত্তি পূজা যজনবিধির নিয়মানুসারে সমাপ্ত হইবেক ॥ ৩৫ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
তৃতীয় অধ্যায় ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

পূজা-ফলশ্রুতিঃ।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যর্চ্চয়ন্নচ্যুতমাদরেণ
যোঽমুং জপেন্মন্ত্রবরং যতাত্মা।
সোঽভ্যর্চ্চ্যতে দিব্যজনৈর্জ্জনানাং
হৃন্নেত্রপঙ্কেরুহতিগ্মভানুঃ ॥ ১ ॥

শ্রী[মহা]দেব কহিতেছেন। যে কেহ আদরপূর্ব্বক এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া একাগ্রচিত্তে এই মন্ত্র জপ করেন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়া দেবগণের পূজনীয় হইয়া থাকেন ॥ ১ ॥

সিতশর্করোত্তরপয়ঃ প্রতিপত্ত্যা
বিতর্পয়েদ্দিনমুখে দিনশস্তং।
সলিলৈঃশতং শতমখশ্রিয়মেষ
স্ববিভূত্যদন্নতি করোত্যুদবিন্দুং ॥ ২ ॥

প্রতিদিবস প্রাতঃকালে শর্করা ও জল দিয়া শ্রীহরির তর্পণ করিলে ইন্দ্র-তুল্য সুখভোগী হইয়া সাধকেরা অন্তকালে পরমপদ প্রাপ্ত হয়েন ॥২॥

বিদলদ্দলৈঃ সুমনসঃ
সুমনোভির্ঘনদ্রবমগ্নৈঃ।
মনুনা হমুনা হবনতোঽযুতসংখ্যং
ত্রিজগৎশ্রেয়ঃ স মন্ত্রবিৎ কবিরাট্ স্যাৎ ॥ ৩ ॥

যে কোন সাধক প্রশান্তচিত্তে উত্তম মন্ত্র জপ করিয়া অযুতবার হোম করেন তিনি ত্রিজগতের কল্যাণ ও পবিত্র শক্তি এবং রাজত্ব প্রাপ্ত হয়েন ॥ ৩ ॥

ধ্যানাদেবাস্ত সদ্যস্ত্রিদশমৃগদৃশো বশ্যতাং যান্ত্যবশ্যং
কন্দর্পার্ত্তো জপাদ্যৈঃ কিমথ ন সুলভং মন্ত্রতোঽস্মাস্তরস্থং।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় চিত্তং মহদিদমপি নৈসর্গিকীং শশ্বদেনং
সেবেতেমং ত্রিলক্ষং সরসিজনিলয়াধীশ্বরীং বাপি বাচাং ॥ ৪॥

আর উক্ত দেবতার ধ্যান করিলে ইচ্ছানুসারে দেবকন্যার কন্দর্পবাণে পীড়িতা হইয়া অবশ্য তাহার বশীভূত হয়েন। ইহাতে জপাদির সুলভতা প্রকাশ করা বাহুল্য, এবং তাঁহাকে নিত্য স্বাভাবিক জ্ঞানানুসারে সেবা করিয়া তিন লক্ষবার জপ করিলে লক্ষ্মী ও সরস্বতী সাধকের প্রতি অনুকূলা হয়েন ॥ ৪ ॥

আধিব্যাধিজরাপমৃত্যুদুরিতৈ স্তু তৈঃ সমস্তৈর্ব্বিধিজ্ঞো
ভাগ্যেন দরিদ্রতাদিভিরসৌ দূরং বিমুক্তেশ্চিরং।
সৎপুত্রৈঃ সহিতৈশ্চ মিত্রনিবহৈর্জ্জুষ্টোঽখিলাভিঃসদা
সম্পদ্ভিঃ পরিপুষ্টভূরিযশসা জীবেদনেকাঃ সমাঃ ॥ ৫ ॥

অপিচ মনের কষ্ট, ব্যাধি, জরা অপমৃত্যু ও দুর্গতি এবং দরিদ্রতা নিবারণার্থে সাধকেরা এই বিধি অবগত হইবেন, তাহাতে সৎপুত্র মিত্র এবং সম্পত্তি ও যশোলাভ করিয়া তাহারা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারেন ॥ ৫ ॥

অখিলমনুষু মন্ত্রা বৈষ্ণবা বীর্য্যবন্তো
মহিততরফলাঢ্যাস্তেষু গোপালমন্ত্রাঃ।
প্রবলতর ইহৈবোঽশিষ্টসম্মোহনাখ্যো
মনুরনুপমসম্পৎকল্পনাকল্পশাখী ॥ ৬ ॥

সমস্ত মন্ত্রের মধ্যে বিষ্ণুমন্ত্র সকল অত্যন্ত বীর্য্যশালী হয়, তাহার মধ্যে সম্মোহনাখ্য মন্ত্র কল্পবৃক্ষের ন্যায় সকল ফলের প্রদান কর্ত্তা হয়েন॥ ৬॥

মনুমিমমতিহৃদ্যং যো ভজেদ্ভক্তিনম্রো
জপহুতযজনাদ্যৈর্ধ্যানবশ্যাস্ত্রিমুখ্যঃ।

ত্রুটিতসকলকর্ম্মগ্রন্থিরুদ্বুদ্ধচেতা
ব্রজতি স তু পদং তন্নিত্যশুদ্ধং মুরারেঃ ॥ ৭ ॥

এই নিতান্ত প্রীতিকর মন্ত্র যে কেহ ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করেন তিনি জপ, হোম, পূজা ও ধ্যানবান্ হইয়া সকল কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীহরির অতি সিদ্ধ পরমধামে গমন করেন ॥ ৭ ॥

অঙ্গীকৃত্যৈকমেষাং মনুমথজপহোমার্চ্চনাদ্যৈর্ম্মনুনা-
মষ্টাদ্যোৎসারিতারিঃ প্রমুদিতপরিশুদ্ধোপ্রসন্নান্তরাত্মা।
যোগী যুঞ্জীত যোগান্সমুচিতবিকৃতিঃসপুয়োধাকৃতিঃসন্
আত্মন্যাধায় চিত্তং বিষয়সমসুখোন্মীলিতাক্ষো নিবিষ্টঃ ॥ ৮ ॥

অনন্তর উহার মধ্যে কোন মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক জপ, হোম এবং অর্চ্চনাদিদ্বারা পরিশুদ্ধ এবং প্রসন্নচিত্ত হইয়া যোগযুক্ত যোগী মনো-বিকার নিবারণপূর্ব্বক আত্মাতে চিত্ত সমাধান করিয়া ব্রহ্মসাযুজ্য মুক্তিলাভ করেন ॥ ৮ ॥

বিশ্বম্ভুতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণময়মিবেন্দুস্বরূপং সমস্তং
বর্ণাৎশৈত্যপ্রধানে কলনলয়ময়ে বীজরূপে ধ্রুবেণ।
নীত্বা তৎ পুংসি বিশ্বাত্মতি তমপি পরালম্বনে কালতত্ত্বে
তং বৈ শক্তৌ চিদামুন্যপি নয়তু চন্দ্রাংশকে বা নিশান্তে ॥ ৯ ॥

নিশান্ত কিম্বা রাত্রিকালে যিনি সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণে জ্যোতিস্বরূপ হইয়া থাকেন তাহার বীজরূপ মন্ত্র সকল অবলম্বন করিয়া সেই পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে সময় তত্ত্বের সহিত ধ্যান করিবে ॥ ৯ ॥

নির্দ্বন্দ্বনির্ব্বিশেষে নিরতিশয়মহানন্দসান্দ্রে বসানো
নাপ্যর্থে কৃষ্ণপূর্ব্বামলসহিতপরে শাশ্বতেহভ্যাসনীয়ং।
সূক্ষ্ম সংকৃষ্য বীজোত্তমমথ শনকৈর্নীতনিশ্বাসচেতাঃ
প্রক্ষীণাপুণ্যপুণ্যো নিরুপমসুখসংবিৎস্বরূপঃ স ভূয়াৎ ॥ ১০ ॥

যিনি নির্দ্বন্দ্ব এবং নিরতিশয় মহানন্দে সতত নিমগ্ন থাকেন এবং যিনি নিতান্ত সূক্ষ্মজীবের অন্তঃকরণ আকর্ষণ করাতে শ্রীকৃষ্ণ নামের

বাচ্য হইয়াছে তাঁহাকে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে পুণ্যবান্ সাধকেরা আত্ম-জ্ঞান লাভ করিতে পারেন ॥ ১০ ॥

মূলাধারে ত্রিকোণে তরুণতরণিভে ভাস্বরে বিভ্রমন্তং
বালার্কালোকলোলং জঠরতরকুরঙ্গাঙ্ককোটিপ্রভাভিঃ।
বিদ্যুন্মালাসহস্রদ্যুতিরুচিরহসদ্বন্ধুজীবাভিরামং
ত্রৈগুণ্যাক্রান্তবিন্দুং জগদুদয়লয়াবেকহেতুং বিচিন্ত্য ॥১১ ॥

বৃত্তিবিশিষ্ট মূলাধারপদ্মে এবং ত্রিকোণাকৃতি যন্ত্রে বালসূর্য্যের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট ও বিদ্যুৎমালার আভাযুক্ত এবং বন্ধুজীবপুষ্পের ন্যায় ত্রিগুণাক্রান্ত বিন্দুবীজ চিন্তা করিয়া ॥ ১১ ॥

তস্যোর্দ্ধে বিস্ফুরন্তীং স্ফুটরুচিরতড়িৎপুঞ্জভাং ভাস্বরন্ত-
মুদ্গাছন্তীং সুষুম্নাসরণিমনুশিখামাললাটেন্দুবিম্বং।
চিন্মাত্রাং সূক্ষ্মরূপাং কলিতসকলবিশ্বাং কলানাদগম্যাং
মূলং যা সর্ব্বধাম্নাং স্মরতু নিরুপমাংহুংকৃতীদাঞ্চিরং বঃ ॥ ১২ ॥

তাহার উপরিভাগে বিদ্যুৎ পুঞ্জের ন্যায় দীপ্তিমতি ও সূক্ষ্মরূপা তিনমাত্রা সুষুম্নানাড়ীর অন্তর্গত হুঙ্কারকারিণী এবং সমস্ত সংসারের একমাত্র আধারভূতা নিরুপমা দেবীকে স্মরণ করিলে সমস্ত অনিষ্ট নিবারিত হয় ॥ ১২ ॥

নীত্বা তাং শনকৈরধোমুখসহস্রার্কারুণাম্ভোদধে-
দ্যোতৎপূর্ণশশাঙ্কবিম্বমনুতঃ পীযূষধারাস্রুতিং।
বক্তা মন্ত্রময়াং নিপীয় চ সুধানিঃস্যন্দরূপাং বিশে-
দ্ভূয়োঽপ্যাত্মনিকেতনং পুনরপি ব্যুৎথায় পীত্বা বিশেৎ ॥ ১৩ ॥

সেই কুণ্ডলিনী দেবীকে সহস্র সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট সহস্রার হইতে পরমপুরুষের সন্নিধানে অধোভাগ হইতে লইয়া গিয়া তাঁহাকে অমৃত ধারা পান করিতে হয়। অপিচ তিনি সুধাপান করিয়া পুনর্ব্বার অধোগতা হইলে ক্রমশঃ যথাবিধি তাঁহার পুনরুত্থান করান আবশ্যক ॥ ১৩ ॥

যোঽভ্যস্যত্যনুদিনমেবমাত্মনামুং
বীজোত্থান্দুরিতজরাপমৃত্যুরোগান্।
জিত্বাঽসৌ স্বয়মিব মূর্ত্তিমাননঙ্গঃ
সংজীবেচ্চিরমলিনীলকেশজালঃ ॥ ১৪ ॥

যে কোন সাধক প্রতিদিবস এইরূপ অভ্যাস করিয়া ভজনা করেন, তিনি দুর্গতি জরা এবং অপমৃত্যু জয়পূর্ব্বক, কন্দর্পস্বরূপ মূর্ত্তিমান্ থাকিয়া কৃষ্ণবর্ণ কেশে চিরজীবী হয়েন ॥ ১৪ ॥

স্ফুটমধুরপদার্ণশ্রেণিরত্যদ্ভুতার্থা
ঝটিতি বদনপদ্মান্নিঃসরত্যস্য বাণী।
অপিচ সকলমন্ত্রাস্তস্য সিধ্যন্তি সংক্ষু-
ব্ধপরমঘনসৌখ্যৈকাস্পদং বর্ত্ততে সঃ ॥ ১৫ ॥

তিনি অর্থযুক্ত মধুর এবং অত্যাশ্চর্য্য বাক্য সকল আপনার মুখ হইতে বিনির্গত করিতে পারেন, অপিচ তাঁহার সকল মন্ত্রই সিদ্ধ হয় ও তিনি উত্তমরূপ ধন এবং সৌখ্যের আস্পদ হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

ভ্রাম্যন্মূর্ত্তিং মূলচক্রাদনঙ্গ
শ্রীভির্ভাভীরক্তপীযূষবদ্ভিঃ।
বিশ্বাকাশং পূরয়ন্তং বিচিন্ত্য
প্রত্যাবশ্যাস্তত্র বশ্যাধসাধ্যাঃ ॥ ১৬ ॥

অনন্তর মূলচক্র হইতে অনঙ্গদেবকে ধ্যান করিবেক যে তিনি বিশ্ব সংসারের সমস্তস্থান অমৃতপূর্ণ করিতেছেন এবং সকলে তাঁহার বশীভূত হইয়া তাঁহার সাধন করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

নার্য্যো নরা বা নগরী সভা বা
প্রবেশিতাস্তত্র নিসক্তচেতসঃ।
স্যুঃ কিঙ্করাস্তস্য ঝটিত্যনারতং
চিরায় তন্নিঘ্নধিয়ো ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

স্ত্রী পুরুষ অথবা নগরী ও সভাসমীপে উক্ত সাধক যদি উপস্থিত হয়েন, তাহা হইলে সকলে তাঁহার দাসত্ব স্বীকার করিয়া সতত অধীনাবস্থায় চিরকাল কার্য্য করিতে থাকেন ॥ ১৭ ॥

তরণিদলসনাথে শক্রগোপারুণে যো
রবিশশিশিখিবিম্বাপ্রস্ফুরদারুমধ্যে।
হৃদয়সরসিজেঽমুং শ্যামলাঙ্গং সুবেশং
সম্মুখমুপনিষণ্ণং সংস্মরেদ্বাসুদেবং ॥ ১৮ ॥

যিনি চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট এবং শ্যামলাঙ্গ ও সুকেশধারী বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয় কমলাসনে সুখেতে উপবিষ্ট জানিয়া তাঁহার স্মরণ করেন ॥ ১৮ ॥

পাদাম্ভোজদ্বয়েঽঙ্গুল্যমলকিশলয়ে স্বাবনো সন্নখানাং
সদ্ধর্ম্মোদারকান্তৌ প্রপদযুজি লসজ্জঙ্ঘিকাদগুয়োশ্চ।
জান্বোরূর্ব্বোঃপ্রসঙ্গে নববসনবরে মেখলাদাম্নি নাভৌ
রোমাবল্যামুদারোদরভুবি বিপুলে বক্ষসি প্রৌঢ়হারে ॥১৯॥

তাঁহার চরণারবিন্দদ্বয়ে, অঙ্গুলীমধ্যে নানাবিধ শোভাময় শোভমান নখরসমূহে, জঙ্ঘাদ্বয়ে, জানু ও উরুস্থলে নাভিতে রোমাবলীযুক্ত উদরে এবং চিরব্যাপ্ত এবং শ্রীবৎস ও কৌস্তুভ হারযুক্ত বিশাল বক্ষঃস্থলে ॥ ১৯ ॥

শ্রীবৎসকৌস্তুভাবস্ফুটকমললসদ্দ্বন্দ্বসন্ধাম্নি বাহ্বো-
র্মূলে কেয়ূরদীপ্তে জগদবনপটৌর্দোর্দ্বয়ে কঙ্কনাঢ্যে।
পাণিদ্বন্দ্বাঙ্গুলিষু মধুরালীনবিশ্বে চ বেণৌ
কণ্ঠে সৎকুণ্ডলাগ্রে স্ফুটরুচিরমণৌ দীপ্তগণ্ডস্থলে চ ॥২০॥

মৃণালবৎ কোমল বাহুদ্বয়ের মূলে জগৎ রক্ষার জন্য পটুতর ও কেয়ূরাভরণযুক্ত ভুজদ্বয়ে, কঙ্কনাঢ্য করদ্বয়ে বেণুবাদক হস্তাঙ্গুলি সমূহে, কণ্ঠে এবং উৎকৃষ্ট কুণ্ডলযুক্ত গণ্ডস্থলে ॥ ২০ ॥

কিন্তু দ্বন্দ্বে চ শোণে নয়ননলিনয়ো ভ্রূবিলাসে ললাটে
কেশেষ্বালোলবর্হে ধৃতিসুরভিমনোজ্ঞসূনোৎপলেষু।

শোণে বিন্যস্তবেণাবধরকিশলয়ে দন্তপংক্ত্যাং স্মিতাস্য-
জ্যোৎস্নামায়াদিপুংসক্রমতইতিশনৈঃ স্বংমনঃ সন্নিধত্তাং ॥২১॥

বিলাসমান ভ্রূযুক্ত নয়নযুগলে, নানাবিধ বর্ণে চিত্রিত ময়ুর পুচ্ছে ও মনোরম পুষ্পদলে শোভিত কেশজালে বেণুযুক্ত অধরে হাস্যযুক্ত দন্তপংক্তিতে সেই পুরুষের শরীরের প্রতি মনঃ সমাধান করিবেক ॥ ২১ ॥

যাবন্মনো বিলয়মেতি হরেরুদারে
মন্দস্মিতে জপতু তাবদনঙ্গবীজং।
অষ্টাদশার্ণমথবাপি দশার্ণকং বা
মন্ত্রং শনৈরথ জপেৎ সময়ে স্বনিষ্ঠঃ ॥ ২২ ॥

যাবৎ সেই শ্রীহরির মন্দহাস্যের প্রতি অন্তঃকরণ বিলীন না হয় তাবৎকাল সাধকেরা কামবীজ জপ করুন, তদনন্তর যথাসময়ে অষ্টাদশাক্ষর কিম্বা দশাক্ষর মন্ত্র ক্রমশঃ নিষ্ঠাভক্তি সহকারে করিবেন ॥ ২২ ॥

আরোপ্যারোপ্য মনঃ
পদারবিন্দাদি মন্দহসিতান্তং।
তত্র বিলাপ্যং ক্ষীণে
চেৎ সুখচিৎসদাত্মকো ভবতি ॥ ২৩ ॥

তাহার পরে চিত্তসমাধান হইলে যদি জ্ঞানপ্রযুক্ত সাধকের সদাত্মকতা, ও সুখ হয় তবে চরণারবিন্দ হইতে মন্দহসিত পর্য্যন্ত ভাবিয়া স্থিরচিত্ত হইবেক ॥ ২৩ ॥

ন্যাসজপহোমপূজা
তর্পণমন্ত্রাভিষেকবিনিয়োগানাং।
দীপিকাকারময়ো-
চ্চাবিত ক্রমঃ কৃষ্ণমন্ত্রগণকথিতানাং ॥ ২৪ ॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ন্যাস, জপ, হোম, পূজা, তর্পণ, মন্ত্রাভিষেক ও বিনিয়োগ প্রভৃতির এই ক্রম দীপিকাকার কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

সংশয়তিমিরচ্ছিদুরা-
ঽশেষাঽক্রমদীপিকা করেণ মহদ্ভিঃ।
করদীপিকেব ধার্য্যা
সস্নেহমহর্নিশং চ সমস্তসুখাপ্ত্যৈ ॥ ২৫ ॥

মহাজনেরা এইক্রম অবলম্বন করিয়া তাহা দীপিকার ন্যায় ধারণপূর্ব্বক সংসারান্ধকূপ হইতে উদ্ধার হইবে ও তাহাতে দিবারাত্রি সুখলাভ করিতে পারিবেন ॥ ২৫ ॥

যশ্চক্রং নিজকেলিসাধনমধিষ্ঠানস্থিতোঽপি প্রভু-
র্দত্তং মন্মথশত্রুণাঽবনকৃতে ব্যাকৃত্তলোকোত্তরং।
ধত্তে দীপ্তনবেন্দুভানুনয়নোপেতাদ্ভুতায়ং ধ্রুবং
বন্দে কায়বিমর্দ্দনং বধকৃতাং ভক্তিপ্রদং যাদবং ॥ ২৬ ॥

যে প্রভু অধিষ্ঠানস্থিত হইয়াও নিজকেলি সাধন স্বরূপ সুদর্শন চক্রধারণ করিতেছেন এবং যিনি কন্দর্পশত্রু মহাদেবকেও লোকের প্রভুত্ব প্রদান করিযাছেন সেই ভক্তিদাতা যদুবংশের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিতেছি ॥ ২৬ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
চতুর্থ অধ্যায় ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীরাধিকার সহস্র নাম কথন।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ ভক্তানুগ্রহকারক।
যদ্যস্তি ময়ি কারুণ্যং ময়ি যদ্যস্তি তে দয়া॥ ১॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন। হে দেবদেব জগন্নাথ! আপনি ভক্তের প্রতি অনুগ্রহকারক! যদ্যপি আমার উপর করুণা এবং দয়া থাকে॥ ১॥

যদ্‌যৎ ত্বয়া প্রগদিতং তৎ সর্ব্বং মে শ্রুতং প্রভো।
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং যত্তু যত্তে মনসি কাশতে॥ ২॥

তবে হে প্রভো! আপনি যে সকল কথা কহিলেন, তাহা সমস্তই শ্রবণ করিলাম এক্ষণে নিতান্ত গোপনীয় যাহা আপনার মনে বিকশিত রহিয়াছে॥ ২॥

ত্বয়া ন গদিতং যত্তু যস্মৈ কস্মৈ কদাচন।
তস্মাং কথয় দেবেশ সহস্রং নাম চোত্তমং॥ ৩॥

যাহা কখন কাহার নিকটে ব্যক্ত করেন নাই, সেই উত্তম সহস্র নাম আমাকে বলুন॥ ৩॥

শ্রীরাধায়া মহাদেব্যা গোপ্যা ভক্তিপ্রসাধনং।
ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী হর্ত্রী সা কথং গোপীত্বমাগতা॥ ৪॥

মহাদেবী শ্রীরাধিকা গোপীর সেই নাম কিরূপে ভক্তির প্রসাধন হইয়াছে, এবং সেই ব্রহ্মাণ্ড কর্ত্রী ও হর্ত্রী কি প্রকারে গোপীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ ৪॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু দেবি বিচিত্রার্থাং কথাং পাপহরাং শুভাং।
নাস্তি জন্মানি কর্ম্মাণি তস্যা নূনং মহেশ্বরি॥ ৫॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। হে দেবি! সেই বিচিত্রার্থযুক্ত, শুভ এবং পাপ-হারিণী কথা শ্রবণ কর, হে পরমেশ্বরি! নিশ্চয়ই তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম নাই ॥ ৫ ॥

যদা হরিশ্চরিত্রাণি কুরুতে কার্য্যগৌরবাৎ।
তদা বিধাতৃরূপাণি হরিসান্নিধ্যসাধনী ॥ ৬ ॥

যৎকালে বীর্য্যগৌরবহেতুক শ্রীহরি অবতীর্ণ হয়েন, তৎকালে তিনি শ্রীহরির সান্নিধ্যসাধনী বিধাতৃরূপ সকল ধারণ করেন ॥ ৬ ॥

তস্যা গোপীত্বভাবস্য কারণং গদিতং পুরা।
ইদানীং শৃণু দেবেশি নাম্নাঞ্চৈব সহস্রকং ॥ ৭ ॥

তাঁহার গোপীত্বভাবের কারণ পূর্ব্বে কহিয়াছি, হে দেবেশি! ইদানী সহস্র নাম শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥

যন্ময়া কথিতং নৈব তন্ত্রেষ্বপি কদাপি ন।
তব স্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি ভক্ত্যা ধার্য্যং মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৮ ॥

যাহা আমা কর্ত্তৃক কদাপি কোন তন্ত্রে কথিত হয় নাই, ভক্তিপূর্ব্বক মুমুক্ষুদিগের ধারণীয় সেই বিষয় এক্ষণে তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ ব্যক্ত করিতেছি ॥ ৮ ॥

মম প্রাণসমা বিদ্যা ভাব্যতে মে ত্বহর্নিশং।
শৃণুষ্ব গিরিজে নিত্যং পঠস্ব চ যথামতি ॥ ৯ ॥

যিনি আমার প্রাণসমা বিদ্যাস্বরূপিণী আমাকর্ত্তৃক দিবানিশি চিন্তনীয় হয়েন, হে গিরিজে! তাঁহাকে যথামতি শ্রবণ কর ও নিত্য নিত্য পাঠ কর ॥ ৯ ॥

যস্যাঃ প্রসাদাৎ কৃষ্ণস্তু গোলোকেশঃ পরঃ প্রভুঃ।
অস্যা নামসহস্রস্য ঋষির্নারদ এব চ ॥ ১০ ॥

তাঁহারই প্রসাদে গোলোকের পতি শ্রীকৃষ্ণ পরম প্রভু হইয়াছেন, সেই সহস্র নামের ঋষি নারদ ॥ ১০ ॥

দেবী রাধা পরা প্রোক্তা চতুর্ব্বর্গপ্রসাধনী।

ওঁ

শ্রীরাধা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা কৃষ্ণসংযুতা ॥ ১১ ॥

এবং চতুর্ব্বর্গপ্রসাধনী রাধা পরমদেবতা কথিতা হইয়াছেন, শ্রীরাধা, রাধিকা, কৃষ্ণবল্লভা, কৃষ্ণসংযুতা ॥ ১১ ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়া মদনমোহিনী।

শ্রীমতী কৃষ্ণকান্তা চ কৃষ্ণানন্দপ্রদায়িনী ॥ ১২ ॥

বৃন্দাবনেশ্বরী, কৃষ্ণপ্রিয়া, মদনমোহিনী, শ্রীমতী, কৃষ্ণকান্তা, কৃষ্ণানন্দপ্রদায়িনী ॥ ১২ ॥

যশস্বিনী যশোগম্যা যশোদানন্দবল্লভা।

দামোদরপ্রিয়া গোপী গোপানন্দকরী তথা ॥ ১৩ ॥

যশস্বিনী, যশোগম্যা, যশোদানন্দবল্লভা, দামোদরপ্রিয়া, গোপী, ও গোপানন্দকরী ॥ ১৩ ॥

কৃষ্ণাঙ্গবাসিনী হৃদ্যা হরিকান্তা হরিপ্রিয়া।

প্রধানগোপিকা গোপকন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণাঙ্গবাসিনী, হৃদ্যা, হরিকান্তা, হরিপ্রিয়া, প্রধানগোপিকা, গোপকন্যা, ও ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥ ১৪ ॥

বৃন্দাবনবিহারী চ বিকাশিতমুখাম্বুজা।

গোকুলানন্দকর্ত্রী চ গোকুলানন্দদায়িনী ॥ ১৫ ॥

বৃন্দাবনবিহারী, বিকশিত * মুখাম্বুজা, গোকুলানন্দকর্ত্রী, ও গোকুলানন্দদায়িনী ॥ ১৫ ॥

গতিপ্রদা গীতগম্যা গমনাগমনপ্রিয়া।

বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুকান্তা বিষ্ণোরঙ্গনিবাসিনী ॥ ১৬ ॥

গতিপ্রদা, গীতগম্যা, গমনাগমনপ্রিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়া, বিষ্ণুকান্তা, ও বিষ্ণুর অঙ্গনিবাসিনী ॥ ১৬ ॥

---

* বৰ্দ্ধমানিতে "বিস্ফূর্জ্জিতা" পাঠ ও প্রচলিত আছে।

যশোদানন্দপত্নী চ যশোদানন্দগেহিনী।
কামারিকান্তা কামেশী কামলালসবিগ্রহা ॥ ১৭ ॥

যশোদানন্দপত্নী, যশোদানন্দগেহিনী, কামারিকান্তা, কামেশী, কামলালসবিগ্রহা ॥ ১৭ ॥

জয়প্রদা জয়া জীবা জীবানন্দপ্রদায়িনী।
নন্দনন্দনপত্নী চ বৃষভানুসুতা শিবা ॥ ১৮ ॥

জয়প্রদা, জয়া, জীবা, জীবানন্দপ্রদায়িনী, নন্দনন্দনপত্নী, বৃষভানুসুতা, ও শিবা ॥ ১৮ ॥

গণাধ্যক্ষা গবাধ্যক্ষা গবাং গতিরনুত্তমা।
কাঞ্চনাভা হেমগাত্রা কাঞ্চনাঙ্গদধারিণী ॥ ১৯ ॥

গণাধ্যক্ষা, গবাধ্যক্ষা, গোসকলের গতি, অনুত্তমা, কাঞ্চনাভা, হেমগাত্রা, কাঞ্চনাঙ্গদধারিণী ॥ ১৯ ॥

অশোকা শোকরহিতা বিশোকা শোকনাশিনী।
গায়ত্রী বেদমাতা চ বেদাতীতা বিদুত্তমা ॥ ২০ ॥

অশোকা, শোকরহিতা, বিশোকা, শোকনাশিনী, গায়ত্রী, বেদমাতা, বেদাতীতা, বিদুত্তমা ॥ ২০ ॥

নীতিশাস্ত্রপ্রিয়া নীতিগতির্ম্মতিরভীষ্টদা।
বেদপ্রিয়া বেদগর্ভা বেদমার্গপ্রবর্দ্ধিনী ॥ ২১ ॥

নীতিশাস্ত্রপ্রিয়া, নীতিগতি, মতি, অভীষ্টদা, বেদপ্রিয়া বেদগর্ভা, বেদমার্গপ্রবর্দ্ধিনী ॥ ২১ ॥

বেদগম্যা বেদপরা বিচিত্রকনকোজ্জ্বলা।
তথোজ্জ্বলপ্রদা নিত্যা তথৈবোজ্জ্বলগাত্রিকা ॥ ২২ ॥

বেদগম্যা, বেদপরা, বিচিত্রকনকোজ্জ্বলা, নিত্যা, উজ্জ্বলগাত্রিকা ॥ ২২ ॥

নন্দপ্রিয়া নন্দসুতারাধ্যাঽনন্দপ্রদা শুভা।
শুভাঙ্গী বিমলাঙ্গী চ বিলাসিন্যপরাজিতা ॥ ২৩ ॥

নন্দপ্রিয়া, নন্দসুতারাধ্যা, আনন্দপ্রদা, শুভা, শুভাঙ্গী, বিমলাঙ্গী, বিলাসিনী, অপরাজিতা ॥ ২৩ ॥

জননী জন্মশূন্যা চ জন্মমৃত্যুজরাপহা।
গতির্গতিমতাং ধাত্রী ধাত্রানন্দপ্রদায়িনী ॥ ২৪ ॥

জননী, জন্মশূন্যা, জন্মমৃত্যুজরাপহা, গতিবিশিষ্টদিগের গতি, ধাত্রী, ধাত্রানন্দপ্রদায়িনী ॥ ২৪ ॥

জগন্নাথপ্রিয়া শৈলবাসিনী হেমসুন্দরী।
কিশোরী কমলা পদ্মা পদ্মহস্তা পয়োদদা ॥ ২৫ ॥

জগন্নাথপ্রিয়া, শৈলবাসিনী, হেমসুন্দরী, কিশোরী, কমলা, পদ্মা, পদ্মহস্তা, ও পয়োদদা ॥ ২৫ ॥

পয়স্বিনী পয়োদাত্রী পবিত্রা সর্ব্বমঙ্গলা।
মহাজীবপ্রদা কৃষ্ণকান্তা কমলসুন্দরী ॥ ২৬ ॥

পয়স্বিনী, পয়োদাত্রী, পবিত্রা, সর্ব্বমঙ্গলা, মহাজীবপ্রদা, কৃষ্ণকান্তা, কমলসুন্দরী ॥ ২৬ ॥

বিচিত্রবাসিনী চিত্রবাসিনী চিত্ররূপিণী।
নির্গুণা সুকুলীনা চ নিষ্কুলীনা নিরাকুলা ॥ ২৭ ॥

বিচিত্রবাসিনী, চিত্রবাসিনী, চিত্ররূপিণী, নির্গুণা, সুকুলীনা, নিষ্কুলীনা, নিরাকুলা ॥ ২৭ ॥

গোকুলান্তরগেহা চ যোগানন্দকরী তথা।
বেণুবাদ্যা বেণুরতির্ব্বেণুবাদ্যপরায়ণা ॥ ২৮ ॥

গোকুলান্তরগেহা, যোগানন্দকরী, বেণুবাদ্যা, বেণুরতি, বেণুবাদ্যপরায়ণা ॥ ২৮ ॥

গোপালস্য প্রিয়া সৌম্যরূপা সৌম্যকুলোদ্বহা।
মোহাঽমোহা বিমোহা চ গতিনিষ্ঠা গতিপ্রদা ॥ ২৯ ॥

গোপালের প্রিয়া, সৌম্যরূপা, সোমকুলোদ্বহা, অমোহামোহা, বিমোহা, গতিনিষ্ঠা, গতিপ্রদা ॥ ২৯ ॥

গীর্ব্বাণবন্দ্যা গীর্ব্বাণা গীর্ব্বাণগণসেবিতা ।
ললিতা চ বিশোকা চ বিশাখা চিত্রমালিনী ॥ ৩০ ॥

গীর্ব্বাণবন্দ্যা, গীর্ব্বাণা, গীর্ব্বাণগণসেবিতা, ললিতা, বিশোকা, বিশাখা চিত্রমালিনী ॥ ৩০ ॥

জিতেন্দ্রিয়া শুদ্ধসত্ত্বা কুলীনা কুলদীপিকা ।
দীপপ্রিয়া দীপদাত্রী বিমলা বিমলোদকা ॥ ৩১ ॥

জিতেন্দ্রিয়া, শুদ্ধসত্ত্বা, কুলীনা, কুলদীপিকা, দীপপ্রিয়া, দীপদাত্রী, বিমলা, বিমলোদকা ॥ ৩১ ॥

কান্তারবাসিনী কৃষ্ণা কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া মতিঃ ।
অনুত্তরা দুঃখহন্ত্রী দুঃখকর্ত্রী কুলোদ্বহা ॥ ৩২ ॥

কান্তারবাসিনী, কৃষ্ণা, কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া মতি,অনুত্তরা, দুঃখহন্ত্রী, দুঃখকর্ত্রী, কুলোদ্বহা ॥ ৩২ ॥

মতির্লক্ষ্মী ধৃতি র্লজ্জা কান্তিঃ পুষ্টিঃ স্মৃতিঃ ক্ষমা ।
ক্ষীরোদশায়িনী দেবী দেবারিকুলমর্দ্দিনী ॥ ৩৩ ॥

মতি, লক্ষ্মী, ধৃতি, লজ্জা, কান্তি, পুষ্টি, স্মৃতি, ক্ষমা, ক্ষীরোদশায়িনী, দেবী, দেবারিকুলমর্দ্দিনী ॥ ৩৩ ॥

বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মীঃ কুলপূজ্যা কুলপ্রিয়া ।
সংহর্ত্রী সর্ব্বদৈত্যানাং সাবিত্রী বেদগামিনী ॥ ৩৪ ॥

বৈষ্ণবী, মহালক্ষ্মী. কুলপূজ্যা, কুলপ্রিয়া, সমস্ত দৈত্যগণের সংহার কর্ত্রী, সাবিত্রী বেদগামিনী ॥ ৩৪ ॥

বেদাতীতা নিরালম্বা নিরালম্বগণপ্রিয়া ।
নিরালম্বজনৈঃ পূজ্যা নিরালোকা নিরাশ্রয়া ॥ ৩৫ ॥

বেদাতীতা, নিরালম্বা, নিরালম্বগণপ্রিয়া, নিরালম্ব জনগণকর্ত্তৃক পূজ্যা, নিরালোকা, নিরাশ্রয়া ॥ ৩৫ ॥

একাঙ্গা সর্ব্বগা সেব্যা ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী।
রাসপ্রিয়া রাসগম্যা রাসাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৩৬ ॥

একাঙ্গা, সর্ব্বগা, সেব্যা, ব্রহ্মপত্নী, * সরস্বতী, রাসপ্রিয়া, রাসগম্যা, রাসাধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৩৬ ॥

রসিকা রসিকানন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা।
রাসমণ্ডলমধ্যস্থা রাসমণ্ডলশোভিতা ॥ ৩৭ ॥

রসিকা, রসিকানন্দা, স্বয়ং রাসেশ্বরী, পরা, রাসমণ্ডলমধ্যস্থা, ও রাসমণ্ডলশোভিতা ॥ ৩৭ ॥

রাসমণ্ডলসেব্যা চ রাসক্রীড়ামনোহরা।
পুণ্ডরীকাক্ষনিলয়া পুণ্ডরীকাক্ষগেহিনী ॥ ৩৮ ॥

রাসমণ্ডলসেব্যা, রাসক্রীড়া, মনোহরা, পুণ্ডরীকাক্ষনিলয়া, পুণ্ডরীকাক্ষগেহিনী ॥ ৩৮ ॥

পুণ্ডরীকাক্ষসেব্যা চ পুণ্ডরীকাক্ষবল্লভা।
সর্ব্বজীবেশ্বরী সর্ব্বজীববন্দ্যা পরাৎপরা ॥ ৩৯ ॥

পুণ্ডরীকাক্ষসেব্যা, পুণ্ডরীকাক্ষবল্লভা, সর্ব্বজীবেশ্বরী, সর্ব্বজীববন্দ্যা, ও পরাৎপরা ॥ ৩৯ ॥

প্রকৃতিঃ শম্ভুকান্তা চ সদাশিবমনোহরা।
ক্ষুৎপিপাসা দয়া নিদ্রা ভ্রান্তিঃশ্রান্তিঃ ক্ষমাকুলা ॥ ৪০ ॥

প্রকৃতি, শম্ভুকান্তা, সদাশিবমনোহরা, ক্ষুৎপিপাসা, দয়া, নিদ্রা, ভ্রান্তি, শান্তি, ক্ষমাকুলা ॥ ৪০ ॥

বধূরূপা গোপপত্নী ভারতী সিদ্ধযোগিনী।
সত্যরূপা নিত্যরূপা নিত্যাঙ্গী নিত্যগেহিনী ॥ ৪১ ॥

বধূরূপা, গোপপত্নী, ভারতী, ' সিদ্ধযোগিনী, সত্যরূপা, নিত্যরূপা, নিত্যাঙ্গী, ও নিত্যগেহিনী ॥ ৪১ ॥

---

* বিষ্ণুপত্নী ইতি পাঠান্তরং।

স্থানদাত্রী তথা ধাত্রী মহালক্ষ্মীঃ স্বয়ংপ্রভা।
সিন্ধুকন্যা স্থানদাত্রী দ্বারকাবাসিনী তথা ॥ ৪২ ॥

স্থানদাত্রী, ধাত্রী, মহালক্ষ্মী, স্বয়ংপ্রভা, সিন্ধুকন্যা, স্থানদাত্রী, ও দ্বারকাবাসিনী ॥ ৪২ ॥

বুদ্ধিঃ স্থিতিঃ স্থানরূপা সর্ব্বকারণকারণা।
ভক্তিপ্রিয়া ভক্তগম্যা ভক্তানন্দপ্রদায়িনী ॥ ৪৩ ॥

বুদ্ধি, স্থিতি, স্থানরূপা, সর্ব্বকারণকারণা, ভক্তিপ্রিয়া, ভক্তগম্যা, ভক্তানন্দপ্রদায়িনী ॥ ৪৩ ॥

ভক্তকল্পদ্রুমাতীতা তথাতীতগুণা তথা।
মনোঽধিষ্ঠাতৃদেবী চ কৃষ্ণপ্রেমপরায়ণা ॥ ৪৪ ॥

ভক্তকল্পদ্রুমাতীতা, অতীতগুণা, মনোধিষ্ঠাতৃদেবী, কৃষ্ণপ্রেমপরায়ণা ॥ ৪৪ ॥

নিরাময়া সৌম্যদাত্রী তথা মদনমোহিনী।
একাঽনংশা শিবা ক্ষেমা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ॥ ৪৫ ॥

নিরাময়া, সৌম্যদাত্রী, মদনমোহিনী, একা, অনংশা, শিবা, ক্ষেমা দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী ॥ ৪৫ ॥

ঈশ্বরী সর্ব্ববন্দ্যা চ গোপনীয়া শুভঙ্করী।
পালিনী সর্ব্বভূতানাং তথা কামাঙ্গহারিণী ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বরী, সর্ব্ববন্দ্যা, গোপনীয়া, শুভঙ্করী, সর্ব্বভূতের পালিনী, কামাঙ্গহারিণী ॥ ৪৬ ॥

সদ্যো মুক্তিপ্রদা দেবী বেদসারা পরাৎপরা।
হিমালয়সুতা সর্ব্বা পার্ব্বতী গিরিজা সতী ॥ ৪৭ ॥

সদ্যমুক্তিপ্রদা, দেবী, বেদসারা, পরাৎপরা, হিমালয়সুতা, সর্ব্বা, পার্ব্বতী, গিরিজা, সতী ॥ ৪৭ ॥

দক্ষকন্যা দেবমাতা মন্দলজ্জা হরেস্তনুঃ।
বৃন্দারণ্যপ্রিয়া বৃন্দা বৃন্দাবনবিলাসিনী ॥ ৪৮ ॥

দক্ষকন্যা, দেবমাতা, মন্দলজ্জা, হরিতনুরূপা, বৃন্দারণ্যপ্রিয়া, বৃন্দা, বৃন্দাবনবিলাসিনী ॥ ৪৮ ॥

বিলাসিনী বৈষ্ণবী চ ব্রহ্মলোকপ্রতিষ্ঠিতা।
রুক্মিণী রেবতী সত্যভামা জাম্ববতী তথা ॥ ৪৯ ॥

বিলাসিনী, বৈষ্ণবী, ব্রহ্মলোকপ্রতিষ্ঠিতা, রুক্মিণী, রেবতী, সত্যভামা, জাম্ববতী ॥ ৪৯ ॥

সুলক্ষণা মিত্রবিন্দা কালিন্দী জহ্নুকন্যকা।
পরিপূর্ণা পূর্ণতরা তথা হৈমবতী গতিঃ ॥ ৫০ ॥

সুলক্ষণা, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, জহ্নুকন্যকা, পরিপূর্ণা, পূর্ণতরা, হৈমবতী, ও গতি ॥ ৫০ ॥

অপূর্ব্বা ব্রহ্মরূপা চ ব্রহ্মাণ্ডপরিপালিনী।
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যস্থা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডরূপিণী ॥ ৫১ ॥

অপূর্ব্বা, ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মাণ্ডপরিপালিনী, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যস্থা, ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডরূপিণী ॥ ৫১ ॥

অণ্ডরূপাঽণ্ডমধ্যস্থা তথাণ্ডপরিপালিনী।
অণ্ডবাহ্যাঽণ্ডসংহর্ত্রী শিবব্রহ্মহরিপ্রিয়া ॥ ৫২ ॥

অণ্ডরূপা, অণ্ডমধ্যস্থা, অণ্ডপরিপালিনী, অণ্ডবাহ্যা, অণ্ডসংহর্ত্রী, শিব-ব্রহ্ম, হরিপ্রিয়া ॥ ৫২ ॥

মহাবিষ্ণুপ্রিয়া কল্পবৃক্ষরূপা নিরন্তরা।
সারভূতা স্থিরা গৌরী গৌরাঙ্গী শশিশেখরা ॥ ৫৩ ॥

মহাবিষ্ণুপ্রিয়া, কল্পবৃক্ষরূপা, নিরন্তরা, সারভূতা, স্থিরা, গৌরী, গৌরাঙ্গী, শশিশেখরা ॥ ৫৩ ॥

শ্বেতচম্পকবর্ণাভা শশিকোটিসমপ্রভা।
মালতীমাল্যভূষাঢ্যা মালতীমাল্যধারিণী ॥ ৫৪ ॥

শ্বেতচম্পকবর্ণাভা, শশিকোটিসমপ্রভা, মালতীমাল্যভূষাঢ্যা, মালতী-মাল্যধারিণী ॥ ৫৪ ॥

কৃষ্ণস্তুতা কৃষ্ণকান্তা বৃন্দাবনবিলাসিনী ।

তুলস্যধিষ্ঠাতৃদেবী সংসারার্ণবপারদা ॥ ৫৫ ॥

কৃষ্ণস্তুতা, কৃষ্ণকান্তা, বৃন্দাবনবিলাসিনী, তুলস্যধিষ্ঠাতৃদেবী, সংসারার্ণবসারদা ॥ ৫৫ ॥

সারদাহারদাহম্ভোদা যশোদা গোপনন্দিনী ।

অতীতগমনা গৌরী পরানুগ্রহকারিণী ॥ ৫৬ ॥

সারদা, আহারদা, অম্ভোদা, যশোদা, গোপনন্দিনী, অতীতগমনা, গৌরী, পরানুগ্রহকারিণী ॥ ৫৬ ॥

করুণার্ণবসম্পূর্ণা করুণার্ণবধারিণী ।

মাধবী মাধবমনোহারিণী শ্যামবল্লভা ॥ ৫৭ ॥

করুণার্ণবসম্পূর্ণা, করুণার্ণবধারিণী, মাধবী, মাধবমনোহারিণী, শ্যামবল্লভা ॥ ৫৭ ॥

অন্ধকারভয়ধ্বস্তা মঙ্গল্যা মঙ্গলপ্রদা ।

শ্রীগর্ভা শ্রীপ্রদা শ্রীশা শ্রীনিবাসাহচ্যুতপ্রিয়া ॥ ৫৮ ॥

অন্ধকারভয়ধ্বস্তা, মঙ্গলপ্রদা, শ্রীগর্ভা, শ্রীপ্রদা, শ্রীশা, শ্রীনিবাসা, অচ্যুতপ্রিয়া ॥ ৫৮ ॥

শ্রীরূপা শ্রীহরা শ্রীদা শ্রীকামা শ্রীস্বরূপিণী ।

শ্রীদামানন্দদাত্রী চ শ্রীদামেস্বরবল্লভা ॥ ৫৯ ॥

শ্রীরূপা, শ্রীহরা, শ্রীদা, শ্রীকামা, শ্রীস্বরূপিণী, শ্রীদামানন্দদাত্রী, শ্রীদামেশ্বরবল্লভা ॥ ৫৯ ॥

শ্রীনিতম্বা শ্রীগণেশা শ্রীস্বরূপাশ্রিতা শ্রুতিঃ ।

শ্রীক্রিয়ারূপিণী শ্রীলা শ্রীকৃষ্ণভজনান্বিতা ॥ ৬০ ॥

শ্রীনিতম্বা, শ্রীগণেশা, শ্রীরূপাশ্রিতা, শ্রুতি, শ্রীক্রিয়ারূপিণী, শ্রীলা, শ্রীকৃষ্ণভজনান্বিতা ॥ ৬০ ॥

শ্রীরাধা শ্রীমতী শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠরূপা শ্রুতিপ্রিয়া ।

যোগেশা যোগমালা চ যোগাতীতা যুগপ্রিয়া ॥ ৬১ ॥

শ্রীরাধা, শ্রীমতী, শ্রেষ্ঠা, শ্রেষ্ঠরূপা, শ্রুতিপ্রিয়া, যোগেশা, যোগমাতা, যোগাতীত, যুগপ্রিয়া ॥ ৬১ ॥

যোগপ্রিয়া যোগগম্যা যোগিনীগণবন্দিতা।
জবাকুসুমসঙ্কাশা দাড়িম্বীকুসুমোপমা ॥ ৬২ ॥

যোগপ্রিয়া, যোগগম্যা, যোগিনীগণবন্দিতা, জবাকুসুমসঙ্কাসা, দাড়িম্বী, কুসুমোপমা ॥ ৬২ ॥

নীলাম্বরধরা ধীরা ধৈর্য্যরূপধরা ধৃতিঃ।
রত্নসিংহাসনস্থা চ রত্নকুণ্ডলভূষিতা ॥ ৬৩ ॥

নীলাম্বরধরা, ধীরা, ধৈর্য্যরূপধরা, ধৃতি, রত্নসিংহাসনস্থা, রত্নকুণ্ডল-ভূষিতা ॥ ৬৩ ॥

রত্নালঙ্কারসংযুক্তা রত্নমাল্যধরা পরা।
রত্নেন্দ্রসারহারাঢ্যা রত্নমালাবিভূষিতা ॥ ৬৪ ॥

রত্নালঙ্কারসংযুক্তা, রত্নমাল্যধরা, পরা, রত্নেন্দ্রসারহারাঢ্যা, রত্নমালা-বিভূষিতা ॥ ৬৪ ॥

ইন্দ্রনীলমণিন্যস্তপাদপদ্মশুভা শুচিঃ।
কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী চ অমাবস্যা ভয়াপহা ॥ ৬৫ ॥

ইন্দ্রনীলমণিন্যস্তপাদপদ্মশুভা, শুচি, কার্ত্তিকী, পৌর্ণমাসী, অমাবস্যা, ভয়াপহা ॥ ৬৫ ॥

গোবিন্দরাজগৃহিণী গোবিন্দগণপূজিতা।
বৈকুণ্ঠনাথগৃহিণী বৈকুণ্ঠপরমালয়া ॥ ৬৬ ॥

গোবিন্দরাজগৃহিণী, গোবিন্দগণপূজিতা, বৈকুণ্ঠনাথগৃহিণী, বৈকুণ্ঠপর-মালয়া ॥ ৬৬ ॥

বৈকুণ্ঠদেবদেবাঢ্যা তথা বৈকুণ্ঠসুন্দরী।
মহালসা বেদবতী সীতা সাধ্বী পতিব্রতা ॥ ৬৭ ॥

বৈকুণ্ঠদেবদেবাঢ্যা, বৈকুণ্ঠসুন্দরী, মহালসা, বেদবতী, সীতা, সাধ্বী, পতিব্রতা ॥ ৬৭ ॥

অন্নপূর্ণা সদানন্দরূপা কৈবল্যসুন্দরী।
কৈবল্যদায়িনী শ্রেষ্ঠা গোপীনাথমনোহরা ॥ ৬৮ ॥

অন্নপূর্ণা, সদানন্দরূপা, কৈবল্যসুন্দরী, কৈবল্যদায়িনী, শ্রেষ্ঠা ও গোপীনাথমনোহরা ॥ ৬৮ ॥

গোপীনাথেশ্বরী চণ্ডী নায়িকানয়নান্বিতা।
নায়িকা নায়কপ্রীতা নায়কানন্দরূপিণী ॥ ৬৯ ॥

গোপীনাথেশ্বরী, চণ্ডী, নায়িকানয়নান্বিতা, নায়িকা, নায়কপ্রীতা, নায়কানন্দরূপিণী ॥ ৬৯ ॥

শেষা শেষবতী শেষরূপিণী জগদম্বিকা।
গোপালপালিকা মায়া জায়ানন্দপ্রদা তথা ॥ ৭০ ॥

শেষা, শেষবতী, শেষরূপিণী, জগদম্বিকা, গোপালপালিকা, মায়া, জায়া, আনন্দপ্রদা ॥ ৭০ ॥

কুমারী যৌবনানন্দা যুবতী গোপসুন্দরী।
গোপমাতা জানকী চ জনকানন্দকারিণী ॥ ৭১ ॥

কুমারী, যৌবনানন্দা, যুবতী, গোপসুন্দরী, গোপমাতা, জনকানন্দকারিণী ॥ ৭১ ॥

কৈলাসবাসিনী রম্ভা বৈরাগ্যকুলদীপিকা।
কমলাকান্তগৃহিণী কমলা কমলালয়া ॥ ৭২ ॥

কৈলাসবাসিনী, রম্ভা, বৈরাগ্যকুলদীপিকা, কমলাকান্তগৃহিণী, কমলা, কমলালয়া ॥ ৭২ ॥

ত্রৈলোক্যমাতা জগতামধিষ্ঠাত্রী প্রিয়াম্বিকা।
হরকান্তা হররতা হরানন্দপ্রদায়িনী ॥ ৭৩ ॥

ত্রৈলোক্যমাতা, জগতের অধিষ্ঠাত্রী, প্রিয়া, অম্বিকা, হরকান্তা, হররতা, হরানন্দপ্রদায়িনী ॥ ৭৩ ॥

হরপত্নী হরপ্রীতা হরতোষণতৎপরা।
হরেশ্বরী রামরতা রামা রামেশ্বরী রমা ॥ ৭৪ ॥

হরপত্নী, হরপ্রীতা, হরতোষণতৎপরা, হরেশ্বরী, রামরতা, রামা, রামেশ্বরী ও রমা ॥ ৭৪ ॥

শ্যামলা চিত্রলেখা চ তথা ভুবনমোহিনী।
সুগোপী গোপবনিতা গোপরাজ্যপ্রদা শুভা ॥ ৭৫ ॥

শ্যামলা, চিত্রলেখা, ভুবনমোহিনী, সুগোপা, গোপবনিতা, গোপরাজ্যপ্রদা, শুভা ॥ ৭৫ ॥

অঙ্গারপূর্ণা মাহেয়ী মৎস্যরাজসুতা সতী।
কৌমারী নারসিংহী চ বারাহী নবদুর্গিকা ॥ ৭৬ ॥

অঙ্গারপূর্ণা. মাহেয়ী, মৎস্যরাজসুতা, সতী, কৌমারী, নারসিংহী, বারাহী, ও নবদুর্গিকা ॥ ৭৬ ॥

চঞ্চলা চঞ্চলামোদা নারী ভুবনসুন্দরী।
দক্ষযজ্ঞহরা দাক্ষী দক্ষকন্যা সুলোচনা ॥ ৭৭ ॥

চঞ্চলা, চঞ্চলামোদা, নারী ভুবনসুন্দরী, দক্ষযজ্ঞহরা, দাক্ষী, দক্ষকন্যা, সুলোচনা ॥ ৭৭ ॥

রতিরূপা রতিপ্রীতা রতিশ্রেষ্ঠা রতিপ্রদা।
রতি র্লক্ষ্মণগেহস্থা বিরজা ভুবনেশ্বরী ॥ ৭৮ ॥

রতিরূপা, রতিপ্রীতা, রতিশ্রেষ্ঠা, রতিপ্রদা, রতি, লক্ষ্মণগেহস্থা, বিরজা, ভুবনেশ্বরী ॥ ৭৮ ॥

শঙ্কাস্পদা হরের্জায়া জামাতৃকুলবন্দিতা।
বকুলা বকুলামোদধারিণী যমুনা জয়া ॥ ৭৯ ॥

শঙ্কাস্পদা, হরিজায়া, জামাতৃকুলবন্দিতা, বকুলা, বকুলামোদধারিণী, যমুনা, আর জয়া ॥ ৭৯ ॥

বিজয়া জয়পত্নী চ যমলার্জ্জুনভঞ্জিনী।
বক্রেশ্বরী বক্ররূপা বক্রবীক্ষণবীক্ষিতা ॥ ৮০ ॥

বিজয়া, জয়াপত্নী, জমলার্জ্জুনভঞ্জিনী, বক্রেশ্বরী, বক্ররূপা, বক্রবীক্ষণ-বীক্ষিতা ॥ ৮০ ॥

অপরাজিতা জগন্নাথা জগন্নাথেশ্বরী যতিঃ।
খেচরী খেচরসুতা খেচরত্বপ্রদায়িনী ॥ ৮১ ॥

অপরাজিতা, জগন্নাথা, জগন্নাথেশ্বরী, যতি, খেচরী, খেচরসুতা, খেচরত্ব-প্রদায়িনী ॥ ৮১ ॥

বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থা চ বিষ্ণুভাবনতৎপরা।
চন্দ্রকোটিসুগাত্রী চ চন্দ্রাননমনোহরা ॥ ৮২ ॥

বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থা, বিষ্ণুভাবনতৎপরা, চন্দ্রকোটিসুগাত্রী, চন্দ্রাননমনো-হরা ॥ ৮২ ॥

সেবা সেব্যা শিবা ক্ষেমা তথা ক্ষেমকরী বধূঃ।
যাদবেন্দ্রবধূঃ সেব্যা শিবভক্তা শিবান্বিতা ॥ ৮৩ ॥

সেবা, সেব্যা, শিবা, ক্ষেমা, ক্ষেমকরী, বধূ, যাদবেন্দ্রবধূ, সেব্যা শিব-ভক্তা ও শিবান্বিতা ॥ ৮৩ ॥

কেবলা নিষ্ফলা সূক্ষ্মা মহাভীমাঽভয়প্রদা।
জীমূতরূপা জৈমূতী জিতামিত্রপ্রমোদিনী ॥ ৮৪ ॥

কেবলা, নিষ্ফলা, সূক্ষ্মা, মহাভীমা, অভয়প্রদা, জীমূতরূপা, জৈমূতী, জিতামিত্রপ্রমোদিনী ॥ ৮৪ ॥

গোপালবনিতা নন্দা কুলজেন্দ্রনিবাসিনী।
জয়ন্তী যমুনাঙ্গী চ যমুনাতোষকারিণী ॥ ৮৫ ॥

গোপালবনিতা, নন্দা, কুলজেন্দ্রনিবাসিনী, জয়ন্তী, যমুনাঙ্গী, যমুনা-তোষকারিণী ॥ ৮৫ ॥

কলিকল্মষভঙ্গা চ কলিকল্মষনাশিনী।
কলিকল্মষরূপা চ নিত্যানন্দকরী কৃপা ॥ ৮৬ ॥

কলিকল্মষভঙ্গা, কলিকল্মষনাশিনী, কলিকল্মষরূপা, নিত্যানন্দকরী, কৃপা ॥ ৮৬ ॥

কৃপাবতী কুলবতী কৈলাসাচলবাসিনী।
বামদেবী বামভাগা গোবিন্দপ্রিয়কারিণী ॥ ৮৭ ॥

কৃপাবতী, কুলবতী, কৈলাসাচলবাসিনী, বামদেবী, বামভাগা, গোবিন্দ-প্রিয়কারিণী ॥ ৮৭ ॥

নগেন্দ্রকন্যা যোগেশী যোগিনী যোগরূপিণী।
যোগসিদ্ধা সিদ্ধরূপা সিদ্ধক্ষেত্রনিবাসিনী ॥ ৮৮ ॥

নগেন্দ্রকন্যা, যোগেশী, যোগিনী, যোগরূপিণী, যোগসিদ্ধা, সিদ্ধরূপা, সিদ্ধক্ষেত্রনিবাসিনী ॥ ৮৮ ॥

ক্ষেত্রাধিষ্ঠাতৃরূপা চ ক্ষেত্রাতীতা কুলপ্রদা।
কেশবানন্দদাত্রী চ কেশবানন্দদায়িনী ॥ ৮৯ ॥

ক্ষেত্রাধিষ্ঠাতৃরূপা, ক্ষেত্রাতীত', কুলপ্রদা, কেশবানন্দদাত্রী, ও কেশবা-নন্দদায়িনী ॥ ৮৯ ॥

কেশবা কেশবপ্রীতা কেশবী কেশবপ্রিয়া।
রাসক্রীড়াকরী রাসবাসিনী রাসসুন্দরী ॥ ৯০ ॥

কেশবা, কেশবপ্রীতা, কেশবী, কেশবপ্রিয়া, রাসক্রীড়াকরী, রাস-বাসিনী, রাসসুন্দরী ॥ ৯০ ॥

গোকুলান্বিতদেহা চ গোকুলত্বপ্রদায়িনী।
লবঙ্গনাম্নী নারঙ্গী নারঙ্গকুলমণ্ডনা ॥ ৯১ ॥

গোকুলান্বিতদেহা, গোকুলত্বপ্রদায়িনী, লবঙ্গনাম্নী, নারঙ্গী, নারঙ্গ-কুলমণ্ডনা ॥ ৯১ ॥

এলালবঙ্গকর্পূরমুখবাসমুখান্বিতা।
মুখ্যা মুখ্যপ্রদা মুখ্যরূপা মুখ্যনিবাসিনী ॥ ৯২ ॥

এলা লবঙ্গ কর্পূর মুখবাসমুখান্বিতা, মুখ্যা, মুখ্যপ্রদা, মুখ্যরূপা, মুখ্য-নিবাসিনী ॥ ৯২ ॥

নারায়ণী কৃপাতীতা করুণাময়কারিণী।
কারুণ্যা করুণা কর্ণা গোকর্ণা নাগকর্ণিকা ॥ ৯৩ ॥

নাবায়ণী, কৃপাতীতা, করুণাময়কারিণী, কারুণ্যা, করুণা, কর্ণা, গোকর্ণা নাগকর্ণিকা ॥ ৯৩ ॥

সর্পিণী কৌলিনী ক্ষেত্রবাসিনী জগদম্বয়া।
জটিলা কুটিলা নীলা নীলাম্বরধরা শুভা ॥ ৯৪ ॥

সর্পিণী, কৌলিনী, ক্ষেত্রবাসিনী, জগদম্বা, জটিলা, কুটিলা- নীলা, নীলাম্বরধরা, ও শুভা ॥ ৯৫ ॥

নীলাম্বরবিধাত্রী চ নীলকণ্ঠপ্রিয়া তথা।
ভগিনী ভাগিনী ভোগ্যা কৃষ্ণভোগ্যা ভগেশ্বরী ॥ ৯৯ ॥

নীলাম্ববিধাত্রী, নীলকণ্ঠপ্রিয়া, ভগিনী, ভাগিনী, ভোগ্যা, কৃষ্ণভোগ্যা, ও ভগেশ্বরী ॥ ৯৫ ॥

বলেশ্বরী বলারাধ্যা কান্তা কান্তনিতম্বিনী।
নিতম্বিনী রূপবতী যুবতী কৃষ্ণপীবরা ॥ ৯৬ ॥

বলেশ্বরী, বলাবাধ্যা, কান্তা, কান্তনিতম্বিনী, নিতম্বিনী, রূপবতী, যুবতী, কৃষ্ণপীববী ॥ ৯৬ ॥

বিভাবরী বেত্রবতী সঙ্কটা কুটিলালকা।
নারায়ণপ্রিয়া শৈলা সৃক্কণীপরিমোহিতা ॥ ৯৭ ॥

বিভাববী, বেত্রবতী, সঙ্কটা, কুটিলালক, নারায়ণপ্রিয়া, শৈলা, সৃক্কণী-পরিমোহিতা ॥ ৯৭ ॥

দৃক্‌পাতমোহিতা প্রাতরাশিনী নবনীতিকা।
নবীনা নবনারী চ নারঙ্গফলশোভিতা ॥ ৯৮ ॥

দৃক্‌পাতমোহিতা, প্রাতরাশিনী, নবনীতিকা, নবীনা, নবনারী, নারঙ্গ-ফলশোভিতা ॥ ৯৮ ॥

হৈমী হেমমুখী চন্দ্রমুখী শশিসুশোভনা।
অর্দ্ধচন্দ্রধরা চন্দ্রবল্লভা রোহিণী তমিঃ ॥ ৯৯ ॥

হৈমী, হেমমুখী, চন্দ্রমুখী, শশিসুশোভনা, অর্দ্ধচন্দ্রধরা, চন্দ্রবল্লভা, রোহিণী ও তমি ॥ ৯৯ ॥

তিমিঙ্গিলকুলামোদমৎস্যরূপাঽঙ্গহারিণী।
কারণী সর্ব্বভূতানাং কার্য্যাতীতা কিশোরিণী ॥ ১০০ ॥

তিমিঙ্গিলকুলামোদমৎস্যরূপা, অঙ্গহারিণী, সর্ব্বভূতের হিতকারিণী, কার্য্যাতীতা ও কিশোরিণী ॥ ১০০ ॥

কিশোরবল্লভা কেশকারিকা কামকারিকা।
কামেশ্বরী কামকলা কালিন্দীকুলদীপিকা ॥ ১০১ ॥

কিশোরবল্লভা, কেশকারিকা, কামকারিকা, কামেশ্বরী, কামকলা, ও কালিন্দীকুলদীপিকা ॥ ১০১ ॥

কলিন্দতনয়াতীরবাসিনী তীরগেহিনী।
কাদম্বরীপানপরা কুসুমামোদধারিণী ॥ ১০২ ॥

কলিন্দতনয়াতীরবাসিনী, তীরগেহিনী, কাদম্বরীপানপরা কুসুমামোদধারিণী ॥ ১০২ ॥

কুমুদা কুমুদানন্দা কৃষ্ণেশী কামবল্লভা।
তর্কালী বৈজয়ন্তী চ নিম্বদাড়িম্বরূপিণী ॥ ১০৩ ॥

কুমুদা, কুমুদানন্দা, কৃষ্ণেশী, কামবল্লভা, তর্কালী, বৈজয়ন্তী, নিম্বদাড়িম্বরূপিণী ॥ ১০৩ ॥

বিল্ববৃক্ষপ্রিয়া কৃষ্ণাম্বরা বিল্বোপমস্তনী।
বিল্বাত্মিকা বিল্ববপুর্ব্বিল্ববৃক্ষনিবাসিনী ॥ ১০৪ ॥

বিল্ববৃক্ষপ্রিয়া, কৃষ্ণাম্বরা বিল্বোপমস্তনী, বিল্বাত্মিকা, বিল্ববপুঃ বিল্ববৃক্ষনিবাসিনী ॥ ১০৪ ॥

তুলসীতোষিকা তৈতিলানন্দপরিতোষিকা।
গজমুক্তা মহামুক্তা মহামুক্তিফলপ্রদা॥ ১০৫॥

তুলসীতোষিকা, তৈতিলানন্দপরিতোষিকা, গজমুক্তা, মহামুক্তা, মহামুক্তিফলপ্রদা॥ ১০৫॥

অনঙ্গমোহিনী শক্তিরূপা শক্তিস্বরূপিণী।
পঞ্চশক্তিস্বরূপা চ শৈশবানন্দকারিণী॥ ১০৬॥

অনঙ্গমোহিনী, শক্তিরূপা, শক্তিস্বরূপিণী, পঞ্চশক্তিস্বরূপা, শৈশবানন্দকারিণী॥ ১০৬॥

গজেন্দ্রগামিনী শ্যামলতাঽনঙ্গলতা তথা।
যোষিৎশক্তিস্বরূপা চ যোষিদানন্দকারিণী॥ ১০৭॥

গজেন্দ্রগামিনী, শ্যামলতা, অনঙ্গলতা, যোষিৎশক্তিস্বরূপা, যোষিদানন্দকারিণী॥ ১০৭॥

প্রেমপ্রিয়া প্রেমরূপা প্রেমানন্দতরঙ্গিণী।
প্রেমহারা প্রেমদাত্রী প্রেমশক্তিময়ী তথা॥ ১০৮॥

প্রেমপ্রিয়া, প্রেমরূপা, প্রেমানন্দতরঙ্গিণী, প্রেমহারা, প্রেমদাত্রী, ও প্রেমশক্তিময়ী॥ ১০৮॥

কৃষ্ণপ্রেমবতী ধন্যা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
প্রেমভক্তিপ্রদা প্রেমা প্রেমানন্দতরঙ্গিণী॥ ১০৯॥

কৃষ্ণপ্রেমবতী, ধন্যা, কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী প্রেমভক্তিপ্রদা, প্রেমা ও প্রেমানন্দতরঙ্গিণী॥ ১০৯॥

প্রেমক্রীড়াপরীতাঙ্গী প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী।
প্রেমার্থদায়িনী সর্ব্বশ্বেতা নিত্যতরঙ্গিণী॥ ১১০॥

প্রেমক্রীড়াপরীতাঙ্গী, প্রেমভক্তিতরঙ্গিণী, প্রেমার্থদায়িনী, সর্ব্বশ্বেতা, ও নিত্যতরঙ্গিণী॥ ১১০॥

হাবভাবান্বিতা রৌদ্রা রুদ্রানন্দপ্রকাশিনী।
কপিলা শৃঙ্খলা কেশপাশসম্বন্ধিনী ধটী ॥ ১১১ ॥

হাবভাবান্বিতা, রৌদ্রা, রুদ্রানন্দপ্রকাশিনী, কপিলা, শৃঙ্খলা, কেশপাশসম্বন্ধিনী, ও ধটী ॥ ১১১ ॥

কুটীরবাসিনী ধূম্রা ধূম্রকেশা জলোদরী।
ব্রহ্মাণ্ডগোচরা ব্রহ্মরূপিণী ভবভাবিনী ॥ ১১২ ॥

কুটীরবাসিনী, ধূম্রা, ধূম্রকেশা, জলোদরী, ব্রহ্মাণ্ডগোচরা, ব্রহ্মরূপিণী. ও ভবভাবিনী ॥ ১১২ ॥

সংসারনাশিনী শৈবা শৈবলানন্দদায়িনী।
শিশিরা হেমরাগাঢ্যা মেঘরূপাঽতিসুন্দরী ॥ ১১৩ ॥

সংসারনাশিনী, শৈবা, শৈবলানন্দদায়িনী, শিশিরা, হেমরাগাঢ্যা, মেঘরূপা ও অতিসুন্দরী ॥ ১১৩ ॥

মনোরমা বেগবতী বেগাঢ্যা বেদবাদিনী।
দয়ান্বিতা দয়াধারা দয়ারূপা সুসেবিনী॥ ১১৪ ॥

মনোরমা, বেগবতী, যোগাঢ্যা, বেদবাদিনী, দয়ান্বিতা, দয়াধারা, দয়ারূপা, সুসেবিনী ॥ ১১৪ ॥

কিশোরসঙ্গসংসর্গা গৌরচন্দ্রাননা কলা।
কলাধিনাথবদনা কলানাথাধিরোহিণী ॥ ১১৫ ॥

কিশোরসঙ্গসংসর্গা, গৌরচন্দ্রাননা, কলা, কলাধিনাথবদনা, কলানাথাধিরোহিণী ॥ ১১৫ ॥

বিরাগকুশলা হেমপিঙ্গলা হেমমণ্ডনা।
ভাণ্ডীরতালবনগা কৈবর্ত্তী পীবরী শুকী ॥ ১১৬ ॥

বিরাগকুশলা, হেমপিঙ্গলা, হেমমণ্ডনা, ভাণ্ডীরতালবনগা, কৈবর্ত্তী, পীবরী ও শুকী ॥ ১১৬ ॥

শুকদেবগুণাতীতা শুকদেবপ্রিয়া সখী।
বিকলোৎকর্ষিণী কোষা কৌষেয়াম্বরধারিণী ॥ ১১৭ ॥

শুকদেবগুণাতীতা, শুকদেবপ্রিয়া, সখী, বিকলোৎকর্ষিণী, কোষা, কৌষেধাম্বরধারিণী ॥ ১১৭ ॥

কোষাবরী কোষরূপা জগদুৎপত্তিকারিকা।
সৃষ্টিস্থিতিকরী সংহারিণী সংহারকারিণী ॥ ১১৮ ॥

কোষাবরী, কোষরূপা, জগদুৎপত্তিকারিকা, সৃষ্টিস্থিতিকরী, সংহারিণী, সংহারকারিণী ॥ ১১৮ ॥

কেশশৈবলধাত্রী চ চন্দ্রগাত্রা সুকোমলা।
পদ্মাঙ্গরাগসংরাগা বিন্ধ্যাদ্রিপরিবাসিনী ॥ ১১৯ ॥

কেশশৈবলধাত্রী, চন্দ্রগাত্রা, সুকোমলা, পদ্মাঙ্গরাগসংরাগা, বিন্ধ্যাদ্রিপরিবাসিনী ॥ ১১৯ ॥

বিন্ধ্যালয়া শ্যামসখী সখী সংসাররাগিণী।
ভূতা ভবিষ্যা ভব্যা চ ভব্যগাত্রা ভবাতিগা ॥ ১২০ ॥

বিন্ধ্যালয়া, শ্যামসখী, সখী, সংসারবাসিনী, ভূতা, ভবিষ্যা, ভব্যা, ভব্যগাত্রা ও ভবাতিগা ॥ ১২০ ॥

ভবনাশান্তকারিণ্যাকাশরূপা সুবেশিনী।
রতিরঙ্গপরিত্যাগা রতিবেগা রতিপ্রদা ॥ ১২১ ॥

ভবনাশান্তকারিণী, আকাশরূপা, সুবেশিনী, রতিরঙ্গপরিত্যাগা, রতিবেগা ও রতিপ্রদা ॥ ১২১ ॥

তেজস্বিনী তেজোরূপা কৈবল্যপথদা শুভা।
মুক্তিহেতু মুক্তিহেতুলঙ্ঘিনী লঙ্ঘনক্ষমা ॥ ১২২ ॥

তেজস্বিনী, তেজোরূপা, কৈবল্যপথদা, শুভা, মুক্তিহেতু, মুক্তিহেতুলঙ্ঘিনী ও লঙ্ঘনক্ষমা ॥ ১২২ ॥

বিশালনেত্রা বৈশালী বিশালকুলসম্ভবা।
বিশালগৃহবাসা চ বিশালবদরী রতিঃ ॥ ১২৩ ॥

বিশালনেত্রা, বৈশালী, বিশালকুলসম্ভবা, বিশালগৃহবাসা, বিশাল-বদরী, রতি ॥ ১২৩ ॥

ভক্ত্যতীতা ভক্তগতির্ভক্তিকা শিবভক্তিদা।

শিবশক্তিস্বরূপা চ শিবার্দ্ধাঙ্গবিহারিণী ॥ ১২৪ ॥

ভক্ত্যতীতা, ভক্তগতি, ভক্তিকা, শিবভক্তিদা, শিবশক্তিস্বরূপা, শিবার্দ্ধাঙ্গবিহারিণী ॥ ১২৪ ॥

শিরীষকুসুমামোদা শিরীষকুসুমোজ্জ্বলা।

শিরীষমৃদ্বী শৈরীষী শিরীষকুসুমাকৃতিঃ ॥ ১২৫ ॥

শিরীষকুসুমামোদা, শিরীষকুসুমোজ্জ্বলা, শিরীষমৃদ্বী, শৈরীষী, শিরীষকুসুমাকৃতি ॥ ১২৫ ॥

বামাঙ্গহারিণী বিষ্ণোঃ শিবভক্তিসুখান্বিতা।

বিজিতা বিজিতামোদা গগনা গণতোষিতা ॥ ১২৬ ॥

বিষ্ণুর বামাঙ্গহারিণী, শিবভক্তিসুখান্বিতা, বিজিতা, বিজিতামোদা, গগনা, গণতোষিতা ॥ ১২৬ ॥

হয়াস্যা হেরম্বসুতা গণমাতা সুখেশ্বরী।

দুঃখহন্ত্রী দুঃখহরা সেবিতেপ্সিতসর্ব্বদা ॥ ১২৭ ॥

হয়াস্যা, হেরম্বসুতা, গণমাতা, সুখেশ্বরী, দুঃখহন্ত্রী, দুঃখহরা সেবিতে-প্সিতসর্ব্বদা ॥ ১২৭ ॥

সর্ব্বজ্ঞত্ববিধাত্রী চ কুলক্ষেত্রনিবাসিনী।

লবঙ্গা পাণ্ডবসখী সখীমধ্যনিবাসিনী ॥ ১২৮ ॥

সর্ব্বজ্ঞত্ববিধাত্রী, কুলক্ষেত্রনিবাসিনী, লবঙ্গা, পাণ্ডবসখী, সখীমধ্য-নিবাসিনী ॥ ১২৮ ॥

গ্রাম্যা গীতা গয়া গম্যা গমনাতীতনির্ভরা।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গঙ্গা গঙ্গাজলময়ী তথা ॥ ১২৯ ॥

গ্রাম্যা, গীতা, গয়া, গম্যা, গমনাতীতনির্ভরা, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, গঙ্গা, গঙ্গাজলময়ী ॥ ১২৯ ॥

গঙ্গেরিতা পূতগাত্রা পবিত্রকুলদীপিকা।
পবিত্রগুণশীলাঢ্যা পবিত্রানন্দদায়িনী ॥ ১৩০ ॥

গঙ্গেরিতা, পূতগাত্রা, পবিত্রকুলদীপিকা, পবিত্রগুণশীলাঢ্যা, পবিত্রানন্দদায়িনী ॥ ১৩০

পবিত্রগুণসীমাঢ্যা পবিত্রকুলদীপনী।
কম্পমানা কংসহরা বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥ ১৩১ ॥

পবিত্রগুণসীমাঢ্যা, পবিত্রকুলদীপনী, কম্পমানা, কংসহরা, বিন্ধ্যাচলনিবাসিনী ॥ ১৩১ ॥

গোবর্দ্ধনেশ্বরী গোবর্দ্ধনহাস্যা হয়াকৃতিঃ।
মীনাবতারা মীনেশী গগনেশী হয়া গজী ॥ ১৩২ ॥

গোবর্দ্ধনেশ্বরী, গোবর্দ্ধনহাস্যা, হয়াকৃতি, মীনাবতারা, মীনেশী, গগনেশী, হয়া গজী ॥ ১৩২ ॥

হরিণী হারিণী হারধারিণী কনকাকৃতিঃ।
বিদ্যুৎপ্রভা বিপ্রমাতা গোপমাতা গয়েশ্বরী ॥ ১৩৩ ॥

হরিণী, হারিণী হারধারিণী, কনকাকৃতি, বিদ্যুৎপ্রভা, বিপ্রমাতা, গোপমাতা, গয়েশ্বরী ॥ ১৩৩ ॥

গবেশ্বরী গবেশী চ গবীশী গতিবাসিনী।
গতিজ্ঞা গীতকুশলা দনুজেন্দ্রনিবারিণী ॥ ১৩৪ ॥

গবেশ্বরী, গবেশী, গবীশী, গতিবাসিনী, গতিজ্ঞ, গীতকুশলা, দনুজেন্দ্রনিবারিণী ॥ ১৩৪ ॥

নির্ব্বাণধাত্রী নৈর্ব্বাণী হেতুযুক্তা গয়োত্তরা।
পর্ব্বতাধিনিবাসা চ নিবাসকুশলা তথা ॥ ১৩৫ ॥

নির্ব্বাণদাত্রী, নৈর্ব্বাণী, হেতুযুক্তা, গয়োত্তরা, পর্ব্বতাধিনিবাসা, নিবাসকুশলা ॥ ১৩৫ ॥

সংন্যাসধর্ম্মকুশলা সংন্যাসেশী শরন্মুখী।
শরচ্চন্দ্রমুখী শ্যামহারা ক্ষেত্রনিবাসিনী ॥ ১৩৬ ॥

সংন্যাসধর্ম্মকুশলা, সংন্যাসেশী, শরন্মুখী, শরচ্চন্দ্রমুখী, শ্যাম-হারা, ক্ষেত্রনিবাসিনী॥ ১৩৬ ॥

বসন্তরাগসংরাগা বসন্তবসনাকৃতিঃ।
চতুর্ভুজা ষড়্ভুজা চ দ্বিভুজা গৌরবিগ্রহা॥ ১৩৭ ॥

বসন্তরাগসংরাগা, বসন্তবসনাকৃতি, চতুর্ভুজা ষড়্ভুজা, দ্বিভুজা, গৌরবিগ্রহা॥ ১৩৭ ॥

সহস্রাস্যা বিহাস্যা চ মুদ্রাস্যা মুদদায়িনী।
প্রাণপ্রিয়া প্রাণরূপা প্রাণরূপিণ্যপাবৃতা॥ ১৩৮ ॥

সহস্রাস্যা, বিহাস্যা, মুদ্রাস্যা, মুদদায়িনী প্রাণপ্রিয়া, প্রাণরূপা, প্রাণরূপিণী, অপাবৃতা॥ ১৩৮ ॥

কৃষ্ণপ্রীতা কৃষ্ণরতা কৃষ্ণতোষণতৎপরা।
কৃষ্ণপ্রেমরতা কৃষ্ণভক্তা ভক্তফলপ্রদা॥ ১৩৯ ॥

কৃষ্ণপ্রীতা, কৃষ্ণরতা, কৃষ্ণতোষণতৎপরা, কৃষ্ণপ্রেমরতা, কৃষ্ণভক্তা, ভক্তফলপ্রদা॥ ১৩৯ ॥

কৃষ্ণপ্রেমা প্রেমভক্তা হরিভক্তিপ্রদায়িনী।
চৈতন্যরূপা চৈতন্যপ্রিয়া চৈতন্যরূপিণী॥ ১৪০ ॥

কৃষ্ণপ্রেমা, প্রেমভক্তা, হরিভক্তিপ্রদায়িনী, চৈতন্যরূপা, চৈতন্য-প্রিয়া ও চৈতন্যরূপিণী॥ ১৪০ ॥

উগ্ররূপা শিবক্রোড়া কৃষ্ণক্রোড়া জলোদরী।
মহোদরী মহাদুর্গকান্তারসুস্থবাসিনী॥ ১৪১ ॥

উগ্ররূপা, শিবক্রোড়া, কৃষ্ণক্রোড়া, জলোদরী, মহোদরী, মহাদুর্গ-কান্তারসুস্থবাসিনী॥ ১৪১ ॥

চন্দ্রাবলী চন্দ্রকেশী চন্দ্রপ্রেমতরঙ্গিণী।
সমুদ্রমথনোদ্ভূতা সমুদ্রজলবাসিনী॥ ১৪২ ॥

চন্দ্রাবলী, চন্দ্রকেশী, চন্দ্রপ্রেমতরঙ্গিণী, সমুদ্রমথনোদ্ভূতা, সমুদ্র-জলবাসিনী॥ ১৪২ ॥

সমুদ্রামৃতরূপা চ সমুদ্রজলবাসিকা।
কেশপাশরতা নিদ্রা ক্ষুধা প্রেমতরঙ্গিকা ॥ ১৪৩ ॥

সমুদ্রামৃতরূপা, সমুদ্রজলবাসিকা, কেশপাশরতা, নিদ্রা, ক্ষুধা, প্রেমতরঙ্গিকা ॥ ১৪৩ ॥

দূর্ব্বাদলশ্যামতনু দূর্ব্বাদলতনুচ্ছবিঃ।
নাগরা নাগরীরাগা নাগরানন্দকারিণী ॥ ১৪৪ ॥

দূর্ব্বাদলশ্যামতনু, দূর্ব্বাদলতনুচ্ছবি, নাগরা, নাগরীরাগা, নাগরানন্দকারিণী ॥ ১৪৪ ॥

নাগরালিঙ্গনপরা নাগরাঙ্গনমঙ্গলা।
উচ্চনীচা হৈমবতী প্রিয়া কৃষ্ণতরঙ্গদা ॥ ১৪৫ ॥

নাগরালিঙ্গনপরা, নাগরাঙ্গনমঙ্গলা, উচ্চনীচা, হৈমবতী, প্রিয়া কৃষ্ণতরঙ্গদা ॥ ১৪৫ ॥

প্রেমালিঙ্গনসিদ্ধাঙ্গী সিদ্ধসাধ্যবিলাসিকা।
মঙ্গলামোদজননী মেখলামোদধারিণী ॥ ১৪৬ ॥

প্রেমালিঙ্গনসিদ্ধাঙ্গী, সিদ্ধসাধ্যবিলাসিকা, মঙ্গলামোদজননী, মেখলামোদধারিণী ॥ ১৪৬ ॥

রত্নমঞ্জীরভূষাঙ্গী রত্নভূষণভূষণা।
জম্বালমালিকা কৃষ্ণপ্রাণা প্রাণবিমোচনা ॥ ১৪৭ ॥

রত্নমঞ্জীরভূষাঙ্গী রত্নভূষণভূষণা, জম্বালমালিকা, কৃষ্ণপ্রাণা, প্রাণবিমোচনা ॥ ১৪৭ ॥

সত্যপ্রদা সত্যবতী সেবকানন্দদায়িকা।
জগদ্যোনি জগদ্বীজা বিচিত্রমণিভূষণা ॥ ১৪৮ ॥

সত্যপ্রদা, সত্যবতী, সেবকানন্দদায়িকা, জগদ্যোনি, জগদ্বীজা, বিচিত্রমণিভূষণা ॥ ১৪৮ ॥

রাধারমণকান্তা চ রাধ্যা রাধনরূপিণী।
কৈলাসবাসিনী কৃষ্ণপ্রাণসর্ব্বস্বদায়িনী ॥ ১৪৯ ॥

রাধারমণকান্তা, রাধ্যা, রাধনরূপিণী, কৈলাসবাসিনী, কৃষ্ণপ্রাণসর্ব্বস্বদায়িনী॥ ১৪৯ ॥

কৃষ্ণাবতারনিরতা কৃষ্ণভক্তফলার্থিনী।
যাচকাযাচকানন্দকারিণী যাচকোজ্জ্বলা॥ ১৫০ ॥

কৃষ্ণাবতারনিরতা, কৃষ্ণভক্তফলার্থিনী, যাচকাযাচকানন্দকারিণী, যাচকোজ্জ্বলা॥ ১৫০ ॥

হরিভূষণভূষাঢ্যানন্দযুক্তার্দ্রপাদগা।
হৈ হৈ—তালধরা থৈ থৈ শব্দশক্তিপ্রকাশিনী॥ ১৫১ ॥

হরিভূষণভূষাঢ্যা, আনন্দযুক্তা, আর্দ্রপাদগা, হৈ হৈ—তালধরা, থৈ থৈ শব্দশক্তিপ্রকাশিনী॥ ১৫১ ॥

হে হে—শব্দস্বরূপা চ হী হী—বাক্যবিশারদা।
জগদানন্দকর্ত্রী চ সান্দ্রানন্দবিশারদা॥ ১৫২ ॥

হে হে—শব্দস্বরূপা, হী হী বাক্যবিশারদা, জগদানন্দকর্ত্রী, সান্দ্রানন্দবিশারদা॥ ১৫২ ॥

পণ্ডিতা পণ্ডিতগুণা পণ্ডিতানন্দকারিণী।
পরিপালনকর্ত্রী চ তথা স্থিতিবিনোদিনী॥ ১৫৩ ॥

পণ্ডিতা, পণ্ডিতগুণা, পণ্ডিতানন্দকারিণী, পরিপালনকর্ত্রী, স্থিতিমাত্রবিনোদিনী॥ ১৫৩ ॥

তথা সংহারশব্দাঢ্যা বিদ্বজ্জনমনোহরা।
বিদুষাং প্রীতিজননী বিদ্বৎপ্রেমবিবর্দ্ধিনী॥ ১৫৪ ॥

সংহারশব্দাঢ্যা, বিদ্বজ্জনমনোহরা, বিদ্বানের প্রীতিজননী, বিদ্বৎপ্রেমবিবর্দ্ধিনী॥ ১৫৪ ॥

নাদেশী নাদরূপা চ নাদবিন্দুবিধারিণী।
শূন্যস্থানস্থিতা শূন্যরূপপাদপবাসিনী॥ ১৫৫ ॥

নাদেশী, নাদরূপা, নাদবিন্দুবিধারিণী, শূন্যস্থানস্থিতা, শূন্যরূপপাদপবাসিনী॥ ১৫৫ ॥

কার্ত্তিকব্রতকর্ত্রী চ বসনাহারিণী তথা।
জলাশয়া জলতলা শিলাতলনিবাসিনী ॥ ১৫৬ ॥

কার্ত্তিকব্রতকর্ত্রী, বসনাহারিণী, জলাশয়া, জলতলা, শিলাতলনিবাসিনী ॥ ১৫৬ ॥

ক্ষুদ্রকীটাঙ্গসংসর্গা সঙ্গদোষবিনাশিনী।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যা কন্দর্পকোটিসুন্দরী ॥ ১৫৭ ॥

ক্ষুদ্রকীটাঙ্গসংসর্গা, সঙ্গদোষবিনাশিনী, কোটিকন্দর্পলাবণ্যা, কন্দর্পকোটিসুন্দরী ॥ ১৫৭ ॥

কন্দর্পকোটিজননী কামবীজপ্রদায়িনী।
কামশাস্ত্রবিনোদা চ কামশাস্ত্রপ্রকাশিনী ॥ ১৫৮ ॥

কন্দর্পকোটিজননী, কামবীজপ্রদায়িনী, কামশাস্ত্রবিনোদা ও কামশাস্ত্র প্রকাশিনী ॥ ১৫৮ ॥

কামপ্রকাশিকা কামিন্যণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিদা।
যামিনী যামিনীনাথবদনা যামিনীশ্বরী ॥ ১৫৯ ॥

কামপ্রকাশিকা, কামিনী, অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিদা, যামিনী, যামিনীনাথবদনা, ও যামিনীশ্বরী ॥ ১৫৯ ॥

যাগযোগহরা ভুক্তিমুক্তিদাত্রী হিরণ্যদা।
কপালমালিনী দেবী ধামরূপিণ্যপূর্ব্বদা ॥ ১৬০ ॥

যাগযোগহরা, ভুক্তিমুক্তিদাত্রী, হিরণ্যদা, কপালমালিনী, দেবী, ধামরূপিণী, অপূর্ব্বদা ॥ ১৬০ ॥

কৃপান্বিতা গুণা গৌণ্যা গুণাতীতফলপ্রদা।
কুষ্মাণ্ডভূতবেতালনাশিনী শরদান্বিতা ॥ ১৬১ ॥

কৃপান্বিতা, গুণা, গৌণ্যা, গুণাতীতফলপ্রদা, কুষ্মাণ্ডভূতবেতালনাশিনী, ও শরদান্বিতা ॥ ১৬১ ॥

শীতলা শবলা হেলা লীলালাবণ্যমঙ্গলা।
বিদ্যার্থিনী বিদ্যমানা বিদ্যা বিদ্যাস্বরূপিণী ॥ ১৬২ ॥

শীতলা, শবলা, হেলা, লীলা, লাবণ্যমঙ্গলা, বিদ্যার্থিনী, বিদ্যমানা, বিদ্যা, বিদ্যাস্বরূপিণী ॥ ১৬২

আন্বীক্ষিকী শাস্ত্ররূপা শাস্ত্রসিদ্ধান্তকারিণী।
নাগেন্দ্রা নাগমাতা চ ক্রীড়াকৌতুকরূপিণী ॥ ১৬৩ ॥

আন্বীক্ষিকী, শাস্ত্ররূপা, শাস্ত্রসিদ্ধান্তকারিণী, নাগেন্দ্রা, নাগমাতা, ক্রীড়া- ও কৌতুকরূপিণী ॥ ১৬৩ ॥

হরিভাবনশীলা চ হরিতোষণতৎপরা।
হরিপ্রাণা হরপ্রাণা শিবপ্রাণা শিবান্বিতা ॥ ১৬৪ ॥

হরিভাবনশীলা, হরিতোষণতৎপরা, হরিপ্রাণা, হরপ্রাণা, শিবপ্রাণা, শিবান্বিতা ॥ ১৬৪ ॥

নরকার্ণবসংহন্ত্রী নরকার্ণবনাশিনী।
নরেশ্বরী নরাতীতা নরসেব্যা নরাঙ্গনা ॥ ১৬৫ ॥

নরকার্ণবসংহন্ত্রী, নরকার্ণবনাশিনী, নরেশ্বরী, নরাতীতা, নরসেব্যা, ও নরাঙ্গনা ॥ ১৬৫ ॥

যশোদানন্দনপ্রাণবল্লভা হরিবল্লভা।
যশোদানন্দনরম্যা যশোদানন্দনেশ্বরী ॥ ১৬৬ ॥

যশোদানন্দনপ্রাণল্লভা, হরিবল্লভা, যশোদানন্দনা, রম্যা, যশোদানন্দনেশ্বরী ॥ ১৬৬ ॥

যশোদানন্দনা ক্রীড়া যশোদাক্রোড়বাসিনী।
যশোদানন্দনপ্রাণা যশোদানন্দনার্থদা ॥ ১৬৭ ॥

যশোদানন্দনক্রীড়া, যশোদাক্রোড়বাসিনী, যশোদানন্দনপ্রাণা, যশোদানন্দনার্থদা ॥ ১৬৭ ॥

বৎসলা কোশলা কালা করুণার্ণবরূপিণী।
স্বর্গলক্ষ্মী ভূমিলক্ষ্মীদ্রৌপদী পাণ্ডবপ্রিয়া ॥ ১৬৮ ॥

বৎসলা, কোশলা, কালা, করুণার্ণবরূপিণী, স্বর্গলক্ষ্মী, ভূমিলক্ষ্মী, দ্রৌপদী, ও পাণ্ডবপ্রিয়া ॥ ১৬৮ ॥

তথার্জ্জুনসখী ভৌমী ভৈমী ভীমকুলোদ্বহা।
ভুবনা মোহনা ক্ষীণা পানাসক্ততরা তথা ॥ ১৬৯ ॥

অর্জ্জুনসখী, ভৌমী, ভৈমী, ভীমকুলোদ্বহা, ভুবনা, মোহনা, ক্ষীণা ও পানাসক্ততরা ॥ ১৬৯ ॥

পানার্থিনী পানপাত্রা পানপানন্দদায়িনী।
দুগ্ধমন্থনকর্ম্মাঢ্যা দধিমন্থনতৎপরা ॥ ১৭০ ॥

পানার্থিনী, পানপাত্রা, পানপানন্দদায়িনী, দুগ্ধমন্থনকর্ম্মাঢ্যা, দধিমন্থনতৎপরা ॥ ১৭০ ॥

দধিভাণ্ডার্থিনী কৃষ্ণক্রোধিনী নন্দনাঙ্গনা।
ঘৃতলিপ্তা তক্রযুক্তা যমুনাপারকৌতুকা ॥ ১৭১ ॥

দধিভাণ্ডার্থিনী, কৃষ্ণক্রোধিনী, নন্দনাঙ্গনা, ঘৃতলিপ্তা, তক্রযুক্তা, ও যমুনাপারকৌতুকা ॥ ১৭১ ॥

বিচিত্রকথকা কৃষ্ণহাস্যভাষণতৎপরা।
গোপাঙ্গনাবেষ্টিতা চ কৃষ্ণসঙ্গার্থিনী তথা ॥ ১৭২ ॥

বিচিত্রকথকা, কৃষ্ণহাস্যভাষণতৎপরা, গোপাঙ্গনাবেষ্টিতা, কৃষ্ণসঙ্গার্থিনী ॥ ১৭২ ॥

রাসাসক্তা রাসরতি রাসবাসক্তবাসনা।
হরিদ্রা হরিতা হারীণ্যানন্দার্পিতচেতনা ॥ ১৭৩ ॥

রাসাসক্তা, রাসরতি, রাসবাসক্তবাসনা, হরিদ্রা, হরিতা, হারিণী আনন্দার্পিতচেতনা ॥ ১৭৩ ॥

নিশ্চৈতন্যা চ নিশ্চেতা তথা দারুহরিদ্রিকা।
সুবলস্য স্বসা কৃষ্ণভার্য্যা ভাষাতিবেগিনী ॥ ১৭৪ ॥

নিশ্চৈতন্যা, নিশ্চেতা, দারুহরিদ্রিকা, সুবলের ভগিনী, কৃষ্ণভার্য্যা, ভাষাতিবেগিনী ॥ ১৭৪ ॥

শ্রীদামসখ্য সখী দামদামিনী দামধারিণী।
কৈলাসিনী কেশিনী চ হরিদম্বরধারিণী ॥ ১৭৫ ॥

শ্রীদামের সখী, দামদামিনী, দামধারিণী, কৈলাসিনী কেশিনী হরিদম্বধারিণী ॥ ১৭৫ ॥

হরিসান্নিধ্যদাত্রী চ হরিকৌতুকমঙ্গলা।
হরিপ্রদা হরিদ্বারা যমুনাজলবাসিনী ॥ ১৭৬ ॥

হরিসান্নিধ্যদাত্রী, হরিকৌতুকমঙ্গলা, হরিপ্রদা, হরিদ্বারা, যমুনাজলবাসিনী। ১৭৬॥

জৈত্রপ্রদা জিতার্থী চ চতুরা চাতুরী তমী।
তমিস্রাতপরূপা চ রৌদ্ররূপা যশোঽর্থিনী ॥ ১৭৭ ॥

জৈত্রপ্রদা, জিতার্থী, চতুরা, চাতুরী, তমী, তমিস্রা, আতপরূপা, রৌদ্ররূপা, ও যশোর্থিনী ॥ ১৭৭ ॥

কৃষ্ণার্থিনী কৃষ্ণকলা কৃষ্ণানন্দবিধায়িনী।
কৃষ্ণার্থবাসনা কৃষ্ণরাগিণী ভবভাবিনী ॥ ১৭৮ ॥

কৃষ্ণার্থিনী, কৃষ্ণকলা, কৃষ্ণানন্দবিধায়িনী, কৃষ্ণার্থবাসনা, কৃষ্ণরাগিণী, ভবভাবিনী ॥ ১৭৮ ॥

কৃষ্ণার্থরহিতা ভক্তা ভক্তভক্তিশুভপ্রদা।
শ্রীকৃষ্ণরহিতা দীনা তথা বিরহিণী হরেঃ ॥ ১৭৯ ॥

কৃষ্ণার্থরহিতা, ভক্তা, ভক্তভক্তিশুভপ্রদা, শ্রীকৃষ্ণরহিতা, দীনা, হরিবিরহিণী ॥ ১৭৯ ॥

মথুরা মথুরারাজগেহভাবনভাবনা।
শ্রীকৃষ্ণভাবনামোদা তথোন্মাদবিধায়িনী ॥ ১৮০ ॥

মথুরা, মথুরারাজ গেহভাবনভাবনা, শ্রীকৃষ্ণভাবনামোদা, ও উন্মাদ বিধায়িনী ॥ ১৮০ ॥

কৃষ্ণার্থব্যাকুলা কৃষ্ণসারচর্ম্মধরা শুভা।
অলকেশ্বরপূজ্যা চ কুবেরেশ্বরবল্লভা॥ ১৮১॥

কৃষ্ণার্থব্যাকুলা, কৃষ্ণসারচর্ম্মধরা, শুভা, অলকেশ্বরপূজ্যা, কুবেরেশ্বর-বল্লভা॥ ১৮১॥

ধনধান্যবিধাত্রী চ জায়া কায়া হয়া হয়ী।
প্রণবা প্রণবেশী চ প্রণবার্থস্বরূপিণী॥ ১৮২॥

ধনধান্যবিধাত্রী, জায়া, কায়া, হয়া, হয়ী, প্রণবা, প্রণবেশী ও প্রণবার্থস্বরূপিণী॥ ১৮২॥

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবার্দ্ধাঙ্গহারিণী শৈবসিংশপা।
রাক্ষসীনাশিনী ভূতপ্রেতপ্রাণবিনাশিনী॥ ১৮৩॥

ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবার্দ্ধাঙ্গহারিণী, শৈবসিংশপা, রাক্ষসীনাশিনী, ভূতপ্রেত-প্রাণবিনাশিনী॥ ১৮৩॥

সকলেপ্সিতদাত্রী চ শচী সাধ্বী অরুন্ধতী।
পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিবাক্যবিনোদিনী॥
অশেষসাধনী কল্পবাসিনী কল্পরূপিণী॥ ১৮৪॥

সকলেপ্সিতদাত্রী, শচী, সাধ্বী, অরুন্ধতী, পতিব্রতা, পতিপ্রাণা, পতি-বাক্যবিনোদিনী, অশেষসাধনী, কল্পবাসিনী, কল্পরূপিণী॥ ১৮৪॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
শ্রীরাধিকানামসহস্রং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥৫॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে শ্রীরাধিকানাম
সহস্র পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

উক্ত সহস্র নাম মাহাত্ম্য কথন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যেতৎ কথিতং দেবি রাধানামসহস্রকং।
যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি তস্য তুষ্যতি মাধবঃ॥ ১॥

শ্রীমহাদেব কহিতেছেন। হে দেবি! শ্রীরাধার সহস্র নাম তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম, ইহা যে পাঠ করে কিম্বা পাঠ করায় তাহার প্রতি মাধবের পরিতোষ জন্মে॥ ১॥

কিন্তস্য যমুনাভির্ব্বা নদীভিঃ সর্ব্বতঃ প্রিয়ে।
কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থৈশ্চ যস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ॥ ২॥

হে প্রিয়ে! সেই ব্যক্তির যমুনাদিনদী, এবং কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থের কোন আবশ্যক নাই, যাহার প্রতি ভগবান্ জনার্দ্দন সন্তুষ্ট হইয়াছেন॥ ২॥

স্তোত্রস্যাস্য প্রসাদেন কিং ন সিধ্যতি ভূতলে।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চস্বী ক্ষত্রিয়ো জগতীপতিঃ॥ ৩॥

এই স্তোত্রের প্রসাদে ভূতলে কিনা সিদ্ধ হয়, ব্রাহ্মণ ব্রহ্মতেজস্বী এবং ক্ষত্রিয় জগতের রাজা হইয়াথাকে॥ ৩॥

বৈশ্যো নিধিপতির্ভূয়াৎ শূদ্রো মুচ্যেত জন্মতঃ।
ব্রহ্মহত্যাসুরাপানস্তেয়াদেরতিপাতকাৎ॥ ৪॥

বৈশ্য ধনবান্ হয়, শূদ্র জন্ম হইতে মুক্তি পায়, এবং ব্রহ্মহত্যা সুরাপান ও চৌর্য্যপ্রভৃতি অতিপাতক দূরীভূত হয়॥ ৪॥

সদ্যো মুচ্যেত দেবেশি সত্যং সত্যং সংশয়ঃ।
রাধানামসহস্রস্য সমানং নাস্তি ভূতলে॥ ৫॥

হে দেবেশি! নিঃসন্দেহ উহা হইতে সদ্যই যথার্থ মুক্ত হয়, কারণ ভূতলে রাধাসহস্র নামের তুল্য আর কিছুই নাই॥ ৫॥

স্বর্গে বাপ্যথ পাতালে গিরৌ বা জলতোঽপি বা।
নাতঃপরং শুভং স্তোত্রং তীর্থং নাতঃপরং পরং ॥ ৬ ॥

স্বর্গে কি পাতালে কিম্বা পর্ব্বতে কি জলে উহা হইতে শ্রেষ্ঠ শুভদায়ক তীর্থ আর নাই ॥ ৬॥

একাদশ্যাং শুচির্ভূত্বা যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ।
তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাচ্ছৃণুয়াদ্বা সুশোভনে ॥ ৭ ॥

যে কেহ শুচি এবং সমাহিত হইয়া উহা একাদশীতে পাঠ করে কিম্বা শ্রবণ করে হে সুশোভনে তাহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হয় ॥ ৭ ॥

দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বা তুলসীসন্নিধৌ শিবে।
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি তস্য তত্তৎ ফলং শৃণু।

হে গিরিজে দ্বাদশী কিম্বা পূর্ণিমাতে যে কেহ তুলসীসমীপে ইহা পাঠ কিম্বা শ্রবণ করে ॥ ৮॥

অশ্বমেধং রাজসূয়ং বার্হস্পত্যং তথা ত্রিকং।
অতিরাত্রং বাজপেয়মগ্নিষ্টোমং তথা শুভং ॥ ৯ ॥

অশ্বমেধ, রাজসূয় বার্হস্পত্য, অতিরাত্র এবং অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি শুভযজ্ঞ ॥ ৯ ॥

কৃত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি শ্রুত্বা তৎফলমাপ্নুয়াৎ।
কার্ত্তিকে চাষ্টমীং প্রাপ্য পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি ॥ ১০ ॥

করিয়া যে ফল পায়, ইহা শুনিয়াও সেই ফল লাভ হয়, আর যদি কার্ত্তিক মাসের অষ্টমীতে পাঠ কিম্বা শ্রবণ করা হয়, তাহা হইলে ॥ ১০ ॥

সহস্রযুগকল্পান্তং বৈকুণ্ঠবসতিং লভেৎ।
ততশ্চ ব্রহ্মভবনে শিবস্য ভবনে পুনঃ ॥ ১১ ॥

সহস্রযুগকল্পপর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠে বসতি লাভ করে, আর ব্রহ্ম কিম্বা শিব-মন্দিরে ॥ ১১ ॥

সুরাধিনাথভবনে পুনর্যাতি সলোকতাং।
গঙ্গাতীরং সমাসাদ্য যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি ॥ ১২ ॥

অথবা বিষ্ণুভবনে ইহা সালোক্য মুক্তি প্রদান করে এবং গঙ্গা তীরে উপস্থিত হইয়া যে কেহ ইহা পাঠ কিম্বা শ্রবণ করে॥ ১২॥

বিষ্ণোঃ সারূপ্যমায়াতি সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি।
মম বক্ত্রগিরের্জাতা পার্ব্বতীবদনাশ্রিতা॥ ১৩॥

হে সুরেশ্বরি! সে ব্যক্তি সত্য সত্য শ্রীবিষ্ণুর স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়, ইহা আমার বদন হইতে বিনির্গত এবং পার্ব্বতীর মুখাশ্রিত হইয়া আছে॥ ১৩॥

রাধানামসহস্রাখ্যা নদী ত্রৈলোক্যপাবনী।
পঠ্যতে হি ময়া নিত্যং ভক্ত্যা শক্ত্যা যথোচিতং॥১৪॥

শ্রীরাধার সহস্রনাম স্বরূপা নদী ত্রৈলোক্যপাবনী হয়েন। আমি যথো-চিত শক্তি এবং ভক্তিসহকারে তাহা পাঠ করিয়া থাকি॥ ১৪॥

মম প্রাণসমং হ্যেতৎ তব প্রীত্যা প্রকাশিতং।
নাভক্তায় প্রদাতব্যং পাষণ্ডায় কদাচন॥
নাস্তিকায়াবিরাগায় রাগযুক্তায় সুন্দরি॥ ১৫॥

ইহা আমার প্রাণতুল্য তোমার প্রতি প্রীতি হেতুক প্রকাশ করিলাম, কোন অভক্ত পাষণ্ডলোককে ইহা কদাচিৎ দেওয়া অনুচিত, হে সুন্দরি! সেইরূপ নাস্তিক ও বৈরাগ্যহীন এবং রাগযুক্ত ব্যক্তিকে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে॥ ১৫॥

তথা দেয়ং মহাস্তোত্রং হরিভক্তায় শঙ্করি।
বৈষ্ণবেষু যথাশক্তি দাত্রে পুণ্যার্থশালিনে॥ ১৬॥

কিন্তু হে শঙ্করি! এই মহাস্তোত্র হরিভক্ত বৈষ্ণবকে ও পুণ্যবান্ দাতা লোককে দেওয়া উচিত॥ ১৬॥

রাধা নাম সুধাবারি মম বক্ত্রসুধাম্বুধেঃ।
উদ্ধৃতাহসৌ ত্বয়া যত্নাৎ যত স্ত্বং বৈষ্ণবাগ্রণীঃ॥ ১৭॥

যেহেতুক তুমি আমার মুখরূপ সুধাসাগর হইতে যত্নপূর্ব্বক শ্রীরাধিকার এই সুধানামবারি উদ্ধার করিলে অতএব তুমি বৈষ্ণবের অগ্রণী হইতেছ॥১৭॥

বিশুদ্ধসত্ত্বায় যথার্থবাদিনে
দ্বিজস্ত সেবানিরতায় মন্ত্রিণে।
দাত্রে যথাশক্তি সুভক্তমানসে
রাধাপদধ্যানপরায় শোভনে॥ ১৮ ॥

বিশুদ্ধসত্ত্ব, যথার্থবাদী, মন্ত্রজ্ঞ যথাশক্তি দানশীল, দ্বিজসেবারত সুভক্ত-মানস এবং শ্রীরাধিকার চরণধ্যানে তৎপর ব্যক্তিকে॥ ১৮॥

হরিপাদাব্জমধুপমনোভূতায় মানসে।
রাধাপাদসুধাস্বাদশালিনে বৈষ্ণবায় চ॥ ১৯॥

শ্রীহরির পাদপদ্মের সেবক ও রাধাপদ সুধাস্বাদনশালি বৈষ্ণবকে॥১৯॥

দদ্যাৎ স্তোত্রং মহাপুণ্যং হরিভক্তিপ্রসাধনং।
জন্মান্তরং ন তস্যাস্তি রাধাকৃষ্ণপদার্থিনঃ॥ ২০॥

শ্রীহরির ভক্তি প্রসাধন মহাপুণ্যস্তোত্র প্রদান করিবেক ও তাহাতে সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণ পদের প্রার্থক লোকের জন্মান্তর হয় না॥ ২০॥

মম প্রাণা বৈষ্ণবা হি তেষাং রক্ষার্থমেব হি।
শূলং ময়া ধার্য্যতে হি নান্যথা মৈত্র কারণং॥ ২১॥

যেহেতু বৈষ্ণবেরা আমার প্রাণতুল্য হয়, এই নিমিত্ত আমি তাহাদিগের রক্ষার্থে শূলধারন করিয়া থাকি ইহাতে অন্য কোন কারন নাই॥ ২১॥

হরিভক্তিদ্বিষামর্থে শূলং সংধার্য্যতে ময়া।
শৃণু দেবি যথার্থং মে গদিতং ত্বয়ি সুব্রতে॥ ২২॥

হরিভক্তির বিদ্বেষন কারক দিগের দণ্ডের জন্য উহা আমার হস্তে থাকে, হে সুব্রতে দেবি! তোমার প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত আমি ইহা যথার্থ কহিলাম॥ ২২॥

ভক্তাসি মে প্রিয়াসি ত্বমদঃ স্নেহাৎ প্রকাশিতং।
কদাপি নোচ্যতে দেবি ময়া নামসহস্রকং॥ ২৩॥

তুমি আমার ভক্ত এবং প্রিয়কারিণী হওয়াতে স্নেহবশতঃ ইহা তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম হে দেবি, নতুবা কদাচ আমি এই সহস্রনাম কহিতাম না ॥ ২৩ ॥

কিং পরং ত্বাং প্রবক্ষ্যামি প্রাণতুল্যাং মম প্রিয়ে।
স্তোত্রং মন্ত্রং রাধিকায়া যন্ত্রং কবচমেব চ ॥ ২৪ ॥

হে প্রাণতুল্য প্রেয়সি! শ্রীরাধিকার স্তোত্র, মন্ত্র, যন্ত্র এবং কবচের কোন্ বিষয় এক্ষণে তোমাকে কহিব ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

রাধা কবচ কথন।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

কৈলাসবাসিন্ ভগবন্ ভক্তানুগ্রহকারক।
রাধিকাকবচং পুণ্যং কথয়স্ব মম প্রভো॥ ১॥

পার্ব্বতী কহিতেছেন। হে ভক্তগণের অনুগ্রহকারক কৈলাসবাসী প্রভু ভগবান্! আমার নিকট পুণ্যময় শ্রীরাধিকা কবচ ব্যক্ত করুন॥ ১॥

যদ্যস্তি করুণা নাথ ত্রাহি মাং দুঃখতো ভয়াৎ।
ত্বমেব শরণং নাথ শূলপাণে পিনাকধৃক্॥ ২॥

হে নাথ! আপনি শূলপাণি এবং পিনাকহস্ত; যদি আপনার দয়া থাকে তবে আমাকে দুঃখ এবং ভয় হইতে পরিত্রাণ করুন। কারণ আপনিই আমার রক্ষাকর্ত্তা হয়েন॥ ২॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণুষ গিরিজে তুভ্যং কবচং পূর্ব্বসূচিতং।
সর্ব্বরক্ষাকরং পুণ্যং সর্ব্বহত্যাহরং পরং॥ ৩॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। হে গিরিজে! তুমি পূর্ব্বসূচিত কবচ শ্রবণ কর, তাহা সর্ব্বরক্ষাকর ও পবিত্র এবং সর্ব্বহত্যা হর হয়॥ ৩॥

হরিভক্তিপ্রদং সাক্ষাৎ ভক্তিমুক্তিপ্রসাধনং।
ত্রৈলোক্যাকর্ষণং দেবি হরিসান্নিধ্যকারকং॥ ৪॥

হে দেবি! হরিভক্তিপ্রদ ও সাক্ষাৎ ভক্তি এবং মুক্তির প্রসাধন, ত্রৈলোক্যাকর্ষণ এবং হরিসান্নিধ্যকারক॥ ৪॥

সর্ব্বত্র জয়দং দেবি সর্ব্বশত্রুভয়াবহং।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং মনোবৃত্তিকরং পরং॥ ৫॥

সর্ব্বত্র জয়দ সকল শত্রুর ভয়াবহ ও সকল প্রাণির মনোবৃত্তি কারক॥ ৫॥

চতুর্দ্ধামুক্তিজনকং সদানন্দকরং পরং।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং যজ্ঞানাং ফলদায়কং॥ ৬॥

চারিপ্রকার মুক্তিজনক, সদানন্দকারী, রাজসূয় এবং অশ্বমেধাদি ফলদায়ক হয়॥ ৬॥

ইদং কবচমজ্ঞাত্বা রাধামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ।
স নাপ্নোতি ফলন্তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে॥ ৭॥

এই কবচ না জানিয়া যে কেহ রাধামন্ত্র জপ করে সে তাহাতে ফলভাগী না হইয়া পদে পদে বিঘ্ন পায়॥ ৭॥

ঋষিরস্য মহাদেবোঽনুষ্টুপ্ছন্দশ্চ কীর্ত্তিতঃ।
রাধাঽস্য দেবতা প্রোক্তা রাং বীজং কীলকং স্মৃতং॥ ৮॥

ইহার ঋষি মহাদেব, ছন্দঃঅনুষ্টুপ, শ্রীরাধিকা দেবতা, রাং বীজ ও কীলক উক্ত হইয়াছে॥ ৮॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রীরাধা মে শিরঃ পাতু ললাটং রাধিকা তথা॥ ৯॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ ইহার বিনিয়োগ কথিত হয়, শ্রীরাধা আমার মস্তক ও রাধিকা ললাট রক্ষা করুন॥ ৯॥

শ্রীমতী নেত্রযুগলং কর্ণৌ গোপেন্দ্রনন্দিনী।
হরিপ্রিয়া নাসিকাঞ্চ ভ্রূযুগং শশিশোভনা॥ ১০॥

শ্রীমতী নেত্রযুগল, গোপেন্দ্রনন্দিনী কর্ণদ্বয়, হরিপ্রিয়া নাসিকা, ও শশিশোভনা ভ্রূযুগ রক্ষা করুন॥ ১০॥

ওষ্ঠং পাতু কৃপাদেবী অধরং গোপিকা তথা॥
বৃকভানুসুতা দন্তান্ চিবুকং গোপনন্দিনী॥ ১১॥

কৃপাদেবী ওষ্ঠ, গোপিকা অধর, বৃকভানুসুতা দন্ত, গোপনন্দিনী চিবুক রক্ষা করুন॥ ১১॥

চন্দ্রাবলী পাতু গণ্ডং জিহ্বাং কৃষ্ণপ্রিয়া তথা।
কণ্ঠং পাতু হরিপ্রাণা হৃদয়ং বিজয়া তথা॥ ১২॥

চন্দ্রাবলী গণ্ড, কৃষ্ণপ্রিয়া জিহ্বা, হরিপ্রাণা কণ্ঠ, তথা বিজয়া হৃদয় রক্ষা করুন॥ ১২॥

বাহূ দ্বৌ চন্দ্রবদনা উদরং সুবলস্বসা।
কোটিযোগান্বিতা পাতু পাদৌ সৌভদ্রিকা তথা॥ ১৩॥

চন্দ্রবদনা বাহুদ্বয়, সুবলস্বসা উদর, যোগান্বিতা কটি, সৌভদ্রিকা পাদদ্বয় রক্ষা করুন॥ ১৩॥

নখান্ চন্দ্রমুখী পাতু গুল্‌ফৌ গোপালবল্লভা।
নখান্ বিধুমুখী দেবী গোপী পাদতলং তথা॥ ১৪॥

চন্দ্রমুখী নখ, গোপালবল্লভা গুল্‌ফদ্বয়, বিধুমুখী দেবী নখ, গোপী পাদতল রক্ষা করুন॥ ১৪॥

শুভপ্রদা পাতু পৃষ্ঠং কক্ষৌ শ্রীকান্তবল্লভা।
জানুদেশং জয়া পাতু হরিণী পাতু সর্ব্বতঃ॥ ১৫॥

শুভপ্রদা পৃষ্ঠ, শ্রীকান্তবল্লভা কক্ষ, জয়া জানুদেশ এবং হরিণী সকলস্থলে রক্ষা করুন॥ ১৫॥

বাক্যং বাণী সদা পাতু ধনাগারং ধনেশ্বরী।
পূর্ব্বাং দিশং কৃষ্ণরতা কৃষ্ণপ্রাণা চ পশ্চিমাং॥ ১৬॥

বাণী বাক্য, ধনেশ্বরী ধনাগার, কৃষ্ণরতা পূর্ব্বদিক্ ও কৃষ্ণপ্রাণা পশ্চিম দিক্ রক্ষা করুন॥ ১৬॥

উত্তরাং হরিতা পাতু দক্ষিণাং বৃষভানুজা।
চন্দ্রাবলী নৈশমেব দিবা ক্ষ্বেড়িতমেখলা॥ ১৭॥

হরিতা উত্তরে, বৃষভানুজা দক্ষিণে, চন্দ্রাবলী নিশাতে, ক্ষ্বেড়িতমেখলা দিবাতে আমাকে পালন করুন॥ ১৭॥

সৌভাগ্যদা মধ্যদিনে সায়াহ্নে কামরূপিণী।
রৌদ্রী প্রাতঃ পাতু মাং হি গোপিনী রজনীক্ষয়ে॥১৮॥

সৌভাগ্যপ্রদা মধ্যদিনে, কামরূপিণী সায়াহ্নে, রৌদ্রী প্রভাতে, গোপিনী রজনীক্ষয়ে আমাকে রক্ষা করুন্ ॥ ১৮ ॥

হেতুদা সঙ্গবে পাতু কেতুমালা দিবার্দ্ধকে।
শেষাঽপরাহ্নসময়ে শমিতা সর্ব্বসন্ধিষু ॥ ১৯ ॥

হেতুদা সঙ্গবে, কেতুমালা দিবার্দ্ধকে, শেষা অপরাহ্নে, শমিতা সর্ব্ব সিদ্ধিতে ॥ ১৯ ॥

যোগিনী ভোগসময়ে রতৌ রতিপ্রদা সদা।
কামেশী কৌতুকে নিত্যং যোগে রত্নাবলী মম ॥ ২০ ॥

যোগিনী ভোগ সময়ে, রতিপ্রদা রতিবিষয়ে, কামেশী কৌতুকে, এবং রত্নাবলী যোগবিষয়ে আমায় রক্ষা করুন ॥ ২০ ॥

সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু রাধিকা কৃষ্ণমানসা।
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি কবচং পরমাদ্ভুতং ॥ ২১ ॥

কৃষ্ণমানসা রাধিকা সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেতে আমায় রক্ষা করুন্। হে দেবি! তোমাকে পরমাদ্ভুত কবচ কহিলাম ॥ ২১ ॥

সর্ব্বরক্ষাকরং নাম মহারক্ষাকরং পরং।
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নসময়ে সায়াহ্নে প্রপঠেদ্যদি ॥ ২২ ॥

সর্ব্বরক্ষাকর ও মহারক্ষাকর ইহার নাম হয়, ইহা প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে যদি কেহ পাঠ করে ॥ ২২ ॥

সর্ব্বার্থসিদ্ধিস্তস্য স্যাৎ যদ্যন্মনসি বর্ত্ততে।
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে ॥ ২৩ ॥

তবে তাহার অভিলষিত সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধি হয এবং রাজদ্বারে, সভাতে, সংগ্রামে ও শত্রুসঙ্কটে ॥ ২৩ ॥

প্রাণার্থনাশসময়ে যঃ পঠেৎ প্রযতো নরঃ।
তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্দেবি ন ভয়ং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ২৪ ॥

অথবা প্রাণার্থনাশ সময়ে কেহ শুচি হইয়া পাঠ করিলে তাহার সিদ্ধি হয় কোথায় ও ভয় থাকে না ॥ ২৪ ॥

আরাধিতা রাধিকা চ তেন সত্যং ন সংশয়ঃ।
গঙ্গাস্নানাৎ হরের্নাম গ্রহণাদ্যৎ ফলং লভেৎ ॥ ২৫ ॥

তাহা কর্ত্তৃক রাধিকা আরাধিতা হয়েন, ইহাতে সংশয় ও মিথ্যা নাই, আর তাহার গঙ্গাস্নানে হরিনামের ফল লাভ হয় ॥ ২৫ ॥

তৎ ফলং তস্য ভবতি যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ।
হরিদ্রারোচনাচন্দ্রমণ্ডিতং হরিচন্দনং ॥ ২৬ ॥

শুচি হইয়া পাঠ করিলে তাহারও সেই ফল লাভ হয়, হরিদ্রা রোচনা এবং চন্দ্রমণ্ডিত হরিচন্দন ॥ ২৬ ॥

কৃত্বা লিখিত্বা ভূর্জ্জে চ ধারয়েৎ মস্তকে ভুজে।
কণ্ঠে বা দেবদেবেশি স হরি র্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৭ ॥

একত্র করিয়া ভূর্জপত্রে বর্ণ লিখিয়া মস্তকে, ভুজে অথবা কণ্ঠে ধারণ করিলে হে দেবেশি, সেই জন শ্রীহরির স্বারূপ্য পায় ॥ ২৭ ॥

কবচস্য প্রসাদেন ব্রহ্মা সৃষ্টিং স্থিতিং হরিঃ।
সংহারঞ্চাহং নিয়তং করোমি কুরুতে তথা ॥ ২৮ ॥

এই কবচের প্রসাদে ব্রহ্মা সৃষ্টি, হরি স্থিতি এবং আমি সংহারকর্ত্তা হইয়াছি ॥ ২৮ ॥

বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় বিরাগগুণশালিনে।
দদ্যাৎ কবচমব্যগ্রমন্যথা নাশমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯ ॥

বিশুদ্ধাদি ও বিরাগগুণযুক্ত বৈষ্ণবকে দিবেক। ব্যগ্র ব্যক্তিকে দিলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে সর্ব্বরক্ষাকরং রাধাকবচং সমাপ্তং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে সর্ব্বরক্ষাকর রাধাকবচ সমাপ্ত সপ্তম অধ্যায় ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

মন্ত্র নাম রহস্য কথন।

শ্রীনারদ উবাচ।

মহাদেব মহাদেব দেবদেব জগৎপতে।
মন্ত্রার্থং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং গূঢ়ং রাধামনুং প্রভো॥
বক্তুমর্হসি দেবেশ ভক্তং মাং শশিখণ্ডধৃক্॥ ১॥

শ্রীনারদ কহিলেন। হে জগৎপতি দেবশ্রেষ্ঠ দেবদেব মহাদেব প্রভো শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রের অর্থ এবং শ্রীরাধিকার গুপ্তমন্ত্র আপনি ব্যক্ত করিয়া ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ করুন ইহা শ্রবণ করিতে বাসনা করিতেছি॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

কৃষ্ণমন্ত্রার্থমেবাশু বক্ষ্যামি শৃণু নারদ।
ককারাৎ সৃষ্টিরূপোঽসৌ লকারাৎ স্থিতিরেব চ॥ ২॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন। হে নারদ! শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের অর্থ ত্বরায় ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। ককারার্থে সৃষ্টি, লকারে স্থিতি হয়॥ ২॥

সংহারাৎ ঈ ভবেন্নিত্যং নির্ব্বাণাদ্বিন্দুরেব চ।
ককারাদ্ভীতিমাপন্না যমদূতা ভবন্তি হি॥ ৩॥

ঈকারার্থে সংহার ও অনুস্বারে নির্ব্বাণ প্রকাশ পায়, যমদূতেরা ককারেতে ভয় প্রাপ্ত হয়॥ ৩॥

ঋকারাৎ পাতকানি স্যুঃ পলায়নপরাণি চ।
যকারোচ্চারণাৎ সর্ব্বে ভূতা রাক্ষসপন্নগাঃ॥ ৪॥

ঋকারেতে সমস্ত পাপ দূর হইয়া যায় এবং যকারোচ্চারণে সমস্ত ভূত ও রাক্ষস এবং পন্নগেরা॥ ৪॥

বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ ণকারাদ্রোগরাশয়ঃ।
অকারাৎ সর্ব্বতঃ শান্তিরেষ কল্পদ্রুমো মনুঃ॥ ৫॥

ভয়ার্ত্ত হইয়া পলায়ন করে ও নকারে রোগরাশি বিনষ্ট হয় এবং অকারেতে শান্তি হওয়াতে এই মন্ত্র কল্পবৃক্ষ স্বরূপ হয়েন ॥ ৫ ॥

ককারো মুখচন্দ্রোঽস্য ঋকারো নেত্রমণ্ডলং ।
ষকারো বাহুযুগলং ণকারঃ পাদমেব চ ॥ ৬ ॥

ককার ইহার মুখচন্দ্র এবং ঋকার নেত্রমণ্ডল ও ষকার বাহুযুগল, এবং ণকার চরণ হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

অকারঃ সর্ব্বগাত্রাণি শৃণুষ্ব দ্বিজসত্তম ।
পুনরন্যৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব দ্বিজসত্তম ॥ ৭ ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ অকার উহার সর্ব্বগাত্র বলিয়া অবগত হও, অপিচ উহার অন্যরূপ কহিতেছি প্রণিধান কর ॥ ৭ ॥

ককারাদ্ব্রহ্মরূপত্বাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা জনার্দ্দনঃ ।
ঋকারাৎ সৃষ্টিকর্ত্তাঽসৌ বেদবেদ্যো হরিঃ স্বয়ং ॥ ৮ ॥

ককার ব্রহ্মরূপ হওয়াতে জনার্দ্দন ও ঋকারেতে বেদবিদ্য শ্রীহরি স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

ণকারাৎ শিবরূপত্বাৎ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ ।
ণকারাৎ শ্বেতরূপত্বাৎ নির্ব্বাণফলদায়কঃ ॥ ৯ ॥

ণকার শিবরূপ হওয়াতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় কারক এবং ণকারে শ্বেত রূপত্ব হেতুক নির্ব্বাণ ফলদায়ক হয়েন ॥ ৯ ॥

জগদ্বীজসর্ব্বমায়াবিসর্গঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
কৃষ্ণনামার্থ এবোক্তঃ পরং শৃণু মহামতে ॥ ১০ ॥

বিসগ জগতের বীজ ও সর্ব্বমায়া কহিতে হয়, হে মহামতি ! শ্রীকৃষ্ণের এই নামের অর্থ শুনিলে, এক্ষণে অপর নামার্থ কর্ণগোচর কর ॥ ১০ ॥

মা লক্ষ্মীঃ প্রোচ্যতে বেদে ধবস্তস্যাঃ পতি র্হরিঃ ।
অতো মাধবনামাঽসৌ প্রোচ্যতে পুরুষোত্তমঃ ॥ ১১ ॥

বেদেতে মা শব্দে লক্ষ্মী এবং ধবশব্দে তাঁহার পতি শ্রীহরি উক্ত হইয়াছেন, এজন্য সেই পুরুষোত্তমকে লোকে মাধব কহে ॥ ১১ ॥

মা শোভা তেজসো মূর্ত্তির্নিরাকারস্য তেজসঃ।
ধবস্তস্য হরিঃ সাক্ষান্মাধবোঽসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ১২॥

মা শব্দে শোভা এবং নিরাকার তেজের মূর্ত্তি এবং ধব তাঁহার সাক্ষাৎ হরি, এজন্য শ্রীবিষ্ণুকে মাধব কহা যায়॥ ১২॥

বিষ্ণুর্বিভাবনত্বাচ্চ ব্যাপকত্বাচ্চ নারদ।
ভাবনত্বাচ্চ বর্ণানাং বিষ্ণুরেব ততঃ স্মৃতঃ॥ ১৩॥

হে নারদ! বিভাবনত্ব এবং ব্যাপকত্ব ও বর্ণের ভাবনত্ব হেতুক তিনি বিষ্ণু পদ বাচ্য হইয়াছেন॥ ১৩॥

কাশো দীপ্তিমতো যস্মাৎ প্রকাশঃ সর্ব্বজন্মনাং।
প্রভুঃ প্রভবনত্বাচ্চ ততঃ কাশঃ প্রভুঃ স্মৃতঃ॥ ১৪॥

যাহা হইতে কাশী প্রদীপ্ত এবং সর্ব্ব জন্তুর প্রকাশ হয়, তাঁহাকে কাশ এবং প্রভবন হেতুক প্রভু কহা যায়॥ ১৪॥

চৈতন্যভূতো জীবানাং যতশ্চৈতন্যবর্জ্জিতাঃ।
জড়ীভূতা ভবন্তীহ চৈতন্যস্তু ততঃ স্মৃতঃ॥ ১৫॥

যাহা হইতে জড়ীভূত এবং চৈতন্য বর্জ্জিত জীবগণ চেতনাযুক্ত হয়, তাঁহাকে চৈতন্য কহা যায়॥ ১৫॥

সেবতে এষ বা ভূত্বা যস্মিন্ কৃষ্ণশরীরতঃ।
অতঃ কেশবনামাঽসৌ সেব্যতে পুরুষঃ পরঃ॥ ১৬॥

যাঁহাকে কৃষ্ণ শরীরে সেবা করায় তিনি কেশবনামা পুরুষশব্দে কথিত হয়েন॥ ১৬॥

হৃষীকাণামিন্দ্রিয়াণামীশঃ সংপ্রোচ্যতে যতঃ।
অতো নারদ লোকেঽস্মিন্ হৃষীকেশ ইতি স্মৃতঃ॥১৭॥

যে হেতুক বিষয়েন্দ্রিয়ের দেবতা হয়েন, হে নারদ! এই জন্য লোকে তাঁহাকে হৃষীকেশ কহে॥ ১৭॥

জনানর্দ্দয়তে যস্মাৎ প্রলয়ে মহতি দ্বিজ।
অতঃ স প্রোচ্যতে বেদে জনার্দ্দন ইতি প্রভুঃ॥ ১৮॥

হে দ্বিজ! যেহেতু তিনি মহা প্রলয়ে লোকদিগকে পীড়া দেন, এই নিমিত্ত সেই প্রভু জনার্দ্দন শব্দের বাচ্য হইয়াছেন॥ ১৮॥

নারা জলমিতি প্রোক্তা অয়নং তস্য তা যতঃ।
অতো নারায়ণো নাম গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥ ১৯॥

নারা শব্দে জল এবং অয়নার্থে তন্ময়ত্ব বুঝায়, এজন্য সেই পুরুষোত্তম নারায়ণ শব্দে গীত হয়েন॥ ১৯॥

নারং সরসমূহে চ অয়নং তে যতঃ প্রভোঃ।
অয়নং স সাক্ষিভূতো যতো নারায়ণঃ পরঃ॥ ২০॥

নারা শব্দে নর সমূহ এবং অয়নশব্দে উৎপত্তি স্থান অথবা সাক্ষিভূত হওয়াতে ও নারায়ণ উক্ত হইয়াছেন॥ ২০॥

গাং পৃথ্বীং স্বর্গমেবাথ বাচং বা পশবোঽপি বা।
তেজসো বা পালকোঽসৌ গোপালস্তু ততঃ স্মৃতঃ॥২১॥

গো শব্দে পৃথ্বী, স্বর্গ শব্দে বাক্য অথবা পশু বুঝায় এবং তিনি তাহার তেজ কিম্বা পালক হওয়াতে গোপাল শব্দের বাচ্য হইয়াছেন॥ ২১॥

বালকত্বাচ্চ বালোঽসৌ কৃষ্ণবর্ণগতো ততঃ।
বালকৃষ্ণ ইতি প্রোক্তো যতোঽসৌ পুরুষোত্তমঃ॥ ২২॥

সেই পুরুষোত্তমের বালস্বভাব এবং কৃষ্ণবর্ণত্ব হেতুক তিনি বালকৃষ্ণ শব্দে বিখ্যাত হইয়াছেন॥ ২২॥

বাশব্দবোধে বায়ুশ্চ লাদানগ্রহণেন চ।
ককারো ব্রহ্মণো রূপমতো বালক উচ্যতে॥ ২৩॥

বা শব্দে বোধ এবং বায়ু লা শব্দে গ্রহণ এবং ককার ব্রহ্মরূপ হয় এজন্য তাঁহার নাম বালক হইয়াছে॥ ২৩॥

কর্ত্তা হর্ত্তা পালয়িতা দাতা ভোক্তা কৃপাময়ঃ।
নাথোঽয়ং জগতাং যস্মাৎ জগন্নাথস্ততঃ স্মৃতঃ॥ ২৪॥

তিনি এই জগতের কর্ত্তা, হর্ত্তা, পালয়িতা, দাতা, ভোক্তা এবং দয়াময় নাম হওয়াতে তাঁহার নাম জগন্নাথ হইয়াছে॥ ২৪॥

হরি র্হরণশীলত্বাৎ পাপানাং দুঃখযোনিনাং।
নরসিংহবপুর্যস্মাদতো ব্রহ্মন্ হরিঃ স্মৃতঃ। ২৫॥

দুঃখদায়ক পাপহরণ করাতে এবং হে ব্রহ্মন্! তাঁহার নরসিংহ শরীর হওয়াতে তাঁহার নাম হরি হইযাছে॥ ২৫॥

ন চ্যবন্তি যতো ভক্তা মহতি প্রলয়ে সতি।
অতোঽচ্যুতঃ স বিশ্বাত্মা গীয়তে পুরুষোত্তমঃ॥ ২৬॥

যে হেতু ভক্তেরা মহাপ্রলযেও চ্যুত হয়েন না, এই জন্য সেই বিশ্বাত্মা পুরুষোত্তম অচ্যুত নামে আহুত হইয়া থাকেন॥ ২৬॥

চ্যুতিহীনোঽব্যয়ো যস্মাদথবাচ্যুত ইষ্যতে।
জগতামাদিভূতশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ যঃ স্মৃতঃ॥ ২৭॥

অথবা তাঁহার চ্যুতি না থাকাতে সেই অব্যয় পুরুষকে অচ্যুত বলে, যিনি জগতের আদি অন্ত এবং মধ্য হয়েন॥ ২৭॥

অতো বেদে পুরাণে চ অনাদিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
গবামিন্দ্রঃ স্মৃতো যস্মাদ্বাচামিন্দ্রস্ততঃপরং॥ ২৮॥

তাঁহাকে অনাদি কহা যায় তিনি গো এবং বাক্যের ইন্দ্র হওয়াতে॥ ২৮॥

অতো গোবিন্দ ইতি চ কীর্ত্ত্যতে বেদবাদিভিঃ।
ইতি নামরহস্যং তে গদিতং পরমাদ্ভুতং॥ ২৯॥

বেদবাদিরা তাঁহাকে গোবিন্দ কহিয়াছেন। তোমাকে এই পরমাদ্ভুত নাম রহস্য কহিলাম॥ ২৯॥

নাস্ত্যন্তং নামতস্তস্য যাথার্থ্যং মুনিপুঙ্গব।
যদি পৃথিব্যা ধূল্যাদে র্গণনাকরণক্ষমঃ॥ ৩০॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তাঁহার নামের যথার্থতঃ অন্ত নাই, যদি কেহ পৃথিব্যাদির ধূল্যাদির গণনা সম্ভব করিতে পারে ॥ ৩০ ॥

ভবিষ্যতি তথাপীশো নাম্নাং নৈব তু শক্যতে।
জন্মান্তরসহস্রেষু নৈব নৈব দ্বিজোত্তম ॥ ৩১ ॥

তথাপি হে দ্বিজসত্তম! জন্মান্তর সহস্রেও তাহার অন্ত হয় না কেবল ভক্তিতেই হয় ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
মন্ত্রনামরহস্যং অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ইতি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে মন্ত্রনাম
রহস্য অষ্টম অধ্যায় ॥ ৮ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

রাধামন্ত্র কথন

—:০:—

শ্রীনারদ উবাচ।

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি রহস্যং পরমাদ্ভুতং।
যে যে মন্ত্রাশ্চ শ্রীমত্যা রাধিকায়াঃ সুগোপিতাঃ।
তন্মে ব্রূহি মহাদেব যদ্যনুগ্রাহ্যতাং ময়ি॥ ১॥

নারদ কহিলেন। অধুনা পরমাদ্ভুত রহস্য শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি, হে মহাদেব! শ্রীমতী রাধিকার যে সকল মন্ত্র সুগোপিত আছে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহা ব্যক্ত করুন॥ ১॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পার্ব্বত্যৈ যৎ প্রকাশিতং।
নৈব তত্ত্বাং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব গদতো মম॥ ২॥

মহাদেব কহিলেন। হে নারদ! আমি যাহা পার্ব্বতীর নিকট প্রকাশ করিয়াছি, তাহা তোমাকে এপর্য্যন্ত প্রকাশ করি নাই এক্ষণে বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ২॥

বহ্নিবীজং ক্রোশযুক্তং তথা বিন্দুবিভূষিতং।
এতদ্বীজং মুনিশ্রেষ্ঠ বীজং ত্রৈলোক্যপূজিতং॥ ৩॥

ক্রোশ এবং বিন্দুযুক্ত বহ্নিবীজ (রাং) আছে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ তাহা ত্রৈলোক্যের পূজনীয় হয়॥ ৩॥

একাক্ষরোঽয়ং বিপ্রেন্দ্র মনুঃ সর্ব্বফলপ্রদঃ।
পুরশ্চরণকৃন্মন্ত্রী জপেল্লক্ষদ্বয়ং সুধীঃ॥ ৪॥

হে বিপ্রেন্দ্র! এই একাক্ষর মন্ত্র সকল ফলদায়ক হওয়াতে, মন্ত্রজ্ঞ সুবুদ্ধি সাধক তাহা পুরশ্চরণপূর্ব্বক দুইলক্ষবার জপ করিবে॥ ৪॥

অথান্যং মন্ত্ররাজস্তু শৃণু কল্পদ্রুমং মহৎ।
নিজবীজং ততো মায়া কামবীজমতঃ পরং ॥ ৫ ॥

অনন্তর মহৎ কল্পবৃক্ষস্বরূপ অপর মন্ত্র শ্রবণ কর, নীজ বীজ ও মায়া এবং কামবীজের উচ্চারণ করিয়া ॥ ৫ ॥

রাধায়ৈ বহ্নিজায়ান্তো মন্ত্রোঽয়ং কল্পপাদপঃ।
প্রাতঃকৃত্যাদিকং সর্ব্বং পূর্ব্ববৎ পরিকল্পয়েৎ ॥ ৬ ॥

তাহার পরে রাধায়ৈ স্বাহা, উক্ত কল্পবৃক্ষস্বরূপ উক্ত মন্ত্র হয় পূর্ব্ববৎ প্রাতঃকৃত্যাদি কল্পনা করিবেক ॥ ৬ ॥

যাগস্থানং ততো গত্বা স্থানাসনপরিগ্রহং।
ভূতশুদ্ধ্যাদিকং কৃত্বা প্রাণায়ামস্তু মূলতঃ ॥ ৭ ॥

যাগস্থানে গমন এবং স্থান ও আসন পরিগ্রহ এবং ভূতশুদ্ধি ও মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবেক ॥ ৭ ॥

ঋষিরস্য মহাদেবো গায়ত্রী ছন্দ এব চ।
দেবতা রাধিকা প্রোক্তা সর্ব্বশাস্ত্রেষু গোপিতা ॥ ৮ ॥

উহার ঋষি মহাদেব, ছন্দঃ গায়ত্রী এবং শ্রীমতী রাধিকা দেবতা সর্ব্বশাস্ত্রে গোপনীয়ভাবে উক্ত হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

এবং ঋষ্যাদিকং কৃত্বা রাং বীজেনাঙ্গকল্পনা।
ততো ধ্যায়েৎ পরাং দেবীং কাঞ্চনাভাং বরপ্রদাং ॥৯॥

এইরূপে ঋষ্যাদি কহিয়া রাং বীজে অঙ্গপূজার কল্পনা করিবেক অনন্তর কাঞ্চন প্রভা এবং বরপ্রদা সেই দেবীকে ধ্যান করিবেক ॥ ৯ ॥

কিশোরীং কৃষ্ণসহিতাং নীলাম্বরধরাং শুভাং।
দক্ষিণে ধৃততাম্বুলাং পাণৌ বামে সমুদ্গাকং ॥ ১০ ॥

তিনি কিশোরী, কৃষ্ণসহিতা, নীলাম্বরধরা এবং শুভকরী ও দক্ষিণ এবং বামহস্তে সমুদ্গাক ও তম্বুল ধারণ করিতেছেন ॥ ১০ ॥

ধারয়ন্তীং স্বর্ণভূষাং সদা কৃষ্ণানুরাগিণীং।
কৃষ্ণাস্যনয়নাসক্তাং হারনূপুরভূষিতাং ॥ ১১ ॥

স্বর্ণভূষাধারিণী ও সদা কৃষ্ণানুরাগিণী, কৃষ্ণের মুখে আসক্ত নয়না ও হার এবং নূপুরভূষিতা ॥ ১১ ॥

এবং ধ্যাত্বা মানসৈ স্তামুপচারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।
ততো ধ্যাত্বা পুনর্দেবীং সংস্থাপ্য স্বপুরস্থলে ॥ ১২ ॥

এই প্রকার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে তাঁহার অর্চ্চনা করিবেক, অনন্তর পুনর্ব্বার ধ্যানান্তে আপন পুরস্থলে তাঁহাকে সংস্থাপন করিয়া ॥ ১২ ॥

প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণান্ প্রাণেষু যোজয়েৎ।
ততঃ পাদ্যাদিকং দত্ত্বা মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ ॥ ১৩ ॥

যথোক্তমন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা হইলে, মন্ত্রজ্ঞসাধক মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি দিয়া ॥ ১৩ ॥

যথাবিধি ধূপদীপ নৈবেদ্যৈঃ পরিপূজয়েৎ।
পুষ্পাঞ্জলিং পঞ্চধা চ দত্ত্বা মন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ ॥ ১৪ ॥

যথাবিধি ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্যসহকারে পূজা করিবেক, এই মন্ত্র পাঠ করিবেন ॥ ১৪ ॥

শুক্লপুষ্পৈঃ সদা পূজ্যা তুলসীপত্রসংযুতা।
করবীরং তথা পদ্মং বকং কাঞ্চনমেব চ ॥ ১৫ ॥

পুষ্পমধ্যে শুক্লপুষ্প তুলসীপত্রযুক্ত এবং করবীর পদ্ম ও বক ও কাঞ্চন পুষ্প প্রশস্ত ॥ ১৫ ॥

শুক্লে রক্তে স্তথা পূজ্যা অন্যথা ন সমাচরেৎ।
বৈষ্ণবে সঙ্গতিঃ কার্য্যা বৈষ্ণবে চ সদা রতিঃ ॥ ১৬ ॥

শুক্ল অথবা রক্ত পুষ্পদ্বারা পূজা করিবে, অন্যথা বিধান করিবে না, বৈষ্ণবের সহিত সঙ্গ ও রতি রাখিবেক ॥ ১৬ ॥

জন্মাষ্টমীং সমাসাদ্য রোহিণীসংযুতা যদি।

লভ্যতে চোপবাসো হি কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা তদা ॥ ১৭।

যদি রোহিণী সংযুতা জন্মাষ্টমী প্রাপ্ত হয় তাহাতে উপবাস করিবেক ॥ ১৭ ॥

নালাভে রোহিণীভে চ সপ্তমীং পরিবর্জ্জয়েৎ।

এবম্প্রকারতো ব্রহ্মন্ তথা গোষ্ঠাষ্টমীং তিথিং ॥ ১৮ ॥

রোহিণীনক্ষত্র উহাতে না পাওয়া গেলে সপ্তমী বর্জ্জন করিবেক, ব্রহ্মন্! এই প্রকারে গোষ্ঠাষ্টমীসম্পন্ন করিবে ॥ ১৮ ॥

উপবাসঃ সদা কার্য্যো ন্যান্যথা সিদ্ধিহানিকৃৎ।

বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ ॥ ১৯ ॥

উপবাস না করিলে সিদ্ধিহানি হয়, আর কোন বৈষ্ণব যদি একাদশীতে অনবধানতাবশতঃ ভোজন করে ॥ ১৯ ॥

বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াৎ।

বরং পিতৃবধং ব্রহ্মন্ মাতৃণাং গমনং বরং ॥ ২০ ॥

তাহার বিষ্ণুপূজা বৃথা হওয়াতে সে ঘোর নরকে যায়, এবং পিতৃহত্যা মাতৃগামীর অপেক্ষা অধিকতর পাপী হয় ॥ ২০ ॥

একাদশ্যাং বৈষ্ণবস্তু ন ভুঞ্জীত কদাচন।

ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং যৎপৃষ্টোঽহমিহ দ্বিজ ॥

হরেরাশ্চর্য্যভূতস্য কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ২১ ॥

কিন্তু বৈষ্ণবেরা কদাচ একাদশীতে ভোজন করিবেন না হে বিপ্র! এস্থলে আমি যাহা জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলাম, তৎসমুদয় তোমাকে এইরূপে কহিলাম শ্রীহরির আশ্চর্য্যসম্বন্ধে আর কি শুনিতে বাসনা করিতেছ ॥ ২১ ॥

ইতি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে রাধা-মন্ত্র কথন নবম অধ্যায় ॥ ৯ ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

যোগধারণ কথন।

শ্রীনারদ উবাচ।

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি শরীরস্থ যথাক্রমং।
কা নাড্যঃ কতিধাস্তত্র গতয়ো বায়ুসঞ্চ্রমাঃ॥ ১॥

নারদ কহিলেন। এক্ষণে শরীরের বিষয় যথাক্রমে শুনিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে কোন্ নাড়ী কত প্রকারে বায়ুর গতিযুক্ত হয়॥ ১॥

বিশেষেণ মহাদেব বক্তুমর্হসি মাম্প্রতি।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্যোচ্ছেত্তা নৈবোপলভ্যতে॥ ২॥

হে মহাদেব! আপনিই আমার নিকট বিশেষ প্রকারে আমার প্রতি উহা বলিবার যোগ্য হয়েন, আপনি ভিন্ন এই সংশয়ের নিবারণ কর্ত্তা আর কহাকেও পাইতেছি না॥ ২॥

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি যোগধারণমুত্তমং।
তিস্রঃকোট্য স্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ॥ ৩॥

মহাদেব কহিলেন। হে নারদ! উত্তমরূপে যোগধারণার বিষয় শ্রবণ কর, শরীরমধ্যে সার্দ্ধ তিন কোটি নাড়ী আছে॥ ৩॥

তাসু মুখ্যা দশ প্রোক্তাস্তাসু তিস্রোঽভ্যবস্থিতাঃ।
প্রধানো মেরুদণ্ডোঽত্র চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী॥ ৪॥

তাহার দশটি প্রধান এবং তন্মধ্যে মেরুদণ্ডে অবস্থিত চন্দ্র সূর্য্য এবং অগ্নিরূপা তিনটী শ্রেষ্ঠ॥ ৪॥

শক্তিরূপা চ সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা।
দক্ষিণে পিঙ্গলাখ্যা তু পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা॥ ৫॥

শক্তিরূপা বামনাড়ী (ইড়া) অমৃতরূপা এবং দক্ষিণে পুরুষরূপা পিঙ্গলানাড়ী সূর্য্যবিগ্রহ হয়েন॥ ৫॥

দাড়িমীকুসুমপ্রখ্যা বিষাখ্যা মুনিভিঃ স্মৃতা।
মেরুমধ্যে স্থিতা যা তু মূলদা ব্রহ্মবিগ্রহা॥ ৬॥

আর ব্রহ্মবিগ্রহা এবং মুনিগণের কথিত দাড়িমী কুসুম প্রখ্যা বিষাখ্যা নাড়ী মেরুমধ্যে মূলদায়িনী হইয়া আছেন॥ ৬॥

সর্ব্বতেজোময়ী সা তু সুষুম্না বহুরূপিণী।
তস্যা মধ্যে বিচিত্রাখ্যা অমৃতপ্লাবিনী শুভা॥ ৭॥

সেই বহুরূপিণী সর্ব্বতেজোময়ী সুষুম্না নাড়ীর মধ্যে অমৃতপ্লাবিনী বিচিত্রাখ্যা শুভা নাড়ী থাকে॥ ৭॥

সর্ব্বদেবময়ী সা তু যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমা।
বিসর্গাদ্বিন্দুপর্য্যন্তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি তত্ত্বতঃ॥ ৮॥

তিনি সর্ব্বদেবময়ী এবং যোগিদিগের হৃদয়ঙ্গমা হইয়া বিসর্গ হইতে বিন্দুপর্য্যন্ত ব্যাপিতা আছেন॥ ৮॥

মূলাধারে ত্রিকোণাখ্যে ইচ্ছাজালক্রিয়াত্মকে।
মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গন্তু কোটিসূর্য্যসমপ্রভং॥ ৯॥

ইচ্ছাজালক্রিয়াত্মক ত্রিকোণাখ্য মূলাধারে কোটিসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী স্বয়ম্ভু লিঙ্গ থাকেন॥ ৯॥

তদূর্দ্ধে কামবীজন্তু ফলশান্তীন্দুনাদকং।
তদূর্দ্ধে তু শিখাকারা কুণ্ডলী ব্রহ্মবিগ্রহা॥ ১০॥

তাহার ঊর্দ্ধে চন্দ্রবিন্দুযুক্ত কামবীজ আছেন. তাহার উপরে শিখাকারা ব্রহ্মবিগ্রহা কুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজ করিতেছেন॥ ১০॥

তদ্বাহ্যে হেমবর্ণাভং রসবর্ণং চতুর্দ্দলং।
দ্রুতহেমসমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিভাবয়েৎ॥ ১১॥

তাহার বহির্ভাগে স্বর্ণবর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট চতুর্দ্দল পদ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাকে দ্রুত হেমসম প্রখ্য কহে॥ ১১॥

তদূর্দ্ধেঽগ্নিসমপ্রখ্যং ষড়্‌দলং হীরকপ্রভং।
কাদিচান্তষড়্‌বর্ণেন যুক্তাধিষ্ঠানসংজ্ঞকং॥ ১২॥

তদূর্দ্ধে হীরকপ্রভু ষড় দল পদ্ম ককারাদি চান্তবর্ণে স্বাধিষ্ঠান নামে বিখ্যাত আছেন॥ ১২॥

মূলমাধায় ষট্‌কোণং মূলাধারং ততো বিদুঃ।
স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ॥ ১৩॥

তৎপরে মূলাবধি ঐ ষট্‌কোণযুক্ত এবং স্বকায় লিঙ্গনামে বিখ্যাত স্বাধিষ্ঠান পদ্ম অবগত হইয়া॥ ১৩॥

তদূর্দ্ধং নাভিদেশে তু মণিপূরং মহৎপ্রভং।
মেঘাভং বিদ্যুতাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ॥ ১৪॥

তাহার উপর নাভিদেশে মহৎশোভাধারী মণিপূর (চক্র) পদ্ম মেঘ ও বিদ্যুতের প্রভাবিশিষ্ট হইয়া আছেন॥ ১৪॥

মণিবদ্ভিন্নতৎপদ্মং মণিপূরং তথোচ্যতে।
দশভি শ্চন্দনৈ র্যুক্তং ডাদিফান্তাক্ষরান্বিতং॥ ১৫॥

যেহেতুক সেই পদ্ম মণির ন্যায় বিভিন্ন অতএব তাহাকে মণিপূর কহিয়া চন্দনাক্ত ডকারাদি ফান্তদশবর্ণে ব্যাপ্ত জানিবেক॥ ১৫॥

শিখেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বলোকৈককারণং।
তদূর্দ্ধেন স্থিতং পদ্ম মুদ্যদাদিত্যসন্নিভং॥ ১৬॥

আর বিশ্বসংসারের কারণ স্বরূপ ঐ পদ্ম শিখেনাধিষ্ঠিত হয় ও তাহার ঊর্দ্ধে নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় হয়॥ ১৬॥

কাদিঠান্তাক্ষরৈ রর্কপত্রৈশ্চাজ্যমধিষ্ঠিতং।
তন্মধ্যে বাণলিঙ্গস্তু সূর্য্যাযুতসমপ্রভং॥ ১৭॥

অর্কপত্রে কাদিঠান্ত বর্ণযুক্ত অধিষ্ঠিত দশসহস্র সূর্য্যতুল্য বাণ লিঙ্গ আছেন॥ ১৭॥

শব্দব্রহ্মময়ং শব্দেনাহতং তত্র দৃশ্যতে।
তেনাহতাখ্যং পদ্মস্তু মুনিভিঃ পরিকীর্ত্ত্যতে॥ ১৮॥

ব্রহ্মময় যে শব্দ তাহাতে আহত হওয়াতে তদুপরিস্থ অনাহতপদ্ম মুনিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইযাছে॥ ১৮॥

আনন্দসদনং তত্তু পুরুষাবেষ্টিতং পরং।
তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজং ॥ ১৯ ॥

তাহা আনন্দময় স্থান ও পরমপুরুষের অধঃস্থিত হয়, তাহার নাম ষোড়শ দলযুক্ত বিশুদ্ধ পদ্ম হইয়াছে ॥ ১৯ ॥

রবেঃ ষোড়শকৈর্যুক্তং ধূম্রবর্ণং মহৎপ্রভং।
বিশুদ্ধং তনুতে যস্মাজ্জীবস্যাহং সলোকনাৎ ॥ ২০ ॥

তাহাতে মহাদেব তাঁহার দর্শন করিয়া লোকাধিপ হইয়া কার্য্য করেন. এবং ষোড়শ সূর্য্য তাঁহার সহিত যুক্ত আছেন ॥ ২০ ॥

বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতং আকাশাখ্যং মহৎ পরং।
আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধে তু আত্মনাধিষ্ঠিতং পরং ॥ ২১ ॥

শ্রেষ্ঠ ও আকাশাখ্য বিশুদ্ধ পদ্ম কথিত হইল, তাহার উপর আত্মার অধিষ্ঠানের স্থান আজ্ঞাচক্র আছে ॥ ২১ ॥

আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র গুরো রাজ্ঞেতি কীর্ত্তিতং।
কৈলাসাখ্যে তদূর্দ্ধে তু বোধনী তু তদূর্দ্ধতঃ ॥ ২২ ॥

আজ্ঞাসংক্রমন হেতুক গুরুর আজ্ঞা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়, তাহার উর্দ্ধে কৈলাসাখ্য স্থান আছে ॥ ২২ ॥

এবঞ্চ সর্বচক্রাণি প্রোক্তানি তব সুব্রত।
সহস্রারাম্বুজং বিন্দুস্থানং তদূর্দ্ধ মীরিতং ॥ ২৩ ॥

হে সুব্রত! এইরূপে যে সকল চক্র উক্ত হইল তাহার উপর বিন্দুস্থান সহস্রদল পদ্ম কথিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং যোগমার্গমনুত্তমং।
আদৌ পূরকযোগেন আধারে যোজয়েন্মনঃ ॥ ২৪ ॥

সমস্ত নিরুপম যোগবিবরণ তোমাকে এই প্রকারে বলিলাম, উহাতে প্রথমতঃ পূরকযোগ মূলাধারে মনঃসংযোগ করিবেক ॥ ২৪ ॥

গুদমেঢ্রান্তরে শক্তিং তামূর্দ্ধঞ্চ প্রবোধয়েৎ।
লিঙ্গভেদক্রমেণৈব বিন্দুচক্রন্তু প্রাপয়েৎ ॥ ২৫ ॥

তৎপরে গুহ্য এবং লিঙ্গদ্বারের মধ্যে যে শক্তি থাকেন, তাঁহাকে প্রবোধযুক্ত করিয়া লিঙ্গভেদক্রমে বিন্দুচক্রে লইয়া যাইবেক ॥ ২৫ ॥

শম্ভুনা তাং পরাং শক্তিং একীভাবং বিচিন্তয়েৎ।
তত্রোত্থিতামৃতরসং দ্রুতলাক্ষারসোপমং ॥ ২৬ ॥

অনন্তর শিবশিবা একই ভাবিয়া তাহাতে উত্থিত বিগলিত লাক্ষারস সদৃশ অমৃতরস আছে ॥ ২৬ ॥

পায়য়িত্বা চ তাং শক্তিং কৃষ্ণাখ্যাং যোগসিদ্ধিদাং।
ষট্‌চক্রদেবতা স্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া ॥ ২৭ ॥

পান করাইয়া সেই শক্তিকে কৃষ্ণাখ্যা যোগসিদ্ধিদা ষট্‌চক্র দেবতার নিকট অমৃতধারাতে পরিতৃপ্ত করিবে ॥ ২৭ ॥

অনেন জ্ঞানমার্গেণ মূলাধারং ততঃ সুধীঃ।
এবমভ্যস্য চাযম্য অহন্যহনি মারুতং ॥ ২৮ ॥

সুবুদ্ধিসাধক এইরূপ জ্ঞানপথের অভ্যাস করতঃ প্রতিদিবস মূলাধারে বায়ুর সংযম করিতে থাকিবেক ॥ ২৮ ॥

জরামরণদুঃখাদ্যৈ মু্চ্যতে ভববন্ধনাৎ।
পূর্ব্বোক্তদূষিতা মন্ত্রাঃ সর্ব্বে সিধ্যন্তি নান্যথা ॥ ২৯ ॥

তাহাতে তাঁহার জরামরণ ও দুঃখ এবং সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, অপিচ পূর্ব্বোক্ত দূষিত মন্ত্র সকলও ইহাতে সিদ্ধি প্রদান করে ॥ ২৯॥

তে গুণাঃ সন্তি দেবস্য পঞ্চকৃত্বো বিধায়িনঃ।
যে গুণাঃ সাধকবরে ভবন্ত্যেব ন চান্যথা ॥ ৩০ ॥

পঞ্চকৃত্ব কারকদিগের যে গুণ থাকে তাহা ঐ সাধকের প্রতিবর্ত্তে ইরা অন্যথা হয় না ॥ ৩০ ॥

ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং যোগমার্গমনুত্তমং।
ইদন্তু ধারণাধ্যানং শৃণুষ্বাবহিতো মম ॥ ৩১ ॥

এই সকল অনুত্তম যোগবিধি কহিলাম এক্ষণে আমার নিকট ধ্যান ও ধারণার বিষয় সাবধানে শ্রবণ কর ॥ ৩১ ॥

দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো বিধায় চ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবো ব্রহ্মণি যোজনাৎ ॥৩২॥

দিক্ ও কালাদির অবচ্ছেদ না করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে চিত্তে সমাধান করিবেক আর ব্রহ্মেতে যোজনা করিয়া শীঘ্রই তন্ময় হইবে ॥ ৩২ ॥

অথবা সমলং চিত্তং যদা ক্ষিপ্রং ন সিধ্যতি।
তদাবয়বসংযোগাদ্যোগী যোগান্ সমভ্যসেৎ ॥ ৩৩ ॥

অথবা যৎকালে সমলচিত্ত ও শীঘ্র সিদ্ধ না হয়, তৎকালে অবয়ব সংযোগে যোগী যোগাভ্যাস করিবেন ॥ ৩৩ ॥

পাদাম্ভোজে মনো দদ্যাৎ নখকিঞ্জল্কচিত্রিতে।
জঙ্ঘাযুগ্মে তথা রামকদলীকাণ্ডশোভিতে ॥ ৩৪ ॥

পাদপদ্মে নখকিঞ্জল্কচিত্রিত এবং রামকদলীকাণ্ডশোভিত মনঃ জঙ্ঘাদ্বয়ে সমাধান করিবেক ॥ ৩৪ ॥

ঊরুদ্বয়ে মত্তহস্তিকরদণ্ডসমপ্রভে।
গঙ্গাবর্ত্তগভীরে তু নাভৌ সিদ্ধবিলে ততঃ ॥ ৩৫ ॥

মত্তহস্তির করদণ্ডের সমান ঊরুদ্বয়ে ও গঙ্গাবর্ত্তের ন্যায় গভীর সিদ্ধবিল নাভিতে ॥ ৩৫ ॥

উদরে বক্ষসি তথা হরেঃ শ্রীবৎসকৌস্তুভে।
পূর্ণচন্দ্রাযুতপ্রখ্যে ললাটে চারুমণ্ডলে ॥ ৩৬ ॥

তৎপরে উদর এবং শ্রীহরির বক্ষঃস্থলে ও শ্রীবৎসকৌস্তুভে এবং দশসহস্র পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় চারুমণ্ডল ললাটে ॥ ৩৬ ॥

শঙ্খচক্রগদাম্ভোজদোর্দণ্ডপরিমণ্ডিতে।
সহস্রাদিত্যসংকাশে কিরীটকুণ্ডলদ্বয়ে ॥ ৩৭ ॥

তাঁহার হস্তস্থিত শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মে ও সহস্রাদিত্য প্রকাশবৎ কিরীট ও কুণ্ডলদ্বয়ে মনঃস্থাপন করিতে হয় ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণ ইত্যুপলক্ষণং।

স্থানে স্থানে যজেন্মন্ত্রী বিশুদ্ধশুদ্ধচেতসা।
মনো নিবেশ্য কৃষ্ণে বৈ তন্ময়ো ভবতি ধ্রুবং ॥
যাবন্মনো লয়ং যাতি কৃষ্ণে স্বাত্মনি চিন্তয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

এই শ্রীকৃষ্ণের উপলক্ষণ।

স্থানে স্থানে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া মন্ত্রজ্ঞসাধক শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিশ্চয়ই তন্ময় হইবেন এবং যাবৎ শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মাতে সেই মন লয়প্রাপ্ত না হয় তাবৎ তাঁহার চিন্তা করিবেন ॥ ৩৮ ॥

তারাদিষ্টমনুং মন্ত্রী জপহোমং সমভ্যসেৎ।
অতঃপরং ন কিঞ্চিচ্চ কৃত্যমাস্তে মনোহরে ॥ ৩৯ ॥

অপিচ ঐ সাধক ব্যক্তি তারাদি ইষ্টমন্ত্রের জপ ও হোম অভ্যাস করিতে থাকিবেন, ইহার আর বিশেষ কোন কার্য্য নাই ॥ ৩৯ ॥

বিদিতে পরতত্ত্বে তু সমস্তে র্নিয়মৈ রলং।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে ॥ ৪০ ॥

পরমতত্ত্ব জানিলে আর কোন নিয়ম থাকে না, তালবৃন্তে কি আবশ্যক যদি মলয়াচলের বায়ু প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৪০ ॥

মন্ত্রাভ্যাসেন যোগেন জ্ঞানং জ্ঞানায় কল্পতে।
ন যোগেন বিনা মন্ত্রী ন মন্ত্রেণ বিনা হরিঃ ॥ ৪১ ॥

মন্ত্রাভ্যাস এবং যোগদ্বারা (শেষে) একই জ্ঞান কল্পিত হয় এবং যোগ বিনা মন্ত্র নাই এবং মন্ত্র বিনা শ্রীহরিকে পাওয়া যায় না ॥ ৪১ ॥

দ্বয়োরভ্যাসযোগো হি ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারণং।
তমঃপরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে ॥ ৪২ ॥

উভয়ের অভ্যাসযোগই ব্রহ্মসংসিদ্ধির কারণ হয়, কারণ অন্ধকারাবৃত গৃহে দীপ থাকিলে ঘটাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

এবং মায়াবৃতো হ্যাত্মা মনুনা গোচরীকৃতঃ।
এবং তে কথিতং ব্রহ্মন্মন্ত্রয়োগমনুত্তমং ॥
দুর্লভং বিষয়াসক্তৈঃ সুলভং তাদৃশামপি ॥ ৪৩ ॥

এই প্রকার মায়াবৃত আত্মা মন্ত্রদ্বারা গোচরীকৃত হইয়া থাকেন ব্রহ্মন্ তোমাকে এই নিরুপম মন্ত্র যোগ কহিলাম ইহাতে উক্ত যোগ বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের দুর্লভ হইয়াও সুলভ হইল॥ ৪৭॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
যোগকথনে দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে যোগ
কথনে দশম অধ্যায়॥ ১০॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

পুনঃ যোগ প্রকরণ কথন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

শ্রীমহাদেব কহিলেন।

অথ প্রকারান্তরং, তত্র শারদায়াং।

অথ প্রকারান্তর (যোগ কথনং) তত্র শারদায়াং।

ষণ্ণবত্যঙ্গুলায়ামং শরীরমুভয়াত্মকং।
গজধ্বজান্তরে কন্দ মুৎসেধাদ্দ্ব্যঙ্গুলং বিদুঃ॥ ১॥

এই উভয়াত্মক শরীর ষণ্ণবতি অঙ্গুলি আয়াসে গজধ্বজান্তরে কন্দ এবং উৎষেধ দেওয়া শূন্যময় কথিত হয়॥ ১॥

তস্য দ্বিগুণবিস্তারং বৃত্তরূপেণ শোভিতং।
নাড্যস্তত্র সমুদ্ভূতাঃ মুখ্যাস্তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ২॥

তাহার দ্বিগুণ বিস্তৃত এবং বৃত্তরূপে শোভিত নাড়ী সকল তাহার মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে তাহার মধ্যে তিনটি প্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥২॥

ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী পিঙ্গলা দক্ষিণে মতা।
তয়োর্ম্মধ্যগতা নাড়ী সুষুম্না তৎসমাশ্রিতা॥ ৩॥

বা মে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও তাহার মধ্যে সুষুম্না নাড়ী থাকে॥ ৩॥

পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বয়ং যাতা শিবাখ্যা শিরসা পুনঃ।
ব্রহ্মস্থানং সমাপন্না সোমসূর্য্যাগ্নিরূপিণী॥ ৪॥

শিখা নাড়ী. পাদদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত গিয়া সোম সূর্য্যাগ্নি রূপিণী নাড়ীর সহিত মিলিত হইয়াছে॥ ৪॥

তস্য মধ্যগতা নাড়ী বিচিত্রা যোগিদুর্ল্লভা।
ব্রহ্মরন্ধ্রং বিদুস্তস্যাঃ পদ্মসূত্রনিভং পরং॥ ৫॥

তাহার মধ্যগত এবং যোগিদিগের দুর্লভ ও পদ্মসূত্র সদৃশ বিচিত্র নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্রগত হয়েন ॥ ৫ ॥

আধারাস্তু গতাস্তত্র মতভেদাদনেকধা।
দিব্যমার্গমিমং প্রাহুরমৃতানন্দকারকং ॥ ৬ ॥

হা মতভেদে অনেক প্রকার আধার উক্ত হইয়া থাকে, যাহা হউক নন্দদায়ক এই যোগ মার্গ কথিত হইল ॥ ৬ ॥

ইড়ায়াং সঞ্চলেচ্চেন্দ্রঃ পিঙ্গলায়াং দিবাকরঃ।
জাতৌ তু যোগনিদ্রায়াং সুষুম্নায়াঞ্চ তাবুভৌ ॥ ৭ ॥

তে চন্দ্রের এবং পিঙ্গলাতে সূর্য্যের গতি হয়, পরন্তু তাঁহারা সুষু- গনিদ্রার সময় উপস্থিত হয়েন।

আধারকন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরং।
জ্যোতিষং নিলয়ং দিব্যং প্রাহুরাগমবেদিনঃ ॥ ৮ ॥

আধারকন্দ মধ্যে অতি সুন্দর ত্রিকোণ আগমবেত্তাদিগের দিব্য নিলয় ন হয় ॥ ৮ ॥

তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা।
পরিস্ফুরতি সর্ব্বাত্মা সুপ্তাহিসদৃশাকৃতিঃ ॥ ৯ ॥

তাহাতে বিদ্যুল্লতাকারা পরদেবতা কুণ্ডলী সুপ্তা এবং তৎসদৃশাকৃতি র্ব্বাত্মা থাকেন ॥ ৯ ॥

বিভর্ত্তি কুণ্ডলী শক্তিরাত্মানং হংসমাশ্রিতা।
হংসঃ প্রাণাশ্রয়ো নিত্যং প্রাণা নাড়ীপথাশ্রয়াঃ ॥১০॥

কুণ্ডলীশক্তি হংসাশ্রয় করিয়া আত্মাকে ভরণ করেন, হংস প্রাণের শ্রয় ও প্রাণাদিবায়ু নাড়ীপথের আশ্রয় করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

আধারাদূর্দ্ধতো বায়ু র্যথাবৎসর্ব্বদেহিনাং।
দেহং প্রাপ্য স্বনাড়ীভিঃ প্রয়াণং কুরুতে বহিঃ ॥ ১১ ॥

সকল দেহীর আধারের ঊর্দ্ধে বায়ু যথাবৎ দেহমধ্যে গমনাগমন নাড়ী- সম্পাদন করে ॥ ১১ ॥

দ্বাদশাঙ্গুলমানেন তস্মাৎ প্রাণ ইতি স্মৃতঃ।

রম্যে মৃদ্বাসনে শুদ্ধে পটাজিনকুশোত্তরে ॥ ১২ ॥

দ্বাদশাঙ্গুলি উহার বাহ্যগতির পরিমাণ থাকাতে উহাকে প্রাণ কহা যায় আর রম্য. মৃদু ও শুদ্ধ পট্ট চর্ম্ম, এবং কুশোত্তরের আসনে ॥ ১২ ॥

যদ্বৈকমাসনং যোগী যোগমার্গপরো ভবেৎ।

জ্ঞাত্বা স্থিতো যত্র দেহে যথাবৎ প্রাণবায়ুনা ॥

তত্র ভূতো যজেদ্দেহে দৃঢ়ত্বাবাপ্তয়ে সুধীঃ ॥ ১৩ ॥

অথবা অন্য কোন আসনে বসিয়া যোগী যোগপথে তৎপর হইবেন সুধী সাধক দৃঢ়ত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রাণবায়ুদ্বারা যেস্থানে যে ভূত আছে তা জ্ঞাত হইয়া তাহার যথাবিধি যত্ন করিবেন ॥ ১৩ ॥

আসনভূতোদয়ে প্রাগুক্তে।

অঙ্গুলীভি র্দৃঢ়ং বদ্ধা করণানি সমাহিতঃ।

অঙ্গুষ্ঠাভ্যামুভেশ্রোত্রে তর্জ্জনীভ্যাং বিলোচনে ॥ ১৪ ॥

অঙ্গুলিসমূহদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে সমাহিত করি উভয় কর্ণে অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীদ্বয় লোচনদ্বয়ে স্থাপন করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

নাসারন্ধ্রে চ মধ্যাভ্যা মন্যাভি র্ব্বদনং দৃঢ়ং।

বদ্ধা হৃন্মপ্রাণমনসামেকত্বং সমনুস্মরন্ ॥ ১৫ ॥

নাসারন্ধ্রে মধ্যমা এবং অন্যাঙ্গুলি বদনে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া আত্ম প্রাণ ও মনের একত্ব স্মরণ করিবে ॥ ১৫ ॥

ধারয়েন্মারুতং সম্যগ্যোগোহয়ং যোগিদুর্লভঃ।

নাদঃ সঞ্জায়তে তস্য ক্রমাদভ্যস্যতঃ শনৈঃ ॥ ১৬ ॥

তাহাতে বায়ুধারণা হইতে থাকিবে. এই সুদুর্লভ যোগে ক্রম অভ্যাসদ্বারা নাদ (শব্দ) শুনা যায় ॥ ১৬ ॥

স তু ভৃঙ্গাঙ্গনাগীতসদৃশঃপ্রথমো ধ্বনিঃ।

বংশিকাংস্যানিলাপূর্ণং বংশভাবানিলোপমং ॥১৭॥

ভ্রমরীর গুণ্ গুণ্ শব্দের ন্যায় সেই প্রথম ধ্বনি অনুভূত হয় ও তৎপরে
সেই শব্দ বায়ু সংযোগে উৎপন্ন বেণু শব্দের তুল্য হইয়া॥ ১৭॥

ঘণ্টারবসমং পশ্চাৎ ঘনমেঘস্বনোঽপরঃ।
এবমভ্যস্যতঃ পুংসঃ সংসারধ্বান্তনাশনঃ॥ ১৮॥

পশ্চাৎ ঘণ্টা রবের ন্যায় ও পরে মেঘ শব্দের সদৃশ হইলে, এই অভ্যাস
। সংসারযন্ত্রণা দূর হইয়া থাকে॥ ১৮॥

জ্ঞানমুৎপদ্যতে সর্ব্বং হংসক্ষেপণমব্যয়ং।
পুংপ্রকৃত্যাত্মকৌ প্রোক্তৌ বিন্দুসর্গৌ মনীষিভিঃ॥১৯॥

"হংস" ক্ষেপণে জ্ঞান জন্মিলে (ঐ মন্ত্রের) অনুস্বর এবং বিসর্গ পুরুষ
প্রকৃতিমূলক বোধ করিতে হয়॥ ১৯॥

তাভ্যাং ক্রমাৎ সমুদ্ভূতৌ বিন্দুসর্গাবসানকৌ।
হংসৌ হংসপ্রকৃত্যাখ্যো হংসবান্ প্রকৃতিস্তু সঃ॥২০॥

তাহা হইতে উৎপন্ন হংসকে প্রকৃতি এবং হংসবানুকে পুরুষ বলিয়া
ক্রমে স্থির করা আবশ্যক॥ ২০॥

অজপা কথিতা তাভ্যাং জীবো যামুপতিষ্ঠতে।
পুরুষত্বাশ্রয়ং মত্বা প্রকৃতি নিত্যমাত্মনঃ॥
যদা তদ্ভাবমাপ্নোতি তদা সোঽহমিত্যং ভবেৎ॥ ২১॥

এই প্রকারে অজপা ও কথিতা হইলেন, জীবেরা ইহা পুরুষাশ্রয়বিশিষ্ট
নিয়া সাধনা করিতে থাকিবেন, ইহাতে তাঁহার ভাব অবগত হইলে
হং এই প্রকার জ্ঞান জন্মিবেক॥ ২১॥

সাকারার্ণং লোপয়িত্বা প্রযত্নশ্চ ততঃ পরং।
সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ পূর্ব্বরূপাং তদাসৌ প্রণবো ভবেৎ॥২২॥

অনন্তর যত্নপূর্ব্বক সাকারর্ণের লোপ করিয়া পূর্ব্বরূপ সন্ধ্যা করিলে উহা
প্রণবরূপ হইবে॥ ২২॥

পরানন্দময়ং নিত্যং চৈতন্যৈক গুণাত্মকং।
আত্মাভেদস্থিতং যোগী প্রণবং ভাবয়েৎ সদা ॥ ২৩ ॥

যোগী সাধকেরা সতত এই প্রণবের চিন্তা করিবেন যে উহা পরমানন্দময় ও নিত্য ও একমাত্র চৈতন্যগুণ বিশিষ্ট এবং আত্মার অভেদ স্থায়ী হয় ॥

আস্থায় বাচামতিদূরমাদ্যং
বেদ্যং স্বসংবেদ্যগুণেন সন্তঃ।
আত্মানমানন্দরসৈকসিন্ধুং
পশ্যন্তি তে তারকমাত্মনিষ্ঠাঃ ॥ ২৪ ॥

সাধুরা নিজ গুণদ্বারা ঐ মূলবীজমাত্র বাক্যোচ্চারণ করিয়া পরমানন্দ রসের সাগর স্বরূপ সেই পরমাত্মাকে অবগত হইবেন, আর তাঁহারা আত্ম-নিষ্ঠ হইয়া তারকের (বীজের) প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন ॥ ২৪ ॥

সত্যং হেতু বিবর্জ্জিতং শ্রুতিগিরামাদ্যং জগৎকারণং
ব্যাপ্তং স্থাবরজঙ্গমং নিরুপমং চৈতন্যমন্তর্গতং।
আত্মানং রবিচন্দ্রবহ্নিবপুষং তারাত্মকং সন্ততং
নিত্যানন্দগুণালয়ং সুকৃতিনঃ পশ্যন্তি রুদ্ধেন্দ্রিয়াঃ ॥২৫॥

সত্যস্বরূপ, হেতুরহিত, শ্রুতিবাক্যের আদি, জগতের কারণ, স্থাবর এবং জঙ্গমেতে ব্যাপ্ত, উপমাশূন্য চৈতন্যময় এবং অন্তরস্থিত আত্মাকে জিতেন্দ্রিয় ও সুকৃতী পুরুষেরা সূর্য্যচন্দ্রাগ্নিময় শরীরবিশিষ্ট এবং তারাত্মক ও নিত্যানন্দগুণের আলয় বলিয়া নিরীক্ষণ করেন ॥ ২৫ ॥

অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং ভজন্তে
চৈতন্যমাত্রং রবিমণ্ডলস্থং।
ধ্যায়ন্তি দুগ্ধাব্ধিভুজঙ্গভোগে
শয়ানমাদ্যং কমলাসহায়ং ॥
প্রফুল্লনেত্রোৎপলমঞ্জনাভং
চতুর্মুখেনাশ্রিতপাদপদ্মং ॥ ২৬ ॥

এবম্প্রকারে আদিপুরুষ ক্ষীর সাগরে অনন্ত ফণাতে শয়িত সেই কমলা-পতিকে স্বাঙ্গপরিমিত এবং রবিমণ্ডলস্থিত চৈতন্যময় প্রফুল্ল নয়নে এবং অঞ্জনবর্ণে শোভমান এবং ব্রহ্মার ধ্যানগম্য জানিয়া সাধকেরা তাঁহার ভজনা করেন ॥ ২৬ ॥

আম্নায়গস্তৃচরণং বননীলমুদ্যৎ-
শ্রীবৎসকৌস্তুভগদাম্বুজশঙ্খচক্রং।
হৃৎপুণ্ডরীকনিলয়ং জগদেকমূল-
মালোকয়ন্তি কৃতিনঃ পুরুষং পুরাণং ॥২৭॥

কার্য্যকুশল ও ভক্তিমান্ সাধকেরা মেঘবৎ নীলবর্ণ এবং শ্রীবৎস কৌস্তুভ গদ, পদ্ম শঙ্খ এবং চক্রধারী ও শ্রুতি সংস্তুত চরণারবিন্দ এবং পুরাণ পুরুষ বোধে তাঁহাকে দর্শন করেন ॥ ২৭ ॥

শ্রীনারদ উবাচ।

ইতি মে যোগশাস্ত্রস্য জ্ঞাতং মাহাত্ম্যমুত্তমং।
প্রকাশিতঞ্চ যত্নেন জ্ঞানামৃতমিদং ভুবি ॥ ২৮ ॥

নারদ কহিলেন। আমি এইরূপে যোগশাস্ত্রের উত্তম মাহাত্ম্য অবগত হইয়া যত্নপূর্ব্বক সেই জ্ঞানামৃত পৃথিবীতে প্রকাশ করিলাম ॥ ২৮ ॥

বুধাঃ পিবত যত্নেন পরং ব্রহ্ম রসায়নং।
পীত্বেদমমৃতং ভূয়ো মৃতং জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ২৯ ॥

বিজ্ঞলোকেরা এই পরব্রহ্ম রসায়ন পান করুন, যেহেতুক ইহা পান করিয়া মৃত হইলে আর জন্মান্তর থাকে না ॥ ২৯ ॥

অভ্যস্যন্তি ত্বিদং শাস্ত্রং পঠন্তি পাঠয়ন্তি বা।
সিদ্ধয়োঽষ্টৌ করে তস্য ধনধান্যাদিসম্পদঃ ॥ ৩০ ॥

যে কেহ এইশাস্ত্র অভ্যাস বা পাঠ করে কিম্বা শিক্ষা দেয়, তাহার হস্তে ধন ও ধান্যাদি সম্পত্তি এবং অষ্টসিদ্ধি আসিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

আদৃতাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু ভোগিনঃ ক্ষোভকারকাঃ।
প্রাপ্নুবন্তি পরং ব্রহ্ম সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৩১॥

আদরণীয় সর্ব্বশাস্ত্র ভোগবান এবং বহুকালের ক্ষোভ কারক ও সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ সেই পরমার্থ ভাগবততত্ত্ব পবব্রহ্ম লাভ করে। ৩১ ॥

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে পঞ্চমরাত্রে
যোগপ্রকরণ নামক একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সমাপ্তঞ্চেদং পঞ্চমরাত্রং।

ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে যোগপ্রকরণনামক
একাদশ অধ্যায় ॥ ১১ ॥

সমাপ্ত পঞ্চরাত্র।